



# শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত

কলিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক

শ্রীমন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

সম্পাদিত

তৃতীয় সংস্করণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৪২

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—১৩২৩

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৪২

তৃতীয় সংস্করণ—১৩৪৯

মূল্য—পরিষদের সনস্ক-পক্ষে—৩

সাধারণ-পক্ষে—

পরিষদ প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো।

কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক

প্রিন্ট

## মুখবন্ধ

বসন্ত বাবুর নিত্য ইচ্ছা, আমি এই পুস্তকের একটা মুখবন্ধ লিখিয়া দিই। তাঁহার অহুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। কিছু লিখিতে হইল।

আমি তখন সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলাম। এক দিন বসন্ত বাবু আমাকে সংবাদ দিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের একখানি নূতন পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কেহ উহার অস্তিত্ব জানিত না। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে যখন পুথিখানি দেখিলাম, তখন দেখিলাম, একটা নূতন জিনিষ বটে।

চণ্ডীদাসের নামে বাঙ্গালী চিরকাল মুগ্ধ;—চণ্ডীদাসের নূতন গ্রন্থের নামে চমক লাগিবারই কথা। সাহিত্য-পরিষদের চেঁচায় চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের শৈশবেই আমার বালাবল্লু শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় অনেকগুলি নূতন পদ প্রকাশ করেন। নীলরতন বাবু বীরভূমির অধিবাসী—তিনি তখন কীর্ত্তিহার ইন্সুলে শিক্ষকতা করিতেন,—এখন রামপুরহাটে শিক্ষকতা করেন। তিনি পঠের আরও বহুসংখ্যক পদের সন্ধান পান। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলি তিনি পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশার্থ আমার হাতে দিয়াছিলেন—পরিষৎ তাঁহাকেই সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলী পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পদাবলীমধ্যে তাঁহার আবিষ্কৃত ঐ সকল পদ স্থান পাইয়াছে। নীলরতন বাবুর সম্পাদিত পদাবলীতে ৮৩০টি পদ আছে;—ইহার পূর্বে চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত এতগুলি পদ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

নীলরতন বাবুর সম্পাদিত এবং পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল; কিছু প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। প্রথম প্রশ্ন উঠে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই পদটি বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মানে কি? প্রশ্নটি সমীচীন বটে। জাল চণ্ডীদাস যে জন্মে নাই, তাহা কেহ হালপ করিয়া বলিতে পারিবেন না। চণ্ডীদাসের নামের এমন মাহাত্ম্য যে, অনেক অকবিও স্বরচিত পদের শৌর্য বাড়াইবার জন্ত চণ্ডীদাসের ভণিতা চালাইয়া থাকিবেন। চালাইয়া থাকিবেন কেন, এরূপ অনেক পদ নিশ্চয় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ পদটি আসল চণ্ডীদাসের, আর কোন্টি নকল বা জাল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? এ বিষয়ের আলোচনায় দুই রকম প্রমাণ আবশ্যক হয়—বাহিরের প্রমাণ ও ভিতরের প্রমাণ। চণ্ডীদাসের পদাবলী সকল ব্যাপারে কোনরূপ বাহিরের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভিতরের প্রমাণ ভাষা ও ভাব লইয়া। কোন একটি পদের বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, এই ভাষা চণ্ডীদাসের সময়ে প্রচলিত ভাষা বটে কি না এবং চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা বটে কি না? বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে একবারে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, চণ্ডীদাসের কোন পদই অবিষ্কৃত নাই—এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত কিছু পদ বাহির হইয়াছে, সকল পদেরই ভাষা হালের ভাষা। চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষা—চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা—এত কাল অজ্ঞাত ছিল। এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত পদ চলিয়া আসিতেছে, কোনটার ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা নহে। তার পরে দেখিতে হইবে যে, এই পদের ভাব চণ্ডীদাসের যোগ্য কি না—চণ্ডীদাসের কলম হইতে এইরূপ জিনিষ বাহির হইতে পারে কি না? পাঠকের কচিভেদ অহুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। একের মতে যাহা চণ্ডীদাসের যোগ্য, অল্পে বিবেচনায় তাহা হয় ত সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্ত্তমান অবস্থায়



কোন সম্পাদকের বিবেচনায় ভর করিয়া কোন পদকে খারিজ করা নিরাপত্তা নহে। আমার বিবেচনায় চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখিলেই এখন তাহা প্রকাশ করা উচিত—ভবিষ্যতে সমালোচনার সময় আসিবে—বিচার-বিতর্কের পর স্থির হইবে, কোনটা আসল, আর কোনটা নকল।

নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত সকল পদকেই পদাবলীমধ্যে স্থান দিয়াছেন। বিচারের ভার তিনি নিজের উপর লন নাই—সাহিত্য-সমাজের উপর ফেলিয়াছেন। আমার বিবেচনায় তিনি ভালই করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিতর্ক উঠিয়াছিল, বানান লইয়া। পদাবলীর পাঠকদের মধ্যে যাহারা কেবল রসালো তাহারা কোন শব্দের বানান কিরূপ হইবে, তজ্জ্ঞ আদৌ ব্যাকুল নহেন। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থ কেবল কাব্যরস-পিপাসুর জন্ত প্রচারিত হয় না। এ কালে ভাষা-বিজ্ঞান নামে একটা বিজ্ঞানবিজ্ঞা গড়িয়া উঠিয়াছে; সাহিত্য-পরিষৎ মুখ্যতঃ ঐ বিজ্ঞানানুমোদীদের মুখ চাহিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। এই বিজ্ঞান নিতান্ত নীরস বিজ্ঞা। ইহা চণ্ডীদাসের পদেরও সমুদয় রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া কেবল তাহার ছিবড়া ভক্ষণের জন্ত লালায়িত। চণ্ডীদাসের নিকট রামী রজকিনীর প্রেম নিকষিত হেমতুল্য ছিল কি না, ভাষা-বিজ্ঞান তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন; রামীর নাম চণ্ডীদাস দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত, না হ্রস্ব-ই-কারান্ত করিয়া লিখিতেন, তাহা স্থির না করিতে পারিলে এই বিজ্ঞানের সোয়াস্তি হয় না। রজকের স্ত্রী কতকাল হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন এড়াইয়া রজকী হইতে রজকিনীতে পরিণত হইয়াছে, তজ্জ্ঞ এই বিজ্ঞানবিজ্ঞার শিরঃপীড়া ঘুচে না। সাহিত্য-পরিষৎ এই বিজ্ঞানবিজ্ঞার খাতিরে পুরাণ পুথি পাইলেই তাহার “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং” বানান বজায় রাখিয়া ছাপিতে দেন। একাধিক পুথি পাইলে, তাহার মধ্যে একখানিকে আদর্শ পুথি ধরিয়া, তাহার বানান অম্লসরণ করেন, আর অগ্র পুথির বানান-ভেদ ছোট হরপে ফুটনোটে পাঠান্তরস্বরূপে প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য—এই সকল পাঠভেদ মিলাইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিবে এবং সে কালে বাক্সালা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইবে। সাধারণ পাঠকে এই পণ্ডিতের লড়াইয়ে কৌতুক দেখে;—কলে এই হয় যে, পরিষদগ্রন্থাবলী-ভুক্ত মুদ্রিত পুস্তকের পাতা উন্টাইতে সাধারণ পাঠকের আতঙ্ক হয়; উহা অপাঠ্য বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়; বহিঃগুলি পোকায কাটে এবং অবশেষে কাগজের দামে বেচিতে হয়।

নীলরতন বাবুর সঙ্কলিত পদাবলীতে পরিষদের এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। নীলরতন বাবু বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য রাখিয়া চণ্ডীদাসের যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং সংস্করণ বাহির করিতে পারেন নাই বা সম্মত হন নাই। পরন্তু নিজের খেয়ালের উপর বানান সংশোধন করিয়া—এ কালের বানান বসাইয়া পদাবলী ছাপাইয়াছেন। কলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহার সঙ্কলিত পদাবলী সুপাঠ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানের তত্ত্বাধ্বষীর পক্ষে ঐ সংস্করণ অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্ত নীলরতন বাবু তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন এবং আমিও এই অপকর্মের প্রোত্সাহ দিয়াছি বলিয়া কিঞ্চিৎ গজ্ঞান পাইয়াছি।

কিন্তু বসন্ত বাবু কর্তৃক চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আবিষ্কারের পর এখন দেখিতেছি, নীলরতন বাবুরই জিত। পুরাতন পুথির পুরাতন বানান রক্ষা করিবার জন্ত তিনি যদি পরিশ্রম করিতেন, তাহা নিতান্তই পণ্ডিত হইত। এই নব-প্রকাশিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষা হয়, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের যত সংস্করণ বাহির হইয়াছে, যত পদ সংগৃহীত হইয়াছে, যত পুথি লইয়া আলোচনা হইয়াছে—কোনটারই ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা নহে, সর্বত্রই খাটি চণ্ডীদাসের খাটি ভাষা বিকৃত, রূপান্তরিত, ‘আধুনিকতাপাদিত’ হইয়া গিয়াছে। এত কাল আমরা যে ভাষাকে চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া জানিতাম, সে ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে—তাহা এ কালের ভাষা—চণ্ডীদাসের তুলনায় অত্যন্ত এ কালের ভাষা—গায়কদের হাতে এবং পুথিলেখকদের হাতে পড়িয়া আধুনিক ছাঁচে ফেলা ভাষা। সে ভাষা যখন চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে, তখন সে ভাষার বানানের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা নিতান্তই পণ্ডিত হইত।

যিনি এই কৃষ্ণকীর্তনের পাতা উটাইবেন, তিনিই এই কথায় সায়্য দিবেন। এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।

কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—তাহাও খণ্ডিত, শেষের কতকগুলি পাতা নাই। একখানি মাত্র পুঁথি বলিয়া ইহা অবিকল ছাপান সম্ভবপর হইয়াছে—প্রত্যেক শব্দের বানান অবিকৃত করিয়া ছাপিব্যবস্থা হইয়াছে। ছাপাখানার কল্যাণে হয় ত ভুলভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে—তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত এত সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই। গ্রন্থখান্নির মাহাত্ম্য এতই অধিক যে, পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে ইহার আত্মোপাস্ত ফটোগ্রাফ করিয়া ছাপান উচিত হইত। যাহা হউক, বসন্তরঞ্জন বাবু যেরূপ যন্ত্রের সহিত ইহার খুঁটিনাটি বজায় রাখিয়া, ইহার সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বম্ভর উপাধি সার্থকই হইয়াছে।

কয়টি বিশিষ্ট কারণে গ্রন্থখানি মহামূল্য। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া আমি বিদায় লইব।

প্রথম, পুস্তকের রচনা-কাল। সন-তারিখের সমস্তা এ দেশের ইতিহাসে সব চেয়ে জটিল সমস্তা। যুধিষ্ঠির হইতে বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব হইতে কালিদাস, কালিদাস হইতে লক্ষ্মণসেন, কোন ব্যক্তিরই আবির্ভাব-তিরোভাবের বৎসর-তারিখ নিঃসংশয়ে নির্দিষ্ট হয় নাই—পণ্ডিতেরা কেবলই মাথা খুঁড়িতেছেন ও কথা কাটাকাটি করিতেছেন। চণ্ডীদাস ত দূরের কথা। সে কালের বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতাদের কেহ গ্রন্থশেষে আপনার বংশপরিচয় দিতেন, কেহ বা দয়া করিয়া রচনার কালটা দিবারও চেষ্টা করিতেন। যিনি পুঁথি নকল করিতেন, তিনিও গ্রন্থশেষে আপনার নাম-ধাম ও নকল করিবার তারিখ দিতেন। কিন্তু আমাদের এমনই ভাগ্য-দোষ যে, পুরাণ পুথির শেষের দিকটাই হয় ত খণ্ডিত হইয়া পড়ে, অথবা শেষ পাতাটা বর্তমান থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের পোকা ঠিক তারিখের অঙ্কটাই পছন্দ করিয়া কাটিয়া ফেলে। কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ-পরিচয় দিতে গিয়া রচনার বার, তিথি, নক্ষত্র, অতি সূক্ষ্মভাবে নির্দেশ করেন, কেবল বৎসরটা নির্দেশ করিতে ভুলিয়া যান। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ এত দিন লুপ্ত ছিল, এত কালে ব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু শেষ দিকে খণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কাজেই পুথির মধ্যে উহার কালনির্ণয় হইল না। চণ্ডীদাসের কোন পরিচয় গ্রন্থশেষে ছিল কি না, জানা গেল না; হয় ত ছিল না। কিন্তু পুঁথিখানি কে কবে নকল করিয়াছেন, তাহার পরিচয় হয় ত ছিল। কিন্তু তাহাও লুপ্ত থাকিল, ব্যক্ত হইল না। এখন পুথির হরফ দেখিয়া পণ্ডিতেরা তর্কবিতর্ক করুন। শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার আলোচনা পাঠকেরা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দেখিবেন। তিনি বলেন—এই পুঁথিখানিই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম বাঙ্গালা হরপের পুঁথি—উহার চেয়ে পুরাণ পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হরপ দেখিয়া তিনি অছমান করেন, পুথির তারিখ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে পারে—সম্ভবতঃ ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পুঁথিখানি হয় ত চণ্ডীদাসের সমসাময়িক;—কেন না, চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালকে উহার আগে টানিয়া লওয়া চলে না। এই পুঁথি চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত হইতেও পারে, এইরূপ কল্পনাতেও আনন্দ পাওয়া যাইবে। চণ্ডীদাসের নিজের হাতে লেখা না হইলেও তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার সমসাময়িক লোকের হাতে লেখা হইতে পারে। বাঙ্গালা হরপের উৎপত্তি ও পরিণতি বিচার যে সকল পণ্ডিতের ব্যাসায়, এই পুঁথিখানি তাঁহারা সমান্নরে গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় কথা—গ্রন্থের ভাষা। যাহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহাদের কাছেও এই গ্রন্থ পরম আনন্দের গৃহীত হইবে। চতুর্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম-বাঙ্গালার খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল। সেই ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে এখানে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার উপরে হাত ফলাইতে কেহ অবকাশ পায় নাই। শৃঙ্গপুরাণের ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা হইতে প্রাচীন বটে, কিন্তু শৃঙ্গপুরাণের পুঁথি তত পুরাণ পুঁথি নহে, কাজেই সেখানে নমুনা খাঁটি নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গান ও দৌহার ভাষা আরও প্রাচীন—এত প্রাচীন যে, ঐ ভাষা বাঙ্গালা বটে কি না, তাহা প্রতিপন্ন করিবান্ জ্ঞাত শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও পুথির বয়স ও ভাষার বয়স সমান নহে, নমুনা হয় ত খাটি নাই। যাহা ইউক, বৌদ্ধ গান ও দৌহার,—তার পরে শৃঙ্গপুরাণ,—তার পরে এই চণ্ডীদাস,—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস নিরূপণে পর পর এই তিনটা ধাপ পাওয়া গেল।) এখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও পরিণতি নিরূপণে ভাষাতত্ত্বের অধিকারী পণ্ডিতেরা দশ বৎসর ধরিয়া বিতণ্ডা চালাইবার স্বযোগ পাইলেন; বলন্তরঞ্জন বাবু নিজে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সুবিজ্ঞ—তিনি কোমর বাঁধিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সর্বদা প্রস্তুত। এই গ্রন্থেই পাঠকেরা তাহার সম্যক পরিচয় পাইয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের শেষে তিনি যে টীকা যোগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক শব্দের আলোচনায় যে স্বল্প বিচার আছে, সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি যে সকল প্রাদেশিক ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনা আছে—তাহাতেই পাঠকেরা তাহার বল পরীক্ষা করিবেন। আমি অব্যবসায়ী,—আমি তাঁহার উপর বরাত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় Etymology প্রকরণে এই গ্রন্থের নমুনা যেমন কাজে লাগিবে, আর কোন গ্রন্থ বোধ হয়, তেমন লাগিবে না। কেন না, ইহাতে যে নমুনা আছে, তাহা খাটি নমুনা,—সাত নকলে আসল জিনিষটা নষ্ট হইতে পারে নাই।

তার পরে তৃতীয় কথা;—তবে সত্যি কি এই ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা? যে চণ্ডীদাসের ভাষার ধ্বনি এত কাল আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করেছে মোদের শ্রোণ—এই ভাষা কি সেই চণ্ডীদাসের? এত কাল তবে আমরা যে ভাষার স্বরে মুগ্ধ, অভিভূত, অবসন্ন হইতেছিলাম, সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই ধরণের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড় চণ্ডীদাস, বাণুলীর আদেশে গান-রচনার নিপুণ, রামী রজকিনীর বধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।

কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় চণ্ডীদাসের স্বর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের রস, তাহার উদ্ভাদনা, এই কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় আছে কি না, রসজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে যাহারা চণ্ডীদাসের গান শুনিত, তাহাদের নিকট ঐ ভাষা পরিচিত ভাষা ছিল,—তাহাদের কাণ ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিল—তাহারা ঐ ভাষার পদেই যে রস, যে উদ্ভাদনা পাইত, আমরা এখন তাহা পাইব না। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যিক; তাই প্রসঙ্গ তুলিয়া রাখিলাম।

সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক এই অপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের আবিষ্কর্তা বলন্তরঞ্জন বাবু ইহা খাটি চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; আরও অনেক স্বধী ব্যক্তি ইহা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন;—আমিও সে বিষয়ে সংশয় করি না। এই অপূর্ণ গ্রন্থ হইতে—চণ্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে, বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদসাহিত্যের ইতিহাস, ইত্যাদি, নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক প্রশ্নই বড় প্রশ্ন—প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে

পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার-বিতর্ক আলোচনা চলিবে। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন যতই গভীর হউক, এ সকল তত্ত্বার্থ যতই মাহাত্ম্য থাকুক, চণ্ডীদাসের নামের মাহাত্ম্যে সে সকলই ক্ষুদ্র হইয়া যায়। চণ্ডীদাসের নামের ছাপ যে কবিতার উপরে আছে, তাহা তখনই তাহার প্রাদেশিকতা হারািয়া মানব-সাহিত্যের কোঠায় গিয়া পৌছে—বাংলা সাহিত্যকে তখনই তাহা নিম্ন হইতে অতি উর্দ্ধে তুলিয়া দেয়।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে। দাসী হইয়া তার পাএ নিশিবো আপনা ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলো কোণ দোষে ॥

বাঁশীর শব্দে মো আউলাইলো রান্ধন ॥ আকুল স্বরএ মোর নয়নের পাণী।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জন। বাঁশীর শব্দে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥

কালিন্দী নদীর কুলে, গোকুলের গোষ্ঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঞ্চালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বার্থ ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশীর উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-পরিষদের জীবন সার্থক হইল—এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের জন্মদিন হইতে আজ পর্যন্ত তেঁদের বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে যে একমনে, তন্ময়চিত্তে, অবিচলিত নির্ভর সহিত পূজা করিয়া আসিতেছেন, আমি আজি পূর্ণানন্দে তাঁহাকে জানাইতেছি, তাঁহার পূজাও আজি সার্থক হইল। আমি তাঁহাকে বলিতেছি, আজি আপনি ধন্য হইলেন এবং আমার মধ্যবর্তিতায় যদি এই কর্মের অচুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ আবহুক্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহম্।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

## প্রথম বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অক্ষীলন করিতে হইলে মুদ্রিত পুস্তকের উপর নির্ভর করা চলে না এবং উচিতও নয়। ছাপা বইর ভাষা প্রায়শঃ আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র—একবারে নূতন ছাঁচে ঢালা। ছাপাতে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা বৃথা জানিয়া আমরা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির তন্মাসে প্রবৃত্ত হই। কাজটা কিন্তু তত সোজা নয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পুথির সন্ধান কিরূপ ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝান স্বকঠিন। হৃদয় মফঃস্বলের সর্বত্র ঘান-বাহন স্থলভ নহে। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও নাই বলিলেও হয়। ছোট-বড় অস্থবিধা ঢের। আকর্ষণ—স্বভাবের শোভা দর্শনে স্রবোপ, তথা সমাজের সকল স্তরের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলনে অবসর। এই অল্পসন্ধান-কার্যে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; এক ক্ষেত্রে জীবন-সংশয় ঘটনা ঘটে। এত সন্তোষ পুথি খোঁজায় একটা মোহ ছিল; কি জানি, কেমন একটু স্বথ পাইতাম। তাহারই প্রলোভনে পুনঃ পুনঃ পুথির অন্বেষণে বাহির হইয়া আমরা আট শতের অধিক পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং বিলোপ-সাধন আশঙ্কায় ক্রমশঃ সকলগুলিই পরিষৎকে উপহার দিয়াছি।

## পুথি

বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ‘রুক্ষকীর্তন’ পুথির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সালে উহা পরিষদের জন্ম আবৃত্ত হয়। পুথির আকার, ১৩৫ × ৩৫ ইঞ্চি। দুর্ভাজ-করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র। পুথি খণ্ডিত; পত্রসংখ্যা ৩৮, ১০-১৫, ১৭২-১৮, ১৯২-৪০, ৪২-৮৮১, ৮৯-৯৩১; ৯৪-৯৭, ৯৮২-১০৩, ১১২-১৪৪, ১৫২-২২৬। ১৫ পত্র পর্য্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্ক্তি এবং তাহার পর হইতে ৭ পঙ্ক্তি করিয়া। স্থখপাঠ্য না হইলেও অক্ষর সূন্দর ও স্বগঠিত। পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ স্পষ্ট; ১৭৬১, ২০৪-২০৭১, ২১২, ২১৭২-২২২১ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় হাতের এবং ৬, ১১৫ সংখ্যক পাতা তৃতীয় হাতের লেখা ও পরবর্তী যোজনা মনে হয়। তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অল্পকরণ যে, বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেখা। ৬২ ও ৭৩২ পৃষ্ঠার উপরে ফারসীর মত কি লিখিত আছে। ৭৩২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে তিন পঙ্ক্তি কায়েথী অক্ষর, সম্ভবতঃ কাহারও নাম হইবে।

এক রাশ পুথির সঙ্গে ‘রুক্ষকীর্তন’ বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আপনাদিগকে প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পুথির সহিত প্রাপ্ত এক খণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া অল্পমান হইয়াছিল, শ্রীরুক্ষকীর্তন নামক কীর্তনের এই অপূর্ণ গ্রন্থ ২৫০ বর্ষ পূর্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুথিশালায় সম্বন্ধে রক্ষিত হইত।

পুথির আত্মস্থ-বিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই; এমন কি, পুথির নামটি পর্য্যন্ত না। দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত রুক্ষকীর্তন-এর অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এত দিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুথিই ‘রুক্ষকীর্তন’ এবং সেই হেতু উহার অল্পরূপ নাম নির্দেশ করা হইল।

## কবি

কবির সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদ দিতে পারিব, এরূপ ভরসা আমাদের মোটেই নাই। একেবারে নীরব থাকাও অশোভন, অগত্যা দু’কথা বলিতে হইল। পুঁজি অল্প কএকটি প্রাচীন পদ। তবে সেগুলিকে যদি কেহ অবিশ্বাস করেন, আমরা নাচাঁর।

চৈতন্যদেব বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণের রচিত পদ শুনিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেন।<sup>১</sup> জয়ানন্দ তাহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের প্রারম্ভে চণ্ডীদাসের নাম করিয়াছেন।

১ চৈতন্যচরিতামৃত,—

চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।

বঙ্গপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ।—মধ্য°, ২য় পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।—মধ্য°, ১০ম পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ। ভাবানুগুণ শ্লোক গড়ে রায় রামানন্দ।

মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পঢ়িয়া। শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) এলাপ করিয়া।—অন্ত্য°, ১৭ম পরিচ্ছেদ।

নরহরিদাসের পদ,—

জয় জয় চণ্ডী-দাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।

বিগ্রহুল ভূপ ভুবনে পুজিত অতুল আনন্দদাতা।

অনুপম বার বার রসায়ন নাওত অগত জনে।

বার ভুবন বন রঙ্গন না জানি কি মিয়া করিল ধাতা।

জয়দেব বিজ্ঞাপতি আর চণ্ডীদাস । শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥<sup>২</sup>

বহু প্রাচীন পদে চণ্ডীদাসের বর্ণনা পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে ‘চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতি দুহু’ জন পিরীতি’ আদি চারিটি পদে চণ্ডীদাসের সহিত বিজ্ঞাপতির কবিতাবিনিময়, হরধুনী-তীরে সাক্ষাৎকার ও রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে ।<sup>৩</sup> চণ্ডীদাসের স্বযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি. এ মহাশয় কবিদ্বয়ের মিলন ভাগীরথী-কূলে কেমন করিয়া হয়, তাহা বৃষ্টিতে পারেন নাই ।<sup>৪</sup> শ্রীযুক্ত ব্রজলক্ষ্মণ সান্যাল মহাশয় বিজ্ঞাপতিকে স্থলপথে আনিয়া বিষয়টি একটু জটিল করিয়া তুলিয়াছেন ।<sup>৫</sup> বস্তুতঃ কথা অতি সহজ । তখনও শের শাহের শড়ক নিশ্চিত হয় নাই । সে কালে মিথিলা হইতে গোড়ে আসিতে হইলে জলপথই অপেক্ষাকৃত স্বগম ছিল । বিজ্ঞাপতি রূপ না রা য় গ পদাঙ্কিত ম হা রা জা শি ব সিং হে র সহযাত্রিরূপে গঙ্গাবতরণ-পথে আসিয়া থাকিবেন । শিবসিংহ ২২৩ ল-সং ( ১৪১৩ খ্রীঃ ) সিংহাসনারোহণ করেন ।<sup>৬</sup> তিনি সবে সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহা হইলে ঐ সময়ের মধ্যে অথবা তৎপূর্বে প্রাচ্যপণ্ডের দুই জন শ্রেষ্ঠ কবির শুভ সম্মেলন সংসাধিত হয় ।

অদ্বৈতাচার্য্য বিজ্ঞাপতির মুখে স্বমধুর গীতালাপ শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন ।<sup>৭</sup> যত দূর জানা যায়, তাহাতে তিনি চণ্ডীদাসের সম্পর্কে আসেন নাই । হয় ত চণ্ডীদাস তখন পরলোকে ।

কেহ কেহ নিম্নলিখিত কবিতাংশ উদ্ধার করিয়া বলেন, ১৩২৫ শকে ( ১৪০৩ খ্রীঃ ) চণ্ডীদাস পদাবলীর রচনা শেষ করিয়াছিলেন ।<sup>৮</sup>

বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ । নবহু’ নবহু’ রস গীত পরিমাণ ॥

পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নির্জ্ঞা । চণ্ডীদাস রস কোতুক কীর্ণা ॥<sup>৯</sup>

তাঁহাদের মতে কবিতা হইতে প্রাপ্ত অঙ্ক শকাব্দার বোধক । কেন না, চণ্ডীদাসের পক্ষে অত অধিক সংখ্যক পদ রচনা করা অসম্ভব । আমরা কিন্তু পরিবর্তন হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসে’ ৮৩০, উহার পরিশিষ্টে ৯ এবং কৃষ্ণকীর্তনে’ ৪১৫,

শ্রীরাধা-গোবিন্দ কেলি বিলাস যে বর্ণিলা বিবিধ মতে । কবির চারু নিরুপম মহী ব্যাপিল বাহার গীতে ।

শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপপতি শ্রীগৌর আনন্দ হৈরা । বার গীতামৃত আশ্বাদে ধরুণ রায় রামানন্দ লৈয়া ।

—প’ক’ত’, ১ম শা’, ১ম পদ্য ।

বৈষ্ণবদাসের পদ,—

জয় জয়দেব কবি নৃপতি-শিরোমণি বিজ্ঞাপতি রসধাম ।

জয় জয় চণ্ডী-দাস রস-শেখর অখিল ভুবনে অমুপাম ।

বাক্য রচিত মধুর রস নিরমল পদ্ম গজময় গীত ।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আশ্বাদিলা রায় ধরুণ সহিত ।

—প’ক’ত’, ১ম শা’, ১ম পদ্য ।

২ পরিবদগ্রন্থাবলী—৭, পৃষ্ঠা ৩ । ৩ পদকল্পতরু, ৪র্থ শাখা, ২৬শ পদ্য ।

৪ চণ্ডীদাসের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮ । ৫ চণ্ডীদাস-চরিত, পৃষ্ঠা ৬১ ।

৬ বিজ্ঞাপতির পদাবলী ( পরিবৎ-সংস্করণ ), পৃষ্ঠা ৫০১ ।

৭ দীপান নাগরকৃত অষ্টমত-প্রকাশ, ৪র্থ অধ্যায় ।

৮ মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ভূমিকা, পৃষ্ঠা [ ৪ ] ।

৯ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় উদ্ধৃত পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা,—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পক্ষ বাণ ।

নবহু’ নবহু’ রস গীত পরিমাণ ।

পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নির্য্য ।

আদি বিধের রস চণ্ডীদাস কিখা ।

বিধু—১, নেত্র—৩, পক্ষ—৫ ও বাণ—৫ । ইহা সমষ্টি করিলে ১৩৫৫ হয় । স্তত্রয়াং ১৩৫৫ শকাব্দা রচনা-কাল বলিয়া বোধ হয় ।

তাহার পর, নবহু—২ ও রস—৩ । ইহা দ্বারা পদের সংখ্যা ২২০ বুঝা যাইতেছে । ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৭৯ ।

ভক্তিবিধি মহাশয় নবহু’ নবহু’ শব্দের নুতন নুতন অর্থ করিয়াছেন । নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৪ ।

সাক্ষ্যে '১২৫৪টি পদ পাইতেছি। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয়ের আবিস্কৃত পদের সংখ্যা ২৯।'১০ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতেও কএকটি পদ বাহির হইয়াছিল, যাহা পরিবৎ-সুস্করণে স্থান পায় নাই। অবশ্য চণ্ডীদাস ভণিতায়ুক্ত পদ মাঝেই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের নহে। তাঁহার পদাবলীতে বিস্তর ভেজাল চলিয়া গিয়াছে। অনেকে রাগাত্মিক পদগুলিকে চণ্ডীদাসের বলিতে কুঠা বোধ করেন। সকল প্রাচীন সাহিত্যসেবীর নিকট 'চতুর্দশপদাবলী'র আদর নাই।

সন ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছিলেন, 'চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী, ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি।' পত্র-প্রেরক মহাশয়ের উক্তিতে কাহারও সন্দেহ দেখা যায় না।

নিত্যা-সহচরী বাহুলী চণ্ডীদাসকে নাম্নুরে দেখিয়াছিলেন। নাম্নুর,—বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাম্নুর (পূর্বনাম সাকুলীপুর) স্থানের অদূরে এবং সিউড়ী সদর হইতে প্রায় ২৬।২৭ মাইল পূর্বাংশে অবস্থিত। প্রাচীন নাম্নুর এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। কিছু দিন হইল, সেখানে পুরাতন মন্দির ও দেবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হইয়াছিল। প্রবাদ,—চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বাঁকড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। ১৩১৬ সালের শেষে আমরা ছাতনা যাই। গ্রামবাসীরা সাগ্রহে কবির মাতামহকুলের ভদ্রাসনসংস্থিতি, রামীর ভিটা, ধোপা-পুষ্করিণী, বাহুলীর ভগ্ন মন্দির, একে একে সমস্তই দেখাইয়া দেন এবং বলেন, চণ্ডীদাস মধ্যে মধ্যে ওখানে আসিয়া থাকিতেন। দেখিয়া শুনিয়াও আমরা কিন্তু কবির জন্মভূমি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। ফলতঃ জনশ্রুতির উপর হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা সমীচীন মনে হয় না।

মিথিলাবাসীরা বলিয়া থাকেন, চণ্ডীদাস জেলা দরভঙ্গা (দ্বারবন্দ), থানা বেনীপট্টীর অধীন উল্লেখ্য গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। তিনি না কি সরস্বতীর আরাধনা করিয়া একজন মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহাতে কি? চণ্ডীদাস নাম শুনিলেই যে তাঁহাকে নাম্নুরের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ভাবিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। জনৈক বিখ্যাত আলঙ্কারিকের নাম ছিল চণ্ডীদাস।'১১ সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থ ভাবচন্দ্রিকা-রচয়িতা অপর একজন চণ্ডীদাস ছিলেন'১২। চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ; যথা,—

১. ০ পিরীতি করিল জগতে ভাসিল ধোবিনী দ্বিজের সনে।'১৩

পত্র দিয়া গেল ব্রাহ্মণ বসিল অন্ন আন চণ্ডীদাস।'১৪

বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পুজিত যুগল-পীরিতিদাতা।'১৫

'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতায়ুক্ত পদেরও অপ্রতুল নাই। স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, 'কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবিস্কৃতির ত্রি-অশীতি বৎসর পূর্বে মহাত্মা চণ্ডীদাস এই বঙ্গভূমির রাঢ়দেশে অর্থাৎ বীরভূম জেলার নাম্নুর গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।'১৬ প্রমাণ ইনিও দেন নাই। চণ্ডীদাস বারেন্দ্র, কি রাঢ়ীয় ছিলেন, তাহার মীমাংসা হইল না।

১০ চণ্ডীদাসের চতুর্দশপদাবলী, সা' প' প', ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৭৩—১৮।

১১ ইনি সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও কাব্যপ্রকাশদীপিকা প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ কাব্যপ্রণীপে চণ্ডীদাসের মত উল্লেখ করিয়াছেন।—বিষকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ' ৯৮। বিষকোষ সাহিত্য-বর্ণনে সর্বোচ্চ বলিয়া ইহার পরিচয় দিয়াছেন।

১২ বিষকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ' ৯৮।

১৩ চণ্ডীদাসের চতুর্দশপদাবলী, সা' প' প', ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৭৩।

১৪ চণ্ডীদাসের চতুর্দশপদাবলী, সা' প' প', ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৭৮।

১৫ চণ্ডীদাস (পরিবৎ-সংস্করণ), ক পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ১০। ১৬ নবভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ' ২৮১।

কবির পিতামাতাকে লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার 'চণ্ডীদাস-চরিত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 'আমি ১৩৭৩ শকের লিখিত একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে এক স্থলে পাওয়া যায়, ভবানীচরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে, ভৈরবী নারী এক কামিনীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। বীরভূমিস্থ জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন, নান্নুরে বিশেষ অহুসন্ধান করিয়া জানিলাম, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবানীচরণ রায় ও জননীর নাম ভৈরবীসুন্দরী ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম ১৩০৮-১৫ শকের মধ্যে হইয়াছিল।' চণ্ডীদাস-চরিতকার সোমপ্রকাশের পত্র-প্রেরকের উক্তি 'সম্পূর্ণ সত্য নহে' বলিতেছেন, অথচ তাঁহার ১৩৭৩ শকে লিখিত পুথির নাম সাধারণের অপরিজ্ঞাত। পুথির যে স্থলে চণ্ডীদাসের জনক-জননীর কথা ছিল, সে স্থলটি উদ্ধার করা আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই। আমরা পত্রব্যবহারে জানিয়াছি, পুথি অথবা তাহার প্রতিলিপি এখন ব্রজসুন্দর বাবুর নিকট নাই।

কবির আর এক নাম অনন্ত; [ ৩য় সংস্করণ ] ২২, ২৫, ৮৪, ১২৭, ১৩৩ ও ১৩৪ পৃষ্ঠার ভণিতা দ্রষ্টব্য।

বাকুড়া-গঙ্গাজলঘাটী খানার এলাকাবীন শালতোড়া গ্রামে নিত্যা নামে এক দেবী আছেন। ইনি কোন বৌদ্ধ-দেবী হইবেন। যদি বিষহরী ও যষ্টি হিন্দু দেব-দেবীর পাশে আসন পাঠেতে পারেন, তাহা হইলে ইনিই বা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন? শীতলা—হারিতী দেবীরই অভিনব সংস্করণ। কৃষ্ণানন্দ বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষের পূজাবিধি অনুমোদন করিয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব দশ অবতারের অগ্রতম। পরে দেখা যাইবে, বাসুলী ও বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্ম-ঠাকুরের আবরণ-দেবতা। তদ্ব্যসরে পাওয়া যায়,—নিত্যার ললাটে অঙ্কচন্দ্র; ইনি অরুণবর্ণা, দেবগণ ইহার বন্দনা করিয়া থাকেন, ইহার চারি হস্তে পদ্ম, পাশ, অঙ্গুশ ও নরকপাল, ইহার অঙ্গরাগ, বস্ত্র ও আভরণ রক্তবর্ণ; ইনি ত্রিনেত্রা ও মদবিহ্বলা।<sup>১১</sup> মতান্তরে ইহাকে মনসার প্রতিমূর্তি বলা হয়। এক সময়ে এ অঞ্চলে নিত্যার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 'নিত্যা দেবীর যে কয়েকটি সহচরী বা ডাকিনী ছিল, তাহার মধ্যে বাসুলী নামা দ্বিজকন্তা প্রধানা ছিলেন'<sup>১২</sup> সহজ-ভজন প্রচারে প্রত্যাধিষ্টা বাসুলী ব্রহ্মণ করিতে করিতে নান্নুরে আসিয়া উপনীতা হইলেন। চাপড় মারিয়া চণ্ডীদাসের, চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে দুর্কলাধিকারীর জপ-তপ ছাড়িয়া সহজ-সাধনের রীতি অহুসারে রজক-ঝিয়ারী রামিণী সহ প্রবর্ত হইতে উপদেশ দিলেন। যথা,—

নিত্যের আদেশে	বাসুলী চলিল	যাহা কহি আমি	তাহা শুন তুমি
সহজ জানাবার তরে।		শুনহ চৌষট্টি মনে ॥	
ভ্রমিতে ভ্রমিতে	নান্নুর গ্রামেতে	*	*
প্রবেশ যাইয়া করে ॥			
বাসুলী আসিয়া	চাপড় মারিয়া	রতি পরকীয়া	যাহারে কহিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।		সেই সে আরোপ সার।	
সহজ ভজন	করহ'বাঞ্জন	ভজন তোমারি	রজক-ঝিয়ারি
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥ <sup>১৩</sup>		রামিণী নাম যাহার ॥	
ছাড়ি জপ তপ	করহ'আরোপ	বাসুলী আদেশে	কহে চণ্ডীদাসে
একতা করিয়া মনে।		শুন হে দ্বিজের স্তত।	
		এ কথা লবে না	না জানে যে জনা
		সেই সে কলির হৃত ॥	

১৭ অর্জুনমৌলিমরণামররাতিবন্দ্যামন্তোজপাশপূর্ণকপালহস্তাম্।

রক্তাঙ্গরাগধনাতরপাং ত্রিনেত্রাং ধ্যায়োচ্ছবন্ত বসিষ্ঠাং যযতিস্বগঙ্গারীম্।

১৮ নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৮০। ১৯ সরোজ-বজ্রের দৌহাকোষে ও অধর-বজ্রের টীকা,—তহ পরিঅণে' অরুণ কই। তন্ত সহজন্ত পরিজানে অস্তং যোক্তং ন কিকিদ্ভিত। পৃ' ৮২।



খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের অগ্রতম শাখা সহজ্ঞানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সহজ-শাস্ত্রে ছুঙ্কর নিয়ম পালনের ব্যবস্থা নাই। উহাতে বলে,—‘যদি তোমার বোধিলাভের বাসনা থাকে, তবে গুরুর উপদেশ গ্রহণ কর এবং পঞ্চকাম উপভোগ করিতে থাক। কেবলই আনন্দ কর।’ উপভোগের অবস্থাভেদে আনন্দ চতুষ্টয়,— আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দাভাবের পর গ্রাহ্য, গ্রাহক ও গ্রহণাভিমান-রহিত পরম স্বেথের উপলব্ধিকে সহজানন্দ বলে। অনন্তর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি স্বখভোগ করিয়াছি, এইরূপ কিস্তি অল্পভূতি অথবা প্রথম তিন প্রকার স্বখত্যাগ দ্বারা যে আনন্দ অল্পভব হয়, তাহাকে বিরমানন্দ কহে। বিরমানন্দই মহাযানের শূন্যতা বা নির্কাণপদ। উপরোক্ত সহজ্ঞানের সাধনপ্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহজভজন আখ্যা পাইয়া থাকিবে। সহজ-ভজনে নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাস্রয়, এই পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের উল্লেখ আছে। শেষ দুইটি আশ্রয়ই উত্তম। রস, নায়ক-নায়িকার সম্বোগ-স্বরূপ। উহা স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ। সহজ-সাধনে পরকীয়া-রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সহজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী উত্তম আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া আপনাদিগকে যথাক্রমে ত্রীকূক্ষ ও ত্রীরাধিকা অথবা তাঁহার অল্পগত সখী জ্ঞানে বৃন্দাবন-লীলার অল্পরূপ বিবিধ রসলীলার অল্পকরণ করিয়া থাকেন। নায়িকা-সাধন সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

শুধু কাষ্ঠের সম আপনার দেহ করিতে হয় ॥

চণ্ডীদাসের অনেক পদে সহজ-আচারের গুরুত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস সহজ-ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে বিবাহিত হইয়াছিলেন, অল্পমান হয়। তাঁহারা নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরও অভাব ছিল না। বাস্তবীক সন্মোদন করিয়া কবি বলিতেছেন,—

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।

কি ধন রতনে তুমি ব তোরে ॥

তুমি সে আমার কলপকর ॥

ধন জন দা রা মৌপিছু তোরে।

যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।

দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে ॥

ইহা কি শুধু কথার মাত্রা? যাহার কেহ নাই, কিছু নাই, তাহার—বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের পক্ষে এ কথা বলা কি সম্ভবপর? যাহারা এত দিন চণ্ডীদাসকে ‘স্বামীকুমার’ রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বল এক ‘বড়ু’ শব্দ। [আমাদের কৃত বড়ু শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য]।

প্রেম-প্রচারের গুরু ঠাকুরাণটি আবার তরাতির ওদিকে গিয়া রামিণীকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকেও চণ্ডীদাসের সহিত প্রবর্ত হইতে অল্পজ্ঞা করিলেন। যথা,—

পুন আর বার

আসি তরাতির

পরকীয়া রতি

করহ আরতি

বাগুলী জগতমাতা।

সেই সে ভজন-সার ॥

ধরিয়া রামিণী

কহিছেন বাণী

চণ্ডীদাস নামে

আছে একজন

শুনহ আমার কথা ॥

তাহারে আরোপ কর।

যাহা কহি বাণী

শুনহ রামিণী

অবশ্য করিলে

নিত্যাধামে যাবে

এ কথা ভুবন-পার।

আমার বচন ধর ॥

১৩৭৩ শকের পুথিতে না কি রামিণীর পিতা-মাতার নাম, তাহাদের পূর্ববাসের বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছিল। রজক-কুমারীর বয়সটি পর্যন্ত ছিল। একটি পদে বাস্তবী এইরূপ পরিচয় আছে,—

শালতোড়া গ্রাম

অতি পীঠ-স্থান

ডাকিনী বাগুলী

নিত্যা সহচরী

নিত্যের আলয় যথা।

বসতি করয়ে তথা ॥

চণ্ডীদাস কহে

সে এক বাঙালী

তাহারি চাপড়ে

নিদ ভাঙ্গিল

প্রেম প্রচারের গুরু।

পিরীতি হইল স্বরূপ ॥—পদসমুদ্র।

ভাকিনী অর্থে সিদ্ধা। ইনি রক্ত-মাংসে গঠিতা মানবী; কোন উপদেবতা অথবা নাম্নরের অধিষ্ঠাত্রী প্রভুরময়ী বাহুলীও নহেন।

চণ্ডীদাস অবন্তিপুরে পাঠাভাস করিতেছেন, এমন সময়ে এক রসের নাগরী আসিয়া দেখা দিল। সে দৃষ্টিমাত্রে পটুঞাটিকে স্বতীক্ল মদন-বাণ হানিল। বড়ুয়ার পো চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, দৈর্ঘ্য হারাইলেন। বালিকার 'মর্দনমোহন-লীলা' দেখিয়া তিনি আজ আত্মবিস্মৃত, দেশকাল ভুলিলেন। শিকাদীক্ষা অকিঞ্চিংকর বোধ হইল। আত্ম-সম্বরণের চেষ্টা বিপরীত ফল প্রসব করিল, দেহ-সম্বন্ধ ঘটিল।

বসিঞা অবন্তিপুরে পটুঞা পটন পড়ে।

তার মদন-মোহন লীলা।

হেন কালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে ॥

চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে করএ বিবিধ খেলা ॥

সে যে চাহিল আমার পানে

পাপভয় করি মনে

তায় হানিল মদন-বাণে।

তারে ছাড়িতে চাহি যে মনে।

সেই হৈতে মন করে উচাটন ধৈর্য না মানে প্রাণে ॥

বাটিল মদন করিল রমণ যাপল রমণী সনে ॥

সে যে রসের পুতলী বালা

অবন্তিপুর্ প্রাচীন নাম্নরেরই কোন পল্লী হইবে।

এখানে একটা কথা উঠিবে, তবে কি 'রজকিণী রূপ কিশোরী স্বরূপ কাম-গন্ধ নাহি তায়', 'রজকিণী প্রেম নিকষিত হেম', 'তুমি রজকিণী আমার রমণী তুমি হও যাতৃ পিতৃ' ইত্যাদি বাক্য একান্ত নিরর্থক, সব ভ্রূয়া? চণ্ডীদাসের প্রশ্নের উত্তরে বিত্তাপতি সে আশঙ্কার নিরাস করিয়াছেন।

ইহার মধ্যে রামিণী নাম্নরের গ্রাম্যদেবতা বাহুলীর দেবাসিনী<sup>২০</sup> নিযুক্ত হইল। যথা,—

অলপ বয়সে

দুখিনী রামিণী

চণ্ডীদাস কহে

শশিকলার ত্রায়

সেবাতে নিযুক্ত হোল।

ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥

সেবা অর্থে আমরা পূজা, উপাসনা বুঝিয়াছি। মন্দির মার্জ্জনাদি উহার গৌণ অর্থ হইতে পারে। ধোপার মেয়েকে পূজারীর পাটে বসান আজকাল অনেকের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিতে পারে; কিন্তু চারা কি? যাহা ইউক, একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। অল্প কএক দিন পূর্বে পর্যন্ত আমাদেরও ভুল ধারণা ছিল যে, বাহুলী ও বিশালাক্ষী অভিন্ন এবং হিন্দুর দেবতা (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয়ের মুখে প্রথম শুনি, বাহুলী ও বিশালাক্ষী ধর্মের দুই পক্ষক আবরণ-দেবতা। পরে পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মপূজা-বিধানের পুথি<sup>২১</sup> আনাইয়া তাহা দেখাইয়া দেন।) সম্ভ্রতি পরিবর্ত্ত পুথিখানি প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুলীর ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র নিয়ে প্রদত্ত হইল।

ও আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে

সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।

২০ পশ্চিম-রাঢ়ে বহুল প্রচলিত দেবাসি শব্দের অর্থ দেব-সেবক বা উপাসক; জীলিন্দে দেবাসিনী। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় দেবাসির মূলে 'দেব-সজ্জ' দেখিয়াছেন (গোবিন্দচন্দ্র সীত, পৃ ১৩); শ্রীযুক্ত বোমেশ বাবু স<sup>২১</sup> দেববাসিনী হইতে দেবাসিনী'র উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন (বাঙ্গালা শব্দকোষ)। দেবাসিনী'র বিদেশিনী অর্থ আমরা কোথাও পাই নাই।

২১ এসিয়াটিক সোসাইটির ১৯৩৮ সংখ্যক তালপাতার পৃথি।

ক্রীড়ার্থে হস্তযুক্তা পদযুগ্মকমলে নৃপুংঃ বাদয়ন্তী

কৃহা হন্তে চ খড়্গাঃ পিব পিব রুধিরং বাস্তুলী পাতু সা নঃ ॥ ওঁ বাস্তুলৈ নমঃ ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং ।

সরিস্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যাকোটিসমপ্রভাং ॥

রক্তবদ্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং ।

অষ্টতগুলদুর্ভাক্তাং অর্চয়ন্নঙ্গলকারিণীং ॥

অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিরিয়নাশিনীং ।

আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ পৃ ১০২-৩ ।

ইহা হইতে পাওয়া গেল, বাস্তুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক এবং বৌদ্ধদেবী। আমরা ভোমজাতীয়া খ্রীলোককে চণ্ডীর পূজা করিতে দেখিয়াছি, তাহাদিগকেও দেবাসিনী বলে। শালতোড়ার নিত্যার দেবাসিনী আছে, শীতলার আছে, মনসারও আছে। এখনও কি রামিণীর দেবাসিনীত্বে কাহারও আপত্তি হইবে ?

এক সময়ে গোড়-বন্ধে বজ্রযান বৌদ্ধদিগের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। এই সম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্তেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি কল্পনা করেন। তাঁহারা প্রধান প্রধান প্রচার-কেন্দ্রগুলিতে বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রেশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন। উচ্চারণ-বৈষম্যে বজ্রেশ্বরী শব্দ বজ্রসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাস্তুলীতে পরিণত হইয়া থাকিবে।

উপরি-উদ্ধৃত ধ্যানের সহিত নাম্বুরে বর্তমান বাস্তুলীমূর্তির মিল নাই; বোধ হয়, প্রকৃত মূর্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস অথবা তাঁহার পিতা বাস্তুলীর পূজারী ছিলেন, এমন কথা কোথাও পাওয়া যায় না। বরং তখনকার 'সঙ্কন-সমাজে বাস্তুলী, বিষহরী প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা অর্চনা যার পর নাই নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল। যথা,—

ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥

দস্ত করি বিষহরি পূজে কোন জনে। পুতুলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে ॥

—চৈ ভা, আদি, ২য় অ।

পুনশ্চ

বাস্তুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মচ্ছ মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥—ঐ ট্র।

যে চণ্ডীদাস নব রসিকের<sup>২২</sup> একজন, তাঁহার আরাধ্যা কে?—না বাস্তুলী!

একটা গল্প প্রচলিত আছে,—এক দিন চণ্ডীদাস নদীতীরে গিয়াছেন। এ নদী কোথায়? যাহা হউক, দেখিলেন, শ্রোতে একটি পদ্ম-কলিকা ভাসিয়া যাইতেছে। ওটিকে উঠাইয়া লইলেন এবং উহা দিয়া বাস্তুলীর পূজা করিবেন, স্থির

২২ মহাজনপদাবলী, ১ম ভাগের ভূমিকার লিখিত হইয়াছে,—বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায় বিভাগ গৌরাজের অনেক পুরে বীরভদ্র কর্তৃক সম্পন্ন হয়। হস্তরাং চণ্ডীদাস ও বিভাগতির সময়ে সম্প্রদায় শব্দের কোন কথাই ছিল না। বোধ হয়, সাংপ্রদায়িক বৈষ্ণবেরা স্ব স্ব পন্থের গৌরব বৃদ্ধি বাসনার, ইহাদিগকে আপন আপন দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। 'নব রসিক' বাক্যটিও অনেক পনের সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাস প্রভৃতির ঐক্যকে 'রসিক' বলিয়া উল্লেখ করিতেন, হস্তরাং তদ্ব্যপেক্ষে পরবর্তী বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে 'রসিক ভক্ত' ও 'নব রসিক' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। পৃঃ ৪৭-৪৬।

সর্বসম্মতে রসিক ভক্ত নয় জন। কাহার কাহার মতে পাঁচ জন। এই সম্বন্ধে নানা মত আছে। কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মবিষয়ে প্রায়ই সঙ্কলের একমত। কর্ত্তাভাজদিগের সহিত ইহাদের ধর্ম্মবিষয়ে অনেক ঐক্য আছে। আজ্ঞার শ্রীতির দ্বারা ঈশ্বরের শ্রীতি সম্পাদন ইহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। ইহাদের মতে পরব্রহ্মই পোষ্যবহু মন্থে, বরং ধর্ম্মের প্রধান সাধন। এতদ্বিষয়ে ইহাদের যুক্তি এই যে, সর্ব্ব যতে রাধাকৃষ্ণ বিরাজ করেন। হস্তরাং পরমে পরম মিলিত হইলে পাণ কেন হইবে? ঐক্যক্রীতার্থে যে ব্রহ্মসঙ্গ, তাহাতে কামগন্ধ নাই—বিগুহ প্রেম। পৃ. ৪২-৪৩।

করিলেন। পূজায় বসিয়া ফুলটি দেবীর চরণে অর্পণ করিবেন, এমন সময়ে দেবী প্রকট হইয়া বলিলেন, ফুল আমার মাথায় রক্ষা কর, উহা আমার গুরুর নির্দালা। চণ্ডীদাস আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তাঁহার আবার গুরু কে? উত্তর হইল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোলোকে থাকেন। চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-উপাসনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বাহুলী বলিলেন—তথাস্তু। সেই হইতে চণ্ডীদাস বৈষ্ণব। উপাখ্যানটিতে বেশ একটা জোড়া দেবার চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে।

নাম্নুরের নির্জ্ঞন মাঠে, পাতার কুটীরে থাকিয়া চণ্ডীদাস গুরুর আদেশে ভজন-সাধন করিতেন।

নাম্নুরের মাঠে পত্রের কুটীরে নিরঞ্জন স্থান অতি।

বাহুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা ভজন করয়ে নিতি ॥

বাহুলী প্রসন্না হইয়া এইখানেই তাঁহাকে রাধা-কৃষ্ণের অভিনব চরিত্র-কথা कहিয়াছিলেন।

নাম্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে বাহুলী প্রসন্না হৈয়া।

রাই কাহু দুহু নগল চরিত্র कहয়ে নিকটে গিয়া—নরহরি।

নাম্নুর-প্রান্তরেই কবির স্বধাশ্রাবী সঙ্গীতালাপ শ্রুত হইত, অগ্র কোথাও নহে।

নাম্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস

বাহুলী আছয়ে যথা।

স্থ থ যে পাইবে কোথা ॥

চণ্ডীদাসের 'চতুর্দশ পদাবলী'তে পাওয়া যায়, চণ্ডীদাস নীচ প্রেমে উন্মাদ বলিয়া সমাজচ্যুত।

ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস তাথে জাতি পাতে হল্য ছাড়া ॥<sup>২৩</sup>

গ্রামের প্রধান ও পূজা নকুল ঠাকুর গলায় বসন বাঁধিয়া কুটুম্বদের ঘরে ঘরে ফিরিতেছেন, মণ্ডলীসমীপে সন্ধ্যাতরে অচুমতি যাজ্ঞ করিতেছেন,—এক ভাইকে জাতিতে তুলিবেন। তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রহিল না। তিনি দশের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ-গ্রহণসূচক পাক পাইলেন।

সকল ব্রাহ্মণ করাব ভোজন সকলের মূল সামগ্রী করিলে

সকলে দিলেন পান।

আমি হই পরিহ্রাণ ॥<sup>২৪</sup>

নকুল দিবারাত্রি আয়োজন-উত্তোগে ব্যস্ত। বাড়ীতে ভিয়ান বসিয়াছে—সিতা, মিশ্রী, আলফা প্রভৃতি বহুবিধ আহারীয় প্রস্তুত হইতেছে। আর রামিণী,—

নয়নের জলে কান্দিয়া বিকল মনে বোধ দিতে নারে ॥

এবং

গৃহেকে জাইঞা পালকে পড়িয়া শয়ন করিল তায়।

কান্দিয়া মুছিছে নিশ্বাস রাখিছে পৃথিবী ভিজিয়া যায় ॥<sup>২৫</sup>

ব্রাহ্মণেরা আসিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, চণ্ডীদাস পরিবেষণে নিযুক্ত। ধোপানী নাছে দাঁড়াইয়া, দুই হাতে মাথা তুলিয়া ধরিয়া সকল দেখিতেছে ও পিরাতি-মস্ত্র জপিতেছে। যখন—

দ্বিজগণে ভাকে ব্যঞ্জন আনিতে ধোবিনী তপন ধায় ॥<sup>২৬</sup>

ইহার পর কি হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই; পুথির লেখা মুছিয়া গিয়াছে। প্রবাদ—একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে এবং চণ্ডীদাস রামিণীকে লইয়া সমাজে উঠেন।

২৩ চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী, সা, প, ল, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৭৫।

২৪ ঐ ঐ পৃ. ১৭৬।

২৫ ঐ ঐ পৃ. ১৭৭।

২৬ ঐ ঐ পৃ. ১৮৮।

বাঙ্গালী ও মৈথিল কবির মিলন-প্রসঙ্গ প্রবন্ধের প্রথমাংশে করা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিম্নয়োজন।

মধ্যে কবির মূৰ্খ অপবাদও রটিয়াছিল।<sup>২৭</sup> বঙ্গবাসীর সৌভাগ্য, অধুনা তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন, পদাবলীর পাঠকমাত্রেরই সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ‘কৃষ্ণকীর্তনে’র ‘তোর রতি আশোআশে’, ‘যদি কিছু বোল বোলসি’, ‘তনের উপর হারে’, ‘নিন্দএ চান্দ চন্দন’ প্রভৃতি পদ জয়দেবের অঙ্কুরণ; অঙ্কুরণ হইলেও কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য সূচিত করে। কৃষ্ণকীর্তনে’ কিঞ্চিদধিক ১২৫টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যায়। ওগুলি চণ্ডীদাসের স্বরচিত, গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত নহে।<sup>২৮</sup> ‘চতুরে চতুরো মানান’ কবিতাটিতে উত্তরমেঘের ‘মানানেতান্ গময় চতুরঃ’ শ্লোকের স্বর কাণে বাজে। ইহারা পদাবলীতে উপমার অল্পতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকীর্তনে’ উহার প্রয়োগ-বাহুল্য ও বিবিধ ছন্দের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ‘কৃষ্ণকীর্তন’ কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।<sup>২৯</sup> সে কালেও চণ্ডীদাসের বিদ্বান্ খ্যাতি ছিল,—

তুমি একজন সকলে উত্তম দ্বিজকূলে উপাদান।

কুটুম্ব সকলে বিজ্ঞমতে বলে বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাভিরাম ॥<sup>৩০</sup>

তিনি সঙ্গীত-বিজ্ঞাতে পারদর্শী ও স্বগায়ক ছিলেন। যথা,—

পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাহার গান।—নরহরি।

চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত ‘রাধার কলকভঞ্জন’ ও ‘কৃষ্ণের জন্মলীলা’ নামক পুথির কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।<sup>৩১</sup> প্রবন্ধ দুইটিতে প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাসের কবিতার কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই নাই। ভণিতাতে বড় শব্দের অভাব, উহাতে বাস্তবীর বন্দনা বা আদেশ নাই। পরিব্রজের সদস্ত শ্রীযুক্ত মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার ১৬১৯ সালের ১২ই শ্রাবণ তারিখের পত্রে জানাইয়াছিলেন, নাম্নুরের ভূস্বামী শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে কবির রচিত ‘শঙ্কর্য-মঞ্জরী’ নামে একখানি কোষ-গ্রন্থ ছিল।

কবি কোথায়, কি ভাবে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, জানা যায় না। কেহ বলেন, চণ্ডীদাস যেমন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন, তেমনই স্বগায়ক ছিলেন। একদা তিনি রামিণী সহ নিকটবর্ত্তী মতিপুর গ্রামে কীর্তন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় নাট্যমন্দির পতনে তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু হয়।<sup>৩২</sup> অপরে কহেন, এই নিদারুণ দুর্ঘটনা কাঁর্ণাহারে ঘটে।<sup>৩৩</sup> আমরা জিজ্ঞাস্য হইলে, এ সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, নীচে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল;—‘নাম্নুরে বাস্তবী-মন্দিরের নিকটে যে ভগ্ন গৃহের চিহ্নাদি সহ স্তূপ পড়িয়া আছে, সেখানে একটি নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস তাঁহার ভুবন-বিজয়ী কীর্তনের দল সহ সেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হন। সে প্রবাদ বড় শোকারহ। সন্নিকটবর্ত্তী পরগণার নবাব তাঁহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের বিজয়-মন্ত্র—তাঁহার অপূৰ্ণ পদাবলী যখন তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাবের বেগম সাহেব একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তিনি চণ্ডীদাসের গীতি শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাব কোন প্রকারেই বেগম সাহেবকে শাসন করিতে

২৭ মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ভূমিকা, পৃ. [ ৫ ]; চণ্ডীদাস-চরিত, পৃ. ১৫; নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৩ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ. ২৮৪।

২৮ চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী, সা, প, প, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৭৪।

২৯ সা, প, প, ৯ম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা ( প্রাচীন পুথির বিবরণ ), পৃ. ৫৫ এবং ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪৯।

৩০ *Literature of Bengal* ( 1877 ) by R. C. Dutt, p. 52.

৩১ পরিব্র-সংস্করণ চণ্ডীদাসের ভূমিকা, পৃ. ১০।

পারিলেন না। চণ্ডীদাসের স্তব সত্যই তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মন্থমে প্রবেশ করিয়াছিল, এই মর্মে প্রবেশী সংগীত লজ্জা-ভয় দূর করিয়া দিয়াছিল।\*

‘নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। একদিন যখন নাম্বুরের নাট্যশালা চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়াছিল, সেই সময় সহসা প্রেম-স্নিগ্ধ নিকেতন নবাব-সৈন্তের কামানের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। কামানের গোলায় নাট্যশালা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—মর্ত্যধামে স্বর্গের গায়ক তাঁহার দল সহ বিদীর্ণ মন্দিরের নীচে জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। এখন সেই স্তূপের নীচে নর-কঙ্কাল পাওয়া যায়, হয় ত সেই নর-কঙ্কালের কোন না কোনটি বাঙ্গালার প্রিয়তম কবির হইবে।’

‘কীর্ত্তিহারের শ্রীমুদ্রির সঙ্গে চণ্ডীদাসকে দইয়া গোরব করিবার স্পৃহা সেই পল্লীবাসীদের চিত্তে জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের জীবনান্ত হওয়ার প্রবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে কীর্ত্তিহারের সহিত জড়িত করা হইয়াছে। বাস্তবী দেবী বহু দিন নাট্যশালার স্তূপের নীচে পড়িয়াছিলেন, পরে উদ্ধার লাভ করিয়া একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সম্প্রতি তাঁহাকে আর এক নব মন্দিরে স্থাপিত করা হইয়াছে। রামী ধোপানীর স্বগণেরা এখনও বলির পূর্বে ছাগগুলি ছুঁইয়া দেয়। তবে বলি হ্রস্ব হয়।’

স্বর্গীয় মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—‘চণ্ডীদাস জীবনের শেষ দশায় শ্রীরন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেইখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্যন্ত তাঁহার সমাধি শ্রীরন্দাবনে বিচ্যমান আছে, জানিতে পারা যায়। রামিণীও ঐ পথ অন্বেষণ করেন।’<sup>৩২</sup> স্বর্গীয় ভদ্র মহাশয় রমণী বাবুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,<sup>৩৩</sup> অনেকেই করিয়াছেন।<sup>৩৪</sup> আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, রন্দাবনে বাঙ্গালী কবির সমাধির কোন পাতা লাগাইতে পারি নাই। তত্রত্য অধিবাসীদের উপর চণ্ডীদাসের নাম কোনরূপ ক্রিয়া করে না; কখন করিত কি না, ভগবান্ জানেন। পদাবলীতে বা অগ্রজ চণ্ডীদাসের রন্দাবন গমনের কোন আভাস মিলে না। শ্রীযুক্ত সাম্মাল মহাশয়ের মতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বীরসিংহ বীরভূমে রাজা হন। তিনি স্বীয় নামে রাজধানী নিশ্চিত করেন। রাজা বীরসিংহ রাজধানীর অনতিদূরে পুরাণবর্ণিত পুণ্ড্রকুমির আদর্শে দ্বিতীয় রন্দাবন রচনা করিয়া, তাহাতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চণ্ডীদাস বীরসিংহের নকল রন্দাবনে সমাধিস্থ হন, ইত্যাদি ইত্যাদি।<sup>৩৫</sup> এ সকল কথা কত দূর প্রামাণিক, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

উপরের আলোচনা হইতে কবির সর্গদে আমরা নিম্নলিখিত কয়টি কথার বেশী কিছু জানিতে পারি না।— (১) চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার আর এক নাম অনন্ত। (২) তিনি ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। (৩) নাম্বুরে তাঁহার বাস ছিল। (৪) তিনি সহজ-ভজ্ঞন আশ্রয় করেন এবং নীচ সংসর্গহেতু সমাজচ্যুত হন। (৫) কবি ধন-জন-বিরহিত ছিলেন না। (৬) তিনি অনেকানেক পদ রচনা করেন। (৭) বিজ্ঞাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। (৮) তাঁহার মূর্খ অপবাদ অমূলক। (৯) তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ও উচ্চ অঙ্গের গায়ক ছিলেন।

### বর্ণনীয় বিষয়

‘কৃষ্ণকীর্ত্তন’ গীতগোবিন্দের অম্বকরণে রচিত গীতি-নাট্য-শ্রেণীর গীতিকাব্য। ইহার অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা অথবা বড়াইর (দুর্জয়) উক্তি। বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব-লীলা। পুথির প্রাপ্ত অংশ ১৩শ খণ্ডে বিভক্ত; যথা—জয়-খণ্ড, তাহুল-খণ্ড, দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড, ভার-খণ্ড, ছত্র-খণ্ড, রন্দাবন-খণ্ড, কালিয়-দমন-খণ্ড,

৩২ চণ্ডীদাসের জীবনী, পৃ. [ ১৭ ]।

৩৩ গোরখ-ভরদ্বাজীর উপক্রমিকা, পৃ. ৮২।

৩৪ বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৩; নবভারত, ১২শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৫১।

৩৫ চণ্ডীদাস-চরিত, ১১২-১১৩।

যমুনা-খণ্ড, হার-খণ্ড, বাণ-খণ্ড, বংশী-খণ্ড ও রাধার বিরহ-খণ্ড। জন্ম-খণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার-হরণের নিমিত্ত রাধা-কৃষ্ণের জন্ম-লীলা বর্ণিত। তাৎপল-খণ্ডে রাধার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কামাচার আমন্ত্রণসূচক তাহুলাদি উপহার প্রেরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। দান-খণ্ডে রাধালাভার্থ, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক দানীর অভিনয়, রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ। নৌকা-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ডারী-বেশে গোপীগণকে যমুনা পার-করণ ও রাধা-কৃষ্ণের যমুনা-বিহার। ভার-খণ্ডে ভারবাহিরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমতীর পসরা বহন। ছত্র-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্র-ধারণ। বন্দাবন-খণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বন-বিলাস ও শ্রীরাধার সম্ভোগ অর্থাৎ রাস। যমুনা-খণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের জল-বিহার এবং কৃষ্ণ-কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্র-হরণ। হার-খণ্ডে হার অপহরণ জ্ঞা যশোদা-সমীপে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাণ-খণ্ডে পূর্ব অভিযোগের প্রতিশোধস্বরূপ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মদন-বাণ ত্যাগ, রাধার মোহ, বড়াই কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন ও শ্রীমতীর সম্ভোগ। বংশী-খণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, রাধাকর্তৃক বংশী অপহরণ, কৃষ্ণের কাকুতি ও রাধার বংশী প্রতাপণ। বিরহ-খণ্ডে রাধার বিরহ, রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ, শ্রীমতীর শ্রান্তি ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন।

### ভাষা

‘সই কেবা শুনাইলে শ্রামনাম’, ‘স্বপ্নের লাগিয়া এ ঘর বাঁদিছ’ পদের ভাষা এবং ‘কে না বাঁশী বাএ বড়াইয়ি কালিনী নই কুলে’, ‘যে কারু লাগিআ মো আন না চাহিলোঁ’ পদের ভাষা এক নহে;—পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় সাদৃশ্য নাই। তবে কি পদকর্তা চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা দুই পৃথক কবি? চণ্ডীদাসের সময়ে এবং তৎপূর্বে বাদালা ভাষা কিরূপ ছিল, জানিতে পারিলে আমাদের উত্তর অনেক সর্বল হইয়া আসিবে। পুরাণ বাদালা কেমন ছিল, জানিতে হইলে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সাহায্য লইতে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা দুর্দাশ। কেন না, এ পর্যন্ত যত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২৫০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম। সম্পাদকগণের রুচি ও অভিজ্ঞতা অন্তসারে প্রায়শঃ ঐ সকল পুস্তকের পাঠ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত। সাধারণ পাঠকের স্বথ-বোধ্য করিবার অভিপ্রায়েও প্রাচীন গ্রন্থগুলি অধুনা প্রচলিত ভাষায় শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুথিতেও শোধনের প্রয়াস দেখা যায়।<sup>১৩৬</sup> কোন এক পুথির দুইখানি প্রতিলিপিতে কচিং মিল হয়। হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি একান্ত দুর্লভ। কবির স্বহস্তলিখিত পুথির ত কথাই নাই। কাজেই বলিতে হয়, আমরা কোন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাই নাই।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চীন পরিব্রাজক য়ুআন্-চুআঙ্ ( হিউএনত্ সাঙ্ ) ভারত ভ্রমণে আসিয়া বর্তমান বাদালা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশের ভাষা প্রায় একরূপ দেখিয়াছিলেন। কামরূপ ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষায় যে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা মাত্র উচ্চারণগত। স্বাধেদের ঐতরেয় আরণ্যকে সর্বপ্রথম বঙ্গ নাম পাওয়া যায়।<sup>১৩৭</sup> ললিতবিস্তরে বঙ্গ-লিপির উল্লেখ আছে।<sup>১৩৮</sup> প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বঙ্গ ভাষার বিবরণ পাইয়াছি

১৩৬ Later MSS. always giving a smoothed down version of the ancient dialects,—Vernacular Literature of Bengal, by M. M. Haraprasad Shastri, p. 3. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১৪০।

১৩৭ ইয়াঃ প্রজাতিস্রো অত্যায়মঃস্তানীমানি বয়ামি।

বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাত্তস্তা অর্কমভিতো বিবিজ ইতি। ২।১।১

১৩৮ ১০ম অধ্যায়—লিপিশালাসম্বর্ধন পরিবর্ত।

বলিয়া স্বরণ হয় না। আচার্য্য দণ্ডি-বিরচিত কাব্যাদর্শে গোড়ী প্রাকৃত নির্দিষ্ট হইয়াছে।<sup>১০</sup> কৃষ্ণ পণ্ডিতের প্রাকৃত-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে গোড় ও ওড়্র নাম সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।<sup>১১</sup> পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, উত্তরাপথে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষাই কোন না কোন প্রাকৃত অথবা তাহার অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন।<sup>১২</sup> প্রাচ্য হিন্দী, বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা মাগধী অপভ্রংশের বিভিন্ন রূপ বা পরিণতি।<sup>১৩</sup> পুরাণা বাঙ্গালার প্রাকৃত সংজ্ঞা ছিল, সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে।<sup>১৪</sup> পরে আমরা প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার ঘনিষ্ঠ সন্ধন দেখিতে পাইব। কথ্য ভাষা হইতেই কথ্য ভাষার উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। আজ আমরা যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি, ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পূর্বে সে ভাষা ব্যবহৃত হইত না, পরেও হইবে না;—ভাষা পরিণামী। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে অল্প হউক, বিস্তর হউক, প্রভেদও অবশ্যজ্ঞাবী। হাজার বৎসর পূর্বে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত বঙ্গবাসী ঠিক কি ভাষা ব্যবহার করিতেন, জানিবার উপায় নাই। তবে সে কালের সাহিত্য হইতে তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিস্কৃত ও সম্পাদিত চর্য্যাচর্য্যাবিশিষ্ট, সরোজ বজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ<sup>১৫</sup> প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম

১০ শৌরসেনী চ গোড়ী চ লাটী চাট্টা চ তাদুশী।

যাতি প্রাকৃতমিত্যেং ব্যবহারেয়ু সন্নিবিষ্ট। ১১২৫

১০ Third Report of Operations in the search of Sanskrit MSS in the Bombay Circle, April 1884—March 1886, by Prof. P. Peterson, page 847.

১১ The spoken languages of India, which have been called Neo-Aryan, Neo-Sanskrit, or Gaudian, seem to me to have a perfect right to the common name of Prakritic, which would at once distinguish them from the old Prakrits, and would at the same time indicate their real origin. They are not derived from Sanskrit, but from the old Prakrits, or more truly still, from the local Apabhramas.—*Science of Language*, by Professor F. Max Muller, Ed. 1891, Vol. 1, pp. 179-80.

In their enumeration of the various Ap., each of the provincial languages (as we now call them) occurs; e. g., Abhiri (Sindhi, Marwari), Avanti (E. Rajputani), Gaurjari (Gujarati), Bahlika (Panjabi), Sauraseni (W. Hindi), Magadhi or Prachya (E. Hindi), Odri (Oriya), Gaudi (Bangali), Dakshinatya or Vaidarbhika (Marathi) and Saippuli (Naipali).—*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, by Dr. A. F. Rudolf Hoernle, p. XXI.

১২ Magadhi is the parent of all the languages of Eastern Group of Indo-Aryan vernaculars. Just as the Eastern vernacular of Asoka's time branched out into a number of dialects, of which Magadhi was the principal one, so Magadhi, in the course of centuries has, in its turn, developed into four separate languages, of which Bengali and Bihari are the principal. Indeed this process of fission had already commenced during Prakrit times, for the latest indigenous grammarians of that language mention amongst the varieties of Magadhi, a Gaudi, a Dhakki, and the Utkali or Odri. Behari is the direct descendant of Magadhi and is spoken in its original home. Gaudi is the parent of the Bengali of Northern Bengal and of Assamese. Spreading to the south-east, Magadhi developed into the Bengali of the Gangetic Delta, and still further towards the rising sun, Dhakki (or the Magadhi of Dacca) became the modern Eastern Bengali. Oriya is the representative of the ancient Utkali.—*Linguistic Survey of India*, by Sir G. A. Grierson, Vol. V. Part I, p. 5.

১৩ ইহা বলি গীতার পটল এক শ্লোক। পরাকৃত বন্ধে কহি শুন সর্ললোক।—লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গল (বঙ্গবাসী), যথ, পৃ ২২।

তাঁহা অমুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।—বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, সা° প° পৃ, ৩র্থ ভাগ, ৩র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩০৭।

হেন অরুদেব বাক্যরচনা সংস্কৃতে। ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে।—ঐ, পৃ. ৩০৩।

সপ্তদশ পরিকল্পনা সংস্কৃত হুন্। মূর্খ বুঝিবারে বৈল পরাকৃত হুন্।—ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৬৫।

১৪ বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্গত।



নিদর্শন বালিয়া গৃহীত হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বইগুলি খ্রীষ্টীয় ৮ম—১২শ শতকে লেখা হইয়া থাকিবে। একটি চর্যাপদ এইরূপ,—

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা	মিছে' লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥ ৫ ॥
অন্তে ন জাণহুঁ অচিস্ত জোই	জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ৬ ॥
জাইসো জাম মরণ বি তইসো	জীবন্তে মঅলে' গাহি বিশেসো ॥ ৭ ॥
জাএথু জাম মরণে বিসন্ধা	সো করউ রস রসানেরে কথা ( কংখা ? ) ॥ ৮ ॥
জৈ সচরাচর তিঅস ভবন্তি	তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি ॥ ৯ ॥
জামে কাম কি কামে জাম	সরহ ভণতি অচিস্ত সো ধাম ॥ ১০ ॥

‘লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিস্তা যোগী, আমরা জানি না, জন্ম মরণ এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—জন্ম হইতে কণ্ঠ হয়, কি কণ্ঠ হইতে জন্ম হয়, সে কথা স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিস্তনীয়।’

অধ্যাপক বেণ্ডল (C. Bendall) সম্পাদিত ‘সুভাষিত-সংগ্রহ’ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত হইল, তাব ও ভাষা চর্যাপদেরই অল্পরূপ।

করণ ছড্‌ডী জো স্তম্ভহী লগ্‌গু।	গাই সো পাইব উত্তিম মগ্‌গু।
অহবা করণা কেবল ভাইব।	জন্ম সহস্‌সহি মোক্‌থু গ পাইব ॥
স্তম্ভ করণ জৈ জোউগু স্কটৈ।	গৌ ভবে গৌ গির্বাণহী থক্‌টৈ ॥

করণা ছাড়িয়া যে শূন্য আশ্রয় করে, সে উত্তম গতি পায় না। অথবা শূন্য-বিরহিত কেবল করণা চিন্তনে সহস্র জন্মেও মোক্ষ লাভ হয় না। করণা ও শূন্য একত্র উপলব্ধিত হইলে, দ্রষ্টার ভব ও নির্বাণ এক হইয়া যায়।

‘গুরু উবএসো অমিঅরহ’ ইত্যাদি দোহাটি সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ ও সুভাষিত-সংগ্রহ, উভয় গ্রন্থেই দৃত হইয়াছে। ভাকার্ণবের ভাষাও প্রায় ঐরূপ। প্রচলিত ডাকের বচনের ভাষা অনেক পরের। খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকে রচিত রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ হইতে স্তম্ভ-পতনটি উদ্ধৃত হইল।

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বস্ন চিন।	রবি সঙ্গী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।	মেক মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥
নহি ছিল ছিটি আর ন ছিল চলাচল।	দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।	মহাস্থল মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥
রিসি যে তপসি নহি নহিক বাস্তন।	পাহাড় পবত নহি নহিক খাবর জন্ম ॥
পুণ্ড থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।	সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥
নহি ছিটি ছিল আর নহি স্থর নর।	বস্তা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আবর ॥ ইত্যাদি

শূন্যপুরাণে পুরাণা ভাষার নমুনা আছে বটে, কিন্তু উহাতেও কবির ভাষা পাওয়া যায় না। ১১শ-১২শ শতকে মাণিকচন্দ্র রাজার গান ও ময়নামতীর গান রচিত হয়; কিন্তু উহাদের শোষিত সংস্করণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তার পর আমরা বাঙ্গালা কাব্য-জগতে চণ্ডীদাস ও বিद्याপতিকে দেখিতে পাই। ইহাদের সুপ্রণালীবদ্ধ উৎকৃষ্ট

গীতি-কাব্য রচিত হইবার পূর্বে যে, এক্ষেত্রে আর কোন উদ্ভব হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। কৃষ্ণকীর্তনের আত্মবিশ্বত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের উক্তি,—

আহা।

তোম্কে জল তোম্কে থল তোম্কে বন গিরী।

স্বগং মতা' পাতাল তোম্কে দেব হরী ॥

তোম্কে সূর্য্য তোম্কে চান্দ তোম্কে দিকপাল।

লীলাতমু ধরি এবৈ হয়িলাহা গোআল ॥

আপণা না চিহ্ন কেহুে এবৈ বনমালী।

জগত সংহর তোম্কে কোণ ছার কালী ॥ ইত্যাদি

উক্ত উদাহরণ হইতে স্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতির একটা ধারা পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও বিদ্যাপতি,<sup>১০</sup> মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক কবিগণের ভাষাতে সাদৃশ্য আছে; গুণরাজ খান, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাসের ভাষাতেও কিছু কিছু আছে।<sup>১১</sup> প্রমাণ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথিতে প্রাপ্য।<sup>১২</sup> 'বঁধু কি আর বলিব আমি' পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একবারে হালী। উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বহুলপ্রচলিত পদের ভাষা গায়ক ও লিপিকরগণের রূপায় পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চণ্ডীদাসের গৌড়া ভক্তেরা অবশ্য তাহা স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। তাঁহারা 'সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা' কাহ্নদাসের এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া উচ্চ-কণ্ঠে বলিবেন, 'কি দারুণ বৃকের ব্যাধা,' 'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ' প্রভৃতি পদের ভাষাই উহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ২০০ ছই শত বর্ষ পূর্বে যে ভাষা সরল, তরল ও প্রাঞ্জল ছিল, আজ তাহাই কটমট হইবার পক্ষে যে কোন বাধা নাই, অনেকে এক কথাটা ব্রূজিতে পারেন না। পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্তনের 'দেখিলৌ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি' <sup>১৩</sup> পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। (অপ্রচার হেতু কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় কীর্তিনিয়া বা পুথি-লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার সময় পান নাই। কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।) চণ্ডীদাস তৎকাল-প্রচলিত সাধারণের সহজ-বোধ্য ভাষায় গান করিয়াছিলেন। তিনি কেমন করিয়া এখনকার ভাষায় গীত রচনা করিবেন? স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়, বঙ্কিমবাবু অথবা রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় চণ্ডীদাসের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা ব্যবহার সঙ্গত নহে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলীর ভাষা—ব্রজমণ্ডলের ভাষা;<sup>১৪</sup> অপরে কহেন, উহা মিথিলার 'বুজ্জি' জাতির ভাষার অমুকরণ।<sup>১৫</sup> বস্তুতঃ উহার কোনটাই

<sup>১০</sup> Indeed, I am doubtful, whether it is not more correct to class the Maithili as a Bangali dialect rather than as an E. H. one. Thus in the formation of the past tense, Maithili agrees very closely with Bangali, while it differs widely from the E. H.—*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, by Dr. Hoernle, pp. VIII-IX.

In the Eastern Gaudian poet Bidyapati (middle of 14th cent. A. D.) B. and E. H. are as yet one language—Ibid, p. XXXV.

<sup>১১</sup> প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালা শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চাশা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল, এই সঙ্গ এই সাদৃশ্য।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৩য় সংস্করণ), পৃ ২৪৭।

<sup>১২</sup> পরিবর্ষের বাহিরে এক বীজবালী কাব্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে প্রাচীন ভাষার রক্ষণের আংশিক প্রয়াস দেখা যায়।

<sup>১৩</sup> সাহিত্য-পরিষৎগ্রন্থাবলী—৪৬, পৃ. ১০১, এবং রমণী বাবুর চণ্ডীদাস (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৮৭।

<sup>১৪</sup> বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (৩য় সংস্করণ), পৃ ৪৮-৪৯।

<sup>১৫</sup> বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৩য় সংস্করণ), পৃ ২২০।

ঠিক নহে; তখনকার বাঙালা ভাষাই ঐরূপ ছিল। সাহিত্যের প্রথম বিকাশ গানে। চর্যাপদে আমরা তাহাই পাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বৌদ্ধ-চর্যাপদ হইতেই বাঙালা পদসাহিত্যের উদ্ভব। চর্যাপদের ছন্দও প্রাচীন বাঙালায় অল্পমুত।

### শব্দ ও বর্ণ-বিজ্ঞান

কৃষ্ণকীর্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিজ্ঞান-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণকার ও সকারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব হুচিত করিতেছে। '৬' চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অজস্র। চন্দ্রবিন্দু আধুনাসিক উচ্চারণের ত্যোতক এবং আধুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য প্রাকৃত-সম্ভব ভাষানিচয়ের অত্যন্তম বিশেষত্ব। পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে বহু অপরিচিত শব্দ পাইবেন, এক শব্দের একাধিক বর্ণ-বিজ্ঞানও দেখিবেন। লণ্ডনের Early English Text Society, Philological Society, Percy Society প্রভৃতি সোসাইটিসমূহ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন বানান রাখা হইয়া থাকে,—মুখ্য উদ্দেশ্য, ভাষা-বিজ্ঞানের অহুশীলনে সৌকর্য্য বিধান। আমরাও প্রাচীন বানান—পুথির বানান রাখিয়াছি, কোন প্রকার সংস্কারের চেষ্টা করি নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, অগ্রজ বলিবার ইচ্ছা রহিল। এই পুস্তকে ফারসী ও আরবী-মূলক মাত্র কএকটি শব্দ পাওয়া গিয়াছে; 'কামাং', 'মজুরী', 'মজুরীয়া', 'খরমুজা', ফারসী এবং 'বাকী' আরবী শব্দের বিকারে উৎপন্ন। শব্দ স্বামীর মতে 'পিক', 'কোকিল' প্রভৃতি শব্দ অনাধ্য। কেহ কেহ অহুমান করেন, 'মলয়' 'মীন' শব্দ যথাক্রমে তামিল ও কানাড়ী ভাষা হইতে গৃহীত।

### ব্যাকরণ

সন্ধি :—অকার পরে আকার থাকিলে আকারের লোপ; যথা—ফুটিল+আছে=ফুটিলছে, রহিল+আছে=রহিলছে।

বিসর্গ লোপ :—প্রাকৃতেরই আদর্শে;<sup>৫২</sup> যথা—উরস্থল, বক্ষস্থল।

সংজ্ঞাপদ :—প্রথমার একবচনে 'এ' বা 'ই' প্রত্যয় মাগধীর অরূপ।<sup>৫৩</sup>

উদাহরণ,—

প্রথমত কং শে' পুতনাক নিয়োজিল।

জ হি' কাল শাপ যুগল তাহাত

শোভএ নিচল হোই ॥

[ হি=ই ]

'পতী', 'মুনী', 'গুরু', 'বাউ' প্রভৃতি শব্দের পদের প্রয়োগ প্রাকৃতের অহুমত।<sup>৫৪</sup>

উদাহরণ,—

ধিক জাউ নারীর জীবন দহে পহু তার পতী'।

সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী'।

<sup>৫২</sup> প্রা° লক্ষণ, ২।১০, প্রা° সর্লষ, ৪।৬।

<sup>৫৩</sup> অত ইদোতী লুৎচ।—প্রা° প্র, ১।১।১০; অত এতসৌ পুংসি মাগধায়।—সিদ্ধ হেমচন্দ্র, ৮।৪।২৮।

<sup>৫৪</sup> হুতিসঙ্গর লীলঃ।—প্রা° প্র, ৪।১৮।

প্রাকৃতে যেমন দ্বিঘচন নাই,“ বাক্যনাতেও তেমনই নাই। বহুবচনে নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের অভাব; ‘গণ,’ ‘সব’ ‘সকল,’ ‘বহু’ প্রভৃতি শব্দের যোগে বহুবচনের অর্থ প্রকাশে প্রযুক্তি দেখা যায়। তিনটি মাত্র স্থলে ‘রা’ দিয়া বহুবচনের পদ পাওয়া গিয়াছে; যথা,—

বিকল দেখিঁয়া তথ্য রাখাআলগণে। আজি হৈতে আ দ্বা রা’ হৈলাহৌ একমতী ॥  
পুছিল তো দ্বা রা’ কেহে তরাসিল মণে ॥ আ দ্বা রা’ মরিব গুণিলে কাশে।

যষ্ঠান্ত ‘আদ্বার,’ ‘তোদ্বার’ পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আ দ্বা রা ও তো দ্বা রা পদ হইয়া থাকিবে।“

আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ঈকারান্ত রূপ সাধারণ; যথা—কৌ অ লী, নি ল জী, বা লী, বি ক লী প্রভৃতি।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে ‘এ’ প্রত্যয় প্রথমার অন্তরূপ। উদাহরণ—

দেখি রাধার রূপ যৌ ব নে’। মাঅক বুয়িল আইহনে ॥  
বন মাঝে পাটিল ত রা সে’।

নিমিত্তার্থে বা তাদর্থ্যে প্রযুক্ত ‘কএ’ প্রত্যয়“ বাক্যলায় ‘কে’ বা ‘ক’ প্রত্যয়রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, অল্পমান হয়। ‘কে,’ ‘ক’ প্রত্যয়ের কতিপয় উদাহরণ,—

কং স কে’ বুলিলে কণ্যা আকাশে থাকিঁয়া ॥ নিতি নিতি দপি বিকে ম থু রা ক’ জাএ।  
ডাকর ডালিম দুই কুচে। নান্দহুত কা হা ঐকে’ কুচে ॥  
এহা তব জাগী কর ঘ র কে’ গমন। যাই যমূনার পা গি কে’ আইস সখি মোর সঙ্গে।  
ল দ্বী ক’ বুলিল দেহগণে। বচনেক দেহ রাধা কা হা ই ক’ আশ।  
মাছুষ নিয়োজিল মা রি বা ক’ তাএ। আযোড়ন যোড়ন আঙ্গেক বি বা ক’ পারী।

‘রে’ বা ‘এরে’ মূলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বর্তমান।

বোল রা ধি কা রে’ সহি বড়ই ষতনে। দৈবকীর প্রসব কং শে রে’ জাণায়িল ॥

তৃতীয়াতে ‘এ’ বা ‘এ’ প্রত্যয় অপভ্রংশের অল্পরূপ।“ উদাহরণ,—

পর পুরুষের নে হা এ’ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ মিছাই মা থা এ’ পাড়এ সান ॥

৫৫ দ্বিত্ব বহুবচন।—প্রা’ লক্ষণ, ২।২২; দ্বিঘচনন্ত বহুবচনম্।—প্রা’ প্র’, ৩।৩৩।

৫৬ In Bg. the nominative plural may, in the case of human beings, be formed by adding a to the genitive singular; thus *santan*, a son; gen. sing. *santaner*; nom. plur. *santanera*. The same is the case with the pronouns; thus *amar*, of me; *amara*, we; *tahar*, his; *tahara*, they.—*Encyclopædia Britannica* [11th Ed.] Vol 8, p. 784.

সম্বন্ধের র হইতে কর্তৃকারকের বহুবচনের রা আঁসা অসম্ভব নহে।—শ্রীমত বোণেশ বাবুর ব্যাকরণ, পৃ ২০৮।

৫৭ গং ভণাহি ইমশল কএ মজ্জিআন্তগো তি।—শকু. প্রবেশক; ইমসদ কএ সউত্তলা কিলয়ই—শকু, ৩৪ অক্ষ।

‘তুমমি ভণাম জুহি-কএ’—কু’চ’, ৪।৩৪।

অথুড়িয়-গমণন্ অতোড়িয় মবন্ অতুড়িয়-লক্ষণং মহেভ-কুলং।

অনুলুপ্ত-সিগেহো গউড়ো পৌরী তুজ কএ।—কু, চ, ৩।১৮;

গরিহর মাণিপি মাণং শেক্খহি কুহমাই’দ্বীঘল।

তুহ কএ থর হিঅও রেহই গুড়িমা থুগুহি কিল কামো।—প্রা’ পৈ, ১।৩৭।

৫৮ এটা। স’ সা’, আং অপং, হু’ ২৪; ত্রিঘে টঃ।—প্রাং সন্ধি, ১৭।১৭।

‘ত’ ( তন্ ) প্রত্যয় যোগে, যথা—

হা থ ত’ ধরিয়া মোর দগধ পরাণে । আপনে বুলি তোম্মে আশ্কার কারণে ॥

মিনতী করিয়া হা থে ত’ ধরিয়া আন গিয়া চন্দ্রাবলী ॥

চতুর্থী বিভক্তির স্থানে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি বিহিত হয় । প্রাকৃত্তে যঞ্জিবৎ ।<sup>১১</sup>

পঞ্চমীর চিহ্ন ‘হেত’, ‘হৈতে’, ‘হয়িতে’ প্রভৃতি প্রাকৃত্ত ‘হিংতো’ প্রত্যয়েরই রূপভেদ ।<sup>১২</sup>

অপেক্ষার্থক পঞ্চমী বিভক্তিতে ‘তে’ ও ‘ত’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায় । উদাহরণ,—

এবে হ তে’ দৈবকীর যত গর্ভ হএ ।

আজি হৈ তে’ বড়ায়ি দেব বনমালী তোম্মার ভয়িলা দাসে ।

জ ল তে’ উঠিলী রাহী আধ করি তলে । মা অ বা প ত’ বড় গুরুজন নাহী ।

তোম্মে এবে গো আ ল ত’ ভৈলা বড় জাতী । শ রী র ত’ হরিলৌ চেতনে ॥

আজি হৈতে রা ধি কা ত’ নিবারিলৌ মণে ।

ষষ্ঠী বিভক্তিতে ‘কের’, ( ‘কর’ ), ‘এর’ প্রত্যয় প্রাকৃত্ত সম্বন্ধবাচক ‘কেরক’ শব্দের বিকারে উৎপন্ন । দৃষ্টান্ত,—

‘ তিরীর যৌবন রাতির সপন য়েহ ন দী কে র’ বাণে ।

ল ক কে র’ বন্দাবন মোর ফুলবাড়ী ।

‘ক’ প্রত্যয়ের উদাহরণ,—

আপণ কা জ ক’ লাগি সবই বিকলী । জ র ম ক’ তরে কলক থুইবে ॥

চাহা চাহা আল বড়ায়ি য মু না ক’ তীরে ।

লক্ষার্থক শব্দ বা ক্রিয়ার যোগে ‘ত’ বা ‘তে’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ ; যথা,— ‘

কা হু ত’ লাগিয়া কিবা বিষ খাইয়া মরিবৌ ॥ এত সব সহিলা মো কাহের নে হা ত’ লাগী……

দ্বিতি পড়িলে বা ঘ ত’ হএ লাজ । দারুণী বুটী তোর বা পে ত’ নাহি লাজ ।

রা ধা ত’ লাগিয়া কাহ কিবা নাহি করে ॥ কণ্ঠদেশ দেখিয়া শ ঞ্চ ত’ ভৈল লাজে ।

‘র’ প্রত্যয় (১) অপভ্রংশ ভাষার অল্পকরণে ;<sup>১১</sup> (২) প্রাকৃত্ত যঞ্জির চিহ্ন ৭’র রকারের পরিণতিতে ।<sup>১২</sup> সপ্তমীর চিহ্ন ‘ত’, ‘তে’ ‘তা’ সর্কাদি শব্দের উত্তর প্রযুক্ত প্রাকৃত্ত ‘ন্ত’ বা ‘থ’ প্রত্যয়ের রূপান্তর ।

ঘ র ত’ রাখিয়া বড়ায়ির সেবা করিবৌ ॥ আশ্কার থা ন ত’ বুটী কহিআর সঙ্গুপ ॥

চঞ্চল নয়ন তোর সি স তে’ সিন্দুর । বা হ ত’ বলয়া শোভে পা এ ত’ ছপূর ॥

সে জা ত’ স্থতিয়া একসরী নিন্দ না আইসে ।

‘এ’ প্রত্যয় প্রাকৃত্তের অল্পবৃত্তি ।

প্রত্যয় লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল এবং উহা অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব । একাধিক প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ সাধারণ ।

১১ যঞ্জিবচনীয় ।—প্রাণ লক্ষণ, ২।১৩ ।

১২ হিংতোভ্যসঃ ।—প্রাণ লক্ষণ, ১।৮ । আর্ষ প্রাকৃত্ত ও দ্বাদশীতে পঞ্চমীর একবচনও ‘হিংতো’ হয়, যথা—দেবাহিংতো (দেবাং),

ভুয়াহিংতো ( ভুং ) ।

১১ অপভ্রংশ ভাষার বুৎপাদি শব্দের উত্তর ‘র’ প্রত্যয় হানে ‘ভার’ আদেশ হয়, ‘বুৎপাদেয়ীমত ভার’—সিদ্ধ হেমচন্দ্র, ৮।৩৩৪ ।

১২ ত্রাপ=ত্রাপ=ত্রাপ বা ত্রাপ, ত্রাপ=ত্রাপ=ত্রাপ বা ত্রাপ ইত্যাদি ।

## সর্বনাম :—আন্ধি শব্দ

প্রথমা—আন্ধা, আন্ধি, আন্ধে ; মো, মোঁ, মোঁই, মোঁএ, মোঁঞ, মোঁঞি, মোঁঞে, মোঁয়ে ।

দ্বিতীয়া—আন্ধাক, আন্ধাক, আন্ধাকে, আন্ধাত, আন্ধাতে, আন্ধারে ; মোক, মোকে, মোত, মোর, মোহোরে ।

পঞ্চমী—আন্ধাক, আন্ধাত ।

ষষ্ঠী—আন্ধাক, আন্ধাত, আন্ধার, আন্ধারে ; মোক, মোত, মোতে, মোর, মোরে, মোহোর ।

সপ্তমী—মোতে ।

## তুঙ্কি শব্দ

১মা—তুঙ্কি, তুঙ্কি, তো, তৌ, তোএ, তৌএ, তৌঞ, তৌঞি, তৌঞে, তৌয়ে ।

২য়া—তোক, তোতে, তোরে, তোহাঁক, তোঙ্কা, তোঙ্কাএ, তোঙ্কাক, তোঙ্কাকে, তোঙ্কাখে, তোঙ্কাত, তোঙ্কার, তোঙ্কে ।

৫মী—তোরে, তোঙ্কাতে, তোঙ্কাতে, তোঙ্কাখে ।

৬ষ্ঠী—তোত, তোতে, তোর, তোহোর, তোঙ্কা, তোঙ্কাক, তোঙ্কাত, তোঙ্কাতে, তোঙ্কার, তোঙ্কারে ।

৭মী—তোত, তোতে, তোঙ্কাতে ।

## তা শব্দ

১মা—তাহা, তেঁ, তেহেঁ, তেহৌ, সে । ২য়া—তাএ, তাক, তাকে, তাহাক, তাহাকে । ৩য়া—তেএ । ৬ষ্ঠী—তাক, তাত, তার, তারে, তাহাক, তাহার, তাহারে । ৭মী—তাএ, তাত, তাতা, তাতে, তাহাত । বিস্তার-ভয়ে অগ্ৰান্ত সর্বনাম শব্দের রূপ দেখুয়া হইল না, পাঠকগণ শব্দ-সূচীতে দেখিয়া লইবেন ।

## ক্রিয়াপদ :—✓কর

## বর্তমান কাল

প্রথম পুরুষ—করন্তি, করএ, করে, [ করেন্ত ] । মধ্যম পুরুষ—করসি । উত্তম পুরুষ—করি, করৌ ।

## অতীত কাল

১ম পুং—কইল, করিল, করিলে, [ করিলান্ত, করিলেস্ত ], কৈল, কৈলে । মং পুং—কইলি, কইলে, [ করিলাহা ], করিলি, [ করিলেহে ], কৈলি । উং পুং—কইলৌ, করলৌ, [ করিতৌ ], [ করিলাহৌ ], করিলৌ, কৈলৌ ।

## ভবিষ্যৎ কাল

১ম পুং—করিবে, করিবেক । মং পুং—করিবেহেঁ । উং পুং—করিব, করিবে ।

১ম পুং—করউ, কর । মং পুং—কর, করহ, করিউ, করিহ, করিহলি ।

ক্রিয়াপদগুলির অধিকাংশই প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশ ভাষাতে পাওয়া যায় । বর্তমান কাল প্রথম পুরুষে ‘এ’ প্রত্যয়, প্রাকৃত ‘হসএ’ ‘করএ’ ‘পঢ়এ’ প্রভৃতির দ্বারা । ৩৩ শৌরসেনী ‘দ’, মাগধী ‘ড’ বা ‘ল’ হইতে অতীতের চিহ্ন লকারের উৎপত্তি অল্পমান অযুক্ত নহে । কেহ কেহ ল-মূলে প্রাকৃত ‘আল’, ‘ইল্ল’ প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন । ভবিষ্যতের

চিহ্ন ব-কারের মূলে কেহ কেহ প্রাকৃত ‘এক’, ‘ইক’ প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ‘ই’ বা ‘ইআ’ প্রত্যয় প্রাকৃতেরই অল্পরূপ।\*০

আছের ( = আছে ), আশিআর ( = আনয়ন কর ), কহিআর ( = কহ ), গেলির ( = গেল ), দিআর ( = দাও ), দিআরু ( = দিউক ) এবং করিহলি ( = করিও ), চলিহলি ( = যাইও ), দিহলি ( = দিও ) প্রভৃতি পদ লক্ষ্যীয়। ক্রিয়াপদের উত্তর ‘র’ প্রত্যয় অद्याপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বস্তুতঃ উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

#### অপরাপর কথা

ভাগবতে কালিয়-দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও রাস পর পর বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে’ প্রথমে রাস, তাহার পর কালিয়-দমন, তৎপরে বস্ত্রহরণলীলা। গ্রন্থের সর্বত্র চন্দ্রাবলী শব্দে রাধাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ চন্দ্রাবলী পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণের অভিনব সৃষ্টি।

মথুরা আইলাই। তেজি গোকুলের বাস। মন কৈলৌ করিবৌ মো কংসের বিনাস ॥ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আর গোকুলে ফেরেন নাই এবং পুথিও এইখানেই শেষ হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণকীর্তনে’ রাগাঙ্গিক পদ অথবা রজক-ঝিআরী রামিণীর নাম-গন্ধ নাই।

কবি না হইয়া কাব্য-সমালোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ভাবিয়া, আমরা তাহা হইতে নিরন্ত হইয়াছি। আশা করি, পাঠকগণ ক্রটি গ্রহণ করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝি বা বুঝাই, এমন সামর্থ্য আমাদের নাই; স্বতরাং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবারও প্রযত্ন করি নাই। স্বামীজী যথার্থই বলিয়াছেন,—“Forget first the love for gold, and name and fame, and for this little three penny world of ours. Then, only then, you will understand the love of the Gopis, too holy to be attempted without giving up everything, too sacred to be understood until the soul has become perfectly pure. People with ideas of sex, and of money, and of fame, bubbling up every minute in the heart, daring to criticise and understand the love of the Gopis !”—*The Sages of India, Swami Vivekanand's Madras Lectures.*

আমরা যখন কৃষ্ণকীর্তনে’র পুথি পরিষদে লইয়া আসি, তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় পরিষদের সম্পাদক। তিনি এবং কাব্য-নিরীক্ষক-সমিতির সদস্তগণ পুথি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। আমাদের উপর গ্রন্থের সম্পাদন-ভার হস্ত হয়।

গ্রন্থ-সম্পাদনে স্নহস্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছি। কৃষ্ণকীর্তনে’ বিস্তর তরু-লতা, ফুল-ফলের নাম আছে। শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত হুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় উহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় টীকাটি আত্মোপাস্ত দেখিয়া আবশ্যিক সংশোধন ও সংযোজনাদি করিয়া দিয়াছেন। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধটি লিখিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বহু শ্রম স্বীকার-পূর্বক পুথির লিপিকাল নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ সাহ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিত্তাভূষণ, শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি পণ্ডিত এবং বন্ধুবর্গের নিকট কিছু না কিছু সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জগৎ ইহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাহুযণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয় সংস্কৃত কলেজ-লাইব্রেরী ব্যবহারের অহুমতি দিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বন্ধ করিয়াছেন। পরিশেষে পরিষদের পরম-হিতৈষী, বঙ্গ-সাহিত্যের অক্লান্ত বন্ধু, রাজা বাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহারই অর্থাহুয্যে পরিষদ-এছাবলী-ভুক্ত হইয়া এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

মহাবিশুব-সংক্রান্তি,  
বঙ্গাব্দ, ১৩২৩

}

শ্রীবসন্ত রায়

পুনশ্চ :—ভ্রমবশতঃ প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হয় নাই। গ্রন্থ-সম্পাদন সম্পর্কে সম্পাদক ইহাদের নিকট ঋণী এবং বিনীতভাবে ক্রটি স্বীকার করিতেছেন।—গ্র° স°

## দ্বিতীয় বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য

প্রধানতঃ তাত্‌কালিক প্রচলিত মতকে ভিত্তিমূল করিয়া কবির দেশ-কাল-চরিতাদি আলোচিত হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইতাবসরে আমাদের মতের বখেপ্ত পরিবর্তন ঘটয়াছে। স্তবরাং সংস্কার প্রয়োজন; এবং তদুদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রস্তাবের অবতারণা। অবশ্য আত্মযজ্ঞিক কথাও অল্পবিস্তর আসিয়া পড়িবে। আবশ্যক বোধে প্রথম বারের বক্তব্যও রাখিয়া দিতে হইল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মাত্র একটি পদ পরলোকগত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চণ্ডীদাস'এ পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু তাল-বিষয়ক দুইখানা পুথির সংবাদ দিয়াছেন¹। একখানার লিপিকাল সন ১২৩৭ সাল, অত্রখানা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পুথিতে কীর্তনের তালের দৃষ্টান্তস্বরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত ১৬টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে আছে। ইহা হইতে অচ্যুমান হয়, বিরল-প্রচুর হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ লোকের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, এবং কোন কোন গায়ন-সম্প্রদায়ে উহার আদরও ছিল। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, ২১৩টি পদের ধুআ বুমুর গানের সদৃশ। এই নবাবিকৃত গ্রন্থের ১৫টি পদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ৬১২, ৭৩২ পৃষ্ঠার ফারসী লেখার পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সাহায্যে ৭৩২ পৃষ্ঠার কায়েরী অক্ষরে লিখিত 'শ্রীকামাল খাঁ, শ্রীজামাল খাঁ' ও 'নিউ খাঁ' (Nub?) নাম তিনটি পাঠ করা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় ৮৭২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীগুণরাজ খাঁ'র স্বাক্ষরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন²। স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার মালাধর বসুর হইলে পুথির প্রাচীনত্বের অন্ততম প্রমাণরূপেও গণ্য হইতে পারে। সে কালে মালাধর গুণরাজ খান নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবাবিকৃত পুথি,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩০শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা ১১ ও ১০শ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

২ কমল খোজা ও জামাল খাঁ বঙ্গের শেখ বাবীন বরপতি প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নাম দুইটির সহিত সেনাপতিত্বের কোন সম্বন্ধ নাই ত ?

৩ বঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ° ১৪৫।



কেহ কেহ কাগজ, কালি, বাহ্যিক আকার ও অবস্থাদির কথা তুলিয়া পুথির প্রাচীনত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য—পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্বে লেখা কাগজের পুথি টেকা অসম্ভব। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় খানকয়েক কাগজের প্রাচীন পুথি আছে। তাহার একখানা দুর্ভাষ-করা তুলোটি কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা সংস্কৃত হরিবংশের পুথি; লিপিকাল শকাব্দা ১৩৮৭। কাগজ কীটদষ্ট বা জীর্ণ নয়, কোথাও এলাইয়া পড়ে নাই, পাতার প্রান্তও গলিয়া যায় নাই। অপর একখানা ১৪২২ শকের মহাভারত—আদিপর্বের পুথি। ঢাকা প্রত্নশালায় অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় জানাইয়াছেন, তাঁহাদের সংগৃহীত ১৩৮৮ শকের বিষ্ণুপুরাণ ও ১৪২৩ শকের হরিবংশ, দুইখানাই কাগজের পুথি। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে লিখিত আর একখানা পুথির কথা জানা গিয়াছে, যাহার উপকরণ কাগজ<sup>৬</sup>। এবার পুথির সহিত প্রাপ্ত কাগজখানার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। কোন প্রকারে উহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির সহিত জড়াইয়া গিয়া থাকিবে।

‘কাহ্নর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘসিতে সৌরভময়।’—(চণ্ডীদাস), ‘নিত্যের আদেশে বাস্তলী চলিল সহজ জানাবার তরে।’—(ঐ)<sup>৭</sup> ও ‘জয় জয় চণ্ডীদাস নয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।’—(নরহরি) পদে না হু র; ‘নাহ্নর’ সরসিজ বিজকুল ইন্দু।’—(রায় শেখর) ও ‘সহজ পীরিতি জানিবে কে।’—(তরুণীরমণ) পদে না হু র; এবং সহজ উপাসনাতত্ত্বে না হু ড পাওয়া যায়। কেহ ছাতনার হু হু র মাঠ দেখিয়া নাহ্নর মাঠ ও নন্দপুর হইতে নাহ্নর করিয়াছেন। কেহ বা জ্ঞানপুর, নাগপুর অথবা নন্দপুর হইতে নাহ্নর তথা নাহ্নর<sup>৮</sup> এর উৎপত্তির আভাস দিয়াছেন। না ন হো (শিঙ) এবং নরনূর শব্দ হইতেও নাহ্নরের ব্যুৎপত্তি করিতে সন্নিহাছি। হু হু র মাঠ হইতে না হু র মাঠ হয় হউক; কিন্তু না হু রের বা না হু রের মাঠ হয় কেমন করিয়া? আর ছাতনার আশপাশে নাহ্নর নামের কোন গ্রাম নাই, তাহাও কল্পনা করিয়া লইতে হয়। বাঁকুড়া-শালতোড়া বা শালতড়ায় নিত্যকে পাওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু আমরা পরে দেখাইতে প্রযত্ন করিব, সহজ-ধর্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড় চণ্ডীদাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। স্তবরাং নিত্য ষেখানেই থাকুন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যাহাদের মতে কবির দেশ বাঁকুড়া-ছাতনা, তাঁহার নিম্নলিখিত যুক্তিপূর্ণ প্রদর্শন করেন,—ছাতনার অনতিদূরে বন-বিষ্ণুপুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানা পাওয়া গিয়াছে, স্থানীয় দুইখানা পুথিতে চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে এবং যত দিনে র ই হ উ ক, একটা প্রবাদও চলিয়া আসিতেছে ইত্যাদি। বিশেষতঃ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কীর্তন আদৌ নহে, ঝুমুর’ এবং ঝুমুরের জন্ত বাঁকুড়ার অখ্যাতিও বড় কম নয়। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি অগ্রহ হইতে আসিতে পারে। চণ্ডীদাসের চতুর্দশ-পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও চণ্ডীদাসের নামাক্তি বহু বহু পদ এতদঞ্চলেই পাওয়া—যাহা বড় চণ্ডীদাসের পদ হইতে সর্বাংশে ভিন্ন। জনশ্রুতি বরং বীরভূমি-নাহ্নরে অধিকতর মুখর, এবং সেখানে ঝুমুর-গানেরও অসম্ভাব নাই।

ছাতনার বাসলী-মুষ্টি—স্বিকৃজা, দক্ষিণ হতে খঞ্জা, বামে খর্পর, খঞ্জা ও খর্পর দুই-ই ধাতু-নির্মিত, প্রশান্ত হসিতবদনা, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, নুপুর-শোভিত চরণবদনের বামটি শয়ান এক অশ্বরের জঙ্ঘায় এবং অজ্ঞাতি অশ্বরের মস্তকোপরি স্থাপিত। দেবীর দুই পার্শ্বে দুই সহচরী।<sup>৯</sup> ধ্যানও ধর্মপূজাবিধানোক্ত ধ্যানের অল্পরূপ। নাহ্নরে ‘পুস্তকাক্ষমালিকাহস্তা

<sup>৬</sup> ‘Another interesting find (in Patna) is of a paper copy of the Bhagavata Purana dated samvat 1146 (=1088 A. D.). This is probably the oldest MS. on paper yet discovered in India.’—Journal Bihar & Orissa Research Society, Vol. V. Pt. 1, (January 1919).

<sup>৭</sup> ১২৬ বঙ্গাব্দে মুষ্টি বিবর্তবিলাসের পাঠ,—‘অস্মিতে অস্মিতে নাম প্রামেতে বাইয়া প্রবেশ করে।’

<sup>৮</sup> ‘ছাতনার চণ্ডীদাস’, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৩, পৃ. ২১-২২।

বীণাহস্তা সরস্বতী'র প্রস্তরময়ী প্রতিমা। পাদগীঠে উপাসক। তৎপার্শ্বে খোদিত উৎপলোপরি দেবীর দক্ষিণ চরণ বিন্যস্ত।<sup>১</sup> মূর্তি পৃথক হইলেও উভয়ত্র বাসলী, শুদ্ধ করিয়া বিশালাক্ষী বলা হয়।

পণ্ডিতেরা বলেন, বাসলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর; [ বাগীশ্বরী < বাইশ্বরী < বাসরী < বাসলী ] এবং বীরভূমি-নাম্নুরে পূজিতা দেবী বাগীশ্বরীমূর্তির প্রকারভেদ। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বরেন্দ্র-অঙ্কমন্ডান-সমিতি ও ঢাকা প্রত্নশালায় রক্ষিত কতিপয় সরস্বতীমূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। গয়ায় বিষ্ণুপাদ-মন্দির-সংলগ্ন চত্বরের প্রাচীরগাত্রে এক স্থানে বীণাপুস্তকহস্তা চতুভূজা সরস্বতীর এক প্রস্তরমূর্তি আছে। উহা বা সি রী নামে পরিচিত।<sup>২</sup> তপগচ্ছীয়-শ্রাবক-প্রতিক্রমণ-সূত্রান্তর্গত কল্যাণকন্দস্তোত্রে বাগীশ্বরীকে বা এ সি রী রূপে পাওয়া যায়।

কুলিন্দুগোকীরতুবারবর্ণা সরোজহৃতা কমলে নিমগ্না।

বাঁসিরী পুণ্ডরবগ্নহৃতা হৃদায় সা অম্বহ সন্না পসখা।

[ কুলিন্দুগোকীরতুবারবর্ণা সরোজহৃতা কমলে নিমগ্না।

বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহৃতা হৃদায় সা নঃ সন্না প্রশস্তা। ] >>

অভিনবগুপ্তের শিষ্য ক্ষেত্রদ্বিজ্ঞান মালিনীবিজয় তত্ত্ব কলিতে পূর্ণফলপ্রদা মহাবিভা-সকলের মধ্যে বা গ্ বা দি নী ও বা স লী র নাম করা হইয়াছে।

অথ বক্ষ্যামাহং বা বা মহাবিভা মহীতলে।

দোষজালৈরসংসৃষ্টাণ্ডাঃ সর্দ্ধাহি কলৈঃ সহ।

কালী নীলা মহাহর্গা হৃদিতা হ্রিন্নমস্তকা।

বাগ্‌বাদিনী চারুপূর্ণা ভবা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ।

কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাদিনী।

ইত্যাদিঃ সকলা বিভাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ১১

এখানে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, বাসলী যদি বাগীশ্বরী—সরস্বতী হয়েন, তাহা হইলে পশুবলি সমর্থিত হয় কি? সরস্বতীর নিকট মেঘী বলি দিবার প্রথা অতি প্রাচীন; অম্বকল্প ছাগ। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে উহা অম্বমোদিত। আজও পূর্ব-বঙ্গের নানা স্থানে সরস্বতী পূজায় খেত ছাগ বলি দেওয়া হয়<sup>১২</sup>।

কোন এক সময়ে ( ১৩৭৬-১৩৮৭ শকাব্দা ? ) রাজা হামীর উত্তর রায় ছাতনায় বাসলীর প্রতিমূর্তি গঠন করাইয়া পূজা প্রকাশ করেন।<sup>১৩</sup> দেবীর প্রাচীনতম প্রস্তররচিত ভগ্ন মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত এক ছাঁচের ইটে

৭ 'চণ্ডীদাস ও বাসলীদেবী,' বঙ্গপ্রীতি, কাল্কন, ১৩৪০।

৮ 'চণ্ডীদাস ও বাসলীদেবী'র লেখক বাসলী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের জন্ম প্রশংসন করিয়া নিশ্চিতই ধন্তবাদাই হইয়াছেন। বিবক্ষ্যে ( ১ম সংস্করণ ) স হ জি য়া প্রবন্ধে একপই আছে। বাহা হউক, পূর্বেই সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে ( প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৮, পৃ° ৭৭; হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড, পৃ° ১২ )।

আন্তর গভীরা-প্রণেতা শ্রীযুত হরিদাস পালিত মহাশয় মনে করেন, দক্ষিণভারতে পূজিতা সাত-ভগিনীর অন্ততম গ্রাম্য দেবতা ব হ জা লী দেবাই ( বুধবাহনা দেবী ) বাসলী ( দেশ, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, পৃ° ৪০ )।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত বলেন, 'বহুলের পুত্র, বহুলকুমারই বা হ জি। বহুলের অপত্য পুমানই বাহুলি।' ( সোনার বাংলা, আশ্বিন, ১৩৪১, পৃ° ৬৩ )। কিন্তু হুলে বাসলী; এবং দেবী বাসলীচরণে, দেবী ভাসলীগণ, বাসলী আদী, বাসলী আই, দেবী বাসলী বরেন্দ্র, বন্দিনী দেবী বাসলী ইত্যাদি প্রসঙ্গ দাস গুপ্ত মহাশয় লক্ষ্য করেন নাই।

৯ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাহুধন-বিয়চিত সরস্বতী, পৃ° ২২।

১০ ঐ ঐ, পৃ° ১০২।

১১ ঐ ঐ, পৃ° ২৮।

১২ ঐ ঐ, পৃ° ৭০-৭৭।

১৩ বাসলীকল্পনার পুষ্টি।

‘শ্রী২ছানানগরেশ শ্রী২উত্তর রায় সন ১৪৭৫’ ( ১৪৭৬ নহে ) উৎকীর্ণ দেখা যায়। খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, ১৬৫৫ শকে খঞ্জ বিবেকনারায়ণ বাসলীর এক মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। কিন্তু কবে কাহার দ্বারা নাম্নুরে বাসলী প্রতিষ্ঠিতা, কেহ বলিতে পারে না। জনৈক তিলি বর্তমান মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত একটা ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে দেবীকে উদ্ধার করে। ১২২২ বঙ্গাব্দে পূজক শ্রীযুক্ত কাঞ্চিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন।<sup>১০</sup> তাই বলিয়া নাম্নুরের দাবী নিরতিশয় উপেক্ষাযোগ্য নহে। বিগ্রহ যে সুপ্রাচীন, তাহিষয়ে সন্দেহ নাই।

অত্র আবশ্যক উপকরণের অভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির কাল-নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রত্নলিপিতত্ত্বের সাহায্য লওয়া হয়। পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কএকখানা শিলালেখ, তাম্রশাসন এবং গুহাবলীবিবৃতি, পঞ্চাকার, যোগরত্নমালা প্রভৃতি ছয়খানা পুথির অক্ষরের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষরের তুলনা করিয়া, গ্রন্থখানিকে খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধের স্থির করেন। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শূদ্রপদ্ধতির লিখনাঙ্কে শকাব্দ বলিয়াছেন।<sup>১১</sup> কিন্তু সংবতের সংক্ষিপ্ত রূপ সং’ এই অক্ষর অঙ্কের পূর্বে থাকায় পরবর্তী শাকে’ শব্দ সংবৎ অথবা তদ্ব্যজ্ঞাপক মনে করাই সম্ভব। অত্থাং সং’ শব্দটা নিরর্থক হইয়া পড়ে। স্বর্গীয় ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল ১৪৪২ বিক্রম-সংবৎ ( ১৩৮৫ খ্রী° অ° ) বলিয়াই ধরিয়াছেন।<sup>১২</sup> আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে শূদ্রপদ্ধতির পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

ইত্যপিপালকারিতায়াঃ শূদ্রপদ্ধতৌ শূদ্রাশোচগ্রকরণং সম্পূর্ণং। সং ১৪৪২।

শাকে যুখসরোজসম্বন্ধমুখ্যোরাশিচল্লাখিতে

পৌষে মাসি দিনে শনেরবিতিথো গুল্লভয়ে বহুতঃ।

মোড়ে প্রোবিদম্ববর্মমুটুশ্রীনীলকণ্ঠাজ্জয়া-

লেখাং পালকৃতাং দ্ব্যতিং নরহরিঃ শূদ্রজিহ্মারীপিকাম্।

আর যদি শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল শকাব্দাই হয়, তাহা হইলেও ১৪৪২ বিক্রমসংবতে অর্থাৎ ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতারে ব্যবহৃত অক্ষরাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষর প্রাচীনতর বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। বোধিচর্য্যাবতার আলোচিত গ্রন্থবটকেরই অগ্রতম। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায়—রক্ষিত ১৩৮৭ শকের ( ১৩৮৫ খ্রী° অ° ) একখানি হরিবংশের উল্লেখ পূর্বে করা গিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, উহার অক্ষরাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষরসমূহ প্রাচীন। এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানা খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের শেষের দিকে লিপীকৃত হইয়া থাকিবে বলিলে বিশেষ অগ্রাণু হইবে না। অধিকন্তু ভাষা, ভাব, রসের দ্বারা ইত্যাদির দিক দিয়া বিচার করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে, এই উপাদেয় গীতি-কাব্যখানা তাহারও দীর্ঘকাল পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

ছাতনায় প্রাপ্ত তিনখানি পুথির একখানি খণ্ডিত সাত পাতা সংস্কৃত পুথি। কবিতাকার পদ্মলোচন শর্মা; রচনাকাল ১৩৮৭ শক। দুইটি কবিতা নিম্নলিখিতরূপ,—

তাঁতো নিতানিরঞ্জনো বৃষবরঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয়ঃ।

মাতা লক্ষ্মীরিবাপর্য্য গুণবতী বাসিনী বিদ্যাপূর্ণা।

জাতা ধার্মিকপুত্রপোঃমুজরতঃ জীবেবীদাসো বিজঃ।

ভরতাজকুলোদ্ভবঃ স ভরতু শ্রীচৈতন্যঃ কবিঃ। ১৭

১৪ শ্রীকরালীকঙ্কর সিংহ বিরচিত চণ্ডীদাস, পৃ° ২০।

১৫ ‘চণ্ডীদাস’, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ( ১৩২৬ ), ২৬ ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃ° ৮২।

১৬ Notices of Sanskrit MSS. (1880), Vol. V., P. 302.

১৭ ‘ছাতনায় চণ্ডীদাস’, প্রবাসী, ১৩৩০, ফাল্গুন।

অর্থাৎ বাহার পিতা শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয় বুধবর নিত্যানিরঞ্জন, মাতা অপরা লক্ষ্মীর অহরূপা গুণবতী বিদ্যাবাসিনী এবং ভ্রাতা অহুজে অহরুক্ত ধার্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীদেবীদাস, সেই ভরদ্বাজকুলোদ্ভব কবি চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। বাসলীমাহাশ্যের পুথি কিন্তু ৬০।৭০—বড় জোর ১০০ শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। তিনখানি পুথিতেই পুরোহিত-বংশের বিলোপ হেতু রাজা হামীর উত্তর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। দৈবাৎ তীর্থ হইতে ফিরিবার পথে দেবীদাস, সহোদর চণ্ডীদাস সহ এখানে আসিয়া উপনীত হইলে বাজা কর্তৃক বাসলীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। রাধানাথ দাসের বাসলী-বন্দনাতে দেবীদাস একক আসিয়াছিলেন। নামহীন বাঙ্গালা পুথিতে দেবীদাসের বিবাহ, উদ্ধব ও পদ্মলোচন পুত্রদ্বয়ের জন্ম এবং চণ্ডীদাসের রামগীতপ্রসঙ্গের কথাও আছে।<sup>১৮</sup> ও'মালী (L. S. O'malley) সাহেবের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রী° অ°) শঙ্খ রায় সামন্তভূমি অধিকার করিয়া ছাতনা গ্রামে বসবাস করেন। ইহার পৌত্র হামীর উত্তর রাজা হইয়া বাসলীর প্রতিষ্ঠা করেন।<sup>১৯</sup> ও'মালী সাহেবের ও সংস্কৃত পুথির কথা গ্রাহ্য হইলে বলিতে হয়, ১৩৭৬-১৩৮৭ শকে (১৪৫৪-১৪৬৫ খ্রী° অ°) রাজা হামীর উত্তর, দেবীদাস এবং চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন।

ভূমিকার কিয়দংশ মুদ্রিত হইবার পর আমরা জানিতে পারিলাম, শত বর্ষ পূর্বে রচিত কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের চণ্ডীদাস-চরিত নামে ৮০ পাতার একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।\* উহা গ্রন্থকারের প্রপিতামহ উদয় সেনের সংস্কৃত চণ্ডী-চরিতের আধারে লিখিত। পুথিতে চণ্ডীদাস ও রামীর দেশ ব্রজপুত্র (ছাতনা-বামুনকুলী)। চণ্ডীদাস এক স্থানে বলিয়াছেন, যে দিন ঘোর অত্যাচারী মহামুদ্রি (মুহম্মদ বিন তুঘলক, ১৩২৫-১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ) পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন, তৎপূর্বদিবসে আমার জন্ম। রামী ও চণ্ডীদাসকে লইয়া ছাতনার রাজা হামীর উত্তর রায়ের সহিত বিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহের (১৭১২-১৭৪৮ খ্রী° অ°) যুদ্ধ বাধে। চণ্ডীদাস রাসে ও দোলে বিষ্ণুপুরে গাহিতে যাইবেন, এই সন্তে সঙ্গি হয়। একদা বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালীন চণ্ডীদাস, সুলতান সিকন্দর শাহ\* (১৩৫৮-১৩৮২ খ্রী° অ°) কর্তৃক পাণ্ডুর দরবারে আহৃত\* হন। পথে রূপচাঁদনামা জনৈক তান্ত্রিককে রাখাক্ষ-মন্ত্রে দীক্ষা দেন। মানকরে জয়াকর বৈষ্ণব সম্ভাষণ। ক্রমে অস্ত্র উত্তীর্ণ হইয়া বোলপুর, তথা হইতে ছয় কোশ দূরবর্তী নামুরে যাইয়া উপস্থিত হন এবং আপনাকে জাহির করেন। পাণ্ডুরা পৌছিলে রামীর উপর রাজার শুভদৃষ্টি পড়ে। চণ্ডীদাসকে গোপনে হত্যার আয়োজন ব্যর্থ হয়, অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। অহুতপ্ত অন্তরে সিকন্দর চণ্ডীদাসের আত্মগত্যা অঙ্গীকার করেন। আদর-আপ্যায়নে কএক মাস কাটিলে কবি সসন্মানে বিদায় লয়েন। প্রত্যাবর্তনকালে গঙ্গার পশ্চিম কূলে মৈথিল কবি বিছাপতি সহ মিলন।

উদয় সেন সামন্তভূমির গভীর অরণ্যময় প্রদেশে বসিয়া তাঁহার চারি শত বৎসর পূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ কোথায় পাইলেন, যথার্থই ভাবিবার কথা। পরলোকগত ব্রজহন্দর সাম্যাল-সংগৃহীত ১৩৭৩ শকের পুথিতে রামীর পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম লক্ষ্মী (চণ্ডীদাস-চরিত, পৃ° ৩৫); কিন্তু চণ্ডীদাসের পিতা ভবানীচরণ ও মাতা ভৈরবী দেবী (ঐ, পৃ° ২)। নিত্যানিরঞ্জন, বিদ্যাবাসিনী, সনাতন, লক্ষ্মী প্রভৃতি নামগুলি কেমন যেন রহস্যবিজড়িত। তন্ত্র-সাধনায় স্ত্রীলোককে বলিরূপে কল্পনাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাপালিক অঘোরঘটের করাল-সমীপে মালতীর বধোন্মের বিবরণ আছে বটে; তবে সেটা নিছক নাটকীয় আখ্যান। কবিকে ছাতনা-নামুর হইতে বীরভূম-নামুরে আনয়ন এবং শঙ্কনাথ বা পার্শ্বতীচরণকে বরদান ব্যাপারে কোন উদ্দেশ্য নিহিত নাই ত? অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, চণ্ডীদাস-চরিতকার চণ্ডীদাসকে রূপচাঁদ-পত্নী রমার পিত্রালয় বরদাথপুরে লইয়া গিয়া

১৮ 'চণ্ডীদাসের লীলাস্মৃতি', মাসিক বহুবলী, ১৩০৭, অগ্রহায়ণ।

১৯ Bankura District Gazetteer, (1908) P. 178

\* 'চণ্ডীদাস-চরিত', প্রবাসী, ১৩৪২, আষাঢ়।

বিজ্ঞাপ্তির সহিত সম্মেলন অতি সুকৌশলে সম্পন্ন করিয়াছেন। [আমরা ইদানীন্তন দুইখানি চণ্ডীদাস নাটক দেখিয়াছি; একখানির রচয়িতা চন্দননগর প্রবর্তক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়; অপরখানির নির্ধাতা 'অপরেণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কে বলিবে, বই দুখানি কালে চণ্ডীদাস সম্পর্কীয় প্রামাণিক পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না।]

অধুনা পদকর্তা একাধিক চণ্ডীদাস অঙ্গীকার না করিয়া উপায় নাই। ইনি কি তবে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', অথবা অগ্র কেহ।

বঙ্গীয় ও মৈথিল কবির কবিতা-বিনিময়, স্বরধুনীতীরে সম্মেলন বা রসালাপ সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়াই পশ্চাৎ মনে হইয়াছে। 'চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপ্তি দুহুঁজন পিরীতি' আদি পদচতুষ্টয় (পদকল্পতরু, ৪র্থ শাখা, ২৬শ পল্লব) খুব সম্ভব কোন ভাবুক অথবা সহজিয়ার রচনা হইবে। 'তছু পদকমলক ভুজ' বলিবার দীনতা বা 'লছিমাপদ করি ধ্যান'এর মত হীনতা মিথিলার রাজ-কবির মোটেই ছিল না। চারিটা পদের দুইটা রাগাঙ্গিক প্রস্তোত্তর পর্য্যায়ের। 'রসের কারণে রসিকা রসিক কায়াদি ঘটনে রস।' পদ পদকল্পতরুতে বিজ্ঞাপ্তির ভণিতায়ুক্ত; অথচ যৎসামান্য পরিবর্তিতাকারে উহাই চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাওয়া যায়। পদ কয়টার ভাষা ও ভাব কবিশ্বরের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহার পরবর্তী পদ তিনটা সহজ-ভজনের পদ। পদকল্পতরুর অধিকাংশ পুথিতে ২৬শ, ২৭শ ও ২৮শ পল্লবের পদবিজ্ঞাসে বিপর্য্যয় ও বিস্তর।\*

কবির ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের অসুমান প্রবন্ধান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"আগে আমাদেরও ধারণা ছিল, চণ্ডীদাস নিত্যসহচরী বাসলীর উপদেশে দুর্বলাধিকারীর জপ-তপ ছাড়িয়া সহজ-সাধনের রীতি অসুসারে রজকবিয়ারী বামণী সহ প্রবর্ত হন এবং উৎকট বা উদ্ভট সাধনান্তে চরম সিদ্ধি লাভ করেন। ওরূপ ধারণার মূলে চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত চতুর্দশ-পদাবলী, রাগাঙ্গিক পদসমূহ এবং প্রাদেশিক প্রবাদ। উহার পরিপোষক স্বরূপদামোদরের কড়চা, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, বিবর্তবিলাস প্রভৃতি বহু সহজিয়া গ্রন্থ। 'কবির কৃতি হইতে তিনি বাসলীর (বাণীশ্বরী) বরে পদ রচনা করেন, তাঁহার অপর নাম অনন্ত এবং উপাধি বড় ছিল, ইহার বেণী কিছু জানা যায় না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাওয়া যায়, তাহা অগ্র গ্রন্থে কবির উল্লেখমাত্র, অথবা উপরি উক্ত সাম্প্রদায়িক পুথিতে। সাম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি এবং জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শ্রেণীর পুথিতে পূর্ববর্তী ও তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্বগোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রচার করিবার প্রবল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।' তদ্ব্যতীত ঐ সকল পুথি অর্বাচীন। উহাদের পরস্পরের মধ্যে এবং স্থানীয় প্রবাদে যথেষ্ট অনৈক্য। সুতরাং ওগুলি নির্ভরযোগ্য নয়, পরন্তু পরিত্যজ্য।

রত্নসার পুথির<sup>২১</sup> দ্বিতীয় অধ্যায়,—

—বিজ্ঞাপ্তি করিল ভজন। লছিমা সহিত তার রসের সাধন ॥

চণ্ডীদাসের সাধন ধুবনী সঙ্গ করি। সেই সে পিরীতি ধর্ম গাইলেন গীত করি ॥

রচয়িতা আপনাকে চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়া পরিচিত করিতে অভ্যস্ত আগ্রহবান্। উদ্ধৃত কবিতা অবিকল বা ঐ ধর্মের কবিতা এত অধিক পুথিতে পাওয়া যায় যে, ওগুলিকে উড়াইয়া দিতে স্বভাবতই একটু ইতস্তত করিতে হয়। কিন্তু ঐ সব পুথি কাহাদের লেখা, কত দিনের এবং উহাদের উদ্দেশ্যই বা কি, ইত্যাদি অসুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকল প্রকার সন্দেহ কাটিয়া যায়। এ দেশে প্রচলিত বিজ্ঞাপ্তির পদের শেষ দিক্টায় প্রায়শঃ রাজা শিবসিংহ ও মহাদেবী লছিমা বা লখিমার নাম পাওয়া যায়। ভণিতাংশে রাগীর নাম 'দেখিয়া এক সাম্প্রদায়ের লোক রটাইয়া দিলেন, কবি লখিমাতে আসক্ত না হইয়া পারেন না। তাঁহার জানিতেন না যে, বিজ্ঞাপ্তি তাঁহার পদে

২০ বিস্তৃত বিষয় হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড, 'ঐক্যকীর্তনের চণ্ডীদাস' শীর্ষক প্রবেশে উষ্টব্য।

২১ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিখানায় রক্ষিত ১১১১ সংখ্যক পুথি।

মধুমতী দেবী, মেধাদেবী, কৃষ্ণগীর্দেই প্রভৃতি শিবসিংহের অপরাপর মহিষী এবং সমসাময়িক বহু রাজা, রাণী, অমাত্য ও অমাত্য-পত্নীর নামও করিয়াছেন। হুদুর বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির লখিমা-প্রসক্তির কথা ছড়াইয়া পড়িল; কবির দেশে কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উপরি-উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা দয়া করিয়া বড়ু বেচারার স্বল্পে রজক-বিদ্যারীকে চড়াইয়া দেন নাই কে বলিবে?

### বিবর্তবিলাস, চতুর্থে—

গোবামীর পরকীয়া বিচার করিয়া।	গ্রহণ করিল শুদ্ধ নায়িকা বাছিয়া ॥
সে সব নায়িকা পদে মোর নমস্কার।	ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥
সে সব নায়িকা এবে করিয়া গণন।	যার সঙ্গে যেহ ধর্ম করিল আচরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ করিলা সাধন মীরার সহিতে।	ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণা বাদি সাথে ॥
লক্ষ্মীহীরা সনে করিলা গোসাই সনাতন।	পীরিতি প্রেম সেবা সদা আচরণ ॥
গোসাই লোকনাথ চণ্ডালিনীকণা সঙ্গে।	দৌহ জন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে ॥
গোয়ালিনী পিতলা সে ব্রজদেবী সম।	গোসাই কৃষ্ণদাস সদাই আচরণ ॥
শ্যামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গোসাই।	পরম পীরিতি কৈলা যার সীমা নাই ॥
রঘুনাথ গোবামী পীরিতি উল্লাসে।	কিয়া বাদি সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বাসে ॥
গৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোসাই।	করয়ে সাধন যার অগ্র কিছু নাই ॥
রায় রামানন্দ যজ্ঞ দেবকণা সঙ্গে।	আরোপেতে স্থিত তেঁহ ক্রিয়ার তরঙ্গে ॥

ষট্‌মাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে যত প্রকার অসতুপায় অবলম্বিত হইতে পারে, ইহা তাহারই অন্ততম উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মহাপ্রভুর স্বয়ংকল্প পার্শ্বদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের প্রয়াস বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ততোধিক আশ্চর্য্য, বিবর্তবিলাসকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেও অব্যাহতি দেন নাই। বিবর্তবিলাস কেন, বিস্তর সহজিয়া পুথিতে অল্পরূপ আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে। (রঘুসার পুথির হৃদীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তখন ইহাদের পক্ষে বিদ্যাপতির লছিমা এবং চণ্ডীদাসের রজকিনী পরিকল্পনা তেমন কিছুই নয়। চতুর্দশ-পদাবলীর একখানা পুথিতে চণ্ডীদাস ধোবিনী-সংসর্গ জন্ত জাতি-পীতিরহিত হন। দেশপূজা জাতি-ভ্রাতা নকুলের মধ্যবর্তিতায় সামাজিকগণের সম্মতিক্রমে এক মহাভোজের অঙ্কন হয়; বলা বাহুল্য, রজকীত্যাগের প্রতিশ্রুতিতে। সহজ উপাসনা-তবে নকুল চণ্ডীদাসকে উদ্ধার করিতে গিয়া স্বয়ং সহজমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিতে অনেকানেক পদ ও ছোট বড় পুথি লিখিয়া প্রসিদ্ধ পদকর্তা এবং গ্রন্থকারদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।”

উপরের আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, কবি সহজিয়া ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থের কোথাও সহজ-ভজনের ছাপ পড়ে নাই। তিনি নব রসিকেরও একজন নহেন। নব রসিক শব্দটা তখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। রাধাবিরহ থণ্ডে,—

বড় যতন করিঁয়া চণ্ডীরে পূজা মানিঁয়া তঁবে তার পাইবৈ নয়শনে ॥ (পৃ° ১৩৪)

কোন বৈষ্ণব পদকর্তাকে চণ্ডীপূজার উপদেশ করিতে অথবা ভগিতাংশে অষ্টী দেবতার নাম কচিং লইতে দেখা যায়। ব্যতিক্রম-স্থল প্রেমবিলাসের উক্ত পদাংশ।

ন দেব কামুক ন দেবী কামুকী কেবল প্রেম পরকাশ।

গৌরীশঙ্কর চরণে কিঙ্কর কহই গোবিন্দদাস ॥ (১৪শ বিলাস)

বলিয়া দিতে হইবে না, উহা 'কবিরাজের পূর্ববাক্য'। বঙ্গ চণ্ডীদাস মৈথিল কবি বিজ্ঞাপতির দ্বারা স্বতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন, গণেশাদি পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিতেন।

কতকটা চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের মোহ কাটাইয়া উঠিতে না পারায় এবং কতকটা পরতন্ত্র হইয়াও বটে, আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে' এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। কাব্যখানা প্রবীণ কবির লেখনীপ্রসূত বলিতে এখন আর বিধা বোধ হয় না।

'কাহা গেয়ো বঙ্গ চণ্ডীদাস' আদি কএকটা পদ<sup>২২</sup> পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, বৃষ্টি বা চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা স্থানিষ্ঠিত সংবাদ পাওয়া গেল; কিন্তু সতর্ক আলোচনার ফলে পদ কয়টাকে পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

পাঠটি পুনরায় পুথির সহিত আত্মকৃত মিলাইয়া দিতে পারিয়াছি। এই ভ্রমসাধ্য কাজে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য আমাদের প্রধান এবং একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। প্রথম বারে যে সকল পঠোক্তার হয় নাই অথবা ভুল পাঠ ধরা হইয়াছিল, তত্তাবতের উদ্ধার সাধন তথা সংশোধন তাঁহারই প্রযত্নে স্বগম হইয়াছে। টীকাটিরও সংস্কার করিতে পারা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি বন্ধুগণেরও নিকট সময় সময় সাহায্য পাইয়াছি। যখন যে পুস্তক ও পত্রিকা ইত্যাদির প্রয়োজন হইয়াছে, চন্দননগর প্রবর্তক সজ্জের গ্রন্থাধক্ষ শ্রীযুক্ত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার জোগান দিয়াছেন; তাঁহাদের গ্রন্থাগারে না থাকিলে অন্তত হইতে আনাইয়াও দিয়াছেন। এই স্বযোগে ইহাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

চন্দননগর,  
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৪২

}

গ্রন্থসম্পাদক

## তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পশ্চিম বঙ্গের পূর্বে বঙ্গ চণ্ডীদাসের লুপ্ত-প্রায় গীতিকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার দ্বিতীয় মুদ্রণের ( ১৩৪২ ) পর কবি অথবা তাহার কাব্য সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য এ যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

সনাতন গোস্বামীর উদ্ভিষ্ট দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড<sup>২৩</sup> আলোচ্য গ্রন্থের দুইটি প্রধান পালা, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর দানাদি লীলার পরিকল্পনা নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়; এবং শাস্ত্রসম্মতও বটে। কর্ণাটদেশীয় ভট্ট মাধব কবির দানলীলা কাব্য স্থধী-সমাজে সুপরিচিত। রাধাপ্রেমায়ুক্ত বা গোপালচরিত একখানি চম্পু-কাব্য। ইহার নৌকাখণ্ডের আড়াইটি শ্লোক রূপ গোস্বামীর পঞ্চাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন<sup>২৪</sup>এ বর্ণিত লীলার সহিত প্রেমায়ুক্ত কাব্যের

২২। বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষদের ২৩৭৫ সংখ্যক পুথি। 'চণ্ডীদাস', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬শ ভাগ, পৃ. ৭২-৮১।

২৩। 'কাব্যসংক্ষেপ' পরমবৈচিত্রী তাসাং হৃদিতাক্ষ গীতগোবিন্দাদিসিদ্ধান্তাৎ। শ্রীচণ্ডীদাসাদি-বর্ণিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিপ্রকাশক জ্যোতি।'

বৃহৎ বৈকবতোবধী, ১০।৩০।২৬

সেনচৌধ্য, ভারথণ্ড, নৌকাথণ্ড, দানথণ্ড, এই লীলাচতুষ্টয়ের আকর্ষ্যরূপ ঐক্য দেখা যায়। অগ্র কতিপয় দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদর্শিত হইল।

রাধাতন্ত্রে,—

২৭ ক্লন্তং পরমেশানি কৃষ্ণেন পদ্মচক্ষুষা।

নিগদানি বরারোহে তরিথণ্ডং মনোহরং ॥ ২৩শ পটল

[ঈশ্বর বলিতেছেন:] হে স্বন্দরি, পদ্মচক্ষু শ্রীকৃষ্ণ যে মনোহর নৌকাক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি।

নায়কত্বং যদা প্রাপ্তং যশায়া তব তেন কিং।

নৃপতেঃ কংসরাজ্ঞস্ত অহং দানী স্থনিশ্চিতং ॥

অতএব কুরঙ্গাক্ষি অহং দানী ন চাশ্রথা।

ক্রমবিক্রমেণৈ চৈব গমনাগমনে তথা ॥

যমুনাঙ্গলপানে চ পারে বা রোহণে তথা।

অহং দানী সদা ভদ্রে যৌবনস্ত তথা প্রিয়ে ॥ ২৪শ পটল

[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:] হে যুগাক্ষি, নায়ক যেই হউক, আর যাহারই নিযুক্ত হউক, তাহাতে তোমার কি? ক্রমবিক্রমে ও গমনাগমনে আমি কংসরাজের কর গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি ভিন্ন অগ্র দানী কেহ নাই। হে ভদ্রে, যমুনাঙ্গলপানে কিংবা পারগমনে আমি যৌবন দান গ্রহণ করি।

চক্রবর্তী নৃপশ্রেষ্ঠঃ কংসঃ সর্বগুণাশ্রয়ঃ।

তন্ত্রাধিকারে সততমহং দানী স্থনিশ্চিতঃ ॥

হৃদি তৈ যুগশাবাক্ষি স্থিরসৌদামিনীপ্রভং।

পশ্যামি তব যত্নত্বং দানার্থং দেহি সত্বরং ॥

দানং দত্তা কুরঙ্গাক্ষি মথুরাং গচ্ছ স্বন্দরি।

অশ্রুত্যা সংহরিষ্যামি রত্নঞ্চ সপরিচ্ছদং ॥ ২৫শ পটল

[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:] কংস নৃপশ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী রাজা ও সকল গুণের আধার। তাঁহারই অধিকৃত্ত্বের আমি দানার্থ্যক। অগ্নি যুগশাবাক্ষি, তোমার হৃদয়ে যে স্থির সৌদামিনীপ্রভ রত্ন দেখিতেছি, তাহা দানার্থ সত্বর দাও। স্বন্দরি, দান দিয়া মথুরা গমন কর; অশ্রুত্যা সপরিচ্ছদ রত্ন বলপূর্বক গ্রহণ করিব।

২৩-২৫শ পটলত্রে নৌকাক্রীড়া বিবৃত হইয়াছে।

হরিবংশের অন্তর্গত বিষ্ণুপর্ব ৮৮তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্র-যাত্রা ও জল-ক্রীড়া-কুতূহল উপলক্ষে নৌ-বিহার বর্ণিত হইয়াছে।

গর্গসংহিতা, বৃন্দাবনখণ্ডে,—

দানলীলাং মানলীলাং হরিব্রজ করিষ্যতি। ২য় অধ্যায়

হরি এখানে দানলীলা ও মানলীলা করিবেন।

• রাধে বৃহৎসাহস্রগিরেন্তটীযু সঙ্কোচবীথীযু মনোহরাসু।

যাক্ষীং স্বতো মাং দধিবিক্রমার্থং কুরোধ মার্গে নবনন্দপুত্রঃ ॥

বংশীধরো বেত্রকরঃ করে মাং স্তবং গৃহীত্বা প্রহসন্ বিলজ্জঃ।

মহং করাদানধনায় দানং দেহীতি জল্পন্ বিপিনে রসজ্জঃ ॥



তুভাং ন দাস্তামি কদাপি দানং স্বয়ম্ভবে গোরসলম্পটায় ।

এবং ময়োক্তে বচনেহথ ভাণ্ডং নীত্বা বিশীগীকৃতবান্ স দয়ঃ ॥

ভাণ্ডং স ভিক্ষা দধি কিঞ্চ পীত্বা নীত্বোত্তরীয়ং মম চেতুরীয়ম্ ।

নন্দীশ্বরাগ্রেব্রিদিশং জগাম তেনাহমারাদ্বিমনাঃ স্ম জাতা ॥ ১৮শ অধ্যায়

[ গোপদেবতা বলিলেন : ] হে রাধে, দধি বিক্রয়ার্থ গিরিতটের সাহুদেশ দিয়া সঙ্কীর্ণ মনোহর পথে যাইতে-  
ছিলাম, বালক নন্দনন্দন আমাকে দেখিয়া স্বতই আসিয়া পথরোধ করিল । সেই বংশীধর বেত্রকর সত্ত্বর আমার করে  
ধরিয়া নির্লজ্জের ছায় হাসিতে লাগিল ; আর সেই রসজ্ঞ বনমধ্যে বলিতে লাগিল,—‘আমি কর আদায় করিয়া থাকি,  
আমাকে কর দাও’ । আমি বলিলাম—তুমি স্বয়ং প্রভু-হৃৎলোভী, তোমাকে কদাপি কর দান করিব না । আমি এক্রপ  
বলিলে সে দধিভাণ্ড গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, দধি ভক্ষণ করিল ; আমার বক্ষঃস্থলাবরণের উত্তরীয় লইয়া নন্দীশ্বর  
পর্বতের কোণের দিকে চলিয়া গেল ; সেই জন্ত আমি বিমনা হইয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতেছি ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, উত্তরখণ্ডে,—

আক্লীনবচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।

আদদে ভানবীবাচং নৈতচ্ছক্যং ত্বয়া কচিং ॥

\* \* \* \*

ধর্মতোপি মহাভাগে ভারং বাহয়িতুং ক্ষমঃ ।

ন তদন্তা নৃপহৃতে প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী ॥ ২৬শ অধ্যায়

[ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন : ] পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্য শুনিয়া বুধভানুকুমারী বলিলেন, আমাদের  
এই ভারবহনে তুমি কদাচ শক্ত হইবে না ।...[ উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন : ] হে মহাভাগ্যবতি, আমি ধর্মতঃ বলিতেছি,  
তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তমা ; তোমার ভার বহনে আমি সমর্থ, তোমা ভিন্ন অপর কাহার নয় ।

রাধাহৃদয়নামক উত্তরখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়টি ভারবহনলীলাবিষয়ক ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’এর কবিতা মাঝেই গীত ; এবং ঐ সকল গীতের স্বর তালাদির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া  
আছে । উহাতে ব্যবহৃত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতির্দীপ্তর ঠাকুর-  
বিরচিত বর্ণরত্নাকরে ( খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতক ) পাওয়া যায় । দ ও ক শব্দে হংসপদ, ক্রোঞ্চপদ প্রভৃতির ছায় প্রবন্ধ  
পর্যায়ের গীত ; বি চি ত্র রাগ-রাগিনীর অঙ্গতম ; চি ত্রা ও বি চি ত্রা দ্বাবিংশ শ্রুতির দুইটি শ্রুতি । রূ প ক ল গ কং  
ইত্যাদি তালও অপ্রধান বা আধুনিক নয় । [ দ্র ত মা ন অক্লীয়া নাটে ধরমান । ] স্বতরাং সাঙ্গীতিক প্রবৃত্তি হইতে  
পুথির প্রাচীনত্ব অস্বহমানও অযৌক্তিক নহে । গ্রন্থস্বয়ের শব্দসাদৃশ্যও বিলক্ষণ ।

পাঠ তথা টীকার আবশ্যক সংস্কার করা গিয়াছে । সমীচীন বোধে ডক্টর শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন ও ডক্টর মুহম্মদ  
শহীদুল্লাহ সাহেবের ধৃত পাঠ যথাপ্রয়োজন গৃহীত হইয়াছে । ডক্টর সাহেবের ‘পাঠবিচার’ বিলম্বে পাওয়ায় মূলে  
পাঠ-সমিবেশ সম্ভব হয় নাই ; অগত্যা তাহা সংশোধন ও সংযোজনে প্রদর্শিত হইল । যাহা হউক, এই অবসরে ইহাদের  
উভয়কেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।

সংস্কর্তা

২ । পূর্বে জয়দাসের, বিশেষতঃ বিবাহকালীন বর-বধুকে লইয়া মৃত্যোৎসবে একপ্রকার গীত-বাদ্য অন্তর্ভুক্ত হইত । ঐ গীত এবং তদুচিত  
তালকেও সঙ্গী বলিত । অমৃতটানটি এক সময়ে সমগ্র উত্তরাংশে প্রচলিত ছিল ; এখনও কোথাও কোথাও উহার নিদর্শন পাওয়া যায় ।

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় গোড়ীয় কবিগণের অগ্রণী চণ্ডীদাসের “কৃষ্ণ-কীর্তন” নামক যে নূতন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার একখানি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুথিখানিও সম্পূর্ণ নহে। গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে পুষ্পিকা নাই, কেবল প্রতি গান বা কবিতার শেষে ভণিতায় কবির নাম পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পুথির অথবা গ্রন্থকারের কাল নির্ণয় করিবার কোনও উপাদান এই নবাবিষ্কৃত গ্রন্থে নাই। মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত বহু তালপত্রে লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কাল নির্ণয়ের জ্ঞাত প্রত্নলিপিতত্ত্ব (Palaeography) ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন বান্দালা গ্রন্থ বা পুথির কাল নির্ণয়ের জ্ঞাত প্রত্নলিপিতত্ত্ব ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণ-কীর্তনের পুথিখানি যে দিন সাহিত্য-পরিষদে প্রথম লইয়া আসেন, সেই দিন আমার ধারণা হইয়াছিল যে, উহা বান্দালা অক্ষরে লিখিত অত্যাধি আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। বান্দালা ভাষায় লিখিত “চর্য্যাচর্য্যাবিনিস্কয়” প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনা-কাল হিসাবে কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থসমূহের যে পুথিগুলি আনা হইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন কি না, সন্দেহ। কৃষ্ণকীর্তনের পুথি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বান্দালা পুথি বলিয়া আবিষ্কর্তার সৌজন্তে ও সাহায্যে ইতিপূর্বে আর একবার ইহার লিপিকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম<sup>১</sup>। উক্ত প্রবন্ধ ১৩১৮ সালে লিখিত হইয়াছিল। ইহার পরে মূল গ্রন্থের আবিষ্কর্তার অহুগ্রহে সমস্ত পুথিখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই পরীক্ষার ফল নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

(“কৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থের যে অংশটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়;—১। প্রাচীন হস্তাক্ষর, ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অমূল্যলিপি, ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।) আবিষ্কর্তা স্বয়ং গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন। ভরসা করি, গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষর সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। প্রত্নলিপিতত্ত্বে আধুনিক লিপি অথবা প্রাচীন লিপির অমূল্যলিপির প্রয়োজন নাই, কেবল যে সমস্ত পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পত্রের অক্ষরাবলী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল।

“কৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বর্তমান অথবা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন। অনেক অক্ষরের আকার সেই অক্ষরের বর্তমান আকারের ত্রায়, কিন্তু অনেকগুলি অক্ষরে সেই বর্তমান আকার বা আকারগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

### (ক) স্বরবর্ণ

১। অ, আ, ই, ঈ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই আটটি স্বরে বর্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অ ও আ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই দুইটি স্বরে অক্ষরের দক্ষিণাংশের সহিত বামাংশের যোজক অর্ধবৃত্তাকৃতি। “অদভ্জ” পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ১। “আপনার” পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৪। পুথির যে অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই অংশে

এই আকার দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—“অনেক”, পঃ ১৭৬, পৃঃ ২, পং ৬। “অল্পমতি,” পঃ ২০৪, পৃঃ ২, পং ৫। “আসন্নভী”, পঃ ২০৫, পৃঃ ২, পং ১।

২। স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ ও ২—এই চারিটি অক্ষরের আকার প্রাচীন। “উ” এবং “ঊ”তে কেবল উর্দ্ধ দিকের রেখা যোগ করিলে উহা বর্তমান আকারে পরিণত হয়। এই আকারের “উ” এবং “ঊ” কেহি জ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত গুহাবলীবিবৃতি, পঞ্চাংকার এবং যোগরত্নমালা নামক ১১২৮, ১১২২ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত গ্রন্থত্রয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। “ঋ” আকারে বহু প্রাচীন, ইহা প্রায় কেহি জ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত যে তিনখানি গ্রন্থ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যবহৃত আকারের ছায়া; কেবল অক্ষরের বাম দিকের ত্রিকোণ গোল হইয়া গিয়াছে। “২” একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, “কৃষ্ণকীর্তনে” প্রত্যেক কবিতার পূর্বে এক একটি সংস্কৃত বচন আছে। এইরূপ একটি সংস্কৃত বচনে “প্রকৃষ্টাং” শব্দে ২-র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, পঃ ১২৫, পৃঃ ২, পং ২।

### (খ) ব্যঞ্জনবর্ণ—১। ক-বর্ণ

অ। “ক” দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় প্রকারের সহিতই বর্তমান অক্ষরের আকারের সাদৃশ্য আছে। প্রথম প্রকারের “ক” “ক্ষ”এর ছায়া, “করে” পঃ ৫, পৃঃ ১, পং ৬, “কাহ্নাঞি”, ৫১১৬। দ্বিতীয় প্রকারের “ক” প্রাচীন বা আধুনিক বর্ণমালায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, “রতিরসকাম-দোহনী” ৫১১৮।

আ। “খ” একই প্রকারের, ইহা আকারে প্রাচীন, ইহা দেবপাড়া গ্রামে আবিস্কৃত বিজয় সেনদেবের শিলালিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরের আকারের ছায়া। এই আকারে অক্ষরের বাম ভাগ যেখানে দক্ষিণ ভাগে যুক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে বাম ভাগের নিম্নদেশ গোলাকৃতি এবং বাম ভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। আধুনিক আকারে বাম ভাগের নিম্নদেশ আরও নীচে নামিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হয়।

ই। “গ” খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

ঈ। “ঘ”এর আকার প্রাচীন, ইহা দেবপাড়ার শিলালিপি ও কর্মোলের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের ছায়া। ইহাতে অক্ষরের বাম ভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া, দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

উ। “ঞ”র ছায়া “ঙ” স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যুক্তাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়, “লজ্জিবো” ১৬০।২১৪, ইহা হইতে আকারের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা কঠিন।

### ২। চ-বর্ণ

অ। “চ”-বর্ণের মধ্যে “চ” ও “ঞ”র বর্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। দুই এক স্থানে চএর আকার প্রাচীন, “চিস্তির” ৩২১৬।

১ Buhler's Indische Palaeographie, Tafel vi, Col. X. 5—6; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. iii, Pl. xxxviii.

২ Epigraphia Indica, Vol. 1, pp. 807—11; Indische Palaeographie, Tafel v Col. xviii. 11.

৩ Memoir's of the Asiatic Society of Bengal, vol. iii, P. 109, pl. xxviii.

৪ Indische Palaeographie, Cols. xviii—xix

আ। “ছ” কোন কোন স্থানে প্রাচীন আকারের এবং কোন কোন স্থানে বর্তমান আকারের। প্রাচীন আকার—ইহা কেবল বিখ্যাতভাবে রক্ষিত “পঞ্চাঙ্গ” গ্রন্থে ব্যবহৃত আকারের ছায়া<sup>১</sup>। যথা—“ভরহিষ্ঠা” ১১৩।১১, “মিছাই” ৩২।২। বর্তমান আকার, “কিছু” ১১৩।১১।

ই। গ্রন্থে দুই প্রকারের “জ” ব্যবহার হইয়াছে, এই দুই প্রকারই প্রাচীন। প্রথম প্রকার—ইহার মাত্রা সরল রেখা, মধ্যাবয়বও সরল রেখা, কেবল নিম্নাবয়ব বক্রগতি, “জীবন” ও “মঞ্জিল” ৬০।১।৭। দ্বিতীয় প্রকারের কেবল মাত্রা সরল রেখা, মধ্যাবয়ব বক্রগতি, কিন্তু বর্তমান “জ”এর ছায়া ইহার নিম্নগতি আরম্ভ হয় নাই, নিম্নরেখা বক্রগতি। এই আকারের “জ” “কৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। “জাণ” ৩২।৪।

ঈ। দুই প্রকারের “ঝ”এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়;—বর্তমান আকার, “মাঝাখিণী” ৭।১।৬, “বুঝ” ৬০।১।৬। (এই পত্র প্রাচীন অক্ষরের অঙ্করণে লিখিত)। প্রাচীন আকার, ইহাতে বামভাগ “ধ”-এর ছায়া, “ঝাট” ৫।২।২।

### ৩। ট-বর্গ

অ। “কৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থে তিন প্রকারের “ট” দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর “ট” কি প্রকারে বর্তমান আকার ধারণ করিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। “কৃষ্ণকীর্তনে” প্রাচীন অর্থাৎ সেনবংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহে ব্যবহৃত আকার,—পরিবর্তন যুগের আকার, যাহা পূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই এবং বর্তমান আকার, এই তিন প্রকার “ট” দেখিতে পাওয়া যায়।

ক। প্রাচীন আকার;—ইহা বিজয়সেনের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ছায়া<sup>২</sup>। যথা;—“বার্টত” ৪২।২, “পাটে” ৪২।৪।

খ। পরিবর্তন যুগের আকার। ইহাতে অক্ষরের মধ্যদেশের বক্রগতি ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিতেছে, “হাটক” ১২।২।

গ। বর্তমান আকার। ইহাতে মধ্যদেশের বক্রগতি সরল রেখায় পরিণত হইয়াছে; “ঝাট” ৭।২।৮।

আ। “ঠ” ও “ড” বর্তমান আকারের।

ই। “ঢ” প্রাচীন আকারের। ইহাতে প্রাচীন আকারের “ট”এর ছায়া অক্ষরের মধ্যদেশে বক্রগতি রহিয়া গিয়াছে, বিজয়সেনের শিলালিপিতে এই আকারের “ঢ” দেখিতে পাওয়া যায়,<sup>৩</sup> “কাঢ়ে” ৩২।৩।

ঈ। “ণ” দুই প্রকারের, প্রথম প্রকারের আকারে অক্ষরের অর্ধ বৃত্তের মধ্যে একটি সরল রেখা আছে; “কমণ” ৩।১।৩। দ্বিতীয় প্রকারে এই সরল রেখাটি নাই, ইহার বর্তমান আকার, “মরণ” ৩।১।৩।

### ৪। ত-বর্গ

অ। “ত” ও “ন” বর্তমান আকারের। ভোজবর্ষদেবের তাম্রশাসনে<sup>৪</sup> ও তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছির তাম্রশাসনে<sup>৫</sup> সর্বপ্রথম বর্তমান বাঙ্গালা “ত” দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান “ন” সেনরাজগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়<sup>৬</sup>।

<sup>১</sup> Indische Palaeographie, Tafel vi, Col. x. 21.

<sup>২</sup> Ibid, Tafel v, Col. xviii. 28

<sup>৩</sup> Indian Antiquary, Vol. xiv, pp. 166—68.

<sup>৪</sup> Epigraphia Indica, Vol I. P. 810, line 24.

<sup>৫</sup> Epigraphia Indica, Vol. xii, P. 40, l. 27.

<sup>৬</sup> Epigraphia Indica, Vol. xii, pp. 8—10.

আ। “খ”এর আকার প্রাচীন। ইহা বিজয়সেনের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ছায়<sup>১</sup>। ইহাতে অক্ষরের বামভাগে নিয়মদেবের বক্র অংশ দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই হিসাবে “কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনে”র “খ”এর আকার কেশিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পঞ্চাঙ্কার গ্রন্থে ব্যবহৃত আকার অপেক্ষা অর্ধাচীন<sup>২</sup>। যথা—“জগন্নাথ” ৪১১৭।

ই। দুই প্রকারের “দ” আছে। প্রথম প্রকারের “দ” প্রাচীন। ইহা অনেকটা বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৭৪ লক্ষণ-সংবতে উৎকীর্ণ অশোকচলদেবের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ছায়,<sup>৩</sup> “দেবে” ৩১১২, “দিল” ৩১১৫। দ্বিতীয় প্রকারের “দ” আধুনিক, এই আকারের “দ” ৫১ লক্ষণ-সংবতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত অশোকচলদেবের শিলালিপির ছায়,<sup>৪</sup> “দণ্ডকঃ” ৩১১২।

ঈ। “ধ” প্রায় বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। তবে ইহার বামভাগে এখনও কোণ দেখা দেয় নাই, এই আকার ৭৪ লক্ষণ-সংবতে উৎকীর্ণ, বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত অশোকচলদেবের শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—“ধল” ৩১১৫।

## ৫। প-বর্গ

অ। “কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে” তিন প্রকারের “প” দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে এক প্রকার আকারে আধুনিক ও অপর দুই প্রকার পরিবর্তন-যুগের। লক্ষণসেন<sup>৫</sup> বিশ্বরূপসেন<sup>৬</sup> ও কেশবসেনের<sup>৭</sup> তাম্রশাসনে “প”এর যে আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন, অথচ লক্ষণসেনের তৃতীয় রাজ্যাক্ষে প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় আবিষ্কৃত চণ্ডীমূর্তির পাদপীঠের লিপিতে<sup>৮</sup> এবং বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষণ-সংবৎসরের লিপিতে আধুনিক স্রাকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক আকারের মধ্যবর্তী পরিবর্তনযুগের আকার (Transitional form) অত্যাধি কোনও শিলালিপি বা তাম্রশাসনে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। “কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে” পরিবর্তন-যুগের যে দুইটি আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অক্ষরের বামভাগ প্রাচীন আকারের ছায় অক্ষরের দক্ষিণভাগে যুক্ত না হইয়া, মাত্রায় যুক্ত হইয়াছে। প্রথম প্রকারে বামদিকের রেখা সরল, “রূপে”, ৩১১৪; দ্বিতীয় প্রকারে এই রেখা বক্র, “পাতিল”, ৩১১৩। আধুনিক আকার বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, “পাছে”, ৭২১২।

আ। “ফ”র প্রাচীন আকারই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বাম ভাগ দক্ষিণ ভাগের নিম্নে যুক্ত না হইয়া, কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে আসিয়া মিশিয়াছে। “আকারে” ৪৬১১৪।

ই। “ব” ও “ম” খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। “কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে” এই অক্ষরের কোনও আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঈ। “ভ”এর আকার প্রাচীন। এই আকারের “ভ” বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষণ-সংবৎসরের শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। “ভঙ্গ” ৩২১১, “ভূমিত” ৩২১২, “ভেকের” ৩১১৮।

১ Indische Palaeographie, Tafel v, Col. xviii, 26.

২ Indische Palaeographie, Tafel vi, Col. X. 31.

৩ Epigraphia Indica, Vol. xii, p. 30.

৪ Ibid, p. 29.

৫ Ibid, pp. 8—10.

৬ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. 1. p. 9. line I.

৭ Ibid. (New Series), Vol. X, pp. 99—104.

৮ Ibid, Vol. IX, p. 290, pl. XXIV.

## ৬। অন্তঃস্থ বর্ণ

অ। “ব”র আকার প্রাচীন। ইহার নিম্নভাগ “খ”, “থ” ও “ক”এর দ্বারা, “যম” ৩২১৫।

আ। কোন কোন স্থানে “ব”এর মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা আছে, “চিহ্নিত” ৩২১৬।

ই। “ল”র আকার প্রাচীন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে<sup>১</sup> এবং ৫১ ও ৭৪ লক্ষণ-সংবৎসরে উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বয়ে এই আকার দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈ। সর্বত্র একই আকারের “ব” দেখিতে পাওয়া যায়।

## ৭। উদ্ব্যবর্ণ

অ। “শ”, “ষ” ও “স”র আধুনিক আকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

আ। “হ” সর্বত্র আধুনিক আকারের, কেবল এক স্থানে ইহার একটি নূতন আকার দেখিতে পাওয়া যায়,— “বহায়িলো” ২০২১২। তবে ইহা লিপিকরপ্রমাদ হইলেও হইতে পারে।

প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ অবলম্বনে “কৃষ্ণকীর্তনে”র লিপিকাল নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, উক্ত গ্রন্থের যে একখানি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত এবং ইহার পুস্পিকা পাওয়া যায় নাই। এই পুথির অল্প কোন অংশে তারিখ নাই এবং ইহাতে রচয়িতার অথবা লিপির কাল নির্ণয় করিবার অল্প কোন উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এই পাণ্ডুলিপিক লিপিকাল নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় প্রত্নলিপিতত্ত্ব। “কৃষ্ণকীর্তনে”র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।

## স্বরবর্ণ

সাধারণ দ্বাদশটি স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ ও ঌ প্রাচীন আকারের। এই চারিটি অক্ষরের বর্তমান রূপ ধারণের কাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় অতি অল্প দিন পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১। উ। কেশ্বজ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত “গুহাবলীবিবৃতি” ও “পঞ্চাকাশ” নামক গ্রন্থদ্বয়ে যে আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আকার। কারণ, এই গ্রন্থদ্বয় ১১২৮ ও ১১২৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে শাস্ত্রিদেবের “বোধিচর্যাবতার” গ্রন্থের একখানি তালপত্রে লিখিত পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির অল্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই পুথি ১৪২২ বিক্রমাব্দে—১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে বেণুগ্রামে লিখিত হইয়াছিল। এই বেণুগ্রাম সম্ভবতঃ বর্তমান জেলার বেণুগ্রাম বা বেড়ুগ্রাম। এই গ্রন্থে “উ”র আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায়। “কোচ্ছ উচ্ছ” পংক্তি ১, পৃঃ ৬৬।

২। ঊ। “উ”র দ্বারা “ঊ”র আধুনিক আকার সর্বপ্রথম ১৪২২ বিক্রমাব্দে লিখিত বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে দেখিতে

পাওয়া যায়। প্রাচীন আকারের “উ” এবং “উ”তে মাত্রার উপরে বক্রগতি উর্দ্ধরেখা নাই। আধুনিক আকারে এই উর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, “উইল” ৭।১।২।

৩। ঋ। কৃষ্ণকীর্তনে যে আকারের ঋ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে কেহি জু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বুদ্ধিতে “যোগরত্নমালা,” “গুহ্যাবলীবিবৃতি” ও “পঞ্চাকারে” ব্যবহৃত “ঋ”র ন্যায়। ইহাতে অক্ষরের বাম দিকের নিম্নভাগ অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি, ত্রিকোণ নহে এবং এই অর্দ্ধবৃত্তের উপরে একটি উর্দ্ধগতি বক্র রেখা আছে। বর্তমান “ঋ”তে এই উর্দ্ধরেখা “খ”র বামদিকের উর্দ্ধাংশের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। “ঋষিএ” ২।১।২।৬, “ঋষীকেশ” ৫।১।১৪, “ঋগ” ১৮।১।১৬।

৪। ঞ একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, “প্রকৃষ্ণাং” ১২।১।২।

১। ক-বর্গ। ক-বর্গের মধ্যে “খ” ও “ঘ” প্রাচীন আকারের। এই অক্ষরদ্বয়ের নিম্নভাগে কোণ নাই। ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত শূদ্রপদ্ধতি নামক স্মৃতিগ্রন্থে যে আকারের “খ” দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিম্নে কোণ আছে। ১৪২২ বিক্রমাব্দে লিখিত বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে যে আকারের “ঘ” দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিম্নে কোণ আছে।

২। চ-বর্গ। চ, ছ ও জ সময়ে সময়ে প্রাচীন আকারের। ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত শূদ্রপদ্ধতি গ্রন্থে এবং ১৪১৭ শকাব্দার পূর্বে লিখিত ধর্মরত্ন নামক গ্রন্থে বর্তমান আকারের “চ” ও “জ” দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪২২ বিক্রমাব্দে লিখিত “বোধিচর্যাবতার” গ্রন্থে আধুনিক আকারের “চ” “ছ” ও “জ” দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রপদ্ধতি গ্রন্থের শেষ পত্র, তৃতীয় পঙ্ক্তিতে “সরোজ” শব্দে বর্তমান আকারের “জ” দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। ট-বর্গ। “কৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থে সর্বপ্রথমে প্রাচীন আকারের “ট” হইতে কি প্রকারে বর্তমান আকারের “ট” উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪২২ বিক্রমাব্দে লিখিত “বোধিচর্যাবতার” গ্রন্থে বর্তমান আকারের “ট” দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪১৭ শকাব্দার পূর্বে লিখিত “ধর্মরত্ন” গ্রন্থের শেষ পত্র, ঘটক সিংহের পুত্রের ১৪১৭ শকাব্দার যে জয়পত্রিকা আছে, তাহাতে বর্তমান আকারের ট দেখিতে পাওয়া যায়। “কৃষ্ণকীর্তনে” বর্তমান আকারের “ণ” ব্যবহৃত হইয়াছে। “বোধিচর্যাবতারে” এবং “শূদ্রপদ্ধতি”তে প্রাচীন আকারের “ণ” দেখিতে পাওয়া যায়। “কৃষ্ণকীর্তনে” বিত্তীয় প্রকারের “ণ” ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পরিবর্তন-যুগের আকার, কিন্তু “ধর্মরত্ন” গ্রন্থে সর্বত্র আধুনিক আকারের “ণ” ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। ত-বর্গ। ত-বর্গের মধ্যে কেবল “থ” প্রাচীন আকারের। ইহার নিম্নভাগে কোণ নাই। “বোধিচর্যাবতারে”, “শূদ্রপদ্ধতি”তে এবং “ধর্মরত্ন”র শেষ পত্রে লিখিত জয়পত্রিকায় আধুনিক আকারের “থ” দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। প-বর্গ। প-বর্গের মধ্যে প্রাচীন আকারের “ফ” ও “ভ” দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রপদ্ধতি, ধর্মরত্ন ও বোধিচর্যাবতারের শেষ পত্রে এই আকারের “ভ” ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। অন্তঃস্থ বর্ণ। “ব” প্রাচীন আকারের, ইহার নিম্নদেশে কোণ নাই। শূদ্রপদ্ধতিতে, বোধিচর্যাবতারে এবং ধর্মরত্নে কেবল কোণযুক্ত আধুনিক আকারের “ব” দেখিতে পাওয়া যায়। “কৃষ্ণকীর্তনে” কেবল প্রাচীন আকারের “ল” ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আকারের “ল” বোধিচর্যাবতার, ধর্মরত্ন ও শূদ্রপদ্ধতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। উন্নয়ন। কৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত সম্ভাষ উন্নয়নই আধুনিক আকারের। কিন্তু বোধিচর্যাবতার ও ধর্মরত্নে ব্যবহৃত “হ” প্রাচীন আকারের। “শূদ্রপদ্ধতি” গ্রন্থে ব্যবহৃত “হ” আধুনিক আকারের।

“শূদ্রপদ্ধতি” গ্রন্থ ১৪৪২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৩৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। “বোধিচর্যাবতার” ১৪৯২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৪৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। “ধর্মরত্ন” গ্রন্থের শেষ পত্রে ঘটক সিংহ নামক এক ব্যক্তির ১৪১৭ শকাব্দে জাত পুত্রের জন্মপত্রিকা লিখিত আছে, স্ততরাং উক্ত গ্রন্থ ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থদ্বয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা “কৃষ্ণকীর্তনে”র প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর। কৃষ্ণকীর্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, ত্রিযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্ল মহাশয় “কৃষ্ণকীর্তনে”র যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।

কলিকাতা,  
১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ২রা পৌষ

}

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়





॥ १ ॥ ॥ २ ॥ ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

[illegible][illegible]

नामगदास नखान-१ संश्लेषादयः करानथस्संस्काराणां प्रारम्भं कृतं गंगानदीप्रदेशात् १७११ ख्रिस्ताब्दे कोमागणीजिह्वेयस्य



॥ द्यम् । कश्चिदुपैक्षितं । अथ च विदुषि । मालाजिज्ञासा ।

३। श्रीजं । अमरुणोत्कथायाणिकवाडावदिकुबपु

শ্রীকৃষ্ণকীর্তନ পুথির পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ২, পঙ্‌ক্তি ৩

३। ग्राहकनिर्वाणं वापस । इत्युत्तराश्विन

22/2/20

गार्हपत्यस्य अवकाशः शान्तं भूतं आयात ३०। वासवादेयश्रमामन्त्रेन शान्तं भूतं आयात ३०।

89218

आलुपुत्रस्योक्तिम् ॥ ७ ॥ एकवाच्यमिषमग्र  
 छत्रमग्रादौः प्रदीपित्यग्राववाधात् ॥ इतीश्वरः

5/2/19

বে। ১৫। এতদন্তরুণ্যিবাণ । অশস্তরংগায়ণ ॥ অমরীষ্যক্সায়ণ । অমরীষ্যক্সায়ণ ॥ ১২ ॥ অমরীষ্যক্সায়ণ ॥  
 স্মার । অমরীষ্যক্সায়ণ ॥ অমরীষ্যক্সায়ণ ॥ অমরীষ্যক্সায়ণ ॥ অমরীষ্যক্সায়ণ ॥ অমরীষ্যক্সায়ণ ॥ অমরীষ্যক্সায়ণ ॥

சுதந்திரம்

[illegible]

921312

निर्यायेण कमुगतवः॥१०॥ वावउउगुअबगाम्मजिथानज्जो॥ एवतातएअमसिक्खुबहिस्सो॥१०५॥

১৫১৬

श्रीकृष्णकीर्तन—

॥ ३ ॥ ग्राहजिह्वाबाध ॥ कीजा ॥ मधु कथ ॥ वृत्रावलीययमदथच्छया ॥ गद्या ॥ ब्रवाध ॥ जवतीयवसुध ॥ दधानयमिधवा

श्रीकृष्णकीर्तन पुर्विष पत्र १२५, पृष्ठा २, पङ्क्ति २

येरुव क ॥ कावाभावा ॥ गवभा ॥ ममावे ॥ ७ ॥

१७८॥२॥३

वामरुगम ॥ वसुकीनास्वरु ॥ यथा ॥ मधु ॥ ७ ॥ जवतीयवसुध ॥ जवतीयवसुध ॥ जवतीयवसुध ॥ जवतीयवसुध ॥

१७७॥२॥७

कमानतलारुववोनि ॥ ३ ॥ मधुयजुजा ॥ मजाय ॥ मजाय ॥ मजाय ॥ मजाय ॥ मजाय ॥ मजाय ॥ मजाय ॥

१७८॥२॥७

मिदाजिकवशवतीजिब ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥

२०२॥२॥२

मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥

२०२॥२॥२

मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥ मला ॥

२०२॥२॥२



*[The image shows a heavily degraded and noisy scan of a document page. The text is almost entirely illegible due to extreme contrast, speckling, and horizontal streaking. Only faint vertical columns of characters are visible through the noise.]*

The first of these is the fact that the  
 government has been unable to  
 maintain a stable currency. The  
 value of the dollar has fallen  
 sharply since the war, and this  
 has led to a loss of confidence  
 in the government's financial  
 policy. The second is the fact  
 that the government has been  
 unable to control inflation. The  
 price level has risen sharply  
 since the war, and this has  
 led to a loss of confidence in  
 the government's economic  
 policy. The third is the fact  
 that the government has been  
 unable to control the balance of  
 payments. The trade deficit has  
 widened since the war, and this  
 has led to a loss of confidence  
 in the government's foreign  
 policy.

Вопрос о признании СССР марксистской страной является одним из самых острых в настоящее время. В связи с этим возникает вопрос о том, что такое марксизм. Марксизм — это учение о развитии общества, основанное на материалистическом понимании истории. Согласно марксизму, общество развивается в результате борьбы классов. В настоящее время в СССР идет борьба между рабочими и буржуазией. Поэтому СССР является марксистской страной.

মহাভারত—আদি পর্ব, শকাব্দ ১৯২২ (খ্রিঃ ১৯০০) [Descr. Cat. Sans. Mss., Vangiya S. Parishat—Intro. p. v.]

## আলোচিত গ্রন্থাদি

টাকা-রচনাকালে যে সকল গ্রন্থ, সাময়িক পত্র বা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কএকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

বৌদ্ধগান ও দোহা, শৃঙ্গপুরাণ, ময়নামতীর গান ( ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ ), চণ্ডীদাস ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ), বিজ্ঞাপতি ( ঐ ), বর্ণরত্নাকর ( Bib. Ind. ), শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ( গুণরাজ ান ), উত্তরাকাণ্ড, কৃতিবাস ( ব° সা° প° ), পদ্মাপুরাণ ( বিজয় গুপ্ত ), শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী ( বঙ্গবাসী ), শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ( ঐ ), চৈতন্যভাগবত ( গোবিন্দ ), চৈতন্যমঙ্গল ( ব° সা° প° ), চৈতন্যমঙ্গল ( বঙ্গবাসী ), মীনচৈতন ( ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ ), গোবিন্দদাস ( কালিদাস নাথ ), অষ্টাদশপর্ক কালীদাস ( বঙ্গবাসী ), কবিকঙ্কণ ( ঐ ), পদ্মাপুরাণ ( বঙ্গবাসী ), ধর্মমঙ্গল ( মানিক ), গোবিন্দমঙ্গল ( হুঃখী শ্রামদাস ), জয়দেবচরিত ( ব° সা° প° ), ধর্মমঙ্গল ( ঘনরাম ), চণ্ডিকাবিজয় ( কমললোচন ), জগদানন্দ ( কালিদাস নাথ ), পদকল্পতরু ( ব° সা° প° ), কীর্তনানন্দ, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ( বিশ্ববিদ্যালয় ), হরিবংশ ( ভবানন্দ )।

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব ( ঘোষাল ), বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব ( হায়রত ), বঙ্গীয় সাহিত্য-সমালোচনী ( বিজ্ঞাবিনোদ ), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ( ডক্টর সেন ), শব্দতত্ত্ব ( ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ), বাঙ্গালা ব্যাকরণ ( হরীকেশ শাস্ত্রী ), বাঙ্গালা ভাষা ( ব° সা° প° ), প্রকৃতিবাদ অভিধান, বঙ্গীয় শব্দসিদ্ধ ( রজনীকান্ত )।

অসমীয়া রামায়ণ ( মাধব দেব, মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব ), কীর্তনঘোষা, নামঘোষা, অনাদি-পাতন ভাগবত ( শঙ্কর দেব ), দীপিকা ছন্দ ( পুরুষোত্তম গঙ্গপতি ), অসমীয়া হেমকোষ ; ওড়িয়া ভাগবত ( জগন্নাথ দাস ) ; পছুমাংবতি ( Bib. Ind. ), রামায়ণ ( তুলসীদাস ), ভাষাবিজ্ঞানাস্থর ( পণ্ডিত রামগরীব চৌবে )।

সেতুবন্ধ ( কাব্যমালা ), গাথাসপ্তশতী ( ঐ ), গউড়বহো ( Bombay Sanskrit Series ), কুমারপালচরিত ( ঐ ), কপূরমঞ্জরী ( S. Konow ), ভবিস্যত্তক্কা ( ঘনপাল ), প্রাকৃতপ্রকাশ, প্রাকৃতলক্ষণ ( Dr. A. F. R. Hoernle ), প্রাকৃতসর্কষ ( ভিজাগাপটম গ্রন্থপ্রদর্শনী ), প্রাকৃত ব্যাকরণ ( হরীকেশ শাস্ত্রী ), প্রাকৃতপৈঙ্গল ( Bib. Ind. ), পয়য়লক্ষী নামমালা ( Dr. Buhler ), অভিধানপদীপিকা ( মোগগ্গলান হবির ), দেশীনামমালা ( Bom. Skt. Series ), পাইঅ-সন্ধ-মহাশব ( শেঠ )।

বালচরিত ( মহাকবি ভাস ), শকুন্তলা ( বিজ্ঞাপাগর ), মুচ্ছকটিক ( Bom. Skt. Series ), উত্তরচরিত ( জীবানন্দ ), মুদ্রারাক্ষস ( Bom. Skt. Series ), গীতগোবিন্দ ( বিজ্ঞাভূষণ ), অমরকোষ ও সর্কানন্দী টীকা, অভিধানচিন্তামণি।

Sanskrit Texts ( J. Muir ), Comparative Grammar of the Modern Languages of India ( J. Beames ), Comparative Grammar of the Gaudian Languages ( Dr. Hoernle ), Introduction to the Maithili Language ( Sir G. A. Grierson ), Sanskrit-English Dictionary ( H. H. Wilson ). Do. ( Apte ), Do. ( Monier Williams ), Hindi-English Dictionary ( Platts ), Wilson Philological Lectures ( Dr. Bhandarkar ), Introduction to Comparative Philology ( Gune ), Origin & Development of the Bengali Language ( Dr. S. K. Chatterji ), Pre-Aryan & Pre-Dravidian in India ( Dr. P. C. Bagchi ), &c. &c.



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, নব্যভারত, প্রবাসী, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Journal of the Royal Asiatic Society of the Bombay Branch প্রভৃতি ।

পুথি—পদ্মাপুরাণ ( নারায়ণদেব ), আদিকাণ্ড ( কুন্তিবাস ), যোগাঙ্কার বন্দনা ( ঐ ), আনন্দলহরী ( বৃন্দাবনদাস ), দৌণ্ডিকপর্ষ ( কানীদাস ), শ্রীকৃষ্ণবিলাস ( কৃষ্ণকিঙ্কর ), অকুরাগমন ( কবিচন্দ্র ), গুরুদক্ষিণা ( কবি শঙ্কর ), সারসত্যকারিকা ( নরোত্তম দাস ), জৈমিনি ভারত ( হরিদাস ), গোপালবিজয় ( কবিশেখর ) ।

---

## সূচীপত্র

### ক-বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জন্মখণ্ড	... ১	যমুনাখণ্ড	... ৯৪
তাহুলখণ্ড	... ৪	যমুনাখণ্ডাঙ্গগত হা	... ১০৩
দানখণ্ড	... ১৩	বাণখণ্ড	... ১০৫
নৌকাখণ্ড	... ৫৫	বংশীখণ্ড	... ১১৫
ভারখণ্ড	... ৬৬	রাধাবিরহ	... ১৩১
ভারখণ্ডাস্তগত চতুর্থখণ্ড	... ৭৫	পরিশিষ্ট	... ১৫৮
বৃন্দাবনখণ্ড	... ৭৮	ভাষাসংস্কৃত টকা	... ৬৭
যমুনাখণ্ডাস্তগত কালয়দমনখণ্ড	... ৯১		

### খ-পদ-সূচী

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
অদভূত লাগে তোর স্মৃতি	... ৬০	আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে	... ৯
অনেক প্রকৃষ্ণের চাহিল বৃন্দাবনে	... ১২১	আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ	... ১৩৯
অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণী	... ৭৭	আতি দুখিনী বালী ল	... ১৪২
অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে	... ৪৮	আতি রূপসী পহুমিনী জাতী	... ৩৮
আইস ল বড়ায়ি মোর রাখহ পরাণ	... ১১৭	আতি বড় গরুঅ তোন্ধার পদোভার	... ৬৩
আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে	... ৪২	আতি বিরহে অন্ন না খাইলো	... ১৪৩
আইস ল বড়াই হের বচন আন্ধার ধর	... ১৫৬	আতী বুটী না দেখোঁ নয়নে	... ৫৪
আইহনের ঘরে গিয়াঁ সঁঝ সমএ	... ১২	আন ভাক দিয়াঁ বড়ায়ি নাপিতের পো	... ৩৫
আইহনের মাখ গুণী মনে	... ৩	আনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুইলোঁ রাধারে	... ৬৬
আউ থাকিতে কাহাঞিঁ মরণ ইছসি	... ৬৮	আনেক যতন করি আলোচিয়াঁ কাজে	... ১২৩
আউলাইল কুন্তল মোর সত্তর গমনে	... ২৬	আনেক যতন করি নামের নন্দন	... ৮৬
আঙু জাএ বড়ায়ি হাখত করী লড়ী	... ৫৭	আনেক যতনে নাজ গঢ়িলেঁ	... ৬১
আচম্বিত বুটী দেখি বৃন্দাবন ঝাঝে	... ৫	আপণে বোলতোন্ধে ত্রিমশের পতী	... ৪১
আচলে না ধর কারু ডরেঁ কাঁপে গাঅ	... ৪৭	আয়িলা দেবের স্মৃতি গুণী	... ১
আছিদর কাহাঞিঁ পথত গেলোঁ বলে	... ১১২	আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ	... ১৩৩
আজি জখনে মৌ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ	... ৯১	আরবার আইতেঁ মথুরার হাতে	... ৫৬
আজি ভাল না গুনোঁ মো তোন্ধার বচন	... ১২১	আরে ভৈরব পতনে গাঅ গড়াহলি গিয়াঁ	... ৩০

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক
আল কাহু অনেক করিঁয়া যতনে	১০৭	উত্তম গোআল কুলে আন্ধার জরম	১১৮
আল কাহাঞি স্ত্রীএ বচন রাধারে	৭৪	উনমত নহ কাহাঞি মন কর থীর	৩৩
আল দূতী অপরাধ কৈল	১০	এইত কদমতলে আছিল। বাল গোপালে	১৫২
আল বড়ায়ি। এগার বৎসরের বালী	১৪	এক ঠাই বাড়িলাহে। নান্দের ঘরে	২০
আল বড়ায়ি। গোপী মেলী যমুনার তীরে	৯৭	এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী	১৬
আল বড়ায়ি। চাপা কুঁচী দেখিতে রূপসে	১৮	এখন কদমতলে আছিল। কাহাঞি ল	১৫২
আল বড়ায়ি সাত পাঁচ সখিজন লখী	১০৩	এত কাল জাইএ আন্ধে মথুরার হাটে	২৩
আল রাধা। কিসক মরিতে চাহ তোন্ধে	১১৮	এত কাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে	৯৯
আল রাধা তোর মুখে শুণী হেন বাণী	১০১	এত কালে বুটী তোর কেহে হেন মন	১০
আল রাধা শঙ্কু সদৃশ তোর খোম্পা	১৫০	এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে	১২
আল রাধা সর্বদা হেন্দরী তোএ	২৮	এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর	৩১
আল রাধে। একে একে ঋতুগণে বিলাস কৈল	৮০	এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর	৫২
আলিঙ্গন কৈল কাহাঞি নানা পরকার	৫৩	এ তোর নব যৌবনে	১৮
আষাঢ় আবেণ মাসে মেঘ বরিষে যেক	১১৭	এথাঞি রহিঁয়া বড়ায়ি সজাইবো ঘর	১১০
আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ	১৫৫	এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবদে আসার	১৩২
আহা। কে না স্বতীখে তপ কৈল ভাগ্যমতী	৮৪	এবে ভ্রমর কোকিল শরে	১৪৬
আহা। গোপীর বসন হার লয়িঁয়া দামোদর	১০২	এবে মলয় পবন ধীরে বহে। ল	৭৮
আহা। তোন্ধে জল তোন্ধে থল	৯২	এবে বড় নয়নে মো না দেখো স্বন্দরী	১১৭
আহা। নঠী বড় রাধা দেখিলে প্রাণ হরে	১৫৬	এহে। দধি দুখ দ্বত ঘোল বিকণিঁয়া	৭৫
আহে কাহাঞি। আছিলোঁ মে। শিশুমতী	১৪৪	এহে। রতিহুখ ভুঞ্জিঁয়া রাধা	১৫১
আহোনিশি যোগ ধেআই	১৪১	এহে। সকল বএসে মোর এগার বরিষে	১৮
আন্ধা ছাতী ধরাইঁয়া কি সাধিবৈ মান	৭৭	কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি	৮
আন্ধার কোমল দেহে	৮	কদম তরুতল গিঁয়া	১৩৭
আন্ধার বচন কাহাঞি ধরহ মণে	১০৯	কপটে কহিল বড়াই রাধিকার থানে	১২
আন্ধার বচন শুণ কাহাঞি গোআল	১০৫	কড়ে। না কইল কাহাঞি তোর কিছু	৯৬
আন্ধার বচন শুন নান্দের নন্দন	৬৮	কপূর বাসিত রাধা খাআর তাশুল	২৯
আন্ধার বচনে বোল রাধা চন্দ্রাবলী	৭১	কাখেত কলসী বড়ায়ি জাও ধীরে ধীরে	১২১
আন্ধার বড়ায়ি পথে চলিতে না পারে	৭২	কাছের কলসিএ রাধা তুলিলে পাণী	৯৮
আন্ধার বালীদ শবদে ল। আল হের রাধা	১২৩	কাছের কলসী রাধা পাণি তোলসি ল	১১৩
আন্ধে তোর বড়ায়ি	৬	কাঠ কাটিল গিঁয়া বিবিধ দ্বিধানে	৫৫
ঈসত হাসিঁয়া বড়ায়ি পুছিল রাধারে	৫৩	কাল আখরে তীন ভুবন বিচার	৩৭
উচিত বচন শুন মুরারী	৭৫	কাল কাহাঞি কঠিন তোর আস্তর ল	১৩৩
উচিত লইবো তাত নাহিঁ বাধা	৭১	কাল কাহাঞি তোন্ধে আন্ধা না উপেখ	৩৭
উঠিলা শঙ্করে নারায়ণ	৯২	কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে	১২০

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
কালিনীমাএ মোর নাম খুল রাধা	৩৮	গাই রাখিতে নিম্ন গেলো বাঁশী মাথে	... ১২৭
কালী দলিল আক্ষে শলিল শোখিল	১১০	গুণ পান দিখা দ্বীপী পাঠাইলো তোরে	... ১০৯
কালীদেহ দিল আক্ষে বাঁপে ল	২২	গুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন	... ১৪১
কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী	২৫	গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে	... ২৬
কাহাঙ্কিক দেখি যত গোপ গোপীগণে	২৩	গোকুল নগর মাঝে বসো চিরকাল	... ১০৪
কাহাঙ্কিক বুল বড়ায়ি বচন মধুরে	১৫০	গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে	... ১০৫
কাহাঙ্কিকে পথতে রাগিণী	১০৬	গোপকুল নঠ হএ তোমার কারণে	... ৭৯
কাহাঙ্কি তোর কথা শুণি বড়ায়ির মুখে	১৩০	গোপীগণমন তোখিল দেব চক্রপাণি	... ৯১
কাহাঙ্কি তোর মান ধরে সকল ঋষি	৪২	ঘরেত বাহির হইখা নাগর কাহাঙ্কি	... ১১৯
কাহাঙ্কির বোল স্থণী তোমার মুখে	৩০	ঘরের বাহির হৈতে তেলিনি তেল বিচিত্তে	... ৪৬
কাহাঙ্কির সন্তোষ কারণে	৩	ঘাটে মাহাদানী ল কাহাঙ্কি তোমার	... ৫৮
কাহাঙ্কি ল সকল পুরুষ মাঝে তোম্কে	৮৯	ঘুচাইল বন্ধন তোর হন বনমালী	... ১১২
কাহুরে তাহুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে	১৩২	যত দধি দুধ ঘোলোঁ সাজিখা পসার	... ১৩
কি বহিব ভার তোর বোলে নাহি ভাষ	৭৪	যত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো	... ১২৪
কি মোর ঋগড় পাত যমুনার ঘাটে	৬০	যত দধি দুধে পসার সজাখা	... ৩২
কিসক নাগরী রাধা যোড়িল কান্দনে	১২৫	যত দধি দুধে পসার সাজিখা	... ২৪
কিসের দান কাহাঙ্কি কিসের ঘাট	২২	যত দধি নঠ কইলি আরেরে কাহাঙ্কি ল	... ৩১
কুব্ধি তেজিখা চল মথুরার হাটে	৫৬	চামড় কাঠের বার্তক যোড়িখা	... ৭০
কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাখার	১১৪	চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে	... ১৫৩
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে	১১৬	চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে	... ১৫৪
কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহু	৩৪	চির দিন নাহি রাখিকার দরশনে	... ৬৬
কেশপাশে শোভে তার স্বরঙ্গ সিন্দুর	৫	ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল	... ৫১
কেহে তোম্কে মোরে বোল শালী	২১	ছারে খারে জাউ মুগদী বড়ায়ি	... ৫১
কেহে দান না দিবে তোঁ	১৭	জলত গাখিল কাহাঙ্কি মোর পরতেগ	... ১০১
কেহে মোরে বোলে রাধা নিষ্ঠুর বচনে	৭২	জলে চাহিবারে তবৈ নামের নন্দনে	... ১০২
কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহাঙ্কি	১৪৪	জলে ডুবিল জনাৰ্দনে	... ১০০
কোণ আনন্দ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ	১২৫	জাহাত লাগিখা নিজ পতি না চাহীল	... ৯১
কোণ স্থখে কংস তোর	২	জিতে পরকার নাহি বোল মাহাদানী	... ৪৫
কোপে কর্ভো মোকে হাথে না ছুইল সাম্য	১০	জীবার আস্তরে কাহাঙ্কি হৈলা মাহাদানী	... ২৮
খদিরকুমমালা আউলাইল চিত্তরে	৬৪	বী সকলে ॥ ০এখা আগ সন্কে আক্ষে দেখী	... ৭৮
খনে বসী থাকে কাহাঙ্কি যমুনার তীরে	১২০	তনের উপর হারে	... ১৪৯
খোপাত উপর তোর বউলমাল দেখী	৪১	তমাল কুম্ব চিকুরগণে	... ৮৮
খোপা পরতেখ মোর ত্রিশ ঈশ্বর হর	১০৮	তবে বইলোঁ বড়ায়ি হাটক না জাইব	... ১৫
গরবে না তুখিলে হরী	... ১৪৮	তার স্তন দিন তৈল সেসি পুনমতী	... ১৫৩

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
তিরীর সভাব মণে করে	২০	দুর্জবার কংস নরপতী	২৬
তীন ভুবনে রাধা আক্ষে আধিকারী	৬২	দূতা চিরকাল ভৈল	১৩১
তে কারণে আয়িলোঁ তোক্ষার থানে	১০৩	দূতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোক্ষারে	১১৩
তোএঁ না গুগসি মনে	৮৭	দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে	৬৪
তোক ছাড়ী বড়ায়ি কেমনে জায়িলোঁ ঘর	৬৫	দেখাদেশি বড় মিঠ আর মিঠ হাস	৩৯
তাকে তত্ত্ব বোলোঁ চক্ষাবলী	১৩৫	দেখিআঁ তোক্ষার রূপ বিদরিটে চাহে বুক	৭১
তোর বিরহে চিত্ত বেজাকুল	৩২	দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন স্থন তৌঁ বসী	১৩১
তোর মুখে রাধিকার রূপ	৫	দেবের দেব আক্ষে শ্রীবনমালী	৩৫
তোর মুখে স্থগী রাধিকার রূপ	৭	দেবের দেবরাজ আক্ষে বনমালী	৭৫
তোর রতি আশোআশোঁ গেলা আভিসারে	৭২	দেহের দেবতা তোক্ষে জগন্তের নাথ	৪১
তোর রূপ দেখি গদাধর	৪৬	ধিক জাউ নারীর যৌবনে	৪৩
তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে গীর	১২	নন্দ যশোদার ধরী চরণে	২৪
তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে	৮২	নাঅ থেআইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কুল	৬২
তৌঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোক্ষাক	১২৬	নাঅবাহিআঁ যমুনাজল বিশাল এ	৫২
তোক্ষাতে মজিল মোর মনে ল	৮৯	না কান্দ না কান্দ কাহাঞিঁ স্থগহ বচনে	১২৩
তোক্ষা না দেখিআঁ রাধা বিকল কাহাঞিঁ	৭৮	না জাইব আল রাধা মথুরা নগর	৪৮
তোক্ষার আন্তরেঁ কাহাঞিঁ	১১	না দেখিল না শুগিল কোঁপ কুজবনে ছিল	৫০
তোক্ষার চরিটেঁ রাধা পাখী আপমাণে	১০৮	নানা তপফলে তোক্ষা মোরে দিল বিধী	১৪৩
তোক্ষার বচন কাহাঞিঁ ধরিআঁ মণে	৮৮	নান্দের নন্দন কাহাঞিঁ তোক্ষে বনমালী	১৪০
তোক্ষার বোলে কেহোঁ কাহাঞিঁ	৯৮	নারদের মুখে শুগী কংস মাহাবীর	২
তোক্ষার যৌবনে রাধা মোর গেল মনে	৪৫	নারিঁ পুরে কাহাঞিঁর প্রথম যৌবন	৪৮
তোক্ষে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান	১৩৭	নিকট না আইস লোক বলিব অবোল	১৪১
তোক্ষে মোর বড়ায়ি	৭	নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে	১৪০
তোক্ষে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে	৪২	নিতি নিতি যাসি রাধা মথুরা নগরে	৪৪
ত্রিদশের নাথ আক্ষে কাহাঞিঁ	৩৪	নিতি নিতি রাধা যাসি বিকে	৩৫
ত্রিভুবননাথ তোক্ষে হরী	২৩	নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে	১৪২
দধি দুধ নঠ কৈলোঁ কাহাঞিঁ ল	৬৪	নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী	১৪৭
দধি দুধে সজাইআঁ চুকে	১৩৪	নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ	২
দধি দুধেঁ পসার সজাইআঁ	৪	নিষধিটেঁ কাহাঞিঁ দধি দুধের ভার	৭২
দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ	৫৭	নীল কুটিল ঘন যুড় দীর্ঘ কোঁ	৩
দহে পৈস্ব বড়ায়ি তিরীর জীবন	৪০	নীল জলর সম কুন্তলভারা	২৭
দাতা বলি ছলিআঁ যো নিলোঁ পাতালে	৫০	পএর মগর খাড়ু মাথে ষোড়া চুলে	৩১
দিনের স্বরূপ পোড়াআঁ মারে	১৩৭	পথে জায়িটেঁ কথা কহে হুবুয়ী বড়ায়ি	৮০
দুতর যমুনাত রাধা তোক্ষা কৈলোঁ পার	১৪৪	পরশর নামে ঋষি আছিল বিশাল	২৬

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
দরিদ্রসে বইলো তাকে প্রাণে মার রাধা	১১১	বারে বারে রাধা বোলসি আক্ষেত	২১
শাখি জাতি নহে বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাও	৩২	বাসিত ফুলে রাধা বান্ধসি কেশ	৪৪
লাঞ্চ পাটে নাথানী আন্ধার	৫৮	বাছ তুলিলে কেশ বন্ধনহলে	২৫
শালিল বড়ায়ি আন্ধে বচন তোন্ধারে	১৫১	বিচিত্র খোপার উপরে রাধা	৩৬
পুতনার প্রাণ লৈলো আতি শিশু কালে	৩৮	বিজয় নাম বেলাতে ভান্নর মাসে	২
পুনমীর চান্দ তোন্ধার বদন	১১৪	বিধাতাএ হেন মোর লিখিল কপালে	৭৩
শুকব কালত ঋষিএ বইল	১৭	বিরহে বিকল গোসাঞি তোন্ধে বনমালী	১৪০
প্রথম পহরে আন্ধে দেখিল বড়ায়ি	১৫২	বৃষ্টিয়া গোপীর মনে	৮৪
প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ	১২১	বৃষ্টিতে না পারো কাহাঞি তোন্ধার	১৫৭
প্রথম যৌবন মোর মৃদিত ভাঙার	২৩	বুলিতে নারিএ তোর চরিতে	১২২
প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী	৫২	বৃন্দাবনকথা শুণী বড়ায়ির মুখে	৫২
প্রথমে কাচিঁজা লৈল সাতেসরী হার	৫৩	বেদ উদ্ধারিলো ক্রীড়া সাগরজলে	৫০
প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে	৮০	বোল এক বোলো রাধা স্বর্ণ আন্ধারে	২৫
প্রভু জগন্নাথে মোরে যত বইল	১৩২	বোল রাধিকারে বড়ায়ি আন্ধার বচনে	১০৭
প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে	৬২	বোলেস্ত কাহাঞি নাঅ ফুলত চাপাঞা	৫৭
ফুটিল কদমফুল ভরে নোআইল ভাল	১৫৪	বোলে প্রবোধিতে স্থন বড়ায়ি ল	৪৭
বচনেক বোলো শুন চন্দ্রাবলী রাণী	৬১	ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্ৰে হরিব পাণী	৬৮
বচনেক বোলো শুন রাধা গোআলী	৬২	ভান্নর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী	১২৬
বড়ায়িক তরে বইল রাধা	১৪৮	—ভার। নঠ করী সকল পসার	৭১
বড়ায়ির বচন ধরিয়া রাধা মনে	১০২	ভার বহিব তাত না করিবো মো আনে	৭৩
বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী	১০৭	ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরভেখ	৫৪
বড়ায়ি ল। কদমের তলে বসী	১১	ভাল মন্দ কত লোক পথ যাবে যাএ	২২
বড়ায়ি লয়িয়া রাহী গেলী সেই থানে	১১৫	ভুজয়ুগে ধরী কাহে	১৫১
বড়ায়ি। হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ	১১২	মথুরা নগর বড় সজ্জনসমাজ	৭৪
বদনকমল তোর যবেই দেখিলো	১২	মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে	১৩৮
বনে বনে পালাইয়া রাধা যবে জাএ	৪২	মনগমনে চলে নাথানী তোন্ধার	৬৩
বসতি তৌ আরে কাহু সজ্জনসমাজে	৬১	মনত হরিষ কর ঈষত হাসিয়া	৬০
বসিয়া থাক কদমের তলে	৪৫	মন দিয়া স্বর্ণ বড়ায়ি বচন আন্ধার	১২২
বসি থাক কদমের তলে	৪৪	ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিয়া	১৩৬
বাটদান হাটদান লইলো রাজঘরে	১৬	ময়ূরপুছে বান্ধিয়া চূড়া	১০৬
বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা	১২৪	মাউলানীর যৌবনে কাহুরে মন	২০
বাপ বহুল মোর নান্দোঘরে জাগী	২০	মাঝ বৃন্দাবন গিয়া কাহাঞি গোআল	৬৬
বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান	১৭	মাঞি নিষখিল পুতা কাহে ল	১২৪
বারেক জিঅ তৌ গোআলী। রাধা ল	১১৩	মুখকমলে আতি শোভা করে	২৩

পদের প্রথম পঙক্তি  
 মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমাণে  
 যুগমদ কুচযুগ গগন মাঝার  
 মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশা  
 মেঘ ঘেহু আঘাত প্রাবণে  
 মেদিন যোড়িলো হালে  
 মৈলাক মারিলে কোণ মাছাসিপি হএ  
 মোএ যবে জাগে কাহ্নাঞ ঘাটে  
 মো জে সখি সব সঙ্গে করিবো  
 মোঞ ত হুন্দরি রাধা আতি বড় বুটী ল  
 মো নাহি নাশি তোর বন্দাবনে  
 মো যবে জাগিবো কাহ্নাঞ পেলাইব ভার  
 মো যবে জাগিবো রাধা তেজিব পরাণে  
 যখন কহ্নাঞ তোরে পাঠাইলে পানে  
 যতন করিআ রাধা বুিলে। বারে বার  
 যত মনোরথ ছিল তাহাক সকল কৈল  
 যদি কিছু বোল বোলসি তবে  
 যদি যাসি রাধা তোএ এ রাজপথে  
 যমুনাক আইলো। নীতে পাণী। আল  
 যমুনাত পার করী বাপ বহুলে  
 যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআ  
 যমুনার তীরে কদম তরুতলে  
 যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে কাঙ্কুলী  
 যমুনার তীরে কদমের তলে  
 যবে আন্ধা দিআ কাহ্নাঞ পাঠাইলে  
 যবে জাও আল কাহ্নাঞ মথুরার হাটে  
 যবে তোক যতন করিলে। চন্দ্রাবলী  
 যবে রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ  
 —যবে রাধা না করিবে নেহে  
 যবে হাট জায়িতে নাহি তোন্ধার শকতী  
 যাই যমুনার পাণিকে আইস  
 যে কাহ্ন লাগিআ মো আন না চাহিলে।  
 যে না দিগে গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি  
 যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে  
 যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলো

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদের প্রথম পঙক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক
২৩	যে বোল তোরে বোলো মোএ রাধা গ	৫৫
৬১	রঘুবংশপরধান আন্ধে জীরাম নাম	১৪২
১৩৮	রাক্ষে যেন ভাত পাখী না এড়ে	৮৫
১২২	রাজা বড় খরতর নাহি শুণ কথা	২৮
১২	রাধাক না পাখী মোর বেআকুল মনে	৫৫
১৪৬	রাধাক মারিআ পুণী জিআইল কাছে	১১৪
৫৮	রাধা ঘর গেলি দেখিআ কাছে	১০১
১১৮	রাধা নিতী বিকণসি দখী	১০৮
১৩৪	রাধার উদ্দেশ বোলো চিন্তিআ মণে	৬
৮৮	রাধার বচন শুণিআ বড়ায়ি	৬৫
৭০	রাধা ল। আপণে কহিলে মোর	৮৩
১১১	রাধা ল। তোর মোর হৃদয় নেহা ল	২৭
১৪৭	রাধা ল। মথুরা জাটতে যমুনাপথে	১৪৬
৭৩	রাধা সমে নেহা ভৈল তোন্ধার বিদিত	২৬
২০	রাধিকা হারআ বড়ায়ি বলে থানে থানে	৪
৮৫	রাধে। ডালি ভরাআ ফুল পানে	৭
৮৮	রাধে ছুপহর বেলে কদমের তলে	৪৩
১২৭	রাধে যে বোল বুিলে।	১৬
৪৬	রে কাহ্নাঞ করসি তো বল	১৩
১৩	লক্ষকের বন্দাবন মোর ফুলবাড়ী	৮৬
১২২	লবলীদল কোঁমল আন্ধার দেহে	২
৫৪	লাজ ভয় তেজিআ সকল গোপীগণে	৮৪
৪১	লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল	৭৬
১২০	লুনীর পুতলী ঘেহু বড়ায়ি ল	২৪
৫২	শকতী না কর বড়ায়ি বোলো। মো	১৫৭
১৪৫	শত পল সোনা বড়ায়ি লআ সে মেল	১৩৩
৬৩	শতেক ব্রাহ্মণ আর মায়িলে গোঁকুল	১১১
৭	শরত উদিত চান্দ বদন কমল	২৩
৬৭	শিশুকালে আন্ধে মতিভোলে	১৪৭
২৪	শুণত হুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বোধান	৩৭
১৩৫	শুভ তিথি বার শুভক্ষণে	৬
১৩৫	বোল কলা সংপূর্ণ চন্দ্রবদন	২৭
১০৩	বোল শত রাধার সঙ্গী। আল	১২৮
১৪৫	সকল গোআলকুল লআ ততিখনে	২২

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক
দেখ বাইউ রাখাএ দূরে দূরে	... ৬৭	‘হৃন্দর কাছাকাছি’ তোর হৃদিখা কাছতী	... ৭৭
। হৃদয় হুঁয়া বৃহল দামোদরে	... ৯৩	হৃন্দরি রাখা হৃণ সমুখে	... ১৪
।পনে দেখিলো মো কাহ। আগ	... ১৩২	হৃবত সংভোগে তোর না পুর্বিবে আহা	... ৫০
দব গোপ যার মান ধরে	... ২৫	হৃসর বাঁশীর নাহ শুনিখা বড়ায়ি	... ১২০
দব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল	... ১	হৃসর বাঁশীর নাহ হুগী আইলোঁ	... ১১৬
দব সখিজ্ঞন মেলি বড়ায়ির ঠায়ি	... ৬৭	সোনার চূপড়ী রাখা রূপার ঘড়ী	... ৫৬
রস বসন্তকালে	... ১৪৫	হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাত্র মাসে	... ১১২
দক্ষারে ব্য্রিলোঁ বড়ায়ি সজাইখা আছুড়ী	... ৮৭	হরিয়েঁ আইলা রাখা তোকে এহা তীরে	... ১০০
সাধধান মনে রাখা হৃন মোর বোল	... ৪৭	হরি হরি। আয়াসেঁ কাছের উরে	... ১৫৪
সাহুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দ্রুপবারে	... ৩৪	হরি হরি। আস্থ না কর তোকে শুন	... ১৩৬
সাহু নিষধিল মোরে বালী ল বহ	... ৩৬	হংস রএ সরোঅরে শুআছো পাঙ্করে	... ৩০
সিশের সিন্দুর তোর লাসে	... ১৩	হাটে দান দেহ এ বাটে বহী	... ৭৬
হৃণ গোপীগণ আক্ষার বচন	... ৮৩	হাটের বাটের দাগ চাহে ভীনে ভীনে	... ৭৬
হৃণ নাতিনী রাখা আক্ষার উত্তর	... ১৩৯	হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ	... ২২
হৃণ মায় বশোদাঅ তোন্ধারে বৃঝাওঁ	... ১০৪	হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী	... ১৫৫
হৃণ ল হৃন্দরি রাখা বচন আক্ষার	... ২৫	হার মোর ছিণ্ডি নিলে বাহের কঙ্কন	... ৪৯
হৃণহ আইহনদাসোঁ তৌ মোর চোরায়িলি	... ১২৮	হারায়িল তোন্ধার বাঁশী টেসি বড়ায়িতে	... ১২৬
হৃণহ হৃন্দরী রাখা বচন আক্ষার	... ১২২	হেনয়ি সম্ভেদে বুটী মেলিলী আদিখা	... ১০৪
হৃণ হে বড়ায়ি বোলোঁ তোন্ধার চরণে	... ১১০	হেন রাখিকার বচনে	... ১৫৩
হৃদ্ধ হৃবলে শোভিত আক্ষার বাঁশী	... ১২৭	হের চন্দ্রাবলী রাখা মাঝ বৃন্দাবনে	... ৮২
হৃন ল হৃন্দরি রাখা পহত কৈলোঁ বিরোধা	... ৩৩		



## সংশোধন ও সংযোজন

[ সংখ্যাঙ্কীয় যথাক্রমে পৃষ্ঠা, শ্লোক ও পঙ্ক্তির সূচক ]

৩, ১, ১৩ দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ( ১ম মুদ্রণ ) ; ৩, ১, ২১ করকরুবিন্দ মাল নির্মিত কমলে ॥ ( ১ম মুদ্রণ ) ; ৬, ২, ৩ থাইলে ; ১২, ১, ৪ কপটে ; ৩১, ২, ২৭ আল জজাল ; ৩৪, ১, ১২ দীঠি ; ৩৪, ১, ১৩ পীঠি ; ৩৫, ১, ২৫ ক্রীফল বোড় ; ৩৮, ২, ৫ পড়িআ ; ৪৮, ২, ৮ হাথেত ; ৫১, ২, ১৪ বচন ; ৫২, ২, ২১ মাহাদানী ॥ ২ ॥ ; ৬১, ১, ২৭ পহত ; ৭২, ২, ১৬ আশো-আশে<sup>২</sup> ; ৮৫, ১, ৮ অষ্ট<sup>১</sup> ; ৮৮, ১, ৮ তো ল ; ৯১, ১, ২০

নাগ<sup>১</sup> ; ৯২, ১, ১৪ জাণায়িল ; ৯৫, ১, ২৬ তাহুল ; ৯৬, ১, ২৩ তোর ; ৯৭, ২, ২৮ করিলৌ<sup>২</sup> ; ১০০, ১, ২৮ নাছি<sup>৩</sup> ; ১০২, ২, ১৮ হাসি হাসে খলখলি ; ১০৮, ১, ৮ রাধার ; ১১২, ২, ৩ পুরিল ; ১১৭, ১, ১০ বড় ; ১২১, ২, ১০ চাহিব কাহাঞি<sup>৩</sup> ; ১২১, ২, ২১ কাহে ; ১২৪, ১, ২৬ গরল ; ১২৪, ২, ৫ সয়নে ; ১৪৮, ২, ২৬ বসিলা ; ১৫৯, ১, ১৮ জার ।

# শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

[ অথ জন্মখণ্ডঃ ]

[৩।১] ... .. বস শব্দ ॥ ৬ ॥  
সভাপতি আর সব সভাসদ জন ।  
আলপমতীঞ<sup>১</sup> তোক্ষাতে শরণ ॥ ৭ ॥  
... ..  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৮ ॥

পুণ্ডারব্যাখা পুণ্ডী কথয়ামাস নিরুজ্জ্বল ।  
ভক্তঃ সরভঙ্গ দেবাঃ কংসক্লেশে মনো দধুঃ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেব<sup>২</sup> মেলি সভা পাতিল আকাশে ।  
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥  
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ ।  
সন্দেশ চিন্তিআ বুলিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥  
ব্রহ্মা সব দেব লজ্জা গেলান্তি সাগরে ।  
জুতীএ<sup>৩</sup> ভুলিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥  
তোক্ষে নানা রূপে কইলৈ<sup>৪</sup> আশ্বরের খএ ।  
তোক্ষার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥  
হেন শুণী কৈসত হাসিআ ভতিথণে ।  
ধল কাল দুই কেশ দিল নন্দরায়ণে ॥ ৫ ॥  
এহি দুই কেশ হৈবে বহুলেশ ঘরে ।  
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥

তাহার হাথে হৈবে কংশাস্বরের বিনাশে ।  
হেন বর পাখী সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥  
সময় উপেখিআ রহিলা দেবাগণ ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ জীড়া ॥

আয়িলা দেবের স্মৃতি শুণী ।  
কংসের আগক নারদ মুনী ॥  
পাকিল দাটী মাথার কেশ ।  
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥  
নাচএ নারদ ভেকের গতি ।  
বিকৃত ব[৩।২]দন উমত মতী ॥ ২ ॥  
থণে থণে হাসে বিণি কারণে ।  
থণে হএ খোড় খোণেকৈ কানে ॥  
নানা পরকার করে অজ্ঞভঙ্গ ।  
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ৩ ॥  
লান্দ দিখা থণে আকাশ খরে ।  
থণেকৈ জুমিত রহে চিতরে ॥  
উঠিআ সব বোলে আনচান ।  
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৪ ॥  
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ ।  
রাখ কাড়ে বেন বোকা ছাপ ॥

## ঐক্যকীর্তন

দৈবীক্যা কংসেত উপজিল হাস ।  
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কোণ স্থখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস ।  
নাহি জ্ঞান এবে তৌ আপণার নাশ ॥  
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ত অষ্টম ।  
অতি মহাবল সেসি তোমার যম ॥ ১ ॥  
কহিলোঁ যোঁ ই সকল তোমার ঠাএ ।  
এবে মনে শুণী কর জীবন উপাএ ॥ ২ ॥  
হেন সব শুণীকংস হৈল সচকীত ।  
সব মন্নি পাঞ লজা চিস্তির হীত ॥  
এবে হুটে দৈবকীর যত গর্ত হএ ।  
মাহুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ৩ ॥  
আসিঁয়া নারদ তবে সত্বরে আপণে ।  
সকল কহিল তত্ব বহুদেব থানে ॥  
এবে দৈবকীএ যত গর্ত ধরিব ।  
পাপ ছুঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৪ ॥  
আষ্টম গর্ত হৈব দেব নারায়ণে ।  
সেই উপদেশ দিব তোমাক তথণে ॥  
সেই উপদেশে হরিব সকল রক্ষণে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

[৪।১] কহুগুজরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

নারদের মুখে শুণী কংস মহাবীর ।  
একে একে মাইল ছয় গর্ত দৈবকীর ॥ ১ ॥  
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে ।  
ছয় কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ ॥  
পূর্বে ছয় গর্ত তার মায়িল কংশাহরে ।  
তাক হুঁ অরী দৈবকী কাঁপে বড় ভরে ॥ ৩ ॥  
দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল ।  
সেই বলভঙ্গ প্রায় অতিশয় বল ॥ ৪ ॥

মাএর গর্তপাত ছল করিঁয়া ।  
আপণে রহিলা রোহিণীগর্ত গিঁয়া ॥ ৫ ॥  
যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে ।  
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥  
তাহাক আষ্টম গর্ত জাগী দৈবকীর ।  
আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥  
হুপুষ্ণ গর্ত ধবল আহরূপ ।  
দিনে দিনে বাড়ি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥  
ক্রমে দৈবকীর গর্ত হৈল দশ মাস ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে ।  
নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে ॥  
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী ।  
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥ ১ ॥  
রোহিণী আষ্টমী তিথি ল ।  
জন্ম লভিল কাহাঞি ॥ ২ ॥  
দেবের প্রসাদে তবে বহুল জাগিল ।  
নিন্দে আকুল গোব্বলের লোক [৪।২] ভৈল ॥  
যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল ।  
নিন্দভোলে যশোদাএ তাক না জাগিল ॥ ৩ ॥  
বহুল চলিলা তবে কারু করি কোলে ।  
কংশের পহরী না জাগিল নিন্দভোলে ॥  
কারু দেখি বাটত যমুনা থাধা দিল ।  
পার হুঁয়া বহুল নামের ঘর গেল ॥ ৪ ॥  
যশোদার কোলে দিঁয়া শিশু বনমালী ।  
বহুল আগিল ঘরে যশোদার বালী ॥  
তার রাএ কংশের পহরী চিআইল ।  
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাগায়িল ॥ ৫ ॥  
কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িঁয়া ।  
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাশে থাকিঁয়া ॥  
নান্দোঘরে বাল্য বাটে তোমাক বধিবারে ।  
শুণী কংসে কৃত্য কৈল কারু বধিবারে ॥ ৬ ॥

প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।  
তনপান ছলে কারু তাক সংহরিল।  
তার পাছে যমল আজু'ন পাঠায়িল।  
একই প্রহারে কারু তাহাক ভাজীল ॥ ৩ ॥  
কেশি আদি আস্থর পাঠাইল আনন্তরে।  
তা সব মাইল কারু বিষম সমরে ॥  
হেনমতে গোকুলে বাট্টিলা দামোদর।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৭ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

নীল কুটিল ঘন মুহু দীর্ঘ কেশ।  
তাতে ময়ূরের গুহু দিল হ্রবেশ ॥  
চন্দনভিলকৈ আতি শোভিত কপালে।  
দুই পাণ্ডি লঘু মধ্য তহুত বিশালে ॥ ১ ॥  
[৫।১] সিকল দেবের বোল হরি বনমালী।  
আবতার করি করে ধরগীত কেলী ॥ ৫ ॥  
হরেশ্বর সুপুট নাসা নয়ন কমল।  
কামাণ সদৃশ শোভে ক্রিয়ুগল ॥  
ওষ্ঠ আধর যেক যমজ পোঁআর ১৮  
কল্পযুগ শোভে যেক বরুণের জাল ॥ ২ ॥  
তুজযুগ করিকর জাহুত লুলে।  
করকরবিন্দমাল নির্মিত কমলে ॥  
মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।  
ক্ষীণ মধ্য রামরক্তা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥  
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপাক্তী।  
সজল জলদরুটি জিনি দেহকাক্তী ॥  
বস্ত্রীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।  
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥  
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।  
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥  
নিতি নিতি বাছা রাঁখে গিষ্ঠা বৃন্দাবনে।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

ধাফরীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহাজির সন্তোষ কারণে।  
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥  
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।  
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥  
ভেকারণে পছমা উদরে।  
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥  
তীনভুবনজনমোহিনী।  
রতিরসকামদোহনী ॥  
শিরীষকুহুমকোঅলী।  
অদভুত কনকপুতলী ॥ ২ ॥  
দিনে দিনে বা[৫।২]তে তহু লীলা।  
পুর্নিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥  
দৈবৈ কৈল কারু মনে জাগী।  
নপুংসক আইহনের রাগী ॥ ৩ ॥  
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।  
মাঅক বুলিল আইহনে ॥  
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।  
বাট গিষ্ঠা পছমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥  
চাহি লৈল বৃত্তীঅ মাই।  
তার শিশী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥  
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল।  
হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥  
শেউ চামর সম কেশে।  
কপাল ভাজিল দুই পাশে ॥  
ক্রিঃচুনরেশ বেক দেখি।  
কোটর বাটল দুই আধি ॥ ২ ॥

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মাহা পুট নাশা দণ্ডহানে ।  
উন্নত গণ্ড কপোল বীনে ॥  
বিকট দন্ত কপট বাণী ।  
ওঠ আধর উঠক জিগী ॥ ৩ ॥  
কাঠী সম বাহুগলে ।  
নাভিমূলে দুদে কুচ লূলে ॥

হাটিল গমন ঘন কাশে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অভিমুখ্যজনভাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে ।  
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মধুরাং ব্রজ ॥ ১ ॥  
ভাগ্যেন মম রক্ষারৈঃ জরতি ত্বং নিষোজিতা ।  
তদেহি বামি মধুরাং মধুরাচারকোষিদে ॥ ২ ॥ ২ ॥

ইতি জন্মখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

## অথ তাম্বুলখণ্ডঃ

গুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥  
দধি দুধে পসার সজায়া ।  
নেত বাস ও[৬।১]হাড়ন দিখা ॥ ল রাধা ॥  
সব সখিজন মেলি রঞ্জে ।  
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥  
নিতি জাএ সর্কাকহন্দরী ।  
বনপথে মথুরা নগরী ॥ ল রাধা ॥ ২ ॥  
এক দিনে মনের উল্লাসে ।  
সখি সমে রস পরিহাসে ॥  
আগু গেলি সত্বর গমনে ।  
বড়ায়িক না করী যতনে ॥ ২ ॥  
বকুলতলাত গোআলী ।  
বড়ায়ির পছ নেহালী ॥  
বসিলী মাখাত দিখা হাথে ।  
বড়ায়ি চলিলী আন পথে ॥ ৩ ॥  
রাধিকা গুণিখা মনে মনে ।  
বড়াইর বিলম্ব কারণে ॥  
বন মাঝে পাইল তরাসে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকা হারাইল বড়ায়ি বুলে থানে থানে ।  
ভালমনে পথক না দেখে নয়নে ॥  
নার্তিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে ।  
কমণ উপায় করো জাও কোণ দিশে ॥ ১ ॥  
পথ হারাইল বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে ।  
দৈবে সে জাগএ যার যেহেন ঘটনে ॥ ২ ॥  
মনেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে ।  
কথা গিআ পাও মোএ রাধার উদ্দেশে ॥  
একসরী হৈলো মোএ হেন ঘোর বনে ।  
রাধিকা এড়িআ আজি জীবো কেনমনে ॥ ২ ॥  
কথা দূর পথ গিআ দেখিল বড়ায়ি ।  
বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই ॥  
তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে ।  
এহা রাধোআল পুছো রাধার উদ্দেশে ॥ ৩ ॥  
হেনমনে গুণী বড়া[৬।২]য়ি গেলাস্তি তথাক্রি ।  
দেখিল লগুড় করে মাতিআ কাহাক্রি ॥  
হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥

একতানী ॥

আচরিত বৃট্টা দেখি বৃন্দাবন মাঝে ।  
বিনয় করিআ পুছন্তি দেবরাজে ॥ ১ ॥  
কথা হৈতে আইলা তোমকে কিবা তোর কাজে ।  
একলী বুলসি কেহু বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥  
গোঠে হৈতে আসি আন্ধি বৃট্টা গোআলিনী ।  
আগুত চলিলী মোর স্তম্বরি নাতিনী ॥ ৩ ॥  
পাছে পাছে আইতে পথ হারাইল আন্ধি ।  
মথুরার পথ পুতা কহিআ দেহ তুম্বি ॥ ৪ ॥  
সঙ্গে কেহু লজা বুল নাতিনিখানী ।  
কথা তাক হারাইলো কহ তত্ত্ববগী ॥ ৫ ॥  
কি নাম তাহার কেহন তার রূপ ।  
আন্ধার খানত বৃট্টা কহিআর সরূপ ॥ ৬ ॥  
দধি বিকে আইতে সঙ্গে মথুরা নগরী ।  
বৃন্দাবনে হারাইলো ত্রৈলোক্যস্বন্দরী ॥ ৭ ॥  
নাতিনী হারাইলো নামে চন্দ্রাবলী ।  
কৌঅলী পাতলী বালী স্নন বনমালী ॥ ৮ ॥  
সরূপ কহিবো তবে মথুরার পথ ।  
যে কাজ বোলো তোমাক তাত কর সত ॥ ৯ ॥  
বোলা এক বোলো তোক যবে ধর মনে ।  
তবেসি করিবো তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ॥  
তো মোর নাতি যেকু হুঅজ পরাণ ।  
তোম্কার বোলত আন্ধে না করিব আন ॥ ১১ ॥  
সন্তো সন্তো করিবো মো তোম্কার বচন ।  
[৭।১]যবে আন করো তাক বধু বাঞ্ছন ॥ ১২ ॥  
উদ্দেশ বুলিব যবে রাধিকার আন্ধে ।  
তবে ভালমতে তার রূপ কহ তোম্কে ॥ ১৩ ॥  
কাহুর বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

গুন্দরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কেশপালে শোভে তার স্বরূপ সিন্দুর ।  
সজল জলদে যেকু উইল নব সুর ॥

কনককমলকুচি বিমল বরনে ।

দেখি লাজে সেলা চান্দ দুই লাখ বোজনে ॥ ১ ॥  
মুনিমনমোহিনী রমণী আছপামা ।  
পহুমিনী আন্ধার নাতিনী রাধানামা ॥ ২ ॥  
ললিত আলকপাতিকাঁতি দেখি লাজে ।  
তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥  
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল ।  
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥ ৩ ॥  
কণ্ঠদেশ দেখিআ শঙ্খত ভৈল লাজে ।  
সত্বরে পসিলা সাগরের জলমাঝে ॥  
কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে ।  
আভিমান পাখী পাকা দাড়িম বিদরে ॥ ৪ ॥  
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে ।  
মত্ত রাজহংস জিগী চলএ বিলম্বে ॥  
দিনে দিনে বাড়ে তার নছলী ঘোবন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৫ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ১

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা স্থনী ।  
ধরিবাক না পারো পরাগী ॥ বড়ায়ি ল ॥  
দারুন কুসুমশর স্ফূট সন্ধানে ।  
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥  
পরান আধিক বড়ায়ি বোলো মো তোম্কারে ।  
রাধি[৭।২]কা মানাআ দেহ মোরে ॥ ২ ॥  
কুসুমিত তরুণণ বসন্ত সমপ্র ।  
তাত মধুকর মধু গীএ ॥  
সুসর পঞ্চম শর গীএ পিকগণে ।  
তেকারণে খীর নহে মনে ॥ ৩ ॥  
আতিশয় বাড়ে মোর মদনবিকার ।  
তাত কর মোর উপকার ॥  
এ খানক আইলা বড়ায়ি আন্ধার ভাগে ।  
মোর কাজ তোম্কাহ লাগে ॥ ৪ ॥

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

একবার মোর তোকে কর উপকার ।  
আম্বে দেব সংসারের সার ॥  
রাখিহা মানাখী বড়ায়ি পুর মোর আশ ।  
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আম্বে তোর বড়ায়ি তোকে মোর নাতী ।  
চিন্তিবো তোম্কার হিত পরাণশকতী ॥  
তোম্কার আস্তরে তাক করিবো শকতী ।  
আয়র মানায়িবো করী আশেষ যুগতী ॥ ১ ॥  
বোলহ হৃন্দর কারু রাধার উদ্দেশে ।  
তথ্য গেলো তোর কাজ সাধিবো হরিষে ॥ ৫ ॥  
এ সব কাজের আম্বে জাগিএ প্রবন্ধ ।  
এতেকে তোম্কার তার হৈব নেহাবন্ধ ॥  
পরান দিবাক পারো তোম্কার বচনে ।  
এ কাজ সাধিব আম্বে করিখী যতনে ॥ ২ ॥  
আঘোড় ঘোড়ন আম্বে করিবাক পারী ।  
সে কি রাখিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥  
আম্কার হাথত দেহ কিছ ফুল পানে ।  
তাক লখী জাই আম্বে রাখিকার থানে ॥ ৩ ॥  
বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে ।  
আর কিছ দেহ কাছাই উত্তম সম্দেশে ॥  
কাট করী জাই আম্বে [৮।১] রাধার উদ্দেশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার উদ্দেশে বোলো চিন্তিখী মণে ।  
হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আম্কার বচনে ॥  
রাধার কারণে ভৈলো উদগমতী ।  
ভালমতে কহ বড়ায়ি তার থান গতি ॥ ১ ॥  
তাহুল লইখী বাহা পরাণের দূতী ।  
বহুলভলাত আছে সে হৃন্দরী সতী ॥ ল ॥ ৫ ॥

চাম্পা নাগেশ্বর আর নেআলী মাহুদী ।  
ফুলে তাহুলে ভরি লখী বাহা ভালী ॥  
ফুল পিকিলে<sup>১</sup> সে থাইবে তাহুল ।  
তবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল ॥ ২ ॥  
ঘোড়হাথ করী তাক বুলিহ বচনে ।  
আম্কারে পাঠায়িলে রাধা নামের নন্দনে ॥  
কপূরবাসিত রাধা থাই তাহুল ।  
কাছাখির বচনে তোকে দেহ আহুকূল ॥ ৩ ॥  
চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর ।  
বাহত বলয়া শোভে পাএত ছপূর ॥  
চলিতে চলিতে তোর রুণবণু বাজে ।  
মোর মুখে স্থগী মোহো গেলা দেববাজে ॥ ৪ ॥  
আম্বে বড়ায়ি তোর মরমের হীত ।  
আম্কার বচনে রাধা দেহ তোকে চীত ॥  
আহুমতী কর রাধা হরিষবদনে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

ধাহুদীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

শুভ তিথি বার শুভক্ষণে ॥ আল ।  
আতিশয় উল্লসিত মণে ॥ ল বড়ায়ি ॥  
বলিখী সব দেবগণে ॥ আল ।  
বড়ায়ি শ্রীরামচরণে ॥ ১ ॥  
মনে ধরি কাছা[৮।২]খির বচনে ॥ আল ।  
চলি ভৈল রাখিকার থানে ॥ ল ॥ ৫ ॥  
চাম্পা নাগেশ্বর নেআলী ।  
আম্বর গাছিখী নৈল মাহুদী ॥  
সজাইল আনেক বতনে ।  
মাথে নৈল করপূর পানে ॥ ২ ॥  
চারি পাশে চাহী বুন্দাবনে ।  
পাইল রাধার দরশনে ॥

১ 'ফুলে তাহু পিকিলে' লেখা এবং ফুলে শব্দের একর ও তাহু শব্দ কাটা ।

আতি নেই করিঁ আঁ চুধনে ।  
ঘন ঘন কৈল' আলিঙ্গনে ॥ ৩ ॥  
কুশলে কি আছহ নাতিনী ।  
রাধিকারে পুছিঁ আঁ কাহিণী ॥  
বসিলান্ত রাধার পাশে ।  
গাইল বধু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ লগনী ॥ কুড়ুকঃ ॥

তোন্ধে মোর বড়ায়ি মো তোন্ধার নাতিনী ।  
আঁ আঁড়ি কেনমতে ধরিলে পরায়ি ॥ ১ ॥  
তোন্ধাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন ।  
ভাগে পুনে আঁজি তোর পাইলোঁ দরশন ॥ ২ ॥  
এতেক বিলম্ব বড়ায়ি কমণ কারণে ।  
সরূপে কাহিনী বড়ায়ি কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥  
সরূপ কহওঁ যবে হওসি সদয় ।  
আপনার মুখে মোকে দিয়ার আভয় ॥ ৪ ॥  
আপনার মুখে বড়ায়ি কহ তাঁ উত্তর ।  
আঁকার থানত তোর নাহি কিছু ডর ॥ ৫ ॥  
বুলিতে লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৬ ॥

রাধগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধে ।  
ভালি ভরাঁ আঁ ফুল পানে ।  
তোরে পাঠাঁ আঁ দিল কাহে ।  
আঁকার বচন না কর গোআলিনী আনে ॥  
কপূরবাসিত তাহলে ।  
আর ।  
কস্তুরী ভরাঁ আঁ কপোলে ॥

( ইহার পর ২এর পাতাখানি নাই । )

[১০১].....যবে রাধা না করিবে নেহে ।  
তবে রাধা হৈব তোর জীবন সন্দেহে ॥  
এতেক বুলিঁ আঁ তার না পাইলোঁ আশ ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রাড়া ॥

তোর মুখে স্ত্রী রাধিকার রূপ  
আঁওর নব যৌবনে ।  
আহোনিশি দহে সকল পরাণ  
আর থীর নহে মনে ॥  
এড়িলোঁ ঘরের আশ ল বড়ায়ি  
কহিলোঁ তোর চরণে ।  
মতি হারাইলোঁ বুলিতে না জাগো  
ভইলোঁ তোর সরণে ॥ ১ ॥  
না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি  
আপণে চিত্ত উপাএ ।  
রাধার বচন না পাইলোঁ বড়ায়ি  
কাহাইর প্রাণ জাএ ॥ ২ ॥  
আঁকার বচন ধর ল বড়ায়ি  
মনে না করিহ হেলা ।  
হুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি  
তোন্ধেসি আঁকার ভেলা ॥  
আঁজি হৈতে বড়ায়ি দেব বনমালী  
তোন্ধার ভয়িলা দাসে ।  
এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন  
চলহ রাধার পাশে ॥ ২ ॥  
বিথর দেখিলে বিথর শুণিলে  
বিথর তোর বএসে ।  
এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার  
জাণহ আশেবে বিশেষে ॥  
নানাবিধ কথা কহিঁ আঁ বড়ায়ি  
রাধারে করহ মিনতী ।  
মোর একবার কর উপকার  
খজুক রাধার বিমতী ॥ ৩ ॥

১ 'ঘন ঘন দিল' লেখা এবং 'দিল' শব্দের 'দি' কাটা ও তোলা পাঠে কৈ ।'

২ বড়ায়ি শব্দ তোলা পাঠে ।



## ঐক্যকীর্তন

পুলকপি বাহা প্রাণের বড়ায়ি  
তাড়লে ভরাই ডালী ।  
মিনতী করিআ হাথেত ধরিআ  
আন গিআ চন্দ্রাবলী ॥  
আক্ষার বচনে বোলহ রাধারে  
কাহ্নের পুরুষ আ[১০২]শে ।  
বাসলীচরণ শিরে বন্দীআ  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

—

কুঞ্জন রসকুঞ্জন নৃত্য বাসোত্তম পুনঃ ।  
তাড়ল সোপকরণ রাধারৈ জরতী দর্শো ॥

—

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী প্রকীর্ণক ॥  
কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি  
বসিআ রক্ষার পাশে ।  
কপূর তাড়ল দিআ রাধাক  
বিমুখ বদনে হাসে ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥  
কহির কপূর তাড়ল বড়ায়ি  
কহির নেত পাটোল ।  
নেআলী মাহলী আওর নানা ফুল  
কে দিআ পাঠাইলে মোর ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥  
আইস রাধা কহৌ তোন্ধারে  
কুঞ্জন পাচ আবধা ।  
বিরহ জরৈ তেহে জরিল  
পাঠাইল তোন্ধা বেখা ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥  
এ বোল সুগিআ নাগরী রাধা  
হারএ সকল গাএ ।  
ষত নানা ফুল পান করপূর  
সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥  
উঠিআ বড়ায়ি রাধাক বুল  
হেন কাম না করিএ ।  
নান্দেব নন্দন জুবন বন্দন  
তোর দরশনে জীএ ॥ ৫ ॥

ঘরের সামী মোর সর্বাক্ষে স্বন্দর  
আছে স্নানক্ষণ দেহা ।  
নান্দেব ঘরের গরু রাখোআল  
তা সমে কি মোর নেহা ॥ ৬ ॥  
যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে  
দেখিল হএ মুকতী ।  
সে দেব সনে নেহা বাড়াইলে  
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ ৭ ॥  
খিক জাউ নারীর জীবন  
দেই পন্থ তার পতী ।  
পর পুরুষের নেহাএ যাহার  
বিষ্ণুপুরে [হএ] স্থিতী ॥ ৮ ॥  
নাগর[১১১]শেখর নান্দেব স্বন্দর  
উপেখিল মতিমোষে ।  
বাসলীচরণ শি[রে] বন্দীআ  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

৬ কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥  
আক্ষার কোমল দেহে ।  
না জাণো দূতী পরপুরুষের নেহে ॥  
সরূপে তোরে কহিলৌ ।  
আল হের প্রতিজ্ঞা করিলৌ ।  
প্রথম যৌবন মোএ বঞ্চিলৌ ॥ ১ ॥  
না বোল না বোল দূতী নাএ ।  
আবালী রাধা নেহী জরতী যোগে ॥ ২ ॥  
পান আনি নিজ দোষে ।  
ফল পাইবে মোর যোগে ।  
ধূর্ত কাহাই না বুঝে সে মতিমোষে ॥  
কেন্দা করু কারু মণে ।  
ধরু মোর বচনে ।  
যবে না মরিবে রাধা রস গিরকারণে ॥ ২ ॥  
না বুঝে রক্ত ধামালী ।  
না জাণো জরতী কেলী ।  
বাছড়িআ চল সে নিষধ বনমালী ॥

১ অন্তঃপুর 'নিগীর রাধাবচন' স্লোক লেখা ও কাটা ।

## তাল্লবধ

ভেসানে রতি জাগবো ।

ভেসানে কারু আগিবো ।

স্বরতী সঙ্কোচে সকল রাতী পোহাইবো ॥ ৩ ॥

দেখি তোমাক আজলী ।

পর কাজে তৌ বিকলী ।

তুঁতেসি না বুঝসি আক্ষে বালী ॥

বোল গিঁথী কারু পাশে ।

ছাড়ু স্বরতী আশে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিগীর রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা ।

জবেন জরতী গঙ্গা জগাদ মধুহননম্ ।

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

লবলীদল কোঁম[১১।২]ল আন্ধার দেহে ।

এবে নাহিঁ সহে পর পুরুষের নেহে ॥

নিষধ নিষধ বড়ায়ি নান্দের নন্দন ।

তার পতি যোগ নহে আন্ধার ঘোবন ॥ ১ ॥

আতি আছিদরী রাধা ল ।

মোকে বোলে হেন বাণী ।

এবে তাক কি বলিবো বোল চক্রপাণী ॥ ৫ ॥

মিছাই আগিলে বড়ায়ি তার ফুল পানে ।

পরাক লাগিঁখা সে হারাইবে নাক কানে ॥

মতিমোষে কারু পাঠাঁখা দিলে তোরে ।

তোম্কে কেহে সে বোল বোলহ আন্ধারে ॥ ২ ॥

স্বরতি আগিলে বড়ায়ি পাঠাইবো তোরে ।

বুন্দাবন মাঝে আনাইবো দামোদরে ॥

তবে হৈবে তার সমে মোর দরশনে ।

তোষিব তাহাক আক্ষে সংপূর ঘোবনে ॥ ৩ ॥

না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহিঁ লখ গালী ।

ভালমতে বোধাহ আবু বনমালী ॥

হেন বলি তোকে রাধা না দিলেক আশ ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলো সপনে ।

রাধা সিঁখা বসিলী শয়নে ॥ বড়ায়ি ল ॥

তখনে হৃদয়ে মোর বেখিল মদনে ।

বুইলো পরিহাস বচনে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥

না জীবো না জীবো বিনি রাধা দরশনে ।

সরূপে কহিলো তোর থানে ॥ ৫ ॥

নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে ।

বদন সংপূন শশধরে ॥

বচন [১২।১] স্বরএ তার আনুতের ধার ।

তাক বড় লোভ আন্ধার ॥ ২ ॥

হাথ সিঁখা দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে ।

জত বড় উপজিল জরে ॥

এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে ।

মরো হের রাধার বিরহে ॥ ৩ ॥

বারেক করাহ যবে রাধা দরশনে ।

তবে রহে আন্ধার জীবনে ॥

এহা জাগিঁ কাঁট চল রাখিকার পাশে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধানিহিতচিত্তস্ত কৃষ্ণস্ত বচনাদরং ।

সাদরং জরতী প্রাহ গঙ্গা রাধামিদং বচঃ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশিত সপন দেখিল জগদ্রাথ ।

শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ ॥

কনকপদ্মকোরক সম দুই তনে ।

পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদনে ॥ ১ ॥

নায়েবড় কাছাঁখা পাঠাইখা দিল মোরে ।

মরে ভাল ভুঁঞ ভাল জাপাইলো তোরে ॥ ৫ ॥

তোম্কেত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী ।

আপণার দোষে হৈবে পুরুষবধী ॥

তোম্কেত না পাঁখা কারু হৈলা আচেতনে ।

সরূপে জীএ কাছাঁখা তোর আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মনে শুণী দেখ রাধা আপনার হীত ।  
 বারেক কাহ্নের কর সরস চীত ॥  
 কিসক ঘোবন রাধা করহ নিফল ।  
 কাহ্ন সমে রঞ্জে কর জীবন সফল ॥ ৩ ॥  
 বারেক রাখহ রাধা কাহ্নের জীবন ।  
 আপনার কর পাপ সাগরে [১২।২] মোচন ॥  
 বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাইক আশ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

এত কালে বৃষ্টি তোর কেহ্নে হেন মন ।  
 ভাল বুলিবে তোরে শুণী কোন জন ॥  
 আদি আস্ত এখো বোল না বোলসি ভাল ।  
 মারিবো পরাণে তোকে জাগায়া গোআল ॥ ১ ॥  
 দারুণী বৃষ্টি তোর বাপেত নাহি লাজ ।  
 তেকারণে মোক বোলসি হেন কাজ ॥ ল ॥ ৫ ॥  
 বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর ।  
 সামী ছরুবার মোর নহো সতন্তর ॥  
 মো যবে জ্ঞানো তোর হেন দুষ্ট মতী ।  
 তবে কেহ্নে আসিবো মো তোম্মার সংহতী ॥ ২ ॥  
 তৌ মোর বড়ায়ি মৌ তোর নাতিনী ।  
 এবেসি তোম্মার মুখে শুণী হেন বাণী ॥  
 আর যবে বোল মোরে হেন পরিহাস ।  
 আবসি করিবো তবে তোম্মার বিনাশ ॥ ৩ ॥  
 এহা শুআ পান তোম্মে আপণেই ঝাছ ।  
 আপণাক চিহ্নিয়া কাহ্নের থান ঝাছ ॥  
 এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিগীর রাখাচনং ততো বচনপণ্ডিতা ।  
 জবেন জরতী গদা জগাদ যদুহননং ॥

গুজরীরাগঃ ॥ ষতিঃ ॥

কোর্পে কর্তো মোকে হাথো না ছুইল<sup>১</sup> সামী<sup>২</sup> ॥  
 গালিহো সাহুড়ী স্থানে না পাইল আকী ॥  
 তোম্মার [১৩।১] কারণে কাহ্নাঞি<sup>৩</sup> এতেক বএসে  
 বড় অপমান পাইলো এবো খাইবো বিসে ॥ ১ ॥  
 না থাকিব তোর থানে জাইব আক্মে রোবো<sup>৪</sup> ।  
 কাহ্নাঞি<sup>৫</sup> ল আক্মে তোম্মার দোষে ॥ ৫ ॥  
 আনেক প্রকারে চিন্তিলো তোর হীত ।  
 তবেহো আধিক রাধা বুইলো<sup>৬</sup> বিপরীত ॥  
 সেসি শুণী কাহ্নাঞি<sup>৭</sup> দহে মোর চীত ।  
 তোম্মার দেহত কাহ্নাঞি<sup>৮</sup> না বসে কি পীত ॥ ২ ॥  
 আনেক জনের কাজে গেলো নানা থানে ।  
 সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে ॥  
 (তোম্মার আস্তরে গেলো রাধিকার থানে ।  
 পাএ পেলাইল রাধা তোর শুআ পানে ॥ ৩ ॥)  
 আর যত বুইল রাধা গরল বচনে ।  
 তার প্রতিকার যবে না কর আপণে ॥  
 তবে লোক শুণিয়া করিব উপহাস ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আল ।  
 দূতী আপরাধ কৈল ।  
 আক্মারে কেহ্নে না বুইল ।  
 দূতী মারিয়া কমণ কাজ সাধীল ॥  
 আল ।  
 বড়ায়ির বোল প্রমাণে ।  
 আল সাধিব আপণ মানে ॥ ১ ॥  
 আল ।  
 যে মোর দূতীমাইল না ল ।  
 নিজ দোষে সে পাইবে আতি বড় দুখে ॥ ৫ ॥

১ পুণ্ডিতে ছইল<sup>১</sup> ।

২ আকী কাটিয়া সামী<sup>২</sup> করা আছে ।

রাম কাজে হুহুমন্ত।  
 ভেহেন আন্ধার দূতা।  
 ভাগিল নেহা পুনী ঘোড়াইটে শকতা ॥  
 যে থানে শুঁচী না জাএ।  
 ভৰ্থা বাঢ়িয়া বহাএ।  
 সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড় থাএ ॥ ২ ॥  
 দূতা পাঠাইবো [১৩২] মোএ কীষে।  
 হাথে তুলী মৌ খাইলো বীষে।  
 মোর দূতী চড়' খাইলে হেন বএসে ॥  
 যথ' দূতা মোর জাএ।  
 ভৰ্থা পরসাদ পাএ।  
 অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ ॥ ৩ ॥  
 সকল গোষ্ঠ মেলাইবো।  
 বড়ায়িক খীর যোগাইবো।  
 ঘরত রাখিআ বড়ায়ির সেবা করিবো ॥  
 বড়ায়ির করিআ তোষে।  
 খণ্ডাইবো আপণ দোষে।  
 বাসলী বন্দিআ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোন্ধার আন্তরোঁ কাছাঞি করিলোঁ যতনে।  
 আনেক প্রকারেঁ তাক বুলিলোঁ বচনে ॥  
 তাহাত যুগধী রাখা না পাতিল কানে' ॥  
 পাএ পেলাইল তোর সব গুণা পানে ॥ ১ ॥  
 কাছাঞি' ॥  
 চড়েঁ মাইলে রাখা মোরে দেখে বিম্বতানে।  
 এত আপমান সহে কাহার পরাণে ॥ ২ ॥  
 আওর বুইল তোক যত বীরদাপ।  
 তাক সোঁঅরিটে মোর মনে বাঢ়ে তাপ ॥  
 এথোহি না রাখিলেক তোর মাঅ বাপ।  
 কোপে গরজিলী রাখা যেন কালসাপ ॥ ২ ॥

চলত লেখা ও ল' কাটা।

ইহার পর 'এত আপমান সহে কাহার পরাণে ॥ ২ ॥' লেখা ও

তীন কুবনে নাহি হেন আছিন্নরী।  
 হাণে কুলে এথো নাহি' পাটাবুকী তিরী ॥  
 তোন্ধার কারণে যোরে বত দিল দুখ।  
 পালটি না দেখোঁ আর তাহার মুখ ॥ ৩ ॥  
 নিতি নিতি দধি বিকে মথুরাক জাএ।  
 তাক দুখ দিটেঁ কিছ চিন্তহ উপাএ ॥  
 তবেসি মনে [১৪১]র' মোর দুখ পালাএ।  
 বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়  
 কদমের তলে বসী যমুনার তীরে  
 দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাখারে।  
 বড়ায়ি ল।  
 লুড়িআ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার  
 কাটী লৈবোঁ সাতেসরী হারে ॥ ১ ॥ -  
 বড়ায়ি ল।  
 বাটেত স্বজিআ দান করি তার আপমান  
 তোয় মোর সাধিব মান ॥ ২ ॥  
 বড়ায়ি ল।  
 ধরিহ মোর যুগতী রাখার হুঁয়া সংহতী  
 চলি জাইহ মথুরার হাটে।  
 আন্ধাক রুঙ বচনে তোষিহ রাখার মনে  
 আন্ধে যবেঁ রোধিব বাটে ॥ ২ ॥  
 ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কান্ধুলী করিবোঁ চীর  
 হাথ দিবোঁ তাহার তনে।  
 তোয় আহুমতী লখা বলে রাখাক ধরিআ  
 লখা যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে ॥ ৩ ॥  
 পাছেত মদনবাণে হাণিআ তাক পরাণে  
 রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।  
 বসি তোন্ধে তার পাশে করিহলি উপহাসে  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ যদেব, নে' তোলা পাঠ।

আধার সাধরং চিন্তে দামোদরসমীহিতং ।  
মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদা ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কপটে কহিল বড়ায়ি রাধিকার থানে ।  
তোক্ষার বচনে আক্ষে নিবারিল কাহে ॥  
বিমতী তেজিআ কাহ্নাঞি গেল নিজ ঘর ।  
চল ঝাঁট জাই বিকে মথুরা নগর ॥ ১ ॥  
সব গোপী লজ্জা রাধা [১৪১২] করি বিমরিয়ে ।  
মথুরার হাট জাইউ চিত্তের হরিয়ে ॥ গো ॥ ৬ ॥  
বড়ায়ির বচন শুণী হরষিত মনে ।  
যুগতি করিল লজ্জা সব গোপীগণে ॥  
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ।  
সখীগণ সমে নানা কথা পরসঙ্গে ॥ ২ ॥  
রাধা লজ্জা দধি দুধ বিকণিআ হাটে ।  
ঘরক আইলী বড়ায়ি আতি বড় ঝাঁটে ॥  
ঈসত হাসিআ বড়ায়ি মধুর বচনে ।  
আশেষ প্রকার করি ভোষিল আইহনে ॥ ৩ ॥  
হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে ।  
দধি দুধ বিকণিআ রাধা আইসে ঘরে ॥  
কোড়ী আণিআ দেএ সাহুড়ীর থানে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কালক্ষেপাসহঃ শুচি রাধামাধায় মাধবঃ ।  
উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরঃ ॥

৬ দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে ।  
রাধা চিন্তিআ মোর চোখে নিল না আইসে ॥  
বচন আন্ধারে দিআ ভাঙুহ কেহে ।  
এভৌ না করাইলৈ মোর রাধা দরশনে ॥ ১ ॥  
রাধিকা লজ্জা চল মথুরার হাটে ।  
মাহাদাগী হজ্জা আন্ধে রহি গিআ বাটে ॥ ৬ ॥

কালি যাইব আন্ধে বড়ায়ি বিহাগী ।  
তোন্ধে দৌঅরিহ বড়ায়ি আন্ধার বাণী ॥  
আজি রাতী হুত গিআ আইহনের ঘরে ।  
প্রভাত সময় হৈলৈ চলিহ সঙ্করে ॥ ২ ॥  
অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে ।  
রহিতে না পারৈ বিণি [১৫১১] রাধা দরশনে ॥  
যতেক প্রবন্ধ সব জাগহ আপণে ।  
কি বুলিব তোরে উপদেশবচনে ॥ ৩ ॥  
রাধাক দেখিলৈ আন্ধে চাহিব দানে ।  
খর শীতল আর বুলিব বচনে ॥  
আন্ধাক গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণা বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ ।  
অভিমহ্যাপ্রসং গ্রাহ রাধায়্য মথুরাগতিম্ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের ঘরে গিআ সাঝ সমএ ।  
বড়ায়ি বুলি হেন আইহনের মাএ ॥  
চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ ।  
এবে মথুরার হাট জাইতে জুআএ ॥ ১ ॥  
বোল রাধিকারে সহি বড়ই যতনে ।  
বেহু জএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে ॥ ৬ ॥  
আপণে ভাবিআ দেখ খীর করী মণে ।  
বিণী বিকীএ হএ গোআলের ধনে ॥  
আহোনিশি আন্ধে সহি তোর ভাল চাহী ।  
তৈসি সংহতী করি নিতে চাহৌ রাহী ॥ ২ ॥  
আন্ধে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে ।  
কেহো তবৈ কিছু বোল বুলিতে না পারৈ ॥  
গোআলের বহু বি লইআ জাইব আন্ধে ।  
তার মাঝে রাধাহো পাঠাআ দেহ তোন্ধে ॥ ৩ ॥  
হেন মতে আইহন মাএর আহুমতী ।  
বড়ায়ি লইআ দিল রাধিকাক প্রভী ॥

তবে ভৈল হাট জাইতে রাধিকার মতী ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

মৃত দধি দুধ ঘোলে সাজি [১৫২] আ পসার ।  
নেত বসন দিআ উপরে তাহার ॥  
আলুমতী লআ রাধা মাস্তড়ীর খানে ।  
লাস বেশ করে রাধা বড়ই বিহাণে ॥ ১ ॥  
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ।  
সব সখিজান লআ আতি বড় রঙ্গে ॥ ল ॥ ৫ ॥

কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী ।  
আনত কপাল তার আধ শশি জিণী ॥  
কপোল যুগল তার মহলের ফুল ।  
ওঠ আধর তার বকুলীর তুল ॥ ২ ॥  
তিলফুল জিণী নাসা কধু সম গলে ।  
কনকমুখিকামালা বাহ যুগলে ॥  
কমলকলিকা সম তার পয়োভারে ।  
ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গভীরে ॥ ৩ ॥  
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে ।  
চরণযুগল খলকমল আকারে ॥  
করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ইতি তাৎপল্যগুং সমাপ্তঃ ॥

## অথ দানখণ্ডঃ

অত্রান্তরে তত্র কলিনকজা-  
তটোপকণ্ঠঃ সরণৌ নিবধঃ ।  
চিরার রাধামধুরাধরোষ্ঠে  
কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণে জরতীজগাদ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীল্লক লগনী ॥

ক্রীড়াতালঃ ॥

যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআ  
পথে বিরোধে কাহাঞি ।  
এ সব গোপ বধুজন লআ  
কথা না বাসি বড়ায়ি ॥ ১ ॥  
ছাওয়াল কাহাঞি • গোষ্ঠ রাখোআল  
পহ বিরোধসি কিকে ।

জাএ চম্ভাবলী আ...  
( ইহার পর ১৬'র পাতা ও ১৭১এর পৃষ্ঠা নাই । )

[১৭২] রে কাহাঞি করসি তৌ বল ।  
একৈ একৈ সখিজান সব মোর খল ॥  
হুগিআ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল ।  
মোএ আপোঙম হৈবৌ তোম্বে জাইবৈ মার ॥ ৩ ॥  
চরণে পড়িআ কাহাঞি বোলৌ তোম্ভারে ।  
ছাড় একবার কাহাঞি জাইতে দেহ ঘরে ॥  
তোর পতি যোগ নহে আন্ধার ঘোবন ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সিশের সিন্দূর তোর লাসে ।  
মাথার কেশ স্রবেশে ॥  
আন্ধাকে না চিহ্নসি তোঞি ।  
সব গোপীচরন কাহাঞি ॥ ১ ॥

১ আপোঙম ৪' তোলা পাঠে ।

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

দান আন্ধার পরমাণে । এ রাধা ল ।  
 না কর মনে আন ভানে ॥ ৬ ॥  
 স্নত দুধ লজ্জা তোএঁ যাসী ।  
 ধাঈ ধাঈ মথুরা পালাসী ॥  
 আন্ধা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে ।  
 আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২ ॥  
 মুঠি এক মাঝা বাএ হালে ।  
 তা দেখি মনিমন টলে ॥  
 ডাকর ডালিম ছুই কূচে ।  
 নান্দহুত কাহাঞি কে রুচে ॥ [ ৩ ] ॥  
 স্থবি বাহা মোর সব দানে ।  
 নেহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥  
 রাধা মোর না কর নিরাশে ।  
 গাইল ব[ ১৮১ ] ডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধাম্বীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণ বচনঃ ঈশ্বর্য রাধিকামিতী সতী ।  
 বেশমানভহুস্তরী জগদ জরতীমিদং ॥  
 আল বড়ায়ি ।  
 এগার বৎসরের বালী ।  
 বেক নলিনীদল কোঁঅলী ॥ ল ॥  
 আল বড়ায়ি ।  
 তাক দেখি যার মন জাএ ।  
 নিজ দোষে পরাণ হারাএ ॥ ১ ॥  
 আল বড়ায়ি ।  
 কাহু মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে ।  
 পরসিলে তেজিবৌ পরাণে ॥ ল ॥ ৬ ॥  
 একে একে সব সখি জাএ ।  
 বাটে কাহু আন্ধাকে রহাএ ॥  
 পরিহাস করে দানছলে ।  
 কাঞ্চুলী ভাগিতে চাহে বলে ॥ ২ ॥  
 সব গোপী ছাড়ী বনমালী ।  
 মোরে কেহে বোলএ ধামালী ॥

খনে চাহে মোরে মাহাদানে ।  
 খনেকৈ বোলএ আনচানে ॥ ৩ ॥  
 স্থণ তোএঁ আন্ধার বচন ।  
 নিষদহ শ্রীমধুসূদন ॥  
 তেজুক আন্ধার পতিআশে ।  
 গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধারা বচনঃ ঈশ্বর্য জরত্যা প্রতিপাদিতঃ ।  
 জগদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সত্বকো রাধিকামিদং ॥

গুজরীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

সুন্দরি রাধা [ ১৮২ ] স্থণ সমুখে  
 পুছো মোএঁ স্থবীকেশে ।  
 কথ্য না বসসি কথ্য তোর ঘর  
 জাইবৈ কোমণ দেশে ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥  
 গোহুলে থাকো মো গোআল জাতী  
 তোকে না পুছহ কিকে ।  
 যোল শত গোপী পসার সাজিআং  
 মথুরা যাওঁ মো বিকে ॥ ২ ॥  
 ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী  
 দেখো মো তোন্ধার পসার ।  
 কোণ বখু লজ্জা কাহা মথুরা  
 তাহার দেহ বিচার ॥ ৩ ॥  
 স্নত দধি দুধ আওর যোল  
 এ সব মোর পসার ।  
 তোকে না কমণ কারণে কাহাঞি  
 চাহ এহার বিচার ॥ ৪ ॥  
 তোএঁ না জাগসি মোএঁ মাহাদাগী  
 এ দান সব আন্ধারে ।  
 ভাওে বোল পণ দিআ মাহাদান  
 চল মথুরা নগরে ॥ ৫ ॥

১ পুথিতে আনচানে ।

২ সাসিজিলা লেখা ও সি কাটা ।

বিথর কালে                      বিথর গুণী  
হেন বিপরীত বাণী ।  
আনেক সমএ                      মথুরার পথে  
স্থত দুখে মাহাদাণী ॥ ৬ ॥  
আজলী রাধা                      তৌ আবালী বড়ী  
হের পাঞ্জী পরমাণে ।  
আপণ চিহ্নিআ                      দিআ যাহা দাণ  
রাখহ আপন মাণে ॥ ৭ ॥  
পূরবে গুণীএ                      বা রাম রাজ্য  
সে ঠৈল কংসের দেশে ।  
বসিল জনে                      কড়ী.....

( ইহার পর ১৯১এর পৃষ্ঠা নাই । )

[১৯২]...মাহাদাণী                      এত কালে গুণী  
হেন আচরিত্ত বাণী ।  
তোর বাপ মাএ                      লাজ নাহিঁ তাএ  
গুণ দেব চক্রপাণী ॥ ১৬ ॥  
ক্ৰোধে কাহ্নাঞিঁ                      ব্যুধার আকুলে  
ধরি মনে মনে হাসে ।  
বাসলীচরণ                      শিরে বন্দিআ  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ বচনঃ ক্ৰুদা রাধিকাধিমতী সতী ।  
বেপমানতমুস্তরী অগাধ জরতীমিদং ।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তবে বুলিলো বড়ায়ি                      হাটক না জাইব  
হুজ্জন মথুরা পুরী ।  
বোল দিআ তোএ                      মোরে আণিলে  
মোর আন্তরের বৈরী ॥  
স্থত দধি সব                      • খাইল কাহ্নাঞিঁ  
গাছাআ মোর পসারী ।  
কাঞ্চলী ভাগিনী                      তন বিগুতিল  
ছিঁড়ি সাতেলরী হারা ॥ ১ ॥

কোণ বিধাতাএ                      মোক গঢ়িলেক  
কত লিখি দুখভারে ।  
স্থত ভুক্তিতে মো                      কোহো না পাইলো  
দুখে গেল সব কালে ॥ ৭ ॥  
অনন্ত জরমে                      গুরু ব্রাহ্মণেরে  
দিলো নানা দুখভারে ।  
তেকারণে বিধি                      দুখগণ  
লেখিল সাগীহারে ॥  
কইলো<sup>১</sup> খণ্ডিত                      আর জরমত  
তৌ বা ছুধিনী মোএ ।  
ললারি লিখিত                      খণ্ডন না জাএ  
না ছাড়ে নামের পোএ ॥ [২০১] ২ ॥  
জরম গেল                      করমের খঅ  
কাল কহাঞিঁর হাথে ।  
মুকুট ভাগিনী                      সব পেলাইবো  
সিন্দুর মুছিবো মাথে ॥  
কিবা চাহে কারু                      বাটে রহাএ  
বুঝিতে নারো তার মণে ।  
রাজা কংসাস্বর                      আতি দুর্ব্বার  
সে জগি এহাক গুণে ॥ ৩ ॥  
এডু দামোদর                      ঝাঁট জাও ঘর  
দিআক মোকে মেলানী ।  
রাজা কংসাস্বর                      হুগিলে পাছে  
কল পাইবো চক্রপাণী ॥  
উলটি বসিআ                      হুন্দরি রাধা  
ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে ।  
বাসলীচরণ                      শিরে বন্দিআ  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায় বচনঃ ক্ৰুদা জরত্যা প্রতিপাদিতঃ ।  
আহ মুক্তাঞ্চলঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকাধিদং ॥



## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধে  
যে বোল বলিলোঁ মণে না ধরিলেঁ  
উলটিয়া দিলেঁ পিঠা ।

সুচক কুচক কুচের বাটুল  
তাভা পড়ি গেল দিঠা ॥

দিঠা দিঠা চিত্ত মজিষ্ঠা গেল  
তোর আত্মমতী জীওঁ ।

সংপূর্ণ চন্দ্র তোহোর বদন  
আখরে আমিষ্ঠা পীওঁ ॥ ১ ॥

রাধে  
তেজ ভয় মান রাগে ।

গএ গদাধর প্রেয়াগে মাধব  
তোকে [২০।২] আলিঙ্গন মাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

কত না রাগ রাধা আছের মনে  
না চাহ সমুখ দিঠা ।

এ রূপ যৌবন কত নেহালসি  
হাথের শিরি আছুঠা ॥

এ রূপ যৌবন সব থীর নহে  
মনে ভাব গোআলী ।

রতি উপভোগে সফল কর  
পরিতোষ বনমালী ॥ ২ ॥

তোকে পছিম্নী আক্ষে পদ্মনাভ  
এহা গুন মনে মনে ।

বএসেঁ জ্যোষ্ঠ কুলেহৌ শ্রেষ্ঠ  
কিকে পরিহর কাহে ॥

আক্ষা পরিহরিলেঁ ভাল না পাইবে  
পাছেত পাইবেঁ দুখে ।

এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবে  
তুলি চাহা মোর মুখে ॥ ৩ ॥

তোর পাঅ দেখি বাতা উঁতপল  
লাজে লুকাইল জলে ।

তোক্ষার গমন দেখি রাজহংস  
গতি করিল সলিলে ॥

দেবাস্বর

নর ঈশ্বর

কাহের না তাঁগে আশে ।

বাসলীচরণ শিরে বন্দিতা

গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ বচনঃ ঋষা রাধিকামিতী সতী ।  
বেপমানতহুস্তরী জগাদ জরতীমিৎ ।

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী ।  
রতি পতিআ[২১।১]শে ভৈল পথে মহাদাণী ॥  
বোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ ।  
দারুণ করম দোবে আক্ষাকে রহাএ ॥ ১ ॥  
পরান বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার ।  
তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার ॥ ধ্রু ॥  
তার গোট মুণ্ডিলেক আক্ষার যৌবনে ।  
কিসকে বাখানে কাহ মোর দুই তনে ॥  
চির কাল জীউ মোর সামী আইহন ।  
আত্মপাম বল বীর মতীএ গহন ॥ ২ ॥  
সব খন পরদারে উদগত মতী ।  
এতেকে বুলিল তার বড় কুল জাতী ॥  
তা সমে নাহিক বড়ায়ি মোর কোণ বোল ।  
মিছা নঠ করে কাহ মোর স্বত ঘোল ॥ ৩ ॥  
খণ্ডে সব জঙ্গাল আর ঠেঁঠা দান ।  
মিছা কেহে করে কাহাঞি মোর অপমান ॥  
তার পতি যোগ নহে আক্ষার যৌবন ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধারা বচনঃ ঋষা জরতা প্রতিপাদিতং ।

জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতীক্ষা রাধিকামিৎ ।

বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে ।

ভেকারণে আইলোঁ মোএ যমুনার তীরে ॥

১ পুথিতে পরাণে ।

নিতি নিতি [২১।২] বাহা তোকে মথুরা নগরে ।

স্ব স্ববিধান দান দেহ ত আন্ধারে ॥ ১ ॥

দিবেহে দখির দাণ হুনহ গোআলীনী ।

কংসের বিষএ আন্ধে হইএ মাহাদাণী ॥ ল ॥ ক্র ॥

দেহ দখি যত দান যত হএ লেখে ।

পসারের দান দিখা বাহা একে একে ॥

অভরস না কর সত্য আন্ধে বুল ॥

তোন্ধার কারণে আন্ধে মাহাদাণ লইল ॥ ২ ॥

আন্ধার বচন তোন্ধে শুন শশিমুখী ।

নেহত লাগিখা শত পঞ্চাশ উপেখী ॥

এহা জাগী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে ।

আপণ গৌরব রাখা রাখহ আপণে ॥ ৩ ॥

লেখা করে কাহাঞি আপণে খড়ী পাড়ী ।

বাকী ভৈল রাখা তোতে নব লক্ষ কড়ী ॥

হএ নহে রাখা আপণে লেখা কর ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

পুরুষ কালত ঋষিএ বুল ॥

বহুলে নিখা নান্দোঘরে খুল ॥

জাগ[ি]ইবো কারে এ সব কাজে ।

সত্যে লইব কাহাঞি মথুরার রাজে ॥ ১ ॥

বুলিখা পাঠাইবো দুখ সমাদে ।

কাহু মাহাদানী [২২।১] লাগিল বাদে ॥ ক্র ॥

বারে বারে মোএ বুলিলো ভজিখা ।

কংসে শুণী আসিব সাজিখা ॥

শুণীএ যবে সে আইহন বীর ।

করতে তোন্ধা করিব চীর ॥ ২ ॥

এভো কাহু তো মোর বোল শুন ।

আপণে আপণ হৃদয়ে শুক ॥

ছাড় তো আন্ধার দানের আশে ।

বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান ।

শুণ তোন্ধে আল রাখা পাঞ্জী পরমান ॥ ১ ॥

নিতি দখি বিকে জাঠ মথুরার হাটে ।

মিছাই কাহাঞি তোঁ আগোলসি বাটে ॥ ২ ॥

আতি বিতপনী রাখা পরিধান পাট ।

আলকে তিলক তোঁর শোভএ ললাট ॥ ৩ ॥

বড়ার বহআরী আন্ধে বড়ার সভাএ ।

কার কাঁচ আলিতে না দেও মোএ পাএ ॥ ৪ ॥

বারহ বরিষের দাণ হুনহ মুগধী ।

মোহোর করমে তোন্ধা আনি দিল বিধী ॥ ৫ ॥

রাখোআল কাহাঞি তোঁর রাখোআল মতী ।

পাতরে একসরী পাইলৈ নিমাখিতী ॥ ৬ ॥

রাখোআল হুঁয়া তোঁর কং[২২।২]সের গোসাঞি ।

জিহুবনে আন্ধা সম আর বীর নাহি ॥ ৭ ॥

কাহাক দেখাহ তোন্ধে এত বীরপণে ।

টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে ॥ ৮ ॥

তোঁর কংসে মোর কিছু করিতে না পারে ।

তোন্ধারি সে রূপে মোরে মারিবারে পারে ॥ ৯ ॥

না বোল না বোল কাহাঞি হেন পাপবাণী ।

তোন্ধা ভালে জাণে আন্ধে আইহনের রাণী ॥ ১০ ॥

বারহ বরিষেকের দিখা বাহা দাণে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১১ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥

কেহে দান না দিবে তোঁ কেহে জাইবে হাটে ।

কেহে নাগরি রাখা ছাড়ী দিবে বাটে ॥

সব কৃতঘাটে রাখা মোর মাহাদান ।

হএ নহে দেখ রাখা পাঞ্জী পরমান ॥ ১ ॥

বারহ বরিষের দান দিবেহে গোআলী ।

তোঁর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ক্র ॥

স্বগ্গে রাখা মর্ত্যে রাখা তলে পাও হুঁখী ।

তাহাত টেটনী রাখা কি করিবি বুধী ॥

এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদাশে ।  
 তাক ভাঁগি জ্ঞাএ রাধা কাহার পরাণে ॥ ২ ॥  
 রশোদার [২৩১] পোঅ আন্ধে হাথে ধরী বাঁশী ।  
 তোন্ধাক দেখিল রাধা আধিক রূপসী ।  
 তেকারণে রাধা মোর তোতে গেল মন ।  
 ছাড়ি দিলে দান ধর আন্ধার বচন ॥ ৩ ॥  
 এতৌ যবে না ধরিবে আন্ধার বচন ।  
 বলে ধরি তোকে তবে দিবৌ আলিঙ্গন ॥  
 এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল্য ॥

এহে ।  
 সকল বএসে মোর এগার বরিষে ।  
 বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥  
 এতেকে বুঝিল তোর কাজের ভাষ ।  
 লোক হুগিলে তোকে হৈব উপহাস ॥ ১ ॥  
 পহ ছাড়ি দেহ কাছাক্রি বিরোধ না কর ।  
 তোর পুণ্যে জাও বিকে মথুরা নগর ॥ ২ ॥  
 নাগরশেখর তোন্ধে নামে বনমালী ।  
 তোর যোগ নহৌ মোএ আতিশয় বালী ॥  
 আধিক পীড়এ যবে ভুখিল ভবলে ।  
 তভৌ নাহি পাই মধু কমলমুকুলে ॥ ৩ ॥  
 বড়ার বহুআরী আন্ধে বড়ার বী ।  
 মোর রূপ যৌবনে তোন্ধাতে কী ॥  
 দেখিল পাকিল [২৩২] বেল গাছের উপরে ।  
 আরতিল কাক তাক ভথিতে না পারে ॥ ৪ ॥  
 রতিকথা সখিমুখে না শুণিলো কানে ।  
 বারেক রাখহ কাছাক্রি আন্ধার সমানে ॥  
 চরণে ধরৌ তোর দেব নারায়ণ ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ভৃঙ্গরীরাগঃ ॥ বতিঃ ॥

এ তোর নব যৌবনে ।  
 দেখি মোর মজি গেল মনে ॥  
 এবে তোকে দেখিএ রূপসে ।  
 তেএ মোর বাঞ্ছিল আশে ॥ ১ ॥  
 দেহ মোরে সরস বচনে ।  
 আমিছা পিউক মোর কানে ॥ ২ ॥  
 চাহ মোরে মুখশশি তুলী ।  
 তোন্ধে রাধা আন্ধে বনমালী ॥  
 তোর মোর ভৈল পরিচএ ।  
 এবে পরিহর তোন্ধে ভএ ॥ ৩ ॥  
 তোতে মোর হএ যত দানে ।  
 তাক দিতে নাহি তোর ধনে ॥  
 এহা আপণে গুণী মনে ।  
 কর মোর সঞ্চল বচনে ॥ ৪ ॥  
 এ তোর প্রথম বএসে ।  
 তোর দেহে বসে বড় রসে ॥  
 দাগী ভৈলো তাহার আশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণা বচনঃ শ্রদ্ধা রাধিকাধিমতী সতী ।  
 বেপমানন্তমুস্তমী জগাদ ভরতীমিদং ॥

ধামুখী[রাগঃ] ॥ একতালী ॥

আল বড়াহি ।  
 চাপাহুঁটী দেখিতে রূপসে ।  
 [২৪১] তাত নাহি গন্ধের পরসে ॥ ১ ॥  
 বিকসিলে মোহে মুনিমণে ।  
 হেন সব নারীর যৌবনে ॥ ২ ॥  
 কি না যোক ভৈল এত কালে ।  
 মাহাদাগী ভৈলেন গোহুলে ॥ ৩ ॥  
 অনেক কড়ীর পসারা ।  
 হাট আইতে না পাইলো মথুরা ॥

রাজা কংসে করিবো গোআলী ।  
তবে কাহ্ন লজ্জা ধাবো ধরী ॥ ২ ॥  
নিতি নিতি দধি বিকে জাঠ ।  
দাণের হুখী নাহি পাঠ ॥  
এবে রাজা ধনের কাতর ।  
চাহে যবে ছুখে দিবো কর ॥ ৩ ॥  
সখি সাত পাঁচ করি সঙ্গে ।  
মথুরাক জাঠ বিকে সঙ্গে ॥  
কেকে কাহ্ন হেন পড়িহাসে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধারা বচনঃ ঋত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
জগদা চতুরঃ কৃষ্ণঃ সত্বকো রাধিকামিতং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠালা ॥

বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ ।  
তবে হৈতে রাধা তোতে মন দিলোঁ ॥  
আঁর দেখিলোঁ নাসা গরুড় সমান ।  
গিখিনীসদৃশ তোর দেখো ছুই কান ॥ ১ ॥  
তোর রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান ।  
সব কলা সংপূনী তৌ দেহ মধুপান ॥ ২ ॥  
কুরঙ্গনয়ন জিগী তোঙ্কার নয়নে ।  
আঁর ব[২৪।২]কুলী গণ্ড মধুক সমানে ॥  
মানিক জিগী তোর দশনের পাতী ।  
কনয়া নিকম তোর দেহের কাঁতী ॥ ৩ ॥  
তালফল জিগী তোঙ্কার পয়োভার ।  
মাবদেশ দেখি সিংহমারার আকার ॥  
লোভে নাভীতলে বসে তীন রূপ বলী ।  
উরু শোভে বিপরীত রামকদলী ॥ ৪ ॥  
থলকমল জিগী তোঙ্কার চরণে ।  
রাজহংস জিগী তোঙ্কার গমনে ॥  
ভোলে পড়ি গেল তাত নান্দের নন্দন ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৫ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত্ত নহে থীর ।  
প্রাণ যেকু ছুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ ১ ॥  
যার প্রাণ ছুটে বুক ধরিতে না পারে ।  
গলাত পাথর বাকী দহে পসী মরে ॥ ২ ॥  
তোঙ্কে গাছ বায়ানসী সন্ধপেসি জাণ ।  
তোঙ্কে মোর সব তীখ তোঙ্কে পুণ্যস্থান ॥ ৩ ॥  
এ বোল বুলিতে কাহ্ন না বাসসি লাজ ।  
তোঙ্কার মাউলানী আঙ্কে শুণ দেবরাজ ॥ ৪ ॥  
হইএ আঙ্কে দেবরাজ তোঙ্কে মোর রাণী ।  
মিছাই সন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥ ৫ ॥  
এ বোল বুলিতে তোর ম[২৫।১]ণে বড় সুখ ।  
পরঘর পইসে যেকু চোর পাটাবুক ॥ ৬ ॥  
ভাল বোল বুলিলি তৌ চন্দ্রাবলী রাণী ।  
আঙ্কার মণের কথা কহিলেঁ আপুলী ॥ ৭ ॥  
বিরহে পুড়িয়া কাহ্ন হাকল বিকল ।  
জরুআ দেখিয়া যেকু রুচক আয়ল ॥ ৮ ॥  
জাইবার বাসনা তোঙ্কে ছাড়হ গোআলী ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বান্দী বাসলী ॥ ৯ ॥

দেশাগরগঃ ॥ রূপকঃ ॥

মেদনি যোড়িলো হালে ।  
কৈলোঁ<sup>১</sup> ত্রাকার দণ্ড যোআলে ॥  
গোআলী বান্ধিলোঁ বাহুকী দড়া ।  
গিরি করিলোঁ গোবালী মোখড়া<sup>২</sup> ॥ ১ ॥  
জাইবার বাসনা তেজ গোআলী ।  
কাহ্ন মহাদানী তোরে ল বালী ॥ ২ ॥  
বন্দাবন মোর থানে ।  
বংশ বাজাও গানে ॥  
নাঙ্কর তৌ মন আনে ।  
আঙ্কে অহরহল[ন] কাহ্নে ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে 'কোশে' ।

২ পুথিতে 'সোবড়া গোবালী' ।

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

স্বমেক আক্ষাক গচে ।  
তার শূক্রে মোর মেতে ॥  
নাম মোর বনমালী ।  
হেলৈ দলিবৌ কালী ॥ ৩ ॥  
গোকুলে গোজাতী ।  
দেহ আক্ষারে সুরতী ॥  
তেজহ জাইবার আশে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরী[২৫১২]রাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ঠাই বাড়িলাহৌ নান্দের ঘরে ।  
চাণ্ডাল কাহ্নাকিঁ এবে বল করে ॥  
{ দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ । }  
সোদর ভাগিনা হঈ হেন তোর কাজ ॥ ১ ॥  
কাহ্নাকিঁ লাজ নাহিঁ তোরে ।  
লাজ না বাসসি তোএ গোকুল কাহ্ন ।  
সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান ॥ ৫ ॥  
জীবর উপায় নাহিঁ বোল মাহাদানী ।  
বাছিআ পাইলি সোদর মাউলানী ॥  
পোএর মুখে পরবত টলে ।  
গুরু সাপে বেড়িলের আলপ কালে ॥ ২ ॥  
বারে বারে কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ ।  
সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ ॥  
কিসের কারণে তৌ এবে করসি বল ।  
বাপ মাএ গালি তোরে দিবৌর বিখর ॥ ৩ ॥  
পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার ।  
দেখ যত পাপ হএ কৈলৈ পরদার ॥  
যত কিছ বোলৌ মোএ সব পরমাণে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বাপ বহুল মোর নান্দোঘরে জাগি ।  
কমণ কারণে রাধা বোলসি মাউলানী ॥

মাঅ নৈবকী মোর মামা কংসাহব ।  
তোক্ষার সঘন কথা[২৬১১] আনেক দূর ॥ ১ ॥  
নহসি মাউলানী রাধা সঘন শালী ।  
রন্ধে ধামালী বোলে দেব বনমালী ॥ ৫ ॥  
মাউলানী মাউলানী বোলসি তুও ।  
মোর মাহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে ॥  
হেন যবে রাধা বোলসি আর বার ।  
ভাণ্ড ভাগিব তোর কাহ্নাকিঁ গোআল ॥ ২ ॥  
কিকে তৌ নাগরি রাধা উপেশসি স্থখ ।  
মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ ॥  
উন্নত পরোধরে ধরি মোরে চাপ ।  
পালাউ আক্ষার বিরহসজাপ ॥ ৩ ॥  
কে তোকে জাণাইলে মাউলানী সঘন ।  
দুই আখি খাউ পড়ুক তার কন্ড ॥  
শালী সঘন সোধে নারায়ণে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণশ্র বচনং জ্ঞান রাধা ভরতবাতুরা ।  
জগাদ জরতীং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মধুহনম্ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

মাউলানীর ঘোবনে স্বাহের মন ।  
বিধুমুখে বোলৈ কাহ্নাকিঁ মধুর বচন ॥  
সঘন না মানে কাহ্নাকিঁ মোকে বোলে শালী ।  
লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী ॥ ১ ॥  
কিনা [ ২৬২ ] বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে  
ভাগিনা সুরতি যাঁগে দানের ছলে ॥ ৫ ॥  
ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিক শয়ানে ।  
কিকে কাহ্নাকিঁ বল করে এ কুঞ্জ ময়ানে ॥  
ভাগিনাকে দেখি বড়ায়ি দেবতা সদৃশে ।  
মোর কর্ণদোষে কাহ্নাকিঁ হেন পড়িহাসে ॥ ২ ॥  
দানের আশুরে কাহ্নাকিঁ বুলুক বচন ।  
দান লৈতে নাহিঁ মণ কিসকে যতন ॥  
১ বড়ায়ি লেখা ও ১ম বকার কাটা ।

ধামালী সহিত কাহ্নাক্রি বোলে তিখ বাণী ।  
 হেন মড়ে বিগুতিলে সোদর মাউলানী ॥ ৩ ॥  
 দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ ঘোবন ।  
 কাহ্ন লজ্জা হরিল দেখিঅ। মোর তন ॥  
 রাত লাগি বল করে নান্দেয় নন্দন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধায়। বচনঃ ঞ্জহা জরতা। প্রতাপাদিত্যং ।  
 জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃকো বাথিকামিদং ।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বারে বারে রাধা বোলসি আক্ষেত  
 তোর মাউলানী ।  
 আক্ষার বৈরি কংস রাঅ  
 তোক মারিব সধক গুণী ॥  
 আপণাক রাথি যে কাজ করে  
 তাক বুলিএ সিআনী ।  
 এহা জাগী না পরিহর রা[২৭।১]ধা  
 আক্ষে দেব চক্রপাণী ॥ ১ ॥  
 রাধা তোর তন্ত দরশনে ।  
 নান্দেয় নন্দন ভোলে পড়িল  
 বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে ॥ ৫ ॥  
 রসময় সকল শরীর তোর  
 ভইল নহলী ঘোবনে ।  
 পাকিল প্রীফল জ্বিগিঅ। শোভে  
 তোর দুই তনে ॥  
 তাক দেখি উনমত ভৈলো  
 আন নাহি পড়িহাসে ।  
 কর আছমতী নাগর কাহ্নাক্রি  
 জীউক তার পরসে ॥ ২ ॥  
 মিছাই রাধা পাতসি সধক  
 মিছাই করসি লাজে ।  
 মন থীর করি ধর মোর বোল  
 লাজে সে হারায়ি কাজে ॥

আনেক সময় ঘোবন যে নারী  
 আপণ শরীরে শাঁচে ।  
 আতি সে আবুধি ভোগ পরিহরি  
 আপণে আপণা বঞ্চে ॥ ৩ ॥  
 যাহার ঘোবন নর উপভোগে  
 সেহি সে নাগরী ভালী ।  
 ভ্রমর সঙ্গম পাইলৈ শোভএ  
 যেহু বিকসিত মাছলী ॥  
 এহা পরিহরি নাগরি রাধা  
 আক্ষা না কর নিরাসে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিঅ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধাছরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কেহুে তোকে মোরে বোল শালী ।  
 সধক না মান ভাগিনা বনমালী ॥  
 তোর বোল মো[২৭।২]ত নাহি সাজে ।  
 আলপ বএসে থাইলি লাজে ॥ ১ ॥  
 যদি গাঙ্গ উজান বহে ।  
 তভোহৌ তোক্ষার বোল নহে ॥ ৫ ॥  
 নিজ সামী আছে মোর ঘরে ।  
 তাহাকো না কর তোকে ডরে ॥  
 আতি বড় হৈলা আছিদর ।  
 আপণা চিহ্নিঅ। জাহ ঘর ॥ ২ ॥  
 সেসি নারী যে হএ সতী ।  
 যাক উপভোগে নিজ পতী ॥  
 রস নাহি পরার পুরুষে ।  
 যার উপভোগে কুল নাশে ॥ ৩ ॥  
 হ'অরী আপণ কুল জাতী ।  
 দূর কর পাণত মতী ॥  
 ছাড়হ আক্ষার পতিআশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সতীত্বঃ তব বিজ্ঞাতঃ রাখিকে বদ মাধিকং ।  
অধুনা মম দানস্ত গণনায়াঃ মনঃ কুঃ ॥

হাথে খড়ী করী বোলৌ মো কাহ্ন ।  
আইস ল রাখা লেখা করি দান ॥ ১ ॥  
আছঠ হাথ কলেবর তোর ।  
ছই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥  
মাখাত কুহুমমাল রচনে ।  
এহাত আন্ধার লক্ষক দানে ॥ ৩ ॥  
চামর জিগির্ষা চিকুর তোরৈ ।  
এহার দান দুই লাখ মোরে ॥ ৪ ॥  
সিসের সিন্দূর ভুবন মোহে ।  
এহার দান তিন লক্ষ হএ ॥ ৫ ॥  
নি[২৮।১]খল শশি তোর মুখ দেখৌ ।  
এহার দান চারি লাখ লেখৌ ॥ ৬ ॥  
নীল উতপল তোর নয়নে ।  
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ॥ ৭ ॥  
গরুড় সমান তোহোর নাশ ।  
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ ৮ ॥  
ঐবণ কুণ্ডল শোভএ তোরে ।  
এহার দান সাত লক্ষ মোরে ॥ ৯ ॥  
মাণিক জিগির্ষা দশন শোহে ।  
এহার দান আঠ লাখ নহে ॥ ১০ ॥  
বিষফলতুল তোর আধরে ।  
নব লক্ষ দান তাত আন্ধারে ॥ ১১ ॥  
কণ্ঠদেশ তোর কঙ্কু সমানে ।  
দশ লক্ষ হএ এহাত মাণে ॥ ১২ ॥  
বাহু মুণাল কমল করে ।  
এগার লক্ষ দান তাহারে ॥ ১৩ ॥  
নখপাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিনে ।  
বার লক্ষ হএ এহার দানে ॥ ১৪ ॥

ত্রীকলযুগল তোহোর তনে ।

এহার দান ভের লক্ষ ধনে ॥ ১৫ ॥  
ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে তোরে ।  
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে ॥ ১৬ ॥  
উরু তোর রামকদলী সমানে ।  
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে ॥ ১৭ ॥  
পদযুগ থলকমল আকারে ।  
[২৮।২] যোল লক্ষ দান তাহাত আন্ধারে ॥ ১৮ ॥  
হেম পাট জিগি তোহোর জঘনে ।  
চৌষাঠ লাখ তাত মোর দানে ॥ ১৯ ॥  
বিনি দান দিখা নাহি গমনে ।  
বোলে দামোদর সত্য বচনে ॥ ২০ ॥  
মাথাএ বন্দিয়া বাসলীপাএ ।  
আনন্ত বদ্ধ চণ্ডীদাস গাঁএ ॥ ২১ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কিসের দান কাহ্নাঞি কিসের ঘাট ।  
কিসের আস্তরে কাহ্নাঞি আগোলসি বাট ॥  
মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞি কপট নাটে ।  
কংশে শুণিলে পড়ি যাইবৈ টাটে ॥ ১ ॥  
কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে ।  
পাঁজী পুথী তোন্ধার চিরিবৌ বাম হাথে ॥ ২ ॥  
রাখোআল কাহ্নাঞি তোতে হেন বোল সাজে ।  
বড়ার বহুআরী আন্ধে পাইএ বড় লাজে ॥  
এ সব চরিতে তো নাসিলি দুই লোকে ।  
কমণ মুগধে বাটে দানী কৈলে তোকে ॥ ৩ ॥  
মিছে কেহে চক্রে কাহ্নাঞি করহ বাধান ।  
কথাহো নাহি শুণী দেহত বসে দান ॥  
হুত যোল দধি দুখ পসারত জাএ ।  
এহাতে সি দান লইতে তোন্ধার জুআএ [২৯।১] ॥ ৪ ॥  
অ[১]ইহন বীর তিন লোকে ভালে জাগী ।  
তোন্ধে কি না চিহ্ন আন্ধে তাহার রাগী ॥

কি না লাভ লোভে কাহ্নাক্রিঁ না চিহ্ন এখন ।  
গাইল বদ্ধ চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

শরত উদিত চান্দ বদনকমল ।  
খঞ্জন জিগিঁষা তোর নয়নযুগল ॥  
আধরে বকুলীরাগ শোভএ স্তম্ভরী ।  
হেন রূপে কাহ্নাইকে কেহে পরিহরী ॥ ১ ॥  
আলিঙ্গন দিখা যাহা স্থণ ল স্তম্ভরী ।  
তোন্ধাতে মজিল চিত ধরিতে না পারী ॥ ২ ॥  
শ্রবণে শোভএ তোর রতনকুণ্ডল ।  
কুচযুগ শোভে যেহু শ্রীফলযুগল ॥  
তথিত উপর শোভে হারমঞ্জরী ।  
তা দেখিখা প্রাণ রাধা ধরিতে না পারী ॥ ২ ॥  
যশোদার পোঅ আন্ধে নামে গোবিন্দ ।  
তোর রূপ দেখিখা চখুতে নাইসে নিন্দ ॥  
কাঞ্চলী ঘুচাখা রাধা দেহ মোরে কোল ।  
তোর দুই তনে লাগু রসের হিলোল ॥ ৩ ॥  
আন্ধা সমে নেহ রাধা বড় পুণ্যে পাইএ ।  
আন্ধা সমে যোগ সন্তো হরপুর জাইএ ॥  
এহাক জাগীখা<sup>১</sup> রাধা পুর মোর [ ২৯২ ] আশ ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ধাহুধীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রথম ঘোবন মোর মুদিত ভাণ্ডার ।  
হৃদয়ে কাঞ্চলী গজমুকুতার হার ॥  
এহা আভরণ কাহ্নাক্রিঁ সব মোর নে ।  
বেরি এক কাহ্নাক্রিঁ মোক ঘর জাইতে দে ॥ ১ ॥  
না জাগো স্বরতি কাহ্নাক্রিঁ না ধারো নৌ দান ।  
মিছাই কাহ্নাক্রিঁ মোর লইতে পরাণ ॥ ২ ॥  
এগার বরিষে কাহ্নাক্রিঁ বার নাহি পুরে ।  
আন্ধা দুখ দিতে কাহ্নাক্রিঁ কেহে হেন ফুরে ॥

এক বার ছাড়ী দুই বার নাহি মরী ।  
রাজা কংসাসুরে মোএ করিবো গোহারী ॥ ২ ॥  
শম্ভ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িখা ।  
দান সাধ কেহে কাহ্নাক্রিঁ পথত বসিখা ॥  
বারেক এড়িখা দেহ জাগু মোএ ঘর ।  
গাইল বদ্ধ চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

ধাহুধীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমলে ।  
নয়ন তোর নীল উতপলে ॥  
মাণিক জিগিঁষা তোর দলনের যুতী ।  
সিন্দুরে লোটাইল যেহু গজ[৩০১]মুতী ॥ ১ ॥  
স্তম্ভরি রাধা ল তোন্ধাতে মণ গেল ।  
হের প্রাণ ধরণ না জাই ॥ ২ ॥  
দুই কুচ তোর রাধা শতুর আকার ।  
তথি চিত্ত মজিল আন্ধার ॥  
তা দেখিখা সব খন না পাও সোআখ ।  
অহুমতি কর দেও হাথ ॥ ২ ॥  
সিংহ জিগিঁ তোর আতি মাঝা থিনী ।  
দুই উরু রামকল জিগিঁ ॥  
চরণ থলকমল মস্তুর গমনে ।  
নেত বসন পরিধানে ॥ ৩ ॥  
কনক নিকস সম তছকান্তি লীলা ।  
দেখি ভোল গেল নান্দোবালা ॥  
দাণ সাধিএ রতি পতিআশে ।  
গাইল বদ্ধ চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আটতাল্য ॥

এত কাল জাইএ আন্ধে মথুরার হাটে ।  
কড়ো না দেখিল কাহ্নাক্রিঁ দানী এহা বাটে ॥  
এবে বাটে বাটোআড় হৈলা কাহ্নাক্রিঁ ।  
পাশ বুলিতে তোর মুখে লাজ নাহি ॥ ১ ॥



## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ছাড়িহ নিলজ্জ কাহাঞি<sup>১</sup> হেন পাপবাণী ।  
 আন্ধে শিশুমতী রতিকথাহো না জানী ॥ ৫ ॥  
 মোর রূপ দেখি নহ বিকল মুরারী ।  
 পরধন দেখিলে কি পাএ ভিখারী ॥  
 উনমত সদৃশ কেহে বোলহ বচন ।  
 এহা বুঝি নিবারিআ থাক নিজ মন ॥ ২ ॥  
 পথত লই[৩০।২]লি যবে দান আধিকার ।  
 তাবৈ কেহে তোতে হেন মদনবিকার ॥  
 তিল এক মোর মনে নাহি<sup>২</sup> রতিরঙ্গ ।  
 আন্ধা ছাড়ী আন নারী কর তোন্ধে সঙ্গ ॥ ৩ ॥  
 এত বড় কেহে কাহাঞি<sup>৩</sup> দেহ মোরে দুখ ।  
 মুখ তুলী না দেখোঁ আর তোর মুখ ॥  
 এতৌ পরিহর কাহাঞি<sup>৪</sup> আন্ধার আশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যত দধি দুধে পসার সাজিআ  
 মথুরাক যাসি<sup>১</sup> বিকে ।  
 সহজে<sup>২</sup> রূপসী নব যুবতী  
 লাস বেশ তোর কিকে ॥  
 হেন রূপ দেখি চখু আড় করে  
 পশুআ তোর গোআলা ।  
 আছ নর লোক দেব লোক তোষে  
 মুনিমন হএ ভোলা ॥ ১ ॥  
 রাধা মুখ তুলী চাহা রঞ্জে ।  
 নাগর কাহাঞি<sup>৩</sup> পথে বিরোধে  
 কি করিব তোর খঞ্জে ॥ ৫ ॥  
 কশোলযুগলে শোভএ তোর  
 বিচিত্র মণি কুণ্ডলে ।  
 সংপূর্ণ চান্দে<sup>৪</sup>র ছুঙ্গ পাশে য়েহু  
 উইল সুরজ্জমণ্ডলে ॥  
 হুনিআ সরস আমিআ আধিক  
 তোর মধুর বচনে ।

<sup>১</sup> বাসি' তোলা পাঠে, ইহার পর 'বাহা রঞ্জে' লেখা ও কাটা ।

নামের নন্দন ভোলে পড়িলা  
 বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥  
 পরিধান তো[৩১।১]র স্বরঙ্গ পাটোল  
 ধিরে যাসি বাটে ।  
 আর আদভূত দেখোঁ চজ্জাবলী  
 সিন্দূর স্বর ললাটে ॥  
 নিতি নিতি যাসি দধি দুধ<sup>১</sup> বিকে  
 পএর বাজে নুপুরে<sup>২</sup> ।  
 আজি পড়িলা কাহের হাথে  
 লাস বেশ করে চুরে<sup>৩</sup> ॥ ৩ ॥  
 বার বংসরের তোএ সি বালী  
 বিচিত্র কাঞ্চলী শোভে ।  
 গিএ তোর মুকুতার হার  
 তা দেখি কাহাঞি<sup>৪</sup>ব লোভে ॥  
 ছাড়িল রাধা তোর দধির দাগ  
 দেহ চুষ আলিঙ্গনে ।  
 অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল  
 দেবীংধাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

নিপীর কৃষ্ণবচনঃ রাধিকাদিমতী সতী ।  
 বেশমানতমুজ্জ্বলী জগাদ জরতীমিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

লুণীর পুতলী য়েহু বড়ায়ি ল লো  
 রৌদে দাণ্ডায়িলে<sup>১</sup> মিলাওঁ ।  
 'কেমনে কাহের বোল পালিবো  
 মোয়ে পরাণে ডরাওঁ ॥ ১ ॥  
 হরি হরি নিদয়া বিধি কি লেখিল  
 কিকে আইলো বড়ায়ি গো ॥ ৫ ॥  
 নেত পাটোল না পিঙ্গিবো  
 না পিঙ্গিবো সিসত সিন্দূর ।

<sup>১</sup> দুধ' তোলা পাঠে ।

<sup>২</sup> নুপুরে' ও চুরে'র একার নাগরীর অতুলন ।

বাহের বলয়া না পিঙ্কিবো  
না পিঙ্কিবো পএর নুপুহ ॥ ২ ॥  
ঘরত বাহির নহে বড়ায়ি গো  
সামীর বড়ই [৩১২] ছালালী ।  
নির্দয় কারাক্রি'র হাথে পড়িলো  
মোএ আবালী গোআলী ॥ ৩ ॥  
সাত পাঁচ সখি শুণী বড়ায়ি গো  
রাধার বচনে ।  
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে  
দেবী বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনঃ শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

বোল এক বোলো রাধা স্বর্ণ আন্ধারে ।  
খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে ॥ ১ ॥  
নীল কুটিল শোভে চিকুরে ।  
প্রভাত আদিত শিখে সিন্দুরে ॥ ২ ॥  
জহি কামধেনু নয়ন বাণে ।  
নাসিকা গালিক যন্ত্র সমানে ॥ ৩ ॥  
মুখকমল আতি শোভা করে ।  
বন্ধুলী জিগীষা আধর তোরে ॥ ৪ ॥  
মাণিক জিগীষা দশন তোরে ।  
তা দেখি দাড়িমফল বিদরে ॥ ৫ ॥  
কষু সম তোর শোভাএ গলে ।  
কুচযুগ রাধা ঘোড় ক্রীড়লে ॥ ৬ ॥  
বাহু মুণাল কর উতপলে ।  
আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে ॥ ৭ ॥  
সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী ।  
উরুযুগ শোভে রামকদলী ॥ ৮ ॥  
রাতা উতপল তোর দুই চরণে ।  
রাজহংস [৩২১] জিগী তোর গমনে ॥ ৯ ॥

হেন<sup>১</sup> রূপ তোন্ধার বোবনে ।  
নিফল করহ কমণ কারণে ॥ ১০ ॥  
সরস হাসিখা বোল বচন ।  
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১১ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিগীর কৃষ্ণবচনঃ রাধিকামিহী সত্যী ।  
বেশমানতরুন্তরী জগাদ জরতীমিদং ॥  
সব গোপ যার মান ধরে ।  
সে কেহে পরার নারী হরে ॥  
নিজ পতি আছে মোর ঘরে ।  
তার হাথে কারাক্রি' পাছে মরে ॥ ১ ॥  
নিষধ নিষধ বনমালী ।  
পাছে মোরে না দিহলি গালী ॥ ২ ॥  
যে বচন বুলে চক্রপাণী ।  
সে বচন কানে নাহি শুণী ॥  
তিন লোক থাখা মাহাদাণী ।  
স্বধন না মানে মাউলানী ॥ ৩ ॥  
স্বত ছুখে সজাখা পসার ।  
বিকি জাইএ যমুনার পার ॥  
হেন হএ বড়ার বেভারে ।  
মাউলানীক পাইল বাণিজ্যারে ॥ ৪ ॥  
কার পান চুন নাহি খাঠ ।  
কাহারো পাস নাহি জাঠ ॥  
এতু কারাক্রি' মোর পতিআশে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

রাধায়া বচনঃ শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ [৩২২] সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥  
স্বর্ণ ল স্বন্দরি রাধা বচন আন্ধার ।  
নহলী বোবনে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥

তোক্ষার যৌবন রাধা কুণিগের ধন ।  
 পোটলি বান্ধিয়া রাধা নহলী যৌবন ॥ ১ ॥  
 বিলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুণ ।  
 যাবত যৌবনে রাধা নাহি লাগে যুগ ॥ ৫ ॥  
 আশু জাশু মুহুরিল ভরে নোআইল ডাল ।  
 নহলী যৌবন রাধিবি কত কাল ॥  
 কোণ বিশ্বকর্ষে নিখিল দুই তন ।  
 আছ যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন ॥ ২ ॥  
 হেনস যৌবন রাধা সব আলপাউ ।  
 যৌবন গড়িলে তোর তহু হৈবে লাউ ॥  
 তোক্ষার যৌবন রাধে পাণির কোটা ।  
 চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোটা ॥ ৩ ॥  
 এ তীন ভুবনে রাধা তোক্ষা কৈলোঁ সার ॥  
 মনে পরিভাবি দেহ সরস শৃঙ্গার ॥  
 নহলী যৌবনে রাধা দেহ আলিঙ্গন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দুর্কবার কংস নরপতী ।  
 এহা জাগী ছাড়হ বিমতী ॥  
 যবে তোরের মারিহে পরাণে ।  
 তবৈ তোক রাধিবি কোণ জনে ॥ ১ ॥  
 ছাড়[৩৩১]হ আক্ষার থান ।  
 আবিচারে হারায়িবি পরাণ ॥ ৫ ॥  
 হইএ আইহন' গোআলী ।  
 যবে বল করে বনমালী ॥  
 রাজা আগৈ করিবে গোহারী ।  
 তবৈ তোক লখী যাবে ধরী ॥ ২ ॥  
 হুঁহা কাহু বড়ার পো ।  
 ভাল কাম না করসি তৌ ॥ ৪ ॥  
 মতিমো[৫]ষ মোকে কর বল ।  
 তুজিবি তৌ লিখিত ফল ॥ ৩ ॥

না শুণিলি পুরাণ কথা ।  
 না জাগসি ধরমবেবথা ॥  
 দান সাহ পরনারী আশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

পরশর নামে ঋষি আছিল বিশাল ।  
 তীন ভুবনে জানী তপস্তা যাহার ॥  
 জলমাঝে মীনকণ্যা করিল গমন ।  
 তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥ ১ ॥  
 তোক্ষার বচন রাধা সবই আতত ।  
 পরদারে পাপ নাহি মুনীর সমত ॥ ৫ ॥  
 পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী ।  
 পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকে জাগী ॥  
 রজা আদি বেষ্ঠাক রমস্তি ত্রিদশে ।  
 হেন সব কণ্যা কেহে স্বরপুরে বসে' ॥ ২ ॥  
 ত্রিপথগামিনী'গঙ্গা হরৈ শিরে ধরে ।  
 হেন গঙ্গা রমিল শান্তনু নাম নরে ॥  
 [৩৩২]নারীর সন্তোগে রাধা যদি পাপ বসে ।  
 এ তীন ভুবনে কেহে সে গঙ্গা পরসে ॥ ৩ ॥  
 নিজ পরনারী দোষ নাহিক সংসারে ।  
 যত সতীপণ সব মিছা জান তারে ॥  
 এহা জাগী একমনে পুর মোর আশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ বচনঃ ঋষা রাধিকাধিমতী সতী ।  
 বেপমানতহুস্তরী জগদ জরতীমিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে ।  
 আত্মাপিহো অপবশ তার পরচরে ॥

কপাটে আহল্যাক রমিল স্বরবরে ।  
 সহশ্রেক ধোনি ভৈল তার কলেবরে ॥ ১ ॥  
 হেন অদভূত কথা শুণ ল বড়ায়ি ।  
 পরদারে পাপ নাহি বোলন্তি কাহাঞি ॥ ৫ ॥  
 হৃন্দ উপহৃন্দ আছিল দুই ভাই ।  
 তিলোত্তমা হেতু দুই ময়িলা এক ঠাই ॥  
 হৃন্ত নিহৃন্ত দুই আঁহর আছিল ।  
 পার্শ্বতীর কারণে দুই জন মৈলা ॥ ২ ॥  
 চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ ।  
 তেহে সে মজিষ্ঠা গেল শীতার কারণ ॥  
 এহা জাগী কাহাঞি ক নিষধ বড়ায়ি ।  
 [৩৪১১]কেহে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই ॥ ৩ ॥  
 বোলহ বড়ায়ি কাহ মনে পরিভাউ ।  
 আপণে আপণা চিহ্নি আঁ ঘর আউ ॥  
 আঁকা সনে হেন তেজু পরিহাস ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনঃ শ্রুত্বা জরত্যা প্রত্টিপাদিতং ।  
 জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সত্বেকা রাধিকামিদং ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

নীল জলদ সম কুন্তলভারা ।  
 বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥ ১ ॥  
 শিশিত<sup>১</sup> শোভে তোর কামসিন্ধুর ।  
 প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল স্বর<sup>২</sup> ॥  
 ললাটে তিলক যেহ নব শশিকলা ।  
 কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা ॥ ৩ ॥  
 নাসা তিলফুল তোর আতী আস্থপামা ।  
 গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা ॥ ৪ ॥  
 নয়নযুগল শোভে যেহে<sup>৩</sup> ধঞ্জন ।  
 ঈসত কটাক্ষে মোহে মূনিমনে ॥ ৫ ॥

১ শিশিত<sup>১</sup> পর সিন্ধুর<sup>১</sup> লেখা ও কাটা ।

২ পুথিতে পুয়া ।

বিষফল জিনী তোর আধরের কলা ।  
 মাণিক জিগিষ্ঠা তোর দশন উজ্জলা ॥ ৬ ॥  
 কণ্ঠ কদম্ব কূচ কোকযুগলা ।  
 বাহ যুগল কর রাতি উতপলা ॥ ৭ ॥  
 কনকচম্পা[৩৪১২]ক সম শোভে কলেবরা ।  
 মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্কতকুহরা ॥ ৮ ॥  
 নাভি গভীর তোর প্রেরাগ উপামা ।  
 উকযুগ রামকদলীতরুমা ॥ ৯ ॥  
 মম্বর গমনে হাসি ভাগিবার ডরে ।  
 তা দেখিষ্ঠা বনবাস লৈল করীবরে ॥ ১০ ॥  
 অমরপুরত নাহি হএ হেন রামা ।  
 বিধি কৈল জন্মে কনকপ্রতিমা ॥ ১১ ॥  
 দেবাহরেন মৌহাদধি মথিল তৌক্ষারে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ<sup>১</sup> ॥

বোল কলা সংপূর্ণ চন্দ্রবদন ।  
 বেকত আয়ুত তোর মধুর বচন ॥  
 কাঁচ কনয়া যেহ দেহের বরণ ।  
 কণ্ঠ কদম্ব মণিগণ শোভএ দশন ॥ ১ ॥  
 হৃন্দরি রাধা ল সুরূপ বোল মোরে ।  
 দেবাহর মৌহাদধি মথিল কি তোরে ॥ ৫ ॥  
 কুণ্ডলে আদিত্য যেহ রবির সংঘাত ।  
 গজরাজগতি পরিমল পারিজাত ॥  
 স্বরঞ্জন মোহে পুরঞ্জন নাহি রাখ ।  
 কালকূট বিষহরি জাণল কটাক্ষ ॥ ২ ॥  
 স্বররাজগজকুন্ত কুচযুগল ।  
 তেলানী গভীর নাভি লাষণ জল ॥  
 অমূল মণি নুপুর বাজের গমনে ।  
 তাক স্বর্ণী[৩৪১১]মোহো পাএ এ তীন ভুবনে ॥ ৩ ॥  
 সকলগুণসংপূর্ণী রাধা চন্দ্রাবলী ।  
 তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥

১ তোলা পাঠ ।

রস হাস পরিহাসে তোষক কাহাঞি ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

জীবর আস্তরে কাহাঞি হৈলা মাহাদানী ।  
দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাধানী ॥  
সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে ।  
কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে ॥ ১ ॥  
ছাড়হ বিবুধি কাহাঞি স্বর্ণ মোর বোল ।  
দধি দুধ নঠ মোর আর সূত বোল ॥ ২ ॥  
কালী তোর মুখে দিল ঘশোদাঞ তনে ।  
আজি দানী হজ্ঞা মোরে মান্ন মাহাদানে ॥  
হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে ।  
তোক্ষার মুখত কাহাঞি নাহি কিছু লাজে ॥ ২ ॥  
এ বার বরষ মোর তের নাহি পূরে ।  
এহা দেখি রসত মন কর দূরে ॥  
রূপস শরীর মোর কিছু নাহি কাজ ।  
কেতকী কুহুম যেন ধূলীএ সাজ ॥ ৩ ॥  
গোআল জাতী আন্ধে জাইএ দধি বিকে ।  
কাজ বিগি কাহাঞি রহাঅসি কিকে ॥  
ঘুচাহ কচা[৩৫।২]ল কাহাঞি তেজ মোর আশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

আল রাধা  
সর্বান্ধে স্থন্দরি তোএ দেব মুরারী মোএ  
তোর মোর উচিত সে নেহা ।

আল রাধা  
তোক্ষাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবাগণ  
ইথে কিছু নাহি ক সন্দেহা ॥ ১ ॥

আল রাধা  
না পরিহর স্থন্দর কাহাঞি ।  
সবকলাসংপূনী তৌ রাহী ॥ ২ ॥

ভোর' নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী  
ভোর মোর শোভএ মীলনে ।  
কাহাঞি পাইবি বড় পুনে এহা পরিভাব মনে  
কেহে তেজ হাথের রতনে ॥ ২ ॥  
কদমতলের খিতী ভোর মোর হৈব রতী  
এহা ভাল জাণে দেবলোকে ।  
এবে তোন্ধে আকারণে তেজ মোর বচনে  
পাছে পাইবে বিরহ শোকে ॥ ৩ ॥  
তোন্ধে পহুমিনী জাতী তোক্ষার আইহন পতি  
নপুংসক সেহো কংসদাসে ।  
নহে তোর পতি যোগ আন্ধা সমে ভুঞ্জ ভোগ  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাজা বড় খরতর নাহি শুণ কথা ।  
লঘু [৩৬।১] নটক পাইলে কাটে তার মাথা ॥  
গোচরিতা ফল করাইবো জেন জাগী ।  
তোন্ধেত ভাঙ্গিনা কারু আন্ধেত মাউলানী ॥ ১ ॥  
আন্ধে নাগরি গোআলী বড়ায়ি চৌহালীনী ।  
কেহে না চিকুসি আন্ধা আইহনের রাণী ॥ ২ ॥  
হাথে তুলী লৈল কাহাঞি স্ববল্লের বাণী ।  
আন্ধাক দেখিতা তোন্ধে আধিক রূপসী ॥  
দেখিতে সি পাইএ কাহাঞি ভঙ্কিতে না পাই ।  
লাভে কিল বাড়ী খাই বাঞ্চিল জাই ॥ ২ ॥  
এভো স্থন্দর কাহাঞি না কর বেআজ্ঞ ॥  
দধি লজা যাইবো মোএ মধুরার রাজ ॥  
আপণা চিনহ কাহাঞি ছাড় মোর আশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

বিলেশয়বিবদ্বিষদ্বিষমরাগরাগাবলী-  
শিখিজলিতমানসো নিসরসো বশগোহমি তে ।  
ততো বিতর রাধিকৈধরস্বধাং মদ্রি ক্রতং  
ভূতস্বথে স্বধাং মম স্বথেতরবধৈরিণি ॥

১ ভোর' পর মোর' লেখা ও কাটা ।  
২ বেআজ্ঞ, বে' তোলাপাড়ে ।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লগনী ॥

কপূরবাসিত রাধা খাজার তাহুল ।  
চুটুক কাম আনল দেহ চুম কোল ॥ ১ ॥  
কোণ পুরাণে কাহু হেন [৩৬।২] গণিলী কাহিগী ।  
তোন্ধে ভাগিনা কাহাঞি আন্ধেত মাউলানী ॥ ২ ॥  
মাউলানী মাউলানী রাধা ঘোসসি তুণ্ডে ।  
মোর পাঁচশরতাপ পড়ু তোর মুণ্ডে ॥ ৩ ॥  
কথা না বসসি কাহাঞি কথা তোর ঘর ।  
মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর ॥ ৪ ॥  
কি করিতে পারে তোর সে না কংস রাখ ।  
দৈবকীনন্দন কাহু কাখে না উরাখ ॥ ৫ ॥  
আন্ধাকে বল কৈলে তোর নাহি কিছু ফল ।  
মাকড়ের হাথে বেকু নুনা নারীকল ॥ ৬ ॥  
ভাও ভাগিবৌ রাধা থাইবৌ দবী ।  
আঞ্চলে ধরিবৌ মোর না জাগসি শুধী ॥ ৭ ॥  
আঞ্চলত না ধরহ শূণ অবুধ ।  
সমুচিত ফল পাইবৈ নঠ হৈলে দুখ ॥ ৮ ॥  
ভুজয়গে বান্ধী রাধা দশনদংশনে ।  
মোর সমুচিত ফল কর রুষ্টমণে ॥ ৯ ॥  
নাগরালী তেজ কাহাঞি নেবারহ মন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১০ ॥

মুখা রাধা বাধাং জরতি কুরুতে প্রাণপুরুষাং  
কৃষা হস্তা। রোষব্যসনরসিকশ্রাপি মম কিম্ ।  
স্বধাসারাদারন্তন[৩৭।১]কনককুন্তপ্রণয়িনঃ  
রসাবেশাদেশা জনরতি বধা মাং কুরু তথা ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মুখ কমলে আতি শোভা করে  
খঞ্জননয়ন দুই ।  
ক্রহি কাল শাপ • যুগল তাহাত  
শোভএ নিচল হোই ॥  
আন যদি দেখে রাজপদ পাএ  
নানা উপভোগে নহে ।

আছু রাজপদ দূর বড়ারি  
জীবন মোর সন্দেহে ॥ ১ ॥  
হাথ যোড় করিআ ডকতি করৌ  
জীউ দান দেহ বড়ারি ।  
বোল রাধারে মাহু স্বরতী  
তবেসি জীএ কাহাঞি ॥ ২ ॥  
মাণিক জিনিআ দশনহুতী  
গীএ সাতেসরী হারে ।  
কর কমল বাহু যুগল  
হেমঘট পয়োভারে ॥  
নাভী তার নদ ঘাট জিবলী  
ঘন জঘন পুলিনে ।  
উচিত তাহাত কলহংস সম  
রএ কনক রসনে ॥ ২ ॥  
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন  
রোমাবলী কিরিপানে ।  
আতি আদভূত বিনি ঘাএ হাণী  
বিকল কৈল পরাণে ॥  
ভিতরে অনঙ্গ আনল জলে  
বাহিরে কেহো নাহি আণে ।  
এহাত আন্ধার নাহি ক নিস্তার  
কহিলৌ তোর চরণে ॥ ৩ ॥  
উরুযুগ শোভে রামকদ[৩৭।২]লী  
থলকমল চরণে ।  
রাজহংস জিনিআ আতি  
রাধার মধুর গমনে ॥  
পৃথিবীত আন্ধে আবতার কৈল  
তার স্বরতীর আশে ।  
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ বচনং শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
অখাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥  
 কাহ্নাক্রিঁর বোল স্বগী তোন্ধার মুখে ।  
 হৃদয় কাম্পএ মোর আতি বড় দুখে ॥  
 এহা পথে যদি কাহ্নাক্রিঁ লৈল মাহাদাণ ।  
 দান এড়ি কেহু করে রূপের বাধান ॥ ১ ॥  
 আতিবড় দুঃস্বদয় বনমালী ।  
 তোন্ধাখো বড়ায়ি মোর হের পুটাজলী ॥ ধ্রু ॥  
 কাহ্নাক্রিঁর বোলে কেহু পাতসি কানে ।  
 কেহু বা তাহার বোল কহ মোর থানে ॥  
 তোন্ধা নিয়োজিল সান্নড়ী আন্ধা রাধিবারে ।  
 তাহাত উচিত হএ হেনসি বেভারে ॥ ২ ॥  
 রাখোআল কাহ্নাক্রিঁ সে বড় আছিদর ।  
 তাহার বোলত কেহু তোন্ধার আদর ॥  
 তোন্ধাত আছএ যবে রতি পতিআস ।  
 আগণেই চল তবে কাহ্নাক্রিঁর পাশ ॥ ৩ ॥  
 এভোহো [৩৮।১] চিন্তহ যবে আন্ধার হিত ।  
 কাহ্নের বচনে তবে না দিহ চীত ॥  
 মৌন করিআ দুহে থাকি এক পাশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইত্যুক্ত্য রাধিকা মৌনমাস্ত্রয় চিরমেকতঃ ।  
 চকার বসতিং নম্রবদনা বৃদ্ধয়া সহ ॥  
 অথ পঞ্চশরক্ষুরমনাঃ কৃষ্ণো মুনিত্রতঃ ।  
 রাধয়াসৌকৃতঃ মধ্যা রভসাদিদমাহ তাম ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে  
 কুয়িলী সে নন্দনবনে ।  
 একে একে সখিজ্ঞান সন্ধাক বোলাইলো  
 না পাইলো তোন্ধার বচনে ॥ ১ ॥  
 বালি বাইবে ল আন্ধা উপেক্ষিআ ।  
 এড়িতে না ফুরে মন যৌবন দেবিআ ॥ ধ্রু ॥  
 সোনার কচুআ ছুটি মাণিকে পুরাআ ।  
 নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআ ॥

আন্ধা ভাঙী লঙ্কা যাহ আমূল ভাঙার ।  
 কাঞ্চলী ঘুচাআ লৈবো তাহার বিচার ॥ ২ ॥  
 সঙ্গুন পুনমীচাদ তোন্ধার বদন ।  
 কাঞ্চ হলদি যেন তোন্ধার বরণ ॥  
 আকাইলেক কেশ তোর মুঠিএক মাঞ্চা ।  
 তোর রূপে মোহো গেলা ত্রিদশের রাজা ॥ ৩ ॥  
 তোর মুখে দেখি রাধা [৩৮।২] খাগিএক হাস ।  
 দেখো দশনের যুতী চন্দ্র পরকাশ ॥  
 ছাড়হ বিমতী রাধা দেহ আলিঙ্গন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআ ।  
 গন্ধাজলে পৈস গলে কলসি বাকিআ ॥  
 হেন যদি কর কাহ্নাক্রিঁ আন্ধার বচনে ।  
 তবে তোর হএ পাপ সাংগের মোচনে ॥ ১ ॥  
 বিচারিআ চাহ কাহ্নাক্রিঁ আগম পুরাণে ।  
 কত পাপ হএ কৈলৈ পরদার মনে ॥ ধ্রু ॥  
 তোর ছই উরু রাধা ভৈরবপতনে ।  
 নিকটে থাকিতে দূর জাইবো কি কারণে ॥  
 তোর দুই কুচকুন্ত বাকি নিজ গলে ।  
 বোল রাধা পৈসো মো লাংগ্যগন্ধাজলে ॥ ২ ॥  
 স্নন স্ববদনী রাধা আইহনের রাগী ।  
 পাপের খণ্ডনব্রী আন্ধে ভালে জাগী ॥ ধ্রু ॥  
 কিছ না বুঝসি কাহ্নাক্রিঁ ধরম বেবখা ।  
 আন বলিতে আন পাতসি কথা ॥  
 বুঝিল কাহ্নাক্রিঁ বুঝিল তোন্ধার মন ।  
 তোন্ধা হেন পৃথিবীত নাহি ক টেটন ॥ ৩ ॥  
 বিরোধ না কর কাহ্নাক্রিঁ জাইতে দেহ ঘর ।  
 বিহাণ আইলাহো ভৈল তিঅজ পহর ॥ ধ্রু ॥  
 আন্ধার বচন রাধা স্নন পরমান ।  
 বিগি রতি পাই [৩৯।১]লৈ তোক না এড়িবে কাহ্ন ॥

১ পৃথিতে বিচার্য ।

২ ভালো তোলা পাঠে ।

এজা জাগী বৈশ রাধা আন্ধার পাশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥  
আন্ধার পাশক রাধা আইস সত্বরে ।  
নহেত বান্ধিয়া থুইবো দানের আস্তরে ॥ ৫ ॥

মল্লারবাগ: ॥ রূপক: ॥ লগনী ॥

এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর ।  
পথে মাহাদাগী থুইল হেন আছিদর ॥ ১ ॥  
কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী ।  
আপণে স্বণ ল বোল রাধা ল' গোআলী ॥ ২ ॥  
মোর দধি ঘুতে কেহু তোন্ধে মাহাদাগী ।  
তোন্ধে ভাগিনা কাহাঞি আন্ধেত মাউলানী ॥ ৩ ॥  
বাটে হাটে ঘাটে কাহাঞি'র দান বটে ।  
ভাও মাথে বোল পন কড়াহো নাহি টুটে ॥ ৪ ॥  
সবৈ বোল পোণ লেহ' দধির পসারে ।  
মিছাই বগড় কর কাহাঞি' গোআরে ॥ ৫ ॥  
পুরুষ জনমে কৈল জলধি মথানে ।  
তোন্ধে লক্ষ্মী রাধা এবে আন্ধে হরি কাহে ॥ ৬ ॥  
সকল পুরুষকথা মিছা কহ তোন্ধে ।  
কথা কাহু হরি তোন্ধে কথা লক্ষ্মী আন্ধে ॥ ৭ ॥  
তোন্ধেত না জাগ রাধা আন্ধার মায়া ।  
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আন্ধার এক কায়া [৩৯।২] ৮  
রাখোআল হাঁরা বোল জগতনিবাস ।  
হুগিয়া করিব তোরে লোক উপহাস ॥ ৯ ॥  
বিগি দান পাইলৈ আজি না এড়িবো তোরে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

মল্লারবাগ: ॥ একতালী ॥

ঘুত দধি নঠ কইলি আরেরে কাহাঞি' ল  
আধল কৈলী বোল দহী ।  
কি আবে কাহু ।

পুণ্ডের স্কন্ধ পশ্চিমে আখ জাএ ল ।

১ বোল রাধা ল', বোল' ও ল' তোলা পাঠে ।

২ পুণ্ডিতে দেহ' ।

এড়ি জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥  
জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ল ।  
দানছলে রোদ্ধসি বাটে ॥ ২ ॥  
গোপীজন সঙ্গে আন্ধে ছছন্দে বুলিলো ল  
বিকে' জাও মথুরার হাট ।  
মো কেহু জাগিবো কাহাঞি' পথে মাহাদাগী ল  
কাল ভৈল যমুনার বাট ॥ ২ ॥  
ধর্মের কাহাঞি' তোন্ধে ধর্ম মাহাদাগী ল  
ধর্ম ছাড়ী কেহু হেন করী ।  
চারি পাশ চাহৌ যেন বনের হরিণী ল  
নিজ মাংসে জগতের বৈরী ॥ ৩ ॥  
সব সলি লাগে মোর কান্দে কুণ্ডল ল  
বৈরি ভৈল পরিধান বাস ।  
বাসলীচরণ শিরে বান্ধিয়া ল  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

মল্লারবাগ: ॥ রূপকং ॥

পএর মগর [৪০।১] খাডু মাথে ঘোড়া চলে ।  
চাচরী খেলাও মোএ যমুনার কূলে ॥  
খেড়ী খেলাইএ আন্ধে নান্দের ঘরে ।  
নিন্দ না জাএ কংস রাঅ মোর ডরে ॥ ১ ॥  
কিকে রাধা আজি তোন্ধে মথুরাক জাইবো ।  
স্বরত সংভোগে রাধা বুল্কাবন পাইবো ॥ ২ ॥  
কণআ সদুশ রাধা তোন্ধার গাঅ ।  
হংসগমনে রাধা বাঢ়াসি পাঅ ॥  
আতি কঠিন কূচ তোব মাঝা থিনী দেহা' ।  
হেন রূপ যৌবনে না' পাতসি নেহা' ॥ ২ ॥  
না কর সন্দেরি রাধা আন জগাল ।  
আমিয়া বরিষে তোব নয়ন বিশাল ॥

১ পুণ্ডিতে বিকো' ।

২ 'ভাতি কটনী কূচ মাঝা মাঝা থিনী দেহা'; কটনী, ন'র ইয়ার  
ও ১ম মাঝা কাটা এবং মাঝা হলে তোলা পাঠে জোর ।

৩ না' তোলা পাঠে ।



যোঁপাত লুলয়ে তোর দোলনের মাল ।  
 এতেকৈ ভুঞ্জিটে রতি তোর এহি কাল ॥ ৩ ॥  
 বিশ্বকল জিগী তোর আধরের কাস্তী ।  
 মুকুতাসদৃশ তোর দশনের যুতী ॥  
 তোহোর যৌবনে মোর মজি গেল মন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

নিপীর কৃষ্ণবচনঃ রাধিকামিমতী সতী ।  
 বেগমানতমুত্তরী জগাদ জরতীমিদং ॥

ভাটিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

স্বত দখি দুখৈ পসার সজাআ  
 পিঙ্কিলৌ পাটের সাড়ী ।  
 [৪০।২] খোম্পাত উপর গুজরে ভ্রমর  
 তাহাত কাহের ধাড়ী ॥ ১ ॥  
 কান্দে গোআলিনী পাগলি হুঁআ  
 কি লজা জাইবৌ ঘরে ।  
 দখি পসারে কারু মাহাদাগী  
 কংসক না করে ভরে ॥ ৫ ॥  
 কদম তলাত বসিআ কাহাঞি  
 নাকে মুখে বাঁশী বাএ ।  
 দখি খাএ কাহাঞি আর ভাও ভাঁগে  
 বলে আলিঙ্গন চাহে ॥ ২ ॥  
 নাকড়ি তলাত বসিআ কাহাঞি  
 বলে কাটী খাএ খীরে ।  
 জখন দেখৌ মো কাল কাহাঞি  
 ডরৈ চিত নহে খীরে ॥ ৩ ॥  
 পাপে মন দিআ নটক কাহাঞি  
 গোকুল কুল বিনাশে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ঋধারা বচনঃ কৃষ্ণা জরত্যা প্রতিপাদিতঃ ।  
 জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল  
 না ছান্দো না বাঙ্কো গাই ।  
 ছান্দের দড়ী সবই হারাইলৌ  
 বাছার উদ্দেশ নাহি ॥ [১] ॥  
 সব খন গোঠ উদাও বুলে  
 তোর ভাবে কাহাঞি ॥  
 কেহো বোলে মার কেহো বোলে ধর  
 যার বাড়ী জাএ গাই ॥ ৫ ॥  
 রাধে ল

( ইহার পর ৪১এর পাতা নাই )

[৪২।১] বাসলী শিরে বন্দি গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনঃ রাধিকামিমতী সতী ।  
 বেগমানতমুত্তরী জগাদ জরতীমিদং ॥

পাখি জাতি নহৌ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ ।  
 যথা সে কাহাঞির মুখ দেখিতে না পাওঁ ॥  
 হেন মন করে বিষ খাআ মরি জাওঁ ।  
 মেদনী বিদার দেউ পসিআ লুকাওঁ ॥ ১ ॥  
 সন্ধপে মরিবৌ তবে শুগহ বড়ায়ি ।  
 পছে বল করে যবৈ আবাল কাহাঞি ॥ ৫ ॥  
 দখি খাএ ভাও ভাঁগে ছুখে দেয়ি পাণী ।  
 সমুদ্র না মানে সে ভাগিনা মাউলানী ॥  
 তিন লোক খাআ বোলে আন্ধার গোআলী ।  
 জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমালী ॥ ২ ॥  
 শিশু হেন দেখি কারু বড় কাজ করে ।  
 এড় এড় বুলিতে আধিকৈ করে ধরে ॥

তার বোল বুলিতে সব গাঅ বিষ জলে ।  
নান্দো যশোদার পোঅ পছে বল করে ॥ ৩ ॥  
আতি বড় দুষ্কজন বাটত কারু ।  
বার বরিসেব মোকে যোগে মাহাদান ॥  
দাণ ঘাটের কারু এত পতিআশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহুয়াগ[৪২।২]: ॥ রূপক ॥ লগনী ॥

হন ল হুন্দরি রাধা পহত কৈলৌ বিরোধা  
তোক বৈরী আবাল গোপালে ।  
মোএ গদা হাথে ধরৌ আজি দাপ চুর করৌ  
দেহ দান না কর কচালে ॥ ১ ॥  
আন্ধে আইহনগোআলী সব গুণে আগলী  
শিশু মুখে পরবত টালী ।  
তোরে বোলৌ বনমালী বাপে মাএ দিবৌ গালী  
পহ ছাড় ভৈল এত বেলী ॥ ২ ॥  
আন্ধা শিশু না দেখিহ হুণ ল হুন্দরি রাধা  
আন্ধে কলি ত্রিদেশ ঈশরে ।  
হুন্দরি সরুপে শুন বজর কত পরমান  
তার ঘাএ পরবত চুরে ॥ ৩ ॥  
হাথে মোহারী বাঁশী গোআল গোঠ রাখসি  
পছে বসী সাহ মাহাদানে ।  
কতেক করসি দাপ সহিতে নারিবি চাপ  
বিলম্ব করহ কি কারণে ॥ ৪ ॥  
পামরী ছেনারি নারী হুয়া বড় আছিদরী  
আসহন বোলহ সকলে ।  
তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে  
দান লৈবৌ ধরিয়া আকলে ॥ ৫ ॥  
রাজা বড় দুষ্কবার • আইহন ধুরের ধার  
কিকে কাহাঞি করহ কচালে ।  
ঘরত বুলিবৌ ঘবে লঘুতা পাইবৌ তবে  
পাছে দো[৪৩।১]ব না সিহ আন্ধারে ॥ ৬ ॥

হুণ রাহি হুন্দরি ঘাঝৌ ঘবে নহ তিরী  
বাটে দান তোন্ধার না ছাড়ৌ ।  
তোর রাজা কংসাস্বর তার দাপ করৌ চুর  
আন কোন বির সমে ভিড়ৌ ॥ ৭ ॥  
বগড় না কর পথে বোড় হাথ করি বোলৌ  
সমুচিত নেহ মোর দানে ।  
তোর পরসাদে জাও আন পাণী নাহি খাও  
সাঁঝ ভৈল আইলৌ বিহানে ॥ ৮ ॥  
না লইবৌ তোর দান মোর বোল পরমান  
দেহ মোরে কুচের পাশে ।  
বাসলীচরণ শিরে বন্দীয়া  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

কোড়ারাগ: ॥ রূপক ॥

উনমত নহ কাহাঞি মন কর থীর ।  
মোর পাশ নাহি জাএ আইহন বীর ॥  
বলৈ চুম যদি দিবৈ দশনের ঘাত ।  
তবে কোণ ছলৈ ঘর জাইবৌ গোপীনাথ ॥ ১ ॥  
প্রণাম করিয়া বোলৌ দেব গদাধর ।  
একবার দয়া করী আন্ধা পরিহর ॥ ২ ॥  
কেহে হেন কহ হুয়া গোআল জাতী ।  
পরনারীকে কেহে করহ আরতী ॥  
নান্দ গোপ হুণিলে হৈবের কোণ গজী ।  
মণে পরিভাবি কাহাঞি তেজহ বিমতী [৪৩।২] ॥ ২ ॥  
দানের আন্তরে কাহাঞি নেহ মৃতীমহার ।  
নাহি বাবৌ কাহাঞি মথুরাক আরবার ॥  
ঘৃত দুধ নঠ মোর সকল পসার ।  
সাহুড়ী ননন্দ মোর আতি দুষ্কবার ॥ ৩ ॥  
প্রথম বএসে যৌ রাখিকা গোআলী ।  
না জানৌ স্বরতি ভাব হুণ বনমালী ॥  
এড়হ বাগড় কাহাঞি জাইতে দেহ ঘর ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

ধাতুধীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

ত্রিদেশের নাথ আন্ধে কাহাঞি ॥ ল । আল রাধে ।  
খোজিলে আন্ধা পাইবৈ নাহি ॥  
বড় আশে আইলো তোর ঠাই ।  
পাইল নিধি কে না বিহড়ায়ি ॥ ১ ॥  
বারেক রাখহ জীবনে ।  
তোরে দিবো আমুল রতনে ॥ ২ ॥  
যাবত ঘোবন কালে ।  
তাবত সরস শৃঙ্গারে ॥  
এবে মোর মনে হউ সুখ ।  
বিকল্প কমল তোর মুখ ॥ ২ ॥  
চাহ মোরে আড় করী দীটে ।  
কোণ দোষে দিখ্য যাহ পীঠে ॥  
এবে দেব কাহু গদাধরে ।  
কামসাগরে কর পারে ॥ ৩ ॥  
কেলি করি জাই বৃন্দাবনে ।  
দেহ মোরে সরস বচনে ॥  
কাহাঞিক না কর নিরাসে ।  
গাইল বড় চণ্ডী[৪৪।১]দাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ জয়জয় ॥

কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহু ।  
বাটে বাটোআড়ী করী সাহে মাহাদাণ ॥ ১ ॥  
আন্ধা না চিহ্নসি তোএ মৃগধী গোআলী ।  
শঙ্খ চক্র আন্ধে গদা শারঙ্গ ধরী ॥ ২ ॥  
রাখোআল কাহাঞি বোলসি দেব হরী ।  
না জাণো কংস হুণিলে এহাএ মরী ॥ ৩ ॥  
প্রাণে মারিবো কংসাস্বর মোএ হেলে ।  
দান লইবো তোক মো ধরিবো বলে ॥ ৪ ॥  
বোল শত গোআলিনী জাইএ যিকে হাটে ।  
মাণ্ডকিলে কিলানী মারিবো তোন্ধা বাটে ॥ ৫ ॥  
ছাওআল না দেখ মোরৈ মাথে ঘোড়া চূলে ।  
মুণ্ডে মুণ্ডে ডুসানী মারিবো তোন্ধা হেলে ॥ ৬ ॥

তোন্ধার বিরত কাহাঞি তিরীর উপর ।  
এতেকে পাইল তোন্ধে মহত বিধর ॥ ৭ ॥  
তেজ আল জঙ্ঘাল রাধা দেহ মোরে দান ।  
বিণী দানে না এড়িব আজি তোন্ধা কাহু ॥ ৮ ॥  
পথ বিরোধ না কর নান্দের নন্দন ।  
দয়া কর মোরে হের ধরো চরণ ॥ ৯ ॥  
স্বরতি মানিনী রাধা জাহা [৪৪।২] নিজ ঘর ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

নিপীর কৃষ্ণবচনঃ রাধিকাদিমতী সত্যী ।  
বেগমানতত্ত্বস্তরী জগাদ জরতীমিনঃ ১

ধাতুধীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুকবারে ।  
কোণ ছলৈ জাইবো ঘর নহো সতন্তরে ॥  
শ্রীকৃষ্ণদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী ।  
বোলহ বড়ায়ি এবে কোণ বুধী করী ॥ ১ ॥  
প্রাণ লখ্য ঝেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি ।  
সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহাঞি ॥ ২ ॥  
হার কানন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান ।  
হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ ॥  
চুষন দিবারে চাহে বদনকমলে ।  
আলিঙ্গন চাহে কাহাঞি বিরহের জরে ॥ ৩ ॥  
কাহাকে বলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি ।  
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহাঞি ॥  
মোএ শিশুমতী বড়ায়ি করো কোণ বুধী ।  
শুণিআ বা কি বলিবে সামী গুণনিধী ॥ ৪ ॥  
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে ।  
মাঙ্গে স্বরতি দান সান দেই মাথে ॥  
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুহৃদন ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৫ ॥  
রাধায়া বচনঃ শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
জগাদ [৪৫।১] চতুরঃ কৃষ্ণঃ সত্বকো রাধিকামিনঃ ২

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেবের দেব আক্ষে ত্রীবনমালী ।  
 দুখে গেল চিরকাল স্থগ ল গোআলী ॥  
 এবে স্থখ ভুঞ্জিতে মোর গেল মন ।  
 পালাউ জরমদুখ দেহ আলিঙ্গন ॥ ১ ॥  
 না চিহ্নিল আল রাখা না শুণিল বাত ।  
 গোকুলত মাহাদাগী শ্রীজগন্নাথ ॥ ৫ ॥  
 শঙ্খ চক্র গদা আক্ষে শারঙ্গ ধরী ।  
 আক্ষা না চিহ্নিল রাখা মুগধী গোআলী ॥  
 কোপে শচীপতি যবে বরিষএ ধারী ।  
 গোকুল রাখিল আক্ষে করে গিরী ধরী ॥ ২ ॥  
 শজু সব বান্ধি খোঁপা পাটোল পত্ৰিষ্ঠা ।  
 বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিষ্ঠা ॥  
 বিধিএ গঢ়িল রাখা তোর দুই তন ।  
 তা দেখিষ্ঠা ভোলে পড়িলা জনার্দন ॥ ৩ ॥  
 বারে বারে গোআলিনী দধি বিকে যাহা ।  
 দান ভান্ধিষ্ঠা মোর নিতেই পালাহা ॥  
 ছাড়িব দান রাখা দেহ আলিঙ্গন ।  
 গাইল বদু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

নিগীর কৃষ্ণবচনঃ রাখিকাদিমন্তী সতী ।  
 বেগমানবপূর্করী জগাদ জরতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

খান [৪৫২] ডাক দিষ্ঠা বড়ায়ি নাপিতের পো ।  
 কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িষ্ঠা মো ॥ /  
 (কানড়ি) খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন ।  
 যা দেখিষ্ঠা কাহাঞি করন্তি যতন ॥ ১ ॥  
 কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিষ্ঠা নারী ।  
 আপণার মাসে হরিণী জগ্নাতের বৈরী ॥ ৫ ॥  
 আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে ।  
 এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে ॥

আর না পিঙ্কিবো বড়ায়ি স্বরঙ্গ পাটোল ।  
 এহা দেখি যাঁগে কাহাঞি বিরহের কোল ॥ ২ ॥  
 মুছিষ্ঠা পেলাইবো বড়ায়ি শিশের সিন্দুর ।  
 বাহর বলয়া মো করিবো শঙ্খচুর ॥  
 ছিণ্ডিষ্ঠা পেলাইবো বড়ায়ি সাতেরসরী হার ।  
 যা দেখিষ্ঠা মাছে কাহাঞি নিবিড় শৃঙ্খার ॥ ৩ ॥  
 হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী ।  
 পরার পুরুষ সর্মে ধামালী না করী ॥  
 ধামালী বুলিতে কাহে না দিহলি আস ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায় বচনঃ ক্রত্যা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
 জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণোঃ শ্রীধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

নিতি নি[৪৬১]তি রাখা যাসি বিকে ।  
 মোর মাহাদান ভান্ধাসি কিকে ॥ ১ ॥  
 নিলজ বড় গোকুলের কাহ ।  
 কোণ বিতে তোর মাহাদান ॥ ২ ॥  
 দ্বত দধি দুখে তোর পসার ।  
 মাহাদান কিকে তাঁগ আক্ষার ॥ ৩ ॥  
 বিথর কালে বিথর শুণী ।  
 দ্বত দধি দুখে বসে মাহাদানী ॥ ৪ ॥  
 পুছিষ্ঠা চাহা বলভদ্র ভাই ।  
 মোর মাহাদান তোক্ষার ঠাই ॥ ৫ ॥  
 কিবা পুছিষ্ঠা মোএ বলভদর ।  
 তোক্ষাখে আধিক সে আছিদর ॥ ৬ ॥  
 বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী ।  
 আজি করো তোর পঞ্চ সজ্জতী ॥ ৭ ॥  
 এলোক গুলোক সে জন' খাএ ।  
 সৈন্ধি এহা পথে মাহাদাগী বোলাএ ॥ ৮ ॥  
 বার বরিষের আক্ষার দান ।  
 বান্ধিষ্ঠা তোক্ষার লইবো পরাণ ॥ ৯ ॥

কাহ্নাক দেখাহ এ কাঠদাপে ।  
 বান্ধিতে না পারে তোন্ধার বাপে ॥ ১০ ॥  
 স্তম্ভরি রাধা মোর বোল শুন ।  
 ছাড়িব দান দেহ আলিঙ্গন ॥ ১১ ॥  
 না জাগো কাহ্নাকি<sup>১</sup> স্তরতি আশে ।  
 কেহে করহ হেন আভিহাসে<sup>২</sup> ॥ ১২ ॥  
 গোআল জাতী আতি পণ্ডিতা ।  
 [৪৬।২] পুরুষে আধিক তিরী আণ্ডিআ<sup>৩</sup> ॥ ১৩ ॥  
 রাধাক রাখিল কাহ্নাকি<sup>৪</sup> ।  
 গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই ॥ ১৪ ॥

পাহাড়ী<sup>৫</sup> অঃরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বিচিত্র খোঁপার উপরে রাধা  
 পুষ্প তোর শোভে মাথে ।  
 কল্লের কুণ্ডল রতনে উজ্জল  
 তোর মুখ নিশানাথে ॥  
 শিশের সিন্দূর স্তরেখ শোভে  
 আর দশনের মুতী ।  
 বন্ধুলী জিনিয়া তোন্ধার আধর  
 গিএ শোভে গজমুতী ॥ ১ ॥  
 রাধে দাণের কর স্তসারে ।  
 পালাইলৈ দান এড়ান না জাএ  
 পাইলৈ মূল আফারে ॥ ২ ॥  
 বারে বারে যাহা ছুধি ছুখ লজা  
 পালাইয়া আন পথে ।  
 দৈবযোগে আসি এবার রাধা  
 পড়িলা আন্ধার হাথে ॥  
 একবারে তোর সব দান লৈবো  
 আর থাইবো দখী ।  
 আন্ধে জগন্নাথ ত্রিদশঈশর  
 তোন্ধে নাহি জান স্থখী ॥ ২ ॥

১ পড়িহাসে' কাঠরা আভিহাসে' করা আছে ।

২ আভিহা', চন্দ্রকিন্দ কাটা ।

বাহুযুগ তোর কনক যুগাল  
 কুচ উলট কটোরে ।  
 মুষ্টি এক মাঝা গুরু অজঘন  
 তাত বড় লোভ মোরে ॥  
 উরুযুগ রাম- কদলী চরণ  
 থলকমল আকারে ।  
 এক এক আন্ধে লক্ষ লক্ষ দান  
 উচিত হএ আন্ধারে ॥ ৩ ॥  
 এহা দান দিয়া আ[৪৭।১]পণ ইছাএ  
 চলহ মথুরা নগরে ।  
 যবে দান দিতে না পারহ রাধা  
 শুন আন্ধার উত্তরে ॥  
 দৈসত হাসিয়া পাসত বসিয়া  
 পুরহ আন্ধার আশে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া  
 গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাস্ত্র নিবধিল মোরে বালী ল বহ  
 দখি বিকে না জাইহ কালী ।  
 উ বেলি না জাইহ মথুরার হাটে ল ।  
 ভাও ভাগিব তোর কাহে ।  
 আল  
 দখি থাইব তোর আনে ।  
 আল  
 রাজভাগিনা বল করিব তোরে বাটে ॥ ১ ॥  
 আল  
 মোরে তেজ বনমালী ।  
 সাস্ত্র দুৰুবার ঘরে পাড়িব গালী ॥ ২ ॥  
 মোএ আইহন বীরের গোআলী ।  
 আল  
 বল না কর বনমালী ।  
 কংসে স্থখি পাইলৈ হইবে তোন্ধে আপোবে ।

মোঞ' কান্দিয়া সাহু জগায়িবো ।  
 তোৱ কাহাঞি নাম পেলাইবো ।  
 পাছে বুলিবো আবালী রাধাৱ দোষে ॥ ২ ॥  
 কাল হাণ্ডিৱ ভাত না খাও ।  
 কাল মেঘেৱ ছায়া নাহি' জাও ।  
 কালি[৪৭।২]নী রাতি মো প্রদীপ জালিয়া পোহাও  
 কাল গাইৱ ক্ষীৱ নাহি' খাও ।  
 কাল কাজল নয়নে না লও ।  
 কাল কাহাঞি তোক বড় ডরাও ॥ ৩ ॥  
 আঠ চাৱি বৱিষেৱ বালা ।  
 তোৱ মাথে শোভে ঘোড়া চুলা ।  
 এহা বুঝী তেজহ কাহাঞি' আন্ধাৱ পাশে ।  
 তেজ মিছা মাহাদানে ।  
 ঘৱ ঘাহা নিজ মানে ।  
 বাসলী বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাল আখরে' তীন ভুবন বিচাৱ ।  
 কাল মেঘেৱ জলে জীএ সংসাৱ ॥  
 কাল গাইৱ ক্ষীৱ লাগে বড় কাজে ।  
 কাল রতনে হাৱ শোভে দেবৱাজে ॥ ১ ॥  
 আকাৱণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা ।  
 সৰ্ব্বাঙ্গে স্তম্ভৱ নান্দো যশোদাৱ বালা ॥ ২ ॥  
 কাল চিকুৱ শোভে মাধাৱ উপরে ।  
 কাল ভুৱহী শোভে বদনকমলে ॥  
 কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে ।  
 কাল কাজলে' নাৱী জগজন মোহে ॥ ২ ॥  
 কাল নাহিন কোলে ধরে শশধরে ।  
 কাল আল[কপাতি] শোভএ কপোলে ॥  
 কা[৪৮।১]ল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী ।  
 কাল স্তম্ভৱ দেহে শোভে' বনমালী ॥ ৩ ॥  
 কাল মেঘেৱ পাশে শোভে পুনমিৱ চন্দ ।  
 এহা বুঝী না কৱ রাধা তৌ মন বন্দ ॥

পুথিতে কান্দিবে' ।

কাল কাহেৱ এবো ধৱহ বচন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগৱাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাল কাহাঞি' তোকে আন্ধা না উপেখ ।  
 কামে আন্ধল হত্যা বাট নাহি' দেখ ॥  
 কাল শৱীৱ কাহাঞি' কাল তোৱ মন ।  
 দানছলে' বাট পাড় সৰ্ব্বধন ॥ ১ ॥  
 আবু ছাওয়াল কাহাঞি' মাঙ্গসি দান ।  
 আইহন জানাত্যা তোৱ লইবো পৱাণ ॥ ২ ॥  
 কাফুলী ভাগসি মোৱ ছিণ্ডসি' হাৱ ।  
 মিছাই লোড়সি কাহাঞি' আন্ধাৱ পসাৱ ॥  
 দধি দুধ ঘৃত খাইলি ভাগিলি ভাণ্ড ।  
 গোআলকুলে কি তোকে উপজিল সাণ্ড ॥ ৩ ॥  
 ঘৃত দধি দুধ ঘোল ছাড়াই মোৱ ।  
 বিমুখ হয়্যা খলখলি হাস' তোৱ ॥  
 তভোহো নিলজ কাহাঞি' মাঙ্গসি দাণ ।  
 তোৱ মোৱ হৈবে কাহাঞি বড়দি বাধান ॥ ৪ ॥  
 আপণা চিহ্নিয়া কাহাঞি' জাহা নিজ ঘৱ ।  
 মিছাই [৪৮।২] সাধহ দাণ হত্যা আছিনৱ ॥  
 পহু ছাড় কাহাঞি তেজ রতি আশে ।  
 বাসলী শিৱে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

শুণত স্তম্ভৱি রাধা পাঞ্জীৱ বাধান ।  
 ঘোল শত কুতাঘাটে মোৱ মাহাদান ॥ ১ ॥  
 এবো রাজা হয়িল ধনেৱ কাতৱ ।  
 পথে মাহাদাগী থুয়িল হেন আছিনৱ ॥ ২ ॥  
 আছিনৱ নহো রাধা এ মতীএ খীৱ ।  
 এ তীন ভুবনে নাহি' আন্ধাক বীৱ ॥ ৩ ॥  
 এ বোল বুলিতে কাহাঞি মুখে লাজ বাস ।  
 এভোহো নাহি' ঘুচে তোৱ মুখে দুধবাস ॥ ৪ ॥

১ 'ছিহ্নিয়া', 'তিবো' কাটা এবং তৎপরে তোলা-পাঠ 'ভবি' ।

ছাওআল নহে। রাধা আইহন গোসাক্রি।  
না চিহুসি আক্ষা রাধা দেব কাহাক্রি ॥ ৫ ॥  
স্বত চুধ লজা যাও মথুরার হাট।  
খাগিএক ছাড়িআ কাহাক্রি মোরে দেহ বাট ॥ ৬ ॥  
ভোক্তাত লাগিআ রাধা ভৈলো পাগল।  
তেকারণে রাধা তোরে পথে কৈলো বল ॥ ৭ ॥  
পাগল হয়িলা যবেঁ যাহ বেজঘর।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৮ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

পুতনার [৪৯১] 'প্রাণ লৈলো আতি শিশুকালে।  
সকট' আশ্বর মোএ' দলিলো হেলে ॥  
জমল আর্জুন রাধা দুই আশ্বর।  
তাহারো পরাণ লজা নিলো যমপুর ॥ ১ ॥  
গোআলিনী রাধা ল না বোল বীরদাপ।  
এ তীন ভুবনে যানে আক্ষার প্রতাপ ॥ ২ ॥  
উনকাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড়।  
সাত দিন নয় রাত্তি গোকুলত বড় ॥  
বরিষে মৃষল ধারা পাণী পাথর।  
গোকুল রাখিলো করে ধরি গিরিবর ॥ ৩ ॥  
হুহুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।  
তবেঁ কৈলো সেতুবন্ধ আক্ষে দাশরথী ॥  
মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষণে।  
জয় জয় হলহলী দিল দেবগণে ॥ ৪ ॥  
সুণ তোএ' আল রাধা আক্ষার কাহিণী।  
কাহু মাহাবীর জগতে ভালো জাগী ॥  
পাছে হারায়িবি কোলের নিধি কাহুে।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

নিপীষ কৃষ্ণবচনঃ রাধিকামিতী সতী।  
বেশমানভহুত্তরী জগাদ জরতীমিঃ ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

কালিনীমাএ মোর নাম খুইল রাধা।  
হাছি জিঠা কেহো তাত না [৪৯২] দিল বিরোধ।  
আক্ষে দুখমতী নারী আঠকপালী।  
আসিআ পরিআ গেলো কাহুরে ধামালী ॥ ১ ॥  
হরি হরি কিসকে চলিলো বড়ায়ি মথুরা নগর।  
আক্ষা দুখমতী লজা ভৈল আখাস্তর ॥ ২ ॥  
দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর।  
কোণোহো দানীর পোএ' না দিল উত্তর ॥  
এবেঁ কাহাক্রি ভৈল আতি বড়' দুর্বার।  
যাণাইবো কংস যেন করএ বিচার ॥ ৩ ॥  
গোআলার য়ি আক্ষে আতিশয় বালী।  
মোর আশ ছাড়ুক নটক বনমালী ॥  
এক বেলি কাহু মোর রাখুক সমান।  
দয়া করী কাহু মোরে দেউ জীউ দান ॥ ৪ ॥  
কাম্পিতে কান্দিআ বোলো তোক্তার চরণে।  
একবার আক্ষা প্রতি দয়া ধর মনে ॥  
নিবারহ কাহাক্রি আক্ষার বচনে।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

রাধায়া বচনঃ ঞ্জা জরত্যা প্রতিপাদিতং।  
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিঃ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লগনী ॥ জীড়া ॥

আতি রূপসী পহুমিনী জাতী  
দেখি খীর নহে মনে।  
তোর বিরহে চি[৫০১]ত্ত বেআকুল  
মোএ' না জীবো কেনমনে ॥ ১ ॥  
হেনক বচন না বোল কাহাক্রি  
তোর বাপে নাহি লাজ।

সোদর মাউলানীত ভোলে পড়িলাহা  
 দেখিখা রূপস কাজ ॥ ২ ॥  
 মদনবাণে চিত্ত বেআকুল  
 কিবা ঘোসসি মামী মামী ।  
 মিছা কাজে মোকে ভাঙিতে চাহ  
 সকলে জাগিএ আন্ধী ॥ ৩ ॥  
 ছাওআল কাহাঞি বোলনা বুঝসি  
 বুঝিল তোন্ধার মতী ।  
 মৌ জে গোআলিনী আবালী রাধা  
 না জাণে রক্ত স্রবতী ॥ ৪ ॥  
 আন্ধে সে কাহাঞি গোআল নাগর  
 তোন্ধার বার বরিষে ।  
 নহলী যৌবন আতি শুশোভন  
 স্রবতি দেহ হরিষে ॥ ৫ ॥  
 প্রথম যৌবন মৃদিত ভাণ্ডার  
 তাত না সঘাএ চুরী ।  
 আন্ধার যৌবন কাল ভুজঙ্গম  
 ছুইলেন খাইলেন মরী ॥ ৬ ॥  
 আন্ধে সে কাহাঞি তোন্ধে চন্দ্রাবলী  
 মরণে তোন্ধা না ছাড়ী ।  
 তোন্ধার যৌবন কাল ভুজঙ্গম  
 আন্ধেহো ভাল গারুড়ী ॥ ৭ ॥  
 নাগর কাহাঞি মোকে বিগুতে  
 আশেষ নেআঅ জুড়ী ।  
 [৫০২] কোণ বিবুধি এ হেন পথে  
 আনিলে দারুণী বৃষ্টি ॥ ৮ ॥  
 নাগর দেখিখা দেহ আলিঙ্গন  
 কিকে কর আভিরোষে ।  
 আন্ধার করমে তোন্ধাক আনিলে  
 বড়ায়ির কমণ দোষে ॥ ৯ ॥  
 তপতু দুখ নালে না গীএ  
 জুড়ায়িলেন সোআদ তাএ ।  
 নহলী যৌবন কাঁচ শিরিকল  
 তাহাক কেহো নাহি খাএ ॥ ১০ ॥

বাত খিধা বসে নাগরি রাধা  
 কিবা তার কাঁচ পাকাএ ।  
 যেমনে পাএ তেমনে খাএ  
 যা নাহি খিধা পালাএ ॥ ১১ ॥  
 নীঠি নীঠি চাহি বোলো মো কাহাঞি  
 আন্ধাক এড়িতে জুআএ<sup>১</sup> ।  
 সমুখ দীঠে পড়িলে বনত  
 ভুখিল<sup>২</sup> বাঘ না খাএ ॥ ১২ ॥  
 আন্ধার বচনে সন্দরি রাধা  
 মনে কর হরিষে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া  
 গাইল বড় চণ্ডীদ্যুত ॥ ১৩ ॥

ধাতুধারাগঃ ॥ একতালী ॥

দেখাদেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস ।  
 তেকারণে আল রাধা আইলো তোর পাশ ॥  
 আলিঙ্গন দেহ চিত্তে হউক সোআথ ।  
 তোন্ধার কারণে আরতিল জগন্নাথ ॥ ১ ॥  
 কিকে [৫১১] চাহিলে রাধা আড় নয়নে ।  
 আকুল পরাণ ভৈল তোর দরশনে ॥ ২ ॥  
 আকুল চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জে ।  
 আঙ্কুরের বাণ জিগী তাহার সন্মানে ॥  
 যে বোল বোলসি রাধা তাহাক করিবো ।  
 আকাশের চান্দ চাহা তাক আণি দিবো ॥ ২ ॥  
 আধর বকুলী তোর বদন কমলে ।  
 মাণিক জিগীষা তোর দশন উজ্জলে ॥  
 বারেক স্রবতি মান না কর নিরাসে ।  
 পাছে কৈলী না পাইবে দেব স্বধীকেশে ॥ ৩ ॥  
 এক মুখে তোর রূপ কহিতে না পারী ।  
 সর্বদে সন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী ॥

১ 'এড়িতে না জুআএ', না' কাটা ।

২ 'ভুখিল' তোলা পাঠে ।



আলিঙ্গন দিখাঁ তোষ নান্দেব নন্দনে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ বচনঃ শ্রদ্ধা রাধিকামিত্তো সত্যো ।  
বেগমানতত্ত্বস্তথা জগাদ জরতীমিহং ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দহে পৈতৃ বড়ায়ি তিরীর জীবন-।  
বৈরি হইয়া লাগিল এ রূপ যৌবন ॥ ১ ॥  
এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতে না পারী ।  
আপণ গাএর মাসে হরিণি বিকলী ॥ ১ ॥  
হরি হরি শুন [৫১।২] বড়ায়ি মথুরা গমন নাহি ।  
বৈরি হইয়া লাগিল এ কাল কাহাঞি ॥ ২ ॥  
কমণ আহুত ক্ষণে বাঢ়ায়িলো পা ।  
হাছী জিঠা ভাত কেহো নাহি দিল বাধা ॥ ৩ ॥  
সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ স্বরতী ।  
দিবণ্ড পরাণ মৌ করিবো আত্মঘাতী ॥ ২ ॥  
সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রূপার ঘড়ী ।  
নেত আঞ্চল সে দিখাঁত ওহাড়ী ॥  
নঠ হৈল ঘোল দুখ আর নঠ ঘী ।  
এড়ি জাএ মোক সব গোআলার বী ॥ ৩ ॥  
কান্দিয়া জাণায়িবো কাঁশে ।  
পাছে কাহাঞি মোকে না দিহে দোষে ॥  
বোলহ কাহাঞি এভো তেজু মোর আশ ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনঃ শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতঃ ।  
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সত্বক্ষো রাধিকামিহং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

বেদ উদ্ধারিলো ক্রীড়া সার্গরজলে  
নীলাএ আক্ষে মুরারী ।  
দৈত্য দলিলো আশ্বর সংহারিলো  
শঙ্খ-চক্র গদা ধরী ॥ ১ ॥

নটক কাহাঞি কণ্ঠ মতী  
কত না পাতসি মায়া ।

তোক্ষার পরাণে বেদ উদ্ধারিল  
সগত পা[৫২।১]তাল গিআ ॥ ২ ॥

রাম রূপে রাবণ বধিলো  
লক্ষ্য কইলো ছারখার ।

লক্ষণ সহাএ সাধিলো মান  
সীতার কইলো উদ্ধার ॥ ৩ ॥

আকাশপ্রমাদ লঙ্কার গড়  
তোক্ষার পরাণে তথা জাই ।

গরু রাখোআল গোষ্ঠে থাকহ  
মিছা বোলহ দুই ভাই ॥ ৪ ॥

আক্ষে যে কৃষ্ণ হরি বনমালী  
কোতুকে রাখিলো গাই ।

মিছা না বোলো আপণ বলো  
দান সাধো দুই ভাই ॥ ৫ ॥

আছিদর কাহাঞি বোল না বুঝসি  
মুখত ধজর বসে ।

ভগিলে কংস মরিয়া জাইবি  
আপণ করমদোষে ॥ ৬ ॥

বরাহ রূপে দাস্তের আগে  
তোলী ধরিলো মহী ।

নরসিংহ রূপে হিরণ্য<sup>১</sup> বিদারিলো  
তোক্ষে না জাণহ রাহী ॥ ৭ ॥

বুঝিল কাহাঞি তোক্ষার বিরত  
মিছা না করহ দাপে ।

আছুক তোহোর কথা হেন করিতে  
নারে তোহর বাপে ॥ ৮ ॥

অবুধ গোআলিনী বোল না বুঝসি  
মোর না জাণসি কুল ।

কৃত্রিয় কুলে জরম আন্ধার  
বী[৫২।২]র পিতা শ্রীবহুল ॥ ৯ ॥

না কর অঙ্কাল বাঁও মথুরা

ছাড়হ আন্ধার আশে ।

বাসলীচরণ শিরে বন্দিত্বা

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

কোড়দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

যমুনার তীরে রাখা কদমের তলে  
তথি মাঝে কাহ্নাক্রি'র থানে ।  
বোলে চালৈ এড়ায়িত্তে না পারিবি রাখা ল  
দিত্বা যাহা সুরতী দাণে ॥ ১ ॥  
পথে মাহাদানী কাহ্নাক্রি' আন্ধে ।  
কেহে রাখা না দেহ দানে ॥ ২ ॥  
শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরৌ  
আন্ধে দেব শ্রীবনমালী ।  
সব কলা সংপুনী আইহনের রাণী  
নাম তোর রাখা চন্দ্রাবলী ॥ ২ ॥  
পুরুষ কালতে তোর পতি চক্রপাণি  
তো এবে পাসরিলি কেহে<sup>১</sup> ।  
তোন্ধার কারণে আন্ধে আবতার কৈল  
দিত্বা যাহা আলিঙ্গন দানে ॥ ৩ ॥  
চন্দ্রবদনী রাখা সুন মোর বোল  
তোত মোর আছে রতি আশে ।  
তোর ছুই কুচ মাঝে মোর মন গেল ল  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আপণে বোল তো[৫৩১]ন্ধে ত্রিদশের পতী ।  
তবে কেহে পরদারে মজে তোর মতী ॥  
গন্ধ রাখি বুল তোন্ধে মাঝ বৃন্দাবনে ।  
এবে পাপ কাজে লাগি সুহ মাহাদানে ॥ ১ ॥  
ছাড়হ কাহ্নাক্রি' তোন্ধে পাপ বচনে ।  
আইহন শুণিলে তোর লইব পরাণে ॥ ২ ॥

১ 'পাসরিলি কিকে' লেখা এবং 'কিকে' কাটা ।

ভূমি ছুইয়া হাথ পরসও ছুই কানে ।  
এভৌহো কাহ্নাক্রি' তোত না ভৈল গেআনে ॥  
আন্ধাকে না কর কাহ্নাক্রি' আধিক যতনে ।  
কভৌ না শুনিব আন্ধে তোন্ধার বচনে ॥ ২ ॥  
তোন্ধার বচন মোর না সাধাএ কানে ।  
তভৌহো কাহ্নাক্রি' কেহে করহ যতনে ॥  
এহা বুঝী নিবারিত্বা পাপত মন ।  
বাহড়ী আপণ ঘর করহ গমন ॥ ৩ ॥  
কিসক করহ কারু হেন পরবন্ধ ।  
তোর সমে আছে মোর নিয়ড় শঙ্ক ॥  
এহা জাগি ছাড় কাহ্নাক্রি' আন্ধার আশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

খৌপাত উপর তোর বউলমাল দেখী ।  
সিসের সিন্দুর তোর লক্ষ দান লেখী ॥  
না[৫৩২]স তিলফুল তোর জগজ্ঞন মোহে ।  
কাজলের রেখা তোর লক্ষ দান নহে ॥ ১ ॥  
না জাহা না জাহা গোআলী ওলাহা পসারা ।  
আন্ধে মাহাদানী তোর লইব বিচারা ॥ ২ ॥  
স্বত দধি ছুধ ঘোল তোন্ধার ।  
ভাঙ মাথে ঘোল পোণ দান আন্ধার ॥  
এবে সন্দরি রাখে করিবে কী ।  
আর জাইতে না পাইবে গোআলার বী ॥ ২ ॥  
কড়ী দিতে না পারিবি মোর মাহাদানে ।  
এভৌ দেহ আল রাখা আলিঙ্গন দানে ॥  
কিকে পরিহর রাখা শ্রীমধুহদন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

দেহের দেবতা তোন্ধে জগতের নাথ ।  
বলে ধর আকলে খৌপাত দেহ হাথ ॥

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

কাঞ্চুলী ছিওঁজা মোর বিদারহ তনে ।  
 না জাগো নান্দের পোঅ হেন করে কেহে ॥ ১ ॥  
 অপকুব কথা মোএ কহিবো কাহারে<sup>১</sup> ।  
 পঞ্চ সজ্জতি কৈল কাহাঞি আন্ধারে ॥ ২ ॥  
 বাহুর বলয়া মোর নিতে চাহ হার ।  
 বলে চুষ চাহ আর সরস শৃঙ্গার ॥  
 ধর[৫৪।১]ম লজ্জিতা কাহাঞি পাপে দিলি মন ।  
 নিয়ড় হইল তোর যমের করণ ॥ ২ ॥  
 দধি খাই ভাও ভাগি দুখে দেহ পাণী ।  
 সধক না মান কাহাঞি ভাগিনা মাউলানী ॥  
 চুই লোক খাওয়া বোল আন্ধার গোআলী ।  
 জগ জাগে আন্ধার ভাগিনা বনমালী ॥ ৩ ॥  
 যবে আন্ধে না দিব কাহাঞি তোরে ফল ।  
 তবে এহি মতে পথে করিবি তৌ বল ॥  
 ঝাঁট গিয়া আণাও আইহন কংস রাএ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কহুৱাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে  
 সব তব্ব কহো মো তোন্ধারে ।  
 কর কুলজা ঘাটে কাহু মাহাদানী বাটে  
 কোণ বুধি কোণ পরকারে ॥ ১ ॥  
 স্রণ তৌ নিলজ কাহু কিসক সাধহ দান  
 কোন বিধ<sup>২</sup> বথুর উপরে ।  
 জীবারে নারহ যবে হেনক করহ তবে  
 ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে ॥ ২ ॥  
 আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে  
 গোপ জাতী ধনের কাত[৫৪।২]রে ।  
 যার ঘরে হেন নারী সে কেহে ধন ভিখারী  
 তোন্ধা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥ ৩ ॥  
 হইএ আন্ধে গোপ জাতী পতি ছাড়ী নারি গতী  
 স্বতে দুখে সাজিএ পসারে ।

তোন্ধে রাধোআল জনে কড়া চারী কড়ী ধনে  
 আপণাক জাণহ ঈশরে ॥ ৪ ॥  
 তৌএ সে গোআ[ল জায়া] না বুঝি মোর মায়া  
 আন্ধে জিহুবনে আধিকারী ।  
 আছি গোপরূপ ধরী আন্ধে যবে মন করী  
 তোন্ধাহো কিণিতে তবৈ পারী ॥ ৫ ॥  
 যেবা হএ বড় জন তার নহে হেন মন  
 বুঝিলো মো তোন্ধার বচনে ।  
 পুণ্য থুইয়া এক ভিতে পাপে মজাইয়া চিত্তে  
 আতী ধনী হুয়া সাধ দানে ॥ ৬ ॥  
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালে মোর দান সর্বকালে  
 তোর আর্শে আছো এহা পথে ।  
 এতৌ যবে যৌবন রাখিবারে কর মন  
 বান্ধিয়া থুইবো দুই হাতে ॥ ৭ ॥  
 স্রণহ [ মোর বচন ] নটক টেণ্টন কাহু  
 কেহে কর আপমানকে বাটে ।  
 তোর কি বাড়িতে আছো তোর কিবা ভাত খাও  
 না মানসি কংস [৫৫।১] রাঅ পাটে ॥ ৮ ॥  
 হইএ আন্ধে দামোদর মারিলো আশ্রয় বল  
 কত দাপ দেখাসি মোরে ।  
 মারিবো কংস আশ্রয় তোর দাপ করো চুর  
 দেখো কে বা পড়িঘাএ তোরে ॥ ৯ ॥  
 হঅ গরু রাধোআল বোল আকাশ পাতাল  
 তা স্রণি কেবা পাতিআএ ।  
 তোন্ধে বাটে মাহাদাণী মোহো আইহনরাণী  
 বল কৈল জাণাইবো রাজাএ ॥ ১০ ॥  
 রাধা হে তোর বলে ভাও ভাগিঅ  
 সকল দধি খাইবো আপণ ইছাএ ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া ল  
 বড় চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১১ ॥  
 ' ,  
 দাহুধীরাগঃ ॥ একতালী ॥

১ 'কহিবো কাএ' এ' কাটিয়া হারে' করা ।

২ পুথিতে 'বিধ' ।

কাহাঞি তোর মান ধরে সকল ঋষি ।

মাথে ঘোড়াচুল [ হাতে ] মনোহর বানী ॥

হেন কাহ্নাঞি ভাও ভাগিনী খাইলে দহী ।  
 কাতে নিবেদিবো মোঞি এথা কেহো নাহি ॥ ১ ॥  
 এখনি বুলিবো গিনী যশোদার থানে ।  
 নিমাখি দেখিআ মোক বল করে কাছে ॥ ৫ ॥  
 কাঞ্চলী ভাগিনী কুচে দিঠে চাহ হাথে ।  
 হেন বুঝে তোন্ধার কাটিলে লাগে মাথে [৫৫।২] ॥  
 এবে সে জাগিলো কারু বাটোআড় তোন্ধে ।  
 কংশ জাগিয়িআ তোক কাটায়িব আন্ধে ॥ ২ ॥  
 এত কাল আসি জাই করো মো গোআলী ।  
 কর্তোহো আন্ধারে কেহো না বুলি ধামালী ॥  
 এবে যশোদার পো মর বনমালী ।  
 ধামালী বোলের পালাউক সলী ॥ ৩ ॥  
 কি না ভাঈ গেল মোর মথুরাক জাইতে ।  
 ভাও ভাগি দখি খাইলে নামের পুতে ॥  
 এভোহো কাহ্নাঞি মোক জাইতে দেহ ঘর ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে  
 বসে খাইলো তোর দহী ।  
 আন্ধার আন্তরে কোণ মস্তরে  
 না জাণো কি দিলেত [রাহী] ॥  
 তেকারণে মোর চিত্ত বেআকুল  
 তৌ ছাড়ী না জাণো আন ।  
 আইস রাধা বাই বৃন্দাবন  
 রাখ গোকুলের কারু ॥ ১ ॥  
 রাধা কি দিআ করায়িলি বাই ।  
 তিরি হুআ রাধা পুরুষ না মার  
 বারেক রাখু কাহ্নাঞি ॥ ৫ ॥  
 ভোখে ভাত নাহি খাও রাধা [৫৬।১] শোষে  
 পানী নাহি পীও  
 তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল ।  
 তোর দরিশনে জীও ... ..  
 আহোনিপি মোর চিত্ত বেআকুল ॥

বাপ নান্দ ঘোষ চাহিআ বুলে  
 ঘরক মন না জাএ ।  
 মাঅ যশোদা কান্দিআ বিকল  
 ঘরে সোআথ না পাএ ॥ ২ ॥  
 তিরীর ঘোবন রাতির সপন  
 ঘেহু নদীকের বাণে ।  
 আপণ পুনে উত্তম জনে  
 হাথে তুলিআ দেহ দানে ॥  
 নানা তরুয়র যে ফল ফলে  
 আপণে তাক না ভখে ।  
 সংসার আসার পর উপকার  
 করিলে কিরীত থাকে ॥ ৩ ॥  
 গোআল জাতী তৌ ভর যুবতী  
 নিতি বিকে যাসি হাটে ।  
 তোর রূপ দেখি সব জন মোহে  
 মঞ্জরে স্থান কাঠে ॥  
 আন্ধে দামোদর বিরহে কাতর  
 তোর সুরতির আশে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

খিক জাউ নারীর ঘোবনে ।  
 মোর দুই আখি ধারা প্রাবণে ॥  
 লোটাআ লোটাআ কান্দে রাহী ।  
 মোরে হাট জাইতে না দিলে কা[৫৬।২]কাঞি ॥ ১ ॥  
 বৃদ্ধি বোল দাক্ষণী বড়ায়ি ।  
 মোকে কাল হুআ লাগিল কাহ্নাঞি ॥ ৫ ॥  
 কথা ছিল আছিদর কাছে ।  
 কেহে মোর রূপ বাখানে ॥  
 ধরি লই জাএ কুঞ্জতলে ।  
 আর সুরতি চাহে বলে ॥ ২ ॥  
 বোলে ভোখে ভাত নাহি খাও ।  
 আর শোষত পানি নাহি পীও ॥

বিরহে পোড়েক সব গাঞি ।  
 কাহ্ন নিলজ মামীক রতি চাহে ॥ ৩ ॥  
 যুত চুধে সাজিলো পসারা ।  
 মোঞ বিকে জাইতে না পাইলো মথুরা ॥  
 এবে মোরে রে বোল উপদেশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
 জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বাসিত ফুলে রাধিঞ্চ বান্ধসি কেশ ।  
 আশ্রিত না পাত রাধা নাগরীবেশ ॥  
 ভাও ভাগিআ তোর থাইবো দহী ।  
 পড়িঘাউ আসি তোর আইহন কহী ॥ ১ ॥  
 মোরে দাগ দিআ যাহা হুন্দরি রাধা ।  
 নহে রূপ যৌবন থুইআ যাহা বান্ধা ॥ ২ ॥  
 লঙ্কার রাবণ বীর করিলো [৫৭।১] চুর ।  
 হেলৈ দলিবো তোর রাজা কংসাসুর ॥  
 শোণিতপুর গিআ বধিবো বাণ ১ ।  
 যমুনার তীরে এবে সাধোঁ মাহাদাগ ॥ ২ ॥  
 অসত্য না বোলোঁ বোলোঁ সত্য পরমান ।  
 শতেক কুড়িএ রাধা নৈলোঁ মাহাদান ॥  
 এহাত হুন্দরি রাধা না পাত ধাক্কা ।  
 নহে রূপ যৌবন দিআ যাহা বান্ধা ॥ ৩ ॥  
 নহলী যৌবন হের তোর পরবেশ ।  
 নেত বসন রাধা পিঙ্কিলেঁ হুবেশ ॥  
 ছাড়িল সকল দান বৈশ মোর পাঞেশ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্ত বচনং শ্রদ্ধা রাধিকামিত্যভি  
 বেষপমানতমুস্তমী জগাদ জরতীমিদং ।

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥  
 বসি থাকে কদমের তলে ।  
 বল করে দাণের ছলে ॥  
 যবে কাহ্নাঞি করিবেক বলে ।  
 ঝাপ দিবোঁ যমুনার জলে ॥ ১ ॥  
 বুলিহ আইহন ঘরে ।  
 রাধা পড়িলী কাহ্নের বেড়ে ॥ ২ ॥  
 তার মাঅ ননন্দ আশ্রার ।  
 সকল ভুবনে পরচার ॥  
 আপন খাআ বোলে ধামালী ।  
 সখন্ধ না মানে বনমালী ॥ ৩ ॥  
 বাহর বলয়া লএ কাটী ।  
 কানের হিরাধর কটী ॥  
 কা[৫৭।২]কুলী টানএ মোর গাঞি ।  
 কেহো এখা নাহি ক সহ্যএ ॥ ৪ ॥  
 শুন তোম্কে আশ্রার বচনে ।  
 জাণা গিআ গোআল আইহনে ॥  
 না দিকেঁ কাহ্নাঞি রে আশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

রাধায়া বচনং শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
 জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ।

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

নিতি নিতি যাসি রাধা মথুরা নগরে ।  
 তোর মাহাদান মো সাধোঁ সকলে ॥ ১ ॥  
 কে তোরে দিল দান কখা তোর ঘরে ।  
 সরূপে কাহ্নাঞি মোকে কহত উত্তরে ॥ ২ ॥  
 থাকোঁ মো গোকুলে নান্দোষশোদ্ধার ঘরে ।  
 মাহাদান সাধোঁ মোঞ তোম্কার আশ্ররে ॥ ৩ ॥  
 রাজা কংসাসুরে মোঞ করিবোঁ গোহারী ।  
 তোম্কার জীবন তবে নাহি ক মুরারী ॥ ৪ ॥  
 তোর কংস রাজা মোঞ যারিবোঁ পন্নাগে ।  
 যমুনার তীরে সাধিবোঁ মাহাদাগে ॥ ৫ ॥

ভাগিনা হইয়া কৈলী পাপত মতী ।  
 আঞ্জি হৈবে তোন্ধার পাঁচ সত্তী ॥ ৬ ॥  
 তিরীকলা মোর থানে না পাত তৌ রাহী ।  
 বিণি কাহু [৫৮।১] সঘোঁর্থে গমন তোর নাহী ॥ ৭ ॥  
 কচাল না পাত তোন্ধে শুণ হে মুরারী ।  
 নাহী দান বধু জাএ মথুরা নগরী ॥ ৮ ॥  
 করপুর সম দধি দুধের পসার ।  
 তাহাত দান রাখে বহুত আন্ধার ॥ ৯ ॥  
 ষোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পাণী ।  
 এৰৌহো ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী ॥ ১০ ॥  
 বিণি রতী দিয়া তোর নাহি ক গমন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১১ ॥

গৌরীরাগঃ<sup>১</sup> ॥ রূপকং ॥

বসিয়া থাক কদমের তলে ।  
 দান সাধসি যমুনার কূলে ॥  
 ষোল শত গোপী করসি বয়ে ।  
 কংস শুণিলে মরি জাইবি হেলে ॥ ১ ॥  
 দানের কে তৌ শুন মুরারী ।  
 আইহন বীরের সে আন্ধে নারী ॥ ২ ॥  
 মিছা পাতি দান করহ জংজাল ।  
 আপণা না চিহুসি গো রাধোআল ॥  
 আতি আছিদর নহ কাহাঞি<sup>২</sup> ।  
 ঝগড় তেজ আন্ধে হাটক জাই ॥ ৩ ॥  
 যবে পথে মোরে করিবি বল ।  
 তবে হৈবে তোর মাথার ফল ॥  
 লোকে হৈবৌ মোএ পুরুষবধী ।  
 এতৌহো তেজহ হেন নঠ বুধী ॥ ৪ ॥  
 গুণী আশু পাছ আপণ মনে ।  
 অহমতি দে[৫৮।২]হ মোর গমনে ॥  
 আন্ধার দানের তৌ এড় আশে ।  
 বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

ধাহুবীরাগঃ ॥ একতালী ॥

তোন্ধার যৌবনে রাধা মোর গেল মনে ।  
 আনেক চিন্তিয়া লৈলৌ এহা পথে দানে ॥  
 বোল চালাই হাট জাইতে চাহসি স্তম্বী ।  
 এতেকে বুঝিএ তোন্ধার বড় আছিদরী ॥ ১ ॥  
 কিকে বোলসি রাধা মোর মিছা দানে ।  
 আন্ধে বাটে মাহাদানী সব লোকে জাণে ॥ ২ ॥  
 না জানসি রাধা তৌ আন্ধার মরম ।  
 গোকুল রাখিল আন্ধে বুঝিএ ধরম ॥  
 এবে মো তোন্ধাক লাগী ভৈলৌ মাহাদানী ।  
 সক্রপে জাণহ আন্ধে দেব চক্রপাণী ॥ ৩ ॥  
 পুরুষ বধের যদি ভয় তোর যনে ।  
 তবে জীউ রাখ মোর একই চুষনে ॥  
 এহাত স্তম্বি রাধা না কর তৌ আন ।  
 তোন্ধার করিব আন্ধে উচিত সমান ॥ ৪ ॥  
 আন্ধার মজিল মন তোন্ধার যৌবনে ।  
 আহোনিশি বেআকুল ভৈলৌ তেকারণে ॥  
 বিবুধি তেজিয়া দেহ নিধুবনে আশ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৫ ॥

বেলাব[৫৯।১]লীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জিতে পরকার নাহী বোল মাহাদানী ।  
 লোক ধরম নাহি শুণী ॥  
 ষোল শত গোপীজন সন্ধাক তেজিয়া ।  
 সোদর মাউলানী পাইলী চাহিয়া ॥ ১ ॥  
 মো কেহে জাগিবে কাহাঞি<sup>২</sup> পথে মাহাদানী ।  
 একবার দিয়ার মেলানী ॥ ২ ॥  
 গুরু রাধোআল তোন্ধে ধরম কারণে ।  
 তবে কেহে পরদারে মণে ॥  
 সক্রপে যবে তোন্ধে দেব বনমালী ।  
 তবে কেহে হেন কাম করী ॥ ৩ ॥  
 নটক কাহাঞি<sup>২</sup> তোর রাধোআল মতী ।  
 বুঝিল তোন্ধার যেহেন জাতী ॥

সব সখিজন মোকে ছাড়ী কৈল গতী ।  
 একসরী ভৈলৌ নিমাখিতী ॥ ৩ ॥  
 এড়হ আন্ধারে কাহ না কর কচাল ।  
 হোর আইসে আইহন গোআল ॥  
 এহা জাগী ঝাঁট ঘুচ আন্ধার পাশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

যমুনাত পার করী বাপ বহুলে ।  
 মতিমোৰে আন্ধা থুইল গোআলার কুলে ॥  
 জরম ভৈল মোর দৈবকী উদরে ।  
 নিন্দ না জাএ কংস আন্ধার ডরে ॥ ১ ॥  
 না কর আল রাধা মিছাএ [৫৯।২] জংজাল ।  
 কোণ সবতী আইসে আইহন গোআল ॥ ৫ ॥  
 দান খুজিষ্ঠে মোকে দৈখাবসী সহী ।  
 আঅর বোলসি আন্ধাত বাকী নাই ॥  
 আন্ধার আগুত রাধা না বোল মিছাএ ।  
 আলিঙ্গন দিঅা বাহা আপন ইছাএ ॥ ২ ॥  
 দধি দুধ লজা বাহা মথুরার হাট ।  
 নান্দের নন্দন কৃষ্ণ এবে লৈল বাট ॥  
 আন্ধা সমে রাধা তোএ না কর বাধান ।  
 বার বরিষের মোর দেহ মাহাদান ॥ ৩ ॥  
 বারেন বারেন ভাকী রাধা গেলা মোর দাণে ।  
 আঁচলে ধরিলৌ হের যাইবি কেনমনে ॥  
 দান ছাড়ী এবে চাহে আলিঙ্গন কাহে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘরের বাহির হৈষ্ঠে তেলিনি তেল বিচিষ্ঠে  
 কাল কাক রএ স্থান গাছের ডালে ।  
 আগেরে স্থনা ঘটে নারী হাছী জিঠিহো না বারী  
 চলিলো তাহার উচিত পাও ফলে ॥ ১ ॥  
 আঁচলে না ধর কাহাঞি [ বাটে ] ।

এড় কাহাঞি যাইবো মথুরার হাটে ॥ ৫ ॥  
 হের মথুরার হাটে লক্ষ জন রহে [৬০।১] বাটে  
 ,সন্ধাক এড়িয়া আন্ধার লহ পরাণে ।  
 বিহা না কর আপণে কিসকে রাখহ ধনে  
 আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে ॥ ২ ॥  
 ভাগিনা তোন্ধাক জাগী আন্ধে তোর মাউলানী  
 বল করিষ্ঠে মেদনী উলটি জাএ ।  
 তোন্ধেত গোআল জাতী ছাড়হ হেন বিমতী  
 ঘর গিয়া সন্ধ পুছ মাএ ॥ ৩ ॥  
 আন্ধে আতিশয় বালী লবলীদল কোয়লী  
 এহা বুঝি তেজ কাহাঞি আন্ধার পাশে ।  
 মল্লিকাকলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রণে  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোর রূপ দেখি গদাধর ।  
 মদনে বেধিল আস্তর ॥  
 তোর কণা ভৈল বনমালী ।  
 বিমতি ছাড়হ চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥  
 কেহে হুখ ভাবহ মনে ।  
 দেহ মোরে সবস বচনে ॥ ৫ ॥  
 এ তোর উন্নত ঘোবনে ।  
 নিফল কর অকারণে ॥  
 থিরমতী বুঝহ আপণে ।  
 অহুচিত না বোল বচনে ॥ ২ ॥  
 তভো নাহি তেজো তোন্ধারে ।  
 যদি জাএ জীবন আন্ধারে ॥  
 তোন্ধাত মজিল মোর মণে ।  
 নিবাবিব কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥  
 আঁচলে ধরিলৌ রতি আশে ।  
 কেহে মোর ক[৬০।২]র নিরাসে ॥  
 মনস্থখে বৈশ মোর পাশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ কুড়ুকঃ<sup>১</sup> ॥

আঁচলে না ধর কারু ডরে কাঁপে গাঅ ।  
না জাগে শিশুমতী সুরতির ভায় ॥  
আপা ছাওআল বুঝি বড়ই কাহাঞি<sup>২</sup> ।  
কাঁচ ফল ভাগিলে কিছু রস না পাই ॥ ১ ॥  
বারেক তেজ কাহাঞি ল জাইবোঁ মথুরা ।  
ফুলের নাঅ কাহাঞি নাহিঁ সহে ভরা ॥ ২ ॥  
মালতীমল্লিকাকলিকাত নাহিঁ গন্ধ ।  
এহা জাগি তেজ কাহাঞি মোর অলুবধ ॥  
তাবত রস নাহিঁ ডালিম ডাকরে ।  
ভাল মতেঁ যাবত নাহিঁ পাকএ ভিতরে ॥ ২ ॥  
বোল এক বোলোঁ তোকে স্নহ অবুধ ।  
জুড়ায়িলে সোআদ লাগে তপত দুধ ॥  
তপত দুধ কাহাঞি নালে না পীএ ।  
ভুখিল হয়িলে কাহাঞি হুদে হাথে না থাইএ ॥ ৩ ॥  
কিছুই না জাগে মোএ আতিশয় বালী ।  
এবেঁ মোর আশা তেজ দেব বনমালী ॥  
ক্ষমা কর ঘর যাহা দেব গদাধর ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥<sup>৩</sup>

[৬১১] রামগিরারাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

সাবধান মনে রাধা স্ন মোর বোল ।  
সরস হৃদয় করি দেহ চুষ কোল ॥ ১ ॥  
না বোল না বোল হেন দেব চক্রপাণী ।  
মোর কানে না সাধাএ তোর দুই বাণী ॥ ২ ॥  
কভোঁ রাধা নাহিঁ বোলোঁ মোএ পাপবাণী ।  
তোম্কে নারী মোর নহ আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥  
এ বোল তোম্কার কাহাঞি সহিতে না পুরী ।  
কোণ কাণীত কাহাঞি আক্ষে তোর নারী ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে অচুকঃ ।

২ পুথিতে বড়ায়' ।

৩ ইহার পর পাঁচটা শ্রী, চণ্ডীদাস'এর স' হইতে পাঁচটা শ্রী পর্যন্ত  
৬ কালি ও পৃথক হাতের লেখা । ৩১১ পৃষ্ঠায় 'ন বাসলীবর । ৪ ১'এ  
রত ।

রামায়নকথা রাধা কহিল তোম্কারে ।  
তভোঁহো যুগধী রাধা না চিহ্ন আঁকারে ॥ ৫ ॥  
কত মিছা বোলহ স্নহর বনমালী ।  
তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী ॥ ৬ ॥  
যুগধী গোআলী তৌ না বুঝসি কাজ ।  
রতিরসেঁ তোষ মোরে পরিহরী লাজ ॥ ৭ ॥  
নাহিঁ জাগে রতিরস দেব দামোদর ।  
একবার দয়া করী আঁকা পরিহর ॥ ৮ ॥  
জিঅতেঁ না এড়ে রাধা কাহাঞি তোর পাশ ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

[৩১২] কৃষ্ণ বচনঃ শ্রদ্ধা রাধিকামিতী সত্যী ।  
বেশমানন্তমুস্তরী জগাদ জরতামিদং ॥

কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

বোলোঁ প্রবোধিতে স্ন বড়ায়ি ল  
বড় নটক কাহাঞি ।  
ঘরক জাইতেঁ মোর স্ন বড়ায়ি ল  
কিছু উপায় নাহিঁ ॥ ১ ॥  
কাহাঞি বড় দুকবার স্ন বড়ায়ি ল  
তোম্কে কর প্রতিকার ॥ ২ ॥  
কাহাঞি'র হাথে পড়ী স্ন বড়ায়ি ল  
মোএ হারাইলোঁ বুধী ।  
উদ্ধার পাইএ যেন স্ন বড়ায়ি ল  
তোম্কে চিন্তুসেহী বুধী ॥ ২ ॥  
না জাগাইহ কাহাঞিকে স্ন বড়ায়ি ল  
তবেঁ নহে মোর ডর ।  
স্নপিলে সে আস পাইব স্ন বড়ায়ি ল  
কারু বড় আছিদর ॥ ৩ ॥  
যুগতী করিউ এবেঁ স্ন বড়ায়ি ল  
তোর মোর একমনে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস স্ন বড়ায়ি ল  
বাসলীগণে ॥ ৪ ॥



পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

না জাইব আল রাধা মথুরা নগর ।  
 বাটে দুরবার কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> নান্দে<sup>২</sup>র স্তম্ভর<sup>৩</sup> ॥ ১ ॥  
 নিছন লইয়া কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> থাকু এক বাটে ।  
 আন [৬২।১] পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে ॥ ২ ॥  
 যে বাটে যাইবি হাট দধি ঘৃত লইয়া ।  
 সবই কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> তোর খাইব তথা গিঅ্যা ॥ ৩ ॥  
 সেহো পথে যবে কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> করে মোরে বল ।  
 তোর মোর মেলিঅ্যা করিব তার ফল ॥ ৪ ॥  
 দধি দুখ খাইবেক ভাগিবেক ভা[ণ]ও ।  
 হৃদে<sup>২</sup>র কাঞ্চলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড ॥ ৫ ॥  
 কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> দেখিঅ্যা বড়ায়ি তোকে লাগে ভর ।  
 মাণ্ডিকিলে মারো আজি যবে করে বল ॥ ৬ ॥  
 এখাসি স্তম্ভরি রাধা কর কাঠদাপ ।  
 তথা গেলে হইবি য়েহু বাদিআর সাপ ॥ ৭ ॥  
 তোম্মার বচনে বড়ায়ি মোতে ভৈল ভএ ।  
 কি বুধি করিব এবে বোলহ উপাএ ॥ ৮ ॥  
 দারুণ কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> ছুরিত তার মন ।  
 চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন ॥ ৯ ॥  
 বনে যাইতে বড়ায়ি কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> যবে পাএ ।  
 তবে না করিব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ১০ ॥  
 দারুণ কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> যবে লাগ পাএ বনে ।  
 অপনেহি তবে রাধা দিবে<sup>২</sup> মাহাদাণে ॥ ১১ ॥  
 ন[৬২।২]টক কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> যবে নাহি<sup>৩</sup> লএ দাণে ।  
 তবে কি করিব বড়ায়ি<sup>২</sup> চিন্তহ আপণে ॥ ১২ ॥  
 যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব ।  
 ঘরে গেলে ভাল মন্দ কিছু না কহিব ॥ ১৩ ॥  
 যতনে চিন্তিহ বড়ায়ি কিছু পরকার ।  
 যেমতে আন্ধার হএ এবার উন্ধার ॥ ১৪ ॥  
 যিনি রতি পাইলে কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> না এড়িব তোরে ।  
 গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১৫ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

নাহি পুরে কাহ্নাক্রি<sup>১</sup>র প্রথম যৌবন ।  
 তবে কেহে রতি প্রতি এত বড় মন ॥  
 এড়াযিবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার ।  
 এখোই না ধরে কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> উমত আকার ॥ ১ ॥  
 আন্ধা সমে স্তম্ভতি কাহ্নে<sup>২</sup>র না জুআএ ।  
 মাণিকে হিরাক বিদ্ধে কে বা পাতিজাএ ॥ ২ ॥  
 তাহার হোতিত নহে আন্ধার মরণ ।  
 হেন কাজ করিতে তাহার কেহে মন ॥  
 এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নে<sup>২</sup>র চারীত ।  
 যত কথা কহে কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> সব বিপরীত ॥ ৩ ॥  
 পরাক না পুছে কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> না বুঝে [৬৩।১] আপণে ।  
 তাহাক উপায় নাহি এ তিন ভুবনে ॥  
 সব লোক বোলে তারে কারু শিশুমতী ।  
 এখো জন নাহি জাণে তার কাজ গতী ॥ ৪ ॥  
 হেন পড়িহাসে বড়ায়ি<sup>২</sup> তোম্মার কি মনে ।  
 মোর প্রতি যোগ হএ নান্দে<sup>২</sup>র নন্দনে ॥  
 মাকড়ের যোগ্য কর্তো নহে গজমতী ।  
 গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

রাধিকাচামাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
 জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সত্বকো রাধিকামিদং ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে ।  
 বিরহে বেআহুল কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> বেড়াএ বিছোহে ॥  
 তোম্মাত লাগিঅ্যা কাকুতি করে কারু ।  
 তোম্মার অন্তরে পথে সাধো মাহাদান ॥ ১ ॥  
 তোম্মার আহুমতীএ মাণিকে হির্য বিদ্ধে<sup>২</sup> ।  
 বিরহে বিকল কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> কাপড় মা পিছে ॥ ২ ॥  
 তোম্মাক চিন্তিঅ্যা কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> ভাত নাহি খাএ ।  
 চারি পহর রাতি নিদ্রাহো না জাএ ॥

১ স্তম্ভর' শব্দ তোলা পাঠে ।

২ পুথিতে কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> ।

১ পুথিতে কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> ।

২ পুথিতে বাক্যে ।

আইস বোলো গোআগিনী স্বপ্ন মোর বোল ।  
জিআঅ কাহা[৬৩।২]ক্রি রাধা দিখা চুম কোল ॥২॥  
কল্পের কুণ্ডল তোর মাণিক উজ্জলে ।  
সিসের সিন্দুর ভুজবলএ উজ্জলে ॥  
সফল করহ দেহা দেহ আহুমতী ।  
কথা না দেখিলো রাধা নারী হএ সতী ॥ ৩ ॥  
কাহাক্রি'র নেহা রাধা বড় পুনে পাইএ ।  
মইলৈ মূর্ত্তি কিবা স্বরপুর জাইএ ॥  
এবোহো স্তনুরি রাধা পুর মোর আশ ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ বচনঃ ক্রীড়া রাধিকাধিমতী সতী ।  
বেশমানতমুত্তরী জগাদ জগতীমিদং ॥  
তোকে যবে বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে ।  
আন্ধার নিস্তার তবে নাহি'ক ছুতরে ॥  
হুণিলৈ আইহন মোরে করিব অ[১]পেক্ষ ।  
তোকে এক ভিতে হৈবে আন্ধা লখী দোষ ॥ ১ ॥  
এবেসি জানিলো তোর ভাল নহে মনে ।  
যবে কাটায়িলি বাট ছুসহ আরণে ॥ ২ ॥  
তোকে বড়ায়ি বোলে চালে হুঁয়া যাবি পার ।  
আন্ধেত করিব তখা কোণ' পরকার ॥  
বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার ।  
দেখিআ বা কি বুলিব [৬৪।১] ঘরের গোআল ॥ ২ ॥  
আকারণে এহা পথে আগায়িলি মোরে ।  
মিছে ছাটে কাহাক্রি' ভাণ্ডায়া যাই ঘরে ॥  
এবার ভাণ্ডায়া যবে কাহাক্রি'ক জাইএ ।  
আর বার তবে বড়ায়ি মথুরা না জাইএ ॥ ৩ ॥  
তো হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে ।  
এ পুণি তোন্ধার লাজ ব্রহ্ম অন্তরে ॥  
এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি ধীর কর ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

মদীরমানসোজ্জ্বলি সাধুত্ব রাধিকে বহা ।  
অথ স্বরগুচঃ পাছি হুঃসনঃ সর্ববর্ণনা ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

বনে বনে পালাইয়া রাধা যবে জাই ।  
আঙুছিআ বাটে তবে কাহাক্রি' রহাএ ॥  
তাক দেখি বড়ায়ি পালটি অথবেথে ।  
অতি বড় ঠেঠালি রহিলী মূল পথে ॥ ১ ॥  
একসরী রাধা দেখি কাহাক্রি' মনে গুণে ।  
পালিল বড়ায়ি মোর পূর্ববচনে ॥ ২ ॥  
বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি অবর নয়নে ।  
কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে ॥  
লোহ [৬৪।২] মুছিআ কাহু আপণ বসনে ।  
না করিহ ভয় রাধা বুলিল ঘচনে ॥ ২ ॥  
এবে দেখ মোর মুখ তুলী ছুয়ি আখী ।  
এহা ঘোর বনে রাধা কেহো নাহি' সাপী ॥  
তোন্ধার আন্ধার রাধা প্রথম যোবন ।  
স্বরত সংভোগে করী সফল জীবন ॥ ৩ ॥  
দূর করোঁ তোর হার ঘন পীন তনে ।  
আঅর সন্দেশ লও বাহর কঙ্কনে ॥  
এবে রসমনে রাধা কর পরিহাস ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাটিআলীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

হার মোর ছিণ্ডি নিলে বাহের কঙ্কন ।  
না জাণো কাহাক্রি' তোর কত ধারোঁ ধন ॥ ১ ॥  
মো কেহে জাগিবোঁ এখা হৈবোঁ একসরী ।  
এড় কাহাক্রি' যাইবোঁ ঘর মথুরা নগরী ॥ ২ ॥  
সুত দখি লখী বাহ মথুরার' হাট ।  
বিগি স্বরভিদ্ৰ' তেজি নাহি' দিখো বাট ॥ ৩ ॥  
মোর ভাগে দৈবে কৈল তোন্ধা একসরী ।  
এবে কাহাক্রি'কে তোষ ভয় পরিহরী ॥ ৪ ॥

শামী মোর দুরূবার সাংছড়ী লভর ।

[৬৫১] এড় কাহ্নাঞিঁ যাইব দূর আন্ত যাএ সুর ॥ ৫ ॥

না কর বিলম্ব রাধা পরিহর ভয় ।

দেহ আলিঙ্গন রাধা থাকু পরিচয় ॥ ৬ ॥

রাজা খরভর' পাটে আতি দুরূবার ।

তাক মোর বড় ভয় এড় একবার ॥ ৭ ॥

আন্ধাতে ভজিলেঁ তোর কাখে নাহিঁ ডর ।

ত্রিভুবননাথ আক্ষে দেব গদাধর ॥ ৮ ॥

এবার তেজহ কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন ।

দিনা কখে গেলেঁ তোর ধরিবোঁ বচন ॥ ৯ ॥

হাথে নিধী পাইলেঁ রাধা কে এড়িতে পারে ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিশ্চাকিনী পুরঃ ।

স্রচিরং চিন্তয়ামাস সলজ্জাতীয়কৌতুক ।

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতাল্য ॥

না দেখিল না শুণিল কোণ কুঞ্জবনে ছিল

যেহু দেখোঁ বাটে বাটোআড় ॥ ১ ॥

এহি মথুরা নগরে যাওঁ বারহ ব[২]সরে

কথা কেহো না কৈল উত্তরে ॥

বুঝিল কাহ্নের মন ভিড়ি চাহে আলিঙ্গন

মোরে বল করে নারায়ণ ॥ ১ ॥

ছিণ্ডিঞা [৬৫২] মুকুতার হার ভাগিবেঁ বলয়া আর

না ধরিঞা কাহ্নের বচনে ॥

যাইবোঁ রাজহুআরে কংসে করিবোঁ গোচরে

তবেঁ লোকোঁ দোষ দিব মোরে ॥ ২ ॥

রাজা বড় দুরূবার আইহন খুরের ধার

কেহে কাহ্ন হেন পড়িহাসে ।

বাসলীচরণ শিরে বন্দিঞা ল

গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

ভয়ং কংসাতিমহাত্মো মনসে মানসে কথং ।

মাতিকে রসলক্ষ্যোহসাতিকে শৃণু মে বচঃ ॥

১ খরভর', দুরূবা' কাটিয়া তোলা পাটে খরভ' করা ।

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

দাতা বলি ছলিঞা মো নিলোঁ পাতালে ।

করে গিরি ধরিঞা মো রাখিলোঁ গোকুলে ॥

বেদ উদ্ধারিতে কৈলোঁ মীন অবতার ।

পাতাল গিঞা তার করিলোঁ উদ্ধার ॥ ১ ॥

যৌবনগরবেঁ রাধা না চিহ্নসি মোরে ।

শ্রীধররূপে হরিঞা নিবোঁ তোরে ॥ ২ ॥

তহুত বরাহরূপে থাকি বনভাগে ।

মেদনী ধরিল আক্ষে দশনের আগে ॥

শ্রীরামরূপে আক্ষে বধিল রাবণ ।

আন্ধার আগত বীর নাহিঁ কোণ জন ॥ ২ ॥

দূতা পা[৬৬১]ঠায়িঞা আক্ষে নিবত গোকুলে ।

বাটিত যাইতেঁ মো করিবোঁ অলঞ্জালে ॥

তোর রাজ কংসের মো করিবোঁ নিপাত ।

কেহে রাধা মনত গুণসি পাঁচ সাত ॥ ৩ ॥

অসুরকুলদলন হরি মোর নাম ।

এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন ॥

রসমনে তোষ রাধা নান্দের নন্দন ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

স্বরত সংভোগেঁ [৫]তার না পুরিবে আছা ।

আপনার মনত আপনে গুণি চাহা ॥

অরতী বাসিত হুঁঞা পাপ করিবোঁ ।

জরমক তরেঁ কুলে কলঙ্ক থুইবোঁ ॥ ১ ॥

কাহ্ন মনে পন্নিভায় ।

আন্ধা সমে যোগ নহে স্বরতী ॥ ২ ॥

উচিত কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে ।

আন্ধার মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুভরে ॥

ইঞ্চলা থাঞা কাহ্ন বার পাড়িবে ।

আঘোর পাপেঁ তোএঁ গায় বেআপিবোঁ ॥ ২ ॥

পরদারস্বরতী করিতেঁ না জুআএ ।

ভাতের ভোধ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পাল্যএ ॥

একবার র[৬৬।২]তীএ<sup>১</sup> মদন বাটে চিতে ।  
 প্রজল অনল কাহাঞি<sup>২</sup> না নিবাএ যুতে ॥ ৩ ॥  
 মনে পড়িভায় কাহাঞি<sup>২</sup> আন্ধার বচন ।  
 তোর প্রতি যোগ নহে আন্ধার যৌবন ॥  
 আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

তরুবিক্রয়নবুদ্ধয়া ধিয়া  
 বকিতা পরিচয়েসি মামকে ।  
 রাধিকেহস্মি নমু গোপশাবকঃ  
 কংসবংশদবদাবপাবকঃ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥  
 ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল  
 আল জাগণ্ড রতি সকল ।  
 তোকে অহুমতী রাধা দেহ  
 হের ধরিলৌ আঁচল ॥ ১ ॥  
 বল না কর মোরে কাহাই ল  
 আল বচন আন্ধার শুণ ।  
 দেব ধরম কি সহিব তোরে  
 এহাত হৃদয়ে শুণ ॥ ২ ॥  
 তবৈসি ধরমের ভয় রাধা ল  
 আল যদি মোএ<sup>১</sup> হরৌ পরনারী ।  
 অপণ অন্ধের লখিমী হইআ  
 তোকে না চিহ্নি অনন্ত মুরারী ॥ ৩ ॥  
 পুরুষ জরমে কাহাঞি [ল]  
 [আল] আছিলৌ বা তোর নারী ।  
 ইহ জরমে কেবা পাতিআএ  
 অপণে বুঝহ মুরা[৬৭।১]রী ॥ ৪ ॥  
 ছার তিরী বামা জাতী রাধে ল  
 আল আন্ধাতে<sup>২</sup> কর পরভয় ।  
 আন্ধাত আধিক<sup>২</sup> কোণ দেহ আছে  
 কারে করসি তাঁে ভয় ॥ ৫ ॥

ঘরত নিজ পতী আছে কাহাঞি<sup>২</sup> ল  
 আল ভাগিনা শুন বনমালী ।  
 তীন লোক ধাঞা তোন্ধার জরম  
 কাহারে বোলসি ধামালী ॥ ৬ ॥  
 হসিত বদন কর রাধা ল  
 আল ধরিলৌ তোর আঁচল ।  
 হংস সরোবর পাইলৈ অবসই  
 হরিএ<sup>১</sup> ভুলে কমল ॥ ৭ ॥  
 হইবেক তোর মোর সুরতী কাহাঞি<sup>২</sup> ল  
 আল দুইহার হউক কুশল ।  
 সুরতি রসত স্তম্বর কাহাঞি<sup>২</sup>  
 আরতী কিছু নাহি ফল ॥ ৮ ॥  
 বিলম্ব করিতে নারৌ রাধা ল  
 আল বচহ আন্ধার ধর ।  
 বিজন বনত তোন্ধা দেখিআ  
 হাণিল কুসুমশর ॥ ৯ ॥  
 তোন্ধার চরিত্র দেখিআ কাহাঞি<sup>২</sup> ল  
 মোর মুখত না আইসে বচন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআ ল  
 দেবী বাসলীগণ ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥  
 অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিং চরিতুমীদৃশম্ । [৬৭।২]  
 স্ফুটং চিত্তম্যামস জরতীশ্চাতি রোযতঃ ॥

ছারে খারে জাউ মুগধী বড়ায়ি  
 অনল বুলাওঁ গাএ ।  
 মাঝ পাশুরে বাট কাঢ়ায়িআ  
 গেলি আপণ ইছাএ ॥  
 অ[১]ইহনরাণী পরে বিগুতে  
 সে কেমনে ধরএ বুকে ।  
 তার নাভী কাহাঞি<sup>২</sup> পথে বিরোধে  
 তাহার মনে স্থখে ॥ ১ ॥

১ পুণ্ডিতে তোন্ধাতে ।

২ আধিক, ক'ভোলা পাঠে ।

জায়িবাক নাম্নে মোরে বল করে  
দুৰুজন নাম্নের পা।

হেন বাটে বাট কাটায়িল  
দারুণী বড়ায়ি গো ॥ ৬ ॥

আঁচলে ধরে অহুবন্ধ করে  
কোণ বুদ্ধি করৌ এড়ায়িওঁ ।

খেড় আগুণী এক করিআ  
বড়ায়ি গেলী এক ভিতে ॥

দহি নঠ মোর ঘোল নঠ মোর  
আইলৌ বাট হারাই।

কাহ্নাঞি'র হাথে পাঙ্ক আবধা  
বড়ায়ির মাথা খাঞ। ২ ॥

ভর পান্তরে তিরী বধ করে  
কাঞ্চুলী চিরিল টানে ।

হিআ খণ্ড খণ্ড নথের ঘাএ  
হিছোলৌ লএ পরাণে ॥

লক্ষ মালভীএ খোপা ভরাঞা  
ভিড়িঞা বান্ধে লোটনে ।

যশোদার গরভে কারু উপজিল  
না মানেন গুরুজনে ॥ ৩ ॥

সাহুড়ী ননন্দ খুরের [৬৮।১] ধার  
সানী বড় দুৰুবার ।

হেন গতি গাএ ঘরক জায়িবে  
কেমনে হয়িবে নিস্তার ॥

হেন পরিভাবি চাহিল রাধা  
কারুক আড় নয়নে ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস শিরে বন্দিঞা  
দেবী বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

এ তোর আড় নয়নে আল পাঙ্কর বেধিল ঘুনে  
পাঙ্কর বেধিআ বৃকত লাগিল ঘুনে ।

এবে দেহ চুম্বনো আর দেখে মধুপানে  
আলিঙ্গন দিঞা বারেক জোষহ মনে ॥ ১ ॥

হুন স্ববদনী রাধা নাএ ।

যুবক কাঙ্কের বারেক রাখহ পরাণে ॥ ৬ ॥

দেখিআ তোক রূপসী ... ..

গোর শরীর মুগী সম ছুয়ি আখী ।

মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহু বিজুলী

বদন সংপুন চান্দ সম তোর দেখী ॥ ২ ॥

কনক কুন্ত আকারে দুই তোর পয়োভারে  
তাহাত উপর গজমুকুতার হারে ।

যেহু শোভ করে হুমেক গন্ধার ধারে  
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহি' সরে ॥ ৩ ॥

দেহার দেব মো হইআ কলায়িলৌ আসিঞা  
হৃন্দর নাগরী রাধা তোঙ্কাক দেখিআ ।

উত্ত[৬৮।২]র দেহ হাসিঞা গাইল বড় চণ্ডীদাস  
বাসলী শিরে বন্দিঞা ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবে জ্ঞাওঁ আল কাহ্নাঞি মথুরার হাটে ।

আঙ্কাক নেহালী তোঙ্কে যাহা বাটে বাটে ॥

তবেসি জাগিল আঙ্কে দৈবের ঘটন ।

আঙ্কা না ছাড়িব কভৌ নাম্নের নন্দন ॥ ১ ॥

হৃন্দর কাহ্নাঞি' তবে যাওঁ তোর কোল ।

কভৌ না লজিবে যবে আঙ্কার বোল ॥ ৬ ॥

মাথার মুকুট কাহ্নাঞি' ভাঁগি জুগি জাএ ।

ঘোড় হাথ করি কারু বোলৌ তোর পাএ ॥

ছিপি জুগি জাএ কাহ্নাঞি' সাতেসরী হারে ।

আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে ॥ ২ ॥

আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে ।

সখি সব দেখিআ বুলিব দস্তঘাতে ॥

নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে ।

আইহন দেখিলে মোর নাহি' ক নিস্তারে ॥ ৩ ॥

কৌঅলী পাতলী বালী আঙ্কে চন্দ্রাবলী ।

ভএ কাঙ্ক্ষা যেহু নব কদলীর বালী ॥

১ পুথিতে প্রাতে' ।

আলিঙ্গন দিহ মোরে দয়া ধরী মনে ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রা[৬৯১]ধিকাহুমতিমাণ্য মাধবঃ সখ্যরারিশবদনমানসঃ ।

অন্ততক্রমমুদারবিক্রমো বস্তুমেবমকরোজ্জিগৃকমং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

আলিঙ্গন কৈল কাছাঞি নানা পরকার ।

তখন ঘুচাইল কাটী হৃদয়ের হার ॥

ঘন তন জঘন মনদিল করে ।

নানা পরকার কৈল রাধা নখঘাতভরে ॥ ১ ॥

রাধার বচন পাঁজী হরষিত মনে ।

কিশলয়শয়নে সুরভী কৈল কাহে ॥ ২ ॥

চুইল কপোল গল আধর নয়নে ।

বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে ॥

মতিভোলৈ রাধিকার দশনবসনে ১ ।

বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে ॥ ২ ॥

নিতম্ব পরসি জঘনত দিল হাথ ।

আতি উতরলমতী ভৈল জগন্নাথ ॥

চিরকাল ছিল যত মনোরথবঞ্চে ।

সকল সফল কৈল রতী অল্পবঞ্চে ॥ ৩ ॥

মনতোষ ভৈল কাছাঞি ছাড়ে ঘন শাসে ।

কাটী লৈল আভরন পুন রতী আশে ॥

রতী আবেশে ভৈল রাধার তরাসে ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে [৬৯২] ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রথমে কাড়িআ<sup>১</sup> লৈল সাতেশরী হার ।

কানের কুণ্ডল নিল মুকুট মাথার ॥

আঁখর কাড়িআ নিল গুণিআ গলার ।

আলপ বএসে কৈল বড়য়ি খাঁখার ॥ ১ ॥

সব আভরণ [মোর] কাড়ি নিলৈ বলে ।

বুধি বোল এবে ঘর জায়িব কোণ ছলে ॥ ২ ॥

হাথের বলয় নিলৈ আঁখর বাহুতী ।

কনককঙ্কন নিলৈ আঁখর আঁধুতী ॥

কনককিঙ্কিনী নিলৈ পাঁএর নুপুর ।

বচনসরস তোকে হৃদয়নিষ্ঠুর ॥ ২ ॥

শিরীষ কুম্ভম সম আক্ষে কৌঅলী ।

বড় দুখ পাইল আক্ষে কাড়িতে পাসলী ॥

আলঙ্কারহীন কৈল মোর সব দেহে ।

বড় অহুচিত কৈল প্রথম সনেহে ॥ ৩ ॥

আভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে ।

বাহুতী মেলিলী গিআ বড়ায়ির পাশে ॥

রাধাক দেখিআ বড়ায়ি মনে মনে হাসে ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঈসত হাসিআ বড়ায়ি পুছিল রাধারে ।

এত খন কথা ছিল এ[৭০১]ডিআ আন্ধারে ॥

সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত ।

ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত ॥ ১ ॥

মিছা না বুলিহ মোরে পরাণনাতিনী ।

আন্ধার থানত কহ সরূপ কাহিনী ॥ ২ ॥

কে না কাড়ি নিলৈ তোর সব আভরণ ।

আস্থিআ হেন দেখি কমণ কারণ ॥

আধর ছাড়িল তোর তাব্বলের রাগ ।

হেন বুঝা বনে তোর কাহ পাইল লাগ ॥ ২ ॥

আয়াসিনী ভেলা আজি তোম্কে কি কারণে ।

বুঝিতে নারো রাধা মোএ তোর মনে ॥

তোম্কার বিলম্ব দেখি পাইলো বড় ডর ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে 'রসনে' ।

২ এখান কাড়িআ<sup>১</sup> ইত্যাদির পূর্বে 'ঈসত হাসিআ' লেখা ও কাটা ।

কহুয়াগঃ ॥ একতালী ॥

গল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেথ ।  
 নিজ পতি বিহানে আবথ্য মোর দেখে ॥  
 একসরী বনে ভয় পাইলো আপারে ।  
 এত দুখ দিখ্য বিধি নিম্নিল আন্ধারে ॥ ১ ॥  
 লয়িখ্য চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ ।  
 সে কাহাঞি লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ ॥ ২ ॥  
 আরতি লয়িখ্য কাহু মাঝ বৃন্দাবনে [৭০।২] ।  
 হুঁরতি আস্তরে মোরে করিল যতনে ॥  
 একসরী হুঁয়া দূচ বান্ধিখ্য বসনে ।  
 জীউত উপর উঠা নিবারিলো কাহে ॥ ২ ॥  
 সেহি কোপে কাটি নিলে সব আভরণে ।  
 আর বিগুতিল মোর সব দেহ কাহে ॥  
 কাহাঞি বৃটল মোরে অনেক বিরূপ ।  
 তোর ধানে আকপট কহিলো সঙ্গ ॥ ৩ ॥  
 তোমকে আন্ধা এড়ি বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে ।  
 কোণ কাজে কথা ছিল্য তাক কেবা জানে ॥  
 বুঝিতে না পারি বড়ায়ি তোমার মনে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজরীয়াগঃ ॥ রূপকং ॥

আতী বুটী না দেখে নয়নে ।  
 জাইতে নারোঁ স্বরিত গমনে ॥  
 পথ হারাইলো বৃন্দাবনে ।  
 তোমাক তেজিলো তেজরণে ॥ ১ ॥  
 তোমকে মোরোঁ না করিহ রোষে ।  
 একসরী ভৈলোঁ দৈবদোষে ॥ ২ ॥  
 তোমকে গেলা আন্ধার আগে ।  
 দৈবযোগে কাহু পায়িল লাগে ॥

তোমকে ছুখ না ভাবিহ মনে ।  
 আপণ্য রাখিএ আপণে ॥ ২ ॥  
 হের তোর চুখণ্ড বদনে ।  
 তো[৭১।১]মকে মোর দুয়জ পরাণে ॥  
 তোমক পাখ্য জীলোঁ একবারে ।  
 বিধি মোর করিল নিস্তারে ॥ ৩ ॥  
 না দেখিখ্য তোর আভরণে ।  
 যদি মোরে পুছে আইহনে ॥  
 তবে কি বলিব তার পাশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনার তীরে কদমের তলে  
 কাঞ্চলী ভিজিখ্য গেল ঘামে ।  
 হংসে যেক সয়োর বিগুতিল বড়ায়ি ল  
 তেহু রাধা বিগুতিলে কাহে ॥ ১ ॥  
 বুলিহ বুলিহ বড়ায়ি আইহনের ঘরে ।  
 কাহাঞি রহাইল দানের ছলে ॥ ২ ॥  
 হার কেয়ুর আর যত আভরণ সব  
 নিলে কাহাঞি মোর বলে ।  
 যতক যতক তার আছিল মনের সন্তাপ  
 স্বয়ামিল নিকুঞ্জতলে ॥ ২ ॥  
 বাহু মোর মোড়িখ্য বলয় সব ঙ্গিলেক  
 ঙ্গিলেক তনের আকলে ।  
 স্তন পাস্তরে কাহাঞি লাগ পাইল  
 বলোঁ নিখ্য করিলেক কোলে ॥ ৩ ॥  
 আনেক প্রকারে কাকুতী করিল  
 না দিলোঁ স্বরতীর আশে ।  
 এহি তবু বুলিলোঁ এবে জাই নিজ ঘর  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি দানখণ্ডঃ [ ৭১।২ ] সমাপ্তঃ ॥

## অথ নৌকাখণ্ডঃ

রাধিকাধিকবিগ্ধমানসা কামিকৃষ্ণকরতঃ কথঞ্চন ।  
 প্রাণ্য বুদ্ধিবিভবায়স্বা সহ ত্রাণমেরনয়নাগতা গৃহং ।  
 সাত্তিমহ্যাজননীতি বুদ্ধয়া ভাবিতং হৃদি নিধায় রাধিকাং ।  
 বিক্রয়ার দধিতক্রসর্পিষাং গজ্জমেব মথুরাং স্বেদারয়ং ।  
 তল্লিশম্য জরতী স রাধিকা তক্রবিক্রয়নিবেধকর্ষ চ ।  
 সংবিহার মথুরাপুরীগতিং সা চিরাৎ স্ববসতো তদাবসং ॥ ৩ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী চিত্রকং ॥

রাধারতিরসজন্তমনাঃ কৃষ্ণো মনোগপি ।  
 গতিমাত্তজ হু কাপি জগাদ জরতীং চিরাৎ ॥

রাধাক না পাখী মোর বেআকুল মনে ।  
 রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে ॥ ১ ॥  
 উনমত ভৈলো বড়ায়ি রাধার বিরহে ।  
 তার দরশন বিণি প্রাণ না রহে ॥ ২ ॥  
 আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী ।  
 বোলো চালো তোর থান আগিতে না পারী ॥ ৩ ॥  
 আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার ।  
 সেহি[৭২।১]মতে করিবো তোন্ধার উপকার ॥ ৪ ॥  
 আন্ধা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে ।  
 দধি দুধ বিচি নিখা মথুরার হাটে ॥ ৫ ॥  
 এবার তোন্ধাক লজা ঘাইব আন পথে ।  
 তবে না পড়িব রাধা কাহাঞির হাথে ॥ ৬ ॥  
 তোন্ধার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে ।  
 উপসন্ন হৈল হেব বরিষা সমএ ॥ ৭ ॥  
 আন্ধে রাধা লজা ঘাইব মথুরার হাটে ।  
 নাঅ লজা থাক তোন্ধে যমুনীর ঘাটে ॥ ৮ ॥  
 তোন্ধার বচনে আন্ধে হরবিত মনে ।  
 নাঅ বাকিতে গিঞা করিউ যতনে ॥ ৯ ॥  
 গাছ চাহিতে আন্ধে জাইএ বৃন্দাবনে ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

কাঠ কাটিল গিঞা বিবিধ বিধানে ।  
 শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে ॥ ১ ॥  
 চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোথ মাপে ।  
 তাত গুঢ়া ঘোড়ী দিল তৌলকাপে ॥ ২ ॥  
 ঘলা পাড়ী হরগুটি দিল সব নাএ ।  
 তবে নাখায়িল লজা মাঝমুনীএ ॥ ৩ ॥  
 নাঅ গঢ়ায়িল কাহাঞি গু[৭২।২]গিঞা হৃদয়ে ।  
 হুই ছাড়ী তীন জন জাত নাহি জাএ ॥ ৪ ॥  
 হৃদয়ে ভাবিঞা কাহাঞি যুগতি বিশেষে ।  
 আর এক বড় নাঅ গঢ়িল হরিশে ॥ ৫ ॥  
 জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িঞা ।  
 পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লজা ॥ ৬ ॥  
 রাধার পষ নেহালিঞা রহিলা কাহাঞি ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীআই ॥ ৭ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

মথুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ ।  
 কৃষ্ণস্ত বচসা প্রাচ শীঘ্রং রাধামিহং বচঃ ।  
 যে বোল তোরে বোলো মোএ রাধা ল  
 তাত না করিহ আন ।  
 অহিত না বোলো মোএ রাধা ল  
 এহা সন্ধুপেসি জাণ ॥ ১ ॥  
 চিরদিন মথুরাক না জাহা ল  
 কেহে নঠ কর-দহী ॥ ২ ॥  
 গোআলজরম আন্ধে শুণ  
 দধি দুধে উতপতী ।  
 এবে তাক উপেখহ কেহে  
 তোর ভৈল কি কুমতী ॥ ৩ ॥



আনাহ সকল সখিজ্ঞন  
 মেলী করিউ যুগতী ।  
 তবে মথুরাক জাইএ  
 সন্ধে হুঁয়া একমতী ॥ ৩ ॥  
 পসার সাজিউ দধি দুধে  
 সেসি জীব্যর উপাএ ।  
 বাসলীচরণ শি[৭৩১]রে বন্দী রাধা ল  
 বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ<sup>১</sup> ॥ রূপকং ॥

আর বার জাইতে মথুরার হাটে ।  
 লাগ পাইল কাহ্নাক্রি<sup>২</sup> যেহেন খাটে ॥  
 দধি দুধ খাওয়া মোর ভাগিলেক ভাণ্ডে ।  
 থক নঠ করে ঘেহ উদার সাণ্ডে ॥ ১ ॥  
 হেন না ব্লিহ আশ্রয় থানে ।  
 বাটে দ্রুতজন পাইব কাহ্নে ॥ ৫ ॥  
 ঘোল দুধে মোর দিলেক পাণী ।  
 আর দুধাধর বুলিলেক বাণী ॥  
 কাঞ্চলী ভাগিল আশ্রয় ।  
 আকুল কইলে কুন্তলভার ॥ ২ ॥  
 হার নিল মোর ভাগি বলয়া ।  
 কুণ্ডল নিলেক আশ্রয় বলয়া ॥  
 যেহেন চরিত দেখিলো তারে ।  
 ভোর প্রসাদে আর জীলো একবারে ॥ ৩ ॥  
 কেহেন চরিত বড়ায়ি তোরে ।  
 মথুরা যাইবাক বোলসি মোরে ॥  
 তার নামে মোক লাগিল তরাস ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ লগনী ॥

কুব্ধি তেজিআ চল মথুরার হাটে ।  
 এবার তোন্ধারে আন্ধে নিব আন বাটে ॥ ১ ॥

১ পুথিতে শেরীরাগঃ ।

[৭৩২]<sup>১</sup> কোণ বাটে আন্ধা লখা জাইবে ল বড়ায়ি ।  
 সরূপ করিআ তোন্ধে কহ মোর ঠায়ি ॥ ২ ॥  
 যমুনার ঘাট জায়িতে আছে পথ দুই ।  
 সে পথে না জায়িব যাত দাগী কাহ্নাক্রি<sup>২</sup> ॥ ৩ ॥  
 ভরিল যমুনাত কেমনে হইব পার ।  
 সরূপ করিআ কহ তার পরকার ॥ ৪ ॥  
 এবে রাজা যমুনাত পাতিআছে নাএ ।  
 তাত পার হুঁয়া লোক স্নেহে হাট জাই ॥ ৫ ॥  
 ও কুলত গেলেন যদি নাগ পাএ কাহ্নে ।  
 তবে তার হাথে এড়াযিব কেনমনে ॥ ৬ ॥  
 ও কুলে কর্তো রাধা না দেখিল কাহ্নে ।  
 তখা তার আধিকার নাহি মাহাননে ॥ ৭ ॥  
 হাট<sup>৩</sup> জায়িতে নিষধিল সানুড়ী আইহনে ।  
 তার আহুতমতী বিগি জাইব কেনমনে ॥ ৮ ॥  
 ভাল বুলিলে রাধা লাগিল মোর মনে ।  
 আইস জাই তোর সামী সানুড়ীর থানে ॥ ৯ ॥  
 তবে তার থান গিআ বুলিল সন্থরে ।  
 কি কারণে দধি দুধ নঠ কর ঘরে ॥ ১০ ॥  
 হেনক কুমতীএ<sup>৪</sup> হয়িবে ভিহারী ।  
 বুঝি রাধিকা পাঠাই মথুরা[৭৪১]<sup>৫</sup>নগরী ॥ ১১ ॥  
 হেন মতে নানা পরকার করিআ ।  
 বুড়ি দিল রাধিকারে আহুতমতী লখা ॥ ১২ ॥  
 আহুতমতী লখা রাধা চলিলী হরিষে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সোনার চূপড়ী রাধা রূপার ঘড়ী ।  
 নেতের আকল তাত দিখা ওহাড়ী ॥

১ ৭৩২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে কারেবী অক্ষরে তিন পঙক্তি,  
 লেখলে সকল, [২] শ্রীকামাল বা, [৩] শ্রীকামাল বা নিউ বা ও উর্দে  
 কারসী অক্ষরে এক পঙক্তি লেখা ।

২ হাটএর আকার তোলা পাঠে, শব্দটা দেখিতে ইটএর মত ।

৩ ৭৪১ পৃষ্ঠার উর্দে 'শ্রীশ্রী' করেন তবে তানে বসিবা' লেখা ।

স্বর্দ্ধি কেতকী সম সজাইখা দহী ।  
 আনাইখা যানাইল সব গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥  
 চলিলী গোআলার বী দধি বিকে জাএ ।  
 সর্দ্ধাঙ্কে স্বন্দরি রাধা কে না বাহুড়াএ ॥ ৫ ॥  
 শেষ পহর রাতী কুয়িলী কাটে রাএ ।  
 তভৌহো চিআইতে আজী না নাগিল গাএ ॥  
 দধি বিকে জা আজি মথুরার রাজ ।  
 তবেই 'সুইহে' কেহে এতেক বেআজ ॥ ২ ॥  
 যুত দধি দুধে সাজিআ মিলচুকা ।  
 সোবন বাহুঠা পত্নী রূপসী রাধিকা ॥ ২ ॥  
 চলিতে চঞ্চল বাজে পাএর নৃপূর ।  
 দধি বিকে জাএ রাধা মথুরাপুর ॥ ৩ ॥  
 সাহুড়ী সা[৭৪১২]মির থানে আশ্রমতী পার্জা ।  
 আতি উল্লসিতমতী সব সখি লজা ॥  
 যুগতি করিআ তবেই করিল গমন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আগু জাএ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী ।  
 পাছে গোআলিনী নৈল দধির চূপড়ী ॥  
 ধিরে ধিরে যাএ বড়ায়ি যমুনার ঘাটে ।  
 যাত কাহ্ন মাহাদানী তেজিআ সে বাটে ॥ ১ ॥  
 সব গোআলিনী যাএ বড়ায়ির সঙ্গে ।  
 লাস হাস পরিহাস করি নানা রঞ্জে ॥ ৫ ॥  
 ঘোল শত গোপীজন করি কোলাহল ।  
 জায়িতে হরষিত মণে গায়িতে মঙ্গল ॥  
 বড়ায়ির মুখ চাহি সব সখি গোআলিনী ।  
 মথুরা লড়িলী বড়ায়ি হজা আগুআনী ॥ ২ ॥  
 কথো খনে গিআ যমুনার ঘাট পাইল ।  
 সন্দেশেই যমুনাঘাটে পসার নাষায়িল ॥

সন্ধাঙ্কি যুগতি করি পুছিল বড়ায়ি ।  
 পারকর মথুরাক ঘাটোআল কহী ॥ ৩ ॥  
 বলিতে লাগিলী বড়ায়ি শুন ল নাতিনী ।  
 হোর আছে ঘাটোআল লজা নাঅথানী ॥  
 ডাক দেহ চম্রাবলী চিত্তের হরিষে ।  
 [৭৫১] বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ জীড়া ॥ ১

দধির চূপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআ ।  
 ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাস চাহিআ ॥  
 বিহাণ আইলাহৌ এখা বেলা আপার ।  
 কত খনে যাইব আন্ধে মথুরার পার ॥ ১ ॥  
 ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে ।  
 দধির চূপড়ী মোর পার করি দে ॥ ৫ ॥  
 নাএর আস্তরে গেলী চম্রাবলী রাহী ।  
 তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী ॥  
 কথো দূর গিআ দেখিএ একথানী নাএ ।  
 সত্তর হযিআ রাহী তার পাস যাএ ॥ ২ ॥  
 তার থান গিআ বোলে রাধা গোআলিনী ।  
 কেহু মনে পার হযিব ছোট নাঅথানী ॥  
 একে একে পার হজা যাইব মথুরা ।  
 সন্ধাই চড়িলে নাঅ না সহিব ভরা ॥ ৩ ॥  
 শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআ ঘাটে ।  
 সন্ধা পার কর যাইউ মথুরার হাটে ॥  
 রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক লগনী ॥ লঘুশেখরঃ ॥

বোলন্ত কাহ্নাঙ্কি নাঅ কুলত চাপাখা ।  
 [৭৫২] আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআ ॥ ১ ॥  
 যমুনা দেখিআ মনে ডরায়িলী রাহী ।  
 বুলি পার কর আগু মোর সব সহী ॥ ২ ॥

১ পুথিতে 'সুইহে' আছে ।

২ ইহা পর 'অতি উল্লসিতমতী সব সখি লজা' লেখা ও কাটা ।

১ 'পাহাড়ীআরাগঃ ॥ জীড়া ১' ভোগাপাঠে ।

পাঞ্চ গুণী পাট নাঅ গঢ়ন আন্ধার ।  
 একে একে সব সখি করি তোর পার ॥ ৩ ॥  
 দধি দুধ লজ্জা যাব মথুরা নগর ।  
 সাবধানে সব সখি ঝাঁট পার কর ॥ ৪ ॥  
 রাখার বচনে কাহ্নাঞি হরষিত মনে ।  
 ঝাঁট পার করায়িল সব সখিগণে ॥ ৫ ॥  
 সঙ্গে বড়ায়ি করী বোলে গোআলিনী ।  
 ঝাঁট পার কর বড়ায়ি থর বড় পাণী ॥ ৬ ॥  
 তীন ভরা না সহে নাথানী আন্ধার ।  
 কেনমনে বড়ায়ি লজ্জা রাখা হৈবে পার ॥ ৭ ॥  
 এ বচন শুণী রাখা মন কৈল সার ।  
 বুইল ঘাটিআল আগু বড়ায়ি কর পার ॥ ৮ ॥  
 নাঅত চড়িল যবে একলী বড়ায়ি ।  
 মনের উল্লাসে পার করিল কাহ্নাঞি ॥ ৯ ॥  
 পাছে পার হয়িতে রান্নিকারে বড় ডর ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ জীড়া ॥

যমুনানীরপরন্ত তরৌ ভরনিরীক্ষণং ।  
 রাধে পুরুদরব্যগ্রা ভব মা [৭৬।১] কুরু মে বচঃ ॥  
 ঘাটে মাহাদানী ল  
 কাহ্নাঞি তোন্ধার কারণে ।  
 পার হঅ নাএ রাখা ল  
 জ্ববি মোর মাহাদানে ॥ ১ ॥  
 নাএ চড় রাখা ল  
 নাএ না কর ডর ।  
 আন্ধে কাণ্ডারী শ্রীগদাধর ॥ ২ ॥  
 লক্ষা পার কৈলৌ রাখা তোন্ধার আশে ।  
 হাসিআ বৈস রাখা আন্ধার পাশে ॥ ২ ॥  
 তোন্ধার আন্তরে রাখা পাতিলৌ না ।  
 কাহ্নাঞি প্রবোধিআ হাটক যা ॥ ৩ ॥  
 মথুরা ঘাইবাক রাখা কি তোর আশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দা গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাখা দরভরাভূরা ।  
 বিললাপ চ সা কিঞ্চিদুচে চ মধুসুদনং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মোএ যবে জাপো কাহ্নাঞি ঘাটে মাহাদানী ।  
 বড়ায়িক ছাড়ী কেহে হৈবৌ একাকিনী ॥  
 কেহে সব সখিজন আগু কৈলৌ পার ।  
 কাল হজ্জা গেল মোরে বোবনভার ॥ ১ ॥  
 কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে ।  
 কেহে মন কৈলৌ জাইতে মথুরার হাটে ॥ ২ ॥  
 আবখা করিল মোর যে জগন্নাথে ।  
 পুনরপি প[৭৬।২]ড়িলাহৌ তাহার হাথে ॥  
 এহা পথে আসি মোএ হারায়িলৌ বৃধী ।  
 আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী ॥ ২ ॥  
 পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে ।  
 জরম লভিল আন্ধে গোআলার কূলে ॥  
 তৈসি দধি বিকে জায়িতে মথুরার হাটে ।  
 দুর্জন কাহ্নাঞি হন এবে পাড়ে বাটে ॥ ৩ ॥  
 কর যোড়ী বোলৌ এবে শুন দামোদর ।  
 জাইবৌ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥  
 এড়ি যাএ মোকে কাহ্নাঞি সব সখিজন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

পাঞ্চ পাটে নাথানী আন্ধার ।  
 আপণেই ধরিলৌ কাঁটার ॥  
 ডরা দিআ দধির পসার ।  
 যাইতে চাহ যমুনার পার ॥ ১ ॥  
 হের হন বচন আন্ধার ।  
 বিধি কড়ীএ না করৌ মো পার ॥ ২ ॥  
 তোর বোলৌ সব সখিজনে ।  
 পার কইলৌ হজ্জা সাবধানে ॥

যবেঁ তোক্ষা করিবোঁ মো পার ।  
 বান্ধ দেহ সাতেসরী হার ॥ ২ ॥  
 দেখিঁ আ তোক্ষার মুখচান্দে ।  
 যমুনাত পাতিলোঁ মো কান্ধে ॥  
 এবেঁ বোল সরস বচনে ।  
 ত[৭৭।১]বেঁ পার করিবোঁ এথণে ॥ ৩ ॥  
 তোক্ষাত মজিল মোর মনে ।  
 ভিড়িঁ দেহ আলিঙ্গন দানে ॥  
 তাত মোর বড় পতিআশে ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাংগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নাঅবাহিঁ আ যমুনাজল বিশাল এ ।  
 সরস বচন করি মান শৃঙ্গার  
 বচন আক্ষার পাল এ ॥ ১ ॥  
 ঘাটে ঘাটিআল তেজ নাগরাল  
 কিসক করহ কচালে ।  
 পার কর মোর দধির পসার  
 মথুরা বাইব সকালে ॥ ২ ॥  
 পুত্র নদী কুলে পাপ ঘোসসী  
 এ তোর কমণ আচার এ ।  
 পরার তিরীক করসি পরিহাস  
 না জাগ ধর্ম বিচার এ ॥ ৩ ॥  
 মদন বাণে দেহ বিদগধ  
 কি মোর নদী কুল য়ে ।  
 পাপ পুত্র রাধা হুই না মানিঁ আ  
 ধরিবোঁ তোক্ষাক বলে ॥ ৪ ॥  
 ধরিবি বলে মরিবোঁ ছেলে  
 ঝাঁপ দিঁ আ যমুনাএ য়ে ।  
 বাত বন্ধন স্বকুজ সাধি  
 এ বধ দিবোঁ তোক্ষায়ে এ ॥ ৫ ॥  
 কেলি করিতে পরি- হাস মরণ ইছসি  
 এ তোর কমণ বেভার এ ।

উচিত দান ঘাট দেহ ল রাধা  
 করিবোঁ যমুনাত পার এ ॥ ৬ ॥  
 এতে[৭৭।২]ক সখিজন পার কইলোঁ  
 কোড়ী নীলোঁ তাহার য়ে ।  
 আক্ষার খানত দান চাহসি  
 নিলজ বাপ তোক্ষার এ ॥ ৭ ॥  
 সক্ষার বন্ধক রাখিলোঁ তোক্ষাক  
 পুরহ আক্ষার আস এ ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিঁ আ  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস এ ॥ ৮ ॥

দেশাগরাংগঃ ॥ একতালী<sup>১</sup> ॥

প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী ।  
 মুদিত ভাঙারে কাহ্নাক্রিঁ না সাধাএ চুরী ॥  
 ধরম দেখিঁ আ কর যমুনাত পার ।  
 তোক্ষা প্রতি যোগ নহে যৌবন আক্ষার ॥ ১ ॥  
 পথে বল না কর নিলজ বনমালী ।  
 মো কিছু না জাগোঁ শিশু আবালী গোআলী ॥ ২ ॥  
 যত দধি দুধ মোর ঘোলের পসার ।  
 সব নঠ হএ কাহ্নাক্রিঁ ঝাঁট কর পার ॥  
 নাহিঁ চিহ্ন আক্ষা তোক্ষা আইহনের রাণী ।  
 কালি ছিল রাখোঁআল আজি মাহাদাণী ॥  
 ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী ।  
 ও আরিতে পার হই বিকণিবোঁ দধী ॥  
 ঘাটের ঘাটিআল মোরে ঝাঁট কর পার ।  
 তোর মায় যশোদায় ননন্দ আক্ষার ॥ ৩ ॥  
 তোক্ষাত ভাগিনা আক্ষে [৭৮।১] তোক্ষার মাউলানী ।  
 পাপ বচন কেহে বোল চক্রপাণী ॥  
 এড়িঁ আ বিবুধি তোক্ষা থীর কর মন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অদভূত লাগে তোর স্থগিষ্ঠা বচন ।  
 কিসের মুদিত রাধা তোমার যৌবন ॥  
 পুরুবে তোমাক আক্ষে পাঁজী বৃন্দাবনে ।  
 রতি উপভোগ কৈল বিসরিলেঁ কেহে ॥ ১ ॥  
 মো কিছু না জাণে কেহে বোলসি গোআলী ।  
 বড়ায়ি ভালে জানে তোর প্রিয় বনমালী ॥ ৫ ॥  
 স্বত দধি দুধ তোর করিবোঁ পার ।  
 সব অভরণগণ দিবোঁ মো তোমার ॥  
 সব জন আগিলেক তোর মোর মেলা ।  
 এবেঁ কেহে শশিমুখী কর মোরে হেলা ॥ ২ ॥  
 না বোল সঙ্কর রাধা আক্ষার আগে ।  
 রতির উপসর আক্ষে তোর ভাগে ॥  
 ঘাটে ঘাটিআল আক্ষে তোমার কারণে ।  
 কিসেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে ॥ ৩ ॥  
 নাএ চড়সিষ্ঠা রাধা তেজিষ্ঠা কুমতী ।  
 মাঝ যমুনাত হউ তোর মোর রতী ॥  
 চির[৭৮।২]কাল আছে। এখাঁ তোর পতিআশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে ।  
 জাইবোঁ ঝাট মথুরার হাটে ॥  
 মতি খাষ্টা মোরে তোএঁ করসি ধামালী । (?)  
 বাপে মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী ॥ ১ ॥  
 নিলজ কাহাঞিঁ তোর বাপে নাহিঁ লাজ ।  
 মাউলানীক বোলহ হেন কাজ ॥ ৫ ॥  
 গরু রাখি তোর কারু গেলির জরমে ।  
 তেঁসি তোর এ সব করমে ॥  
 এবেঁ যমুনার ঘাটে ভৈলা মহাদানী ।  
 দান ছলৈ বোল পাণ বাণী ॥ ২ ॥  
 সব সখিজন মোর করি তোমকে পারে ।  
 বলে ধরিবাক চাহ মোরে ॥

তিরীবধ দিবোঁ মোএঁ তোমাকে উপরে ।  
 ঝাপ দিষ্টা যমুনার জলে ॥ ৩ ॥  
 পাণ তেজ কারু মোক কর পার ।  
 এখাঁ আছে সংহতী আক্ষার ॥  
 আর না বুলিহ কাহাঞিঁ হেন পরিহাসে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

মনত হরিষ কর[৭৯।১]ঈষত হাসিষ্ঠা ।  
 আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিষ্ঠা ॥  
 মাঝ নাঅত রাধা ওলাহ পসার ।  
 পার কইলৈ কোড়ী লইব তোমার ॥ ১ ॥  
 আক্ষার বচন রাধা না করহ আন ।  
 আপণে কাণ্ডার ধরিল দেব কারু ॥ ৫ ॥  
 আছঠ হাথ নাঅখানি তোর পাঁচ পাটে ।  
 আনেক যতনে আনি চাপাইল ঘাটে ॥  
 ধিরেঁ ধিরেঁ কাহাঞিঁ মো আইলোঁ নিকটে ।  
 নিহড়িষ্ঠা চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে ॥ ২ ॥  
 ডরে মোর কাহাঞিঁ শরীর কাপ্পএ ।  
 সাধ নাহিঁ পার হয়িতে হেন ভাঙ্গা নাএ ॥ ৫ ॥  
 আবধ গোআলিনী না বুঝসি কাজ ।  
 এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ ॥  
 পসার পাষাঈ খোহ ডহরার মাঝে ।  
 পাণি ফুটি সিঞ্চ তোমকে না করিহ লাজে ॥ ৩ ॥  
 বাহিষ্ঠা নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে ।  
 নিমিষেক নহিবেক চাপায়িবোঁ কুলে ॥ ৫ ॥  
 নটক কাহাঞিঁ স্থন মোর সত্য বাণী ।  
 পসার পাষাইতে নাএ নাহিঁ ঠায়িধানী ॥  
 যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী ।  
 কার বাপে সিঞ্চিবেক আ[৭৯।২]ধ নাঅ পাণী ॥  
 ঘাটে ঘাটিআল হুষ্ঠা হেন তোর কাজ ।  
 ভাঙ্গা নাএ পার হৈতে না বাসসি লাজ ॥ ৫ ॥  
 মুগধী গোআলিনী কাজ না বুঝসি ।  
 কোণহোঁ জরয়ে নাএ পার নাহিঁ হসি ॥ ৬ ॥

নাঅ পদ্মিল আন্ধে তোন্ধার কারণে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥  
ঘরক যাহ রাধা যদি না হইবে পার ।  
দানের আস্তরে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥ ৬ ॥

গৌরীরাগঃ<sup>১</sup> ॥ রূপকং ॥

আনেক যতনে নাঅ গঢ়িলেঁ ।  
জীবির আস্তরে ঘাটে পাতিলেঁ ॥  
যমুনার জলে লৈলৈ আধিকার ।  
সকল লোকেই করসি পার ॥ ১ ॥  
কেহে বোলহ মোরে মিছা বচন ।  
নাঅ পাতিলী আন্ধার কারণ ॥ ৬ ॥  
সদ্ধা কইলৈ পার আপণ মনে ।  
আন্ধার বেলে বোলহ হেন কেহে ॥  
শকত আছিল নাঅ এখনে ।  
এখনে ভাগিল সে না কেহু মনে ॥ ২ ॥  
বুঝিতে নারোঁ মো তোন্ধার মনে ।  
অস্তর হালএ তোর বচনে ॥  
সরূপ কহ যবে কহ বনমালী ।  
তবে তোর নাএ চড়ে গোআলী ॥ ৩ ॥  
ভাল নাঅ নাহিঁ য[৮০।১]বে তোন্ধার ।  
তবে কেহে নৈলৈ এ আধিকার ॥  
কিছু লাজ নাহিঁ তোহোর বদনে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার ।  
তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতীহার ॥  
তাত তিথ নথরথ চান্দের আকার ।  
দেখিআঁ সরস চিত্ত মজিল আন্ধার ॥ ১ ॥  
দেখিআঁ রূপ যৌবন তোন্ধার ।  
যমুনা জলে লৈল আধিকার ॥ ৬ ॥

ঘোল শত গোপী মাঝে তোন্ধে আগুআন ।  
ঘোল শত কূতঘাটে মোর মাহাদান ॥  
শুন হৃন্দরি মোর বোল পরমান ।  
হএ নহে তত্ব রাধা লোকমুখে জাণ ॥ ২ ॥  
শুন ল হৃন্দরি রাধা পাঞ্জীর বিচার ।  
হের দধি স্নাত দুধ ঘোলের পসার ॥  
ভাও মাথে বোল পন দান আন্ধার ।  
বাহুর বলয় নিবোঁ সাতেসরী হার ॥ ৩ ॥  
নিজ হিত চন্দ্রাবলী মনে পরিভায় ।  
তোর বস ভৈল জিতুবনের রাঅ<sup>২</sup> ॥  
হৃন্দর কাহুক রাধা দেহ আলিঙ্গন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরা[৮০।২]গঃ ॥ আটতালী ॥

বসসি তাঁ আরে কাহ সজনসমাজে ।  
শুণিআঁ কি বুলিব তোন্ধারে সব রাজে ॥  
পাপ পুণ্যের কাহ করহ বিচার ।  
কোমণ পুরাণে<sup>২</sup> কাহাঞি আছে পরদার ॥ ১ ॥  
বুঝিল বুঝিল কাহাঞি চরিত তোন্ধার ।  
নির্মল শরীরে কেহে কর পরদার ॥ ৬ ॥  
কক্রিয় মারিআঁ তোন্ধে নিক্ষত্রি কইলৈ ।  
আপণার মুখে তোন্ধে আপণে কইলৈ ॥  
ঘাটে দানী হুঁআঁ তোএ করসি সংঘট ।  
তিব্রীত উপর এবে তোর মুনিষট ॥ ২ ॥  
আন্ধার আইহন বীর ময়মত হাথী ।  
দোষ পাইলৈ নাকৈ কানে করে সাথী ॥  
তাহাক না মানি মোরে গেল তোর মন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর ॥ লগনী ॥ একতালী ॥

বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলী রাণী ।  
যাবন্ত পবনে ডেউ নাহিঁ বাজে পাণী ॥ ১ ॥

তাবত তোন্ধাক পারি করো না বাহিরা ।  
 দখির পসার নাএ চড়াই আসিরা<sup>১</sup> ॥ ২ ॥  
 [৮১।১] আন্ধাক ছাড়িরা পার সব সখি গেলা ।  
 হাট উথুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা ॥ ৩ ॥  
 হেন গুণী মনত চড়িলী রাধা নাএ ।  
 দখির চূপড়ী রাধা থুইল ডহরাএ ॥ ৪ ॥  
 না জাগিরা তত্ৰ চড়িতে বইলো নাএ ।  
 হেন ভাঙ্গা নাএ চড়িতে না জুআএ ॥ ৫ ॥  
 এভৌহো সন্দরি রাধা মনে কর সার ।  
 ও পার জাইবে কিবা থাকিবে এ পার ॥ ৬ ॥  
 রাখর নাঅ মাঝত লএ পাণী ।  
 হেন নাঅ তোন্ধার বচনে চক্রপাণী ॥ ৭ ॥  
 একলী চড়িলো আর নাথায়িলো পসার ।  
 আতি সাবধানে কাহাঞি<sup>২</sup> কর মোরে পার ॥ ৮ ॥  
 আন্ধার বচন শুন আইহনের রাণী ।  
 বুঝকে উথলে জল ঝাঁট মার পাণী ॥ ৯ ॥  
 সস্বর হই রাহি থাক মাঝনাএ ।  
 এখনে করিবো<sup>৩</sup> পার নাহি কিছু ভএ ॥ ১০ ॥  
 মাঝযমুনাত বড় বাত ভায়া গেল ।  
 পর্কত সমান ঢেউ নাঅত লাগিল ॥ ১১ ॥  
 বাহা বাহা করি তবে রাধিকা ফুকেরে ।  
 বারেক কর মোর[৮১।২] পরাণ উদ্ধার ॥ ১২ ॥  
 আকাশ পরসি যবে ঢেউ আইসে ।  
 রাধার বদন চাই কাহাঞি<sup>২</sup> হাসে ॥ ১৩ ॥  
 কি বৃথি করিবে রাধা কোণ পরকার ।  
 মাঝযমুনাত নাঅ না চলে আন্ধার ॥ ১৪ ॥  
 না জাগো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে ।  
 তিরীবধ দিবো কাহাঞি<sup>২</sup> তোন্ধার উপরে ॥ ১৫ ॥  
 দশনেত তুন করি বোলো মো তোন্ধারে ।  
 যেই চাহ সেহি দিবো কর মোরে পারে ॥ ১৬ ॥

সাবধান হইয়া মোর বোল শুন রাহী ।  
 তোন্ধে আন্ধে আছি এখা আর কেহো নাহী ॥ ১৭ ॥  
 দুতরে তারিবে তোকে না করিহ ডর ।  
 সরস শৃঙ্গার দেহ নাএর ভিতর ॥ ১৮ ॥  
 ধারের ঝরেন রাধিকার নয়নের পাণী ।  
 আধিক করুণা করে চন্দ্রাবলী রাণী ॥ ১৯ ॥  
 কাহের বচনে রাধা পড়িলী তরাসে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥

অথ রাধে পুরে পয়ঃ পূরোজবকূতে দরে ।  
 কুরু প্রাণপরিজ্ঞাপকারণং বচনং মম ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল্য ॥

নাঅ থে[৮২।১]আইলো রাধা না পায়িলো কুল  
 যমুনাক মান রাধা ফুল সিন্দুর ॥  
 বাতকৌঅরক মান সাতেসরী হার ।  
 কাহাঞি<sup>২</sup>কে মান রাধা সরস শৃঙ্গার ॥ ১ ॥  
 পাঞ্চ পাটের নাঅ মহায়িল বাএ ।  
 নিষধিতে আল রাধা চড়িলা নাএ ॥ ২ ॥  
 তোর দৈবদোষে রাধা বহে হেন বাএ ।  
 এ কুল ও কুল ছুইহো নাহি<sup>৩</sup> চলে নাএ ॥  
 নাঅ বাহিতে মোএ<sup>৩</sup> হরিলো শকতী ।  
 নাঅত চড়িলা রাধা আপণ কুমতী ॥ ২ ॥  
 তোর রূপ যৌবনে মোহিত জগতনাথ ।  
 নাঅ বাহিতে নাহি<sup>৩</sup> চলে ছুই হাথ ॥  
 অবল হৈলো তোর সখি করি পারে ।  
 অধর আমিঞা দেহ বল হউ মোরে ॥ ৩ ॥  
 ভুজৈ ভেড়ি আলিঙ্গন দেহ একবার ।  
 চিত্তের হরিষে কাহাঞি<sup>২</sup> করু তোরে পার ॥  
 বিমতী তেজিরা মোর ধর এ বচন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

১ আসিরা'র অর্থ তোলা পাঠ ও পরবর্তী বোজনা; ইহার পর 'না  
 জাগিরা' তত্ৰ চড়িতে বইলো নাএ' লেখা ও কাটা ।

২ করিবো'র পর ডর' লেখা ও কাটা ।

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মনগমনে চলে নাথানী তোন্ধার ।  
 আপণে কাহ্নাঞিঁ তাত ভৈলা কাঞ্চার ॥  
 নাঅত চটিলৌ কাহ্ন তোর সত্য বোলে ।  
 [৮২।২] মাঝযমুনাত তোন্ধে না করিহ বলে ॥ ১ ॥  
 পার কর নারায়ন বড়ায়ির সঙ্গে জাইবৌ ।  
 যমুনাত পার হয়িলেঁ আলিঙ্গন দিবৌ ॥ ৫ ॥  
 সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর ।  
 গোঠে হৈতে আসিবে গোআল মোর ঘর ॥  
 ঘরে না দেখিআ বড় খন্ডায়িবে মোরে ।  
 দয়া ধরম কি না বসে তোন্ধারে ॥ ২ ॥  
 গোসাঞিঁ সৌঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ ।  
 মাঝযমুনাত বহে থর বড় বাএ ॥  
 যমুনায় জলে টলবল করে নাএ ।  
 চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥  
 বোল শত গোপী মোর রহি চাহে বাটে ।  
 মোহোর করমে নাএ ভাগিল পাটে ॥ ৪ ॥  
 একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আন্ধার জীবন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ ষতিঃ ॥

আতি বড় গরুঅ তোন্ধার পয়োভার ।  
 তাহার দুঅজ আর গজমুতীহার ॥  
 সংসারের মাঝে রাখা ছলহ জীবন ।  
 হার পেলাহ পাতল হউ তন ॥ ১ ॥  
 থর সোঁত পাণী রাখা বড় বহে বাএ ।  
 এহাতে ধরহ রাখা আন্ধার উপাএ ॥ ৫ ॥  
 আয়র গরুঅ তোর নিতষ জঘন ।  
 [৮৩।১] তাহাত বাঙ্কিল রাখা কনক রসন ॥  
 বাঙ্কন থসাই রাখা পেলা আভরণ ।  
 সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে ষতন ॥ ২ ॥  
 গাঅ বেড়িল তোর দীঘল বসনে ।  
 ধীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥

আঅর পেলাহ রাখা দখির পসারা ।  
 কিছু পাতল হউ মোর নাঅভরা ॥ ৩ ॥  
 পাঞ্চ পাটের নাঅ গাতর ভরা ।  
 হৃদেব কাঙ্কলী রাখা যমুনাত পেলা ॥  
 তবেঁ স্থখে পার হৈবে এহি ভাঙ্কা নাএ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্ত বাচমাচম্য রাখা দরভরাভূরা ।  
 তত্যাঙ্গ যমুনানীরে ভূষণ বসনভূনোঃ ॥

ভাটিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥  
 যবেঁ রাখা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ ।  
 হেহে লহে ।  
 তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ ॥  
 হেহে লহে লহে ॥ ১ ॥

আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ ।  
 অধ নদী গেলৈঁ পুণি বহে থর বাএ ॥ ২ ॥  
 রাখাএঁ বুলিল কাহ্ন ঝাঁট বাহি যা ।  
 ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা ॥ ৩ ॥  
 হুতরত পার কর একবার কাহ্ন ।  
 পার হৈলৈঁ তোর বোল না করিবৌ আন ॥ ৪ ॥  
 [৮৩।২] নাঅ টালবলাএ আধিকে দামোদর ।  
 হুণ্ডন বাটিল রাধিকার মণে ডর ॥ ৫ ॥  
 কাহ্নের মনত ভৈল মদনবিকার ।  
 ছল করি টালিলেক রাখার পসার ॥ ৬ ॥  
 তখন ছাড়ায়িল স্নত দধি বোল ।  
 ডর পায়ি রাখা কাহ্নাঞিঁ কে মাঞ্জে কোল ॥ ৭ ॥  
 কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে ।  
 বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে ॥ ৮ ॥  
 এ বোল স্থগিআ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে ।  
 নাঅ ডুবায়িআ রাখা কোলে করি ভাষে ॥ ৯ ॥



আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাক্রি<sup>১</sup> রাধার তরাসে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

দধি দুধ নঠ কৈলেন কাহ্নাক্রি<sup>২</sup> ল  
মোর ডুবায়িলে পসার ।  
বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্নাক্রি<sup>৩</sup> ল  
কৈলেন বড়ই খাঁখার ॥ ১ ॥  
সব সখি দেখে মোর কাহ্নাক্রি<sup>৪</sup> ল  
না তুলিহ জলের উপর<sup>৫</sup> ॥ ২ ॥  
যত ছিল মনে তোর কাহ্নাক্রি<sup>৬</sup> ল<sup>৭</sup>  
চির কাল মনোরথ ।  
তাহার কারণে কৈলেন কাহ্নাক্রি<sup>৮</sup> ল<sup>৯</sup>  
মোর মরণের পথ ॥ ২ ॥  
যে কর সে কর তুক্রি<sup>১০</sup> [ কাহ্নাক্রি<sup>১১</sup> ল ]  
মোরে জলের ভিতর ।  
হোর সব সখিজ্ঞান [ কাহ্নাক্রি<sup>১২</sup> ল ]  
দেখে তাক মোর ডর ॥ ৩ ॥  
[ ৬৪১১ ] কিবা হুথ পাইলেন তোকে  
[ কাহ্নাক্রি ল ]  
এহা জলের ভিতরঃ ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস [ কাহ্নাক্রি<sup>১৩</sup> ল ]  
দেবী বাসলীবর ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

রাধিকাবাচমাচমা রসাবেশবশো হরিঃ ।  
পরোস্তরগতামেতাং চিরমেবমধারয়ং ॥

দৃঢ় ভূজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে ।  
রাধার বদনে কাহ্নাক্রি<sup>১৪</sup> কইল চুশনে ॥

১ ভিতর<sup>১৫</sup> কাটিয়া তোলা পাঠে উপর করা ।

২-৩ কাহ্নাক্রি<sup>১৬</sup> ল<sup>১৭</sup> তোলা পাঠে ।

৪ তুক্রি<sup>১৮</sup> তোলা পাঠে ।

কুচ কনককমলকোরক আকার ।  
ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাক্রি<sup>১৯</sup> রাধার ॥ ১ ॥  
তখন পাইল কাহ্নাক্রি<sup>২০</sup> যতেক হরিষে ।  
তাহাক বুলিতে নারী সকল বএসে ॥ ২ ॥  
নাগর স্বন্দর কাহ্নাক্রি<sup>২১</sup> কৈল নখঘাত ।  
তখনে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত ॥  
রাধার মনত তবে জাগিল মদন ।  
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ২ ॥  
ধীরে ধীরে পরসিদ্ধা রাধার জঘন ।  
সরূপে সফল কাহ্নাক্রি<sup>২২</sup> মানিল জীবন ॥  
রাধার নিতম্বে কাহ্নাক্রি<sup>২৩</sup> দিল ঘন নখে ।  
চমকি করিল রাধা আতি রতিস্থখে ॥ ৩ ॥  
জলের কারণে ভৈল বিলম্ব হরতী ।  
তাতে জগন্নাথ পাইল আধিক পিরিতী ॥  
তবে রাধিকাক [ ৬৪১২ ] কৈল যমুনার পারে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

অধুনা যমুনামধ্যে কৃষ্ণেন কৃতদূষণাং ।

বিলোকা জরতী রাধামিদং বচনমাদদে ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে ।  
হৃদয়ের মাঝে তোর কেহে নাহি হারে ॥ ১ ॥  
তোক<sup>১৯</sup> দেখি নাতিনী মো পাইলো উল্লালে ।  
বড় ভাগে হৈলা পার যমুনার জলে ॥ ২ ॥  
ভাগিল বলয় তোর নাহি ক বসনে ।  
হেন বুঝে জলে তোর বিগুণিল কাহ্নে ॥ ২ ॥  
কুচে নখরেখ তোর নিরস আধরে ।  
সব বিপরিত দেখো দেহভারে ॥ ৩ ॥  
সরূপ বচন কহ আশ্চর্য থানে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে তাক<sup>২০</sup> ।

কহুঙ্করীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোক ছাড়ী বড়ায়ি কেমনে জায়িবৌ ঘর ।  
হেন চিন্তি চড়িলৌ মো নাএর উপর ॥  
কথো দূর থেআইলৈ নাঅ চক্রপাণী ।  
ঝাঝর নাঅ নৈল চারি পাসে পাণী ॥ ১ ॥  
বড়ায়ি বড় ভয় পাইলৌ যমুনার জলে ।  
পার কৈল মোকে ভালে কাহাঞি গোআলে ॥ ২ ॥  
[৮৫।১] গাতরভরা রাধা পেলা আভরণে ।  
পাণিফুটি মার আন্ধাক বুল কাহে ॥  
আচম্বিত ধরতর বাহিলেক বাঅ ।  
মাঝ যমুনাত ডুবিলৌ গেল নাঅ ॥ ২ ॥  
ডুবিলৌ মরিতৌ ঘবে না থাকিত কাহে ।  
আন্ধা লজা সান্তরিলৌ রাখিল পরানে ॥  
(এবার কাহাঞি বড় কৈল উপকার ।  
জরমৈ স্থবিত্তে নারৌ এ গুন তাহার ॥ ৩ ॥  
আঅর বড়ায়ি মোর উপজিল ডরে ।  
পসার ডুবিল মোর জলের ভিতরে ॥  
কোণ পরকারে আজি জাইবৌ নিজ ঘর ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ প্রকীর্ণ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধার বচন শুণিলৌ বড়ায়ি  
বুলিল সব সখিজনে ।  
ডুবিল রাধার সকল পসার  
ঘর জাইবে কেনমনে ॥ ১ ॥  
সকল সখিএ যুগতী করিলৌ  
মণত করিল সার ।  
আপণ আপণ দধি দুধ দিলৌ  
রাধার কৈল পসার ॥ ২ ॥

বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ  
চলিল মথুরা পুরে ।  
দুত দধি দুধ ঘোল বিচিআ  
জা[৮৫।২]ইতে মন কৈল ঘরে ॥ ৩ ॥  
বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ  
মেলিআ কতহো খনে ।  
যমুনা নদীর ঘাটত গিআ  
নাঅ চাহিলাস্ত কাহে ॥ ৪ ॥  
জলতে গুপতে রাখিআ ছিল  
আর বড় নাঅ কাহে ।  
তাহাত চড়াআ একই বারে  
পার কৈল গোপীগণে ॥ ৫ ॥  
আঞ্জলী বান্ধিআ সন্ধারে কাহাঞি  
বুলিল বিনয়বচনে ।  
হেলা না ছাড়িহ আন্ধাক প্রতি  
খণ্ডী সব দোষ গুণে ॥ ৬ ॥  
হেন শুণিআ বুলিল রাধা  
কাহুর চরণ ধরী ।  
পূরবে নিলৈ মোর আলঙ্কার যত  
কিছুই না দেহ মুরারী ॥ ৭ ॥  
সদয় হৃদয় হুআ কাহাঞি  
দিল রাধার আভরণ ।  
সব সখিজনে ঘরক গেলা  
হুআ হরষিত মন ॥ ৮ ॥  
আপণ ঘরক গেলা কাহাঞি  
বন্দিআ বড়ায়ির পাএ ।  
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ  
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৯ ॥

বৃন্দা সহিতা রাধা গেহং পদ্মভিমন্তবে ।  
জগাদ যমুনাপারগমনাযোগ্যতাপ্তং ॥ ১ ॥  
ততোহভিমন্তানা যোহা[৮৬।১]দ্বিবিজ্ঞা মথুরাগতো ।  
চক্রে প্রাবৃষি তক্রাধিবিক্রমং গৃহ এব সা ॥ ২ ॥

ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

ঘট্টাদানখণ্ডঃ ॥

## অথ ভারখণ্ড

অথ রাধারসাবেশবশীকৃতমনা হরিঃ ।  
পুনস্তদ্রাভলোভেন জগাদ জরতীকিরাৎ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ চিত্রক লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

✓ চির দিন নাহি রাধিকার দরশনে ।  
তেকারশে বড়ায়ি খীর নহে মনে ॥ ১ ॥  
চিস্তিতে দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে ।  
এবেঁ তাক আণী মোর রাখহ জীবনে ॥ ২ ॥  
যতন করিআ তাক রাখে আইহনে ।  
তার মাঅ রাধিকারে চাহে খনে খনে ॥ ৩ ॥  
এতেকৈ তাহাক আক্ষে আগিতেঁ না পারী ।  
আপণে উপাঅ মোক বোল তোক্ষে হরী ॥ ৪ ॥

/ উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ ।

তড় পথে এবেঁ লোক মথুরাক জ্ঞাএ ॥ ৫ ॥  
এবেঁ তথা কাহ্নাঞির নাহি আধিকার ।  
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার ॥ ৬ ॥  
রাধিকারে নিব আক্ষে যমুনার পার ।  
এথা করিবৌ কাহ্ন [৮-৬।২] কোণ পরকার ॥ ৭ ॥  
সরূপ করিআ কাহ্ন কহ মোর থানে ।  
তবেঁ রাধিকারে আণো হরষিত মনে ॥ ৮ ॥  
যমুনার পথে আক্ষে ভার সজাইআ । ১  
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হইআ ॥ ৯ ॥  
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার ।  
সে য়েহ আক্ষাক বহাএ দধিভার ॥ ১০ ॥  
ভাল বুলিলে কাহ্নাঞি চল তোক্ষে ঝাটে ।  
আক্ষে রাধা লজা যাইউ মথুরার হাটে ॥ ১১ ॥  
এহি পরকারেঁ তোর প্রিব আশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জরতীবাচমাচম্য মাধবো বিহিতস্বরঃ ।  
ভারদ্বাণ্ডিসামগ্রীরচনারোপচক্রমে ॥

মাঝ বৃন্দাবন গিআ কাহ্নাঞি গোআল ।  
চামড় গাছের বাছি কাটিলেক ভাল ॥  
হুই পার্শে ছুচ করী মাঝেঁ পুষ্ট করী ॥  
বাহুক সজাএ ভাল দেব মুরারী ॥ ১ ॥  
রাধার কারণে কাহ্নাঞি আল বেধিল মদন ।  
ভার সজ করিবারে করিলাস্ত মন ॥ ২ ॥  
সুচাছে চাছিল ভার হুই মুঠী ।  
হুই পাশে নিরমি[৮-৭।১]ল শুশোভন গুঠী ॥  
ঝাওএঁ ঘসিআ তাক করিল চিকণ ।  
বাহুক সংপূর্ণ হয়িল আতী শুশোভন ॥ ৩ ॥  
নালিচা কাটিআ কাহ্নাঞি মাঝজলে থুইল ।  
বার পহর হয়িলে তাহাক তুলিল ॥  
সুখায়িআ বাছিআ পাট করিল সুসর ।  
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥ ৪ ॥  
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল ছয়ি শিকিআ ।  
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেজুআ ॥  
বাহুক যোড়িআ গেলা যমুনার পারে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৫ ॥

দেশবড়ারীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

অথাভিমহ্যজননীঃ জরতী রজনীকরে ।  
ইদমাহ কৃতচ্ছয় পদ্মনাভহিতাশ্রয়া ॥

আনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুলিলে রাধারে ।  
দধি দুধ লজা জায়িতেঁ মথুরা নগরে ॥

১ বাছি তোলাপাটে ।

২ করী তোলাপাটে ।

হাটক না জ্ঞাএ মোক বোল দিকবাণী ।  
 রাজার কৌশরী ভৈলী আইহনের রাণী ॥ ১ ॥  
 দেখ আইহনের মা রাধার চরিতে<sup>১</sup> ।  
 গোআলের কাম ছাড়ী করে বিপরীতে ॥ ২ ॥  
 গোআলের কুলে রাধা জন্ম [৮৭।২]<sup>২</sup> লভিআ ।  
 দধি বিকে না জ্ঞাএ থাকএ বসিআ ॥  
 বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে<sup>৩</sup> ।  
 সন্তো আইহনমাঅ কহিলো তোন্ধাতে ॥ ২ ॥  
 দিনে দিনে সঞ্চিত ভৈল বিখর দহী ।  
 ডাক দেও মোএ<sup>৪</sup> সব গোআলিনী সই ॥  
 আপণে বহক বোল হাট জায়িতে তোন্ধে ।  
 এক বারে সন্না লইআ জাইব আন্ধে ॥ ৩ ॥  
 এ বচন মনে ভাবি আইহনের মা ।  
 রাধিকারে বুলি বড়ায়ির সঙ্গে যা ॥  
 ঘরক থাকিতে চাহ কিসের আশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অথাভিমহ্যজননীদন্তং ভূরি পরো দধি ।  
 আদায় জরভীমাহ রাধা দরভয়াতুরা ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সব সখিজন মেলি বড়ায়ির ঠায়ি ।  
 বিনয় করিআ বোলে চন্দ্রাবলী রাহী ॥  
 সেমনে লইআ যাহা যমুনার পার ।  
 যেহু লাগ না পাএ কাহাঞি আন্ধার ॥ ১ ॥  
 সাহুড়ীর বোল স্থনি<sup>১</sup> ডরাযিলী রাহী ।  
 পসার সজাআ লৈল স্মৃত বোল দহী ॥ ২ ॥  
 দধি বিকে মথুরা নগরী জ্ঞাএ [৮৮।১] রাধা ।  
 এবার পঞ্চ কেহো না কৈল বাধা ॥

১ চরিতে, ৮' তোলাপাঠ ।

২ ৮৭।২ পৃষ্ঠার ডান পাশে 'শ্রীজনরাজ বা' থাকর ।

৩ 'বোল স্থনি'; 'বোলে স্থনি', ল'র একাং কাটা এবং স্থনি' পাঠ ।

হরিষে<sup>১</sup> পাইল রাধা যমুনার পার ।  
 আতি বড় শ্রম পাআ নাযায়িল পসার ॥ ২ ॥  
 সাবধানে স্থন বড়ায়ি বচন আন্ধার ।  
 বহিতে না পারো এহা গন্ধঅ পসার ॥  
 শরতে সমএ রৌদ্র সহিতে না পারী ।  
 এভো বড় দূর আছে মথুরা নগরী ॥ ৩ ॥  
 এক মজুরিআ আন বহু দধিভার ।  
 দুই ভাগ করি লউ আন্ধার পসার ॥  
 তবেসি চলিতে পারো মথুরা নগর ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ জীড়া ॥ চিত্রক প্রকীর লগনী  
 দণ্ডকঃ ॥

যবে হাট জায়িতে নাহি<sup>১</sup> তোন্ধার শকতি ।  
 উচিত মজুরী দিতে কই আহুমতি ॥ ১ ॥  
 মজুরিআ বুলিআ আপণে দেহ ডাক ।  
 এখনে মজুরিআ আসি মেলিব তোন্ধাক ॥ ২ ॥  
 বড়ায়ির ঠায়ি রাধা বুলি বচনে ।  
 দধি দুই বিচী কোড়ী দিবো তোর থানে ॥ ৩ ॥  
 ক্রোধে দূর পথ গিআ রাধিকা আপণে ।  
 মজুরিআ বুলী ডাক দিল ঘন ঘনে ॥ ৪ ॥  
 আন রূপ ধরি ভার লই ততিথ[নে] ।

( ইহার পর ৮৮।২ এর পৃষ্ঠা নাই । )

[৮৯।১]তোরে লইআ জাইতে নাহি<sup>১</sup> পারী ॥ ১৫ ॥  
 এহা বুঝী বাহুড়িআ চল নিজ ঘর ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৬ ॥

কলগুজরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

সঙ্গে যাইউ রাধা এ দূরে দূরে ।  
 বাহুর বলীয়া দিবো পএর নুপুরে ॥  
 পাসরিলে যে তোর করিলো উপকার ।  
 ভয়িল যমুনাত তোন্ধাক কৈলো পার ॥ ১ ॥

১ নাহি, হি' তোলাপাঠ ।

সঙ্গে লইয়া যা ।  
 গোআলার ঝি রা[খা] ল ॥ ৫ ॥  
 সঙ্গে জাইউ রাধা আক্ষে' আর তোকে ।  
 দধিদ্ধভার তোর না বহিব আক্ষে ॥  
 দধি দুধ বিচি রাধা করিবহেই কী ।  
 কাজ না বুঝ কেহু গোআলার ঝী ॥ ২ ॥  
 সঙ্গে জাইতে রাধা না করিহ ডর ।  
 সোই মথুরা পুরী আক্ষার ঘর ॥  
 মথুরা পুরের মাঝে' আক্ষা ভালৈ জাগী ।  
 ভোঁথে ভাত দিবে তোর পিআসত পাণী ॥ ৩ ॥  
 আক্ষে সঙ্গে জাইতে রাধা না করিহ শঙ্কা ।  
 জলধিত' সেতু বান্ধি জিগিলো মো লক্ষা ॥  
 এবে তোর সঙ্গে জাইতে চাহৌ রতি আশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদা[৮৯২]সে ॥৪॥

মল্লারবাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতে কাহাঞি মরণ ইচ্ছসি ।  
 সাপের মুখেতে' কেহু আঙ্গুল দেসী ॥  
 চুন বিহনে ঘেহু তাঙ্গুল তিতা ।  
 আলপ বএসে তেহু বিরহের চিন্তা ॥ ১ ॥  
 লাজ নাহি' কাহাঞি বদনে তোহোর ।  
 পাছে আসিতে কেহু চাহসি মোর ॥ ৫ ॥  
 মজুরিয়া হইয়া কেহু এত বড় রজ্জ ।  
 অলপ হইয়া চাহ বড়ার সজ্জ ॥  
 হাথৈ হাথৈ চাহা কাহাঞি আকাশের চান্দ ।  
 ... [ কি ]সেরে করসি তোএ' ছান্দ ॥ ২ ॥  
 উত্তম জাতী তোকে নান্দের বালা ।  
 পুরুষ হইয়া তোকে ... .. ॥  
 [স]কল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ ।  
 না বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥ ৩ ॥

- ১ পুণ্ডিত হুইয়ার আক্ষে' আছে ।
- ২ জলধিত', ত' তোলাপাঠে ।
- ৩ মুখেতে, তে' তোলাপাঠে

মাকড়ের [ হাথে ঘেহু ] বুনা নারিকল ।  
 আক্ষাক দেখিয়া তেহু না হঅ বিকল ॥  
 সঙ্গে আসিবে ঘবে' লজ দধিভারে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বা[সলীবরে] ॥ ৪ ॥

বরাড়ীবাগঃ<sup>২</sup> ॥ রূপকং ॥

ত্রক্ষা বেদ হরিবেক' ইঞ্জে হরিব পাণী ।  
 সজনসমাজে হরিব সত্য বাণী ॥  
 কপিল হরি[৯০।১]ব ক্ষীর সস্ত বহুমতী ।  
 ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত স্তমতী<sup>৩</sup> ॥ ১ ॥  
 না বোল না বোল রাধা হেনস বচন ।  
 কৃষ্ণে' ভার বহিলে মজিব ত্রিভুবন ॥ ৫ ॥  
 কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হইয়া দুঠমনে ।  
 প্রবল হইয়া সূত্রে' লংঘিব ব্রাহ্মণে ।  
 পুত্রে' বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে ।  
 পুণ্য লংঘিব জনে হইয়া পাপমনে ॥ ২ ॥  
 সেবকে লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী ।  
 আপণা মদ্রায়িব ব্রত লংঘিয়া সতী ॥  
 শরণ জনের লোকে লংঘিব পরাণ ।  
 দাতাএ' লংঘিব আপণেয়ি দিয়া দান ॥ ৩ ॥  
 সব বিপরীত হৈব রাধা তোক্ষার কাজে ।  
 আর কঠ হইব তোরে ত্রিদেশসমাজে ॥  
 না বহাঅ ভার রাধা পুর মোর আশ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশাগবাগঃ ॥ একতালী ॥

' আক্ষার বচন শুন নান্দের নন্দন ।  
 ভার এড়িতে তোকে চাহ আকারণ ॥

- ১ ঘবে' তোলাপাঠে ।
- ২ কানড়ারাগ' তোলাপাঠে ।
- ৩ হরিবেক' তোলাপাঠে ।
- ৪ স্তমতী, স্ত' তোলাপাঠে ।

মজুরি সহিঁয়া তোক আগিলৌ মো ভারী ।  
 বিণি ভার বহিলেঁ এড়িতেঁ তোক নারী ॥ ১ ॥  
 লঅ ভার কারু তোন্ধে না ক[৯০।২]র<sup>১</sup> বিমতী ।  
 তবেঁ স্থখেঁ লঁয়া ঘাইবৌ তোন্ধাক সংহতী ॥ ৫ ॥  
 তোন্ধে ভার বহিলেঁ মজিব তিন লোক ।  
 এহা স্থণী তোন্ধাক হাসিব সব লোক ॥  
 আপণুর বড়ায়ি আপণে নাহিঁ কহী ।  
 লঅ ভার কাহাঞিঁ বিকণী হাটে দহী ॥ ২ ॥  
 সকল গোআল জাতী দখিভার বহে ।  
 তাহাত কাহারো লাজ কথাহোত নহে ॥  
 তোন্ধে কেহে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী ।  
 হেন বুঝৌ তোন্ধে নহ গোআল জাতী ॥ ৩ ॥  
 মনে পরিভাবি কাহাঞিঁ কান্দে কর ভার ।  
 হাট জায়িতেঁ হএ মোর বিলম্ব আপার ॥  
 মোর সঙ্গে আইস ঝাঁট মথুরা নগর ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ভীন ভুবনে রাধা আন্ধে আধিকারী ।  
 বাহিঁয়া সে পালি রাধা আন্ধাক ভারী ॥  
 ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড়<sup>২</sup> লাজ ।  
 কেমনে জায়িব রাধা সজনসমাজ ॥ ১ ॥  
 না বোল না বোল রাধা হেনস উত্তর ।  
 কোণ লাজেঁ ভার বহিবে গদাধর ॥ ৫ ॥  
 সকট ভাগিল আন্ধে শুণিআছ তোন্ধে ।  
 জমল [৯১।১] আর্জুন তরু উপাড়িল আন্ধে ॥  
 কংস বধিবারেঁ মোএঁ কৈলৌ আবতার ।  
 এবেঁ কি বহিব আন্ধে তোর দখিভার ॥ ২ ॥  
 দখি দুধ বিচি তোর বিপরীত মতী ।  
 তেঁসি না চিহুসি আন্ধা দেব আধিপতী ॥  
 গোআলার বি তোন্ধে বড় আহিঁদরী ।  
 তেকারণে ভার বহায়িতেঁ চাহা হরী ॥ ৩ ॥

<sup>১</sup>তোন্ধে না কর, ক্ষে না ক তোলাপাটে ।

বড় তোলাপাটে ।

যৌবনগরবেঁ বোল এ সব উত্তর ।  
 তাহাক শুণিতেঁ কোপ উপজে অন্তর ॥  
 এওঁহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ<sup>১</sup> ॥ রূপকং ॥

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে ।  
 কত খনে জায়িব আন্ধে মথুরার হাটে ॥  
 ঘৃত দুধ নঠ হএ আশল দহী ।  
 সংহতী এড়িঁয়া জাএ গোআলিনী সুহী ॥ ১ ॥  
 লইবেঁ না লইবেঁ ভার হৃন্দর মুরারী ।  
 না বহিতেঁ ভার যবেঁ ধরৌ আন ভারী ॥ ৫ ॥  
 যোল শত সখিজন সঙ্গে গেলা আগ ।  
 তোর বোলৌ তা সমার না লইলৌ লাগ ॥  
 বোলহ উপায় কাহাঞিঁ কি বুধি করিবৌ ।  
 জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবৌ ॥ ২ ॥  
 [৯১।২] সব সখি গেলৌ কাহাঞিঁ হৈবৌ একসরী ।  
 লোক দেখিলেঁ তবেঁ আন্ধে লাজেঁ মরী ॥  
 তোন্ধার মুখত কাহাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ ।  
 ফুরায়া না দেহ তোন্ধে তেঁসি একো<sup>২</sup> কাজ ॥ ৩ ॥  
 হার বিচিব আন্ধে ধরিব আন ভারী ।  
 বসিঁয়া থাক তোন্ধে হৃন্দর মুরারী ॥  
 বাহিঁয়া চল কাহাঞিঁ নান্দেব নন্দন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ত্ত ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

বচনেক বোলৌ হুন রাধা গোআলী ।  
 দখিভার লঁয়া জাউ তোর বনমালী ॥ ১ ॥  
 দখিভার লঅ তোন্ধে শুন বনমালী ।  
 নহৌ তোর যোগ মোএঁ আবালী গোআলী ॥ ২ ॥  
 দখিভার লইব আন্ধে এবা কোন কাজ ।  
 দেবের দেব হঁয়া পাইব বড় লাজ ॥ ৩ ॥

<sup>১</sup> পুণ্ডিতে শৌরীরাগঃ ।

<sup>২</sup> একো, এখো, খো কাটা ও তোলাপাটে খো পরবর্তী যোজনন ।

লাজ করিলে কাহ্নাঞি হারায়িবৈ কাজ ।  
 পাছে দোষ আন্ধারে না দিহ দেবরাজ ॥ ৪ ॥  
 ভাল বুইলৈ রাধা মোর চিত্তে পড়িহাসে ।  
 ভার বহৌ স্বর্থে যবৈ দেহ রতি আশে ॥ ৫ ॥  
 কাঁট ভার [৯২।১] লঅ কাহ্নাঞি দৃঢ় করী দড়ী ।  
 দধি নঠ হৈলৈ লৈবৌ তিন গুণ কোড়ী ॥ ৬ ॥  
 আশেষ কপটে তোর পুরীল মতী ।  
 এহি পাপে হৈল তোর নপুংসক পতী ॥ ৭ ॥  
 না জাণে কপট কাহ্নাঞি আন্ধে শুদ্ধমতী ।  
 পাপসাগরে কাহ্নাঞি তোন্ধে সে কুমতী ॥ ৮ ॥  
 না বহিবৌ তোর ভার দেহ মোর দানে ।  
 বিণি দানে নিব তোন্ধা কাহার পরাণে ॥ ৯ ॥  
 মিছা অলঙ্কার তেজ বহ দধিভার ।  
 মনস্থখ ভৈলে বোল ধরিবৌ তোন্ধার ॥ ১০ ॥  
 এ বোল হুনিয়া কাহ্নাঞি মনের উল্লাসে ।  
 ভার লএ উলটিয়া চন্দ্রাবলী হাসে ॥ ১১ ॥  
 ভার সম কর দধি ঘেহু নাহি টলে ।  
 দধি নঠ হৈলে মারিবৌ মাণ্ডুলিলে ॥ ১২ ॥  
 ভার সজী করি লৈল নান্দের নন্দন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১৩ ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ জুতমান ॥ একতালী ॥

চামড় কাঠের বাঁহক ঘোড়িয়া  
 তেরছ কৈল সীকা ।  
 আগের বড়ায়ি জাএ পাছে ভার বহে কারু  
 মাঝে রাধিকা জাএ বিকা ॥ ১ ॥  
 লড়িলা জনাঙ্গিন কাঙ্কে ল[৯২।২]য়া ভার  
 দধি বিকে মথুরার রাজে ।  
 দেখি সব দেবাঙ্গন খলখলি হাসে ল  
 ভাবে মজিলা দেবরাজে ॥ ২ ॥  
 সোনার ভাণ্ডে দধি দুখ সজাইয়া  
 রূপার ভাণ্ডে ঘী ।

সে ভার দেব বনমালী বহে ল  
 উলসিলো গোআলার বাী ॥ ২ ॥  
 ভার লয়া জায়িতে পসার টলিয়া গেল  
 ছাড়ায়িল কিছু দুখ দহী ।  
 সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল  
 দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী ॥ ৩ ॥  
 লাজ পায়া কাহ্নাঞি ভার এড়িয়া মিল  
 দেখি সব সখিগণ হাসে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

বচসো ভরণাষ্টকে তবায়জাবিকঃ কৃতঃ ।

ইদানীং নাপিত্ত্বেন দধ্যাদি করবাম কিং ॥

মো যবৈ জাণিবৌ কাহ্নাঞি পেলাইব ভার ।  
 তবে কেহে দিবৌ তারে গরুঅ পসার ॥  
 বহুমূল পসার করিয়া ছারখার ।  
 পাঞ্চ সজ্জিত<sup>১</sup> কারু করিল আন্ধার ॥ ১ ॥  
 এহে কি লয়া জাইবৌ হাট আগ হে বড়ায়ি ।  
 অথও পসার নঠ করিল কাহ্না[৯৩।১]ঞি ॥ ২ ॥  
 বিখর করী সজাইলৌ ঘৃত ঘোল দহী ।  
 বাধা নাহি দিল কেহো গোআলিনী সহী ॥  
 কি বুধি করিবৌ বড়ায়ি কোণ পরকার ।  
 কেহমতে সজ হউ দধির পসার ॥ ৩ ॥  
 আপণে যাচিয়া কাহ্নাঞি লৈল দধিভার ।  
 তাহাত লাগিয়া ভারী না ধরিলৌ আর ॥  
 এবে সজ করু কারু আপণে পসার ।  
 আপণা চিহ্নিয়া ভার লউ আর বার ॥ ৪ ॥  
 ঘেই দধি দুখ ঘৃত ভাণ্ডে আছেএ ।  
 পসার সাজিতে তেএ<sup>২</sup> কারু ক জুআএ ॥  
 আপণে ব্রাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

১ ভাবে'র উপর তোলাপাঠে পাণে' করা ।

২ ভাণ্ডে' কাটা ভাণ্ডে' করা এবং তোলাপাঠে সজাইল' ।

১ সজ্জিত, সজ' কাটা এবং তোলাপাঠে দুর্গ' করা ।

ভাটীআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধিকাবচসা ভারবহনায় পুনঃ পুনঃ ।

জরতীপ্রেরিতঃ প্রাহ কুথিতো মধুসূদনঃ ॥

আক্ষার বচনে বোল রাধা চন্দ্রাবলী ।

আর ভার না বহিব দেব বনমালী ॥

মায়্য পাতী কৈল মোর বড় অপমান ।

কিছু কাজ নাহি মোর দেউ মাহাদান ॥ ১ ॥

এড়িল বড়ায়ি হের দখির পসার ।

আর শির তুলী মুখ<sup>১</sup> না দেখিব তার ॥ ]

( ইহার পর ৯৩২এর পৃষ্ঠা নাই । )

[৯৪১] .....ভার ।

নঠ করী সকল পসার ॥ ৫ ॥

যত নঠ কৈল মোর স্নত দধি ঘোল ।

তারে কেহে না বোলহ বোল ॥

ততের্কে স্ববাল গেল মোর মাহাদানে ।

সরূপে কহিলো তোর থানে ॥ ২ ॥

ভাল ভারী আগিলেই সংসারে বাছিয়া ।

হাথ দিতে লিহে<sup>২</sup> কলিয়া ॥

কোহো রাজে না দেখিল ছেন দুঠ ভারী ।

যাক বোল দিবাক না পারী ॥ ৩ ॥

এবোহো আপণ চিহ্নি জাউ নিজ ঘর ।

হেন ভারী দেখি লাগে ডর ॥

বোল কাহাঞিরে তেজু মোর আশে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

নিশম্য রাধিকাব্যাক্যং বৃদ্ধয়া সমুদীরিতঃ ।

সত্বকমুবদন্ত কুণ্ডো রাধিকাং রসসাধিকাম্ ॥

উচিত লইবো তাত নাহি<sup>১</sup> বাধা ।

ভার কান্ধে কৈলো তোর রূপ দেখি রাধা ॥ ১ ॥

১ মুখ<sup>১</sup> তোলাপাঠে ।

২ লিহে<sup>২</sup>, নিহে<sup>২</sup>, নি<sup>২</sup> কাটা ও তোলাপাঠে লি<sup>২</sup> করা ।

দাণ চাহ মোরে আর কহ পাঁপকথা ।

হেন বুঝো তোক্ষার কাটিলে লাগে মাথা ॥ ২ ॥

তোক্ষার লাগিয়া যবে যাএ পরাণে ।

তর্ভো তো[৯৪২]র সজ রাধা নাহি<sup>১</sup>

ছাড়ে<sup>২</sup> কাহে ॥ ৩ ॥

মজুরিয়া হুয়া হেন না বোল কাহাঞি ।

হাথ বাঢ়ায়িলে কি চান্দের লাগ পাই ॥ ৪ ॥

তোক্ষার বোল মোর নাহি লাগে মনে ।

হাথ বাঢ়ায়িলে চান্দ পাইলো বৃন্দাবনে ॥ ৫ ॥

পুরুষ কালের পাতে না কইহ মূলে ।

এবে দোষ পাইলে<sup>২</sup> রাজা দেএ তিরীশুলে ॥ ৬ ॥

পরাণে মারিবো তোর কংস নরপতী ।

দাণ দেহ ভারে থাকি মানহ স্বরতী ॥ ৭ ॥

তোক্ষা ভারী নাহি কিছু মোর কাজ ।

আন ভারী বেহারিব জাইব মথুরার রাজ ॥ ৮ ॥

আকারণে রাধা মোর না কর নিরাস ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেখিয়া তোক্ষার রূপ বিদরিতে চাহে বুক

সংসারত তোক্ষা কৈলো সারে ।

এ তোর যৌবনভার কৃষ্ণ ভুজু কথোকাল

দূর জাউ মদন আনলে ॥ ১ ॥

বহিবো দখির ভার তেজিবো দাণ তোক্ষার

... ..

প্রাণ রাধা ল ।

তোতে ভোল গেল দেবরাজে [৯৫১] ॥ ৫ ॥

হন বৃন্দাবন কথো যে ফল পাইলে তথো

সে ফল এখাছে দিবো তোরে ।

ফুটিল কমল ফুল চিন্তিয়া মন আকুল

খাট পাড় যমুনার তীরে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে চাড়ে ।



ঠো দেখি হারানিলোঁ মতী দেহ তোন্ধে আনুযতী  
দিবৌ তোরে নানা আভরণে ।  
এ তোর রূপ যৌবন তাহাত মজিল মন  
এবেঁ দেহ আলিঙ্গন দাণে ॥ ৩ ॥  
তোন্ধে রাখা চন্দ্রাবলী আক্ষে দেব বনমালী  
আক্ষা পরিহর আকারণে ।  
আক্ষার পুরহ আশ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস  
বন্দিতা বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

ভাটিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিষধিতেঁ কাহ্নাক্রিঁ দধি দুধের ভার  
আপণ ইছাএ লৈবৈ ।  
পরার নারী আকাশের চান্দ  
তাহাক কেমনে পাইবৈ ॥ ১ ॥  
লড়হ না কেহে নিলজ কাহ্নাক্রিঁ  
এড়িআ দধির ভারে ।  
যুত দুধ দধি নঠ না কর  
জাণ্ড মথুরা নগরে ॥ ২ ॥  
আক্ষার বচন শুণ কাহ্নাক্রিঁ  
না লইহ দধির ভারে ।  
কভৌ না মানিবৌ স্বরতী তোরে  
আপণে নিবৌ পসারে ॥ ২ ॥  
দাণ আধিকার নাহিক তোন্ধা[৯৫১]র  
কিকে মরিষহ দাণে ।  
বড়ই নিলজ নান্দেব নন্দন  
ঘর জাহা নিজ মানে ॥ ৩ ॥  
কথা না দেখিল বাঁওন হাথে  
তালতরুফল পাএ ।  
বাসলীচরণ শিরে বন্দিতা  
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কেদারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধাবচনমাচম্য বিরসং যাররা হরিঃ ।  
বিধায় দুর্কহং ভারং জগাদ জরতীমদং ॥  
কেহে মোরে বোলে রাখা নির্হর বচনে ।  
কোণ আপরাধ কৈল শ্রীমধুসূদনে ॥  
দুগুন গরুঅ ভৈল দেখহ পসার ।  
বহিতে না পারিব রাখা তুলী চাহ ভার ॥ ১ ॥  
আণ্ড হউ রাখা পাছে লইউ আক্ষে ভার ।  
তোন্ধে গুরুজন বড়ায়ি আণ্ড জায় তার ॥ ২ ॥  
নিতম্ব জঘন ঘন পীন তনভার ।  
দেহে তুলী দিল বিধি যৌবন তাহার ॥  
শরত সময় হের রবির সন্তাপে ।  
এ পসার নিতেঁ নারে রাধিকার বাপে ॥ ২ ॥  
আর মজুরিআ সব গেলা লজা ভার ।  
আক্ষা ছাড়ী ভার নিতেঁ নাহিঁ পরকার ॥  
মোরে বচনেক বলু রাধিকা আপণে ।  
দধিভার লই আক্ষে হর[৯৬১]বিত মণে ॥ ৩ ॥  
যে বোল বুলিব রাখা সে বোল করিবৌ ।  
ভার বহিআ তার মথুরাক নিবৌ ॥  
ঈদ্বিতেঁহে দেউ রাখা স্বরতীর আশে ।  
বসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

নিপীড় কৃষ্ণবচনং জয়ত্যা প্রতিপাদিতং ।  
প্রাহ রাখা পরিহাসবরসমসনা হরিঃ ॥

আক্ষার বড়ায়ি পথে চলিতেঁ না পারে ।  
ওহার পসার কাহ্ন তুলী দেহ ভারে ॥  
বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী ।  
ভেকারণে বোলৌ মোএঁ তোক হেন বাণী ॥ ১ ॥  
লঅ দধিভার তোন্ধে মথুরাক বাই ।  
আসিতেঁ তোন্ধাক রতি দিবৌ মো কাহ্নাক্রিঁ ॥ ২ ॥  
ঘোল শত গোপীগণ সব গেলা আগ ।  
মোতেঁ লাগি বড়ায়ি তার না লৈলেক লাগ ॥

মোত বড় দয়া লাগে বড়ায়ি দেখিআ ।  
 চলিতে না পারে কাখে চুপড়ী করিআ ॥ ২ ॥  
 বড়ায়ির সঙ্গে ঘাইবোঁ মথুরা নগরে ।  
 আতী বুটী সেহো ঝাঁট চলিতে না পারে ॥  
 তাহার চুপড়ী যবে না দিবে ভারে ।  
 তবে কে [৯৬।২]নমতে তোএঁ পাইবে শৃঙ্খারে ॥ ৩ ॥  
 আন্ধারে লুবধ কাহ্নাক্রি তোন্ধার মণে ।  
 তেকারণে আইলা তোন্ধে আন্ধার গহনে ॥  
 এবেঁ ভার লঅ ঝাঁট শ্রীমধুহনন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে ।  
 বড়ায়ি সাখিএঁ বোল সত্য বচনে ॥ ১ ॥  
 কোণ কাঞ্জে লাগি আন্ধে সত্য করিব ।  
 ভার বহিলেঁ তোর বচন ধরিব ॥ ২ ॥  
 মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার ।  
 সেসি কারণে আন্ধে বহিব তোর ভার ॥ ৩ ॥  
 লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাক্রি আরতী না করী ।  
 গোপত কাজত কাহ্নাক্রি ছয় আখি বারী ॥ ৪ ॥  
 পুনমীর চান্দ রাধা বদন তোহোর ।  
 তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর ॥ ৫ ॥  
 তোন্ধার চরিত্র আন্ধে বুঝিতে না পারী ।  
 কথা না আছিলিহা হেন আছিদর ভারী ॥ ৬ ॥  
 আন্ধার চরিত্র তোন্ধে জাপহ সকল ।  
 এবেঁ ঝাঁট কর রাধা যৌবন সফল ॥ ৭ ॥  
 ভার [৯৭।১] [ না ] বহিলেঁ মো না মানো স্বরতী ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

বিধাতাএঁ হেন মোর লিখিল কপালে ।  
 কলক থুয়িল জ্ঞান চন্দ্র দিবাকরে ॥  
 তোন্ধার কারণে রাধা কৈলোঁ আবতার ।  
 স্বর্থে রাজ করে কংস আন্ধে বহী ভার ॥ ১ ॥

আগেঁ আগেঁ<sup>১</sup> বড়ায়ি জাউ মাঝেঁ জায় রাহী ।  
 পাছেঁ ভার লজ্জা জাউ হৃন্দর কাহ্নাক্রি ॥ ৫ ॥  
 তোর বোলোঁ ভার বহে রাধা বনমালী ।  
 আজী লাজক নির্জা তিলাঞ্জলী<sup>২</sup> ॥  
 হেন কাম কৈল রাধা তোন্ধার কারণে ।  
 স্বদূঢ় থাকিএ এহো তোন্ধার মণে ॥ ২ ॥  
 দখিভার লজ্জা আন্ধে জাইব বাটে বাটে ।  
 মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ বাটে ॥  
 কি কৈলোঁ কি কৈলোঁ রাধা বড়ু পায়িলোঁ লাজ ।  
 ভার বহায় কি কারণে দেবরাজ ॥ ৩ ॥  
 মথুরা নিকটে নাহায়িআ দখিভার ।  
 কাহ্নাক্রি বুলি চাহী বদন রাধার ॥  
 ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

যতন করিআ [৯৭।২] রাধা বুয়িলোঁ বারেঁ বার ।  
 এড়িলেঁহে কেহু কাহ্নাক্রি লঅ দখিভার ॥  
 সাবধানে লঅ য়েহ না ছাড়াএ ঘোল ।  
 বাটতে জায়িতে তোরো দিবেঁ চুম কোল ॥ ১ ॥  
 এহা বুলী চৌহালিনী গোআলিনী গো ।  
 ভার বহায়িলে নান্দো যশোদার পো ॥ ৫ ॥  
 দখিভার লৈল কাহ্নাক্রি লোক উপহাসে ।  
 বিমুখ হৈআ সব সখিগণ বৈশে ॥  
 হাসে দেবগণ দেখি রাধার চরীত ।  
 ক্লষ্ণক বহায়িল ভার কৈলে আত্মচিত ॥ ২ ॥  
 ভার লজ্জা জাএ কাহ্নাক্রি মথুরার হাটে ।  
 রাধাক বুলি নারদ বসিআ বাটে ॥  
 / বড়ার বহ হৈআ হেন কর কাজ ।  
 ভার বহায়িলেঁ রাধা ক্লষ্ণ দেবরাজ ॥ ৩ ॥  
 দখিভার লজ্জা কাহ্ন মথুরাক জাএ ।  
 উলটি উলটি রাধা কাহ্ন পাণে চাহে ॥

১ পুথিতে হুর্নে হুর্নে ।

২ পুথিতে তিনাঞ্জলী ।

তখন কটাক্ষ দেএ কাহাঞি<sup>১</sup> কিছু হাসে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

কালকেপাসহঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ।  
সলজ্জনয়নাকাঙ্ক্ষাপ্রকাশনমভাবত ॥

মথুরা নগর বড় সজ্জনসমা[জ্].....  
( ইহার পর ৯৮।১এর পৃষ্ঠা নাই )  
[৯৮।২] [বি]ফল নহিব মোর বোল ।  
আসিতে তোমাক দিবে কোল ॥  
বহ ভার না কর তৌ লাজ ।  
লার্জেসি হারায়িএ কাজ ॥ ২ ॥  
ঝাট\_কারু লঅ দধিভার ।  
এ নহে কলঙ্ক তোমার ॥  
দধি দুধ বহএ গোআলে ।  
তাহাত কে কি বুলিতে পারে ॥ ৩ ॥  
তোর মোর উভয় সমতী ।  
আসিবার বেলে দিবে রতী ॥  
লঅ ভার মনের হরিষে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লগনী ॥

কি বহিব ভার তোর বোলে নারি<sup>১</sup> ভাষ<sup>১</sup> ।  
লোকতে আশ্কার করাইল উপহাস ॥ ১ ॥  
লোক কেহে উপহাস করিব তোমারে ।  
কোণ গোআল সে নারি বহে ভারে ॥ ২ ॥  
ভার বহায়িলে রাধা নানা পরবন্ধে ।  
বড় দুখ পাইলো ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে ॥ ৩ ॥  
বিণি দুখ<sup>১</sup> হুথ নারি<sup>১</sup> কথাহো কাহাঞি ।  
হএ বহে পুছ তোমকে আপন বড়ায়ি ॥ ৪ ॥

কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আন্ধে সব জাগী ।  
না দেখিল তোমাক হেন কথাহো চউহা[লি]গী ॥ ৫ ॥  
না বোল না বোল কাহাঞি হে[৯৯।১]ন কুথ বাগী ।  
আসিতে পুরিবে আশ তোর চক্রপাগী ॥ ৬ ॥  
আম্বুতের ধারে তৌ সিকিলি মোর মন ।  
সরূপে কি হৈব রাধা তোর এ বচন ॥ ৭ ॥  
সরূপ কহিলো কারু লঅ দধিভারে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৮ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমম্বরঃ ।  
ভারমাদায় চতুরো রাধামম্বুয্যো হরিঃ ॥

ধাতুঘীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আল কাহাঞি<sup>১</sup> স্ত্রীএ বচন রাধারে ।  
কান্ধে তুলী লৈল দধিভারে ॥ ল ॥  
আগু করী রাধা চন্দ্রাবলী ।  
পটুই চলি জাএ বনমালী ॥ ল ১ ॥  
আল কাহাঞি<sup>১</sup> বড়ায়ির নয়ন নেবারী ।  
পরিহাস করিল মুরারী ॥ ৬ ॥  
হেন মতে চলী ধীরে ধীরে ।  
গেলা কাহাঞি<sup>১</sup> মথুরা নগরে ॥  
মনমর্থে বিকল শরীরে ।  
যে করাএ রাধা সেহি করে ॥ ২ ॥  
হাটে নাশাইল দধিভার ।  
বিকী ভৈল সকল পসার ॥  
রাধার বুকী গোকুলগতী ।  
কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুলমতী ॥ ৩ ॥  
স্বন ভার [৯৯।২] পেলাইআ হাটে ।  
'রাধা সন্ধে জাএ বাটে বাটে ॥  
রতী আশে না ছাড়এ পাশে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি ভারথণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

## অথ ভারথগাঙ্গর্ত হত্রথণ্ডঃ

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

এহে ।

দধি দুধ স্নাত ঘোল বিকণিআ রঞ্জে ।

পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ॥

হরষিত মনে জাএ চন্দ্রাবলী ঘর ।

কাহাঞিঁকে বিড়ম্বিআ মথুরা নগর ॥ ১ ॥

শরতের রৌদ্দে রাধা বড়য়ি বিকলী । ১৮

বাটে এক তরুতলে খাণিএক বসিলী ॥ ৫ ॥

বিনয় বুলি রাধা বড়ায়ির পাএ ।

দেখ সব সখিগণ আশ্চর্য এড়ি যাএ ॥

না জাণো কি বোলে তথা আই[হ]নের মাএ ।

সকল ঠায়িত মোর তোক্ষেসি সহাএ ॥ ২ ॥

সখি সম্বোধিআ কিছু বুলি চন্দ্রাবলী ।

তোক্ষার বিদিত মোএ যেহেন কোঁঅলী ॥

রৌদ পাড়িআ আক্ষে জাইব ঘর ।

বুলিহ সাহুড়ী থানে এ সব উত্তর ॥ ৩ ॥

আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে ।

চারি পাশ [১০০।১] চাহে রাধা তরল নয়নে ॥

দেখিল কোপিল কাহাঞিঁ রহিলছে পাশে ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ১ ॥

অথ রাধারসালাভপরিন্দননা হরিঃ ।

সপোরুপপুরস্কারঃ খরখরমুবাচ তাং ॥

দেবের দেবরাজ আক্ষে বনমালী ।

কত না ভাগুসি মোরে আবালী গোআলী ॥

ত্রিদেশগণে রাধা যোকে ধরে মাথে ।

হেনয়ি দেবকে কেহু পেলাঅসি হাথে ॥ ১ ॥

রূপকং ১ ॥ তোলাপাঠে ।

স্বরতি মানিআ মোক বহায়িলে ভার ।

লোকমুখে বড় মোর করায়িলে খাঁখার ॥ ৫ ॥

তীন ভুবনে রাধা আক্ষে আধিকারী ।

নানা রূপ ধরী আক্ষে আস্থর সংহারী ॥

সে দেব হয়িআ মোক বিবুধি লাগিল ।

তোক্ষার বচনে রাধা ভার বহিল ॥ ২ ॥

হলী বনমালী আক্ষে এ দুয়ি ভাই ।

দৈবকী উদরে আক্ষে লভিল ঠাই ॥

অবতার কৈল আক্ষে তোব রতি আশে ॥

তোক্ষে কেহুে কর এবে আক্ষাক নিরাসে ॥ ৩ ॥

এভৌ গোআলিনী ধর আক্ষার বচনে ।

পাছে কৈলি না পাইবে নান্দের নন্দনে ॥

না পরিহর মোরে দেই আ[১০০।২]লিনন ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ১ ॥

উচিত বচন শুন মুরারী ।

ভার বহিলে নেহ মজুরী ॥

আন কাম আক্ষে করিতে নারী ।

এবার থাকহ মন নেবারী ॥ ১ ॥

বিবুধি তেজহ স্তম্ভর কারু ।

বারেক রাখহ মোর সমান ॥ ৫ ॥

দেখ সখি সব আক্ষার জাএ ।

সবে কহিব আইহনের মাএ ॥

তবে করিবো মো কমণ উপাএ ।

তৈসি বাট ঘর জাইতে জুআএ ॥ ২ ॥

কপট না বোলৌ তোক্ষার থাঞ ।

আপণে গুণিআ দেখহ মনে ॥

যেহেন সন্তোদ হএ যখনে ।

তার যোগ্য কাম করী তখনে ॥ ৩ ॥  
এড় দামোদর জাঠ মো ঘরে ।  
আন্তর হালএ সামীর ডরে ॥  
এখনে আরতী ফল না ধরে ।  
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

অধুনা ন বিধাতব্যঃ যদি রাধে মনোহিতং ।  
তদা বহুবিধং দানং দীরতাং মা বিলম্ব্যতাং ॥  
হাটে দান দেহ এ বাটে বহী ।  
ঠেঁঠা দাণে কেহুে বিচিবেঁ দ[১০১।১]হী ॥ ১ ॥  
কি না ঝগড় হইয়া গেল মোরে ।  
মিছা দান চাহী কচাল করে ॥ ২ ॥  
আর দাণের নাহিক কাজে ।  
দধি দুধের দিখা যা বাজে ॥ ৩ ॥  
এবেঁসি দধি দুধে দাণ স্থগী ।  
কথা ছিল হেন নীলজ দাগী ॥ ৪ ॥  
আক্ষার দাণ আতি পরচুর ।  
দাণ দিখা করৌ ভাবন চুর ॥ ৫ ॥  
ভিন দাণ দিবেঁ এ ঘোল দহী ।  
ভিন কি দিবেঁর এ বাট বহী ॥ ৬ ॥  
লিখন পাটা পাঞ্জী পরমাণে ।  
লেখা করহ ভিন ভিন দাণে ॥ ৭ ॥  
ঝগড় না কর নাগর কাহু ।  
বাটে বেভার লঅ মোর দাণ ॥ ৮ ॥  
হাট বাট দান লিখন নেহ ।  
যে দাণ দিবেঁ সে দাণ দেহ ॥ ৯ ॥  
মিছাই কাহাঞি খুসি দানে ।  
পছে দুখ দেসি নারিক কেহুে ॥ ১০ ॥  
ভাণ্ড মাথে মোর শতেক দাণে ।  
এহা দিখা রাখ আপন মাণে ॥ ১১ ॥  
ঝগড় না কর তৌ এহা বাটে ।  
লার্জে মুলে বিত্ত দানকে নাটে ॥ ১২ ॥

স্বরতি দেহ তোকে নাহিঁ হরৌ ।  
দাণ লও তাক শপথ করৌ ॥ ১৩ ॥  
ছত্র ধর কাহাঞিঁ [১০১।২] দিবেঁ স্বরতী ।  
নহে মনে পরিহার আরতী ॥ ১৪ ॥  
দাণ বিগী আজি কাহু না জাএ ।  
বাসলীবরেঁ চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১৫ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ বচনঃ ঋদ্ধা রাধিকাধিমতী সতী ।  
বেশমানতনুস্তরী জগাদ জরতীমিদং ॥  
হাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে ভীনে ।  
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে ॥  
ভাণ্ড মাথে চাহে মোরে ঘোল পণ দাণ ।  
মিছাই ঝগড় পাতে আছিনর কাহু ॥ ১ ॥  
আতি আদভূত বড়ায়ি কাহুর কাহিণী ।  
খনে মজুরিঅ হএ খনে মাহাদাগী ॥  
যে কিছু মাণিলো মোএঁ কাহাঞিঁর থানে ।  
ভার বহিলে মোর তাহার কারণে ॥  
দধিভার না বহিল কাহু ভালমণে ।  
এবেঁ তার বোল আক্ষে পালিব কেমনে ॥ ২ ॥  
নিমিষিতেঁ কাঙ্কে করী লৈল দধিভার ।  
পসার টালিখা দধি ছাড়ায়িল আক্ষার ॥  
সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী ।  
দাণ চাহিতেঁ লাজ না বাসে মুরারী ॥ ৩ ॥  
দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ ।  
যে হএ মজু[১০২।১]রি তার তাহাকেহো নেউ ।  
বোলহ কাহুরে তেজু পাপবচন ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধিকার বচঃ ঋদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সত্বকো রাধিকামিহং ॥  
লাবণ্য জ্বল তোর সিংহাল কুন্তল ।  
বদন কমল শোভে আলক ভষল ॥

নেত্র উতপল তোর নাশা গাল দণ্ড ।  
 গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড ॥ ১ ॥  
 হৃদয়ি রাধা ল সরোজরময়ী' ।  
 দুসহ বিরহজরে জরিল কাহাঞি ॥ ৫ ॥  
 হাস কুমুদ তোর দশন কেশর ।  
 ফুটিল বকুলী ফুল বেকত আধার ॥  
 বাহু তোর যুগল কর রাতা উতপল ।  
 অপূৰ্ণব কুচ চক্রবাক যুগল ॥ ২ ॥  
 ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে ।  
 কনকরচিত তোর জিবলী সোপানে ॥  
 গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিত্তমানে ।  
 আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে ॥ ৩ ॥  
 গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল ।  
 তাত স্থললিত রএ নুপুর ভষল ॥  
 [১০২১২] তোক্ষা ছাড়ী নাহি' জরহরণ উপাএ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ধাম্বীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণ বচনং শ্রদ্ধা রাধা সরসমানসা ।  
 জগদ জরতীমেব নিজাভিমত্তমাদরাং ॥  
 অনেক ঘটন করে মোরে চক্রপাণী ।  
 কত না বুলিবে তারে পরিহারবাণী ॥  
 আপণ মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে ।  
 তবে মো শূঙ্কর বড়ায়ি দিবে জগন্নাথে ॥ ১ ॥  
 আপণে বোলহ বড়ায়ি দেব গলাধরে ।  
 ছত্র ধরিলে বোল ধরিবে তাহারে ॥ ৫ ॥  
 ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি সাজিআ পসার ।  
 দধি বিকণী লজ্জা হাটে মথুরার ॥  
 দুই পহর হৈল নগর বিশালে ।  
 পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে ॥ ২ ॥  
 বড়য়ী কোঁঅলী মোএ' রৌদ পরবলে ।  
 তেকারণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে ॥

আস্তর পোড়এ মোর আর সব গাএ ।  
 সঠো বড়ায়ি চলিতে নারো এখো পাএ ॥ ৩ ॥  
 ভালমতে বুঝাইআ আক্ষায় বচনে ।  
 বোলহ বড়ায়ি তোক্ষো ত্রিমধুসুদনে ॥  
 ছত্র ধরি[১০৩১১]আইহু কাহাঞি' দিবে আলিঙ্গণে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিপীয রাধাবচনং ততো বচনপাণ্ডিতা ।

জবেন জরতী গতা জগদ মধুসুদনং ॥

হৃদয় কাহাঞি' তোর স্থগিআ কাকুতী ।  
 সদয়হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী ॥  
 তোর ভাগে দিল রাধা রতি আছমতী ।  
 হরিষ করিআ তার মাথে ধর ছাতী ॥ ১ ॥  
 আলপ কাম কৈল হৈব বড় কাজ ।  
 এহাত না করিহ কারু'মণে কিছু লাজ ॥ ৫ ॥  
 এবার সরূপ করি মোরে বুইল রাধা ।  
 এহাত আঅর মণে না চিত্তিহ বাধা ॥  
 ছাতী ধরিআ বাহা রাধিকার মাথে ।  
 কথো দূর গেলেন রতি পাইবে জগন্নাথে ॥ ২ ॥  
 রৌদে বিকলী রাধা চলিতে না পারে ।  
 এখনে করিতে যোগ্য তার উপকারে ॥  
 ছাতী ধরিআ তার তোষিআ মণে ।  
 আপণার স্থখে তাক নেহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥  
 আক্ষার বচন তোক্ষো না করিহ আন ।  
 আপণে সকল বুঝ নাগর কারু ॥  
 কাঁট করী রাধার মাথা[১০৩১২]ত ধর ছাতী ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণী ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী দণ্ডকঃ ॥

রাধিকাবচনং শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।

জগদ চতুরঃ কৃষ্ণ-অকৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

আক্ষা ছাতী ধরাইআ কি সাধিবে মান ।

সহিতে না পারিবে এত বড় আপমান ॥ ১ ॥

## ত্রিষ্ককীৰ্তন

যদি স্বরতীকে তোর আছে পতিআশ ।  
ছাতী কেহে না ধর আসী মোর পাশ ॥ ২ ॥  
বিমতী তেজহ রাধা দেহ শূদারে ।  
আন্ধা ভাঙিবারে কেহে পাত পরকারে ১ ॥ ৩ ॥  
তোম্কে কি না জ্ঞান তীন ভুবন বিচার ।  
কোণ বেদ পুরাণে আছএ পরদার ॥ ৪ ॥  
কিবা বেদ শাস্ত্র আন্ধা কিবা পুণ্য পাপ ।  
সহিতে না পারী আন্ধে বিরহের তাপ ॥ ৫ ॥

এতেক আরতী আছে পরে কেহে মাকী ।  
বিহা করিতে না জুআএ হঅ তোম্কে ষোগী ॥ ৬ ॥  
আন্ধে হরী আন্ধে হর আন্ধে মাছাযোগী ।  
কর যোড় করি রতি ভিক্ষা তোক মোগী ॥ ৭ ॥  
দেখিআ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে ।

( ইহার পর ১০৪-১১১ সংখ্যক পাতার অভাব আছে । )

## [ অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ

[১১২।১].....কী সকলে ॥  
এখা আগ সন্ধে স্নান্দে দেখী ।  
আমুতৈ সিঞ্চউ দুই আধী ॥ ২ ॥  
তার সব বিটপ আগিআ ।  
তার মাঝে রাধাক দেখিআ ॥  
বুয়িল বড়ায়ি সত্তরবচনে ।  
জল লজ্জা জাইবৌ বিজনে ॥ ৩ ॥  
আইহনের মাএর আদেশে ।  
জল লজ্জা রাধা গেলি পাশে ॥  
তা দেখি বড়ায়ির হরিষে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

তোর বিরহদহনে ॥ ৫ ॥  
ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহাঞি ল  
স্বতে ধরগীশয়নে ।  
আহোনিশি তোর নাম দৌঅরে ল  
আতি বড়ই যতনে ॥ ২ ॥  
এবে সত্তর গমন করি রাধা ল  
পুর কাহাঞি'র আশে ।  
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ ল  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥  
এবে মলয় পবন ধীরে বহে । ল ।  
মনমথক জাগাএ ॥ ল ॥  
স্বগন্ধি কুসুমগগন বিকসএ । ল ।  
ফুটি বিরহিহৃদয়ে ॥ ল ॥ ১ ॥  
তোর দরশন বিধি রাধা ল  
বড় বিকল কাহাঞি ল ।

মালবরাগঃ ॥ রূপ[১১২।২]কং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকঃ ।

তোম্কা না দেখিআ রাধা বিকল কাহাঞি ।  
এবে আন্ধাক পাঠায়িল তোর ঠাই ॥ ১ ॥  
তোম্কা বুয়িল কাহাঞি বিনয়বচনে ।  
বৃন্দাবন আসি মোরে দেউ দরশনে ॥ ২ ॥  
আন্ধার সাহুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর ।  
সব খন রাখে মোরে ঘরের ভিতর ॥ ৩ ॥  
কেমনে জায়িবৌ বড়ায়ি তার বৃন্দাবনে ।  
মনত গুণিআ বোল উপায় আপণে ॥ ৪ ॥

ব্রত ছল করি ফুল তুলিবাক তরৈ ।  
 বৃন্দাবন যাসি তোক কিছু নাহি ডরে ॥ ৫ ॥  
 সখি সব সন্ধে করি চলিহলি রাধা ।  
 তবে আইহনের মাএ না করিব বাধা ॥ ৬ ॥  
 ব্রতের মরম আইহনের মাএ জাণে ।  
 প্রবোধিতে নারিবোঁ তাক এ সব বচনে ॥ ৭ ॥  
 আন্ধারু হৃদয়ে বড়ায়ি আছে উপাএ ।  
 সেসি প্রকারে বৃন্দাবনগতি হএ ॥ ৮ ॥  
 রাধার বদন চুখী বুলি বড়ায়ি ।  
 আপণে উপায় তোন্ধে কহ মোর ঠায়ি ॥ ৯ ॥  
 তাহাক করিব আন্ধে বড়য়ি যতনে ।  
 স্থখে ল[১১৩১]আ যাইব তোক বৃন্দাবনে ॥ ১০ ॥  
 মোর সব সখির সাহুড়ী খান গিআ ।  
 হেন বোল তা' সমাক কিছু ভরছিআ ॥ ১১ ॥  
 বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে ।  
 তাক ভরছিলে বহু খি দহী বিকণে ॥ ১২ ॥  
 ভাল বুঝিলে রাধা যোর গমন উপাএ ।  
 এখনে হেনক কাম করিতে জুআএ ॥ ১৩ ॥  
 এয়ি গিআ সাধোঁ কাম তোর উপদেশে ।  
 বাসলী শিরে ধরী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অখাভিমন্যুজননীঃ জরতীলপিতামহগাঃ ।  
 রোযাবেশবশাঙ্গোপাঙ্গদুর্লভচনাভগৈঃ ॥  
 গোপকুল নঠ হএ তোন্ধার কারণে ।  
 কুবুধি কত উপজে তোন্ধার মণে ॥  
 আপণা সদৃশ কেহে দেখে সব নারী ।  
 এ কালের বহু সব নহে সতস্বরী ॥ ১ ॥  
 ঘোলে সহস্র গোপী রাধা সন্ধে যাএ ।  
 তড়োঁ তোর মণের সংশয় না পালাএ ॥ ২ ॥  
 তোর কুবচন সব গোপীজন কহে ।  
 তাক স্থগী ঘরের বাহির কেহো নহে ॥

দখি [১১৩১২] দুখ যুত ঘোল হাটে না বিকাএ ।  
 এবে গোআলার গেল জীবন উপাএ ॥ ২ ॥  
 তোন্ধে এবে গোআলত ভৈলা বড় জাতী ।  
 আজি হৈতে আন্ধারা হৈলাহোঁ একমতী ॥  
 আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব ।  
 তোন্ধার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব ॥ ৩ ॥  
 এ বোল স্থগিআ ডরে আইহনের মাএ ।  
 প্রণাম করিআ বুলি তা' সন্ধার পাএ ॥  
 কালি হৈতে যাইবে রাধা মথুরা নগর ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

অবসরমধিগম্য সমাগেত্তং  
 সরভসমস্তিভরাহুপেত্য রাধাং ।  
 হরিচরিতবিশেষমুদ্বিগন্তী  
 ব্যথিতমনোজবশাং রসেন বৃন্দা ॥

তোর রতি আশোআশে' গেলা আভিসারে ।  
 সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥  
 না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে ।  
 তোন্ধার শব্দেতবেণু বাজাএ যতনে ॥ ১ ॥  
 কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে ।  
 তোন্ধাক চিস্তিতে আছে নান্দের নন্দনে ॥ ২ ॥  
 তো[১১৪১]র তছগত রেণু চলিল পবনে ।  
 তাহাকা করএ কাহু আতি বহুমানে ॥  
 পাখি বসিতে তরুপাতচলনে ।  
 তোন্ধার গতি শঙ্কিআ রচয়ে শয়নে ॥ ২ ॥  
 চাহে দশ দিশ কাহু চকিত নয়নে ।  
 কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥  
 তেজহ স্তম্বরি রাধা মুখর মঞ্জীর ।  
 সত্বরে চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ ৩ ॥  
 কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে ।  
 শোভে মেঘমালাে যেহেন তড়িতে ॥

১ তা' তোলা পাঠে ।

১ আশোআশে', আশো' তোলাপাঠে ।



গলিত বসন হীন রসন জঘনে ।  
 আপণে আরোপ গিঁজা পল্লবশয়নে ॥ ৪ ॥  
 মানী বড় ভৈল কাহ্নাক্রিঁ শেষ রজনী ।  
 তার পুর মনোরথ মোর বোল স্থগী ॥  
 এবেঁ আয়ুগত রাধা বিলম্ব গমনে ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

কহুগুজরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

অখাতিমহাজননী বানার মথুরাং প্রতি ।  
 আদিশে ততো রাধা রসালসমনা যর্হে ।  
 প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে ।  
 একচিত্ত যুগতী করিল সাবধানে ॥  
 দধি দুধ যত ঘোল [১১৪১২] সাজিঁ পসারা ।  
 রাধা সঙ্গে চলি জাই হটি মথুরা ॥ ১ ॥  
 রাধা চলি জাই ল চিত্তের হরিষে ।

... ..

চলি জাএ গোআলিনী হাস পরিহাসে ।  
 আইহনের মাএর পাইজী আদেশে ॥ ল ॥ ৬ ॥  
 রাধিকা লয়িল সঙ্গে সব সখীজন ।  
 মাখাত পসার লজী করিল গমন ॥

... ..

ডাক দিঁজা আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে ॥ ২ ॥  
 তখনে হাসিঁজা বুলিল সন্ধাক বড়ায়ি ।  
 "এবেঁসি নাতিনী সব মর্নে স্থখ পাই ॥  
 নানা ফুল ফুটিলছে মাঝবৃন্দাবনে ।  
 তাক পিঁজি মথুরাক করিউ গমনে ॥ ৩ ॥  
 এহা শুগী সঙ্গে ভৈলা উল্লসিতমন ।  
 বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইল বৃন্দাবনে ॥  
 সন্ধাক্রিঁ চলিলা বড় মনের হরিষে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধাহুঘীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

পথে জায়িত্তে কথা কহে স্থবধী বড়ায়ি ।  
 এবেঁ স্থচরিত ভৈল হৃন্দর কাহ্নাক্রিঁ ॥  
 বাটদাগ হাটদান আর ঘাটদানে ।  
 সব আধিকার তেজি বসে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥  
 এবেঁ সব লোকের সে করে উপকার ।  
 [১১৫১১] ধরম দেখিঁজা সে তেজিল পরদার ॥ ২ ॥  
 কাহ্নাকো না বোলে কাহ্নায়িঁ এথো খরবাগী ।  
 তাহার চরিত্র এবেঁ আক্ষে ভালৈ জাগী ॥  
 হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিঁজা ফুল ফলে ।  
 আণ্ড বাঢ়ায়িঁজা থোএ যমূনার কূলে ॥ ২ ॥  
 বড়ই হৃন্দর এবেঁ দেখি দামোদর ।  
 তাক না করিহ তোক্ষে সব কিছু ডর ॥  
 তাহাক দেখিলেঁ মোর বোলে পায়িবৈ সাথী ।  
 লাভে তাক দেখিঁজা জুড়ায়িবে দুই আখী ॥ ৩ ॥  
 এ সব কথা কহে বড়ায়ি মনের উল্লাসে ।  
 সঙ্গে হেলিলা গিঁজা বৃন্দাবন পাশে ॥  
 বৃন্দাবনের কূলে সন্ধার হৈল আশ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অথ বৃন্দাবনাদেত্য রতসাম্রাধুহৃদনঃ ।

সখীজনবৃত্তাং রাধামিদমাহ মনোহরং ।

আল রাধে ।

একেঁ একেঁ ঋতুগণে বিলাস কৈল আপণে  
 কুস্থমিত সব তরু[১১৫১২]গণে ।  
 তীন ভুবন মাঝেঁ কথাহো না দেখিলেঁ  
 দৈব নিয়োজন হেন খানে ॥  
 ফুটিল গুলাল মাছলী মালতী মাধবী লতা  
 লবঙ্গ দোলক নেআলী ।  
 শেবতী কনক যুগী স্থখী কনক কেতকী  
 শারলি ছুলালী ॥ ১ ॥

আল রাখে ।  
 সরস কর মন                      সন্তরে কর গমন  
 দেখি আসি মোর বৃন্দাব[৫]ন ।  
 দিবস রঅনানী                      এথা একোহি না জানী  
 নারি' লাগে রবির কিরণে ॥ ৫ ॥  
 আশ্রই আসাঢ়িআ                      ভূমিচম্পক চম্পক  
 . গন্ধ টগর বনমাহলী ।  
 নাগেশ্বর কেশর                      আর তিগিশ শিরিয়  
 বহল মহল সেআলী ॥  
 শিঅলি কুহুস্ত ওড়                      বেবতী রাঙ্গনাগর  
 ধাতকী আমূলিঅ করবীরে ।  
 আশোক কিংকর                      চুআ চিতা খকী  
 কাঞ্চন বঙ্গুলী মন্দারে ॥ ২ ॥  
 কুজা কুটুজ কদম্ব                      বাসক কেন্দু কন্দ  
 ধুতুর মথুর সিদ্ধুবারে ।  
 রবি লোধ ছাতীঅন                      ভাষ্টি দুধিঅকন  
 [১১৬।১] কদাল পিঅল ডগরে ॥  
 মালতী মধুকর                      বাড়িআল সৈনাছল  
 কালকান্দা আসনে ।  
 গম্ভারী গন্ধপিল্ললী                      ভাটি ঘাটাপারলী  
 পিপলী কাপাসি আসনে ॥ ৩ ॥  
 ছোলঙ্গ নাগরঙ্গ কামরঙ্গ                      আশু লেখু ডালিখ  
 জাহু' জাহীর আশড়া ।  
 চেরু বিরুঅ সফের<sup>১</sup>                      জলপায়ি থেকর  
 চালিতা তেস্তুলি সাতকড়া ॥  
 আঁওলা কমলা পাণি-                      আল লবলী বদরী  
 বোহারী করঙ্গ করণে ।  
 আশ ডালিখ ভোহারু                      কুড়ুম চালনি আঁব  
 হিঙ্গী পিঅল টাভাগণে ॥ ৪ ॥  
 গুআ নারিকেল                      কর্ণোআল তাল  
 কদলক পিগুথাজুর ত্রীফলে ।

খিরী খাজুর বনকেন্দু                      মহকুত আর  
 যত তরু,মিষ্ট ফলে ॥  
 হুগন্ধ চন্দন ঘন                      রকত চন্দন বন  
 অগধ কপিথ হুন্দরী ।  
 খদির পিণ্ডার বর                      দেবদারু আগরু  
 নবধব হুগন্ধেসরী ॥ ৫ ॥  
 মহল কাসিমল                      সরল ভালী ভিলোল  
 চান্দলী হুকল<sup>২</sup> লোচনে ।  
 তেজপাত ভো[১১৬।২]জপাত                      চাম্পাতী চাকলি  
 আতভড়ি জিআপূত বণে<sup>৩</sup> ॥  
 পাকড়ী নাকড়ী                      বন সোনাকড়ী  
 সাহড় আকোড় কুহয় বহড়া ।  
 কাঠ লাড়িকা সাজে                      কড়য়ি আড়য়ি রা[৫]জ  
 আর্জুন গর্জুন হরিড়া ॥ ৬ ॥  
 আকোরল জিঙ্গালরু                      ,                      ত্রাক হুদর্শন  
 মাহাশুদ্ধী বাজবারণে ।  
 জয়ন্তী বিষকরঙ্গ                      তমাল হেস্তালপুঞ্জ  
 পদ্মকাঠ আর ছাঞি যণে ॥  
 লতা আশ কুশিআর                      পাকিল ত্রাক্সা আপার  
 লতা জাহু শোভে চারি পাশে ।  
 খরমুজা কাকড়ী                      বাকী আমৃত কাকড়ী  
 পেঁছটী সাডর সোআশে ॥ ৭ ॥  
 কুহুমসমুহমধু পিআ                      মধুমন্ত<sup>৩</sup> মধুকর-  
 নিকরে মধুর ঝঞ্ঝারে ।  
 কুহুমিত লতাকুঞ্জে                      বেটিল বিবিধ গুঞ্জে  
 মনমথ করে ঝঞ্ঝারে ॥  
 বহে হুশীতল বাএ                      কোকিল পঞ্চম গাএ  
 রএ আর নানা পক্ষিগণে ।  
 হুগে যুগকুল বসে                      গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে  
 বন্দিআ বাসলীচরণে ॥ ৮ ॥

হুকল', ক'র ওকার কাটা ।

২ পুথিতে 'আতভড়ি আত জিআ আপূত বণে' ।

৩ মধুমন্ত'র পূর্বে একটি মধু' বোঝে ।

১ লাহুর পর আবার ডালিখ ।

২ পুথিতে 'কেন্দু' ।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বৃন্দাবনকথা শুণী [১১৭।১] বড়ায়ির মুখে ।  
গোআল যুবতী সব পাইল বড় স্বখে ॥  
সন্ধ্যাক লয়িতা রাধা করিতা যুগতী ।  
বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী ॥ ১ ॥  
রাধা সব সখি সমে করিল গমনে ।  
তখন সন্ধ্যার মণে বেধিল মদনে ॥ ৫ ॥  
আতি বড় পাইল রাধা মনত হরিষে ।  
বাট কাটায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে ॥  
আশু করী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ ।  
চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাএ ॥ ২ ॥  
বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে ।  
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাক্রি পাশে ॥  
খসার্থী বাকিল পুণী কুন্তলভার ।  
সঘন ছাড়িল রাধা হাঙ্গী আপার ॥ ৩ ॥  
চুখন করিল রাধা সখির বদনে ।  
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে ॥  
হেনমতে গেলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অশরীরসাবেশবশাখীক্য বসালসঃ ।  
সাকুতঃ মাধবঃ প্রাহ[১১৭।২]রাধিকামিদমান্নয়ং ॥  
হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে ।  
কুহুমসমূহে শোভে সব তরুগণে ॥  
তাত স্থললিত...ভ্রমরের রোল ।  
আছুক মাছুষ দেবলোক পড়ে ভাল ॥ ১ ॥  
রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে ।  
আজি সে সফল হ...ন যৌবনে ॥ ৫ ॥  
শপথ করিতা রাধা বোলোঁ এ বচনে ।  
তোমার আস্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥  
এক ঠায় থুয়িতা রাধা মাধার পসার ।  
ফুল পত্র ফল থাঅ ত্রিভুবনে সার ॥ ২ ॥

১ পুথিতে একা' ।

এহা বন আদভূত আছে থানে থানে ।  
আক্ষা ছাড়া তাক আন কেহো নাহি জাণে ॥  
তোমাক দেখাওঁ লখী কর আহমতী ।  
তথাক না লইহ লোক কেহো সংহতী' ॥ ৩ ॥  
সকল শরীর মাঝে' তোম্কে যেন সার ।  
তেহ সব বন মাঝে' এ বন আক্ষার ॥  
এহাত উচিত হএ তোম্কার বিলাস ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে ।  
আর সংহতী এড়িব কেনমণে ॥  
যত দেখ মোর সখি[ ১১৮।১]গণে ।  
কাহারো ভাল নহে মণে ॥ ল কাহ্নাক্রি' ॥ ১ ॥  
ত্রেহু কর উপায় আপণে ।  
ভাল বোলে ধেরু সখিগনে ॥ ৫ ॥  
ফুলে ফুলে বৃন্দাবন শোভে ।  
তা দেখি সন্ধ্যাতেয়ি লোভে ॥  
কেহো না এড়িবে তোর লাগে ।  
সন্ধ্যে হয়িব তোর আগণে ॥ ২ ॥  
সামী সান্ন দুইহো খরতর ।  
আর খল সকল নগর ॥  
সব তোর মোর দোষ চাহে ।  
তৈলি মোর মন খীর নহে ॥ ৩ ॥  
মোর মনে হেন পড়িহাসে ।  
ফুল ফলের দীর্ঘা আশে ॥  
'সখিগণ নেহ চারি পাশে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ লোক কেহো' ভোলাপাঠে ; সংহতী' ক' কাটরা ভোলাপাঠে  
করা । ২ পুথিতে তোর' ।

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা ল ।  
 আপণে কহিলে মোর মনের কথা ।  
 স্থগিষ্ঠা খণ্ডিল সব বেথা ॥  
 যোল সহস্র তোর সখিগণ ।  
 সঙ্কার তোষিব আন্ধে মন ॥ ১ ॥  
 রাধা ল ।  
 করিষ্ঠা বিবিধ তহু আন্ধে দেবরাজে ।  
 বিলসিবো গোপীসমাজে ॥ ৫ ॥  
 চির সময় সঞ্চিত উ ভয় তোর মণে ।  
 খণ্ডায়িবো আজি ভালমণে ॥  
 একে একে রাধা যত গোপীগণ দেখী ।  
 আজি সে করাইবো তোর সখী ॥ ২ ॥  
 কেহো কাহাকো যেন না করে উ[১১৮।২]পহাস ।  
 তেহুমতে করিব বিলাস ॥  
 তা সঙ্কার হৃদয় হরিষ্ঠা নিল আন্ধে ।  
 পাছে জনী রোষ কর তোন্ধে ॥ ৩ ॥  
 এ বোল বুলিষ্ঠা কাহাঞি মণের উল্লাসে ।  
 গেলা সব গোপীগণ পাশে ॥  
 সঙ্কার বৃহল কাহাঞি রতি পতিআশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্তক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

স্থগ গোপীগণ আঙ্কার বচন  
 আভয় দিলো মো আপণে ।  
 নিজ মন স্থখে ফুল তুলী লষ্ঠা  
 বাহ বাহার যেনমণে ॥ ১ ॥  
 চির জীঅকাহাঞি কুলের নন্দন  
 আঙ্কারে দিলে আভএ ।  
 যেন জাতী তোন্ধে ঘেহ লোক তাহার  
 উচিত হেন হএ ॥ ল কাহাঞি ॥ ২ ॥

১ হেন'র পর একটা ন' বেশী আছে ।

এ বোল শুগিষ্ঠা ... কাহাঞি

খণেক মনে বিময়িবে ।  
 আজি হরিব মোর কাজের সিধী  
 পুরী চির আভিলাসে ॥ ৩ ॥  
 কাহের বদন আতি স্থশোভন  
 দেখিষ্ঠা যুবতীগণে ।  
 দৈব নিয়োজন মদন বাণে  
 বিকলি ভৈল পরাণে ॥ ৪ ॥  
 এক তরুণীকে দেখায়িল কাহাঞি  
 হোর ফুল আতি উচে ।  
 [১১৯।১]তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী  
 কাহাঞি ধরিল বুচে ॥ ৫ ॥  
 আয়র গোপী বুলিল কাহাঞি  
 ফুল আছে দূর ভালে ।  
 কেমনে পায়িবো এ ফুল কাহাঞি  
 উপায় বোল সকালে ॥ ৬ ॥  
 তাহাক তুলিষ্ঠা ধরিল কাহাঞি  
 সে ফুল তোলএ আপণে ।  
 তুলিতে নাথায়িতে পায়িল আলিঙ্গন  
 কাহাঞি বিনি যতনে ॥ ৭ ॥  
 আয়র গোপী ফুল তুলিবাক  
 লাগিল কাঁটাল বনে ।  
 গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক  
 না দেখিল একো জনে ॥ ৮ ॥  
 সে বনের মাঝে দেব দামোদর  
 মিলিল দৈব ঘটনে ।  
 পায়িল গোপী আপণ মনে  
 চুষিল তার বদনে ॥ ৯ ॥  
 পবনে চলি গাছে পাত  
 তাত ভয়মনী ছলে ।  
 কোহো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন  
 ধরিল তাহার গলে ॥ ১০ ॥

হের ভাল ফল<sup>১</sup> হোর ভাল ফল  
 বলিআ দেব মুরারী ।  
 দূরক নিষ্ঠা পুরিআ কোলে  
 কৈল গোপী নারী ॥ ১১ ॥  
 হেমমনে বনে হরিল কাহাঞি<sup>২</sup>  
 সকল গোপীর মণে ।  
 অনন্ত নামে বড় চণ্ডীদাস গায়িল  
 দেবী বাসলীগণে ॥ ১২ ॥

বসন্তরা[১১৯।২]গঃ ॥ একতালী ॥  
 লাজ ভয় তেজিআ সকল গোপীগণে ।  
 মিলিআ বুলি গিআ গোবিন্দচরণে ॥  
 আন্ধা না হেলিহ গোসাঞি<sup>৩</sup> আনের বচনে ।  
 আজি হৈতে আন্ধে সঙ্গে তোন্ধার শরণে ॥ ১ ॥  
 তোন্ধে দেব বনমালী নৃন্দের নন্দন ।  
 আজি হৈতে গোপীর হৃদয়চন্দন ॥ ২ ॥  
 আন্ধার ধরহ আর এক বচন ।  
 কতো খন দেখি গোসাঞি<sup>৪</sup> তোর বৃন্দাবন ॥  
 এড়িতে না ফুরে মন এথো খনে ।  
 কমন আন্তরে তোন্ধে হরিলেহে মনে ॥ ২ ॥  
 বৃষিবারে নারিল তোন্ধারে জগন্নাথ ।  
 পাত পাতিআ কেহু নাহি<sup>৫</sup> দেহ ভাত ॥  
 আসত নিফল<sup>৬</sup> দুখ সহন না জাএ ।  
 ত্রিভুবনজনমন গোচর তোন্ধাএ ॥ ৩ ॥  
 এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কারু ।  
 আয়ুতে সিঞ্চিল আপণার ছুঁই কান ॥  
 গোপীগণমন তোষিবারে কৈল মন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

১ কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বৃষিআ গোপীকৃষ্ণ  
 আল ।

খণেক গুণিল কারে ।

১ ফল, ল' তোলাপাঠে ।

[১২০।১] বোল সহস্র গোপী তোষিআ কেমনে ॥  
 আনেক হৃদিআ তখনে ।  
 বিলসিল গোপীগণে ।  
 যাহারে রমএ সেসি দেখে কারে ॥ ১ ॥  
 আল ।  
 সব গোপীজন জাণে ।  
 মোএ<sup>৭</sup> সে পায়িলো এ বনে শ্রীমধুসূদনে ॥ ২ ॥  
 ফুটিল কুহুম পুঞ্জে ।  
 সরস ভ্রমর গুঞ্জে ।  
 এক এক নারি লজা এক এক কুঞ্জে ॥  
 চির মনোরথ পুরী ।  
 রসময় মন করী ।  
 বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী ॥ ২ ॥  
 একে একে গোপীজনে ।  
 সঙ্গে জাগিল আপণে ।  
 রাধাতে আধিক কারু মণে ॥  
 কাহাঞি<sup>৮</sup> তাহাক জাগি ।  
 কিছু না বুঝিল বাগি ।  
 রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী ॥ ৩ ॥  
 সংহরী সকল দেহে ।  
 গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে ।  
 বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে ॥  
 গেলা রাধিকার পাশে ।  
 হরতি রসের আশে ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীয়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিমন্ত্যঃ অগ্রশংসন্ত্যঃ পরাং দামোদরপ্রিয়াম্ ।  
 প্রাপুর্গোপপ্রিয়াঃ স্ফোভঃ পরং কৃষ্ণে পরম্পরম্ ॥

আহা ।

কে না [১২০।২] হৃদীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী ।  
 কে নারী কারের সঙ্গে করে হরতী ॥

কাহ্ন বিনী আভাগিনী গোপযুবতী ।  
 দেখে সন্মুখে নিহুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী ॥ ১ ॥  
 হরি হরি ।  
 হৃন্দর সে গীত গাওয়া বাঁজা করতালী ।  
 দেখে পাঅচিহ্ন কথো গেলা বনমালী ॥ ২ ॥  
 কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান ।  
 কাহার ফলিল পুঙ্কর পুস্ত্র সিনান ॥  
 কাহাকে মিলিল আজি পুষ্ট মহাসিধী ।  
 কারে হাথে হাথে নিজা বিধি দিল নিধী ॥ ২ ॥  
 কে না কেশবশির পরসিল করে ।  
 কে না তপ তপিল বদরী<sup>১</sup> বটেবরে ॥  
 কে গাঅ তেজিল গঙ্গাসকত সাগরে ।  
 যা লজা কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে ॥ ৩ ॥  
 হেনমতে বিলসিলা সকল যুবতী ।  
 লাগ না পাইজা দেব আধিপতী ॥  
 রোষিল রাধিকা দিল স্বর বচন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ভাটিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাহে যেন ভাত পাঁজা না এড়ে  
 নিধনে নিধী ।  
 তেন গোপীগণ এড়িতে কাহাঞি<sup>১</sup>  
 হারায়িল সকল বুধী ॥  
 একে চাহিলে আরে পায়িলে  
 আপন ম[১২১১]ণের স্মৃথে ।  
 সব গোপী নারী মিলিআ এবে  
 কি রঞ্জসি মোর মুখে ॥ ১ ॥  
 ভাল উপদেশ দিলো মো তোরে  
 আপনার মতিমোষে ।  
 এথণে তাহার ফল ভুঞ্জো<sup>২</sup> মোএ  
 আপণে আপণ দোষে ॥ ২ ॥  
 এখন আন্ধার থানক আইলাহা  
 মুখে তোর নাহি লাজে ।

পুণী সেই গোপী- গণ পাস যাহা  
 তোকে মোর নাহি<sup>১</sup> কাজে ॥  
 যে পরপুরুষ সমে নেহ করে  
 তার হএ হেন গতী ।  
 দৈব দোষে কাহ্ন তোমাকাত ভজিলো  
 বঞ্চিলো আপণ পতী ॥ ২ ॥  
 যেহেন বাহির তেহেন ভিতর  
 সুরুপে জাগিলো তোরে ।  
 কপট সাগর হৃদয় তোমার  
 নাছিল<sup>২</sup> মোর গোচরে ॥  
 এবে ভালমতে তোমাক জাগিলো  
 নিবারিলো মো হৃদয়ে ।  
 টেটন নটক লোক সমে নেহ  
 কোহো কালে ভাল নেহ ॥ ৩ ॥  
 শপথ করিআ বুইলো মো তোরে  
 না জায়িবো তোহার পাশে ।  
 তোমার চরিত্র দেখিআ কাহাঞি<sup>১</sup>  
 কে নাহি<sup>২</sup> উপহাসে ॥  
 এ বোল স্থগিআ কাহ্নের মণে  
 ভৈল বড় তরাসে ।  
 রাধা সঘোষিআ বুলিল বচন  
 গাইল বড় চণ্ডীদাসে [১২১১২] ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যদি কিছু বোল বোলসি তবে  
 দশনকুচি তোমারে ।  
 হবে দুঃখবার ভয় আন্ধকার  
 হৃদয় রাধা আন্ধারে ॥  
 তোমার বদন সংকলিত<sup>২</sup>  
 আধর আমিআ<sup>২</sup> লোভে ।

<sup>১</sup> পুস্তিতে বদরী ।

<sup>১</sup> নাহি', হি' তোলাপাঠে । <sup>২</sup> আমিআ' তোলা পাঠে ।

পরন্তেধ মোর<sup>১</sup> নয়নচকোর  
 যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥  
 মদনবাণে দগধ ভৈলৌ  
 তোর আকারণ যাণে ।  
 বদনকমল- মধুপান দিষ্টা  
 রাখহ মোর পরাণে ॥ ৫ ॥  
 যবে সন্তো কোপ কয়িলে  
 তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে ।  
 দৃঢ় ভুজযুগে বন্ধন করিষ্টা  
 অধর দংশ দশনে ॥  
 তোক্ষা সে মোহোর রতন ভূষন  
 তোক্ষা সে মোহোর জীবনে ।  
 এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর  
 বুলি তেঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥  
 তোক্ষার নয়ন মলিন নলিন  
 ধরে<sup>২</sup> কোকনদ রূপে ।  
 মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলে  
 হএ তোর আত্মরূপে ॥  
 এ তোর হৃদ শোভে মণি [মাল]  
 জঘনে নাদ করউ রসনে ।  
 বোল হৃদয়ত করেঁ মো তোহোর  
 থলকমল চরণে ॥ ৩ ॥  
 মদন গরল খণ্ডন রাধা  
 মাথার মণ্ডন মোরে ।  
 চরণপল্লব আরো[১২২।১]প রাধা  
 মোর মাথার উপরে ॥  
 পালাউ আক্ষার মদনবিকার  
 সত্ত্বরেঁ করহ আদেশে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিষ্টা  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

অবধাধ্য কাকৃষিত বাধিকরাভিদধে ন কিকন সরোষতয়া ।  
 অথ স ত্রপান্তরমনা বিহিতঃ প্রতিষং যুরজ্জিৎ [কৃতবানেব] ॥

লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী ।  
 নিষধিতে কেহে রাধা কৈল ফুলবাড়ী ॥ বড়ায়ি ॥ ১ ॥  
 হাথে বাঁশী করি গেতু খেলাওঁ গোকুলে ।  
 দেখৌ বৃন্দাবন পসি কেবা ফুল তোলে ॥ ২ ॥  
 ফুল ফল তুলি লৈল ভাল ভান্ধী বন্ধে ।  
 ষোল সহস্র গোপীজন করী সঙ্গে ॥ ৩ ॥  
 মোর বনতরুডালে সজায়িষ্টা আকুড়ী ।  
 ফুল তুলি লৈল রাধা ভান্ধিষ্টা পাখুড়ী ॥ ৪ ॥  
 লবঙ্গ দোলঙ্গ খোপা বান্ধিষ্টা উল্লাসে ।  
 গুলাল মালতীমালাে করিল বিলাসে ॥ ৫ ॥  
 যৌবন গরবেঁ রাধা কিছু নাহিঁ জাণে ।  
 মোর বৃন্দাবন পদী মোক নাহিঁ চিহ্নে ॥ ৬ ॥  
 [১২২।২] বৃন্দাবন দেখিঁ মোর পোড়এ আস্তর ।  
 তোক্ষা দেখৌ রাধার না করেঁ আধাস্তর ॥ ৭ ॥  
 যত বা ফুল ফল নিল তার দেশ্ত কোড়ী ।  
 নহে বা বান্ধিষ্টা রাখিবৌ দৃঢ় দোড়ী ॥ ৮ ॥  
 এভোহো সুল্লরি রাধা ধরু মোর বোল ।  
 কোড়ীর আস্তরেঁ মোরে দেউ চুষ কোল ॥ ৯ ॥  
 আকারণে বোলে রাধা মোরে আত্মধর ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

নিশূন্য কৃষ্ণবচনঃ মহারোষবতী সতী ।  
 জরতী বাধিকামাধিমতীমিতি ততোহর্ষদং ॥

আনেক যতন করি নান্দের নন্দন ।  
 আক্ষা হাথে আনায়িল তোক্ষা বৃন্দাবন ॥  
 আসিতে তোক্ষাক দেখী হরষিত মন ।  
 আশু গেলা দেখায়িতে তোক্ষাক তরুণণ ॥ ১ ॥

এহে ।

এবে মোক বোলে কাহাক্ষি সব বিপরীত ।

হেন বুঝে রাখা তৌ করিলি কুচরীত ॥ ৫ ॥

তার বৃন্দাবনক আয়িলাইছে চিরকালে ।

তুলী লৈল নানা ফুল ভাঙ্গি লৈল ডালে ॥

জত আপ[১২৩১]রাধ কৈল' জাণহ আপনে ।

তার বোল না ধরিলে মরসিব কেহে ॥ ২ ॥

তোমার চরিত্র রাখা না বুঝিএ ভাল ।

কাহাক্ষিকে ভাঙিতে পারিবে কত কাল ॥

আহুরোধ এড়াইতে নারিবি তাহার ।

বুঝিআ রাখহ রাখা মোর উপকার ॥ ৩ ॥

যত ফুল ফল নিলে তার চাহে কোড়ী ।

না দিলে বাক্ষিআ থুয়িতে সজ কৈল দড়ী ॥

বাক্ষিআ রাখিলে বলে হৈব জাতী নাশ ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সন্ধারে ব্যুলিলে বড়ায়ি সজাইআ আকুড়ী ।

বৃন্দাবনে ফুল পাত না ভাঙ্গে পাখুড়ী ॥

কৃষ্ণ' দেখিলে বড়ায়ি পাড়িবেক গালী ।

আঞ্চলে ধরিব আর বলিব ধামালী ॥ ১ ॥

তবে বোল ফুল তোল বড়ায়ি ।

যা নাহি আইসে কাহাক্ষি ॥ ৫ ॥

ফুল তুলিহ বড়ায়ি চাম্পা নাগেশ্বর ।

গাছ না ভাঙ্গিহ ফল না লৈহ বিধর ॥

কৃষ্ণ দেখিলে বড়ায়ি লয়িবেক কর ।

হুগিআ সাহুড়ী যারি[১২৩২]তে না দিব ঘর ॥ ২ ॥

আতি না তুলিহ বড়ায়ি গুলাল মালতী ।

কনক বুরিকা মাঙ্কলী লবঙ্গ সেরতী ॥

কৃষ্ণ যবে দেখিবেক গাছ পাতে পাতে ।

তবে কাহাকেহো ঘর না দিবে যাইতে ॥ ৩ ॥

এবে ফল ধরিলেক আঙ্গার বচনে ।

আসিআ বিরোধিল মথুরা গমনে ॥

এবে মোর খানে নাহি' তাহাক উপাএ ।

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ [৪] ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

অমিরবসরে রাখা মাথবঃ প্রাহ সখরঃ ।

পেশলাপেশলঃ পুষ্পবাণবাণজরাভূরঃ

তোএ' না গুণসি মনে ।

আল করিবে যতনে ।

নিজ ধন দিআ হৃন্দরী রাখা নিখায়িলে এ বৃন্দাবনে ॥

আনেক ফুল তুলিলে ।

আল বহত ফল থায়িলে ।

আর আহুচিত কৈলে রাখা ডাল ভাঙ্গিআ পেলায়িলে ॥ ১ ॥

রাখা কৈল বৃন্দাবন নাশে ।

সে ফুল তুলিআ নিলে বাহার যোজন বাসে ॥ ৫ ॥

যুথী কেশর সেঅথী ।

মাধবীলতা মালতী ।

সকল ফুল লজা [১২৪১] রাখা তোঙ্কে না থুয়িলে কতী ॥

তোঙ্কে আইহন গোআলী ।

আঙ্কে দেব বনমালী ।

আল' সব ফুল সজআ শয়ন তোর মোর করী কেলী ॥ ২ ॥

যবে সে ফুল না দিবে ।

তবে সমুচিত ফল পাইবে ।

চোরবাদে তোঙ্কা বাক্ষিআ থুয়িবে কেমনে স্বর জাইবে ॥

এভে' হন মোর বোল ।

দেহ মোরে চুম কোল ।

অভিনব তোর রূপ যৌবন দেখিআ পড়িলো ভোলে ॥ ৩ ॥

কেহে হেন কাম কৈলে ।

সব ফুল ফল লৈলে ।

বৃন্দাবন মাঝে পসিআ রাখা সব তরু শুন কৈলে ॥

দেখিআ পোড়ে জ্বায়ে ।

যেন মোর প্রাণ জাএ ।

কাহাকে কহিবে কেনা পাতিআএ বড় চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥



## ঐক্যকীর্তন

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

মো নাহিঁ নাশি তোর বন্দাবনে  
স্বর্ণ ল স্বন্দর কাঙ্ক্ষাঞিঁ ।  
পথিক লোক তাক উপভোগে ল  
তাত মোর দোষ নাহিঁ ॥ ১ ॥  
মিছা দোষ মোরে না দিহ কাঙ্ক্ষাঞিঁ ল  
মো জ্ঞাও রাজপথে ॥ ৫ ॥  
মো যবে জাগিতো হেন করিবে তোল  
[১২৪২] তবেঁ নাসিতো এ বাটে ।  
নাহিঁ যাইতো দধি ছুঁ বিকণিতে ল  
কাঙ্ক্ষাঞিঁ মথুরার হাটে ॥ ২ ॥  
না জাগো কি তোর মণে দোষ আছে ল  
মোর দোষ তেকারণে ।  
তোস্কার হেন বলিতে না জুআএ  
তোস্কে নান্দেব নন্দনে ॥ ৩ ॥  
এহা পথে আরবার নাহিঁ জাইবো ল  
দেহে বা জীউ বসে ।  
বাসলীচরণ শিরে বন্দিতা  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যদি হাসি রাখা তোএ এ রাজপথে ।  
মোর বন্দাবন কেহু আইলা অথবেথে ॥  
যাতি আজি নষ্ট ভৈল আঅর সেয়তী ।  
এত পুন্স নষ্ট কৈলৈ কাহার যুগতী ॥ ১ ॥  
রাখে ল আল কি ফুরিল মণে ।  
কেহু ভাগিল রাখা মোর বন্দাবনে ॥ ৫ ॥  
লবঙ্গ মালতী রাখা ভাঙ্গিলে আপার ।  
দনা মরুআ ভাঙ্গিলে দুলালের ডাল ॥  
দুতঃ ব্রোলে ভাঙ্গসি বৃন্দাবনি ।  
নাহিঁ জাগো নারী তোর কেহন মন ॥ ২ ॥  
মাছলী ফুল ভাগিলে তো আয়র নেআলী ।  
মাধবীলতা ভাগিলে আঅর পারলী ॥

বন্দাবন ভা[১২৫১]গি মোর করিলে বিকল ।  
পায়িবৈ আন্ধার থানে উচিত ফল ॥ ৩ ॥  
যবে তিরীবেধে নাহিঁ থাকে ডর ।  
তবে আজি মারিআ পাঠাও যমঘর ॥  
মোঞিঁ সে জাগো মোর যেন করে মন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরিরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোস্কার বচন কাঙ্ক্ষাঞিঁ ধরিআ মণে ।  
সব সখি লজা আইলোঁ তোর বন্দাবনে ॥  
সব ফুল তুলী লৈল তোস্কার আদেশে ।  
এবেঁ কেহু তুলি দেহ মোরে চুরী দোষে ॥ ১ ॥  
না বোল না বোল মিছা দেব চক্রপাণী ।  
তোস্কার বদনে কেহু আইসে হেন বাণী ॥ ৫ ॥  
ফুল ফল কাঙ্ক্ষাঞিঁ কিছু নাহিঁ হাথে ।  
এবেঁ ফুল কঁঠা পায়িবোঁ জগন্নাথে ॥  
গুটি চারি ফুল হের আছে মোর হাথে ।  
তাক নেহ তোর মনের সোআথে ॥ ২ ॥  
বড়ার বহআরী আন্ধে বড়ার ঝিআরী ।  
ফুল চুরী বাদ আন্ধে সহিতে না পারী ॥  
না দেখিল না শুণিল বোলহ উত্তর ।  
তোস্কাতে আধিক আর নাহিঁ ক নাগর ॥ ৩ ॥  
মিছা কেহু বো[১২৫২]ল এবেঁ স্বন্দর মুরারী ।  
তোর ফুল তুলী লৈল সব গোপনারী ॥  
ছাড়হ নিলজ কাহু কপট বচন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

বন্দাবনীর প্রসবপ্রকৃষ্টাং  
পুস্তামি রাধে ভবতীং পুস্তাং ।  
বিশ্রাণয় ঙ্গ কুসুমাবধায়ে  
বায়েখবা মোদবিধারি বেহং ॥  
তমাল কুসুম চিকুরগণে ।  
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ ১ ॥

গুপ্ত নাসা তিলফুলে ।  
 দেখি তোর গণ্ডযুগ মহলে ॥ ২ ॥  
 আধর স্বরঙ্গ বাজুলী ফুলে ।  
 কল্পযুগ তোর এ বগছলে ॥ ৩ ॥  
 মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে ।  
 খস্তরী কুহুম তোর বসনে ॥ ৪ ॥  
 ভূজঙ্গ হেমযুথিকামালে ।  
 আশোকতবক করযুগলে ॥ ৫ ॥  
 মুকুলিত থলকমল তনে ।  
 রোমরাজী তাত আতরীগণে ॥ ৬ ॥  
 গভীর নাভী নাগেশর ফুলে ।  
 কনক কেতকী জংঘযুগলে ॥ ৭ ॥  
 চরণকমল থলকমলে ।  
 আঙ্গুলী চম্পককলিকা[১২৬।১]জালে ॥ ৮ ॥  
 নখরনিকর দেখি গুলালে ।  
 শিরীষ কুহুম তহু সকলে ॥ ৯ ॥  
 কনক চম্পক কুহুমপাস্তী ।  
 তোক্ষার সকল শরীরকাস্তী ॥ ১০ ॥  
 নেআলী সেআলী মাঙ্গলী বিকসে ।  
 তোক্ষার মধুর ঈষত হাসে ॥ ১১ ॥  
 দেখো মো তোর ফুলশরীরে ।  
 গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাহ্নাঞি ল  
 সকল পুরুষ যাবোঁ তোক্ষা বড় নাগর  
 তোক্ষারে কে দিবেক উত্তর ।  
 ছাড়হ অলঞ্জাল না কর কচাল  
 এড় যাওঁ মথুরা নগর ॥ ১ ॥  
 কাহ্নাঞি ল  
 বুঝিল বুঝিল তোক্ষার মতী ।  
 সম দেখ সকল যুবতী ॥ ২ ॥

কিবা না করিল আক্ষে তোক্ষার এক বচনে  
 লাজে দিখা তিলাঞ্জলী<sup>১</sup> ।  
 নিজ পতি না চাহিলোঁ তোক্ষাক উপেখিলোঁ  
 সহিলোঁ সাহসননন্দগালী ॥  
 বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় আতী  
 তাক নাহি কিছু পরকার ।  
 ছার তিরী ঘরম শিরীষ কুহুম মন  
 বড় মানে তিল<sup>২</sup> উ[১২৬।২]পকার ॥ ৩ ॥  
 তোক্ষার নেহ সকল কমলিনীদলজল  
 চঞ্চল দুষ্টহো পড়িহাসে ।  
 এড়হ আ[ক্সা]র আশে চলি জাহা নিজ বাসে  
 গাইল বাদু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ককুবাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোক্ষাতে মজিল মোর মনে ল ।  
 আল হের স্বন প্রাণ রাধা ল  
 কেহে বোল নিষ্ঠুর বচনে ॥  
 হের মোর বৃন্দাবনে ল ।  
 আল হের স্বন প্রাণ রাধা ল  
 নিকল করহ কি কারণে ॥ ১ ॥  
 নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে ।  
 আল হের স্বন প্রাণ রাধা ল  
 তড়োঁ কি মালতী পাসরে ॥ ২ ॥  
 এ তোর নব ঘোষনে ল  
 আহোনিশি জাগ মোর মণে ।  
 তাহাত তোক্ষা রমণে ল  
 খেতি করে আক্ষার পরাণে ॥ ৩ ॥  
 মন বুঝে তোর নামে ল  
 সংযম<sup>১</sup> তোক্ষা কৈলোঁ সারে ।  
 তোর বোলোঁ গোপীগণে ল  
 তুখিয়া তেজিলোঁ পরকা[র] ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে তিনাঞ্জলী । ২ পুথিতে তিন ।

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

তোতে মন না বিচলে ল  
বোল মোরে বৈশে' তোর পাশে ।  
খড়ক আন্ধার দুখ হউক মন সুখ  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কে বলিতে পারে তোর গুণে ।  
একৈ একৈ বসে মোর মনে ॥  
এবৈ আসি বৈশ মোর পাশে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাটিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণস্ত প্রে[১২৭।১]মবচসা রাধা সাদরমানসা ।  
বশাভবদসাবাণ্ড কুহুমাস্তগসঙ্গতা ॥

তিরীর সভাব মণে করে ।  
প্রাণ কাহাঞি' ল  
ভাত রোষ না কর নাগরে ॥  
এ তোন্ধার বচনে ।  
প্রাণ কাহাঞি' ল  
সব কোপ খণ্ডিল এখনে ॥ এক্সা ॥ ১ ॥  
আল হের  
এহি জাগে তোন্ধার চরণে ।  
প্রাণ কাহাঞি' ল'  
আন্ধা সম না করিহ আনে ॥ ৫ ॥  
তোন্ধার আন্ধার দুই মণে ।  
এক করী গাঙ্গিল মদনে ॥  
তার আছরূপ বৃন্দাবনে ।  
তোর বোল না করিব আনে ॥ ২ ॥  
বিধি কৈল তোর মোর নেহে ।  
একই পরাণ এক দেহে ॥  
সে নেহে তিঅজ নাহি' সহে ।  
সে পুণি আন্ধার দোষ নেহে ॥ ৩ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

যত মনোরথ ছিল তাহাক সফল কৈল  
নানাবিধি দিআ আলিঙ্গনে ।  
রাধার তন পরসে [১২৭।২] যেহু আমৃতকলসে  
সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে ॥ নাএ ॥ ১ ॥  
রসে হুরিআ মণে ।  
কাহু কৈল কেলি বৃন্দাবনে ॥ নাএ ॥ ৫ ॥  
বদনে বদন কৈল ... ..  
উচিত্তে আমৃত্তে বৃষ্টি ভৈল ।  
দিল নয়ন নয়নে রস বসে ঘন ঘনে'  
কমলে খঞ্জন সংযোজিল ॥ ২ ॥  
যোড়ী রসন রসনে<sup>২</sup> দুই কিশলয় যেহে  
দামোদরে' মধু পান কৈল ।  
নানা থানক চুষীল আধরে আধর দিল  
বিশ্ব পোআলৈ এক ভৈল ॥ ৩ ॥  
পরসিল ঘন ঘন রাধার জঘন  
কৈল মনমথ পরিতোষে ।  
দুইহে মনের উল্লাসে করিল বনবিলাসে  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

১ পুঁথিতে 'দিন নয়ন ঘন ঘনে । রস বসে ঘন ঘনে' ।

২ পুঁথিতে 'যোড়ী রসন রসনে' ।

৩ পুঁথিতে 'বিষ' ।

## অথ যমুনা[খণ্ডা]স্তূৰ্গত কালিয়দমনখণ্ড

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

গোপীগণমন তোষিল দেব চক্রপাণী ।

মথুরা নগর যাইতে দিলান্ত মেলানী ॥ ১ ॥

তখন গুণিল কিছু মণে দামোদর ।

বিলাস করিলোঁ মোঞ বনের ভিতর ॥ ২ ॥

জল[১২৮।১]কৈলি করিবারে কাহু কৈল মন ।

থ[১]ণি এক গুণিল হৃদয়ে জনাৰ্দ্দন ॥ ৩ ॥

বৃন্দাবন মাঝে যমুনা নদী বহে ।

তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে ॥ ৪ ॥

কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে ।

জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিধে ॥ ৫ ॥

কোহো জন্তু তাত না করএ জল পান ।

তাহাত আধিক নাহি বিজন থান ॥ ৬ ॥

কালী দলিখা জল করিখা নির্মল ।

তাহাত করিবোঁ জলকৈলি সকল ॥ ৭ ॥

হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর ।

কালীয়দহের কুল কদমের তল ॥ ৮ ॥

কদম্বতরুত চড়ী দহে দিল খাঁপ ।

দেখি রাখোঁআল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ ॥ ৯ ॥

কোপিল কালীয় লাগ লজা পরিবারে ।

দশনে দংশিল সব কাহ্নের শরীরে ॥ ১০ ॥

তিলেঁ তিলেঁ নাগকুলেঁ দংশিল কাহ্নাঞি ।

হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞি ॥ ১১ ॥

তখন বিষের জালে দগধ পরাণ ।

আচেতন হয়িখা রহিলা দেব কাহ্ন ॥ ১২ ॥

হেনই সম্বন্ধে সব গোপযুবতী ।

বৃন্দাবন দিখা [১২৮।২]মথুরাক কৈল গতি ॥ ১৩ ॥

বিকল দেখিখা তথা রাখোঁআলগণে ।

পুছিল তোক্ষার কেহে তরাসিল মণে ॥ ১৪ ॥

সব গোপ রাখোঁআল গোপীগণ থানে ।

বুইল কালীদহে খাঁপ দিল দেব কাহ্নে ॥ ১৫ ॥

এহা স্থগী সব গোপী পাইল তরাসে ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

গৌরীরাগঃ<sup>১</sup> ॥ রূপকং ॥

গোপালকুলতঃ ঋত্বা নিমগ্নঃ কালিয়ে হৃদে ।

মাধবঃ রাধিকা খেদাখিললাপ নিরন্তরং ॥

আজি জ্বনে মৌ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ ।

পাছে ভাক দিল কালিনীমাএ ॥

তার ফলেঁ মোর পরাণ পতী ।

মোক ছাড়ী কাহ্নাঞি গেলা কতী ॥ ১ ॥

বাহড় এ কাহ্নরূপ মুরারী ।

ঠৌ লাগি বিকলী রাধা গোআলী ॥ ২ ॥

সামল কোমল দেহ তোক্ষার ।

কেমনে সহিবৈ বিষের জাল ॥

ধিকছুক কাহ্নাঞি সে কালীনীগে ।

আক্ষা না দংশিল তোক্ষার আগে ॥ ২ ॥

সন্ধাত বড় যাক তোক্ষার নেহা ।

বা সমে তোক্ষার একয়ি দেহা ॥

হেন চন্দ্রাবলী করে কা[১২৯।১]কৃতী ।

কি কারণে কাহ্ন না দেহ সম্মতী ॥ ৩ ॥

দাঁতে তুণ করি যাচোঁ কাহ্নাঞি ।

কপট ছাড়ী আয়িস মোর ঠাই ॥

ভকতীদাসিক তেজহ কেহে ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ভাটিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জাহাত লাগিখা নিজ পতি না চাকী

লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥

১ পুথিতে সৌরীরাগঃ ।

হেন কাহু মৈলা কালীদেহে বাঁপ দিঅ।  
 গোপমুখতৌ সব আনাথ করিঅ ॥ ১ ॥  
 হৃদয়ত ঘাঅ দিঅ রাধা গোআলিনী।  
 করএ করুণা বিনায়িঅ চক্রপাণী ॥ ৫ ॥  
 কঠো না লজিব আর তোক্ষার বচন।  
 উঠ উঠ জলে হৈতে নান্দেব নন্দন ॥  
 কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।  
 কাহু তোক্ষা বিধি সব নিকল মোরে ॥ ২ ॥  
 হা হা নিদয় বিধি কেহে হেন কৈল।  
 কৌয়ল কাহাঞি কেহে বিষজালৈ মায়িল ॥  
 দেখিতে রাশায়িল সব গোপীর পরাণে।  
 ত্রিভুবনে হৃদয় নাগর বর কাহে ॥ ৩ ॥  
 রাধা এক রাখোআল পাঠাঅ সত[১২৯২]রে।  
 বারতা জাণায়িন নন্দ যশোদার ঘরে ॥  
 স্থণ্ডী নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সকল গোআলকুল লঅ ততিথনে।  
 নন্দ যশোদা ধায়িঅ আইল সেই থানে ১ ॥  
 দেখিল কালীদেহে পসিলা নার[১]য়ণ।  
 নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন ॥ ১ ॥  
 কেহে হেন কৈলৈ কাহাঞি মোর আদিবসে।  
 তোক্ষা লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে ॥ ৫ ॥  
 লোটায় লোটায় দুজহো কান্দে একবারে।  
 কেহে শুন কৈলৈ মোর সকল সংসারে ॥  
 খাণিএক উঠ দেখো পুতা তোর মুখ।  
 আক্ষা দুখ দিঅ পুতা কত পাইবৈ সুখ ॥ ২ ॥  
 সকল গোআল কান্দে মাথে দিঅ হাথে।  
 কেহে আক্ষা মারি বাহা দেব জগন্নাথ ॥  
 উঠিঅ বোলহ কেবা কৈল কোণ দোষে।  
 দহত পসিলা কাহাঞি কাহার রোষে ॥ ৩ ॥

১ ততিথনে' কাটরা সেই থানে' করা।

বলভদ্র খাণিএক গুণিলাস্ত মণে।  
 মো[১৩০১]হো পায়িল কাহাঞি বিসরী আপণে।  
 পুরুষ জাণায়িঅ আশ্বে করায়িউ চেতন।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ১ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।  
 তোক্ষা জল তোক্ষা থল তোক্ষা বন গিরী।  
 স্বগ্গ মর্ত্য পাতাল তোক্ষা দেব হরী ॥  
 তোক্ষা সূর্য তোক্ষা চান্দ তোক্ষা দিকপাল।  
 লীলাতমু ধরি এবৈ হুয়িলাহা গোআল ॥ ১ ॥  
 আপনা না চিহ্ন কেহে এবৈ বনমালী।  
 জগত সংহর তোক্ষা কোণ ছার কালী ॥ ৫ ॥  
 মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলে।  
 কঠশরীরে তোক্ষা ধরণী ধরিলে ॥  
 মাহাকোল রূপে দন্তে মেদনী বিদারিলে।  
 নরহরি'রূপে তোক্ষা হিরণ্য বিদারিলে ২ ॥  
 বামন রূপে তোক্ষা বলিক ছলিলে।  
 পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈলৈ ॥  
 শ্রীরাম রূপে তোক্ষা বধিলে রাবণ।  
 বৃদ্ধ রূপে ধরিঅ চিন্তিলে নিরঞ্জন ৩ ॥  
 কলকী রূপে তোক্ষা দলিলে দুইজন।  
 এবৈ উপজিলা কং[১৩০২]শ বধের কারণ ॥  
 হেন স্থণ্ডী কাহাঞি পাইল চেতন।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দাহুধীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

উঠিলা সত্বরে নারায়ণ।  
 বাহু ফাল করিঅ তখন ॥  
 ঘেন তন যাএ চণ্ড বাতে।  
 নাগবন্ধ গেলা তেহুমতে ১ ॥

১ পুথিতে পাড়াড়ীআরাগঃ'।

কালীয় দলিল দামোদর । আল ।  
 যমুনাঙ্গলের ভিতর ॥ ল কাহাঞি ॥ ১ ॥  
 চট্টিল। কালীয়নাগশীরে ।  
 গরুড়বাহন মাহাবীরে ॥  
 আতি ভরে বদনে তাহার ।  
 বাহিয়াএ শোণিতের ধার ॥ ২ ॥  
 কালীয় নাগের মাহাফলে ।  
 দামোদর জড়িল নাটনে ॥  
 এক এক চরণের ঘাএ ।  
 কালীয় নাগের প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥  
 সামীর মরণকাল জাগী ।  
 তার নেহে বিকলি সাগিনী ॥  
 ডকতীএ কাহাঞি'র পাএ ।  
 তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ত্রিভুবননাথ তোন্ধে হরী ।  
 প্রভু হয়িআ হেন নাহি' করী ॥ ল কাহাঞি ॥ ১ ॥  
 জগত না সহে তোন্ধার [১৩১১] দাপ । আল ।  
 কোন ছার কালীর সাপ ॥ ২ ॥  
 তোন্ধে নিরমিল ত্রিভুবনে ।  
 জল খল জীব জন্তুগণে ॥ ৩ ॥  
 সাপেরে করিআ বিষ দাণে ।  
 এবৈ কেহে হরহ পরাণে ॥ ৪ ॥  
 সামী মোর সেবক তোন্ধার ।  
 তোন্ধে এথা দিলে আধিকার ॥ ৫ ॥  
 মুড় সাপ জলের ভিতরে ।  
 না জাগিআ দংশিল তোন্ধারে ॥ ৬ ॥  
 বারেক ধোরে দয়া কর ।  
 সামী দান দেহ দামোদর ॥ ৭ ॥  
 হুগিআ কাহাঞি'র ভৈল তোবে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালী ॥

সদয় জন্ম হয়ী বুইল দামোদরে ।  
 শাকাল চল তোন্ধে দক্ষিণ সাগরে ॥  
 তথা স্থখে থাক গিআ আন্ধার বচনে ।  
 যমুনার বাস তেজি নির্ভয় মণে ॥ ১ ॥  
 এহে ।  
 আপেক কাকুতী কৈল কালীর নাগিনী ।  
 হুগিআ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী ॥ ২ ॥  
 কৃষ্ণের আদেশ শুণী কালীয় নাগে ।  
 প্রণাম করিআ বুইল কাহাঞি'র আগে ॥  
 সাগরে রহিতে আঁজা ভৈল মোর ভাগে ।  
 ত[১৩১২]থা গরুড়ের ভয় মোক বড় লাগে ॥ ২ ॥  
 হেন হুগী কৃষ্ণ বুইল তোন্ধার মাথাতে ।  
 কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে ॥  
 এহা দেখি গরুড় না খাণ্ডিব তোন্ধারে ।  
 সকল সময় স্থখে বসহ সাগরে ॥ ৩ ॥  
 কাঙ্কের আদেশ হেন পাখী নাগ কালী ।  
 সাগরক গেলা সব পরিজনে মেলী ॥  
 জলে হৈতে হরিষে উঠিলা জনাঙ্গন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কাহাঞি'ক দেখি যত গোপ গোপীগণে ।  
 হরিষে' হয়িলা তবে সজল নয়নে ॥  
 কেহো দৃঢ় ভুজয়ুগে কৈল আলিঙ্গন ।  
 কেহো ঘন' ঘন তার চুষিল বদন ॥ ১ ॥  
 হরষিত ভৈল সব যুবতীসমাজে ।  
 কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে ॥ ২ ॥  
 ততিগনে যশোদার দেব দামোদরে ।  
 তনে হৈতে ব্যরিআ পড়িল ক্ষীর ধারে ॥  
 বুইল দশ দিশ শুভ ভৈল মোরে ।  
 চিরকাল জীউ পুত্র মোর পদাধরে ॥ ২ ॥

নেহেঁ তৰেঁ আ[১৩২।১]কুলী রাধিকা ততিথনে ।  
 নিমেষবহিত বন্ধ সরস নয়নে ॥  
 দেখিল কাহ্নের মুখ হৃতির সমএ ।  
 সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ ॥ ৩ ॥  
 কাহ্নাক্রিঁ দেখিআঁ আর যত গোপীগণে ।  
 সন্মো আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে ॥  
 হাসছলৈঁ কৈল যনহরিষ বিকাশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ<sup>১</sup> ॥ রূপকং ॥

নন্দ বশোদার ধরী চরণে ।  
 প্রণাম করিল মধুসূদনে ॥  
 আয়র দেখিল নেহনয়নে ।  
 চারি পাশেঁ ছিলা যে গোপীগণে ॥ ১ ॥

ইতি যমুনা[খণ্ডা]স্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

সন্মাক তোষিল বিনয় করী ।  
 খলত আসিআঁ দেব মুরারী ॥ ৫ ॥  
 দেখি দামোদর রাধাক পাশে ।  
 খণেক করিল ঈষত হাসে ॥  
 আর যত ছিল গোপকুমার ।  
 উচিত সমান কৈল সন্মার ॥ ২ ॥  
 কর ষোড় করী বুলিল কাহ্নে ।  
 মোর ধরিবেহেঁ এক বচনে ॥  
 এহার পাণী খায়িতেঁ সব জনে ।  
 এ কারণে কৈলোঁ কা[১৩২।২]লী দমনে ॥ ৩ ॥  
 পাইআঁ আম্মমতী সন্মার থানে ।  
 দহেঁ ঘাট কৈল কাহ্ন তখনে ॥  
 কৃষ্ণ লীআঁ সন্মো চলিলা ঘর ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

## [ অথ যমুনাখণ্ডঃ ]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকালভলোভেন ভেজে স যমুনাতটং ।  
 সা চ রাধাপি সন্ধিস্ত্য সখীবদ্বপরা যথো ॥  
 যাই যমুনার পাণিকে আইস  
 সখি মোর সঙ্গে ।  
 যমুনা জলে কুন্ত ভরিআঁ  
 আসিব এ বড় সঙ্গে ॥  
 হেন বুলী রাধা কলসী লীআঁ  
 জাএ গজগড়িঁ ছান্দে ।  
 জ্বালকৈঁ শোভে ~~কলসী~~ শাহার  
 যেহেন কলক চান্দে ॥ ১ ॥

আল ।

পাইল রাধা কালীদহ কুল  
 লইআঁ সখি সমাজে ।  
 ঘাটত ভেটিল নান্দের পো  
 কাজ না বুয়িল লাজে ॥ ৫ ॥  
 হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ  
 লাগিলা যমুনাতীরে ।  
 কাহ্নাক্রিঁর মুখ কমল দেখিআঁ  
 কেহো না ভরিল নীরে ॥  
 কেহো না পারিল করৈঁ ধরিতেঁ  
 খসিল [১৩৩।১] দেহ বসনে ।

ওহার এহার মুখ চাহে সব  
 কাহ্নো থির নহে মনে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে গৌরীরাগঃ ।

২ গজগড়িঁ, 'গজ' শব্দ তোলাপাঠে ।

তখন নয়ন নিমেষ না কৈল  
দেখি প্রিয় বনমালী ।  
সকল গোআল যুবতী রহিলা  
যেহু কনক পুতলী ॥  
এখো পাঅ কেহো চলিতে নারে  
বুলিতে নারে বচনে ।  
কাহ্নাঞি নাম পুথিবীর চান্দ  
তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩ ॥  
আনেক যতন করিআ রাধা  
গেলি কাহ্নের সংমুখে ।  
বুইল কাহ্নাঞি রে খাণিএক ঘূচ  
সখি পাণি নেউ স্থখে ॥  
পরিহাস রসে দেব দামোদর  
যেহু নাহি পরিচএ ।  
তেরুমতে বুলিল রাধাক উত্তর  
বড় চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥  
কাহার বহু তৌঃ কাহার রাণী ।  
কেহে যমুনাত তোলসি পাণী ॥ ১ ॥  
বড়ার বহু মো বড়ার স্বী ।  
আন্ধে পাণি তুলী তোন্ধাত কী ॥ ২ ॥  
কাথের কলস নাধাঅ তোন্ধে ।  
কথা চারি পাচ কহিব আন্ধে ॥ ৩ ॥  
যার কান্ধ বসে দোষের মাথা ।  
সেসি আন্ধা সমে কহিবে কথা ॥ [১৩৩২]৪ ॥  
তাধুলে নেহ আইহনের রাণী ।  
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী ॥ ৫ ॥  
তাধুল দিআ মোরে বোলসী ।  
খুদ বড়সিএ রুহী বান্ধসী ॥ ৬ ॥  
এহা যমুনাত মো আধিকারী ।  
আন্ধার বচন স্বণ হৃন্দরী ॥ ৭ ॥  
তোর মোর আর বচন নাহী ।  
বুলিল তোন্ধার মতী কাহ্নাঞি ॥ ৮ ॥

হৃদ্ধ স্ববন্ধের মোর কিঙ্কিনী ।  
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী ॥ ৯ ॥  
গোআলিনী আন্ধে নহো নাচুনী ।  
মোর কাজ নাহি তোর কিঙ্কিনী ॥ ১০ ॥  
হের ষোল হাথ মোর পাটোল ।  
এহা নেহ মোর ধরহ বোল ॥ ১১ ॥  
হৃদ্ধ স্ববন্ধের মোহোর বাণী ।  
এহা নেহ রাধা পাসত বসী ॥ ১২ ॥  
তোর বাণী মোএ ঘসি না ঘাটে' ১ ।  
তাক হাথে করী দুখ না আউটে' ১ ॥ ১৩ ॥  
তোর পাটোলের স্বণ কথা ।  
সে মোহোর যতভাণ্ডের নাথ ॥ ১৪ ॥  
মাথার মুকুট জলে রতনে ।  
এহা নেহ রাধা রাখহ সমানে ॥ ১৫ ॥  
বাহিরে ভিতরে তৌ কাহ্ন কাল ।  
মুকুট ধুইয়া আঙ্কিতে ভাল ॥ ১৬ ॥  
ডালিম সদৃশ [১৩৪১] তন তোন্ধারে ।  
তাহাত মজিল মন আন্ধারে ॥ ১৭ ॥  
মাহাকাল ফল আন্ধার তনে ।  
দেখিতে ভাল ভাষিতে মরণে ॥ ১৮ ॥  
রাধার নিষ্ঠুর স্থণিআ বাণী ।  
মনত ভয় পাইল চক্রপাণী ॥ ১৯ ॥  
রস রাখে রাধা না দিল আশে ।  
বাসলী বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

বাহ তুলিলে কেশ বন্ধন ছলে ।  
ঘন ঘন বিকাশিলে বদন কমলে ॥  
আন্ধভঙ্গ কৈল কেহে মোর বিগ্ধমানে ।  
এই আলিঙ্গন দিআ রাখহ পরাণে ॥ ১ ॥

১ ঘাটে' ১; আউটে' ১ লেখা ও আউটে' ১র আউ কাটা এবং তৎস্থলে তোলাপাঠে বা' করা ।



কিসকে ঘুচায়িলে রাধা নেতের আঞ্চল ।  
 দেখায়িলে কুচভার করায়িলে বিকল ॥ ৬ ॥  
 যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে ।  
 তরল করিলে কেহে নয়নযুগলে ॥  
 আধ মুখ ঢাকিলে সৰুজ বসনে ।  
 তে কারণে রাধা ধরিতে নারোঁ মনে ॥ ২ ॥  
 যমুনা নদীর রাধা তুলিতে পাণী ।  
 কেহে ধীরে ধীরে বুইলৈ মধুরসবাণী ॥  
 তোন্ধার কারণে রা[১৩৪১২]ধা রাখোঁ মো গোহুল ॥  
 তোন্ধে জ্ঞান কাজের আন্ধার আদিমূল ॥ ৩ ॥  
 বাতল হয়িলোঁ মো তোন্ধার দোষে ।  
 তোরে করিতে জুআএ মোর পরিতোষে ॥  
 যমুনার তীরে থাকোঁ শোর পতিআশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউলাইল কুন্তল মোর সখর গমনে ।  
 করয়ুগ তুলী তার করিলোঁ বন্ধনে ॥  
 শ্রমের কারণে হাঙ্গী হৈল ঘন ঘনে ।  
 গাঅ মোড়িএ কাহাঞি আলস্ত কারণে ॥ ১ ॥  
 তোন্ধা দেখি যদি মোর বিচলিল মনে ।  
 তবেঁ মোরে জীতেঁ না জুআএ এখনে ॥ ৬ ॥  
 পবনে চলিল মোর হৃদয়বসনে ।  
 দৈবযোগে তাত মোর পড়িল নয়নে ॥  
 লাজ ভএঁ ভৈল মোর তরল নয়নে ।  
 সত্বরেঁ ঢাকিলোঁ মুখ দেহের বসনে ॥ ২ ॥  
 যমুনা নদীর আন্ধে তুলিল পাণী ।  
 এহোঁ দোষ নহে যেন বুয়িলোঁ খর বাণী ॥  
 জীবীর আন্তরে কাহাঞি রাধা-গোহুল ॥  
 পাপ পর্ম[১৩৫১১]র তোর জাগোঁ আদিমূল ॥ ৩ ॥  
 আপদ পাএ থাক না চিহ্নে আপণা ।  
 এহা জাগী তেজ কাহাঞি নাগরপণা ॥

পাগল হৈলা কাহাঞি নিজ মতিমোষে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিগীর পরবাং বাচং রাধায়। মধুস্বদনঃ ।  
 বিধুরোহভিদধো বুদ্ধাং মাধুরীমদিকং বচঃ ।  
 রাধা সমে নেহা ভৈল তোন্ধার বিদিত ।  
 তবেঁ কেহে রাধা বোলে মোরে বিপরীত ॥  
 মোএঁ নাহি করোঁ তার ঠায়ি কিছু দোষে ।  
 না জাগোঁ নিষ্ঠুর রাধা বোলে কোণ রোষে ॥  
 আহা ।  
 বোলহ রাধারে মোর পরাণ বড়ায়ি ।  
 সরস বচন দিখা জিআঅ কাহাঞি ১ ॥ ৬ ॥  
 মনত গুলিলোঁ বড়ায়ি মোর বড় ভাগ ।  
 সব গোপী মেলি কৈল মোতে আত্মরাগ ॥  
 হেনই সম্বন্ধে রাধা হুঁই সব আগে ।  
 বিলসেঁ বুইল রাধা আন্ধার ভাগে ॥ ২ ॥  
 কান পাতিয়া মোর স্বর্ণ এক বাণী ।  
 [১৩৫১২] আপনার হুখেঁ নেউ যমুনার পাণী ॥  
 আছ আন কাম তাক না করোঁ যতনে ।  
 ছলভ হয়িল তার সরস বচনে ॥ ৩ ॥  
 আপণেই জ্ঞান বড়ায়ি আন্ধার হৃদয়ে ।  
 রাধিকার নাম স্বণী যেহেন খুরএ ॥  
 যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কৃষ্ণস্ত বচনং শ্রদ্ধা বুদ্ধা বচনপতিভাণ  
 রাধামতিদধে বুদ্ধাং আরয়ন্তী পুণ্ডরিকং ॥

কভোঁ না কইল কাহাঞি তোর কিছু দোষে ।  
 আকারণে কেহে রাধা কৈলৈ তাহে রোষে ॥

১ চক্রপাণী কটিয়া তোলাপাঠে কাহাঞি করা ।

তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাছে ।  
এবে রাধা কেহে কর তার আপমাণে ॥ ১ ॥  
আন্ধার বচন শুন রাধা চন্দ্রাবলী ।  
সরস বচন দিখা তোষ বনমালী ॥ ৫ ॥  
কোহো গোপী না বুলি তারে ধর বাণী ।  
তোন্ধে কেহে তাহাত হইলা আগুআনী ॥  
তেকারণে আস্থখিল হৈল চক্রপাণী [১৩৬।১] ।  
আনেক বুলি মোরে আভিমানবাণী ॥ ২ ॥  
জাগিলো রাধা তোত কিছু নাহি বুলী ।  
হেনই মিলন হাথে কনক নিধী ॥  
যে বচন বোলে কাহু তাত পাত কান ।  
এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহু ॥ ৩ ॥  
আন্ধার বচনে রাধা না করিহ হেলা ।  
যৌবনসাগরে তোর কাহাঞি ভেলা ॥  
না পরিহর রাধা কাহের বচন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ধাম্বীরাগঃ ॥ একতালী ॥

আল বড়ায়ি ।  
গোপী মেলি যমুনার তীরে ।  
আইলাহোঁ নিবারেঁ এহা নীরে ॥ ল ॥  
প্রথম তেঁ করিল বিরোধী ।  
হেন না জাগিল বোলে বাধা ॥ ১ ॥  
নাহিঁ চিহ্ন তোন্ধে চক্রপাণী ।  
তেঁসি মোরে বোল হেন বাণী ॥ ৫ ॥  
কাজ পড়িলে দুষ্ট কাহে ।  
ইষ্ট মিত্র কাহোঁ নাহিঁ চিহ্নে ॥  
হেন দুৰুজন সে কাহাঞিঁ ।  
মামী মাউসী তার ঠাঙ্গি নাহিঁ ॥ ২ ॥  
নাহিঁ বাবে লোক সমাজে ।  
নাহিঁ তা[১৩৬।২]র ছয়ি চৌথে লাজে ॥

যেহু তেহু লএ নিজ কাজে ।  
হেন সে আজল দেবরাজে ॥ ৩ ॥  
বড় দুষ্টমতী সে জে কাহু ।  
আন্ধা ছাড়ী নাহিঁ জাণে আন ॥  
তাহাক না দিহ রস আশে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধাবচনমাচম্য জরত্যা ঐতিপাদিতঃ ।  
জগাদ কান্তরঃ কুরুঃ সত্যকো রাধিকামিদং ॥  
রাধা ল ।  
তোর মোর হৃদুচ নেহা ল ।  
ভৈল একই পরাণ এক দেহা ॥  
ল রাধা ।  
কিছু নাহিঁ করৌ আপরাধা ।  
তভৌ কোপ তোরা এ বড় ধাক্ষা ॥ ১ ॥  
না বোল না বোল কথ বাণী ।  
তোর যৌবনের বস চক্রপাণী ॥ ৫ ॥  
আন্ধে তোরা প্রিয় বনমালী ।  
তারে না বুঝিলে চন্দ্রাবলী ॥  
স্বণ স্বণ রাধা চন্দ্রাবলী ।  
এবে মোর দৈব বড় বলী ॥ ২ ॥  
যে কারণে যমুনার জলে ।  
স্বন্ধ কৈল তাক জাগহ সকলে ॥  
বুঝ ভাবী আপণ আস্তরে ।  
আজি কর এহা জল সফলে ॥ ৩ ॥  
[১৩৭।১] আধিকার জাগায়িলো রাধা ।  
তোকে মরমেঁ না কৈলো বিরোধা ॥  
কান পাত করলো মো উত্তরে ।  
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ জীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥  
 তোন্ধার বোলে কেহো কাহাঞি  
 না বহিব পাণী ।  
 উচিত নিফল হৈব তোর জল  
 ভাবি বুঝ চক্রপাণী ॥ ১ ॥  
 তোন্ধে পাণি নেহ স্তম্ভরি রাধা  
 যত পড়িহাসে মণে ।  
 কমণ গুণে এহা পাণি নিব  
 সকল যুবতীগণে ॥ ২ ॥  
 আন্ধে পাণি নিব মোর সকল সখিজন  
 জাইব শুন কলসে ।  
 এহাক দেখিআ সকল লোকের  
 মোক করিব উপহাসে ॥ ৩ ॥  
 লোকে উপহাস করিব তোন্ধাক  
 তাক আন্ধে ভালৈ জাগী ।  
 বিগি যাচিলে কাহাকো না দিব  
 এনা এক ফুট পাণী ॥ ৪ ॥  
 আন্ধে সখি সব বহুত কাহাঞি  
 এক তোন্ধে এহা তীরে ।  
 মাগু কিলে তোন্ধা কিলায়িআ কাহাঞি  
 নীব যমুনর নীরে ॥ ৫ ॥  
 তোর সখিগণ স্তম্ভরি রাধা  
 কিছু করিতে না পারে ।  
 এ [১৩৭২] তোর যৌবন উন্নত রাধা  
 মারিতে পারে আন্ধারে ॥ ৬ ॥  
 অবোল না বোল স্তম্ভর কাহাঞি  
 হের ধরে চরণে ।  
 আবাল গোপাল না কর জ্ঞান  
 পাণি নেউ সখিগণে ॥ ৭ ॥  
 গুণবী রাধা — কান পাতিআ  
 স্তম্ভরী এক বচনে ।  
 সব সখিগণে পাণী ভরায়িআ  
 নগর যাহা আপণে ॥ ৮ ॥

পাণি ভরায়িআ ঘাটত উঠিআ  
 নিচল পাতিআ কানে ।  
 সন্মুখে স্তম্ভর দেব দামোদর  
 স্থণিব তোর বচনে ॥ ৯ ॥  
 এ বোল স্তম্ভরী স্তম্ভর কাহাঞি  
 আতি হরষিত মতী ।  
 করিল সকল গোপ যুবতীক  
 জল নিতে আহু মতী ॥ ১০ ॥  
 পাণি তুলিআ কাছের পাশে  
 রাধা পাতিল কানে ।  
 কিছু বা কহিল স্তম্ভর কাহাঞি  
 কপোলে কৈল চুষনে ॥ ১১ ॥  
 তখন রাধা রোষ করিআ  
 সস্তর গমনে জাএ ।  
 বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ  
 বড়ু চণ্ডীদাস থাএ ॥ ১২ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাছের কলসিএ রাধা তুলিলে পাণী ।  
 মধু রসময় তোর বো[১৩৮১]ল খাণী ধাণী ॥  
 হৃদয়ে কাঞ্চলী শোভে কানতে কুণ্ডলে ।  
 আদিত্য জিগিষা উয়িল কিরণ মণ্ডলে ॥ ১ ॥  
 ধীরে যাহা গোআলিনী স্থধ মোর বোল ।  
 রহিআ রহিআ দেহ বিরহের কোল ॥ ২ ॥  
 আন্ধা লয়িআ রাধা পাণি লয়িআ ঘাসি ।  
 রোষে মন দিআ কেহে মোরে না ভরাসী ॥  
 কমণ কারণে রাধা না কাচসি রাএ ।  
 বিদ্রহ আনলে মোর বিদগধ গাএ ॥ ৩ ॥  
 রোষ পরিহর রাধা মোর বোল স্থন ।  
 রোষে বিনাসে দেহে এ সকল শুন ॥

১ পুণ্ডিতে কানড়ে ।

২ পুণ্ডিতে 'ধীরে' ধীরে বাহা, বাহা'র হা' তোলা পাঠ ।

আধিকার কৈল আক্ষে যমুনার ঘাটে ।  
কলসি ভাঁগিবো বোল না ধরিলে বাটে ॥ ৩ ॥  
পূর্বব আপর কথা রাধা মণে শুন ।  
এতৌহো হৃন্দরি রাধা মোর বোল সুন ।  
এ বোলোঁ উলটি রাধা চাহিল নয়নে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ ।  
তাহাক বারিআ বোল বুলিতে জু[১৩৮।২]আএ ॥  
যেহ তোকে গোপ কথা করহ বিকাশ ।  
বুঝিল তোন্ধার কাজে নাহি কিছু ভাষ ॥ ১ ॥  
পথত বারহ মন নান্দের নন্দন ।  
কি কারণে ঝগড় করহ সব খন ॥ ৫ ॥  
দুর্জন সাহুড়ী মোর ঘরতে আছএ ।  
অবোল বুলিতে তাক নাহি কিছু ভএ ॥  
পূর্ববে যে কৈল তত জাগিআ আপুণী ।  
ঘাটে বাটে হেন কেহে বোল চক্রপাণী ॥ ২ ॥  
এখনে তেজহ কাহ্নাক্রি আরতী বচন ।  
তোন্ধে কি না জানহ মন্দ ভাল সখিগণ ॥  
কেহো যবে বেকত করিহে এহা কাজ ।  
আন্ধার খাখার তবে তোন্ধে পাইবে লাজ ॥ ৩ ॥  
বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর ।  
ভয় মানী কাহ্নাক্রি তেজিল সে উত্তর ॥  
আপণ আপণ ঘর গেলা সখিগণ ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বেলাবলীংরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধিকাবাচমাচম্য চতুরো মধুহৃদনঃ ।  
জগাদি জরতীং গতা কল্পণং রভসাদিনং ॥  
কালীদহে দি[১৩৯।১]ল আক্ষে ঝাপে ল ।  
আল হের বড়ায়ি ।

জিলৌ মোঞো গোহুল ভাগে ল ॥  
আর কৈলৌ নানা যতনে ।  
আল হের বড়ায়ি ।  
তর্ভৌ না থাকিলৌ তার মণে ॥ ১ ॥  
হরি হরি ।  
এত কৈল রাধার কারণে ল ।  
আল হের বড়ায়ি ।  
তর্ভৌ তোষ নাহি তার মণে ল ॥ ৫ ॥  
সব সখি মেলী গোআলিনী ।  
লআ গেলা যমুনার পাণী ॥  
না দিলেক সরস বচনে ।  
তেকারণে পোড়ে মোর মণে ॥ ২ ॥  
কিবা আছে রাধিকার মণে ।  
তাহাকেহো জাগহ আপণে ॥  
আন্ধেত না কৈল কিছু নোযে ।  
মিছা রাধা কেহে কৈল রোযে ॥ ৩ ॥  
বোলহ রাধারে মোর বাণী ।  
হুখে নেউ যমুনার পাণী ॥  
সে পাণী মোখিলৌ তার আশে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিগির বচন সাধু জরতী মধুবিধিবঃ ।  
রাধিকামধিকামধারাধি[১৩৯।২]কামাহ ভারতীং ॥  
এত কাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে ।  
তৈসি না জাগিলি নিজ আপণ লাভে ॥  
এবে তোন্ধে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী ।  
তর্ভৌ কি কারণে তোঞ করসি বিমতী ॥ ১ ॥  
সাগর রস নাগর হৃন্দর কাহ্নাক্রি ।  
তোর ভাগে কাকুতী করএ তোর ঠায়ি ॥ ৫ ॥

করহ'র হ' তোলাপাঠে । ২ মন্দ' তোলাপাঠে ।  
পুথিতে যেপাবলী' ।

১ পুথিতে আশে' । ২ পুথিতে কালে' ।  
৩ পাণী'র পর তোবি' লেখা ও কাটা ।

সুন্দর যুবক সমে যে হএ শূদ্ধার ।  
 সকল সংসার মাঝে সেই স্ত্রুথ সার ॥  
 এহা বুঝী কারু তোরে মানায়িলেঁ বতনে ।  
 কোন অবুধির বোলৈঁ করসি বিমনে ॥ ২ ॥  
 কভোঁ না বুলিব আক্ষে তোর আত্মচীত ।  
 যেহো সখি দেখে তোর কেহো নহে হীত ॥  
 আপণ কাজক লাগি সবই বিকলী ।  
 সঙ্কেত্রিঁ চাহেস্ত তোক রোষু বনমালী ॥ ৩ ॥  
 আন্ধার বচন রাধা পরিভাব মণে ।  
 যমুনাক যাইউ রাধা লয়িতা সখিগণে ॥  
 তথা গিঅা তোষ কাহাঞিঁ সরস বচনে ।  
 গাইল বঙ্কু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[১৪০১১] ॥ ৪ ॥

জরতীবচসা রাধাং চলিতাং যমুনামহ ।  
 জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সমাখ্যাসপুরুঃসরং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্তক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥  
 একতালী ॥ দশকঃ ॥

হরিষেঁ আইলা রাধা তোম্মে এহা তীরে ।  
 আজি সফল হৈব যমুনার নীরে ॥ ১ ॥  
 উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ ।  
 শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ ॥ ২ ॥  
 পুরুষেঁ আছিল এহো দহে নাগগণে ।  
 এহাত নাহিতেঁ ভয় লাগে তেকারণে ॥ ৩ ॥  
 নাহিবারেঁ সখিগণ চাহে এহা জলে ।  
 তবেঁ নাহিঁ নাহে ডরেঁ পাণী লত্যা চলে ॥ ৪ ॥  
 কালীনাগ পাঠায়িল সাগরের পার ।  
 এবেঁ মিছা ডর কর জলেঁ যমুনার ॥ ৫ ॥  
 আন্ধার বচন সুন্দরী রাধা ধর ।  
 আক্ষে আগৈঁ লাখী তবেঁ জলেঁর ভিতর ॥ ৬ ॥  
 কুবুধি তেজিঅা যবেঁ গাষ এহা জলে ।  
 তবেঁ আক্ষে গাষি লত্যা এ সখি সকলে ॥ ৭ ॥

১ ভরে' তোলা পাঠে । ২ জলে' তোলাপাঠে ।

জলত[১৪০১২]গাখিল কাহাঞিঁ দেখে সখিগণে ।  
 উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে ॥ ৮ ॥  
 আলুমতি দিঅা কাহাঞিঁ গাখায়িল জলে ।  
 পাছত করিঅা রাধা আর গোপীকুলে ॥ ৯ ॥  
 জলকেলি' করে কাহাঞিঁ আপণার স্ত্রুথে ।  
 মনমথ ভাবেঁ দেখে সব গোপী মুখে ॥ ১০ ॥  
 কাহাঞিক দেখি রাধা উল্লসিত মনে ।  
 আর তাক দেখি খীর নহে গোপীগণে ॥ ১১ ॥  
 সন্ধার জলকেলিত লাগিল মনে ।  
 গাইল বঙ্কু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১২ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জলে ডুবিল জনাঙ্গনে ।  
 আল  
 রাধার ছুয়িল জঘনে ।  
 চমকিলী রাধা উঠিঅা দেখিল কাহে ॥ এ ॥  
 ঘন চালিঅা বসনে ।  
 আল  
 রাধিকা আড় নয়নে ।  
 চাহিঅা কাহের মণে চিআইল মদনে ॥ ১ ॥  
 আল  
 পুরী চির মনোরথে ।  
 জলকেলি কৈল কালীদহে জগন্নাথে ॥ ২ ॥  
 কাহারো[১৪১১]ধরিঅা পাএ ।  
 দূর জল লত্যা জাএ ।  
 ডরেঁ সে গোআলিনী কাহাঞিঁ কাহাঞিঁ বোলএ ।  
 ডুবিঅা কাহারো তনে ।  
 গুপতেঁ ধরিল কাহে ।  
 ভাবেঁ সে নিচলে গোপী থাকিলী তখনে ॥ ২ ॥  
 কাহারো নিতম্বে হাথে ।  
 রসে দিল জগন্নাথে ।  
 উলটি কৃষ্ণের সেহো ধরিলেক হাথে ॥

১ পুথিতে জলকেলি' ।

কাহ্নাঞি হাথ খসাইয়া ।  
 ডুবৈ<sup>১</sup> পদ্মবন গিয়া ।  
 গোপী ভাণ্ডী চির রহিলা মুখ তুলিয়া ॥ ৩ ॥  
 উঠা বুলি বচনে ।  
 ধরী বড়ায়ির চরণে ।  
 রাধা চন্দ্রাবলী লজা সব গোপীগণে ॥  
 জলে রুহি নিরাসে ।  
 দেখি মণে মণে হাসে ।  
 গাইল বাসলী বন্দীয়া বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাটিয়ালীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জলত গায়িল কাহ্নাঞি মোর পরতেথ ।  
 এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল আদেথ ॥  
 আকাশে উঠিল কিবা পসিল পাতালে ।  
 কিবা মরি গেল কাহ্নাঞি যমুনার জলে ॥ ১ ॥  
 বোলহ পরাণ বড়ায়ি [১৪১২] সৰূপে আন্ধারে ।  
 কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে ॥ ২ ॥  
 ঘোল সহস গোপী একলা<sup>২</sup> দামোদরে ।  
 ডুবিয়া মাইলেস্ত কাহ্নাঞি<sup>৩</sup> জলের ভিতরে ॥  
 হেন বুলি[ব] সব লোকৈ<sup>৪</sup> দুসহ উত্তরে ।  
 তাহাক গুণিতৈ ভৈল দগধ আস্তরে ॥ ২ ॥  
 সব গোপী মিলি চাহিয়া বনমালী ।  
 কখাছো না পাইলো তাক ভয়িলো স বিকলী ॥  
 সৰূপে লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ ।  
 এতেকৈ হারায়িল বুধী সব গোপীগণ ॥ ৩ ॥  
 জীমন্ত থাকিত যবে নান্দেব নন্দনে ।  
 এত খনে আবসই হৈত দরসনে ॥  
 আপণেঞি করহ সে বুধি পরকারে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

ধাম্বযীরাগঃ ॥ একতালী ॥

আল রাধা  
 তোর মুখে শুণী হেন বাণী ।  
 এহা জলে মৈল চক্রপাণী ॥ ল ॥  
 আল রাধা  
 বড় দুখ উপজিল মনে ।  
 শরীরত হরিলো চেতনে ॥ ১ ॥  
 আল রাধা  
 যাবত কেহো নাহি<sup>১</sup> স্থনে ।  
 তাবত করি ঘর গমনে ॥ ২ ॥  
 সখিসব নিষধ য[১৪২১]তনে ।  
 কেহো তার না কহিএ মরণে ॥  
 এ বারতা যবে বাহিরাএ ।  
 সন্ধার পরাণ তবে জাএ ॥ ২ ॥  
 একইতি মাএর ছাওআল ।  
 হৃন্দর বাল গোপাল ॥  
 তোত লাগি যমুনাত মৈল ।  
 এবে তোর মণে স্থখ ভৈল ॥ ৩ ॥  
 কালী সন্ধে হয়িয়া এক ঠায়ি ।  
 ভালমতে চাহিব কাহ্নাঞি ॥  
 তবে তার পায়িব উদ্দেশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মঞ্জাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

সখী সখীবৃত্তা রাধা বৃন্দাবনসংযতা ।  
 জগামাগারমাগার বহন্তী মানসঃ শুচঃ ॥  
 রাধা ঘর গেলি দেখিয়া কাহ্নে ।  
 জলত হৈতে উঠিল তখনে ॥  
 গুপতে রহিলা পৈ বৃন্দাবনে ।  
 কেহো না জাগিল দৈব ঘটনে ॥ ১ ॥  
 নাগর কাহ্নাঞি কইল কপটে ।  
 রস ভুঞ্জিবারে যমুনা তটে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে ডুবৈ ।

২ একলা, কলা' তোলাপাটে ।

৩ কাহ্নাঞি' তোলাপাটে ।

৪ 'হেন বুলি[ব] সব লোকৈ', 'বুলিবে', 'ব'র একার কাটা ও তৎকালে তোলাপাটে স' ।

যবে গেল রাতী এক পহর ।  
তবে সে কাহ্নাঞি গেল নিজ ঘর ॥  
রাধার রূপ সৌন্দর্য গোবিন্দে ।  
সকল রজনী না গেল নিদ্রে ॥ ২ ॥  
তান্বচুড়া রা[১৪২।২]এ হৈল বিহাণ ।  
যমুনা তীরে চলিলা কাহ্ন ॥  
কদম্ব গাছে চড়ী বনমালী ।  
রহিলা রাধার পশ্চ নেহালী ॥ ৩ ॥  
মনে মনমথ সর' আরতী ।  
রসিক কাহ্নাঞি কইল যুগতী ॥  
রাধার করিবো পাঞ্চ সঙ্গতী ।  
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

অধিরজনবিরাগং রামরম্ভারপুরু-  
রমভজত রাধা মাধবাস্থেগায় ।  
অতম্মমতম্মবাণবৃহদাহং বহন্তী  
তটমহু যমুনাযাঃ স্তূযমানা সবাভিঃ ॥

বড়ায়ির বচন ধরিয়া রাধা মনে ।  
ডাক দিয়া সখিগণ আণায়িল তখনে ॥ ১ ॥  
কাখেত কলসী করি বড়ায়ি তুলে ।  
চলী ভৈলী চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে ॥ ২ ॥  
নাহিবাব কাল নহে বড়ায়ি বিহাণে ।  
তে না নিল কেহো গোপী দুঃখ বসনে ॥ ৩ ॥  
চারী ভীত চাহি রাধা বৃহল বচনে ।  
কুলত কাপড় খুঁজি জলে চাহি কাহ্নে ॥ ৪ ॥  
সব সখি বৃহল রাধা ভাল বুঝিলে কাজ ।  
[১৪৩।১]কেহোত পুরুষ নাহি এথা কিসে লাজ ॥ ৫ ॥  
হেন পরিভাবি রাধা লয়িলা গোপীকূলে ।  
বসন তেজি নাখিলী যমুনাকূলে ॥ ৬ ॥  
রাধিকা চাহিল কাহ্ন আলোড়িয়া জলে ।  
ডাক না পাইয়া ভৈলী হৃদয়ে বিকলে ॥ ৭ ॥

১ পুথিতে সখ ।

সব সখি সছোদিয়া রাধা বৃহল বাণী ।  
আন্ধাক মারিয়া কথা গেলা চক্রপাণী ॥ ৮ ॥  
সখিসব মিলী রাধা বড়ায়ির পাএ ।  
বৃহল কাহ্ন পায়িব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ৯ ॥  
তরু হৈতে তখনে গাখিলা দামোদর ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা ।  
গোপীর বসন হার লয়িলা দামোদর ।  
উঠিলা গিয়া কদম্ব তরুর উপর ॥  
তখা থাকী ডাক দিয়া বৃহল বনমালী ।  
কি চাহি বিকল হুঅ সকল গোআলী ॥ ১ ॥  
নিকট আইস মোর সব গোপীগণে ।  
আজি কথা স্বপ্ন মোর মরণ জীবনে ॥ ২ ॥  
দেখি হরষে তা স[১৪৩।২]ব গোপ যুবতী ।  
গাছের উপরে কাহ্নাঞি উল্লসিত মতী ॥  
হরিয়া গোপীর হার আঅর বসনে ।  
হাসো হাসে খলি খলি কাহ্নাঞি গরুজ মনে ॥ ৩ ॥  
কূলে পরিধান নাহি দেখি গোপনারী ।  
হৃদএ জাগিল তবে নিলে মুরারী ॥  
তবে বড় গল করী বৃহল জগন্নাথে ।  
তোম্বার বসন হের আন্ধার হাথে ॥ ৪ ॥  
যাবত না উঠিবেহে জলের ভিতর ।  
যাবত বসন নাহি দিব দামোদর ॥  
এহা জাগি তড়াত উঠিয়া নেহ বাস ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৫ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অথ রাধা হরিঃ বীক্ষ্য তরোঃ শিখরগোচরং ।  
বলনীতপরিধানভূষণং ব্রীহুতাবদং ॥

জলে চাহিবাবে তবে নান্দেব নন্দনে ।  
ঘটিত খুইল সন্ধে হার বসনে ।

সখিসব মেলিঁয়া গাখিলাস্ত জলে ।  
 হার বসন কাহাঞি লখী গেল বলে ॥ ১ ॥  
 আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী ।  
 জলে [১৪৪১] বিবসিনী ডাক পাড়ে রে  
 গোআলী ॥ ল ॥ ৬ ॥  
 জলতে উঠিলী রাহী আখ করি তলে ।  
 দক্ষিণ করে ঢাকিঁয়া কুচয়ুগলে ॥  
 কাহুক বুল তোর মুখে নাহিঁ লাজ ।  
 বড়ার বহক করসি হেন কাজ ॥ ২ ॥  
 দূরত থাকিঁয়া বুল জগন্নাথ ।  
 তড়াতে উঠিঁয়া রাধা কর ঘোড়াহাথ ॥  
 তড়ে হাথ ঘোড় করী বুলি চন্দ্রাবলী ।  
 হার বসন দেহ দেব বনমালী ॥ ৩ ॥  
 রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর ।  
 নেত বসন দিল রাধার উপর ॥  
 হার লুকায়িঁয়া রাধাক দিল বাস ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ধামুঘীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধায়া বাচমাচম্য নিরন্তরবাসন্তরঃ ।  
 তামেবোপহসন্ কৃষ্ণো জগাদ জরতীমিদং ॥

[ ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ]

আল বড়ায়ি  
 সাত পাঁচ সখিজন লখী ।  
 জলেত গাখিলী লাকট হখী ॥ ল ॥  
 আল বড়ায়ি  
 নাহিঁ ম[া]ণে রাধা গুরুজনে ।  
 হেন তিরী জিআএ আইহনে ॥ ল ॥ [১৪৪২] ১ ॥  
 আল বড়ায়ি  
 কেহে রাধা হেন কাম করে ।  
 বিবসিনী গাঙ্গএ নীরে ॥ ল ॥ ৬ ॥  
 ধরী তোকে আক্ষার বচনে ।  
 নিযধ রাধাক যতনে ॥  
 আর বার হেন না করিহে ।  
 পুরুষের আখি নিবারিহে ॥ ২ ॥  
 দিল আক্ষে সন্ধারে বসন ।  
 ভর্তে কেহে রাধিকা বিমন ॥  
 তাহাকেত নাহিঁ পরকারে ।  
 না জাণো কি আর বোলে মোরে ॥ ৩ ॥  
 পুছ গিঁয়া রাধাক যতনে ।  
 বাস পাঁজী রহিলছে কেহে ॥  
 আক্ষাক না এড়ে কিবা আশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

## অথ যমুনা[খণ্ডা]ন্তর্গত হারখণ্ডঃ

কৃষ্ণস্ত বচনং শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।  
 জগাদ জরতীমেবং রাধিকাদিমিত্য সত্যী ॥ ১ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে ।  
 তখিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥ ল ॥

আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে ।  
 হরিলেক হার মোর বালগোপালে ॥ ল ॥ ১ ॥  
 বোল গিঁয়া আল বড়ায়ি মোর... ..

( ইহার পর ১৪৫-১৫১ পাঙা নাই ) ।

[১৫২১] তেকারণে আয়িলো তোঁকার থানে ॥ ৭ ॥



বারেঁ বারেঁ কাহু সে কাম করে ।  
 যে কামে হএ কুলের খাধারে ॥ ৮ ॥  
 আন্ধা বিগুতিল যেহেন কাহুে ।  
 তেহু বিগুতিল এ সখিগণে ॥ ৯ ॥  
 আপণ এহা দেখ বিগুতিলে ।  
 কাজ বুঝী এতৌ বারহ কাহুে ॥ ১০ ॥  
 আন্ধারা মরিব গুণিলে কাঁশে ।  
 তোন্ধার হয়িবে সকল নাশে ॥ ১১ ॥  
 সব কথা বুঝিলৌ তোন্ধার পাএ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাঁএ ॥ ১২ ॥

মজাররাগঃ ॥ বতিঃ ॥

রাধাবচনমাচম্য গাঢ় দরভয়াতুরা ।  
 যশোদা দোষকলুষং রহসি প্রাহ কেশবং ॥  
 গোকুল নগরমার্কো বর্ষো চিরকাল ।  
 আন্ধা ভাল করী জাণে সকল গোআল ॥  
 ভাল পুত্র হৈলা তোন্ধে কুলের নন্দন ।  
 তোন্ধাত লাগিআঁ হয়িবে আন্ধার মরণ ॥ ১ ॥  
 কুমতী তেজহ কাহাঞি<sup>১</sup> বুঝিলৌ তোন্ধারে ।  
 তোন্ধাত<sup>২</sup> লাগিআঁ কত সহি[১৫২।২]বৌ  
 সন্ধারে ॥ ৬ ॥  
 বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আন্ধে ।  
 নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোন্ধে ॥  
 বাছা সব বলে কাহাঞি<sup>৩</sup> নানা থানে থানে ।  
 তোন্ধেত বুলহ পুতা রাধার কারণে ॥ ২ ॥  
 সব গোপী লজা রাধা রাজাক গোচরী ।  
 সন্ধে ঘবেঁ আসি যোক লই যাব ধরী ॥  
 তথ<sup>৪</sup> কোণ বোলৌ আন্ধে পায়িবে নিস্তারে ।  
 এ যুগতী পুতা বোলহ আন্ধারে ॥ ৩ ॥  
 মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাই<sup>৫</sup> ।  
 একই অধরে মো বুঝিলৌ তোর ঠাই ॥  
 আন্ধার বচনে পুতা নেবারত মনে ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ বতিঃ ॥

নিশম্য জননীবাচম্যাতশ্চ্যুতসম্পদং ।  
 রাধাদিবল্লরীদোষং শ্রবেদরহস্যং রুদনং ॥  
 স্থণ মায় যশোদাঅ তোন্ধারে বুঝাওঁ ।  
 ভাগে পুণী জিলাহৌ এখুনী মরিতাহৌ ॥  
 কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে ।  
 দধির পসার তু[১৫৩।১]লিআঁ দেতি মাথে ॥ ১ ॥  
 আঅর না জায়িবে মা বাছা রাখিবারে ।  
 ঘোল শত যুবতীএ<sup>৬</sup> আন্ধারে বল করে ॥ ল ॥ ৬ ॥  
 যমুনার তীবে গোপীজন লজা রঞ্জে ।  
 কেলি কৈল রাধা পর পুরুষের সঙ্গে ॥  
 বুলিতে চাহিলৌ আসী রাধার দোষে ।  
 আগৌ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে ॥ ২ ॥  
 তোন্ধার তনয় আন্ধে নান্দের নন্দন ।  
 ধর্ম ছাড়ী পাপত নাহিক মোর মন ॥  
 বেআকুলী হজা রাধা মদনবিকারে ।  
 ছুই কাঙ্ক্ষফলায়িল<sup>৭</sup> বহায়াঁ দধিভারে ॥ ৩ ॥  
 গরু রাখিবাক বুলাঁ যমুনার কুলে ।  
 মামী মামী বুলিতে আধিকৈ বল করে ॥  
 সরূপে কহিলৌ মা তোন্ধার পাএ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাঁএ ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হেনয়ি সম্বন্ধে বুঢ়ী মেলিলী আসিআঁ ।  
 রাধা লজা গেলী ঘর প্রবোধ করিআঁ ॥  
 তরাসিলী<sup>৮</sup> হজা বুলি আইহনে[১৫৩।২]র আগে ।  
 রাধা লজা আয়িলাহৌ ঘর আজি বড় ভাগে ॥ ১ ॥  
 নানা পরকার করী সব জন ঠাই ।  
 রাধার গোপ্য রাখিল স্থবদী বড়ায়ি ॥ ৬ ॥  
 গরু নিবারিতে নারে কাহাঞি<sup>৯</sup> ছাওয়াল ।  
 হিকিলেক রাধাক বলদ সিংহ<sup>১০</sup>টাল ॥

১ কুলায়িল, 'য়িল' তোলা পাঠে । ২ পুণিতে তরাসিলী<sup>৮</sup> ।

৩ সিংহ, হংর আকার কাটা ।

১ পুণিতে তোন্ধাতে:

তরাসে পড়িলী রাধা কাঁটাবনমাঝে ।  
 খণ্ড খণ্ড দেহ দেখি ঘর না আইসে লাজে ॥ ২ ॥  
 আপণেই দেখ রাধার দেহগতী ।  
 গাছে লাগি ছিঙিল সকল গজমুতী ॥  
 তরাসে নিরস ভৈল রাধার আধর ।

পরায় রাগিলোঁ দিখা নীতল জল ॥ ৩ ॥  
 তোন্ধার থানত আর কহিবোঁ মো কী ।  
 তোন্ধার পুনে জিলী পড়মার বী ॥  
 হুগী আইহন পড়িলা বড়ায়ির চরণে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ইতি যমুনা[খণ্ডান্তর্গতহার]খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

## অথ বাণখণ্ডঃ

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বাধাকুচরিতং স্বস্বা প্রকৃপ্য মধুহৃদনঃ ।  
 জগা[১৫৪১]দ জরতীং তন্ত্রাঃ করিষ্যমুচিতং ফলং ॥

গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে ।  
 তেঁকারণে পায়িল আপমাণে ॥  
 বড়ায়িল ।  
 আজি হৈতে রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে ।  
 সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ॥ ১ ॥  
 বড়ায়িল ।  
 আন্ধার করিল রাধা বড়য়ি থাখার ।  
 আবসি করিবোঁ প্রতিকার ॥ ২ ॥  
 আপণে করিব আন্ধে তেহেন উপাএ ।  
 যেহু রাধা পড়ে মোর পাএ ॥  
 মরমোঁ হাগিবোঁ তারে মনমথবাণে ।  
 নিবেদিলোঁ তোন্ধার চরণে ॥ ২ ॥  
 সব লোকেঁ হাসে যেহু দিখা করতালী ।  
 তেহু তাঁরে করায়িবোঁ বিকলী ॥  
 আন্ধার মনত আগে আতি বড় রোষে ।  
 তোন্ধে মোক নাহিঁ দিহ দোষে ॥ ৩ ॥  
 হেন মণে করে লও রাধার পরাণে ।  
 নাহিঁ করোঁ তোন্ধার কারণে ॥

আজি হৈতে রাধিকাত নিবারিলোঁ আশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আন্ধার বচন শু[১৫৪২]গ কাহাঙ্কি গোআল ।  
 গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥  
 হাণ পাচ বাণে তাক না করিহ দয়া ।  
 গোআলিনী রাধার থণ্ডক সব মায়া ॥ ১ ॥  
 'শুণহ কাহাঙ্কি' তোন্ধে আন্ধার বচনে ।  
 রাধাক হাণ ফুলের পাচ বাণে ॥ ২ ॥  
 পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোন্ধার তাহুলে ।  
 কোণো পরকারেঁ না শুণিল মোর বোলে ॥  
 কোন কাম না কৈলে[১] তোন্ধাত লাগিআ ।  
 আপণা বোলায়িল সতী আন্ধাক মারিআ ॥ ২ ॥  
 বিলম্ব না কর কাহু মোর বোল শুন ।  
 রাট করী ফুলের ধহুত দেহ শুন ॥  
 তিন্তন মোহন আর দহন শোষনে ।  
 উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥  
 ত্রিঙ্গপতনাধু তোন্ধে দেব বনমালা ।  
 তোন্ধাকে না করে ডহ রাধা চন্দ্রাবলী ॥  
 উলটিআ সে ঘাচু তোন্ধাক যতনে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া' ॥

কৃষ্ণোহুমতিমাসাচ্চ জরত্যা কৃতমণ্ডনঃ ।  
পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে[১৫৫।১]রাধিকামারণে মতিম্ ॥

ময়ূর পুচ্ছে বান্ধিআ চূড়া

তাত কুসুমের মালা ।

চন্দন তিলকে শোভিত ললাট

যেহু চাঁদ ঝোলকলা ॥

কাঙ্কলে উজ্জল নয়নযুগল

খঞ্জনকে উপহাসে ।

দৈবত হাসত ভুবন মোহন

যেহু কমল বিকাসে ॥ ১ ॥

ফুলের ধহু হাথে করী কারু

গেলা বৃন্দাবন পাশে ।

রাধার বচন আনলে দগধ

মনত করিআ রোষে ॥ ৫ ॥

হিরাঞ জড়িত রতন কুণ্ডল

মণ্ডিত গণ্ড যুগলে ।

সিন্দূর ললিত মুকুতা পাণ্ডী

সম দশন উজ্জলে ॥

মনোহর হার কেয়ুর পত্নী

আঙ্গন যুগল হাথে ।

রতন কঙ্কন আতি বিতপন

পত্নীল জগতনাথে ॥ ২ ॥

সকল শরীর চন্দনে লেপিল

নেত ধড়ী পরিধানে ।

তাহার উপর মণি বিরচিত

কিঙ্কিনী বান্ধিল কাহে ॥

কপূর বাসিত তাহুল বদনে

হাথে কনকের বান্ধী ।

কদম তলাত কোয়ল পাতত

খাঙ্কিল কা[১৫৫।২]কাঙ্কি বসী ॥ ৩ ॥

নীতল সমীর'

জন মনোহর

কোকিল পঞ্চম গাএ ।

সব তরুণণ বিকাশ কুসুম'

ভ্রমর কাড়এ রাএ ॥

আতি রুপ্ত হুঁআ রহিলা কাহাঙ্কি'

রাধা মারিবার আশে ।

বাসলীচরণ শিরে বান্ধিআ

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধাহুসীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কাহাঙ্কি'কে পথতে রাখিআ ।

আল বড়ায়ি ।

রাধার পাশক গিআ ॥ ল রাধা ॥

বুইল তোম্মে কি কাম করহ ।

আল ।

এবে কেহে হাটক না জাহ ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥

দুধ দাঁধি ঘরে রাখ কেহে ।

আল ।

রাজপদ কি পাইল আইহনে ॥ ল রাধা ॥ ৫ ॥

বাঁট করী সাজহ পসারা ।

দাঁধি বিকে জাইউ মথুরা ॥

এসি আছে জীবার উপাএ ।

তাহাক এড়িতে না জুআএ ॥ ২ ॥

যত আছে তোর সখিগণে ।

সন্ধ্যাক আণাহ এই খনে ॥

বাঁট যবে হাটক জাইএ ।

তবে লাভে পসার বিচিএ ॥ ৩ ॥

স্বয়ং চলহ এহা জাগী ।

আন না ক[১৫৬।১]রিহ মোর বাণী ॥

তোর সঙ্গে যাওঁ মো হরিষে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চঞ্জাবলী ।  
 দধির পসার লজ্জা মথুরা চলিলী ॥ ১ ॥  
 ললিত খোপাত শোভে চম্পকের মালা ।  
 হরশিরে শোভে বেক্ষ কনকমেখলা ॥ ২ ॥  
 শিশত সিন্দূর শোভে উয়ে যেন সুর । :  
 নয়ন দেখিআ খঞ্জন জ্ঞাএ দূর ॥ ৩ ॥  
 নানা আভরণ রাধা পত্নী সাবধানে ।  
 পসার ঢাকিআ লৈল নেতের বসনে ॥ ৪ ॥  
 আগু বড়ায়ি জ্ঞাএ পাছে জ্ঞাএ রাধা ।  
 মথুরাক জাইতে কেহো না কৈল বিরোধ ॥ ৫ ॥  
 কথো দূর গিআ যমুনাত পার হুআ ।  
 বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআ ॥ ৬ ॥  
 দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞি ।  
 ধীরে বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই ॥ ৭ ॥  
 তখন রহিল রাধা বৃন্দাবন পাশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

ধাম্মধীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আ[১৫৬]২ ল কাহ্ন ]  
 আনেক করিআ যতনে । আল ।  
 রাধারে আগিলোঁ এহা থানে ॥ ল ॥  
 আল কাহ্ন  
 পুরুব যুগতি আনুমানে ।  
 আজি রাখ আপণ মানে ॥ ল ॥ ১ ॥  
 আল কাহ্ন  
 আজি মোর ভৈল শুভ দিনে ।  
 তোঁস্কা সমে হৈল দরশনে ॥ ৫ ॥  
 কি কহিব রাধার কথা ।  
 কহিতে মনত লাগে বেথা ॥  
 তেহু কৈল তোঁস্কা খাঁধার ।  
 বেক্ষ লাজ পায়িলে আপার ॥ ২ ॥

কহিলোঁ মো তোঁস্কাতে সঙ্গ প ।

ঝাঁট কর তার আহরূপ ॥  
 ছুড়িআ মদন পাঁচ বাণে ।  
 আজি লজ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥  
 রাধা যবে বিরহে বিকলী ।  
 হুআ চাহে তোঁস্কা বনমালী ॥  
 তবে বড় পাইএ হরিষে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

মমাপি মতমেকান্তঃ জরতি তুহুদীরিতং ।  
 অধুনা রাধিকামেতং প্রতিপাদয় মদ্বচঃ ॥

বোল রাধিকারে বড়ায়ি আঁস্কার বচনে ।  
 তাহাক করিল আঁস্কে আনেক [১৫৭]১ যতনে ॥  
 ততোঁ আহমতী মোক না দিলেক ভালে ।  
 তাহার মণ থীর নহে কোণ কালে ॥ ১ ॥  
 আতি বড় কৈল রাধা আঁস্কার খাঁধার ।  
 এবে পাঁচ বাণে প্রাণ লইবোঁ তাহার ॥ ৫ ॥  
 পুরুবে তাহাক আঁস্কে পাঠায়িল পান ।  
 তাহাক পেলাআ মোর কৈল আপমান ॥  
 আঁস্কার কারণে তোঁস্কা চড়ে মারিল ।  
 সে কারণে রাধা মোক বড় ছুথ দিল ॥ ২ ॥  
 আর যত দিল মোরে নানাবিধ গালী ।  
 তাহাক সহিল আঁস্কে দেব বনমালী ॥  
 যতন করিআ আঁস্কে কাঁস্কে আপণার ।  
 তার বোল পালিলোঁ বহিলোঁ দধিভার ॥ ৩ ॥  
 তাহার কারণে কালীদহে দিলোঁ ঝাঁপ ।  
 সকল লোকের মণে লাগি গেল কাঁপ ॥  
 ততোঁ না রহিলোঁ বড়ায়ি তাহার ঝণে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ ৮

দামোদরভ্রাতৃ বচসা ত্বরতা জ্বরতা ততঃ ।  
রাধায়াঃ সবিধঃ গতা নিভৃত্তং নিজগাদ তাম্ ॥

তো[১৫৭।২]ক্ষার চরিতে রাধা পাখী আপমাণে ।  
আস্থখিল হঈ মোক পাঠায়িল কাহে ॥  
হেন বুঝিল তাত লাগি কইলো যত কাজ ।  
তাক আন করি' প[১]ড়িলে মুণ্ডে বাজ ॥ ১ ॥  
এবে সে জাগিলো তালৈ রাধার বেভার ।  
মাঅক জাগাঈ মোর করিল খাঁখার ॥ ২ ॥  
বিধর সহিলো তার গালি বচনে ।  
ভার বহিল আক্ষে তাহার কারণে ॥  
তভৌ স্থ না ভৈল তাহার মণে ।  
কেমনে তোষিব' আর হেন নারীজনে ॥ ২ ॥  
এতেকৈ লখিলো রাধা কাহাঞি'র মণে ।  
বড় রোষ উপজিল তোঁক্ষার কারণে ॥  
সকপৈ ফুলের ধহু জুড়িল পাচ বাণে ।  
হাণিঈ লৈবেক রাধা তোক্ষার পরাণে ॥ ৩ ॥  
পরাণ নাতিনী মোর ধরহ বচন ।  
আপণে আসিঈ ধর কাহুরে চরণ ॥  
তবেই সে রাধিব কাহাঞি' তোঁক্ষার পরাণে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে\* ॥ ৪ ॥

ধাহুসীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর  
[১৫৮।১] কেশপাশে নীল বিজ্ঞমানে । এআ ।  
সিসের সিন্দুর স্বর ললাটে তিলক চাঁদ  
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ ॥ ১ ॥  
স্বর্ণ বড়ায়িল  
বোল গিঈ গোবিন্দক বাতে । এআ ।  
তীক্ষ্ণবন বীর রাধিএ ঘোবন ধন  
কি করিতে পারে জগন্নাথে ॥ [এআ] ॥ ২ ॥

১ পুথিতে 'করে' । ২ তোষিব', 'সহি' কাটিয়া তোষি' করা ।  
৩ চণ্ডীদাস', স'র একর কাটা এবং বাসলীগণে' তোলা পাঠে ।

নাশা বিনতানন্দন পাণ্ডু গজু পাশে কল  
বিষ ওষ্ঠ পুষ্প দস্ত সঙ্গে ।  
কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর  
সুগ্রীব শরীর বসে রঞ্জে ॥ ২ ॥  
বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে  
মাঝ দেশে সিংহ বিজ্ঞমানে ।  
জঘনে বসে নৃপুরু' আতিশয় কচি গুরু  
পদনথ নক্ষত্রগণে ॥ ৩ ॥  
হাথে ধরী ধহু বাণে কাহু আস্থ বিজ্ঞমানে  
তভৌ তাক নাহি' মোর ভরে ।  
বোল দূতা কাহু পাশে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে  
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ জীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

জরতীমুখতঃ পীত্বা রাধাগর্ভবচো হরিঃ ।  
সবাণঃ ধ[১৫৮।২]হরাক্ষ্য গতা স্বরমুবাচ তাম্ ॥  
রাধা নিতী বিকণসি দধী ।  
তোর হৈবে কত না বুধী ॥ ১ ॥  
কাহাঞি হও মো গোআলজাতী ।  
মোর বুধী তো রাখউ' মতী ॥ ২ ॥  
রাধা ।  
মাখাত গুলাল ফুলে ।  
তোর নহে সে লাগেখ মূলে ॥ ৩ ॥  
বোলসি তৌ তুতীবচনে ।  
তাত না লাগে আক্ষার মনে ॥ ৪ ॥  
হঈ তৌ গোআলঝিআরী ।  
তোকে এত বড় আছিদরী ॥ ৫ ॥  
নহৌ কাহু মো আছিদরী ।  
বড় নিলজ তোকে মুরারী ॥ ৬ ॥  
রাধা তোর খীর নহে মণে ।  
তোকে মন্দ বোলৌ তেকারণে ॥ ৭ ॥

১ পুথিতে নৃপুরু' ।

২ পুথিতে রাখউ' ।

কংস বড় দুৰুৱাৰে ।  
 তাৰ ভএ নিবাহোঁ তোন্ধাৰে ॥ ৮ ॥  
 কংস মারিহোঁ পৰাণে ।  
 তৰে মাথিহোঁ আপণ মাণে ॥ ৯ ॥  
 কালী খাইলোঁ তোন্ধে খীৰে ।  
 আজি বোলসি বামন বীৰে ॥ ১০ ॥  
 খাৰ্জু পূতনাৰ খীৰে ।  
 তাৰ পৰাণ হৰিলোঁ শৰীৰে ॥ ১১ ॥  
 বধিলোঁ পুতনা নারী ।  
 তোন্ধে তিৱীৰধিআ মূৰা[১৫৯১]ৱী ॥ ১২ ॥  
 মারস্তাক যে না মাৰে ।  
 তাৰ পাণী না লএ পীতৰে ॥ ১৩ ॥  
 তোৰ মুখ নাহিঁ চাহী ।  
 তোন্ধে আতি পাপিআ কাহাঞি ॥ ১৪ ॥  
 জুড়িআ এ পাঁচ বাণে ।  
 আজি লইহোঁ তোৰ পৰাণে ॥ ১৫ ॥  
 তোন্ধে না কৰ মোৰ নিৱাসে ।  
 গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

বেলাবলীৱাগঃ ॥ ৰূপকং ॥

আন্ধাৰ বচন কাহাঞিঁ ধৰহ মণে ।  
 মতি নিবাহহ তোন্ধে আশেৰ যতনে ॥  
 আন্ধাক মারিআ তোন্ধে কৰ্থা পাইবোঁ ঠাই ।  
 মণত গুণিআ চাহ আপণে কাহাঞিঁ ॥ ল ॥ ১ ॥  
 না ঘোড় না ঘোড় মদন পাঁচ বাণে ।  
 আকাৰণে কাহাঞিঁ মোৰ লইবোঁ পৰাণে ॥ ল ॥ ২ ॥  
 দশ চাৰি বৰিষেৰ হণ্ড মো গোআলী ।  
 হেন তিৱী মারিণ্টে অযোগ বনমালী ॥  
 তোন্ধে যবোঁ হাণিবোঁ আন্ধাক পাঁচ বাণে ।  
 কাটাৱত ভৱ কৰী তেজিবোঁ পৰাণে ॥ ২ ॥  
 অৰুধ কাহাঞিঁ তৌ মোৰ বোল শুন [১৫৯২] ।  
 পুৱাৰ বচনে তৌ ধহুত না দৌ গুণ ॥

তোহোৰ ধহুৰ বাণে মৰণ আন্ধাৰ ।  
 এ পুণী কাহাঞিঁ তোৰ বড়ই খাখাৰ ॥ ৩ ॥  
 দেবাসুৰ নৱ ধাৰ নাহিঁ সৰে টান ।  
 তিৱীৰ উপরে সে যোড়ে পাঁচ বাণ ॥  
 না জাণিআ ৰুখ বৃহলোঁ তোন্ধাৰ চৰণে ।  
 পুৰিহোঁ তোন্ধাৰ আশ না জুড়িহ বাণে ॥ ৪ ॥  
 গৱজালী বৃটী আছে তোন্ধাৰ পাশে ।  
 লোক ধৰম কাহাঞিঁ সব তোৰ নাশে ॥  
 আন্ধা মাইলোঁ তোৰ পাণে নাহিঁ ক মুকতী ।  
 গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

বসন্তৱাগঃ ॥ একতালী ॥

গুআ পান দিআ দূতী পুঠায়িলোঁ তোৰে ।  
 বিণি আপৰাধে তো মারিলি তাহাৰে ॥  
 কোণ কাম না কয়িলোঁ তোন্ধাৰ আস্তৰে ।  
 সংসাৱ ভৱায়িলি তৌ আন্ধাৰ খাখাৰে ॥ ১ ॥  
 মারিহোঁ জুড়িআ মদন পাঁচ বাণে ।  
 কংস নৱপতি তোৰ ৰাখউ পৰাণে ॥ ২ ॥  
 দেব আসুৰ ধাৰ না সৰে টান ।  
 হেন বাণে ৱা[১৬০১]ধা তোৰ লইবোঁ পৰাণ ॥  
 যদি বা আছএ তোৰ পৰাণেৰ ভএ ।  
 শৱণ সাধাহ তৰে বড়ায়িৰ পাএ ॥ ২ ॥  
 আনেক কাকুতী কৰিলোঁ তোহোৰে ।  
 তৰোঁ মোৰ আশমান কৈলোঁ বাৰে বাৰে ॥  
 এতেকে জাণিলোঁ তোৰ খীৰ নহে মণে ।  
 এবোঁ মোৰ হাথে তোৰ আবসি মৱনে ॥ ৩ ॥  
 তোন্ধাক মারিহোঁ আৰ আইহন বীৰ ।  
 আৰ কংস মারিণ্টে মন কৈলোঁ খীৰ ॥  
 তোন্ধাৰ জীৱাৰ আৰ নাহিঁ ক উপাএ ।  
 বাসলী শিৱে বন্দী চণ্ডীদাস পাঞি ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে পৰাণে ॥

বসন্তরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা বৃদ্ধান্তিকং যথো ।

জগাদ চ নিজজ্ঞানপরাধমিহং বচঃ ॥

স্বপ্ন হে বড়ায়ি বোলৌ তোস্কার চরণে ।

নিমগ্ন কাহ্নাক্ষিকৈ মোক না জুড়িহে বাণে ॥

সব ঠাই তোম্কে মোর নিস্তার কারণে ।

এবেঁ তোত লাগি হএ আশ্কার মরণে ॥ ১ ॥

স্বপ্ন হে বড়াই মোরে দয়া ধর মণে ।

[১৬০।২] বারেক কাহ্নাক্ষিক বুলী রাখহ পরাণে ॥ ২ ॥

তোম্কে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাক্ষিকের দূতী ।

বারেক কাহ্নেক মোর করাহ পিরিতী ॥

এবার রাখহ বড়ায়ি আশ্কার পরাণ ।

লাথেকের মূদুড়ী দিবৌর হাথ দাণ ॥ ২ ॥

একে মোরে রুঠ কাহ্ন তাহে রোষ তোর ।

এতেকৈ জাগিলৌ নিস্তার নাহিঁ মোর ॥

কোপ ছাড়ী বোল কাহ্নে মোহোর আস্তরে ।

যেহ রক্ষা করে মোরে দেব দামোদরে ॥ ৩ ॥

আর কর্তো না লজ্জিবৌ তোস্কার বচনে ।

সে করিহ তবৈঁ যেবা থাকে তোর মণে ॥

আশ্কা মাইলৌ বড়ায়ি কি পুরিবৈঁ কাহ্নের আশে ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

বিপরীতমতিবৃদ্ধা জগাদ হরিমত্ততা ।

অথ তদ্বচ[সং প্রাপ্য] রাধাঃ প্রাহ হরিঃ পুনঃ ॥

কালী দলিল আশ্কে শলিল শোধিল ।

কংস মারিবারে আশ্কে আবতার কৈল ॥

মামা বধ করি[১৬১।১]বৌ মো লিখিত করম ।

তেকারণে গোপকুলে লভিল জন্ম ॥ ১ ॥

পসয়িলহে মর্দন পাঁচ বাণে ।

কে তোর রাখিবে রাখউ পরাণে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে 'শোধিল' । ২ আশ্কে তোলা পাঠ ।

হের ফুলের ধহু ফুলের পাঁচ বাণ ।

এহি ফুলে আজি তোর লইবৌ পরাণ ॥

আশ্কার খাঁধার কৈলৈ সব জন খানে ।

তেকারণে রাধা তোক বোড়ৌ পাঁচ বাণে ॥ ২ ॥

হেন পাঁচ বাণে কাহ্ন মারে পরতিরী ।

আশ্কা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী ॥

পুরুবে দূতী মাঝিলি কমণ কারণে ।

এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে ॥ ৩ ॥

বাম হাথে ধহুক ডাহিণ হাথে বাণ ।

রাধার হিআত মাইল স্বদুত সন্ধান ॥

পড়িলী হালিআ রাধা ফুলের শরে ।

গাইল বহু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অথ কৃষ্ণকরাবৃত্তশরাসনসমুদগতৈঃ ।

শরৈঃ সন্তিস্তম্ভদয়া রাধাঃ জবতীমিদং ॥

এথাঞিঁ রহিআ বড়ায়ি স[১৬১।২]জাইবৌ ঘর ।

এথাঞিঁ আণায়িবৌ বড়ায়ি নান্দের হৃন্দর ।

এথাঞিঁ তা লয়ি মৌ করিবৌ শৃঙ্গার ।

সফল করিবৌ নব যৌবন ভার ॥ ১ ॥

কত সহিবৌ এ বড়ায়িল ।

কুহুমশর বাণ কত সহিব ॥ ২ ॥

এথাঞিঁ যমুনা বড়ায়ি এথাঞিঁ বৃন্দাবন ।

এথাঞিঁ আণাঅ মোর নান্দের নন্দন ॥

এথাঞিঁ কাহ্নাক্ষিকের মৌ ধরিবৌ নিচোলে ।

এথাঞিঁ কাহ্নাক্ষিকৈ দিবৌ কুচ ভেড়ি কোলে ॥ ২ ॥

এ নর যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী ।

লাজ আনুশেঁ তাক নিবারিতে নারী ॥

দুর্বার মদনশর সহিতে না পারী ।

বাহিরে না মারে ভিতরে পুড়ী মরী ॥ ৩ ॥

আদেখ বাণের ঘাঅ সহিতে না পারী ।

হেন পাঁচ বাণে কাহ্নাক্ষিক মারে পরতিরী ।

এহা বুলী মুকুছা গেলী মনমথবাণে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ প্রকীরকঃ ॥

বিচিত্র লগনী ॥ [১৬২১] দণ্ডকঃ ॥

পরিহাসে<sup>১</sup> বুলিলোঁ<sup>২</sup> তোকে প্রাণে মার রাধা ।  
তাতে তোর মণে কেহে নহিল বিরোধা ॥ ১ ॥  
মুকুছা পড়িলি রাহী দেখিয়া বড়ায়ি ।  
বলিতে লাগিলী কিছু কাহাঞি<sup>৩</sup>র ঠাই ॥ ২ ॥  
তোর বোলৈ কৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিনাশ ।  
এবৈ কেহে বোলহ বুলিলোঁ পরিহাস ॥ ৩ ॥  
পুরুষ যুগতি যত তোন্ধে আন্ধে কৈল ।  
তেকারণে বড়ায়ি রাধিকা প্রাণে মায়িল ॥ ৪ ॥  
বোল না ধরিল রাধা বুলিলোঁ সেই রোষে ।  
সে বচন কেহে তোর মণে পরিহাসে ॥ ৫ ॥  
বিচার না করী কাহা কেহে হেন কৈলোঁ ।  
তিরীবধপাপে আপণা মজায়িলে<sup>৪</sup> ॥ ৬ ॥<sup>\*</sup>  
বড়ায়ির বোলৈ ভয় পাইল দামোদরে ।  
বুইল বড়ায়ি কর আন্ধার নিস্তারে ॥ ৭ ॥  
বিনয়ে বুইল কাহু<sup>২</sup> বড়ায়ির পাএ ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৮ ॥

কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

শতেক ব্রাহ্মণ আর [১৬২১২] মায়িলে গোহুল ।  
যে পাপ সেহো নহে তিরীবধতুল ॥  
রাধা যেহু সতী তাক জগতে বাধানী ।  
হেন রাধা মায়িলে চাণ্ডাল চক্রপাণী ॥ ১ ॥  
কাহাঞি মোরে নাহি ছো ।  
তিরীবধিয়া কাহাঞি ল  
কাহাঞি মোরে নাহি ছো ॥

মোরে নাহি ছো কাহাঞি বারাণসি যা ।  
আঘোর পাপে তোর বেআশিল গা ॥ ৫ ॥  
তিরী বধ কইলি কাহাঞি আপণ মণে ।  
আপণশ থাকিল তোর তীন ভুবনে ॥  
আপণে গুণিয়া চাহ হৃন্দর কাহাঞি<sup>৩</sup> ।  
কোণ আপরাধে মাইলোঁ চন্দ্রাবলী রাহী ॥ ২ ॥  
একৈ তিরী বধ আরে রাজা দুর্জবার ।  
আপণ রাখিতে কাহু কর পরকার ॥  
রাধাক মারিলে কাহাঞি<sup>৩</sup> কাহার বচনে ।  
এবৈ বাট পানাইয়া চল বৃন্দবনে ॥ ৩ ॥  
রাধা জিআইবারে কাহাঞি<sup>৩</sup> কর পরকার ।  
তবেসি হয়িব কাহাঞি তোন্ধার নিস্তার ॥  
আন্ধেহো থাকিব কাহা[১৬৩১১]ঞি<sup>৩</sup> তবে  
তোর পাশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালী ॥

মো যবৈ জাগিবো রাধা তেজিব পরাণে ।  
তবে কি ঘোড়োঁ বড়ায়ি ফুলের বাণে ॥  
সেহো কাম কৈলোঁ বড়ায়ি তোন্ধার বচনে ।  
এবৈ দোষ মোকে তোন্ধে দেহ কি কারণে ॥  
রাধা জিআইতে মোকে উপায় নাহি<sup>৩</sup> ।  
সে কর যেমনে দোষ এড়াএ কাহাঞি<sup>৩</sup> ॥ ৫ ॥  
জগতের ভালী রাধা এখনে মৈলী ।  
দিনে পুনবীর চান যেহু আখ গেলী ॥  
কনকচম্পক সম তার দেহযুতী ।  
মোকে তিরীবধ দিয়া রাধা গেলা কতী ॥ ২ ॥  
রাধা আপরাধ কৈল আন্ধার আপার ।  
তাক কেহো নাহি জাণে করম আন্ধার ॥  
ফুলের ঘাএ হৈল রাধার মরণ ॥  
হুণী তোক কি বলিবে সব গোপীগণ ॥ ৩ ॥  
তিরীকলা পাতি কিবা রাধা নিন্দ জাএ ।  
ফুলের ঘাএ কাহো মরণ হএ ॥

<sup>১</sup> বুলিলোঁ<sup>১</sup>; রা' কাটিদা তোলা পাঠে বু' করা ।

<sup>২</sup> পথিতে রাধা' ।



ছাড়িলো [১৬৩১২] মো ঘাটদান<sup>১</sup> আর পরিস্রাসে ।  
তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আছিদর কাহাঞি<sup>২</sup> পথত কৈলেন বলে ।  
আপণার হুখে বসী কদমের তলে ॥  
পরানে মারিআ রাধা পাচশরবাণে ।  
এবে কি বোলহ মো ছাড়িলো সব দানে ॥ ১ ॥  
কি কৈলী কি কৈলী কাহাঞি<sup>২</sup> রাধাক মারিআ ।  
কথোদিন থাকিলেন মো দিতৌ য মানাআ ॥ ৫ ॥  
সব সখীগণ কান্দে বুলী ত্রিদশের রাঅ ।  
কি কারণে রাধার হিঅত দিলেন ঘাঅ ॥  
ভিল এক পাপ কাহাঞি<sup>২</sup> নাহিক যে বংশে ।  
এবে তিরীবধ তোর সপত পুরুষে ॥ ২ ॥  
কেহে তিরী বধ কৈলেন নান্দের নন্দনে ।  
আর তোর মুখ না দেখিব কোণ জনে ॥  
যবে তোকে রাধাক জিঅঅ এখনে ।  
তবেসি পাপসাংগরে তোন্ধার তরণে ॥ ৩ ॥  
দুতীর বচনে রাধার নৈলো পরাণ ।  
হেন মিছা বচন বো[১৬৪১১]লহ কেহে কারু ॥  
রাধাক মাইলেন তোকে আপণার হুখে ।  
আন্ধার মনত দিলেন আতি বড় হুখে ॥ ৪ ॥  
এবে যাবত না কর রাধার জীবনে ।  
তাবত বান্ধিআ তোকে রাখিলো মো কাহে ॥  
শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে ।  
হেন তিরীবধ কাহাঞি<sup>২</sup> সঙ্গে তোর<sup>৩</sup> বুলে ॥ ৫ ॥  
আর তোক কিবা কাহাঞি<sup>২</sup> বুলিব বচনে ।  
রাজা কংস জাগিলেন হারায়িবি জীবনে ॥  
বান্ধিল কাহাঞি<sup>২</sup> কে বৃট্টা এহি বচনে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৬ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

হরিতালী চন্দ্র দেখিলো ভাত্র মাসে ।  
হাথ ভরিলো কিবা পুরিণ কলসে ॥  
ভুমিত আখর কিবা লিখিলো জলে ।  
মিছা দোষে বন্ধন আন্ধার তার ফলে ॥ ১ ॥  
বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার ।  
আছুক লাভ মোর মূলত আন্ধার ॥ ৫ ॥  
না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্খার ।  
রাধার কারণে ভৈল এতেক [১৬৪১২] খাখার ॥  
হুগিআ বা কি বুলিব মোরে সব জনে ।  
আজি আন্ধে গোতুলক জাইব কেনমনে ॥ ২ ॥  
তোঞ<sup>১</sup> বুঘিলী বড়ায়ি<sup>২</sup> রাধা মোরে দিল গালী ।  
তেকারণে পরাণে মাইলো চন্দ্রাবলী ॥  
ত্রিদশের আধিপতী নামে শ্রীকান্ধ ।  
তোন্ধাত লাগিআ সহে এত আপমান ॥ ৩ ॥  
যে বচন বোলো মোঞ<sup>১</sup> তাত নাহি<sup>২</sup> বাধা ।  
জিঅাইআ দিবো মো চন্দ্রাবলী রাধা ॥  
বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ঘুচাইল বন্ধন তোর স্নন বনমালী ।  
ঝাঁট করী জিঅঅ গোআলী চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥  
যাবত আইহন বীর এহা নাহি<sup>২</sup> শুনে ।  
তাবত উপায় কর রাধার জীবনে ॥ ২ ॥  
বিহাণ আইলাহো হৈল দুঅজ পহর ।  
সে কর যেমনে রাধা জিআ জাএ ঘর ॥ ৩ ॥  
মণের সন্তাপে তোক বুলিলো বচনে ।  
তা[১৬৫১১]ক না চিহ্নিলে মাইলো<sup>৩</sup>  
রাধাক পরাণে ॥ ৪ ॥  
আছিদর কাহাঞি<sup>২</sup> তিরীক প্রাণে মাইলো ।  
সকল সংসার জুড়ী কলহ রাখিলে ॥ ৫ ॥

দুর্জবার কংস নরপতি আছে পাটে ।  
 তাক না মানি হেন কাম কৈলৈ বাটে ॥ ৬ ॥  
 যত আপরাধ তোর কৈল চন্দ্রাবলী ।  
 সব মরমিঞা তাক জিঅ বনমালী ॥ ৭ ॥  
 সহজে হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে ।  
 জিঅঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

✓/ রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হতাং কুসুমবাণেন রাধিকাং রসসাবিকাং ।  
 বিলোকা পুরতঃ কৃষ্ণো বিললাপ নিরন্তরং ॥

দুতীর বচন কলে মারিলোঁ তোন্ধারে ।  
 কিসক তিরীবধ তৌঁ দিলি আন্ধারে ॥  
 মাএর আগে কৈলি আন্ধার খাঁধার ।  
 সব মরমিল রাধা জিঅ একবার ॥ ১ ॥  
 মাহানন্দ বাসি কেহে স্থণ হে গোআলী ।  
 চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ২ ॥  
 বারেক স্তম্ভরি রাধা স্থণ মো[১৬৫১২]র বোল ।  
 মিনতী করিআঁ বেলোঁ গাঅখানী তোল ॥  
 ছাড়িলোঁ মো মাহাদাণ তেজিলোঁ মো বাটে ।  
 উঠ দখি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে ॥ ২ ॥  
 কিবা না করিল আন্ধে তোন্ধার আস্তরে ।  
 আন্ধাক হেলিলেঁ তোন্ধে সব পরকা[৫]র ॥  
 উপজিল রোষ মোক মাইলোঁ ফুলবাণে ।  
 মো কেহে জাগিবোঁ রাধা তেজিবোঁ পরাণে ॥ ৩ ॥  
 মুখ তুলী চাহ মোর পালাউক পাপ ।  
 আঁজর খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ ॥  
 আন্ধার জীবন রহে তোন্ধার জীবনে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কাহের কলসী রাধা পাণি তোলসি ল  
 পএর বাজে তোর নুপুর ।

রতনে জড়িত তোর দুই বাহ শঙ্খ ল  
 শিশে তোর শোভএ সিন্দূর ॥ ১ ॥  
 আল বালী হরি হরি য়ে ।  
 কেমনে মৈলিসি গোআলী ॥ ২ ॥  
 পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল  
 মাণিকে[১৬৬১] খঞ্চিল দুই পাশে ।  
 বারেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ স্থখে ল  
 পাছে তোক নির্বোধ বিলাসে ॥ ২ ॥  
 মো কেহে জাগিবোঁ রাধা তোন্ধে মরিবোঁ ল  
 তবৈ কি মো হাণো পাচ বাণে ।  
 উঠ উঠ আল রাধা দখি বিকে জাঅ ল  
 আন্ধে তোর ছাড়িল দানে ॥ ৩ ॥  
 শঙ্খ চক্র গদা করে গরুড় বাহন ল  
 আন্ধে দেব সারসধরে ।  
 কাহের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল  
 পাঁজা দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বারেক জিঅ তৌঁ গোআলী । রাধা ল ।  
 আর না বুলিবোঁ ধামালী ॥  
 এবার মুখের পেলা কালী । রাধা ল ।  
 পরিহার বোলে বনমালী ॥ ১ ॥  
 কাহেরে তিরীবধ দিআঁ । রাধা ল ।  
 কোণ পুরী জাইবোঁ পালাইআঁ ॥ ২ ॥  
 দহে পেলোঁ সে ফুলের বাণ ।  
 যে বাণে তেজিলি তৌঁ পরাণ ॥  
 বারেক রাখহ মোর মান ।  
 হয়এ আন্ধে তোর প্রিয় কাহ ॥ ২ ॥  
 ছের মো করিলোঁ ঘোড়াখে ।  
 এবে মোরে তুলী চাহ মাখে ॥  
 [১৬৬২] উঠা কর সময় ~~বাত~~  
 বিকল না কর অগমাথ ॥ ৩ ॥

আন্ধে বীর ভুবনে বিশাল ।  
গোকুলত বালগোপাল ॥  
উঠী বৈশ আন্ধার পাশে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সিকোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

পুনমীর চান্দ তোন্ধার বদন  
ঘুসিএ জগত জনে ল ।  
বালি ।  
ত্রিদশ ঈশ্বর করায়িলে ভারী  
সাধিলে আপন মানে ল ॥ ১ ॥  
বালী জাগহে জাগহে [ । ]  
সুন্দরি রাধে মুখ তুলী চাহ মোরে ল ॥ ৫ ॥  
মুখ তুলি আন্ধা যবে নী দেখিবৈ  
তবে মো মরিবৈ পরাণে ।  
যাইবৈ বারাগসী কিবা গোদাবরী  
করিবৈ তহু তেআগে ॥ ২ ॥  
সাগর সঙ্গমে শরীর তেআগিবৈ  
রাধে তোন্ধার কারণে ল ।  
তোম দুখ দেখি সুন্দরি রাধে ল  
ধরিতে না পারবৈ পরাণে ॥ ৩ ॥  
আনল শরণ কিবা করিবৈ  
যদি না দিবৈ বচনে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস শিরে বন্দিতা  
দেবী বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

১৬৭।১। কৃষ্ণ পুতুল করে শরীর রাধার ।  
বিহড়িল আঠ ধাতু আয়িল তাহার ॥  
খোজান করিয়া করে ঝাড়ে বনমালী ।  
ধীরে ধীরে গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥

মরিয়া জিলী রাধা গোঁহুল সমাজে ।  
তিরীবে উদ্ধার পাইল দেবরাজে ॥ ৫ ॥  
তালের বিগিঞ রাধাক বিচি কাহ্ন ।  
নির্মল যমুনা জল করায়িল পান ॥  
জিহ্না উঠিলী রাধা পরম হরিষে ।  
সখিজন হলাহলী পাড়ে চৌদিশে ॥ ২ ॥  
রাধা বস করি কাহ্ন গেলা বৃন্দাবনে ।  
তার পাছে গেলী রাধা বিকলী মদনে ॥  
বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল কাঢ়ে রাএ ।  
বিকসিত কুসুম দক্ষিণ বহে বাএ ॥ ৩ ॥  
আচম্বিত লুকাইলা কাহ্নাঞি বৃন্দাবনে ।  
নব কিশলয়গণে রচিঁয়া শয়নে ॥  
তার মাঝে বসিঁয়া থাকিলা নারায়ণে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পঠমঙ্গরীরাগঃ ॥ জীড়া ॥

রাধাক য়ারিঁয়া পু[১৬৭।২।]গী জিআইল কাহ্নে ।  
কৌতুক মণে কাহ্ন লুকাইলা বনে ॥  
বড়ায়ি লইয়া তাক চাহে বৃন্দাবনে ।  
রাধা হেন বুলিঁয়া বচনে ॥ ১ ॥  
এথা ছিলা কাহ্ন কথ্য গেলা এখনে ।  
সরূপে কহিঁয়া বড়ায়ি রাখ পরাণে ॥ ৫ ॥  
থানে থানে বন বিচারিঁয়া বড়ায়ি ।  
কুঞ্জের মাঝে দেখিল কাহ্নাঞি ॥  
কাহ্নের খানত রাধা চন্দ্রাবলী রাগি ।  
বড়ায়িক বুইল হেন মধুরস বাগী ॥ ২ ॥  
কাহ্নাঞি কিছু তোর দয়া নাহিঁ মণে ।  
নাগরী রাধাক এবে তেজসি কেহ্নে ॥ ৫ ॥  
রাধা মাধব ছুই করি এক ঠাই ।  
আতি দূর গিঁয়া রহিলা বড়ায়ি ॥  
কাহ্ন রূপবতী রাধা দেখি নিজ পাশে ।  
কাহ্নের মনত উপজিল রসে ॥ ৩ ॥  
হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা ।  
যেহ্ন নিকষত শোভে কনক রেহা ॥ ৫ ॥

চুমন করিতে দস্ত দিল থানে থানে ।  
 ঘন তন জঘনে কৈল নখ ধানে ॥  
 রাধার স্থণ্ডী কাক কণ্ঠ কুজনে ।  
 বিগুণ মদন [১৬৮।১] বেগে করে নিধুবনে ॥ ৪ ॥  
 রাধার [আধর] মধু তারপল<sup>১</sup> কাছে ।  
 চান্দ্রের পীযুষধারা রাহুর্থে বহে ॥ ৫ ॥  
 কারু করে আতি যবে পাচ স্বরতী ।  
 রাধা করিল তবে বড়দে কাকুতী ॥  
 এড় এড় কুম্ভ হঅ খণিক এক তোম্ভে খীর ।  
 আতিশয় বেগে পাছে বৃক লএ চীর ॥ ৬ ॥  
 সহজে স্বরতী ভুঞ্জ দেব গদাধর ।  
 নিশাশ এড়িতে মোকে দেহ অবসর ॥ ৭ ॥  
 আন্ধে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে ।  
 গাঢ় রমিল কাছে মরদিয়া তনে ॥  
 কপট কোপ করা রাধা নাগরী গোআলী ।  
 বলে উঠিয়া উপরে তলে কৈল হরী ॥ ৮ ॥  
 উপরে নাগরী রাধা তলে নান্দোবালা ।  
 মেঘত উপরে বেরু শোভে শশিকলা ॥ ৯ ॥

ইতি বাণখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

যেহ বতি পরকার করিল কাছে ।  
 রাধা করিল এবে তেহেন চুপ্তে ॥  
 কাহ্নের উপরে শোভে স্নানরী গোআলী ।  
 নীল মেঘে বেরু পড়এ বিজুলী ॥ ১ ॥  
 চঞ্চল নুপুর ঘন কিঙ্করী বাজে ।  
 [১৬৮।২] মনমথবসে রাধা তেজিল লাজে ॥ ২ ॥  
 স্বরতস্থে কারু মুকুলিত নয়নে ।  
 তখনে তোষিল রাধা মাধবের মনে ॥  
 আতি চিত্র বসন পহিরা চন্দ্রাবলী<sup>১</sup> ।  
 খণিক কাহ্নের বৃকত স্থতিলী ॥ ৩ ॥  
 নিচলে রহিল রাধা স্বরতি আয়াসে ।  
 শক্লের ধন্থ বেরু উয়িল আকাশে ॥ ৪ ॥  
 হেন সম্বন্ধে আসিয়া বড়ায়ি ।  
 কুইল রাধাকে তেজহ কাহ্না<sup>২</sup> ॥  
 সম্বরে রাধা লইয়া যাইউ ঘর ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৫ ॥  
 তখনে রাধাক দিল মেলানী ।  
 নাচিতে গাইতে বলে চক্রপাণী ॥ ৬ ॥

## অথ বংশীখণ্ডঃ

১ পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥  
 অনঙ্গসুন্দরে রাধা ভঙ্গ প্রাপ্য কুরঙ্গকৃৎ ।  
 অলসাকলতা রঙ্গাৎ জরতীসহিতা বরো ॥  
 বড়ায়ি রাইয়া রাই গেলী সেই থানে ।  
 সখিসবে কুইল রাধা লড়িউ সিনানে ॥ ১ ॥  
 [১৬৯।১] বোল শত গোপী গেলা যমনার ঘাটে ।  
 তা দেখিয়া কাহ্না<sup>২</sup> পাতিল নাচে ॥ ২ ॥

খনে করতাল খনে বাজাএ যুগল ।  
 তা দেখি রাধিকার সখীগণে রঙ্গ ॥ ৩ ॥  
 আর যত বাজগণ আছের কাহ্না<sup>৩</sup> ।  
 পতিদিনে নানা ছান্দে বাএ সেহি ঠাই ॥ ৪ ॥  
 তা দেখিয়া না ভুলিলী আইহনের দাসী<sup>৪</sup> ।  
 কাহ্না<sup>২</sup> কাহ্না<sup>৩</sup> তবে মোহন বাঁশী ॥ ৫ ॥  
 সাত গুটি বিশ্ব তাত করি আনুগাম ।  
 অশ্বজের সাথী হিরার বাদিল কাম ॥ ৬ ॥

১ তারপল, ২ ইকার কাটা ।

১ পুথিতে বনমালী। ২ পুথিতে ভুলিলী। ৩ পুথিতে রাণী।

হরিয়ে পুরিখা কাহাঞি তাহাত ওঁকার ।  
 বাশীর শব্দে পারে জগ মোহিবান ॥ ৭ ॥  
 যমুনার ঘাটে রাখা বাশীনা হুগী ।  
 জল লইয়া ঘর আয়িলী আই[হ]নের রাণী ॥ ৮ ॥  
 বন্দাবনে বাশী বাএ নান্দের নন্দন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

কেদারবাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিগীয বংশনিনদঃ রাখা কংসভয়াতুরা ।  
 বেদিতুঃ বাদকন্তস্ত জগাদ জরতীমিদং ॥

কে না বাশী [১৬৯১২] বাএ বড়ায়ি কালিনী ।  
 কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ.গোঠ গোকুলে ॥  
 আকুল শরীর যোর বেআকুল মন ।  
 বাশীর শব্দে মো আউলাইলো রাখন ॥ ১ ॥  
 কে না বাশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।  
 দাসী হুগী তার পাএ নিশিবে আপনা ॥ ২ ॥  
 কে না বাশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিয়ে ।  
 তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলো কোণ দোষে ॥  
 আকুল বরএ মোর নয়নের পাণী ।  
 বাশীর শব্দে বড়ায়ি হারায়িলো পরাণী ॥ ৩ ॥  
 আকুল করিতে কিবা আশ্রয় মন ।  
 বাজাএ হুসর বাশী নান্দের নন্দন ॥  
 পাখি নুহো তার ঠাই উড়ী পড়ি জাও ॥  
 যেদনৌ বিদার দেউ পসিখা লুকাও ॥ ৪ ॥  
 বন গোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাগী ।  
 মোর মন গোড়ে যেক কুন্ডারের পণী ॥  
 আশ্রয় স্থখাএ মোর কারু আভিলাসে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

১ রাখা ভোজাপাঠে ।

ক্রীবাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং শ্রবজরভয়াতুরা ।  
 যমুনা[১৭০১১]তীরমাগত্য রাখাহ জরতীমিদম্ ॥  
 হুসর বাশীর নাদ হুগী আইলো  
 মো যমুনাতীরে ।  
 শোভন কলসী করে ধরিখা  
 প[১]রিলো যমুনানীরে ॥

বড়ায়ি ল ।

বাশীর নাদ না শুণী এবে  
 কারু গেলো কিবা দূরে ।  
 প্রাণ বেআকুল ভৈল এবে  
 ক্রিমনে জায়িবো ঘরে ॥ ১ ॥

বড়ায়ি ল ।

তোকে কি দেখিলে জায়িতে পথে ।  
 কাল কাহাঞি চাঁচর কেশে  
 কুহুম শোভিত মাখে ॥ ২ ॥  
 আহোনিশি মো আন না জাণো  
 এত দুখ কহিবো ভাএ ।  
 কাহের ভাবে চিত্ত বেআকুল  
 লাজে মো না কান্দো রাএ ॥  
 যমুনাতীরে কদমের তলে  
 কারু মোরে দিলে কোলে ।  
 তাহা হু অরিখা বিকলী ভৈলো  
 কারু বিসরিল ভৈলো ॥ ৩ ॥  
 চারি দিগে তরু পুষ্প মুকুলিল  
 বহে বৃসন্তের বাএ ।  
 আশডালে বসী হুগিলী কুহলে  
 লাগে বিষবাণবাএ ॥  
 চান্দ প্রকজের ভেদ না জাণো  
 চন্দন শরীর তাএ ।  
 কারু বিদ্য মোর এবে এক খন  
 এক কুল যুগ ভাএ ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে বিসরিল ।

বাঁশীর শব্দে                  প্রাণ হরি[১৭০।২]আ  
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে ।

তা বিগি সকল                      আন্তর দহে  
যেন বেআপিল বাঁধে ॥  
এবে আপিত দেহ                  নান্দ্রের নন্দন  
পুরত আক্ষার আশে ।

বাসলীচরণ শিরে বন্দিতা  
গাইল [বড়] চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

~~শ্রী~~রাগঃ ॥ যতিঃ ॥  $\frac{9}{6}$

ওবেঁ বৃঢ় নয়নে মো না দেখেখো হৃদয়ী ।  
কথা গেলৈ পায়িব আন্ধে শ্রীকৃষ্ণ হরী ॥  
হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী ।  
তবে মো তোন্ধাক আগি দিবে বনমালী ॥ ১ ॥  
যত কিছু বুয়িলে মোর পরাণনাতিনী ।  
বড় দুখ উপজিল মণে তাক হুণী ॥ ২ ॥  
যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবে পারি ।  
ঘড়িআল কুন্তীর তাহাত আপারি ॥  
শক্তিএ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী ।  
তথা বা কেমনে পায়িব দেব চক্রপাণী ॥ ৩ ॥  
সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর ।  
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর ॥  
তাহার আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে ।  
হেনক উপায় তোন্ধে কহ মোর থানে ॥ ৪ ॥  
ডরি[১৭১]১১ যমুনাত তোন্ধা কৈল পারি ।  
তোন্ধা হেতু কান্দে বহিল দধিভার ॥  
তড়া তোর ভালমতে না পুরিল আশ ।  
বাসলী শিরে বন্ধী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কোড়ায়াগঃ ॥ রূপকং ॥

আইস ল বড়ায়ি মোরঃ রাখহ পরাণ ।

সহিতেন না পারেন। যদন পাঁচ বাণ ॥

সবস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ ।

আধিক বিব্রহশিখি হ্রদএ জনএ ॥ ১ ॥

~~কি~~ বুদ্ধি করিবে। বড়ায়ি বোলহ এখন।

যে বুদ্ধি করিলেঁ রহে আত্মার জীবন ॥ ৫ ॥

ক'বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।

আস্কার মনত ভাএ যেহেন গরল ॥

নব কিশলয় ঙৈল দহন সমান ।

ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান ॥ ২ ॥

নানা তরু লতা বন ঘোর আচ্ছাদন ।

বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার ॥

ধরণ না জাএ বড়ায়ি আন্ধার যৌবন ।

প্রাণ বাথ আণি দেহ নান্নের নন্দন ॥ ৩ ॥

আস্কার বচন শুণ তোস্কে বড়ি মা ।

না জান কেম[১৭১২]ণ করে আশ্কার গা ॥

বিগি কাছে চঞ্চল আশ্কার জীবন।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

— রামগিরীরাগঃ ॥ ষতিঃ ॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে

মেঘ বরিষে য়েহু

ସାରଥୀ ନୟନେର ପାଣି ।

আল বড়ান্নি ।

সংপূর্টে প্রণাম করি                      বুইলোঁ সব সখিজনে

କେହେ। ନାନେ କାହାଞ୍ଚିଂକେ ଆମି ॥ ୧ ॥

আল বড়ায়ি চাহা চাহা ।

কোণ দিগেঁ মোহারী বাজে ॥ ৬৭ ॥

রূপস দেখিএ যথাঁ

নানা ফুল ফল গড়া।

সেই সে কাছাকাছি'র দেশ ।

नान्देदर नन्दन काश्

সৌভাগ্যবশে পাল্লব শেষ ॥ ২ ॥

কাহ্নাঞি বিহাণে মোর (৩) সকল সংসার তৈল

❖ দশ দিগ লাগে ঘোর শূন ।

আঞ্চলের সোনা যোঁর      কে না হরি লখা গেল

কিবা তার কৈলোঁ অগ্র ॥ ৩ ॥

তোমার আগত সন্তো বুলিলো বড়ায়ি  
তোর বোল না করিবো আনে ।  
আগিছা কাহাঞি দেহ বড় চণ্ডীদাস গাএ  
বন্দী বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

[১৭২।১] গুজরীরাগঃ ॥ বতিঃ ॥

উত্তম গোআলকুলে আদ্যার জরম ।  
তোমাকে জুগত নহে এ সব করম ॥  
দুচারিণী যার মা তার হেন গভী ।  
সেসি পর পুরুষের বাহুএ স্বরতী ॥ ১ ॥  
স্বণহ নাতিনী তোক কিছু নাহি বুধী ।  
কথা গিয়া পাইব আশে কাহাঞি র সুধী ॥ ২ ॥  
এ সব কামত যেবা উপসন্ন হই ।  
পাপ বেআপিত সে ধরম করে খই ॥  
আপণা চিহ্নি থাক আইহনের রাগী ।  
লোকে জগি স্বণে তোর এ সব কাহিণী ॥ ২ ॥  
শিত হয়তে জাগো তোর মাএর চরীত ।  
তার খিউ হই তোর কেহে হেন চীত ॥  
পুরুষে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে ।  
এবে তোর মন তাক বেকত করিতে ॥ ৩ ॥  
স্বণহ স্বন্দরি তোকে আইহনের দাসী ।  
এ সব করমে কেহে ভয় না বাসী ॥  
হেন কাম করিলে নাসিবো তোর পাশে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ [১৭২।২] ॥ রূপকঃ ॥

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবো ।  
মাল্লী মালতী ফুল গাখিবো ।  
দূতা তোক লয়িছা কাহের মুখ দেখিবো ॥  
খাট পালকি গঢ়াবিবো ।  
আল স্ববঙ্গে মঢ়াবিবো ।  
কাহাঞি লইছা রতিঞ পোহাইবো ॥

১ আইহনের, বা কোলা পাটে ।

এবে গুণিছা বাঁশীর ধনী ।  
আল মরিবো জালী আশুগী ।  
কাহের সকল দোষ খণ্ডিবো আপুণী ॥  
তোরে মো না এড়িবো দূতী ল ।  
বোলহ কাহেরে রাখাক দেউ সমতী ল ॥ ৫ ॥  
মো জে সখি সব সঙ্গে করিবো ।  
মাল্লী মালতী ফুল গাখিবো ।  
দূতা তোক লয়িছা কাহের মুখ দেখিবো ॥  
মো জে কন্তুরী কপূর খাইবো ।  
কিশলয় শয়ন বিছাইবো ॥  
কাহু আলিঙ্গিছা সকল দেহ জুড়ায়িবো ॥  
তার বাঁশীর শব্দ শুণী ।  
পরান জাএ মোর শুণী ।  
স্বণ তৌ দূতা আনি দেহ চক্রপাণী ॥  
দেবের বর যদি পাও ।  
এখনে তবে পাখি হও ।  
আপণে উড়িছা কাহের ঠায়ি জাও ॥ ৩ ॥  
সে [১৭৩।১] গোবিন্দ গোপনন্দনে ।  
মোর কুচ্যুগের চন্দনে ।  
সব সখি লয়ী তার করিবো বন্দনে ॥  
আন বড়ায়ি কাহ মোর থানে ।  
সঙ্গে আইউ বন্দাবনে ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ধাহুবাঁরাগঃ ॥ একতালীঃ ॥

আল রাখা ।  
কিসক মরিতে চাহ তোমকে ।  
চাহিছা কাহাঞি আগি দিব আশে ॥ ল ॥  
বুঝাইছা বুলিবো তারে বাণী ॥  
যেহ সে আইসে চক্রপাণী ॥ ল ॥ ১ ॥

১ একতালী তোলা পাটে । ২ আগি পর আঁ কাট ।

আল রাধা ।  
 বুন্দাবনে কাহাঞি [আগি]বো ।  
 তোর সঙ্গে স্বরতী করায়িবো ॥ ল ॥ ৫ ॥  
 যত দুখ দেখিলো তোমারে ।  
 একে একে কহিবো কাহ্নে ।  
 আবসি সোঅরি তোর নেহে ।  
 কাহ্নাঞি আসিব কুঞ্জগেহে ॥ ২ ॥  
 যত কিছু বসে তোর মণে ।  
 নিবেদিহ কাহ্নের থানে ॥  
 তবে তোক না ছাড়িব কাহ্নে ।  
 সরূপে বইলো তোর থানে ॥ ৩ ॥  
 হেন বেলে মাঝ বুন্দাবনে ।  
 কাহ্নাঞি বাঁশীত দিল সানে ॥  
 সুগী রাধা পাইল হরিষে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৭৩১২]সে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥  
 বংশীনিদানতরলা তরলাকলোচনা ।  
 জগদ কচিরং রাধা ভারতী জরতী প্রতি ॥

বড়ায়ি ।

হাথে ভাও মাথে করী চান্দ  
 চন্দন চক্ৰিত গাএ ।

যমুনার তীরে কদমের তলে  
 কে না বাঁশী বোলাএ ॥ ১ ॥

রাধা ।

পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া  
 মাথে ষোড়াচুলা ।

ধূলীএ ধূসর নীল কলেবর  
 সেই সে নান্দের বালা ॥ ২ ॥

তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ

তোর সঙ্গে নিতি আসী ।

গোহুলত থাকে বাছাক রাখে

কথা পাইলে হেন বাঁশী ॥ ৩ ॥

রাধা তোঞি মুগধী [আবালী] গোআলী /  
 না জাগি কাহ্নের শুধী ।

তোহোর আশ্বরে চতুর কাহ্নাঞি  
 পাতএ আশেষ বধী ॥ ৪ ॥

আতি মনোহর বাজাএ হুসর  
 স্থগিআ পরাণ জাএ ।

কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি  
 কেমনে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥

বাঁশীর বিন্দিত মুখ সংযোজিআ  
 সপত সর বাজাএ ।

নাগর শেখর নান্দের হ[১৭৪১]ন্দর  
 বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৬ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লম্বুশেখরঃ ॥

এতাং জ্ঞান রূপসরোহংসী বংশীকথামথ ।

জগদ রাধা মধুরং ভারতী জরতী প্রতি ॥

ঘরেত বাহির হইআ নাগর কাহ্নাঞি  
 কোণ দিগে সার গীসারে ।

বাঁশীর শব্দে চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি  
 জাইবো তার আহুসারে ॥ ১ ॥

দুখ বাঁশীর শব্দে গো বড়ায়ি ।

ঘোলে ঘরত মাথানি না বলে ॥ ২ ॥

বুন্দাবন পুসিআ হুন্দর কাহ্নাঞি  
 বাঁশী বাএ স্থলিত ছান্দে ।

হার ককন বড়ায়ি সব তেআগিবো  
 স্থগী তাক সুক কেবা বান্দে ॥ ২ ॥

চলি আইতে চাহো বড়ায়ি পাঅ নাহি চলে  
 হারায়িলো সখিজন সঙ্গে ।

এবে বাঁশীদান স্থগী দেই কারু আগী  
 গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৩ ॥



শুভ্ররীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা প্রেরিতা বৃদ্ধা ভরতেশ্বরণ্য প্রতি ।

ইহং ভ্রগাদ বচনং রাধিকামাধিকাতরাম ॥

খনে বসী [১৭৪১২] থাকে কাহাঞি যুমনার তীরে ।

গেতুআ খেলাএ খনে গোফুল ভিতরে ॥ ১ ॥

কথা গিআ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহাঞি ।

সরূপ করিআ বোল আন্ধার ঠাই ॥ ২ ॥

খণে বৃন্দাবনে খনে বাণী বোলায়িতে ।

নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমতে ॥ ৩ ॥

হারা উদ্দেশে কত বেড়াইব আক্ষে ।

বৃন্দা মাছুষক দয়া না করহ তোন্ধে ॥ ৪ ॥

কাহুতী করিআ বোলোঁ খেমা কর মনে ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ //

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে ।

এবে কাল হৈল মোকে নান্দে নন্দনে ॥

প্রাণ আকুল ভৈল বাণীর নাদে ।

এবে আসিআ কাহাঞি দরশন নাদে ॥ ১ ॥

আন্ধা উপেখিআ গেলা নান্দে নন্দনে ।

তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ ॥ ২ ॥

আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআ ।

কেলি কৈল যেই [১৭৫১১] বৃন্দাবনত পসিআ ॥

নাগর কাহাঞি সমে বিবিধ বিধানে ।

এবে লজা চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥ ৩ ॥

বড়ার বোহারী আক্ষে বড়ার কী ।

কাহু বিগি মোর রূপ যৌবনে কী ॥

এ রূপ যৌবন লজা কথা মোএ জাও ।

যেদনী বিদার দেউ পসিআ লুকাত ॥ ৪ ॥

মন্দ পবন বহে কালিনী নইতীরে ।

কাহাঞি সৌজরী মোর চিত নহে বীরে ॥

এবে আকুল কৈলে মোরে নান্দে নন্দনে ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবে আন্ধা দিআ কাহাঞি পাঠায়িলে তাহুল ।

তখন কি বুঝিআ না কৈলৈ আপুফুল ॥ ১ ॥

পুনরপি আক্ষে বহিলৈ দখিভার ।

তবে কেহু না পালিলে বচন তাহার ॥ ২ ॥

যখন শরতরোদে ধরিলেক ছাতী ।

তখন বোলায়িলে রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥

তোন্ধা সমে করিব যমুনাজলে কেলী ।

হেন বুঝি কালীয় দ[১৭৫১২]লিল বনমালী ॥ ৪ ॥

নারী ফুল আরোপিল নিখিল বৃন্দাবন ।

তোন্ধার বিলাস হেতু নান্দে নন্দন ॥ ৫ ॥

তোন্ধাত লাগিআ এত কৈল দামোদরে ।

তভৌ তাক দোষ দৈসি তোঞ বারে বারে ॥ ৬ ॥

এখন বোলহ রাধা আন্ধার মরন ।

এবে কথা পাইব আক্ষে নান্দে নন্দন ॥ ৭ ॥

মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সুন্দর বাণীর নাদ শুনিআ বড়ায়ি

রাঙ্কিলোঁ যে স্বনহ কাহিনী ।

আবল ব্যঞ্জে মো বেশোআর দিলোঁ

সাকে দিলোঁ কানাসোআ পাণী ॥ ১ ॥

রাঙ্কনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি

স্বনিআ বাণীর নাদে ॥ ২ ॥

নান্দে নান্দন কাহু আড়বাণী বাএ

যেন রএ পাঙ্করে গুআ ।

তা স্বনিআ যুতে মো পরলা বুলিআ

ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ ॥ ৩ ॥

সেইত বাণীর না [১৭৬১১] স্বনিআ বড়ায়ি

চিত মোর ভৈল আকুল ।

হৈল চণ্ডীদাস নিমকোলে খেপিলোঁ

বিগি জলে চড়াইলোঁ চাউল ॥ ৪ ॥

যমুনার তীরে কদম তরুতলে  
তহি বসি কাহু বাএ বাঁশে ।  
তাক আশিঁখা বড়ায়ি রাখহ পরাণ  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

আজি ভাল না শুনো মো তোন্ধার বচন ।  
আপণার গুণ কহ আউলারী রাক্ষন ॥ ১ ॥  
আপণার হুখে কাহাঞি ভ্রমে বৃন্দাবনে ।  
লাজ না বাস বুলিতে হেন বচনে ॥ ২ ॥  
তাহাক আশিতে তোন্ধে নাহায়িলে আশলে ।  
ছোলজ চিপিয়া রস দিলে নিমঝোলে ॥ ৩ ॥  
চল চাহা গিয়া রাখা বৃন্দাবন পাশে ।  
তথ্য কাহাঞি [ বসে ] গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

নিখার কলসঃ কুক্ষো বুদ্ধরা সহ রাখিকা ।  
জগাম যমুনাভীর কুকাধেবণতংপর ।  
কাখেত কলনী বড়ায়ি জাও ধীরে ধীরে ।  
চতুর্দিশ চাহো বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥  
বাঁশীনা[১৭৬২]র হুগী কাহু দেখিতে না পাও ।  
মেমনী বিদার দেউ পসিঞা লুকাও ॥ ল ১ ॥  
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনা ক তীরে ।  
বাঁশীর শব্দে প্রাণ কেহু জগি করে ল ॥ ২ ॥  
শীতল মনোহর বাঁশী কে না বাএ ।  
ভালত বসিঞা বেলু কুয়িলী কাটে রাএ ॥  
উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ হুগী ।  
না পায়িঞা কাহাঞি বড়ায়ি তেজিবো পরাগী ॥ ৩ ॥  
যমুনার তীরে বড়াই কদমের তলে ।  
পূর্ব ঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত মললে ॥

মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে ।  
তবেসি মেলিব এখা প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ ॥  
এবে মঙ্গল চাহীঞা দেখিলো বড়ায়ি ।  
কাহাঞি পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী ॥  
এখণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ ।  
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাবনে ।  
কথাহো না পায়িল কাহুরে দরশনে ॥  
আজি স্বন্দরী রাখা চলি জায়ি ঘর ।  
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১ ॥  
এখণ আর কিছ উপায় নাহী ।  
কালী প[১৭৭১]রভাতে আসি চাহিবকাহাঞি ॥ ২ ॥  
বিহাণ আইলাহো হৈল সাঝ উপসন ।  
গোঠে হৈতে ঘর আজি আসিঁখা আইহন ॥  
তোন্ধাক না দেখিঁখা রোষিব আন্ধারে ।  
না জাগো আয়র কিবা করএ আন্ধারে ॥ ৩ ॥  
কোপছলে পরিখে তোন্ধার মতি কাহে ।  
এখন পায়িবাক তাক না কর যতনে ॥  
বিরহে বিকল হইয়া তোন্ধার থানে ।  
আপণে মেলিব আসি নাগর কাজে ॥ ৪ ॥  
আন্ধাত্ত আধিক তোর কে করিবে হিত ॥  
সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত ॥  
হেন বুলি বড়ায়ি লয়িয়া গেলী ঘর ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৫ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রথম পহরে গোআল দেখে নিম্ন  
আচম্বিত বাঁশীধুনী করিল গোবিন্দ ॥

উত্তরলী হরিলী রাহী বাঁশীর নাদে ।  
 বিরহে বিকলী হুঁখ গোআলিনী কান্দে ॥ ১ ॥  
 শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হে ।  
 অনাথী নারীক সজ্জ নে ॥ ৬ ॥  
 হু[১৭৭।২] অজ্ঞ পহরে নিন্দে আকুল আইহন ।  
 নাছে গিঅা চাহে রাহী নান্দেব নন্দন ॥  
 চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে ।  
 কথাহো না পায়িল কারুর দরশনে ॥ ২ ॥  
 তিঅজ্ঞ পহর রাতি কোকিল বএ ।  
 বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥  
 এতৌ নাইল সে ত নান্দেব পূত ।  
 কোকিলের নাদ মোকে যেরু যমদূত ॥ ৩ ॥  
 চৌঠ পহরে গুণিঅা পাঁচ সাতে ।  
 বিরহে মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে ॥  
 মুখ জল দিঅা বড়ায়ি করায়িল চেতন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীবাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

অথ রাধাং পুরো বীক্য স্রবজরভরাভূতং ।  
 চতুরা জরতী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি ॥  
 স্বপ্নহ স্বন্দরী রাধা বচন আশ্রয় ।  
 যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবর ॥ ১ ॥  
 তোন্ধার বচনে যমুনাক আশ্রয়ে আইব ।  
 তথ্য গেলে কেমনে কারাক্রি'র লাগ পাইব ॥ ২ ॥  
 তথ্য বাঁশী চোরায়িত্তে করিউ য[১৭৮।১]তনে ।  
 যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহে ॥ ৩ ॥  
 তার বাঁশী নিলে হিত কি হয়িব মোর ।  
 সুরুপ করিঅা কহ পাএ ধোরৌ তোর ॥ ৪ ॥  
 বাঁশীত লাগিঅা তোকে নান্দেব নন্দন ।  
 আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন ॥ ৫ ॥  
 কদমের তলে যবে কাহু থাকে বসী ।  
 তবে তার কেনমতে চোরায়িব বাঁশী ॥ ৬ ॥

নিন্দাউলী ময়ে তাক' নিন্দাইব আশ্রি ।  
 তবে তার বাঁশী লখা যব আইহ তুঙ্গি ॥ ৭ ॥  
 কেহো যবে বাঁশী হাথে দেখিব আশ্রয়ে ।  
 তবে তাক সযোযিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥  
 বাঁশীগুটি থুইহ তোমকে কলসে ভীতর ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৯ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

গছা রাধাযুতা বৃদ্ধা মাধবঃ বায়নে তটে ।  
 নিত্রালুঃ বিদধে মন্ত্ৰৈর্বাশাপহরণাশর ॥  
 যমুনার তীরে কদম তরুতলে  
 বাজ বহে স্নানীতলে ।  
 তথ্য বশিঅা সে দেবরাজ  
 পুরিল বাঁশীত শরে ॥ ১ ॥  
 নিত্রাহো আসিঅা চাপিল [১৭৮।২] কাহে  
 তৈসি না গেলা ঘরে ।  
 নব কিশলয় শয়নে স্নানীত  
 বাঁশীত দিঅা সিঅরে ॥ ২ ॥  
 আল ।  
 কাহু নিন্দ গেলা হেলে ।  
 দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ  
 বাঁশী হারায়িল ভোলে ॥ ৩ ॥  
 সকল সখিগনে যমুনাক গেলা  
 আণিবারৌ পাণী ।  
 কদম তলাত নিন্দ গেলা কৃষ্ণ  
 দেখিল আইহনরাণী ॥  
 ধীরে ধীরে তার নিকট গিঅা  
 বাঁশী চোরায়িঅা সযরে ।  
 কাথের হুঙত ভিতর থুয়িঅা  
 রাধা লড়িলা ঘরে ॥ ২ ॥  
 যবত গিঅা সে চক্রাবলী  
 ভূমিত থুয়িঅা কলসী ।

উল্লসিত মনে বাহির করিঁয়া  
 পুণি পুণি চাহে বাঁশী ॥  
 পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী  
 যথা নাহি জ্ঞাএ আনে ।  
 মনত গুণিঁয়া সার কৈল  
 আর নাহি দিব কাহে ॥ ৩ ॥  
 নিদ্রা ভাঙ্গিঁয়া সত্বর হয়িঁয়া  
 কাহাঞি তুলিল গাএ ।  
 চারি পাশ চাই বাঁশী না পায়িঁয়া  
 কাটিলান্ত দীর্ঘ রাএ ॥  
 বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিঁয়া  
 বিলপিল। শ্রীনিবাসে ।  
 বাসলীচর[১৭৯।১]ণ শিরে বন্দিঁয়া  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আনেক যতন করি আলোচিঁয়া কাজে ।  
 বাঁশী নির্মিল আক্ষে গোকুলসমাজে ॥  
 শোভে রতনজড়িত বাঁশী আন্ধারে ।  
 নাদে মোহো জ্ঞাএ সকল সংসারে ॥ ল ১ ॥  
 বাঁশী হারায়িলো বড়ায়িল  
 আল গোকুলে আসিঁয়া ।  
 হাকান্দ করুণা করো ভূমিত লোটায়েঁয়া ॥ ৫ ॥  
 এবৈ কে না নীল মোহন বাঁশে ।  
 মুকুতার ঝারা পাটখোপ ছই পাশে ।  
 থকিল তথি সোনার পাতা ।  
 স্বরপতী জ্ঞানে মোর বাঁশীর বারতা ॥ ২ ॥  
 বাঁশী হারায়িঁয়া কারু মনে খেদ করে ।  
 তাহাক চাহিঁয়া কারু বুলে ঘরে ঘরে ॥  
 মাখাত হাথ দিঁয়া কান্দন্তি গদাধরে ।  
 তাহাক গুণিঁয়া রাধা পায়িল বড় ভরে ॥ ৩ ॥  
 মগত গুণিঁয়া পাছে দেব চক্রপাণী ।  
 ছই হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী ॥

তবে সবে কহিলা[১৭৯।২]জ বড়ায়ির থানে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

মল্লারবাগঃ ॥ রূপকং ॥

না কান্দ না কান্দ কাহাঞি স্বগহ বচনে ।  
 কাতর কিকে হয় কমললোচনে ॥  
 আযাজ্ঞাঞ গোকুল কইলৈ গমনে ।  
 শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে ॥ ১ ॥  
 স্বগহ স্বগহ কারু না কর আতোষে ।  
 আক্ষে সব কহিঁয়া দিব বাঁশীর উদ্দেশে ॥ ৫ ॥  
 আন্ধার বচনে তোন্ধে কর অবধান ।  
 গোপীকুলের তোন্ধে কৈলৈ আপমান ॥  
 তেকারণে এবৈ আক্ষে করি আছুমান ।  
 তেঁ সঙ্গে চোরায়িল বাঁশী তোর কারু ॥ ২ ॥  
 বাঁশীর উদ্দেশে তোক কহিল মুরারী ।  
 গোপী মাঝে বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী ॥  
 যোল শত যুবতীক কর ষোড় হাথ ।  
 তবে বাঁশী পায়িবৈ শুন জগন্নাথ ॥ ৩ ॥  
 ষোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী ।  
 তা দেখিঁয়া ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী ॥  
 বুঝিঁয়া রাধাক বাঁশী মাদিল কাহে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৮০।১]স বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আন্ধার বাঁশীর শব্দে ল ।  
 আল হের রাধা  
 খণ্ডএ সকল আগদে ।  
 আল রাধে জার ধূনী সরগহুআরে ॥ ল ১ ॥  
 মোরে বাঁশীগুটি দিঁয়া মেণ দাণে ।  
 আল হে রাধা  
 বারেক রাধহ সমানে ল ॥ ৫ ॥  
 বাঁশী পাইল হয় গোরা বরৈ ।  
 দেখিতে আতি মনোহারে ।  
 যার নাদে গোকুল রহে ॥ ২ ॥

✓ স্বপ্ন তৌ আইহনের গোআলী ।

আকুল না কর বনমালী ॥

বাঁশী দেহ তেজিআঁ অজালে ।

হের তোর ধরিলৌ আঁচলে ॥ ৩ ॥

স্বপ্ন কি বলিহে বাপ নামে ।

বাঁশী হারায়িলৌ মো নিন্দে ॥

বাঁশী দিআঁ পুর মোর আশ ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ বচনঃ শ্রদ্ধা রাধিকাবিমতী সতী ।

বেশমানতহস্তরী ভগাদ জরতীমিদঃ ।

স্বত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলৌ গো

বিকে আইতে মথুরা নগরী ।

আঁকলে ধরিআঁ মোক কা[১৮০।২]কাঁকিঁ রহাএ গো

বোলে তোঁঞ বাঁশী কৈলী চুরী ॥ ১ ॥

আল হের না জাণৌ বাঁশীর শুধী ।

আল ল বড়ায়ি ।

ছাওআল কাঁকিঁ বল করে ॥ ৫ ॥

তেজিলৌ মো তার চীর নুপুর কঙ্কন বড়ায়ি ১২

তেজিলৌ মো সব আভরণে ।

বারে বারে কাঁকিঁ মোকে দিকাদিক বোলে গো

যত কিছু ভোঙ্কার কারণে ॥ ২ ॥

গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ

কিবা মরৌ আনলে পুড়িআঁ ।

তবে বা মোঞ কাঙ্কের ঝগড় এড়াওঁ

কিবা মরৌ খরল খায়িআঁ ॥ ৩ ॥

আঙ্কার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাঙ্কের গো

চন্দ্রাবলী মন্ডে পরিহারে ।

না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো

গাইল বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

১ রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতঃ ।

উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণে বংশোৎপাদনহেতবে ।

✓ মোঞ নিষথিল পুতা কাঙ্কে ল ।

না করিহ গোষ্ঠ সঘনে ।

সেহো বোল না শুণিল কানে ল ।

[১৮১।১] আল হের বড়ায়ি হে ।

তে মোর বাঁশী নিল আনে ॥ হে ॥ ১ ॥

হরি হরি ।

কে না পরাণে দুখ দিল ।

আল হের ।

বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে ॥ ৫ ॥

মোর বাঁশী জিতুবনে জাগী ।

খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী ॥

বাঁশী নিআঁ রাধা নাহি মানে ।

সে নিল জাণৌ আহুমনে ॥ ২ ॥

বাঁশী হারাইল বনমালী ।

স্বপ্ন বাপ মোঞ দিব গালী ॥

তাক ধন দিব চক্রপাণী ।

যে মোর বাঁশী দিব আনী ॥ ৩ ॥

নাহি করৌ কিছু আপরাধা ।

বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা ॥

বোল তারে দেউ মোর বাঁশে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ জীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণ বচনঃ শ্রদ্ধা জরত্যা প্রতিপাদিতঃ ।

অথ রাধা নিরাবাধা পুনঃ প্রাহ গদধিরং ।

বাপ নন্দ গোপ

মাঅ বশোদা

জগতে বিদিত তোরে ।

তার পুত্র হুঁজী

দেব দামোদর

মিছা চুরী দোষ মোরে ॥ ১ ॥

এথাক্রি শিয়রে বানী আরোপিতা  
হুতিয়া আছিলো [১৮১১২] আশ্রি  
পাণী নিবারে আসিয়া সে

বানী নিলেহে তুমি ॥ ২ ॥  
বড়ার বিহারী বড়ার বোহারী  
আক্ষে আইহনের রাণী ।  
আক্ষে বানী তোর চোরাইল কাহাঞি  
মুখে আন হেন বাণী ॥ ৩ ॥

আক্ষে সে তোন্ধার সকল বেভার  
রাধা জাণো ভালমতে ।  
তেঁসি পুছি আক্ষে তোন্ধার থানে  
বানী নিলে কোণ ভিতে ॥ ৪ ॥  
মিছা বোল তেজ হুম্মর কাহাঞি  
সত্য কর পরমাণে ।

আক্ষে যত বড় মন্দ লোক কাহ  
তাক সখিজন আগে ॥ ৫ ॥  
না বোল না বোল নাগরী রাধানন্দ  
মোরে হেন হুঁ বাণী ।  
এথাক্রি আন্ধার তোন্ধে নিহু বানী  
সকল লোকে ভালো জাণী ॥ ৬ ॥

তেজিয়া সংশয় কর পরতয়  
কাহাঞি মোর বচনে ।  
কোণ কাজে তোর বানী হরিয়া  
আমান করিব আক্ষে ॥ ৭ ॥

যত আলকার বহুমূল সার  
সব রাধা মোর নে ।

হুসনে জড়িত হিয়াঞ রচিত  
বানীগুটি মোরে দে ॥ ৮ ॥  
নাহি বোলো তোরে ক[১৮২১১]পট উত্তরে  
সত্য বুঝিলো দামোদরে ।

মোঞ নাহি নেত তোন্ধার বানী  
বগড় না কর মোরে ॥ ৯ ॥

নটকী গোআলী হিনারী পায়রা  
সত্যে ভাব নাহি তোরে ।

তোঞ নিলী বানী গাইল চণ্ডীদাস  
দেবী বাসলীর বরে ॥ ১০ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কোণ আছুড় খনে পাঅ বাঢ়ায়িলো ।  
হাছী জিঠা আয়র উরট না মানিলো ॥  
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ ।  
বাঞর শিআল মোর ডাহিনে জাএ ॥ ১ ॥  
বৈশিত লাগিয়া মোর কি ভেল বড়ায়ি ।  
আখায়িল ঘাতত বিষ জালিল কাহাঞি ॥ ২ ॥  
কথো দূর পথে মো দেখিলো সগুণী ।  
হাথে থাপর ভিথ মাঙ্গএ যোগিনী ॥  
কান্ধে কুহুয়া লজা তেলী আগে জাএ ।  
সুখান ভালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥ ৩ ॥  
স্বত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবো ।  
যোগিনীরূপে মো দেশান্তর লইবো ॥  
আনলকুণ্ডত কিবা তহু তেআগিবো ।  
কাহুত লাগিয়া কিবা বিষ খাই[১৮২১২]আ মরিবো ॥ ৪ ॥

বোলও হুম্মর কাহাঞি করিয়া করণে ।  
লোটীয়া ভূমিত ধরী তোন্ধার চরণে ॥  
কিসক কাহাঞি মোক দেহ হেন দোষে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কিসক নাগরী রাধা ঘোড়সি কান্দনে ।  
তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারে চাহ কাহে ॥  
সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বানী ।  
না জাণো বানীর স্বরী আগণে বোলসী ॥ ১ ॥  
আপণা চিহ্নিয়া বানী দেহ মোরে আণী ।  
যবে তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী ॥ ২ ॥  
সব আভরণ তোর কাড়িয়া লইবো ।  
বানীত লাগিয়া তোক বাছিয়া রাখিবো ॥

জীবার আশ যবে আছে তোমার ।

কাঁট করী বাঁশীগুটা দিবার আশ্কার ॥ ২ ॥

বাঁশী পায়িলে কিছু না বলিব গদাধর ।

আপনার স্বখে রাখা জাইহ তোম্কে ঘর ॥

যবে বা না দিবি বাঁশী ভাঙিবি আশ্কারে ।

এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে ॥ ৩ ॥

[১৮৩১] আপনা চিহ্নিআ [রাধা] বাঁশী দেহ মোরে ।

নহে পাচ আবধা করিব আশ্কে তোম্কারে ॥

এহা স্বপ্ন বড়ায়িতে উপজিল হাস ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতাল্য ॥

হারায়িল তোম্কার বাঁশী টেসি বড়ায়িতে হাসী

মোর বোল স্বণ চকুপাগী ॥

বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহীক সত্ত্ব করে

হেন চুত বড়ায়ির বাণী ॥ ১ ॥

কিকৈ কাকুতী করসি চল কাছাক্রি

বড়ায়ি নিলে বাঁশী ॥ নাএ ॥ ৫ ॥

বুঢ়ী বড় অছিন্নরী ? ভাঙে তোম্কা মায়া করী

তার মন ব্রিভেতে না পারী ।

চুত মন মিছে দেখে আশ্রয় সম পর দেখে

চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী ॥ ২ ॥

দেখি তোম্কা আশ্রয় মোর মণে বড় ছুখ

মো কেহে হরিবোঁ তোর বাঁশী ।

তোম্কেএ বড় সিআনি আপণে গুণিআ যান

বড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ ॥

আশ্কার বোল পরমান তাক না করিহ আন

চল তোম্কে বড়ায়ির পাশে ।

[১৮৩২] বাঁশীর তত্ত্ব কহিল আশ্কে দোষ এড়ায়িল

গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতাল্য ॥

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোবে বড়ায়ি তোম্কার দোবে

সব মোর করমের ফল ।

চুহাির কপট হাসী

চোরাআ আশ্কার বাঁশী

রাধা মোক না কর বিকল ॥ ১ ॥

কেহে আমান করসী ।

আশ্কে জাগী তোম্কে নিলে বাঁশী ॥ নাএ ॥ ৫ ॥

তোরে বোলোঁ চন্দাবলী

আকুল মো বনমালী

তোম্কে কৈল চুরী মোর বাঁশী ।

কথা নিআ বাঁশী এড়ি

মিছাএ দোবসি বুঢ়ী

হৃদয়ত ভয় না মানসী ॥ ২ ॥

কহ তোঁ আশ্কার থানে

কিবা আছে তোর মনে

ছুখ দেহ মোরে কি কারণে ।

বাঁশী দেহ একবার

মাগিৰোঁ উপকার

এহাত না কর তোম্কে আনে ॥ ৩ ॥

দৈবে মোক নিন্দ পাইল

তোম্কে এখা বাঁশী নিল

বাঁশী দেহ না কর নিরাশ ।

দেবী বাসলীচরণ

করী শিরে বন্দী

গাইল বড় চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী ।

[১৮৪১] জল মাঝে দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥

পুল কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে ।

ভেকারণে বাঁশী চুরী দোবসি জগন্নাথে ॥ ১ ॥

জাগি মেগ্ন আল বড়ায়ি কাছের কাঁহিলী ।

কলক থুয়িল মোর বাঁশীচুরণী ॥ ৫ ॥

গুরুর আসনে কিবা চাপিআ বসিলোঁ ।

জলের আখর কিবা ভূমিত দেখিলোঁ ॥

খণ্ডবিচনার কিবা বাস্তু তুলী লৈলোঁ গাএ ।

ভেকারণে কাছাক্রি বাঁশী চুরী দোবাএ ॥ ২ ॥

চন্দ স্বরূপ বাত বরণ সাধী ।

যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ ছুয়ি আধী ॥

যবে মো চুরী কৈলো হুঁয়া নারী সতী ।  
তবে কালসাপ খাইএ আজিকার রাতি ॥ ৩ ॥  
এখনে আছিল বাণী তোমার এই ঠাই ।  
আশু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাই ॥  
আজ্ঞে বাণী নাহি নীএ শ্রীমধুসূদন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধে বৃদ্ধাং ভৃশং বৃদ্ধাং বিষয়া কৃতকৈতবায় ।  
বঞ্চনং কুরুষে বস্ত্রে সর্বং তদ্বিচিতং মম ॥

গাই রাখি[১৮৪।২]তে নিন্দ গেলো বাণী মাথে ।  
সে না বাণী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে ॥ ১ ॥  
নান্দের নন্দন কাহ্নাক্রি বোলো মো তোম্বারে ।  
কথা বাণী হারায়িলো দোবসি আন্ধারে ॥ ২ ॥  
প্রথাক্রি আছিল বাণী সন্ধার বিদিতে ।  
সে না বাণী রাধা মোর নিলে কোণ ভিতে ॥ ৩ ॥  
বিচারিআ চাহ মোর দখির পসারে ।  
কথা বাণী হারায়িলো দোবসি আন্ধারে ॥ ৪ ॥  
না বোল না বোল রাধা হেন দুটবাণী ।  
তোম্বাে বাণী চোরায়িলে আন্ধে ভালৈ জাগী ॥ ৫ ॥  
চান্দ সুরঙ্গ মোর আছে ছুয়ি সাথী ।  
আন্ধা মিছা দোষ কাহ্ন খাইবি ছুই আথী ॥ ৬ ॥  
সপ্ত লাখের মোর বাণী করী চুরী ।  
আন্ধো গালী দেহ মোরে রাখিকা নাগরী ॥ ৭ ॥  
স্বত দুখ নষ্ট মোর ঘোলের পসার ।  
গোহারী করিবো রাজা কংসের দুআর ॥ ৮ ॥  
তোর কংসাসুরক নাহিক মোর ডরে ।  
হের ধরিলো বলে তোম্বোর আন্ধলে ॥ ৯ ॥  
মি[১৮৫।১]ছা চুরীদোষ দিআ জাইতে দেহ বাধা ।  
আজী কৈলি আখান্তর করিবেক রাধা ॥ ১০ ॥  
বিণি বাণী দিলে তোর নাহিক গমনে ।  
এহু বুঝী কর মোরে বাণীশুটি দাণে ॥ ১১ ॥

সত্যে নাহি নেও বাণী তোর গদাধর ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১২ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

১ নিগীর রাধাবচনং নিবেধপক্ষ্যাক্ষরং ।  
বাণীমুদিত কংসারিহিললাপ নিরন্তরং ॥

স্বক স্ববলে শোভিত আন্ধার বাণী  
নাল বাঙ্কিল তার বাহিরে ।  
অ প্রাণ ।  
স্বণিআ কি বলিহে বসন্ত ভাই ।  
বাণী হারায়িলো মো শিঅরে ॥ ১ ॥  
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সন্দরি রাধে ।  
কে না নিল মোহন বাণী ॥ ২ ॥  
ঋগ যজু সাম আথর্ব  
চারী বেদ গাও মো বাণীর সরে ।  
স্বণী সব দেবগণে কি বলিহে আন্ধারে  
কে না নিল বাণী শিঅরে ॥ ২ ॥  
হার কেয়ুর রাধা সব মোর নে ।  
বাণীশুটি আণী মোক দে ॥  
বনমালা আভ[১৮৫।২]রণ তাহা তোক দিবো ।  
যে বোলসি তাহাক করিবো ॥ ৩ ॥  
তোম্বাে মোর বাণী নিলে সন্দরি [রা]ধা  
মোর মনে হেন পড়িহাসে ॥  
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ  
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনাক আইলো নীতে পাণী । আল ।  
তোর বাণী স্বণিহো না জাগী ॥ কাহ্নাক্রি হে ॥  
হুঁয়া তোম্বাে দেব চক্রপাণী । আল ।  
কেহে বোল হেন দুটবাণী ॥ ল কাহ্নাক্রি হে ॥ ১ ॥

১ পুথিতে বিঙ্কিল । ২ পুথিতে পড়িহায়ে ।



শিঅরে হারায়িঁ আ তোম্বে বাঁশী ।

মিছা কেহুে আন্নারে দোষসি ॥ ল কাহাক্রিঁ ॥ ৬ ॥

হয়িল মোর এতেক বএসে ।

কেহো নাহিঁ দিল চুরীদোষে ॥

সব লোক মোরে ভালৈ জাণে ।

চুরিণী হয়িলাহৌ তোর থানে ॥ ২ ৥

আতি রতিবেআকুল হয়ি ।

কমণ তিরীক বাঁশী দিঅা ॥

নাথিলেহৌ আপণার কাজে ।

আন্না কেহুে দোষ দেবরাজে ॥ ৩ ॥

সকপে বুয়িলৌ মো কাহাক্রিঁ ।

ভোর বাঁশী আন্নে নাহিঁ পাই ॥

যাক[১৮৬।১]দিলৈ চল তার পাশে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

যাপ বহু[১৮৬।২]ল মোর

মাঅ দৈবকী ল

সব দেবৈ আন্না ভালৈ জাণে ।

গোআলার থি তোম্বে

রাধা চন্ডাবলী ল

ধিক বোল মোক কি কারণে ॥ ৫ ॥

আন্নেত আইহনদাসী

আন্নাতে চাহসি বাঁশী

হুণী তোক রোষিব কাশে ।

তোম্বে কাহু বারৈ বারৈ

ধিক বোল মোর থানে

ফল পাইবৈ আপণার দোষে ॥ ৬ ॥

না বোল নিঠুর বাণী

আন্নে দেব চক্রপাণী

দেহ মোরে বাঁশীর আশে ।

বাসলীচরণ

শিরে বন্দিঅা ল

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥

নিরাশসবনেনাহং রাধা বিকলীকৃতঃ ।

বংশলাভার বুদ্ধে স্বরূপাং বদ সংপ্রতি ॥

বোল শত রাধার সঙ্গিনী । আল ।

তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাহাক্রিঁ ॥

একৈ একৈ কর ঘোড়াহাথে । আল ।

তবেঁ বাঁশী পাইবৈ জগন্নাথে ॥ ল কাহাক্রিঁ ॥ ১ ॥

কত কান্দ নেতে' মোছ লোহে । [১৮৭।১]আল ।

আস্তুর পোড়এ মোর নেহে ॥ ল কাহাক্রিঁ ॥ ৬ ॥

আন্নে হরি জিহুবনে জাণী । আল ।

আন্না লঅা পুরাণ বাধানী ॥ ল বড়ায়ি ॥

ক্রিশ্ণগণের আন্নে নাথ । আল ।

কেমণে করিব ঘোড়াহাথে ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥

এত বড় মোর আপমাণে । আল ।

হুণি কি বুলিব দেবগণে ॥ [ ল বড়ায়ি ] ৬ ॥

হুণ তোম্বে নান্নের কুমার ।

নিজ কাজে বিকল সংসার ॥ ল কাহাক্রিঁ ॥

ঘোড়াহাথে বুলিহ বচনে ।

হুখী হইব রাধার মণে ॥ ল কাহাক্রিঁ ॥ ৩ ॥

১ নেতে, নে' ভোলাপাত্র ।

কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

হুণহ আইহনদাসী তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী

তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ ।

বাঁশীশুটা দেহ যবে বড় পুন পাহ তবেঁ

বাঁশী পাইলৈ হুখে ঘর জাইএ ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥

হুণহ নটক কাহ কেহুে কর আপমান

তোর বাঁশী আন্নে নাহিঁ নীএ ।

বাঁশী যবে পাইএ তবেঁ ঘসি ঘাটিএ

চারি চার করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥

সগর্গ মর্ত্য পাতালে চিত্তিঅা চাহিলৌ মনে

তোঁ মোর নিঅাছিল বাঁশী ।

উচিঠে গরুঅ মনে তোঁক মুচুকে হাসী

তাক দেহ আইহনের দাসী ॥ ৩ ॥

পান্তরে হারায়িঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি

এহা না সহে মোর পরানে ।

হেন যবে বোলে আন কার্টো তার নাক কান

তোম্বে তেজৌ ভাগিনা কারুণে ॥ ৪ ॥

কেহে তোঞি কাজ না বুঝি।  
তত্তী করিলে না পাইবে বাঁশী ॥ [ল কাহাঞি] ॥ ৫ ॥  
ঘোড় হাথ করিলে বড়ায়ি।  
তবে কি দিবেক বাঁশী রাহী ॥  
পাছে জনি লোক উপহাসে।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥  
হের গিআঁ তোন্কার বচনে।  
হাথ ঘোড় করে দেব কাছে ॥ ৫ ॥

ধাহুবাঁরাগঃ ॥ একতালী ॥

প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংযতলং পুরঃ ।  
বিলোক্য মাধবঃ [১৮৭১২] বৃদ্ধা রাধিকামিদমাদধে ॥

মেঘ ঘেহু আঘাট প্রাণে।  
ঝরে তার পাণী নয়নে গো ॥  
কান্দিয়া মলিন কৈল মুখে।  
কত তার দেখিবোঁ ছুখে গো ॥ ১ ॥  
বাঁশীর শোকে চকুপাণী।  
এবে তাক বাঁশী দেহ আনোঁ ॥ ৫ ॥  
ঘোড়হাথ কৈল দেব কাছে।  
এবে তাক বাঁশী দেহ দাণে ॥  
নাহিঁ পিছে উত্তম বসনে।  
শরীরে ছবল ভৈল কাছে ॥ ২ ॥  
মোর বোল স্বপ্ন আবগাহী।  
কাহের পিরিতী কর রাহী ॥  
দেহ বাঁশী কাহের হাথে।  
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ ৩ ॥  
যেবা রাধা আছে তোর মণে।  
কাহাঞি কে বোল সে আপণে ॥  
তাক করিব কাহাঞি হরিষে।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বৃদ্ধাবচনমাকর্ষ্য রাধা প্রাহ গদাধরং ।  
সাদরং সপ্রবন্ধক পঞ্চবাণশরাতুরা ॥  
বুলিতে নারিএ তোর চরিতে।  
থণেকে তোর হএ আন চিতে ॥  
এবে করিলে তোন্ধে ঘো[১৮৮১১]ড় হাথ ।  
কাজ বুঝিআ দেব জগন্নাথ ॥ ১ ॥  
সরূপে বোলহ বড়ায়ির থানে।  
মোর বোল না করিবে কি আনে ॥ ৫ ॥  
আন্ধাক এড়িআ গেলা বৃন্দাবনে।  
বাঁশী বাজায়িলে তোন্ধে থানে থানে ॥  
তাক শুণী ভৈলোঁ বেআকুলী।  
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥  
এডো কাহাঞি খীর কর মন।  
কডো না লজিহ মোর বচন ॥  
তবে মেলিবেক বাঁশী তোন্ধারে।  
সরূপে তোঁক বুইলোঁ দামোদরে ॥ ৩ ॥  
কডো কি না দিবে আন্ধাক ছুখে।  
এহা বোল আপণ মুখে ॥  
তবে কহিবোঁ মো বাঁশী উদ্দেশে।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধিকাষাচমাচমা প্রমোদভরমধুরঃ ।  
বাঁশীলাভবরাবেশাজ্জগাদ জরতীমিদং ॥  
মন দিআ স্বপ্ন বড়ায়ি বচন আন্ধার  
সরূপ কহিবোঁ তোর থানে। বড়ায়ি গো।  
যে বচন বুইল রাধা তোন্কার [১৮৮১২] গোচরে  
তাক মোঞ না করিবোঁ আনে ॥ বড়ায়ি শো ॥ ১ ॥  
পরশ বড়ায়ি তোন্ধে বোলহ রাধারে।  
বাঁশী দিআ জীআউক মোরে ॥ ৫ ॥

যত কিছু করিলোঁ মোঞ' রাখার আতোষে ।  
 তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে ॥  
 মণে গুণিখা এবে কৈলোঁ মোঞ' সার ।  
 না লজ্জিব বচন রাখার ॥ ২ ॥  
 তোন্ধে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার ।  
 অবিচল বচন আন্ধার ॥  
 এহা সরূপ জাগী বুঝাহ রাখারে ।  
 বাঁশীওটি মেউক আন্ধারে ॥ ৩ ॥  
 আন্ধার চরিত্র বিদিত তোর থানে ।  
 আর তাক কেহো নাহি জাণে ॥  
 রাখার বচন আন্ধে পালিব আবসে ।  
বালসী[শিরে] বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণ বচনং শ্রদ্ধা জয়ত্যা প্রতিপাদিতং ।

মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিকাধিমতা সভা ॥

কাহ্নাঞি' তোর কথা শুণী ব[১৮৯১]ড়ায়ির মুখে ।  
 কহিতে না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে ॥ ১ ॥  
 তোন্ধার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী ।  
 তেঁকারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী ॥ ২ ॥

রাখা ।

বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার মোষে ।  
 আন্ধার বাঁশী তৌ চোরায়িলি মোষে ॥ ৩ ॥  
 আন্ধার খাঁখার যবে না করহ তোন্ধে ।  
 তবেঁ কি বিরহদুখ তোক দিএ আন্ধে ॥ ৪ ॥  
 কাহ্নাঞি' ।

যে কারণে খাঁখার তোন্ধার মোঞ' কৈলোঁ ।  
 তেঁকারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ ॥ ৫ ॥  
 আর কভৌ চঞ্চল না করিহ মনে ।  
 মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে ॥ ৬ ॥  
 তোক প্রতি মোর মণে নাহি কিছু রোষে ।  
 এহা তত্ত্ব করী জাগী দেহ মোরে বাঁশে ॥ ৭ ॥  
 বাঁশী দিখা কর মোর মন সোআখ ।  
 সহজেঁ তোন্ধাক স্থখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥  
 বিরহে আকুলী যবে চাহৌ মো তোন্ধারে ।  
 তথ[১৮৯২]ন আসিহ তোন্ধে আতি অবিচারে ॥ ৯ ॥  
 হের ভালমতে চাহি নেহ কাহ্নাঞি' বাঁশী ।  
 আজি হৈতে চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ॥ ১০ ॥  
 সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী ।  
 আর তোর অহিত না করে বনমালী ॥ ১১ ॥  
 হেনমতে বাঁশী পাঁজী হরষিত মণে ।  
 কালী[নি] নইতীরে হৈতে ঘর গেলা কাহ্নে ॥ ১২ ॥  
 পাছে রাধিকা লজা বড়ায়ি গেলী ঘর ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৩ ॥

ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

## অথ রাধাবিরহঃ

ইখং কৃষ্ণগতপ্রাণা কথঞ্চিন্নিস্থানি ।  
 নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্মণি ।  
 হরিশীহারিনরনা চিরায় বিরহে হরেঃ ।  
 জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা ।

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥  
 দূত চিরকাল ভৈল ।  
 তর্কো বনমালী নাইল ।  
 তাক মো পায়িবো কত কালে ॥ বড়ায়ি [১৯০১১] গো ॥ ১ ॥  
 সপনে দেখিলো মো কাহ ।  
 চিন্তে না পড়এ আন ।  
 তাক পাঅবো কমণ পরকারে ॥ ২ ॥  
 আইল চৈত মাস ।  
 কি মোর বসন্তী আশ ।  
 নিফল যৌবনভারে ॥ ৩ ॥  
 বিরহে আস্তর জলে ।  
 স্থতিলো কদমতলে ।  
 আধিক আস্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ ॥  
 পরিধান নেত লাসী ।  
 হাথত মোহন বাঁশী ।  
 সে কাহাঞি গেলা আকাশে ॥ ৫ ॥  
 স্থতিলো সখির বোলে ।  
 সঙ্ঘল নলিনীদলে ।  
 তাত হৈতে আনল শীতলে ॥ ৬ ॥  
 ভালী ভরী ফুল পানে ।  
 মোরে পাঠায়িল কাহে ।  
 তাক মো না ছুয়িলো হাথে ॥ ৭ ॥  
 তাহুল না লৈলো করে ।  
 তোক মাইলো চড়ে ।  
 টেসি কাহ আস্থিল মোরে ॥ ৮ ॥  
 দূতধরো তোম পাএ ।  
 হের মোর প্রাণ জাএ ।  
 কহ মোরে জীবন উপাএ ॥ ৯ ॥

বহে প্রভাত সমএ ।  
 মলয় শিয়ল বাএ ।  
 বৃন্দাবনে কুয়িল কাড়ে রাএ ॥ ১০ ॥  
 সাগরসঙ্গম গিয়া ।  
 গাএর মাস কাটি [১৯০১২] জা ।  
 আপণা মগর ভোজ দিয়া ॥ ১১ ॥  
 এ জন্মে বা না কয়িলো ভাগ ।  
 হারায়িলো কাহের লাগ ।  
 আর তার না পায়িবো লাগ ॥ ১২ ॥  
 কিবা পুরুষ জরমে ।  
 ঋগুত্রত কইল আদে ।  
 তার ফলে কাহাঞি হারায়িলো ॥ ১৩ ॥  
 আণি দেহ বনমালী ।  
 বন্দীয়া দেবী বাসলী ।  
 গাইল বড় চণ্ডীবাসে ॥ ১৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

দেখিলো প্রথম নিশী সপন স্থন তৌ বসী  
 সব কথা কহিআরো তোম্বারে হে ।  
 বসিআ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে  
 চুখিল বদন আন্ধারে হে ॥ ১ ॥  
 এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়িল ।  
 সে কৃষ্ণ আনিআ দেহ মোরে হে ॥ ২ ॥  
 লেপিআ তহু চন্দনে বুলিআ তবে বচনে  
 আড়বাঁশী বাএ মধুরে ।  
 চাহিল মোরে স্বরতী না দিলো মো আস্থমতী  
 দেখিলো মো দুঃখ পহরে ॥ ৩ ॥  
 ত্রিভুজ পহর নিশী মোঞ কাহাঞি কোলে বসী  
 নেহায়িলো তাহার বদনে [১৯১১] ।

১. পুথিতে নেহায়িলো ।

ঈশভ বদন করী                      মন মোর নিল হরী  
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥  
চউঠ পহরে কাহু                      করিল আধর পান  
মোর ভৈল রতিরস আশে ।  
দারুণ কোকিল নাদে                      ঙগিল আশ্চার নিন্দে  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

সপনে দেখিলোঁ মো কাহু । আগ বড়ায়ি ।  
চিস্তে মোর না পড়ে আন ॥ কি হরি হরি ॥  
হাশিল মদন পাঁচ বাণে । আগ বড়ায়ি ।  
ঠে মোর দগধ পরাণে ॥ কি হরি হরি ॥ ১ ॥  
মুহুরিল কুঞ্জ নেআলী । আগ বড়ায়ি ।  
আগিআর বনমালী ॥ ৫ ॥  
দক্ষিণ ময়লা বাঅ বহে ।  
না জাগো মো কেহু করে গাএ ॥  
কাঁট করী কাহুঞা আনাওঁ ।  
রতী হুখেঁ রজনী পোহাওঁ ॥ ২ ॥  
এ মোর বাহুর বলএ ।  
সব খন খসিআ পড়এ ॥  
অনমীষ নয়ন করিআ ।  
বিকলী মো তার বাট চাহিআ ॥ ৩ ॥  
এবেঁ মোর সংপুন বএসে ।  
কিকে কাহু করে আমরিসে ॥  
কাঁ[১৯১২]ট করী আনি কাহু পাশে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥

কাহুরে তাহুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে ।  
সে তাহুল রাধা তৌ ঙগিলি মোর মাথে ॥  
এবেঁ যুলুসআঁ পোড়ে তোর মন ।  
পোটলী বাড়িআ রাধ নহলী ঘোবন ॥ ১ ॥

পাগলী রাধা গোআলিনী গো ।  
কথ্য পাব নান্দে[?] বশোদার পো ॥ ৫ ॥  
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ ।  
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ ॥  
এবেঁ তৌ গোআলিনী কি বোলসি আর ।  
কাহু দূর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥  
বিথর বয়িলোঁ তোর কাহুরে আস্তরে ৮  
তবেঁ বাম করে চড় মায়িলি মোহোরে ॥  
এবেঁ কাহুরে আস্তরে তোর প্রাণ জাএ ।  
তাহাক করিব আন্ধে কমণ উপাএ ॥ ৩ ॥  
আনেক কাহুতী করি তোকে গোআলিনী ।  
আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী ॥  
এবেঁ নিবারিআ থাক আপণার মন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস[১৯২১]স বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ধাঙ্গলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন ঘোবন বড়ায়ি সবট আসার ।  
ছিণ্ডিআ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥  
মুছিআ পেলাইবোঁ [মো]য়ে সিনের সিন্দুর ।  
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥ ১ ॥  
দারুণী রড়ায়ি পো দেহ প্রাণদান ।  
আপর্ণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহু ॥ ৫ ॥  
মুণ্ডিআ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর ।  
যোগিনীরূপ ধরী লাইবোঁ দেশান্তর ॥  
ঘবেঁ কাহু না মিলিহে করমের ফলে ।  
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥  
কাহু সমে সাধিতে না পায়িলোঁ রতীসিধী ।  
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥  
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার ।  
আগিআ দিআর মোকে কাহু একবার ॥ ৩ ॥  
মাথে শঙ্খ সম খোপা শিসতে সিন্দুর ।  
এহা দেখি কেহে কাহু গেলান্ত বিদুর ॥

আনাথ করিঁ আ মোক কাহাঞি পালাএ।

বাস[১৯২।২]লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

কাল কাহাঞি কঠিন তার আস্তর ল

বোলো চালে না আইসে তোর থানে।

তোমার নেহাত লাগিঁ আ অনেক সন্তাপ পাঁ আ

গেল [ কাহাঞি সে ] বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥

নিবারিঁ আ থাক নিজ মনে।

আপণা রাখিঁ আ কাহে এবেঁ গেলা নিজ থান

তাক পাইব কেনমনে ॥ ৫ ॥

তোর চরিত্র ভাবিঁ আ আস্তর দগধ হই

ভাল মন্দ কিছু না মানিঁ আ।

প্রতিজ্ঞা করিঁ আ কাহে গেল মাঝ বৃন্দাবনে ক

তোর নেহে তিলাঞ্জলী দিঁ আ ॥ ২ ॥

কমণ সুখিঁ আ যাইবো কথা তার লাগ পাইবো

আপণেঞি বোল সুবদনী।

আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী

কবেঁ তাক আণো গোআলিনী ॥ ৩ ॥

নটক সে গদাধরে আশেষ মুকুতী ধরে

কোণ চিহ্নে পাইবো উদ্দেশে।

বাসলীচরণ শিরে বন্দিঁ আ

গাইল আনন্দ [১৯৩।১] বদু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।

সহিতে নারোঁ মনমথবাণ ॥ ১ ॥

কথা মনমথ কথা সে বাণ।

কোমণ বাণে লএ পরাণ ॥ ২ ॥

বসন্ত কালে কোকিল রাএ।

মণে মনমথ সে বাণ তাএ ॥ ৩ ॥

পুথিতে তিলাঞ্জলী। ২ পুথিতে পাইবো।

আস্কার বোল সাবধান হয়।

বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ ৪ ॥

কি হুতির আন্ধে চন্দ্রকিরণে।

আধিকৈ বড়ায়ি দহে মদনে ॥ ৫ ॥

মোর বোল তৌ মণে পরিভায়।

সিতল চন্দন আন্ধে বুলাঅ ॥ ৬ ॥

পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে।

আস্কা নিঁ আ যাহ সেই বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥

বাঘ ভালুকে আতি গহনে।

কেমণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥

বাঘ ভালুকে বা আস্কা ক খাউ।

কাহাঞি'র উদ্দেশে পরাণ জাউ ॥ ৯ ॥

যমুনা বহে খরতর ধার।

কেমণে তাহাত হইবেঁ পার ॥ ১০ ॥

যবেঁ ডুবিঁ আ মরোঁ যমুনাতরঙ্গে।

তবেঁ লয়বোঁ গিঁ আ কাহের সঙ্গে [১৯৩।২] ॥ ১১ ॥

পরিহর রাধা কাহের আশে।

বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

বিভাবরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকয়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

শত পল সোনা বড়ায়ি লই সে মেল।

প্রাণনাথ কাহাঞি'র উদ্দেশে চল ॥ ১ ॥

কাল কাহাঞি মাথাতে ঘোড়াচুলে।

এহি চিহ্নে কাহাঞিকে চাইহ গোহুলে ॥ ২ ॥

সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিঁ আ গাএ।

করোঁ করতাল মধুর বাঁ দী বাএ ॥ ৩ ॥

কাল কাহাঞি গাএ ধরে পীত বাসে।

ঘোল শত গোপীজন বাএ তার পাশে ॥ ৪ ॥

নেত' ধড়ী শিকি আণ্ড পাছ লাখাএ।

চরণে নুপুর কণ্ঠস্থ কাটে রাএ ॥ ৫ ॥

কপূরবাসিত বড়ায়ি নেই গুআ পান।

শকতি করিঁ আ চাহিঁ আ আন কাহ ॥ ৬ ॥

১ নেত', ত'র'একার কাটা।

আগেত চাইহ বড়ায়ি বহুলের ঘরে ।

আবাল চরিত্র কারু মায়া বড় করে ॥ ৭ ॥

তথা না পাইলে চাইহ যশোদার কোলে ।

মায়া পাতে কাহ্নাক্রি তথা নিম্নভোলে ॥ ৮ ॥

তথা না [১৯৪১] পাইখা চাইহ যমুনার কূলে ।

বাছা রাখিবারৈ কারু জাএ সে গোকুলে ॥ ৯ ॥

তথা না পাইখা চাইহ যমুনার ঘাটে ।

শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥

বৃন্দাবনে কাহ্নাক্রি চাইহ ভালমতে ।

তরুণগে চড়ে কারু নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥

হাথতে লণ্ডু বাঁশী বাএ সে সুরকে ।

তথা চাইহ নারদ মনি সঙ্গে ॥ ১২ ॥

তথাও চাইখা না পাহ যবে কারু ।

তবেস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ খান ॥ ১৩ ॥

তথাহৌ চাইখা চাইহ অশকতে খানে ।

গোপীগণ লজ্জা কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥

তথাহৌ চাইখা যবে না পাহ গোপালে ।

তবেসি চাইহ গিখা ভাগীরথীকূলে ॥ ১৫ ॥

তথাহৌ না পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে ।

সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্তরে ॥ ১৬ ॥

তথা গেলে যবে বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে ।

তবেস পুছিহ বড়ায়ি সব জন খানে ॥ ১৭ ॥

তবে স্থখি পাইবে যথা বসে [১৯৪২] জগন্নাথে ।

আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্নাতে ॥ ১৮ ॥

তোর বোলৈ কারু মোর আসিবেক পাশে ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুঙ্কঃ ॥

মোঞ ত হৃন্দরি রাধা আতি বড় বৃটী ল

বেড়াযিত্তে মোতে বল নাই ।

মোঞ বে বোলৌ উত্তর জাত আহ্নমতি কর

আপণেকি চাহ ত কাহ্নাক্রি ॥ ১ ॥

১ কারু তোলা পাঠে । ২ চাইহ তোলা পাঠে ।

রাধা ল ।

না হেলিহ বচন আন্ধারে ।

যে পথে উদ্দেশ পাহা সে পথে আপণে যাহা

তবে কাহ্নাক্রি মেলিব তোহ্নারে ॥ ৫ ॥

চাহিতে চাহিতে যবে সে কারু লাগ পাহ

তবে তাক বুলিহ বিনএ ।

আঅর বোলৌ উপাএ ধরিত্ত তাহার পাএ

তবে তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥

কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী

নানা গিরী কন্দর বনে ।

বড় যতন করিখা চণ্ডীরে পূজা মানিখা

তবে তার পাইবে দরশনে ॥ ৩ ॥

চল তৌ মথুরা পুরী [১৯৫১] তথা তোকে পাইবে হরী

না ছাড়িহ রাধা তার পাশে ।

বাসলীচরণ শিরে বন্দিখা

অনন্ত বড় গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধে সজাইখা চুকে ।

সুগ বড়ায়ি ল ।

জাইবৌ হাট মথুরাক বিকে ॥ নাএ ॥

আল হের ।

না বিকাএ যদি দুধ তথা ।

সুগ বড়ায়ি ল ।

তভৌ কাহ্নাক্রি সমে হৈবে কথা ॥ নাএ ॥ ১ ॥

আল হের ।

মথুরার নামে প্রাণ বুঝে ।

সুগ বড়ায়ি ল ।

সাদ লাগে কাহ্নাক্রি দেখিবারে ॥ নাএ ॥ ৫ ॥

শিক্তি বউল পুষ্পের হার ।

কল্লত কুণ্ডল হিরার ধার ॥

শিক্তিখা আমূল পাটোলে ।

কাহ্নাক্রি দেখি পড়ি গেলে ভোলে ॥ ২ ॥

১ পাহ, হর আকার কটি ।

যেই খনে কাহাঞি<sup>১</sup> দেখিবোঁ ।  
তখনেই তাক না এড়িবোঁ ॥  
যোগী যোগ চিন্তে যেকমনে<sup>২</sup> ।  
কাহাঞি ছাড়ী না জাগো মো আনে ॥ ৩ ॥  
না শুণিলোঁ তোন্ধার বচনে ।  
না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে ॥  
যত ইকল সব মতিমো[১৯৫২]ষে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপাণী । আল বড়ায়ি গো ।  
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাগী ॥ আল ॥  
এবেঁ মোর মণের শোড়নী ॥ আল বড়ায়ি গো ।  
যেন উয়ে কুস্তারের পুণী ॥ আল ॥ ১ ॥  
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ । আল বড়ায়ি গো ।  
কথা না স্বন্দর কাহ্ন পাইবোঁ ॥ আ ॥ ৫ ॥  
মুহুরিল আশ সাহারে ।  
মধুলোভে ভ্রমর গুজরে ॥  
ভালে বসী কুয়িলী কাড়ে রাএ ।  
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥ ২ ॥  
দেব অক্ষর নরগণে ।  
বস হএ মনমথবাণে ॥  
না বসএ তথ্য কি মদনে ।  
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥ ৩ ॥  
পীন কঠিন উচ তনে ।  
কাহ্নাঞি পাইলোঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে ॥  
ততোঁ যদি এড়ে দামোদরে ।  
তা দেখিতে গ্রাণ জাএব মোরে<sup>২</sup> ॥ ৪ ॥  
না শুণিলোঁ কাহ্নাঞির বোলে ।  
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞির তাহুলে ॥

যত কৈলোঁ সব মতিমোষে ।  
গাই[১৯৬১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

ধাম্বীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

তোকে তত্ব বোলোঁ চক্রাবলী ।  
ষোড়হাথ করী বনমালী ॥  
তাত বড় পাইল আপমান ।  
তৌসি তোন্ধা ছাড়ী গেল কাহ্ন ॥ ১ ॥  
এবেঁ তোর বিরহশোড়নী । আল ।  
কথা গিঅ পাইব চক্রপাণী ॥ ৫ ॥  
তোর সখিজন হেন চাহে ।  
কাহ্নাঞি তেজুক তোহোর<sup>১</sup> নেহে ॥  
তবেঁ কাহ্নাঞি লজা বন্দাবনে ।  
কেলি করে সেহি গোপীগণে ॥ ২ ॥  
বোলহ<sup>২</sup> সহস গোপী লয়িঅ ।  
বন্দাবন মাঝত বসিঅ ॥  
নানা রসে বসে বনমালী ।  
তোন্ধাক বকিঅ চক্রাবলী ॥ ৩ ॥  
আইস রাধা ঘাই বন্দাবনে ।  
তবেঁ তার পাব দরশনে ॥  
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা<sup>৩</sup> সন্তাসে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

অশরীরশরৈঃ কুশিতাঙ্গলতা  
বিততাদিযুতা গতদাতততিঃ ।  
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি [১৯৬২] হরে-  
রভিমহ্মাজনী জরতীমবদং ॥

যে কাহ্ন লাগিঅ মো আন না চাহিলোঁ  
বড়ায়ি  
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে ।

১ বেকমনে, হ'র একর কাটা এবং মনে' তোলা পাঠে ।

২ মোরে, মো' তোলা পাঠে ।

১ তোহোর, হো' তোলা পাঠে । ২ বোলহ, হ' তোলা পাঠে ।

৩ বা' তোলা পাঠে ।



হেন মনে পড়িহাসে আশ্রা উপেখিআ রোষে  
আন লক্ষ্য বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥

বড়ায়ি গো ॥

কত দুখ কহিব কাঁহী ।

দহ বুলী ঝাপ দিলোঁ সে মোর স্বখাইল ল

মোঞ নারী বড় আভাগিনী ॥ ৫ ॥

নান্দের নন্দন কাহু যশোদার পো আল

তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ ।

গুপতে রাখিতে কাজ তাক মোঞ বিকাসিলোঁ

তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥

সামী মোর দুকবার গোআল বিশাল

প্রতি বোল নন্দ বাছে ।

সব গোপীগণে মোরে কলক তুলিয়া দিল

রাধিকা কাহ্নাক্রির সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥

এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগি

বড়ায়ি

মোকে নেহ কাহ্নাক্রির পাশে ।

বাসলীচরণ শিরে বন্দীয়া

গাইল বড় [১৩৭১] চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বঙ্গালরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হরি হরি ।

আস্থ না কর তোকে শুন গোআলী ।

নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী ॥

হরি হরি ।

মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ ।

তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥ ১ ॥

হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর ধানে ।

আপণে মেলিব তোক গোব্বলের কাছে ॥ ৫ ॥

আইল মোর সঙ্গে কুমা বাই বৃন্দাবনে ।

চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে ॥

বারতা পুছিউ রাধা সব জন ধানে ।

আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে ॥ ২ ॥

কেমনে বেড়াএ কাহু কিবা রূপ ধরে ।

একৈ একৈ সব কথা কহ তৌ আশ্বারে ॥

আবসে আশিব কেহো যথ্য বসে কাহ্নে ।

পুছিতে পুছিতে তার পাব দরশনে ॥ ৩ ॥

কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে ।

গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে ॥

সব ঠাই চাহিয়া আশিব [১৩৭২] শ্রীনিবাস ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ূরপুছে বাসি চূড়া কেশপাশে দিয়া বেঢ়া

কনয়া কুসুমে বাসী জটা ।

দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা

ঘ্রেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১ ॥

দূতাল

‘তোম্কে কি দেখিলে’ কৃষ্ণ জায়িতে । আ ।

এ বাটে জায়িতে গায়িতে নান্দের গোআ

হাসিতে এ বাঁশী বোলায়িতে ॥ ৫ ॥

নির্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে

রতন কুণ্ডল শোভে করে ।

মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী

জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥

চন্দন চর্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ

হেন বেশ হেন দরশনে ।

নেত পরিধান লালী হাথে মোহারী বাঁশী

সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥

মোঞ ত আভাগিনী রাহী টেসি হারায়িলোঁ কাহ্নাক্রি

এবে তাক চাহি বন’দেশে ।

তথা[১৩৮১]ত পাইব স্বধী বড়ায়ি তোম্মার বধী

গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৈদারবাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোকে ত নাভিনী মোর পরাণ সমান ।  
তোস্কার থানত মো না বলিবো আন ॥  
আবসি আইসে কারু কদমের তলে ।  
হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে ॥ ১ ॥  
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে ।  
আবনী পাইবী তথা বালগোপালে ॥ ৫ ॥  
কিবা রাতী কিবা দীন মাঝ বৃন্দাবনে ।  
নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে ॥  
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন ।  
তথা গেলৈ রাধা তার পাইব দরশন ॥ ২ ॥  
শুভযাত্রা করি রাধা কর মনোবল ।  
তথা তোর মনোরথ হয়িব সফল ॥  
আজ্ঞে জাপি কাঙ্ক্ষার চরিত্র সকল ।  
ছাড়িত্তে না পারে সে তো' কদমের তল ॥ ৩ ॥  
পরতন কর রাধা আশ্রয় বচনে ।  
সত্য বচন ছাড়ী না বোলো মো আনে ॥  
কদমতলাক আইউ চি[১৯৮২]ন্তের হরিষে ।  
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধাহুবাগঃ ॥ একতালী ॥

কদমতরুতল গির্জা ।  
কিশলয়ে শয়ন বিছাইয়া ॥ আল রাধা ॥  
আগর চন্দন আজ্ঞে মাখী ।  
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী ॥ ল ১ ॥  
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে ।  
চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ ৫ ॥  
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে ।  
পরিধান কর নেত্র বাসে ॥

ভুবার ভবিষ্য নৈল জলে ।  
বাটা ভরী কপূর তাম্বলে ॥ ২ ॥  
ভরুদল চালএ পবনে ।  
কারু আইসে হেন তাক মানে ॥  
না দেখিয়া ছাড়এ নিশাসে ।  
বড়ায়িক মাঞ্জে আশোআসে ॥ ৩ ॥  
হেনমর্ত্তে কতোখন রহী ।  
কদমতলাত রাধা রাহী ॥  
না পাইল কাঙ্ক্ষি দৈবদোষে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কদমত তলে দ্বিধা রাধা তত্র চিরকণ ॥  
মনোজশিখিসমুত্তা বি[১৯৯১]লপা নিরন্তরঃ ॥  
দিনের স্রুজ পোড়ানী মারে  
রাতিহো এ দুখ চান্দে ।  
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি  
চখুত নাইসে নিন্দে ॥  
শীতল চন্দন আজ্ঞে বলাও  
তভৌ বিরহ না টুটে  
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি  
লুকাও তাহার পেটে ॥ ১ ॥  
আল ।  
দুহে পৈলু কাল দূতী ।  
উথানী পাখানী আক্ষা আগিল  
নিকলে পোহাইল রাতী ॥ ৫ ॥  
তবে বৃন্দিলো বড়ায়ি কি মোর কারু  
সমে নেহা বাচায়ি ॥  
এখন আশ্রয় মরণ বড়ায়ি  
নিকট মেলিল আসিয়া ॥  
দিন পাঁচ সাত দসত লাগিয়া  
দুগুণ পোড়নি সাধে ।

১. রাধা' তোলাপাঠে ।

২. সফল, ক' কাটিয়া তোলাপাঠে ক' করা ।

৩. তেতো' তোলাপাঠে ।

আর তার মুখ দেখিতে না পাইলো  
 করমফল আন্ধারে ॥ ২ ॥  
 সব খন মোরে<sup>১</sup> নামের নন্দন  
 চুষন করে কপোলে ।  
 হেন হাথ নিখী কে হরি নিলে  
 মো ছুখমতীর হেলে ॥  
 একে দহদহ ঘসির আগুণ  
 আরে কে না জালে ফুকে ।  
 ভিড়ি আলিঙ্গন দিতে না পাইলো  
 [১৯৯২] এ শাল থাকিল বৃকে ॥ ৩ ॥  
 কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি  
 কি মোর বসতী বাশে<sup>২</sup> ।  
 আন পাণী মোকে একো না ভাএ  
 কি মোর জীবন আশে ॥  
 মাথা মুণ্ডিয়া যোগিনী হুঁয়া  
 বেড়ায়িবো নানা দেশে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মল্লারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী ।  
 একসরী ঝুরে মো কদমতলে বসী ॥  
 চতুর্দিশ চাহো কৃষ্ণ দেখিতে না পাও ।  
 মেদনৌ বিদার দেউ পসিআ লুকাও ॥ ১ ॥  
 নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে ।  
 সব খন মন বুঝে কাহাঞি দেখিতে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥  
 ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে ।  
 কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে ॥  
 'মোঞ' তাক মানো বড়ায়ি গেহু যমদূত ।  
 এ দুখ খণ্ডিব কবে যশোদার পুত ॥ ২ ॥

১ মোরে' তোলাপাঠে ।

২ বাশে, আ' কাটিয়া তোলাপাঠে বা' করা ।

বড় পতিআশে আইলো বনের ভিতর ।  
 তর্ভো না মেলি[২০০১]ল মোরে নামের হৃন্দর ॥  
 উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ ।  
 কাহাঞি' না বুঝে দৈবৈ এ বিশেষ ॥ ৩ ॥  
 মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ ।  
 বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥  
 এবে ঝাঁট আন বড়ায়ি নামের নন্দন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে  
 ধীরে ধীরে বহে বসন্তের বাএ ।  
 এবে নানা ফুলে মোঞ' সেজা বিছাইয়া  
 কাহাঞি' কাহাঞি' দেও রাএ ॥ ১ ॥  
 'আল হের [বড়ায়ি] ।  
 কাহাঞি' মোরে আনিয়া দে ।  
 আল পরাগের বড়ায়ি ।  
 কাহাঞি' মোকে আনিয়া দে ॥ ধ্রু ॥  
 বিরহ সাগর মোর গহীন গভীর বড়ায়ি  
 এহাত কেমনে হরিব পার ।  
 যদি কাহাঞি' কর পার এ মোর কুচকুন্ত ভেলা করী  
 হএ মোর তবৈসি নিস্তার ॥ ২ ॥  
 এহিত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িয়া মারে  
 মণে পড়ে কাহাঞি'[২০০২]র নেহে ।  
 এবে খীর নহে [চিত] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে  
 মরি জাইব কাহের বিরহে ॥ ৩ ॥  
 এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল  
 না পাইল কাহের উদ্দেশে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া এ বড়ায়ি  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধামাধবমধিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে ।  
 জগদ জরতীং রাধা স্রজরতরাচুতা ।  
 প্রভু জগন্নাথো মোরে যত বুল ।  
 আল হের বড়ায়ি ।  
 মোঞ দুখমতী তাক না শুণিল ॥ হরি হরি ॥  
 এবে আঁকে মণে পরিভাবিল ।  
 আল হের বড়ায়ি ।  
 সে কারণে আঁকে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি ॥ ১ ॥  
 এবে হৈল মোহোর আরতী ।  
 আল হের বড়ায়ি ।  
 বোল কাহ্নে রাধা মাকে স্ররতী ॥ ৫ ॥  
 যবে কাহ্ন চাহিলে স্ররতী ।  
 মো তবৈ আছিলো শিশুমতী ॥  
 এবে মোঞ ভৈলো ডর যুবতী ।  
 আন্ধাক ছাড়িআ কা[২০১১]হ্ন গেলা কতী ॥ ২ ॥  
 সপুন শশধর বদনে ।  
 কমললোচন পাপ বিমোচনে ॥  
 সে কাহ্নাঞি দিআ মোক দুখ আতী ।  
 রতি তুঞ্জে লজা কোণ যুবতী ॥ ৩ ॥  
 কি না বিধি লিখিত কপালে ।  
 মোরে দয়া না করে বালগোপালে ॥  
 না পায়িলো মো কাহ্নের উদ্দেশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহুবাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সংপ্রস্তুটোহু গোবিন্দো রমমাণো মহা সহ ।  
 সবিশুদ্ধ জরতি প্রণামে গন্তমুচ্যতাম্ ।  
 আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ  
 আল আলিহিল নান্দের নন্দন ।  
 বাহুলতাপার্শে বাক্জিআ এ  
 দিলো মোঞ দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১ ॥

পুথিতে 'আরতী' ।

কি হরি হরি গোবিন্দ এ  
 আল প্রাণ নৈল বাঁশীর নাহে ॥ ৫ ॥  
 নানা আভরণ গলে শোভক এ  
 নীল জলদ সম দেহা ।  
 সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ  
 ভাবি ভাবি তাহার নেহা ॥ ২ ॥  
 নানা ফুলে সেজা বিছাইআ এ  
 [২০১২] থাকিলো মো কাহ্নকোলে স্রতী ।  
 হেন সন্তোদে মো জাগিলো এ  
 নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ৩ ॥  
 সে নারীর সফল জীবন এ  
 জারে কাহ্ন স্ররতীঞ তোষে ।  
 বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ এ  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ প্রকীরকঃ ॥ চিত্রকঃ ॥ লগনী ॥

রূপকঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ নাতিনী রাধা আন্ধার উত্তর ।  
 বাঁশী বাইআ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর ॥ ১ ॥  
 হেন বুঝো গেলা কাহ্ন বনের ভীতর ।  
 তথা গিআ চাহী তাক কিছু নাহি ডর ॥ ২ ॥  
 মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহি কিছু বুধী ।  
 হাথে হাথে ছাড়িলি কেহ্নে গুণনিধী ॥ ৩ ॥  
 আইস তোর সঙ্গে আইউ বৃন্দাবন ।  
 তথা আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥  
 রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন ।  
 তথা হেন রাধিকারে বুলি বচন ॥ ৫ ॥  
 আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতে আপুণী ।  
 তবৈসি মেলি [২০২১] তোকে দেব চক্রপাণী ॥ ৬ ॥  
 বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী ।  
 একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ ॥  
 দেখিআ গোষ্ঠ রাধিতে বুলে বনমালী ।  
 মদনে মুকুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ৮ ॥

মুখে জল দিঁয়া বড়ারি ততিখনে ।  
 অথবেথে রাধিকারে কহায়িল চেতনে ॥ ১ ॥  
 বলিতে লাগিলো রাধা পাইয়া চেতনে ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥

বিরহে বিকল গোসাঞি তোন্ধে বনমালী ।  
 যবৈ আছিলোঁ আন্ধে আতিশয় বালী ॥ ১ ॥  
 পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী ।  
 সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুক্ততী ॥ ২ ॥  
 আর যত ছুখ দিলোঁ কদমের তলে ।  
 সেহো দোষ খণ্ড কারু না জাগিলোঁ ভোলে ॥ ৩ ॥  
 'বারে বারে তোকে' যত বুলিলোঁ আহকারে ।  
 সেহো দোষ খণ্ড মোর দে[২০২২]ব গদাধরে ॥ ৪ ॥  
 যেবা কিছু ছুখ দিলোঁ পার হৈতে নাএ ।  
 সেহো দোষ খণ্ড কারু ধরোঁ তোর পাএ ॥ ৫ ॥  
 আর ছুখ দিলোঁ তোকে বহায়িলোঁ ভার ।  
 সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আন্ধার ॥ ৬ ॥  
 না শুণিলোঁ তোর বোল [ল]য়া জাইতে পাণী ।  
 সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥  
 আনাথী নারীক কত থাকে অভিমান ।  
 আলিঙ্গন দিঁয়া কারু রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥  
 নাহিঁ উপেখিহ মোরে নামের নন্দন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে ।  
 অনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিষ্টে কিকে ॥  
 যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার ।  
 ততোঁ তোবিষ্টে নারিলোঁ মন তোন্ধার ॥ ১ ॥

১ 'তোকে' তোলা পাঠ ।

যৌবনগরবে রাধা বড় দিলেঁ ছুখ ।  
 চাহিতে না হুবে আর তোন্ধার মুখ ॥ ৫ ॥  
 বড়ার বহুয়ারী তোন্ধে আই[২০৩১]হনের রাণী ।  
 কোণ লাক্টে ভজ এবে দেব চক্রপাণী ॥  
 কহীতে লাজাই রাধা তোন্ধার যত কাজ ।  
 ভার বহায়িয়া ভাণ্ডায়িলেঁ দেবরাজ ॥ ২ ॥  
 চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী ।  
 ঘর গিয়া সেব তোন্ধে আইহন পতী ॥  
 কিসক করহ রাধা আন্ধারে যতন ।  
 না পাত জঞ্জাল এবে জাণ্ড বন্দাবন ॥ ৩ ॥  
 ছার হেন দেখোঁ এবে তোন্ধার যৌবন ।  
 এতেকৈ নিবারিলোঁ রাধা তোন্ধাতে মন ॥  
 এহা তব জাগী কর ঘরকে গমন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বিভাষকহরাগঃ ॥ একতালী ॥

নামের নন্দন কারুঞি তোন্ধে বনমালী ।  
 জিহুবনে গোসাঞি তোন্ধে আধিকারী ॥  
 নরসিংহরূপে তোন্ধে হিরণ্য বিদারী ।  
 কংস মারিবারে তোন্ধে গোকুল তরী ॥ ১ ॥  
 আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন ।  
 জায়িতে নে মোরে আপণ ভুব[২০৩২]ন ॥ ৫ ॥  
 নানা রতি সমে মোর হরিয়া পরাণ ।  
 বিকলী করিয়া মোক তোন্ধে বুলহ কারু ॥  
 তোন্ধাক চাইয়া ভৈল পাঞ্জর শেষ ।  
 এবে তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ ॥ ২ ॥  
 তোন্ধা বিণি মোর রূপ যৌবন নিকল ।  
 হে[ন] ভাবি আইলোঁ মোঞে কদমের তল ॥  
 বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোন্ধার কারণে ।  
 তবে যোকে নাহি দিলেঁ তোন্ধে দরশনে ॥ ৩ ॥  
 মোর রূপ যৌবনে পড়িলাহা ভোলে ।  
 দূতা দিঁয়া পাঠায়িলেঁ কপূর তাম্বলে ॥

১ আইহনের, আই' তোলাপাঠ । ২ রূপ' তোলাপাঠ ।

দূতাক মাইল আঁকে উনয়ত কালে ।  
 আন্তর পোড়এ এবে বিরহ আনলে ॥ ৪ ॥  
 ঘোড় হাথ করী গোলাঞি বোলৌ মো তোন্ধারে ।  
 আন্ধার সকল দোষ<sup>১</sup> খণ্ডহ বিদুরে ॥  
 নিকট বসিতে মোক দেহ আহমতী ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণী ॥ ৫ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিকট না আইস লোক বলিব অবো[২০৪১]ল ।  
 দূর থাকি বোল রাধা অণ মোর বোল ॥  
 এবেসি জাগিল ভৈল কলি আবতার ।  
 সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার ॥ ১ ॥  
 কমণ অগড় রাধা পাতসি তৌ ।  
 পরনারী হরণ না করৌ মো ॥ ২ ॥  
 উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে ।  
 আঁকে ত ভাগিনা তোর<sup>২</sup> দেবসমতুলে ॥  
 সমুচিত নহে রাধা তোন্ধা সমে<sup>৩</sup> কেলি ।  
 মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ ২ ॥  
 দূতা দিঞ<sup>৪</sup> পাঠায়িলৌ গুলার গুজমতী ।  
 তবে নাম পাড়ায়িলে আঁকে আবালি সতী ॥  
 এবে কেহে গোআলিনী পোড়ে তোর মন ।  
 পোটলী বাঙ্কিঞ<sup>৫</sup> রাখ নহলী যৌবন ॥ ৩ ॥  
 বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর ।  
 মায় জসোরা পুষিলেক দিঞ<sup>৬</sup> বীর ॥  
 তেঁকারণে মামী তোন্ধা তেজে বনমালী ॥  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বলিঞ<sup>৭</sup> বাসলী ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গুণ বৃষ্টি মধুকর পরিহ[২০৪২]র বন ।  
 আইস বন মাঝে বিকচ নলীন ॥  
 তোন্ধে ভেজীবারে কেহে কর চীত ।  
 নাগর জনের হেন [ না হএ ] উচীত ॥ ১ ॥  
 তোন্ধারে দেখিঞ<sup>১</sup> মোরে পাঙ্কশরে মারে ।  
 নিরয়হুদয় কাহ<sup>২</sup> ময়া কর মোরে ॥ ২ ॥  
 কাহ মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী ।  
 এক তোন্ধা গতী পুছিঞ<sup>৩</sup> চাহা দূতী ॥  
 বড় পতিআশেঁ যৌ খোপা ফুলে ভরী ।  
 আইলৌ তোর বৃন্দাবন তোন্ধা অহুসরী ॥ ২ ॥  
 কায় মনে পরমন হয় মোক কাহ ।  
 একবার কর দেব আন্ধার সমান ॥  
 তোন্ধার সমান মোঞে<sup>৪</sup> রাধা চন্দ্রাবলী ॥  
 কর রতী অহুমতী পূয় বনমালী ॥ ৩ ॥  
 নিকল না কর কাহ<sup>৫</sup> আন্ধার যৌবন ।  
 যাচক জনের কাহ করহ তোষণ ॥  
 আলিন্দন দিঞ<sup>৬</sup> রাখ আন্ধার জীবন ।  
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মজারবাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

আছোনিশি যোগ ধৈআই ।  
 মন পবন গগনে রহাই ॥  
 মূল কম[২০৪১]লে কয়িলে মধুপান ।  
 এবে পাইঞ<sup>১</sup> আঁকে ব্রহ্মগোবান ॥ ১ ॥  
 দূর আহুসর হুন্দরি রাহী ।  
 মিছা লোভ কর পাণ্ডিতে কাহাঞী ॥ ২ ॥  
 ইড়া<sup>২</sup> পিঙ্গলা হুসমনা সন্ধী ।  
 মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥

১ দোষ, ২'র একর কাটা । ২ তোর, ৩' তোলাপাটে ।

৩ পুথিতে সন্ধে ।

৪ ইহার পর 'কিসক পাতসি রাধা ডোষ চাঙালী ২' লেখা ও  
 পাটা ।

১ পুথিতে কর' ।

২ পুথিতে 'তোন্ধার সমান তোন্ধার সম মোঞে' রাধা চন্দ্রাবলী ।

৩ পুথিতে কাহ'র পুর্বে রাধা' আছে ।

৪ পুথিতে ইহা' ।

দুশ্মী ছুয়ায়ে দিলোঁ কপাট ।  
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥ ২ ॥  
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ ।  
তে আর না ভোলো তোন্ধার যৌবন ॥  
এবে দেহে মোর নাহি বিকার ।  
আসার দেখিলো সব সংসার ॥ ৩ ॥  
রাধাক বুলিল নিষ্ঠুর বাণী ।  
নাগরবর দেব চক্রপাণী ॥  
খেআনে থাকিল নিচলমনে ।  
গায়িল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বঙ্গালবরাড়ী[রাগঃ] ॥ রূপকং ॥  
চিরামধুরং পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ষচঃ ।  
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং কল্পাশ্রিতং ॥

আতি ছুখিনী বালী ল ।  
আল  
লবলীদলকোঅলী ল ।  
আল  
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল ॥  
বিরহে না মার মোরে ল ।  
আল  
চরণে ধরোঁ তোরে ল ।  
আল  
তিরিবধপাপ নাহি[২০৫২]ক ভর তোন্ধারে ল ॥ ১ ॥  
কাহু কিঙ্ক কর আসম্মতী ল ।  
আল  
মাথ তুলিঞা দেখহ আন্ধার গভী ল ॥ ৫ ॥  
বাবত আছে পরাণে ল ।  
তাবৃত দেহ বচনে [ল] ।  
আন্ধার মরণ তোন্ধার এহি খেআনে ল ॥

যবে দরশন ভৈল ।  
তবে কেহে না তেজিল ।  
এবে তোন্ধে মোকে বড়ায়ি ছুখিনী কৈল ল ॥ ২ ॥  
কাহু তোন্ধার নেহাত লাগি ল ।  
সকল রজনী জাগি ল ।  
তোন্ধাক না পাইল মোঞে ত বড় আভাগী [ল] ॥  
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল ।  
আর জরমের পুনে ল ।  
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ॥ ৩ ॥  
দেখী মোর দেহগতী ল ।  
নিষ্ঠুর তোন্ধার মতি ল ।  
বুঝিতে নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল ॥  
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল ।  
জীঞোঁ মো সঙ্গমে তোরে ল ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবরে ল ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতিরী ॥

রঘুবংশ পরধান আন্ধে শ্রীরাম নাম  
[২০৬১] আন্ধার শুণ তোন্ধে কথা ।  
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল  
তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা ॥ ১ ॥  
রাধা ল  
আন্ধে চিত্ত নেবারিল তোরে ।  
বাণ বহুল মাজ দৈবকী [হ]ইল মোরে ॥ ৫ ॥  
উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল  
আন্ধা লঞা নাহি পরদারে ।  
... ...  
আন্ধে দেব ত্রিভুবনে সারে ॥ ২ ॥  
আন্ধে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল  
যুগে যুগে অবতার করী ল ।  
অস্বয় মারিঞা ধরণী পাতিল  
সব পাপ করম নেবারী ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে বুলিলোঁ ।

২ ধরোঁ'র' কাটিল তোলাপাঠে রোঁ' করা ।

১ পুথিতে 'গাইল বড় চণ্ডীদাস বালিল বড় চণ্ডীদাস ।'

এভেঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল  
সব গোপ নাহী জ্ঞানে ।  
চল তোম্কে নিজ বাস গাইল বড় চণ্ডীদাস  
বন্দীর্ণ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নানা তপস্কে তোম্কা মোরে দিল বিধী ।  
আরে  
কেহে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ॥ ল ॥  
তোম্কে জবে' যোগী হৈলা সকল তেজিঞা ।  
থাকিব যোগিণী হঞা তোহাঁক সেবিঞা' ॥ ল ॥ ১ ॥  
না জাইবো ঘর আর' তোম্কা ছাড়িঞা' ।  
বড় দুখ পাইলো [২০৬।২] তোর বিরহে পুড়িঞা' ॥ ল।ঞ ॥  
পরাণে না মার মোরে' দেব গদাধরে ।  
তিরিবধভর কেহে নাহিক তোম্কারে ॥  
সপনে-গেআনে মনে তোম্কা চিন্তিলোঁ ।  
তার ফল ভাল কাহাঞি তোম্কা হইতে পায়িলোঁ ॥ ২ ॥  
হেনমনে পরিভাব জগত ইশ্বর ।  
আম্কা পরাণে মাইলে কি লাভ তোম্কার ॥  
আহুগতী ভকতী আনাথি আশি নারী ।  
তর্ভো কেহে আম্কা পরিহরহ মুরারী ॥ ৩ ॥  
এত কাল আম্কা তেজিতে এখোথণে ।  
সকতি না ভৈল তোর নেহার' কারণে ॥  
কোণ লাজে বোল এবঁ মোক জাইতে ঘর ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো  
তোর প্রথম যৌবনে ।  
হুতার বচনে আতি বিরাগে  
তোম্কা মো মাইলো বাণে ॥

মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ  
তোম্কা তেজিলো জতনে ।  
এবে গোআলিনী তো কাহুতি করসী  
আম্কা পায়িতে আকারণে ॥ ১ ॥  
না কর জতন সন্দরী রাখা  
আম্কা না [২০৭।১] পাত মায়া ।  
সত্য ত্রেতা ছাপর কলী  
আম্কে নিরঞ্জন কায়া ॥ ধ্রু ॥  
আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে  
মোকে না কৈলোঁ যতনে ।  
এবঁ আকুলী হঞা' কাম বাণে  
আম্কারে চাহসি কেহে' ॥  
হাসিঞা' উত্তর বুলিলো মো রাখা  
না দিল সরস বাণী ।  
ছারোঁ খারোঁ এবঁ বাউক' যৌবন  
স্বপ্ন আয়িহনের রাণী ॥ ২ ॥  
আম্কে সে কশপ ঋষির কুয়র ॥  
তোম্কে সাগরকৌররী ।  
যৌবন গরবে আম্কা না চিহ্নিলী  
স্বপ্ন মুগধী পামরী ॥  
সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো  
মোঞ্চে তোম্কার আন্তরে ।  
... ... যুগতি করিঞা' ।  
তোম্কা সংপিল আম্কারে ॥ ৩ ॥  
তেজ মোর সঙ্গ' নাহি মোতে রক্ত  
আর তোম্কার শূদারে ।  
সকল গোহুল ভার বহাইলে  
করায়েলে বড় খাখারে ॥  
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস  
তেজহ আম্কার আস ।

১ জবে' তোলাপাঠে । ২ আর' তোলাপাঠে ।

৩ মোরে' তোলাপাঠে ।

৪ ঈশ্বর' হর আকার ও র' তোলাপাঠে ।

১ পুথিতে 'তোম্কা না কৈলোঁ' ।

২ পুথিতে 'কেহে চাহসি আম্কারে' । ৩ পুথিতে 'বাউর' ।

৪ পুথিতে 'তেজ সঙ্গ মোর' ।



বাসলীচরণ

শিরে বন্দিঞ<sup>১</sup>

আনেক জরম পুনে

ভজিলো তোর চরণে

গাইল বড় চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

গাইল বড় চণ্ডীদাস ॥ ৭ ॥

কহুবাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহে কাহাক্রি<sup>১</sup> ।

দুতর যমুনাত রাধা তোন্ধা কৈলো পার ।

আছিলো [২০৭।২] মো শিশুমতী না জাগিলো রজ রতী

লাজে পিঠ দিঞা মো বহিলো দধিভার ॥

এবে গুণী ভৈল তহু শেষ ।

দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল ।

আহোনিশি একমতী তোন্ধা ছাড়ী নাহি গতী

রাজ ভরিঞা মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১ ॥

এবে কৃষ্ণ<sup>১</sup> করহ আদেশ ॥ ১ ॥

বিরহ সন্তাপ রাধা এবেসি জাগিলে ।

আহে রাধা ।

যৌবন গরবে রাধা আন্ধা না চিহ্নিলে ॥ ল ॥ ৬ ॥

বাপ বহুল মোর

গোকুলে আন্ধার ঘর

তোন্ধাত লাগিঞা রাধা বড় পাইলো দুখ ।

গোপ লোকে আন্ধা ভালো জাণে ।

হেন মন কৈলো না দেখিবো তোর মুখ ॥

স্বণিলে পাইব লাজ তোন্ধে মোর নাহি কাজ

তোন্ধাত লাগিঞা রাধা তেআগিল ঘর ।

মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ ॥

তর্ভো মোর বচনে [২০৮।২] না দিলে উত্তর ॥ ২ ॥

ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষে উতপতী

তোন্ধাত লাগিঞা মো হইলো মাহাদাগী ।

তাক কোপ রহে কত খনে ।

তবে বোলাইলো সতী আইহনের রাণী ॥

তোন্ধার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে

এবে কেহে গোআলিনী হেন তোর মতী ।

নিষ্ঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥

তোন্ধে রতীঞে কুমতী আন্ধে ধর্মমতী ॥ ৩ ॥

স্বণ ল স্তম্বরী সতী বুঝিলো তোন্ধার মতী

নিয়ড় সধক রাধা না কর দূর ।

স্বণ পাপ পুণ্যের উত্তর ।

জুগি স্বধি পাই রাধা<sup>১</sup> রাজা কংশাহর ॥

পুণ্য কইলো স্বগ গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ

আর এবে রাধা তোতে নাহি মোর মন ।

পাপে হএ নরকের ফল ॥ ৪ ॥

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীচরণ ॥ ৪ ॥

দৈবকীর পুত্র তোন্ধে বহুলকুমার হে

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতাল ॥

তোন্ধে দেব কংশের আরী ।

কোণ আগরাধে মোকে তেজহ কাহাক্রি<sup>১</sup> ।

গোপীর বালেন্দু ( ? ) হরী আন্ধে বিরহিণী নারী

আপণে বিচারি তোন্ধে চাহ ত গোসাক্রি<sup>১</sup> ॥

তোন্ধা বিগি বকিতে না পারী ॥ ৫ ॥

সকল সংপুল মোর যৌবন সাজে ।

তোরে বো[২০৮।১]লো চন্দ্রাবলী আন্ধে দেব বনমালী

তাহাক তেজিতে না জুআএ দেবরাজে ॥ ১ ॥

কেহে বোল হেন পাপবাণী ।

বিগি দোবে কেহো নাহি তেজে রমণী ।

মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল

সিতা রামে দুখ পাইল স্বণ চক্রপাণী ॥ ৬ ॥

তোন্ধে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥

না বোল মোরে<sup>১</sup> নিরাস একবার নেহ পাশ

সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী ।

তোন্ধে মোর পতি শ্রীনিবাস ।

রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী ॥

১ সরস' কাটরা তোলা পাঠে কক' করা ।

২ মোরে' তোলাপাঠে ।

১ রাধা' তোলাপাঠে ।

তোক্ষাত লাগি[২০৯১]আ যবে প্রাণ মোর জাএ ।  
তবে তিরীবধ লাগে কাঙ্ক্ষাঞি তোক্ষাএ ॥ ২ ॥  
মনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ ।  
অকোপ হইয়া মোর আরথা দেখ ॥  
একবার তোর মোর আইউ বুল্‌বন ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

ধাহুযীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ  
ভাণ্ডায়া পাঠাইলি মোরে ।  
এবেসি মোর টুটিল সে নেহ  
মন জাএ তোক্ষারে ॥ ল ॥ ১ ॥  
আল ।

চল চল তোকে স্তম্ভরি রাখা  
মো পরিহরিলোঁ তোরে ।  
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা  
তৈঁ তুক্ষী মামী আক্ষারে ॥ ৫ ॥  
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ  
জুড়িএ আগুনতাপে ।  
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ  
জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২ ॥  
যমুনা তীরে আছিলোঁ যবে  
তোর হরতির আশে ।  
বোল দিইয়া মোক ভার বহায়িলেঁ

দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥

[২০৯২]তেক ভাবিয়া স্তম্ভরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন  
ছাড় তৌ আক্ষার আশে ।  
বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ হুঙ্করঃ ॥

সরস বসন্ত কালে ।  
কোকিলের কোলাহলে ।  
এ নুআ যৌবন কাঙ্ক্ষাঞি প্রাণ রে ॥

এবে তোক্ষার বিরহে ।  
মোর আকুল দেহে ।  
আক্ষাকে তেজিতে তোর উচিত নহে ॥ ১ ॥  
নহৌ গ নহৌ গ কাঙ্ক্ষাঞি তোক্ষার মাউলানী ।  
তোর মোর নেহ সব দেব লোকে ভালৈঁ জাগী ॥ ৫ ॥  
আছিলোঁ মো শিশুমতী ।  
না বুঝিলোঁ হরতী ।  
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সমতী ॥  
এবে মো ভরযুবতী ।  
তোক্ষা ছাড়ী নাহিঁ গতী ।  
এহা বুঝী মোর বোলে কর আহুমতী ॥ ২ ॥  
সাগর সঙ্গম জলে ।  
তেজিবোঁ মো কলেবরে ।  
এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে ॥  
এহা জাগী গদাধর ।  
একবার দয়া কর ।  
নহে তি[২১০১]রীবধ দিবোঁ মো তোক্ষারে ॥ ৩ ॥  
যত কৈলোঁ সংযম ।  
করিলোঁ ব্রত নিয়ম ।  
নঠ হএ কারু মোর সে সব ধরম ॥  
এহি শপথ করোঁ ।  
কভোঁ যবে তোক্ষা হরৌ ।  
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যবে তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী ।  
তবে মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোকে গালী ॥  
এবে কেহে আক্ষা সমে বাহুহ রতী ।  
পরিহরি আপণার আইহন পতী ॥ ১ ॥  
এবে কেহে রাখা পাতসি যায় মোহো ।  
এহাত না তুলে আর নান্দেব পোহো ॥ ৫ ॥  
যতন করিয়া বেদ কহিলেন্ত বিধী ।  
পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী ॥

আত্মর মারিআ খণ্ডিবে। পৃথিবীর ভার ।  
 পাপ করিলে সে ত নহিবে আত্মার ॥ ২ ॥  
 যতন না কর রাধা আইহনের রাণী ।  
 পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী ॥  
 ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলো নির্মল কাএ ।  
 তোক [২১০।২] দেখি আরবার মন না জাএ ॥ ৩ ॥  
 আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধ্যান ।  
 আর করোঁ না ভুলে তোম্মাতে দেব কাহ ॥  
 এহা বৃন্দা গোআলিনী ছাড় মোর আশ ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মৈলাক' মারিলে কোণ মাহাসিধি হএ ।  
 আপণেঞি' গুণ কাহাঞি' আপণ হনএ ॥  
 এ তীন ভুবনে তোম্মার আধিকার ।  
 তোর আগণে গোপনারী হএ কোণ ছার' ॥ ১ ॥  
 না ধরিলোঁ মতিমোষে তোম্মার বচন ।  
 তাহার উচিত ফল দিলেক মদন ॥ ২ ॥  
 কাহ তোর নেহে আপণাক বড় মারোঁ ।  
 তোত উপজিব রোষ তাক না আগণে' ॥  
 পুরুষে জাগিতোঁ যবে রুষিবেহেঁ তোম্মে ।  
 তবে না কহিতোঁ কথা যশোদাক আক্ষে ॥ ২ ॥  
 শরণ পসিলোঁ কাহ চরণে তোম্মারে ।  
 যে ফল করিবে মোর কর অবিচারে ॥  
 সকল সম্ভাপ কাহ সহিবাক পারী [২১১।১] ।  
 তোর বিরহসম্ভাপ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥  
 একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার ।  
 তোর পরমাদেঁ ঘুচে বিরহ আত্মার ॥  
 তেরুছ নয়নে দেহ আত্মাক আশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে ।  
 শুণী মোরে মনমথ মারে ॥  
 তিরীবধভয় না মানসি ।  
 কেহে মিছা মাউলানী ঘোষসি ॥ নাএ ॥ ১ ॥  
 আল হের মোরে দয়া না করহ কেহে ।  
 কাহাঞি' ল ছাড় নিষ্ঠুর ভাব মনে ॥ নাএ ॥ ২ ॥  
 দুখদিয়া সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ ।  
 তোম্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ ॥  
 জিআঅ আড় নয়নে চাহী ।  
 বিরহের জালাএ মরে রাহী ॥ ২ ॥  
 তিলেক ঘোবন নাহি' টুটে ।  
 তোম্মা বিণী বুক মোর ফুটে ॥  
 এহা জাগী দয়া ধর মণে ।  
 আত্মা লখী জাহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥  
 তোম্মা চিন্তি বুরোঁ আহোনিশী ।  
 তভোঁ কেহে [২১১।২] দয়া না করসী ॥  
 মোরে না মারিহ জিনিবাসে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধাম্বরীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা ল ।

মথুরা আইতেঁ যমুনাপথে  
 দধির পসার লখী ।  
 অনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ  
 গেলাহা মোক দুখ দিয়া ॥ ১ ॥  
 আল ।  
 ছিনারী পামরী নাগরী রাধা  
 কিকে পাতসি মায়া ।  
 তোম্মে যবেঁ জাণ আক্ষে তোর প্রিয়  
 তবেঁ কেহে না কৈলোঁ দয়া ॥ ২ ॥  
 পান ফুল দিয়া পাঠানিলোঁ তোরে  
 দূতর হাথত দিয়া ।

বোল না ধরিলে তাহুল পেলাইলৈ  
বাম চরণে টালিঙ্গা ॥ ২ ॥  
যেহেন প্রকারে বড়ায়িক মাইলৈ  
তিরীবধ হৈত মোরে ।  
যে কারণে হরি নারায়ণ আক্ষে  
তেসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥  
যবে কড়ায় আদেশিব মোরে  
তবে জাইবো তোর পাশে ।  
এহা বুলী কাহাঞি নিরব হইলা  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়া[২১২।১]রাগ: ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যথো ।  
জগাদ চ নিজপ্রাপণপরিদ্রাণকং বচ: ॥

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী ।

জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাই ॥ আল ॥ ১ ॥

মোরে কি না ভয়িঞা গেল বড়ায়ি নাএ ।

বিরহে বিকলী খোজো মো নান্দের পোএ ॥ ২ ॥

নিশি সপন দেখিলো কাহ কোলে করি জুয়িলো  
চিআয়িঞা চাইো নাহিক বাল গোপালে ।

এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার  
আনল সরণ হৈবে দূতা রে ॥ ২ ॥

যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাজিঞা পড়ে  
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরায়ে ।

আনি দেহ যবে কাহে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে  
তাক না তেজিবো আর জরমে ॥ ৩ ॥

নেহ আমুল রতনে পালহ মোর বচনে  
একবার যোক আনি দেহ কাহে ।

ধরো দূতা তোর পাএ হের মো[২১২।২]র প্রাণ যাএ  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগ: ॥ যতি: ॥

যথণ কাহাঞি তোরে পাঠাইলে পানে ।

তবে তারে বুলিলি বচন আনচানে ॥

এবে মোক বোলসি কাহাঞি আগিবারে ।

বুড় বয়সত বড় দুখ নিলে মোরে ॥ ১ ॥

এবে বলহীন আক্ষে চলিতে না পারী ।

কোণ পরকারে তোক আনি দিবো হরী ॥ ২ ॥

এড় ঘর যাঞো মোঞে শক্তি না কর ।

কথা গিঞা পায়িবো নিষ্ঠুর গদাধর ॥

মোঞে ভালৈ জাণ তোক নিষ্ঠুর ভৈল কাহ ।

এ জরমে নাইসে আর তোমার থান ॥ ২ ॥

পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান ।

নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥

নানা রঙ্গে রহে কাহাঞি আন নারী পাশে ।

বাশলী সিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

রামকিরীরাগ: ॥ যতি: ॥

শিশুকালে আক্ষে মতিভোলে ।

বড়ায়ি না লয়িলো কাহের [২১৩।১] তাহুলে ।

এবে আন্ধার মন মজিল বাল গোপালে ॥

তোম্কে যাত্রা কর শুভক্ষেণে ।

বড়ায়ি কাঁট চল কাহাঞি থানে ।

বিনয়বচনে তোমিঞা কাহাঞি আন মোর থানে ॥ ১ ॥

দূতী বোল গিঞা কাহের থানে ।

বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে ॥ ল ॥ ২ ॥

সব খন চিহ্নিঞা মুরারী ।

পরান ধরিতে না পারী ।

রহিব ঘোঁষনে আক্ষে কেমনে মন নেবারী ॥

মোঞে সে দগধকপালী ।

নাম মোর চন্দ্রাবলী ।

আন মোর নাহি গতী ছাড়িঞা প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥

১ নোক ক তোলা পাঠে ।

যৌ তোলৌ যমুনাত পানী ।  
 পরিহাস কৈল চক্রপাণী ।  
 মতিমোষে বশোদারে কহিলৌ সে সব কাহিণী ॥  
 কাহু না চিহ্নিলৌ থাইলৌ আখী ।  
 চান্দ স্বরূপ ছয়ি সাখী ।  
 এ রূপ ঘোবন কাহেরেঁ থুয়িবেঁ রাখী ॥ ৩ ॥  
 বাণী বাজায়িল যবেঁ কাহে ।  
 কোকিল কৈল পান্নি গানে ।  
 আ[২১৩১২]গুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে ॥  
 এবেঁ লাজ থুইয়া এক পাশে ।  
 শরণ ভৈলৌ শ্রীনিবাসে ।  
 আণি দেহ এবেঁ কাহাঞি গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধাছুবীরাগঃ ॥ একতালী ॥

গরবেঁ না তুযিলেঁ হরী ।  
 পাছু না গুণিলী আছিদুরী ॥  
 বড় রোষ তার মনে জাগে ।  
 এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥ ১ ॥  
 এবেঁ তোকে মোরে বোল বুধী ।  
 মোঞ ভৈলৌ এহাত মুগধী ॥ ২ ॥  
 কাকুতী করিল কাহু তোরে ।  
 মোক পাঠায়িল বারে বারে ॥  
 তন্তো তার না কৈলৈ সমানে ।  
 তেকারণে রুট ভৈল কাহে ॥ ৩ ॥  
 বন্ধুজন করাঁ আ বিমনে ।  
 ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে ॥  
 আতি বড় সিআন সে কাহে ।  
 তাক ভাঙী কাহার পরাণে ॥ ৪ ॥  
 তোকে মোর পরাণনাতিনী ।  
 ত্তোর ছুখ না সহে পরাণী ॥  
 কর্থা পাইব কাহের উদ্দেশে ।  
 গাই[২১৪১২]ল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্তক ॥ লগনী ॥

দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জরতীবচনঃ ॥ মনোজ্ঞশরকাতরা ।  
 সখীগণমুবাচেনঃ মাধবপ্রাপ্তিবাহুয়া ॥  
 বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা  
 কি পুছহ মোরে বুধী ।  
 আন্ধার হৃদয় চন্দন কাহাঞি  
 আগণেঞি কর শুধী ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥  
 রাধার বচন শুণী বড়ায়ি  
 বুইল মনত গুণী ।  
 তোকে আন্ধে গিআ চাহি বৃন্দাবন  
 তবেঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ল রাধা ॥ ২ ॥  
 ছুই মেলিআ কাহাঞি চাহিল  
 না পাইআ জুড়িল কন্দনে ।  
 হেনই সন্তোষে নারদ মুনী  
 আসিআ দিল দরশনে ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥  
 করিআ প্রণাম নারদ চরণে  
 রাধা পুছে যোড় হাথে ।  
 নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন  
 কর্থা বসে জগন্নাথে ॥ ল মুনী ॥ ৪ ॥  
 কি মোর জীবন যৌবন নারদ  
 কি মোর এ ধন বাসে ।  
 [২১৪১২] কাহু বিণি যৌ যোগিনী হৈবৌ  
 ভ্রমিবৌ সকল দেশে ॥ ৫ ॥  
 রাধার বচন শুণী মাহামুনী  
 বসিলী যোগ ধোআনে ।  
 জাণিল কদম তলাত বসিআ  
 আছন্ত নাগর কাহে ॥ ৬ ॥  
 নারদ বুইল কদমতল  
 চল বৃন্দাবন মাথে ।  
 কুহুমসেজাত বসিআ আছে  
 তথ্য পাইবে দেবরাজে ॥ ৭ ॥

নারদের বোল

বেদ সমভুল

মনে ধরী চন্দ্রাবলী ।

চাহিতে চাহিতে পাইল আচম্বিত

বৃন্দাবনে বনমালী ॥ ৮ ॥

রুক্ষের বদন দুরে দেখি রাধা

মুগ্ধা পাইল তখনে ।

ভৃঙ্গের জল মুখে দিখা বড়ায়ি

রাধার কইল চেতনে ॥ ৯ ॥

চেতন পাইখা বড়ায়ির চরণ

ধরিল আতি যতনে ।

বুলিতে নারো বচন বড়ায়ি

না চলে মোর চরণে ॥ ১০ ॥

এবে কি করিবো পরাণ নাতিনী

বোল হরষিত মণে ।

তোক্ষার আন্তরে গ্রাণ [২১০১] উপেখিখা

করিবো তাক যতনে ॥ ১১ ॥

মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী

বড়ায়ি চল আপণে ।

ভালমতে মোর দুখকথা কহ

নিরুখ কাহুচরণে ॥ ১২ ॥

এ বচন শুণী বড়ায়ি বুল

গির্জা কাহুর পাশে ।

বাসলীচরণ শিরে বন্দিখা

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তনের উপর হারে ।

আল

মানএ বেহেন ভারে ।

আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে ॥

সরস চন্দন পকে ।

আল

দেহে বিধম শকে ।

দহন সমান মানে নিশি শশাকে ॥ ১ ॥

আল

তোর বিরহ দহনে ।

দগধিনী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ১ ॥

কুহুমশর হতাশে ॥ ২ ॥

তপত দীর্ঘ নিশাসে ।

সখন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে ॥

ক্ষেপে সজল নয়নে ।

দশ দিশে খনে খনে ।

নালহীন কৈল যেন নীল ন[২১০৩]লিনে ॥ ২ ॥

দেখি পল্লব শয়নে ॥ ৩ ॥

আদ্যররাশি সমানে ।

মুদয়ে নয়ন আতি ভরাসিত মনে ॥

বাম করতে বদনে ।

দিখা গগনে নয়নে ।

তোক্ষাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥

খনে হাসে খনে রোষে ।

খনে কাঁপএ তরাসে ।

খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥

চলিতে তোক্ষার পাশে ।

নারে মদনের রোষে ।

বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্কা ॥ ১ ॥

নিম্নএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে ।

গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥

করে মনসিজশর কুহুম শয়নে ।

ব্রত করে পায়িতে তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥

আল কাহাঞি ল

রাধা বিরহদহনে ।

দগধিনী ভৈলী তোক্ষার শ[২১০৩]রণে ॥ ১ ॥

১ ইহার পর 'নাহং মনসি রাধায়া বর্তে জরতি সন্ততঃ । বিধাবচন-  
জাতেন বকনং কুলং বুধা ।' য়োক লেখা ও কাটা ।

২ তোক্ষার শরণে, 'কা' তোলা পাঠে ও দরশনে 'কাটী' শরণে  
করা ।

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আহোনিশি মদন মারে তারে শরে ।  
 হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥ ১ ॥  
 সব খন বস তোন্ধে তাহার আস্তরে ।  
 তেঁসি তোন্ধা রাখিবারে পরকার করে ॥ ২ ॥  
 নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার ।  
 রাহুঞ গালিল যেন চাঁদ স্বধাধার ॥ ৩ ॥  
 তোন্ধাক লিখিআ কারু মদনরূপ ।  
 ধামাগণ করে কহিলৌ সরূপ ॥ ৩ ॥  
 তোন্ধাক সংমুখ দেখি আধিক চিস্তনে ।  
 হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥  
 ঘর বন ভৈল তার আল সখিগণে ।  
 নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৪ ॥  
 বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে ।  
 দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥  
 দয়া করী এবৈ তাক দেহ আলিঙ্গনে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ কাব্যোক্তি প্রকীলক ॥

লগনী ॥

অ[২১৬।২]বুনাপি কিম্ব সদয়ঃ হৃদয়ে  
 কুরুবে [মনো]হৃদয়মণীকরণে ।  
 গন্তব্য কুরু তব হে বিরহে  
 স্তননোন্তনোতি মদনঃ কদনম্ ॥

কাহাঞি ক বৃহল বড়ায়ি বচন মধুরে ।  
 চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে ॥ ১ ॥  
 লুগী সম দেহ তার রসের সাগরে ।  
 সাংপূর্ণ ঘোবনে রুতি ভুল দামোদরে ॥ ২ ॥  
 বিলম্ব না'কর স্থণ স্থন্দর মুরারী ।  
 রাধার পরাণে ছুখ সহিষ্ঠে না পারী ॥ ৩ ॥  
 বদন চুখিআ মাথে হাথ ব্লাই ।  
 হাথে ধরিআ কাহুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে তরাসিলী ।

বৃহল বাবে বাবে আঙ পাছু বুঝাই ।  
 রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহাঞি ॥ ৫ ॥  
 চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী ।  
 দৈসত হাসিআ কারু হৃদয়ত শুণী ॥ ৬ ॥  
 বৃহল মনোহর বেশ করু গোআলিনী ।  
 পাসে আসী বৈহ বোলৌ মধুরস বাণী[২১৭।১] ॥ ৭ ॥  
 কাহুর আদেশে গিআ বড়ায়ি হরিষে ।  
 সত্তরে কহিল সব রাধিকার পাশে ॥ ৮ ॥  
 রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

মাধবস্ত নিদেশেন মুদিতারাঃ প্রমোদিতা ।  
 রাধায়া জরতী চক্রে বেশঃ জনমনোহরং ॥

আল রাধা

শুভ সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেচিআ চম্পা  
 সিসত সিন্ধুর ন[ব] স্বরে ॥ ১ ॥  
 গিএ গজমুখীদার মণি মাঝে শোভে তার  
 উচ কচয়ুগল উপরে ।  
 ইআ সুমান আকারে স্বরেশরী দুই ধারে  
 পুড় যেন স্বমেকশিখরে ॥ ২ ॥  
 গুহায়া হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে  
 দেখি আভিঙ্গার স্বশোভনে ।  
 মিলি হেমকরগণে বাক্সিল আতি ষতনে  
 যেন কল্প রতনক রতনে ॥ ৩ ॥  
 মণিকিরণ উজ্জলে আঙ্গদ ভু[২১৭।২]জয়ুগলে  
 পহায়িল আতি কুহুহলে ।  
 বাহতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী  
 রতন করুণ করমূলে ॥ ৪ ॥  
 রতিরণে জয়ধনী করএ কিঞ্চিণী  
 তাক গাহি বাক্সিল মাঝে ।  
 কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর  
 জংঘ পদ আবুলিত সাঙ্গে ॥ ৫ ॥

কপূর কন্তুরী যো[টে]গ <sup>২৩৩</sup> আত্মর<sup>১</sup> তাম্বলরাগে  
গন্ধ রাংগে রচিল বদনে ॥ ৬ ॥  
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাবে  
রাধা গেল কাহ্নের পাশে ।  
রাধাক দেখিঞা কা[টে]ক উতরল ভৈলা মনে  
গায়িল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

কোড়াদেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকাঃ মনসিজ্জরাতুরাঃ  
মণ্ডনধিগুণরামগীরকাঃ ।  
বাক্য মন্থনশরাতুরো হরি-  
বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাং ॥  
ভুজযুগে ধরি কাহ্নে ।  
আল কৈল আলিঙ্গনে ।  
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞি ক আতি জতনে ॥  
কাহ্ন করিল চুষনে ।  
কপোল যুগ নয়নে ।  
ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে ॥ ১ ॥  
আল কাহ্ন করিল হরতী ।  
পুরী ম[২১৮।১]নোরথ রাধার পিরিতী ॥ ২ ॥  
যুড়ী রসনে রসনে ।  
কৈল মুখমধু পানে ।  
রাধা না জাগিল আপন পর তথণে ॥  
তার দসনের সনে ।  
কাহ্ন চাপিল দশনে ।  
ইঙ্গিতকারে হারিল রাধা কাহ্নের বচনে ॥ ২ ॥  
দৃঢ় করি ছয়ি তনে ।  
নথ দিল ঘন ঘনে ।  
পীযুষে সেচিল কাহ্ন রাধার মণে<sup>২</sup> ॥  
রাধাঞে কৈল কুজনে ।  
মধু পীল হুষ্ট কাহ্নে<sup>৩</sup> ।  
উচিত হিলোল পড়িল সে নিধুবনে ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে 'আজার' । ২ পুথিতে 'মণে' ।

৩ 'হুষ্ট কনে কাহ্নে' লেখা ও কনে' কাটা ।

আতি চির আত্মবন্ধে ।  
রতি কৈল নানা বন্ধে ।  
কভো কেহো না কৈল যেন রস প্রবন্ধে ॥  
ভৈল মুকুল নয়নে ।  
স্বখী ভৈল দুই জনে ।  
[গায়িল] বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরামগিরীরাগঃ ॥ আঠাতালা ॥

এহে  
রতিস্থখ ভুঞ্জিঞ<sup>১</sup> রাধা গোআলিনী ।  
চরণত ধরী বৃহল স্থণ চক্রপাণী ॥  
তোস্কা ক ছাড়িঞা মোর আন নাহি গতী ।  
এবে চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোস্কাতে ভকতী ॥ ১ ॥  
উরুখাগী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ ।  
শ্রম বড় পায়িল আশ্বে স্থতি জাণ্ডি [২১৮।২] নিন্দ ॥ ২ ॥  
হেন স্থনি তাত কাহ্নাঞি আত্মমতি দিল ।  
নব কিশলয়ত শয্যা রচিল ॥  
নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল ।  
তথণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল ॥ ২ ॥  
হেন সন্তোষে দেখি শীতল বহে বাএ ।  
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ ॥  
কুহুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ ।  
রাধার নয়নে গিঞা<sup>১</sup> নিন্দ কৈল বাস ॥ ৩ ॥  
রাধাক এড়িঞা<sup>১</sup> জায়িত্তে কাহ্ন কৈল মন ।  
বড়ায়ির পাণে কাহ্ন করিল গমন ॥  
বড়ায়িক সম্বোধিঞা<sup>১</sup> বলিল বচনে ।  
গায়িল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ একতালী ॥

পালিল বড়ায়ি আশ্বে বচন তোস্কারে ।  
এবে মেলাগী দেহ আশ্কারে ॥  
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে ।  
রাধা লঞা<sup>১</sup> বাট বিনএ যাহা ঘরে ॥ ১ ॥



• তোক্ষার কারণে ল বড়ায়ি ।  
 কৈলো মোঞে<sup>১</sup> রাধার সঙ্গে ল ॥ ৫ ॥  
 আর বচনেক বোলো<sup>২</sup> স্বর্ণ ল বড়ায়ি  
 ধরিঞ<sup>৩</sup> তোর করে ।  
 তাক [২১৯।১] রাখিহ যতনে আপণ আস্তরে  
 জাইব আন্ধে মথুরা নগরে ॥ ২ ॥  
 নিন্দ ছল করি থাক<sup>৪</sup> রাধার পাশে  
 বড়ায়িক বুলিল<sup>৫</sup> যতনে ।  
 ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু  
 কাটি [গেলা] মথুরা নগরক কাছে ॥ ৩ ॥  
 কথোথণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী  
 কাছাঞি<sup>৬</sup> না দেখিল পাশে ।  
 বড়ায়িক চিআইঞ<sup>৭</sup> বুলি বচন  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভায়িঠালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এইত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে  
 তার উরে দিলো মো শিয়রে ।  
 আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলো ঘুমে  
 নিন্দত এড়িঞ<sup>১</sup> গেল মোরে ॥ ১ ॥  
 বড়ায়ি গো  
 কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলো ল ।  
 আনি দেহ শ্রীমধুসূদনে ॥ ল ॥ ৫ ॥  
 আহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞে<sup>২</sup> সব খণে  
 সে কাহ্ন পায়িব কত খণে ।  
 চরণে পড়ে<sup>৩</sup> ছতী আনী দেহ প্রাণপতী  
 তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥  
 মো কেহ্নে জাগিবো হেন এড়িঞ<sup>৪</sup> পালাইবে কাহ্ন  
 তবে কেহ্নে [২১৯।২] কাল ঘুম ঘাইবো ।  
 এ রূপ<sup>৫</sup> ঘোবন ভার কাহ্ন বিণি আসার  
 তা লাগি গরল মোঞে<sup>৬</sup> খায়িবো ॥ ৩ ॥

হের যোঁ কাহ্নুতি করো<sup>১</sup> ছতী তোর পাএ [ধ]রো<sup>২</sup>  
 এহোবার পুর মোর আশে ।  
 চল দ্তী তার থা[নে] আণ শ্রীমধুসূদনে  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ কুডুকাঃ ॥

এখন কদমতলে আছিলা কাছাঞি ল  
 তোর সঙ্গে রতিকুতূহলে ।  
 রাধা ল  
 তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী  
 এবে<sup>১</sup> কথ্য পাইব গোপালে ॥ ১ ॥  
 রাধা ল  
 কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে ।  
 না জাণো সে গেল কোণ দিশে ॥ ৫ ॥  
 প্রবোধবচন কত বুঝাঞ<sup>২</sup> তাহারে  
 আনিঞ<sup>৩</sup> মেলাইলো তোর থানে ।  
 এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোকে ভৈলা  
 শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে ॥ ২ ॥  
 বিষম পুরুষ জাতী কপটপূরিত মতী  
 নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে ।  
 হেন মতে পড়িহাসে<sup>৪</sup> সে আন যুবতী লঞা  
 কাহ্ন রতি ভু[২২০।১]জে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥ ৩ ॥  
 এবে তোঞে<sup>৫</sup> এখানে থাক মো গিঞ<sup>৬</sup> চাহোঁ তাক  
 যবে<sup>৭</sup> পাঞোঁ তার দরসনে ।  
 তবে তোকে আনি দিবো গাইল বড়ু চণ্ডীদাস  
 [বন্দিঞ<sup>৮</sup>] বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

একাকিনী পরিভ্রম্য বনঃ শ্রমভরা[তুরা] ।  
 রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লক্কা মধুসূদনঃ ॥  
 বচনেন তবানেন বুদ্ধে ব্যাকুলমানসা ।  
 জাতায়ি জগদালোক্য শৃঙ্খমেত্তদ্বচঃ শুনু ॥

প্রথম পহরে আন্ধে দেখিল বড়ায়ি ।  
 এখনে আসিবে মোর স্বন্দ[র] কাছাঞি<sup>১</sup>

তেঁকারণে আন্ধে গিঞাঁ তাক না চাহিলোঁ ।  
 আপণায় দোষে মোঞেঁ উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ১ ॥  
 কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে ।  
 কা লঞাঁ কথা কাহাঞি রতিস্থত ভুঞ্জে ॥ ২ ॥  
 দুয়জ পহরে যোঁ চিন্তিলোঁ একসরী ।  
 আন্ধাক তেজিঞাঁ আজি কথ্য গেলা হরী ॥  
 কে না স্ত্রীতে আন কৈলা ধন্য নারী ।  
 যা লঞাঁ স্থবরতি [২২০১২] ভুজয়ে মুরারী ॥ ২ ॥  
 তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রঞ ।  
 কাহুর বিরহে মোর প্রাণ থির নহে ॥  
 চিন্তিঞাঁ চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপা[য়ে] ।  
 কাহু কাহু করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ ॥ ৩ ॥  
 চারি পহর দিন পুরিল সকল ।  
 কাহু বিণি আয়িলাহোঁ আন্ধে কদম্বের তল ॥  
 এবেঁ কেহু মনে রহে আন্ধার জীবন ।  
 গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ কুদ্রুকঃ ॥

তার স্তম্ভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী ।  
 যে নারীক লঞাঁ কাহু ভুজয়ে স্থবরতী ॥ ১ ॥  
 ভাল আহুমান তাঁ করিলি রাহী ।  
 এবে ভালমতে চাহি স্থম্বর কাহাঞী ॥ ২ ॥  
 কদম্বের তলে খণে যমুনার কুলে ।  
 শিশু লঞাঁ বাটে হাটে হরিষে বুলে ॥ ৩ ॥  
 যবে লাগ পাওঁ তবে কি বুলিবোঁ তারে ।  
 ভালমতে গোআলিনি শিখাহ আন্ধারে ॥ ৪ ॥  
 বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

মল্লারাগঃ ॥ কু[২২১১]দ্রুকঃ ॥

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে ।  
 বহুলতলাত চাহা চাহা একচীতে ॥

নিরুজ্জত চাহা আর যমুনার ভীত্রে ।  
 আর চাহা বড় বড় পাছের উপরে ॥ ১ ॥  
 লাগ পায়িলেঁ তাঁক বুলিহ কাহু করী ।  
 গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল ॥ ২ ॥  
 আঁধর চাহিহ যধা বসে শিশুগণে ।  
 ছাওআল হঞাঁ কাহু রহে খণে খণে ॥  
 চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে ।  
 সাবধান হঞাঁ চাহ যেকু পাহ লাগে ॥ ৩ ॥  
 এবার পায়িলে বড়ায়ি সে স্থম্বর কাহুে ।  
 ধাপিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে ॥  
 দেবার আণিঞাঁ দিলে কাহু মোর ঠায়ি ।  
 তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি ॥ ৪ ॥  
 হর আন্ধি আন্ধে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে ।  
 যেতেকে ঘাপিল নারী যেহেন শরীরে ॥  
 হেন বুঝায়িঞাঁ কাহু আণ মোর পাশে ।  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

ধাহুঘীরাগঃ ॥ একতালী ॥

হেন রাধিকার বচনে ।  
 চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে [ ২২১১২ ] ল ॥  
 আল বড়ায়ি ।  
 স্থগিঞাঁ রাধার আরতী ।  
 কাহাকেহো না কৈল সংহতী ॥ ল ॥ ১ ॥  
 আল বড়ায়ি ।  
 মনে ধরী রাধার বচনে ।  
 কাহাঞিক চাহে বনে বনে ॥ ২ ॥  
 যমুনা[ত না] পাঞাঁ গোপালে ।  
 পুন গেলী বহুলের তলে ॥  
 তথ্য না পাইঞাঁ গদাধরে ।  
 চাহিলেক পাছের উপরে ॥ ৩ ॥  
 চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী ।  
 অমে বড়ায়ি ভইলী বেআহুলা ॥

একশরী বনের ভিতরে ।  
ভঞ্জে হালে বড়ায়ির আস্তরে ॥ ৩ ॥  
বাহুড়িঞা বাধিকার' থানে ।  
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে ॥  
বুঝিল তার না পাইল উদ্দেশে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভায়িঠালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

হরি হরি ।

আয়াসে কাহুর উরে  
ভতিলো দিঞা' শিয়রে

প্রাণের বড়ায়ি ল

দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে । ল ।

কাহাঞি'র দরশন  
যেহেন ভৈল সপন

প্রাণ বড়ায়ি ল

বাগিঞা' চাহো নাহিক গোবিন্দে ॥ ল ॥ ১ ॥

কোণ দিগে গেল কাহাঞি  
উদ্দেশ বো[২২২।১]ল বড়ায়ি । ল ।

প্রাণ বড়ায়ি ল

তোস্কার সংহতি তখা জাই ॥ ধ্রু ॥  
নানাবিধ দুখ পায়িলো  
যার বিরহে পুড়িলো

সে কেহে নান্দে যাইতে মোরে ।

কোণ আদিবস ভৈল  
কিবা আপরাধ কৈল

যবে কাহাঞি রোয়িল আন্ধারে ॥ ২ ॥

সোঞা'রী কাহুর বাগি  
না রহে মোর পরাগি

চেতন নাহিক মোর দেহে ।

'তেজিলো স্থখ আসেদ  
দিনে দিনে তহু ঘেব

ভাবিঞা' সে কাহুর নেহে ॥ ৩ ॥

পুথিতে বড়ায়ির ।

বিধি বিপরিত ভৈল  
আন্ধা ছাড়ি কাহু গেল  
বিরহে মো জিৰো কত দিশে ।  
বোল বড়ায়ি উপদেশে  
কাহু গেলা কোণ দিশে  
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ কুডুকঃ ॥

চিরকাল আয়িলো বনের ভিতরে ।  
বিলম্ব করিতে আর লাগে বড় ডরে ॥  
উতরলী নহ রাধা মন কর খীর ।  
যা যানাহী না জাপে লোক তা জাই ঘর ॥ ১ ॥  
পাছে কাহায়িক আণী দিবো তোর থানে ।  
করিব আপণ কাজ না জাণিব আ[২২২।২]নে ॥ ধ্রু ॥  
বড় কাজ করিআ না করী জানাজাণী ।  
চিরকাল স্থখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী ॥  
আন্ধার বচন ধর খীর করী মনে ।  
কাঁট ঘর গেলেন দোষ না দিব আইহনে ॥ ২ ॥  
মুখ চুখী বোলো রাধা মোর বোল ধর ।  
কাঁট গেলে কেহো না বুঝি আহুধর ॥  
আরতি না কর ছুখে বেথিল আস্তর ।  
আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর ॥ ৩ ॥  
হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্তর ।  
রাধিকা বুঝাআ লজা গেলী ঘর ॥  
সব সখিগণ সমে করিআ সংহতী ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিনার কতিচিং কালানু কথকিং কৃষ্ণকৃষ্ণ ।  
অখাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥  
ফুটিল কদমফুল ভরে নৌআইল ভাল ।  
এতৌ গোফুলক নাইল বাল গোপাল ॥

কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িঁয়া ।  
 নিদয়হৃদয় কারু না গেলা বোলাইঁয়া ॥ ১ ॥  
 [২২৩।১] শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল ।  
 প্রাণনাথ কারু মোর এতৌ ঘর নাইল ॥ ৫ ॥  
 মুছিঁয়া পেলায়িঁবৌ বড়ায়ি শিবের সিন্দূর ।  
 বাহুর বলয়া মো করিঁবৌ শঙ্খচূর ॥  
 কারু বিগী সব খন পোড়এ পরাগী ।  
 বিয়াইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥ ২ ॥  
 পুনমতী সব গোআলিনী আছে স্তখে ।  
 কোণ দোবেঁ বিধি যোক দিল এত তুখে ॥  
 আহোনিশি কারুক্রির গুণ সৌঅরিঁয়া ।  
 বজরে গঢ়িল' বুক না জাএ ফুটিঁয়া ॥ ৩ ॥  
 জ্যেষ্ঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ ।  
 সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥  
 এতৌ নাইল নিষ্ঠুর সে নান্দের নন্দন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ কুদ্রুক্ষঃ ॥

চতুরে চতুরো হাসান্ রাধে মৃদিরমেহরান্ ।  
 গময় যং গতৌ শক্তিরজ্জ মে নাস্তি কান্চন ॥  
 আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ ।  
 মদন কদনে' মোর নয়ন ফুরএ ॥  
 পা[২২৩।২]বী জাতী নহৌ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথ্য ।  
 মোর প্রাণনাথ কারুক্রি' বসে যথ্য ॥ ১ ॥  
 কেমনে বঞ্চিঁবৌ রে বারিষা চারি মাঘ ।  
 এ ভর যৌবনে কারু করিলে নিরাস ॥ ৫ ॥  
 জীবন মাসে ঘন ঘন বরিষে ।  
 সেজাত স্ততিঁয়া একসরী নিন্দ না আইসে ॥  
 কত না সহিব রে কুহুমশরজ্বালা ।  
 হেন কালে বড়ায়ি কারু সমে কর মেলা ॥ ২ ॥

ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে ।  
 শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥  
 তাত না দেখিবৌ যবেঁ কারুক্রি'র মুখ ।  
 চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক ॥ ৩ ॥  
 আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী ।  
 মেঘ বহিঁয়া গেলৈঁ ফুটিবেক কাশী ॥  
 তবেঁ কারু বিগী হৈব নিফল জীবন ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং ।  
 রাধে কৃষ্ণোহচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি ॥  
 হাথে চান্দ মা[২২৪।১]নী বড়ায়ি করায়িলৈঁ পাগলী ।  
 আইহনক পীঠ দিলৌ লাজে তিলাঞ্জলী' ॥  
 আশোআশ দিঁয়া তোকে হৈলা এক ভীতে ।  
 কারুত লাগিঁয়া মোর বেআকুল চীতে ॥ ১ ॥  
 জাগিল জাগিল বড়ায়ি চিহ্নিল কারুক্রি' ।  
 আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ ॥ ৫ ॥  
 তোন্ধার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল ।  
 কারু সমে ভালৈঁ রস ভুঞ্জিতে না পাইল ॥  
 পুরুব জরমে কিবা খণ্ডিত কৈল ।  
 তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥ ২ ॥  
 দুখ স্থখ পাঁচ কথা কহিতৈঁ না পাইল ।  
 ঝালিআর ভাল ঘেন তখনে পালাইল ॥  
 দিনে দিনে তহু শেষ মদনতরাসে ।  
 কোতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবৈঁ সেই নাশে ॥ ৩ ॥  
 তোন্ধার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে ।  
 কেমতৈঁ পাওঁ এবৈঁ শ্রীমধুসূদনে ॥  
 কারুর উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ কুছুকঃ ॥ লগনী ॥

[২২৪।২] দণ্ডকঃ ॥

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্রেশমহং হরেঃ ।

ততঃ কিং গমনাশঙ্ক্য যতোহং রাধিকেক্ষধুন্য ॥

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আন্ধার ধর

রতনমুদড়ী পিঙ্ক হাথে ।

হের যৌ করৌ কাকুতী তোর চরণে ভকতী

আগিষ্ঠা দিআর জগন্নাথে ॥ ১ ॥

আল রাখে ।

নিলজী নিকুপে থাক কথা গিষ্ঠা পাইব তাক

পাপমতী না বাসসি লাজে ।

বুইল তাক একবার তোষ মন রাখার

বোল পালী গেলা দেবরাজে ॥ ২ ॥

আল বড়ায়ি ।

না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিষ্ঠুর বচন

এ তোন্ধার বএসের দোষে ।

আলিসের পরসাদে দুখমুখ নাহি জাণ

তৌ তোন্ধাত উপজএ রোষে ॥ ৩ ॥

আছগর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর

ঠাঠী বড়ী গোআলিনী তৌ ।

উপদেশ বোল তোন্ধে কথা কাকু পাইব আন্ধে

চাহিষ্ঠা আগিষ্ঠা দিবৌ মো ॥ ৪ ॥

এ বোলে [২২৫।১]পাইলৌ স্বপ্ন চুষৌ বড়ায়ি তোর মুখ

আজি মোর ভৈল শুভদিনে ।

যথা যথা বুলে কাকু চাহ বড়ায়ি সেই থান

তবে তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥

ভগহ নাভিনী রাহী ইষ্টীবাক বল নাহি

কথা গিষ্ঠা চাহিবৌ মো হরী ।

মণে কৈলৌ আছমান তোকে উপেখিষ্ঠা কাকু

গেলা দ্বর মথুরা নগরী ॥ ৬ ॥

তোর যুগতীঞ বৃটী আন্ধাক মিন্দতে ছাড়ী

মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে ।

১ স্বপ্ন, স্ব' তোলা পাঠ ।

চরণে ধরৌ তোন্ধার

কাকু দেহ একবার

নহে বধ দিবৌ মো তোন্ধারে ॥ ৭ ॥

জাইবৌ মথুরা নগর মোর আগে সভ্য কর

আর কড়ৌ না ঝঙ্কারিবৌ মোরে ।

বারে বারে দুখ পাইলৌ ভাগে পরাণে না ময়িলৌ

সরূপ কহিলৌ তোন্ধারে ॥ ৮ ॥

হের শির কর যোগে সভ্য করৌ তোর আগে

তোক দুখ না দিবৌ মো আর ।

যে আছে মোর কপালে কলিবেক দে[২২৫।২]সি কালে

তার থান যাহ একবার ॥ ৯ ॥

নাভিনী তোর বচনে হের যৌ করিলৌ গমনে

মথুরা কাকু উদ্দেশে ।

লাগ পাইলৌ তার থানে করিবৌ বড় যতনে

গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

মথুরানগরীং গতা জরতী মধুসূদনং ।

জগাদ বিরহে মরা রাধা তে শরণং গতা ॥

ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃষ্ণা জগাদ জরতীং হরিঃ ।

রাধিকামহ্যানিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা ।

নঠী বড় রাধা দেখিলে প্রাণ হরে ।

আল ।

তাহার ঠাইক জাইতে লাগে বড় ডরে ॥

এখো গোপী ভাল নহে সব চুঠ মণে ।

কেমনে বাঢ়ায়ি পা জাণহ আপণে ॥ ১ ॥

আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আন্ধারে ।

রাধাত লাগিষ্ঠা কাকু কিবা নাহি করে ॥ ২ ॥

হাথত ধরিষ্ঠা মোর দগধ পরাণে ।

আপণে বুইল তোন্ধে আন্ধার কারণে ॥

১ পুথিতে একবারে ।

তর্ভে আছমতী মোক না দিলেক রাহী ।  
 আর [২২৬১] তার মুখ না দেখে সুল্লর কাহাঞি ॥ ২ ॥  
 বিথর বুলিআ বড়ায় কাজ কিছু নাই ।  
 তোক্ষার বিদিত যত বুলি রাহী ॥  
 চরণে ধরিআ বোলোঁ চল তোক্ষের ঘরে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

গুজরীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

বুঝিতে না পারে কাহাঞি তোক্ষার চরিত ।  
 যাচিতে উপেক্ষহ তোক্ষের সে আমৃত ॥  
 আর কভোঁ দিক না বুলিব চন্দ্রাবলী ।  
 মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী ॥ ১ ॥  
 আস্থখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে ।  
 এবেঁ তাক তেজিতে উচিত তোর নহে ॥ ২ ॥  
 মোর বোলে তোক্ষের তার পাসক না আসিবোঁ ।  
 পাছে কলি কাহাঞি বিরহহুখ পাইবোঁ ॥ ৩ ॥  
 ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে ।  
 শাকর খাইতে তোক্ষের আদরাহ<sup>১</sup> কেহে ॥ ৪ ॥  
 (ভাগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী ।  
 উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥

১ পুথিতে আদরাহ ।

যে পুণি আধম জন আন্ত[২২৬২]রে কপট ।  
 তাহার সে নেহা ঘেহ মাটির ঘট ॥ ৫ ॥  
 রাধিকা থাকিলী বসি আপগার ঘরে ।  
 তোক্ষের থাকিলী আসি মথুরা নগরে ॥  
 আসি আই করী মোর আকুল পরাণে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৬ ॥

বিভাসরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

শতকী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোক্ষারে ।  
 জায়িতে না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥  
 যত হুখ দিল মোরে তোক্ষার গোচরে ।  
 হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে ॥ ১ ॥  
 আগ বড়ায়ি বাহড়ী যাহ তথী ।  
 রাধিকা লাগিআ মোক না কর শকতী ॥ ২ ॥  
 কাটিল ঘাঅত লেখবস দেহ কত ।  
 তোক্ষার বিদিত মোরে রাধা বুলি যত ॥  
 এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী ।  
 হুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী ॥ ৩ ॥  
 মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস ।  
 মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥  
 বিরহে কা ... ..  
 ( ইহার পর পুথি খণ্ডিত । )

# পরিশিষ্ট

১

## চণ্ডীদাসের প্রচলিত সংস্করণের পদ

বিভাষ ।

প্রথম প্রহর নিশি স্বপ্নপন দেখি বসি  
সব কথা कहিয়ে তোমায়ে ।  
বসিয়া কদম্বতলে সে কাহ্ন করেছে কোলে  
চুষ দিয়া বদন উপরে ॥  
অঙ্কে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন  
আর বায় বাঁশী স্তম্ভুরে ।  
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি  
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে ॥  
তৃতীয় প্রহর নিশি মূই কৃষ্ণ কোলে বসি  
নেহারিহু সে চাঁদ বদনে ।  
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি  
বিদ্বাকুল হইল মদনে ॥  
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান  
মোর ভেল রতি আশোয়াসে ।  
দারুণ কোকিল নাড়ে ভাঙ্গিল আমার নির্দে  
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'দোখিলো প্রথম নিশি' ( পৃ. ১৩১ ) পদের  
বিকৃত বা রূপান্তরিত পাঠ । ]

২

## নবাবিকৃত পুথির পদ

রাগিণী ধানশী ॥ জলদ ॥

কি আলো রাখে ঐ জে । হাঁকুলি একলা ॥  
কেন দান না দিবে কেন জাইবে হাটে ।  
কেন নাগরী রাধা ছাড়ি দিব বাটে ॥  
সব কুতূহাটে রাধা মোর মহাদান ।  
হয় নয় দেখ রাধা পাঞ্জি পরমাণ ॥

লঘু ১৪ চোন্দ কলা । পরে গুরু ॥

বার বরিথের দান দিবে জে গুয়ালা ।  
তোরূ রূপ ঘোবনে মোহিল বনমালী ॥  
স্বর্গে রাখু মর্গে রাখু তলে পাঁছ শুষ্টি ।  
তাহাত টেটনী রাধা কি করিবি বুদ্ধি ॥  
এ তিন ভুবনে রাধা মোর মহাদানে ।  
তাকে ভাঙ্গি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥  
যশোদার পো আমি হাথে ধরি বাঁশী ।  
তোমাকে দেখিলু রাধা অধিক রূপসী ॥  
তেকারণে রাধা মোর তোতে গেল মন ।  
ছাড়ি দিলু দান ধর আমার বচন ॥  
এভো যবে না ধরিবে পাশে বৃন্দাবন ।  
বলে ধরি তোক তবে দিব আলিঙ্গন ॥  
ইহা বুদ্ধি দেহ রাধা সরস বচন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাঙালীগণ ॥

লঘুগুরু সকলে ৭১ একান্তরি কলা ॥

[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কেহে দান না দিবে তৌ' ( পৃ. ১৭ )  
পদের পরিবর্তিত পাঠ । ]

রাগ ধানশী । গঞ্জল ॥

কি আগো বড়াই ঐ জে । হাঁকুলি একলা ॥  
চাঁপাকুড়ি দেখিতে রূপসে ।  
তাহে নাঞি গন্ধের পরশে ॥  
বিকশিলে জগমন মোহে ।  
নারীর ঘোবন হেন হয়ে ॥

লঘু ১২ বার কলা । পরে গুরু ॥

কাহ্ন মোরে আলিঙ্গন মাগে ।  
নাঞি জানি সুরতির ভাবে ॥  
অনেক কড়ির পসরা ।  
হাট জাত্যে না পাইল মথুরা ॥

রাজা কংসে করিব গোহারি ।  
তবে কাহ্ন লয়া জাব ধরি ॥  
নিতি নিতি দধি বিকে জাঙ ।  
দানের শুধি নাঞি পাঙ ॥  
এবে রাজা ধনের কাতর ।  
চাহে জবে ছুধে দিব কর ॥  
স্বখী সাত পাচ করি সঙ্গে ।  
মথুরাকে জাঙ বিকে সঙ্গে ॥  
কেন কাহ্ন হেন পড়িহাসে ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

লঘু গুরু সকলে ৬২ বাঁঘড়ি কলা ॥

[ 'আল বড়ায়ি । চাপাকুটী দেখিতে রূপসে' ( পৃষ্ঠা ১৮ )  
পদের রূপান্তর । ]

রাগ বরাড়ী । অপূর্বকলা ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে স্থির ।  
প্রাণ জেন ফাটি জাএ বকে মাল্যে তীর ॥ এ ॥

লঘু কলা । পরে গুরু ॥

জরে প্রাণ ফাটে বুক ধরিতে না পারে ।  
গলাতে পাথর বান্ধি দহে পশি মরে ॥ এ ॥  
তুমি গন্ধা বারাগসী স্বরূপেসি জান ।  
তুমি মোর সব ভীর্থ তুমি পুণ্য স্থান ॥ এ ॥  
ই বোল বলিতে কান না বাসসি লাজ ।  
তুমার মাউলানী আমি শুন দেবরাজ ॥ এ ॥  
হইএ আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী ।  
মিছাই সম্বন্ধ পাত কিসের মাউলানী ॥ এ ॥  
ই বোল বলিতে তোম মনে বড় স্থখ ।  
পরঘরে পৈশে জেন চোর পাটাবুক ॥ এ ॥  
ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি ।  
আমার মনের কথা কহিলে আপুনি ॥ এ ॥  
বিরহে পুড়িয়া কান আকুল বিকল ।  
●জকয়া দেখিয়া যেন রুচক অঙ্গল ॥ এ ॥

জাইবার বাসনা তুই ছাড়হ গুয়ালি ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিয়া বাস্তলী ॥ এ ॥

লঘুগুরু সকলে ৮১ একানী কলা ॥

[ 'তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে ধীর ।' ( পৃষ্ঠা ১৯ )  
পদের বিকৃত পাঠ । ]

রাগিণী মদল ॥ কুম্ভশেখর ॥

চামরী জিনিঞা তোর চিকণ কবরী ।  
মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি ॥  
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে ।  
স্বরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে ॥

লঘু ২ কলা । পরে গুরু ॥

বদন শরত চান্দ স্বধা হাসি ঝরে ।  
দশন কিরণে কত বিছুরি সঞ্চরে ॥  
হৃদএ মুকুতা হার অমূল্য রতন ।  
কুম্ভ কনয়া গিরি তোমর দুই স্তন ॥  
হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ ।  
যৌবন গড়িলে তহু হইবেক লাউ ॥  
নহলি যৌবন রাধা রেহ আলিঙ্গন ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাস্তলীগণ ॥

লঘুগুরু সকলে ১২ বার কলা ॥

[ পদটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে নাই ; 'সুখ ল স্তম্ভরি  
রাধা' ( পৃষ্ঠা ২৫ ) পদের মাত্র তিন পঙ্ক্তির সহিত মিল  
আছে । ]

রাগিণী গৌরী । চুটখিলা ( ছুটক ? ) ॥

পরশর নামে ঋষি আছিল বিশাল ।  
তিন ভুবনে জানি তপস্তা জাহার ॥  
জলমাঝে মীনকন্ঠা কুরিল গমন ।  
তাথে উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥  
তোমার বচন রাধে সবই আতত ।  
পরদারে পাপ নাঞি মূনির সমত ॥



পঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী ।  
পঞ্চ পতি জার ভৈলা সব লোকে জানি ॥  
রজা আদি বেউশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে ।  
হেন সব কথা কেন হ্রদপরে বৈসে ॥  
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হর শিরে ধরে ।  
হেন গঙ্গা রমিল শান্তহু নাম নরে ॥  
নারীর সন্তোগে রাধে যদি পাপ বসে ।  
এ তিন ভুবনে কেন সে গঙ্গা পরশে ॥  
নিজ পর নারী দোষ নাইক সংসারে ।  
জত সতীপনা সব মিছা জান তারে ॥  
ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে ।  
বাণুলী শিরে বন্দি গাইল চণ্ডীদাসে ॥

৬৩ শ্রেষ্ঠ কলা ॥

‘[‘পরশর নামে গুণি আছিল। বিশাল।’ (পৃ. ২৬) পদের পাঠান্তর।]

রাগ ধানশী । বিষম ॥

কি আগো বড়াই ঐ জে । হাঁকুলি একলা ॥  
গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে ।  
অতাপিহ অপযশ তার পরচারে ॥  
কপটে অহল্যাক রমিল হ্রদবরে ।  
সহশ্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে ॥  
লঘু ১৪ চৌদ্দ কলা । পরে গুরু ॥  
হেন অদভূত কথা শুন লো বড়াই ।  
পরদারে পাপ নাঞি বলন্তি কানাক্ষি ॥  
হৃন্দ উপহৃন্দ আছিল দুই ভাই ।  
তিলোত্তমা হেতু দুই ময়লা এক ঠাক্ষি ॥  
শুভ নিশ্চয় দুই অক্ষর আছিল ।  
পার্বতীর কারণে দুই জন মইলা ॥  
চৌদ্দ চৌ যুগ আছিল লঙ্কার রাবণ ।  
ওঁহু সে মজিলা মায়ানীতার কারণ ॥  
ইহা জানি কানাক্ষিক নিষদ বড়াই ।  
কেন হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাক্ষি ॥

বলহ বড়াই কাহ্ন মনে পরিভাউ ।  
আপনাকে চিনিঞা আপন ঘরে জাউ ॥  
আমা সনে কানাক্ষি তেজু পরিহাস ।  
বাণুলী বন্দি গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥

৭১ একান্তরি কলা ॥

[‘গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।’ (পৃ. ২৬) পদেরই রূপভেদ।]

রাগ পাহিড়া । রূপক ॥

আগো রাধে  
সর্কাসে হৃন্দরী তৌহে দেব মুরারি মোহে  
তোর মোর উচিত সে নেহে ।

আগো রাধে  
তোমাতে মজিল মন ভালে জানে দেবগণ  
ইথে কি বিচারহ সন্দেহে ॥

আগো রাধে  
না পরিহর হৃন্দর কানাক্ষি ।  
সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই ॥

আগো রাধে  
আইলু মুঞ্চি বড় আশে না করহ নৈরাশে  
শুন ধনি আমার বচনে ।

আগো রাধে  
দেবের দেবতা আমি জানিঞা না জান তুমি  
কিরি চাহ নিরখি বদনে ॥

আগো রাধে  
তোর রূপে মোর মন যজে ।  
যৌবন রাখহ কোন কাজে ॥

আগো রাধে  
জগতের জগন্নাথে সেহ আমি রাজপথে  
তোমার লাগিয়া হুহু দানী ।

আগো রাধে  
পসরা নামাঞা রাখ শোষে শুখাঞাছে মুখ  
আশ পূরি হের আশ্রয় ধনি ॥

আগো রাধে

তহু দহে বিরহের জ্বরে ।

আলিঙ্গন দেহত আমারে ॥

আগো রাধে

জাখিঠার অহুসারে ধনী কহে বড়াইরে

ঘরে কি বলিব দুৰুবারে ।

আগো রাধে

এই খেনে রসাবেশে কহে বড়ু চণ্ডীদাসে

গাইল জে বাণ্ডলীর বরে ॥

সকলে ৮৫ পঁচালী কলা ।

[ উক্ত পদের ১ম ত্রিপদী ও পরারের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'হাল রাধা সর্বাক্ষে স্তম্ভরি তোএ' (পৃ. ২৮) পদের ঐ অংশেব মিল আছে ; অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ নূতন । রচনা-ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত পুথির পাঠ প্রকৃত পাঠের আধুনিক রূপ । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির পিপিকর অসারধানবশতঃ পরবর্তী কোন পদের বাকিটা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন । ]

রাগিণী সই । যতি ॥

রাজা বড় খরতর নাঞি শুনে কথা ।

লঘু নটক পাইলে কাটে তার মাথা ॥

গোচরিক্ষা ফল ধরাইব জেবা জানি ।

তুমিত ভাগিনা কানাক্রি আমি ত মাউলানী ॥

আপনি বলহ তুমি জিদশের পতি ।

তবে কেনে পরদারে মজে তোর মতি ॥

গরু রাখি বুল তুমি মাঝ বৃন্দাবনে ।

ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে ॥

ছাড়হ কানাক্রি তুমি পাপ বচন ।

আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জীবন ॥

তুমি ছুইঞা হাতে পরশি দুই কানে ।

এভোহ কানাক্রি তোর না ভইল জানে ॥

আমাকে না কর কানাক্রি অধিক যতন ।

কভো না শুনিব আমি তুমার বচন ॥

তুমার বচন মোর না সামায় কানে ।

তুভোহ কানাক্রি কেন করহ যতনে ॥

ইহা বুঝি নিবাহহ পাশত মন ।

বাছড়ি আপন ঘর করহ গমন ॥

কিসকে করহ কানাক্রি হেন পরবন্ধ ।

তোর সঙ্গে আছে মোর নিবিড় সম্বন্ধ ॥

ইহা জানি ছাড় কানাক্রি আমার সে আশে ।

বাণ্ডলী বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

লঘু গুরু সকলে ৭৪ চুয়াল কলা ॥

[ প্রথম চারি পঙক্তি 'রাজা বড় খরতর' (পৃ. ২৮) পদের এবং বাকিটা 'আপনে বোল তোকে' (পৃ. ৪১) পদের বিকৃত পাঠ । ]

রাগিণী পাহিড়া । যমক ॥

মুখ কমলে অতি শোভা করে

খঞ্জন নয়ন দুই ।

ভৌঞি কাল সাপ যুগল তাহাতে

শোভএ নিচল হই ॥

লঘু ২ ছই কলা । পরে গুরু ॥

আন জদি দেখে রাজপদ পাএ

নানা উপভোগে রহে ।

আছ রাজপদ দূর বড়াই

জীবন মোর সম্মেহে ॥

হাত জোড় করি ডকতি কর

জীউ দান দেহ বড়াই ।

বোল রাধারে মাছ স্বরতি

তবে সে জীএ কানাক্রি ॥

মাণিক জিনিঞা দশন জুতি

গীএ শতেশ্বরী হারে ।

কর কমল বাহ মুনাল

হেম ঘট পয়োভারে ॥

নাভি তার নদ ঘাট জিবলি

ঘন জঘন পুলিনে ।

উচিত তাহাত কলহংস সম

রএ কনক রসনে ॥

রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন  
রোমাঁবলি কিরিপাণে ।

অতি অদভূত বিনি ঘাএ হানি  
বিকল কৈল পরাণে ॥

উরু যুগ শোভে রামকদলী  
স্থলকমল চরণে ।

রাজহংস জিনিঞা অতি  
রাধার মন্দ গমনে ॥

পৃথিবীত আমি অবতার কৈল  
তার সুরতির আশে ।

বাঁশলী চরণে বন্দিয়া গাইল  
এ বড় চণ্ডীদাসে ॥

লঘু গুরু সকলে ১৬ বোল কলা ।

\* [ 'মুখকমলে আতি শোভা করে' ( পৃ. ২৯ ) পদের বিকৃত  
ও অসম্পূর্ণ পাঠ । ]

রাগ বসন্ত । হরগৌরী ॥

হরি হর একু দেহ বিদিত সংসারে ।

জানিহু সে অতি সত্য কহিল তোমারে ॥

মোর সে কালিয়া তছু তছু গোরা অঙ্গ ।

জানি বিধি আনি নিধি মিলাঅল সঙ্গ ॥

হের আশ্র বিনোদিনী পরিহর লাজ ।

না শুনিলে মোর বোল হইব অকাজ ॥

হরিহর নাম মোর গোরা অঙ্গে ধরি ।

বিশ্বস্তর নাম মোর বিষ পান করি ॥

ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ধরি নিজ কাএ ।

গঙ্গাধর নাম মোর সর্বলোকে গাঁএ ॥

নারীর সম্বোগে রাধা জন্দি পাপ হএ ।

শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে ॥

চাতুরালী পরিহর মোরে দেহ দান ।

বাঁশলী বন্দিয়া বড় চণ্ডীদাসে গান ॥

লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ্ধ কলা ।

[ নতুন পদ, ৩২ অথবা ৭৮ পৃষ্ঠার খণ্ডিত্যংশের হইতে  
পারে । ]

রাগিণী ভীমশলাশী । দশকুশী ॥

শুনিঞা না শুন রাধে স্তম্ভন গুয়ালি ।

ওলাহ পসরা তোর বিচারিয়া বলি ॥

এই যতে নিতি জাহ মথুরার হাটে ।

বহু দিন খুজিয়া পাইল দানঘাটে ॥

কার বোলে আন পথে জাহ দধি লয়া ।

বহু ধন পায়্যাছ রাধে দানী ভাণ্ডাইয়া ॥

আশ্রহ স্তম্ভরি বস্ত্র লেখা করি দান ।

ইহ নহে হের দেখে পাঞ্জি পরমাণ ॥

শান্তভী ননদী মোর ঘরে দুকুবারে ।

কোন ছলে জাব ঘর নই স্বতন্তরে ॥

শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহ মোর বৈরি ।

বলহ বড়াই ইবে কোন বুদ্ধি করি ॥

প্রাণ লয়া খেড়া হইল আগে হে বড়াই ।

স্বামীর নিজ ধন খুজন্তি কানাক্ষি ॥

হার কঙ্কণ মোর কাঁচলিতে দেই টান ।

হেনকে হোছাল মারে লহেত পরাণ ॥

চুষন দিবারে চাহে বদনকমলে ।

আলিঙ্গন চাহে কানাক্ষি বিরহের জরে ॥

কাহাকে বুলিএ রতি না জানি বড়াই ।

হেন বিপরীত কথা কহন্তি কানাক্ষি ॥

যোএ শিশুমতি বড়াই কর কোন বুদ্ধি ।

শুনিঞা বা কি বলিবে স্বামী গুণনিধি ॥

অমূল্য রতন মানে ধরে মোর হাতে ।

মাগএ সুরতি দান সান দেই মাথে ॥

নিষধ নিষধ বড়াই শ্রীমধুসূদনে ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাঁশলীগণে ॥

লঘু ১৮ আঠার কলা পরে গুরু এবং সকলে ৬৫ পঁয়ষট্টি কলা ।

[ খুব সম্ভব, লেখকের অনবধানতার দ্বাইটা পদ মিশ্রিত  
গিয়াছে । প্রথম আট পঙ্ক্তি রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,  
( এই অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে নাই ); এবং বাকিটা  
'শান্তভী ননদ মোর ঘরে দুকুবারে ।' ( পৃ. ৩৪ ) পদের একটা  
বিকৃত পাঠ । ]

রাগিণী অহৈ। বিবমসঙ্কি ।

মোহে জবে জান কানাক্রি ঘাটে মহাদানী ।  
বড়াইকে ছাড়ি কেন হইব একাকিনী ॥  
কেন সব সখীগণে আগে কৈল পার ।  
কাল হয়্য গেল মোর যৌবনের ভার ॥

লঘু ১২ বার কলা। পরে গুরু ।

কি ভৈল ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে ।  
কেন মন কৈল জাত্যে মথুরার হাটে ॥  
অবস্থা করিল মোকে সেই জগন্নাথে ।  
পুনরপি ঠেকিলাম ভাহার জে হাথে ॥  
ইহ পথে আসি মোএ হারাঈহ বুদ্ধি ।  
অনাথী গুয়ালী মোকে রক্ষা কর বিধি ॥  
পুরুষ জনমে মোর করমের ফলে ।  
জনম লভিহু আমি গুয়ালার ফুলে ॥  
তেঞি সে দখি বিকে জাঙ মথুরার হাটে ।  
দুরজন কানাক্রি শুন ইবে পাড়ে বাটে ॥  
কর জোড় করি বলি শুন দামোদর ।'  
জাইব বড়াই সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥  
এড়িয়া জাএ কানাক্রি মোরে সব সখীগণ ।  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাস্তলীর গণ ॥

লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ান কলা ।

[ পদটা নৌকাখণ্ডের 'মোএ' ঘবে জাগো কানাক্রি' ঘাটে'  
মাহাদানী ।' ( পৃ. ৫৮ ) পদের পরিবর্তিত রূপ ।

রাগিণী ধানশী । ঝম্পক ॥

আউ থাকিতে কানাক্রি মরণ ইচ্ছসি ।  
সাপের মুখেতে কেন আঁজুল দেসি ॥  
চুণ বিহনে জেন তাঁজুল তিতা ।  
অন্ন বএসে তেন বিরহের চিন্তা ॥

লঘু ৯ নর কলা। পরে গুরু ।

লাজ নাহিক কানাক্রি বরনে তুঁহার ।  
পাশে আসিতে কেন চাহসি আমার ॥

মজুরিয়া হয়্য কেন এত বড় রজ ।

অলপ হইয়া চাহ বড়র সজ ॥

হাথে হাথে চাহ তুমি আকাশের চান্দ ।

লোকে উপহাস করে দেখি তুহু' ছান্দ ॥

উত্তম জাতি তুমি নন্দের বাল ।

পুরুষ হইয়া তুমি জান এত কলা ॥

সকল লোকের মাঝে না বাসহ লাজ ।

না বহসি ভার তুহু' শিঞানের কাজ ॥

মাকড়ের হাথে জেন বুনা নারিকল ।

আমাকে দেখিয়া তেন না হয় বিকল ॥

সঙ্গে আসিবে জবে লয় দখিভারে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাস্তলী বরে ॥

লঘু গুরু সকলে ৮১ একাশী কলা ।

[ ভারতগুপ্তগর্ভ 'আউ থাকিতে কানাক্রি' মরণ ইচ্ছসি ।'

( পৃ. ৬৮ ) পদের রূপভেদ । ]

রাগিণী বাগত্রী । আনুটী ॥

আমি দেব শ্রীহরি ।

মথুরাতে অবতরি ॥

আমি সে সজ্জিলা দান ।

আমারে জুড়সি মান ॥

আলিঙ্গন দেহ রাধে ।

না করহ রসবাদে ॥

আমার গমন ইথে ।

তেঞি আসিয়াছ পথে ॥

কেন ধনি ভুল তুমি ।

তোমা লাগ্য দানী আমি ॥

আমার বরণ কেশে ।

তেঞি ধরিয়াছ বেশে ॥

শ্রামের বচন শুনি ।

মান গেল বিনোদিনী ॥

## ঐক্যকীর্তন

বসিল তরুর ছাএ ।  
 ঘন কাছ মুখ চাএ ॥  
 ধনী কহে বড়াইকে ।  
 তোমরা সে জায় বিকে ॥  
 বড়াই সে অহুসারে ।  
 গোপী লয়্যা গেল দূরে ॥  
 তরুমূলে রাধা শ্রাম ।  
 দেখিতে সে অহুপাম ॥  
 রক্তভরে মনস্থখে ।  
 চুষন করএ মুখে ॥  
 রতি রসের আবেশে ।  
 রাধা অঙ্গ সে পরশে ॥  
 বিন্দু বিন্দু ঘাম তাএ ।  
 দুহঁ মুখ দুহঁ চাহে ॥  
 পবন সে মন্দ বহে ।  
 যমুনা তরঙ্গ তাহে ॥  
 কোকিল ললিত স্বর ।  
 ফুৎকরএ মধুকর ॥  
 অলি সারি শুক তাএ ।  
 রাধাকৃষ্ণগুণ গাএ ॥  
 বাণুলী বন্দিয়া সীসে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

লঘু গুরু সকলে ৩৬ ছত্রিশ কলা ॥

[ পদটা ঐক্যকীর্তনের পুথিতে নাই, ছত্রিশের খণ্ডিতাঃ  
 হইতে পারে । ]

রাগিণী হুই । ভ্রমরষট্‌পদী ॥

বল করিতে চাহঁ তোরে ।  
 ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে ॥  
 হানএ কুসুমশর বাণে ।  
 তেকারণে দগ্ধে পরাণে ॥  
 না মারহ বিরহ আনলে ।  
 মুখ তুলি চাহ তো সকালে ॥  
 এই তোর তিরছ নয়ানে ।  
 শর হানিলি মোর প্রাণে ॥  
 একবার দেহ জীউদানে ।  
 তোমা বিহু না রহে পরাণে ॥  
 জীবন যৌবন কত কালে ।  
 অঁকারণে করহ জঙ্গালে ॥  
 আইলু মুঞি বড়ু প্রতিআশে ।  
 গাইল এ বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

লঘু গুরু সকলে ৪২ ব্যালিশ কলা ॥

[ নতুন পদ, সম্ভবতঃ রাধাবিরহের খণ্ডিতাঃশের । ]

ভাষাসর্বস্ব টীকা

## সাংকেতিক অক্ষর

অপ° = অপভ্রংশ	প্রা° = প্রাকৃত
অভি° প° = অভিধানল্লবীপিকা	প্রা° পৈ° = প্রাকৃতপৈঙ্গল
অস° = অসমীয়া	প্রা° প্র° = প্রাকৃতপ্রকাশ
উ° চ° = উত্তররামচরিত	প্রা° লক্ষণ = প্রাকৃতলক্ষণ
ও° = ওড়িয়া	প্রা° লক্ষ্মী = প্রাকৃতলক্ষ্মী
ক° য° = কপূরমঞ্জরী	প্রা° স° = প্রাকৃতসর্কষ
কু° চ° = কুমারপালচরিত	বা° = বাঙ্গালা
গা° স° = গাথাসপ্তশতী	ভবি° = ভবিসয়ত্তকহা
গু° = গুজরাটী	ম° = মরাঠী
গৌ° ব° = গোড়বধ বা গউড়বহো	মু° রা° = মুদ্রারাক্ষস
চৈ° চ° = চৈতন্যচরিতামৃত	মু° ক° = মুচ্ছকটিক
চৈ° ভা° = চৈতন্যভাগবত	মৈ° = মৈথিলী
টা° স° = টীকাসর্কষ	শকু° = শকুন্তলা
তুল° = তুলনীয়	শু° পু° = শৃগুপুরাণ
দে° না° মা° = দেশীনাংমালা	স° = সংস্কৃত
দে° প্রা° = দেশী প্রাকৃত	সে° ব° = সেতুবন্ধ
প° ক° ত° = পদকল্পতরু	হি° = হিন্দী
পা° = পালি	✓ = ধাতু

## জন্মখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—১

পৃথুভারব্যথামিত্যাদি শ্লোক—পৃথিবী তাঁহার গুরু-  
ভাবজনিত বেদনার কথা দেবগণকে কহিলেন। তাহা শুনিয়া  
ঠাঠাবা সত্তর কংসধ্বংসে মনোনিবেশ করিলেন।

দৃষ্ট রাজবেশধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্তরূপ গুরুভার।  
যথা ভাগবতে,—

ভূমির্দৃষ্টনুপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাবৃত্তৈঃ ।  
আক্রান্তা ছুরিভারেন ব্রহ্মানং শরণং যযৌ ॥  
গৌড় স্বাক্ষমুখী থিরা ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ ।  
উপস্থিতান্তিকে তন্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥  
ব্রহ্মা তদুপধাৰ্ধ্যাধ সহ দেবৈবস্তয়া সহ ।  
জগাম স জিনয়নস্তীরং স্কীরপয়োনিধেঃ ॥  
তত্র গম্বা জগন্নাথং দেবদেবং বুবাণপিম্ ।  
পুরুষং পুরুষনৃন্তেন উপত্যঙ্গে সমাহিতঃ ॥

—১০।১।১৭-২০

১। **সব**—প্রাকৃত সৰ্ব'; অশোক অম্লশাসনে সৰ্ব'-।  
**দেবৈ**—এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। মাগধী ভাষায় (পুং-নপুংসক,  
উভয় লিঙ্গেই) অকারান্ত শব্দের উত্তর 'স্ব' প্রত্যয়ের স্থানে ইকার  
বা একার হয় এবং পক্ষে 'স্ব' প্রত্যয়ের লোপ হয়; 'অত ইদেতো  
মুক্ত', বরকচি—১১।১০। বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় ক্রমে বচন-  
নির্বিশেষে এই এ' প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ৩' চন্দ্রবিন্দু  
আহুনাগিক উচ্চারণের জ্যোতক এবং আহুনাগিক উচ্চারণ পশ্চিম-  
বাটের অজ্ঞাতম বিশেষ। উহার সার্থকতা—স্বরের কোমলতা  
ও দীর্ঘতা-সম্পাদনে। হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি  
প্রাকৃতসম্ভব ভাষাসমূহে আহুনাগিক উচ্চারণের প্রাচুর্য দেখা  
যায়। **মেলি**—প্রাকৃত মিলিঅ', মেলিঅ'। শৌরসেনী  
ভাষায় 'জা' প্রত্যয়ের স্থানে ইঅ' আদেশ হয়; 'জা' ইঅঃ',  
বরকচি—১২।১০। **পাতিজ**—শৌরসেনী দ', মাগধী ড' বা ল'  
(সংস্কৃতজ্ঞত') প্রত্যয় হইতে বজ্রভাষার অতীত-চিহ্ন লকারের

উৎপত্তি অহুমান অযুক্ত নহে। **সভা পাতিজ**—শব্দরদেবকৃত  
উত্তরাকাণ্ডে,—

আছন্ত রাঘব যেষে দিব্য সভা পাতি ।

'নাঅ পাতিজ', 'পাতিজ নাটে', 'ধরণী পাতিজ' প্রভৃতি বাক্যাংশ  
তুলনীয়। **আকাশে**—সপ্তমীর চিহ্ন একার সংস্কৃত তথা  
প্রাকৃতের অম্লরূপ। **কংসেন**—যগীর উত্তর এই এর' প্রত্যয়  
সম্ভবচাক প্রাকৃত কেরক' শব্দের বিকারে উৎপন্ন। ভোজরাজ  
কংস, মথুরাদেশের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র।  
বনবিহারকালে উগ্রসেন-মহিষী ছদ্মবেশধারী সৌভপতি ক্রমিল  
কর্তৃক আলিঙ্গিত হন এবং তাহাতেই কংসের জন্ম হয়। এই  
কংস পূর্বে কালনেমি ছিল। **হএ**—বাঙ্গালা √হ (প্রা' √হো);  
এই এ' প্রত্যয় প্রাকৃত হসএ', করএ', পঢএ' প্রভৃতির স্তায়  
(বরকচি—৭।৫ ও সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৩।১৪৫)।

২। **ইহার**—কুমারপালচরিতে এআণ' (এতেবাম্),  
৫।১৪। চৈতন্যভাগবতে ও বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে ইহান'।  
**কমণ**—অপভ্রংশ ভাষায় কমণ' কমন', কবন' [ম=ব],  
কউণ' [ব=উ], কওন', কঞোন', কোঁন' প্রভৃতি।  
**উপাএ**—প্রাকৃতে জীলিজ শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনে  
একারের আদেশ হয়। অপভ্রংশ ভাষায় তিন লিঙ্গেই তৃতীয়ার  
একবচনে এং' প্রত্যয়ের বিধান আছে; 'ত্রিবেণ টং', মার্কণ্ডেয়-  
কবীন্দ্র—১৭।১৭। অপভ্রংশের এই তৃতীয়াস্ত এং' প্রত্যয় এবং  
বাঙ্গালা তৃতীয়ার চিহ্ন এ' বা এ', মরাঠী এ', মৈথিলী এ',  
মূলতঃ এক ও অভিন্ন। প্রাচীন বাঙ্গালাতে যেরূপ অস্তিত্ব

১ প্রাকৃতপৈলজ, ২।২৩, ২।৩৭।

২ বিভাগতি।

৩ টাদকবি ও তুলসীদাস।

৪ তুলসীদাস।



র-কারের প্রয়োগ অল্প পরিদৃষ্ট হয়, পক্ষান্তরে সেইরূপ পদযথো ও পদান্তে স্বরবর্ণের প্রয়োগ বহু স্থলে দেখা যায়। **সম্মাই**—ই' নিশ্চয়ে; রাঢ়ের গ্রাম্য সম্মাই', সমাই'। প্রাচীন সাহিত্যে,—

**সম্মাই** বোল হরি পাণ জাউক নাশ।

—কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের পুথি।

**সমাইরে** হইলা কৃপা প্রভু আন্ধারে নৈরাশ।

—সাধ্যভাবচক্রিকার পুথি।

কামরূপের ভাষায় 'তা-সম্বাক' ( তাহাদের সকলকে ), তা-সম্বার' ( তাহাদের সকলের ) পদের প্রয়োগ আছে। সকলে-ই। **চিস্তি**—রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন পুথিতে চিস্তিঞা', হাসিঞা', লঞা' ইত্যাকার পাঠ অধিক। **বুয়িল**—বলিলেন, ( বিচরণ করিলেন নহে )। **ব্রজান্ন**—বস্তীর উত্তর এই র' প্রত্যয় অর্পণভাষার অমুকৃতি। যতান্তরে উহা প্রাকৃত সুস ( শু ) বিভক্তি-চিহ্নের রূপান্তর মাত্র। **ঠাঞ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত ঠাঅ' শব্দের উত্তর সম্ভবীর এ' প্রত্যয়। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, প্রাকৃত-পৈঙ্গল, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

**সব দেবের মেলি**.....**ব্রজান্ন ঠাঞ**—কংস কর্তৃক সৃষ্টি নাশ হয় দেখিয়া, দেবগণ মিলিত হইয়া, স্তম্বেক-শিখরে সভা আহ্বান করিলেন এবং কি উপায়ে এই পরম শত্রুর নিপাত হয়, সকলেই চিন্তা করিয়া, ব্রজান্ন নিকট নিবেদন করিলেন।

৩। **ব্রজান্ন**—সংস্কৃত ব্রজন্ শব্দ; বাঙ্গালায় বাজানন্ড সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে সংস্কৃতেরই অমুকৃতি। **গেলাস্তি**—অস্তি' প্রত্যয়ের একবচনে প্রয়োগ। ছুটিথানের অশ্বমেধ-পর্কে,—

সোমর সংহতি রাজা সে মুনি বন্দিয়া।

মন্ত্রণাঘরেতে তবে গেলন্ত চলিয়া।

অসমীয়া গৈলন্ত', ভৈলন্ত', লৈলন্ত' এবং ওড়িয়া করন্ত', বোলন্ত', হোন্তি' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। **গেলেন**, গমন করিলেন। **সাগরে**—কীরোদসাগরে। **স্বতীঞ**—এ' করণ-কারকের চিহ্ন। উপাঞ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **হরি**—এখানে হরি' শব্দে কীরোদশায়ী রূপ বৃত্তিতে হইবে। **সর্ব-ভুতাবিধিত**, সর্বশৃঙ্খ্যামী এই তৃতীয় পুরুষাবতারই পালনকর্ত্তা। **ভিতরে**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে ভিতরি' ( অভ্যন্তরে ), ২১১২; রাঢ়ের গ্রাম্য ভিতরি'।

৪। **ভোজ্ঞে**—প্রাকৃত তুম্হে' ( প্রথমার বহুবচন ); ওড়িয়া তুজ্ঞ'। তুমি বা আপনি। **নানা রূপে**—ভিন্ন ভিন্ন অবতারে এবং বিবিধ উপায়ে। **কইলেন**—আহ্বানসিক স্বর সম্বন্ধের চিহ্ন। করিলেন। **আসুরের**—শব্দের আদিত্তিত অকারের স্থানে আকার-বাহুল্য লক্ষণীয়; এবং উহা অ'র প্রাচীন উচ্চারণের প্রভাব মনে করা যাইতে পারে। কামরূপী ( প্রাচীন অসমীয় ) আতিশর', আলকা', আস্থথ' ও মৈথিলী আতি', আন', আদন' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। এর' বিভক্তি-চিহ্ন। **থুঞ**—প্রাকৃতে পদের আদিত্তিত ককারের স্থানে প্রায়ই থ' হয়। এ' প্রত্যয় প্রথমার ভায়। **ভোজান্ন**—কুমারপালচরিতে তুম্হার' ( বুয়লীয় ), ৮৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় বুয়লদি শব্দেব উত্তর ঈর' প্রত্যয় স্থানে ডার' আদেশ হয়; 'বুয়লদেবীয়ত ডার:', 'সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮৪৪৩৪। প্রাকৃত ম্হ' স্থানে বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধারণতঃ ক্ষ' পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত পৈঙ্গলে তুজ্ঞাণ' ( বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৬ )। বস্তুত একরূপ বর্ণবিভাগ বঙ্গীয় উচ্চারণের অমুকৃতি নহে। **লীলাঞ**—এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। ভগবানের ক্রীড়া বা কার্যাবলীকে লীলা কহে। **ভোজান্ন লীলাঞ** ইত্যাদি—আপনার[ই] চেষ্টায় কংসের বিনাশ-সাধন সঙ্গত হয়।

৫। **হেন**—অপভ্রংশ প্রাকৃত হিনি', হেন্ন' ( এবং, অনেন ), প্রাকৃত পৈঙ্গল, ২১১২। **শুগ্নী**—প্রাকৃত √স্বণ, ( √জ্ঞ ) ; ওড়িয়া শুণি। ইকার স্থানে ঈকার এবং ঈকার স্থানে ইকার প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে; উকার ও ঊকার সম্বন্ধেও ঐরূপ। **ঈসন্ত**—প্রাকৃতে সর্বত্র শকার ও বকার স্থানে স' হয়; 'শবো: স:', বরকচি—২১৪৩। **হাসিঅ**—প্রাকৃত হসিউণ', শৌরসেনী হসিঅ'। **তত্তিথনে**—বিভাপতির পদাবলোতে তত্তিথনে'; মাধবসেব-কৃত আদিকাণ্ডে তেত্তিথনে'। **ধল**—প্রাকৃত ধঅল' ( ধবল ); হিন্দী ও পাঞ্জাবী ধোলা'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

নাচিক আখির তারা ধল হই ডিহা।

**কাল**—'কালং তমিস্রম্', দেশীনাথমালা। ইউরোপীয় জিপসী-দিগের ভাষায় Kaulo. **ছুই**—অপভ্রংশ প্রাকৃত, প্রাকৃত পৈঙ্গল, ১৩৫, ১৪৭। **ধল কাল ছুই কেশ** ইত্যাদি—ভাগবতে,—

ভূমে: সুরেত্তরবরুধবিমর্দিতায়া:

কেশব্যয়ার কলয়া সিতকৃককেশ:।

জাত: করিয়াতি জনাহুপলক্য মাংস:

কর্ণাশি চান্দ্রমহিমোপনিবন্ধনানি ॥—২।৭।২৬

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ অসুরবতার রাজাদিগের সেনা দ্বারা বিমুক্ত পৃথিবীর ক্লেণ হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশধরূপে রাম-কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমা-বাক্য নানা কার্য করিলেন।—বঙ্গবাসী সংস্করণ।

বিষ্ণুপুরাণে,—

এবং সংস্কৃত ব্রহ্মানন্দ ভগবান্ পরমেশ্বর:।

উজ্জহারান্নন: কেশো সিতকর্ণো মহামুনে ॥ ৫৯

উবাচ চ সুরানেন্তো মৎকেশো বহুধাতলে।

অবতীর্ণ্য ভূবো ভারক্লেণহানিং করিয়াত: ॥ ৬০

—এম অ', ১ম অ'।

হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তত হইয়া, আপনার স্নেহ ও কৃষ্ণ দুইপাছি কেশ 'উৎপাটন' করিলেন, এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে-অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারহ্রস্ত ক্লেণ অপনয়ন করিবে।—বঙ্গবাসী সংস্করণ।

পুনশ্চ মহাভারতীয় বৈবাহিক পর্বাধ্যায়ে,—

স চাপি কেশো হরিকৃষ্ণকর্ত্ত

একং শুক্লমণবকাপি কৃষ্ণম্।

তো চাপি কেশাবাবিশতাং যদুনাং

কুলে দ্বিযৌ রোহিণী: দেবকীক।

তযোরেকা বলভজো বভূব

যোহসৌ শ্বেতস্তস্ত দেবস্ত কেশ:।

কৃষ্ণো দ্বিতীয়: কেশব: সম্ভব

কেশো যোহসৌ বর্ণত: কৃষ্ণ উক্ত: ॥

নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশমূল উৎপাটন করিলেন। তদ্বধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশমূল বহুকুল-কামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব বলে।—৮ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অম্ববাদ।

৬। এহি—অপজ্ঞশ প্রাকৃত এহ', এহি', এহী', এহ', এহ' ৯ এই, এই-ই। হৈবে—উদ্ধৃত হইবেন। বস্তুলেন

—বস্তু শব্দের উত্তর অন্ত্যর্থে ল' প্রত্যয়; এর' বিভক্তিচিহ্ন।

যস্মৈ—প্রাকৃত পৈঙ্গলে,—

যস্মৈ বিস্ত জগ্ণা মহী তাস্মৈ সগ্ণা ॥ ২।৫৩।

হলী বনমালী—বাস্কলায় ব্যক্তনাম সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে সংস্কৃতেরই অধরূপ। দৈবকী—দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী। প্রজাপতি কল্পণ বসুদেবরূপে ও অদ্বিতি দেবকীরূপে ভ্রমগ্রহণ করিয়া পূর্বপুণ্যফলে ক্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

৭। তাহার—প্রাকৃত ত (তদ্) শব্দ বঙ্গীর বহুবচনে তাণ', তাণ'; এই তাণ' হইতে তাঁর' এবং যস্মৈ বল-বৃদ্ধি হেতু তাহাণ, তথা তাঁহার হওয়া সম্ভব। পরে অমুনাসিকের চিহ্ন চন্দ্রবিন্দুটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাস্কলার প্রদেশবিশেষে তান', তানার' শব্দ প্রচলিত। বাস্কলা ও অসমীয়া প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহাব অর্থে তান', তাহান' শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাকৃত বঙ্গীর চিহ্ন থ'র এই বকারে পরিণতি প্রায়শ: সর্বনাম শব্দে দেখা যায়। হাথে—প্রাকৃত তথ'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। পার্জী—পার্বী, প্রাকৃত পার্বজ' (প্রাণ্য)। গেলা—মাগধী গদে', গদএ' (গত:)।

৮। উপেখির্জী—প্রাকৃত উপেক্ষির্জা'। পদাবলীতে,—

প্রাণ কাদে চাচিতে মধুর মুরতি দেখি।

চণ্ডীমাস রতে তথা মে ক্লপ উপেখি ॥

মাধব কন্দলি-কৃত স্কন্দরাকাগণে,—

কি কারণে হৈব মহী রাক্ষসর ডকী।

মাসেক থাকিবে মহী স্বামীক উপেক্ষি ॥

—উদ্ধৃদৃষ্ট হইয়া, অপেক্ষা করিয়া। দেবাগণ—প্রাচীন বাস্কলায় দেবা শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়, দেবক>দেবজ>দেবা। ডাকের বচনে,—

ত্রাকা বিষ্ণু ক্ষত্র দেবা।

সবেই করে সেবা ॥

বিজ্ঞাপিততে,—

ঈদ চান্দ গণ হরি কমলাসন

সবে পরিত্রি ক্রমে দেবা।

বড়—'বড় ডো মহান', দেশীনামমালা; বড়' (মহং), প্রাকৃত-পৈঙ্গল—২।১২০; সংস্কৃত বর'। বড়', বড়য়া', এই শব্দেরই রপভেদ। সম্রাট ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। পদাবলীতে,—

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী  
আর তাহে বড়ুয়ার বধু।

কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে  
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু।

পুনশ্চ—বড়ুয়ার স্থিয়ারী বড় নাম ধরি  
তাহে বড়ুয়ার বৌ।

\* কাহার কথার কার কি বা হয়  
বড়ু চণ্ডীদাসে বলে।

বিজ্ঞাপতির পদে,—

নৃপ রত্নসিংহ বরু।

মেদিনী কলপন্তক।

ক্রমে শব্দটি মধ্যাশ্রয়পক বংশগত উপাধিরূপে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ উহার মূলে ব্রহ্মচারিবাচক বট শব্দ দেখেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে<sup>১</sup> লিখিয়াছেন,—‘তিনি (চণ্ডীদাস) জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড়ু তাঁহার উপাধি ছিল।’ পশ্চিমরাঢ়ে গোয়াল, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির মধ্যেও বড়ু পদবী প্রচলিত এবং কোথাও কোথাও উহার উচ্চারণ বরু। ‘অসমীয়া বরুয়া’ শব্দ তুলনীয়। ‘হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার ‘বঙ্গের আদিকবি চণ্ডীদাস ঠাকুর’ শীর্ষক প্রবন্ধে<sup>২</sup> লিখিয়াছেন,—‘মহাত্মা চণ্ডীদাসের উপনাম বড়ু। বড়ু শব্দের প্রকৃত অর্থ (১) পূজারী ব্রাহ্মণ, (২) অবিবাহিত।’ বঙ্গীয় শব্দসিদ্ধি<sup>৩</sup> অভিধানে বড়ু শব্দের পরিচায়ক অর্থ ধৃত হইয়াছে। গোত্রবাচক বোড় শব্দ হইতে বড়ু উপাধির উৎপত্তি সন্দেহ। **বাসলীগণ**—বাগীশ্বরীর অহরন্তর উপাসক বা সাধক।

১। **আয়িলা**—মাগধী আবিদে (আপ্তঃ)। **অমতি**—[ অ উত্তম এবং মতি, যুক্তি ], অমত্মণা। হরিবংশ, হরিবংশ-পর্ক, ৫১২৭, ৫১৩২; বিষ্ণুপর্ক, ১১৫ স্লোকে এবং দেবী-ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ২১৪৮ স্লোকে মন্ত্রণার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। **আগক**—প্রা<sup>৪</sup> অগুগ<sup>৫</sup>; ক<sup>৬</sup> দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। প্রাকৃত নিমিত্তার্থে অযুক্ত কএ<sup>৭</sup> প্রত্যয় উহার মূলে।

যুচ্চাকাবীর্জনে,—

লন্দীর আগক কহে কবি কৃত্তজলি।

**নারায়ণ**—ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি জ্ঞানী ভক্তগণের অন্ততম, এবং লীলাবিত্তার কার্যে প্রধান সহায়। **মুনী**—প্রাকৃত ‘ম’ ‘ডিস’ এবং ‘অপ’ প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর (বিকল্পে) দীর্ঘ হয়; ‘অভিসুহৃৎ দীর্ঘঃ’, বরকৃষ্ণ—৫১৮। ‘দুঃখেষহৃদ্বিগমনাঃ স্বেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতবীৰ্যুনিরুচ্যতে।’ গীতা—২।৫৬। যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, স্বেষে যার স্পৃহা নাই, যিনি ‘আসক্তি, ভয় ও ক্রোধপরিশুদ্ধ হইয়াছেন, এরূপ স্থিতমতি ব্যক্তিই মুনি বলিয়া কথিত।

**পাকিল**—ভরিল, কাটিল, ভুজিল প্রভৃতি পদ তুলনীয়। এই ল-প্রত্যয়ান্ত পদসমূহ সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের দ্বার্য ক্রিয়া ও বিশেষণ উভয়ধর্মাক্রান্ত। পক। **দাটী**—প্রাকৃত দাঢ়িঅ (দাঢ়িকা); মরাঠী দাটী। **মাথার**—প্রাকৃত মথঅ; কুমারপালচরিতে মথা, ৮৩৮; র’ বিভক্তিচিহ্ন। **বামন শরীর**—ধর্মাকৃতি। **মাকড়**—প্রাকৃত মক্কড়। **মাকড় বেশ**—মরুট-মুর্তি।

**নাচএ**—প্রাকৃত নচএ (নৃত্যতি)। **বিকৃত বদন**—মুখভঙ্গি অস্বাভাবিক। **উমত মতী**—স্বয়ং (মতি) উন্নত, চিত্ত বিভ্রান্ত। **ধ্রু**—প্রাকৃত ধুঅ, ধুর, ধুরা (স’ ধবা)। গানের যে অংশ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়।

২। **থণে থণে**—প্রাকৃত। **হাসে**—প্রাকৃত হসএ (হসতি) কুমারপাল-চরিত—৫৭১। **বিনি, বিনি, বিহু**, বিনে—অপভ্রংশ প্রাকৃত বিণা, বিণু। **খোড়**—‘খোড়খোবো তু খজকে’, হেমচন্দ্র। **খোণেকে**—মুহূর্ত্তেকে, তৎক্ষণাৎ। **কানে**—সংস্কৃত ও প্রাকৃত কান, দৈবিলী কান; এ’ বিভক্তি-চিহ্ন। কানা বা কাণা, অন্ধ। **থণে হএ খোড়** ইত্যাদি—কণে থণের অহুকরণ করেন, আবার তখনই অন্ধের অভিনয় করিতে থাকেন। **করে**—প্রাকৃত করএ, সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮৩১৪৫। চর্যাপদে করেই (করোতি)। **তাক**—অপভ্রংশ প্রাকৃত তা (তৎ), প্রাকৃত পৈজল—১১১৩, ১১২৬। ক’ দ্বিতীয়ার চিহ্ন। বিশারদকৃত বিরাটপর্কে,—

গুরু উপদেশে আমি রথ বাহিবাক।

শিখিয়াছে যেমত দেখিবা তুমি তাক।

১ বঙ্গভাষার ইতিহাস, পৃ. ১২।

২ নব্যভারত, ১৩০১, আবিদ-কাকিঁক।

দেখি—‘প্রাকৃত দেখিঅ’। **রাজ**—বিভাগতিতে,—

চৌরী পিরিতি হোর লাখগণ রজ।

আনন্দ, উল্লাস।

৩৭ **লাক্ষ**—উল্লক্ষন অর্থে প্রাচীন অসমীয়াতে লাক্ষ’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। **ধরে**—প্রা’ ধরই’ (ধরতি)।

**ধণেকৈ**—খোণেকৈ’রই রূপভেদ। **ভূমিত**—ত’ সপ্তমীর চিহ্ন। উহা মর্কাদি শব্দের উত্তর সপ্তমীতে প্রযুক্ত পালি ত্র’ বা প্রাকৃত থ’ প্রত্যয়ের রূপান্তর। **রহে**—প্রাকৃত রহই’ (চিহ্নিত)। **চিতরে**—পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক চিতর। চিত্ হইয়া, উত্তান ভাবে। **উঠিঅ**—অনন্তরাধি অর্থে ধাতুর উত্তর ইঅ’ প্রত্যয় অধুনা প্রচলিত ইয়া’র সমান। **বোলে**—প্রাকৃত বোলই’, বোলই’ (ব্রবীতি); ‘বদেবোল’, প্রাকৃতসর্ব্বথ, ১৭৬৩।

**আনধান**—[<আনছান<অনছন<অন ছন]; যশোহরের প্রাদেশিক আনধানা’; হিন্দী আনধান’। পদকল্প-তরুতে—

সেই হইতে প্রাণ মোর আনছান করে গো (৬৯৭);

তৈখনে মন্থ মন ভেলহি অনছন (১৪১২);

এ ধনি মোহে না কর আন ছন। (৭০)।

অসম্বদ্ধ বাক্য, প্রলাপ। **মিছাই**—প্রাকৃত মিছা’। **মাথাএ**

—এ’ তৃতীয়ার চিহ্ন। **পাড়এ**—পাতিত করেন। **সান**—

প্রাকৃত সনা’, সনা’ (সংজ্ঞা); সিন্ধী সৈনা, হিন্দী সৈন’।

(১) বংশীধ্বনি-পূর্বক কামাচার অম্লজা বা আমজগ; (২) হস্তাদি সঞ্চালন সহকারে আহ্বান-চেঁটা; (৩) হৃদ্যমর্ষাদির অভিব্যঞ্জক সংকেত-ভেদ। এখানে পশ্চাৎস্থিত অর্থই গ্রাহ্য। **মিছাই**

**মাথাএ পাড়এ সান**—অকারণ অসহিষ্ণুতাজ্ঞাপক ঘন ঘন

শিরোনমন করিতে লাগিলেন।

৪। **মেল**—√মীল্ বিস্তারে। **জীহের**—প্রাকৃত

জীহা’; এর’ বিভক্তিচিহ্ন। **রাজ**—সংস্কৃত রাজ’। মারিকচক্র

রাজার গানে রাও’। **কাটে**—প্রা’ কডচই (কর্ষতি)।

কুস্তিবাসী উত্তরাকাশে,—

সিংহ শর্দূল রা কাটে উচ্চরে।

**রাজ কাটে**—শব্দ করেন। **বোকা**—‘বোব্ধকড়া

ছাগ’, দেশীনাংমালা। **মেল ঘন ঘন**—বোকা ছাগ—

[কামপীড়িত] বুঝা পত্তর ভার ঘন ঘন জিহ্বাগ্র বিস্তার করিতে

এবং অম্লরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন।

পৃষ্ঠা ২

**কংসেভ**—ত’ বর্ষার্থে প্রযুক্ত। মারিকচক্র রাজার গানে,—

আপনকার মহলত নাইগে উতরিল গিরা।

প্রাচীন অসমীয়াতে,—

কহে শুক মুন লুপতিত বিজয়ান।

**উপজিল**—√উপজ্ (স’ উপ-√জন্ জননে)। **উপজাত** হইল, উৎপন্ন হইল। **বন্দী**—বন্দিয়া, বন্দনা করিয়া।

১-৪। **আমিলা দেবের স্মৃতি শুনী** ইত্যাদি—

ভগবান্ ভূতার হরণের নিমিত্ত অবতার লইবেন, ভগবন্তের উপর এই স্মরণাচারের প্রভাব পদটিতে বিলক্ষণ। দেবর্ষি নারদের নৃত্য-কৌতুকের অম্লরূপ বর্ণনা পুরাণেতিহাসে একান্ত বিরল নহে। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮৯তম অধ্যায়ে,—

দেবোহতিথিস্তত্র চ নারদোহথ

বিপ্রপ্রিয়ার্থং সুরকেশিশত্রোঃ।

চুর্কদ মধ্যে বহুসত্তমানাং

জটাকলাপাগলিতৈকদেশঃ। ২৩

রাসপ্রণেতা মুনিরাজপুত্রঃ

স এব তত্রাভবদ্রপ্রময়ঃ।

মধ্যে চ গবা স চুর্কদ ভুরো

হেলাবিকারৈঃ সবিড়্ধিত্যৈঃ। ২৪

স সত্যভামামথ কেশবঃ চ

পার্থং স্তভজাঃ চ বলঃ চ দেবম্।

দেবোঃ তথা দেবস্তরাজপুত্রীং

সদৃশাং সদৃশাং অহাস ধীমান্। ২৫

তা হাসরামাস স্তৈর্ধর্ম্যযুক্তা-

স্তৈস্তৈরুপায়েঃ পরিহাসশীলাঃ।

চেটাহকারৈরহিসিতাহুকারৈ-

লীলাহুকারৈরপটৈশ্চ ধীমান্। ২৬

আভাষিতাং কিকিদিবোপলক্ষ্য

নাধাতিনাদান্ ভগবান্ মুমোচ।

হসন্ বিহাসাশ্চ অহাস হর্ষা-

ছাত্তাগমে কৃষ্ণবিনোদনার্ধম্। ২৭

১। **কোণ**—মরাঠী কোণ’; ওড়িয়া কণ’। কোন্, কি।

**কংশ**—মনবোধকৃত হরিবংশে,—

কখি লএ কংশ পটকলহ মোহি।

মাগধী প্রাকৃত্তে ব-কার ও স-কার স্থানে শ' হয়, 'বসোঃ শঃ' বরফটি—১১৩। **তোর**—প্রাকৃত্তপৈঙ্গলে তোহর' (তব, যুয়াকম্) ২২৪; তোকর' পাঠও আছে। হকার বা ককারের লোপে তোর। **নাহি**—প্রাকৃত্ত নাহি' (নহি); ও' নাহি', হি' ও ম' নাহি'। **জাণ**—প্রাকৃত্ত জাণ স্থানে জাণ' আদেশ হয়; 'জো জানমুণো'—প্রাকৃত্ত-প্রকাশ, ৮২৩। প্রা' পৈ°, চৰ্যাপদে জাণ'। **এবে**—আৰ্ধ প্রাকৃত্ত এবহিৎ'। এক্ষে, এখন। **তৌ**—প্রাকৃত্ত তুম' পদের দৈর্ঘ্যের রূপ তোম', তৌ', তুম'। **আপণার**—প্রাকৃত্তে আনন্ শব্দের বগীর বহুবচনে অপ'পাণাব' ; যুদ্ধকটিকে আপনার অর্থে—অপ'পণো কেরিক'। **যে**—মাগধী য (যদ্) শব্দের প্রথমার একবচনে যো' এবং বহুবচনে যে'। **হেবেক**—প্রাচীন সাহিত্যে ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে ক' প্রত্যয় বিবল নহে। পশ্চিম-বাড়ের কথিত ভাষায় বর্তমানেও এই রীতি অনুসৃত হয়; যথা—হবেক', যাবেক', যাবেক' ইত্যাদি। **যে হেবেক** ইত্যাদি—অধিকাংশ পুরাণে অষ্টম গর্ভ; কিন্তু বায়ু-পুরাণের উক্ত অনুসারে উচ্চা সপ্তম।

যামোতাং বহসে কংস রথেন পরকারণাং ।

অস্তা যঃ সপ্তমো গর্ভঃ স তে সূত্ৰ্যর্ভবিষ্যতি ॥

—১০।২২১।

**সেসি**—সংস্কৃত্তে যেরূপ সি' ব্যবহৃত্ত হয়, শৌরসেনী, টুকী, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি রীতিতে সেইরূপ সি'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন অসমীয়াতে,—

**সিসি** ধস্ত **সিসি** শুক **সেহিসে** পণ্ডিত ।

—কীৰ্ত্তনঘোষা ।

কবিশেখরকৃত গোপাল-বিজয়ে,—

যাকে যার অভিকৃতি **সেসি** তাহে ভায় ।

সেই (সেই-ই), তিনিই। **যম**—অন্তক।

**কহিলো**—√কহ্ (√কথ্) অতীত কাল উত্তমপুরুষের ক্রিয়া। প্রাচীন অসমীয়া কহিলো', কহিলো'হো'। **মো**—অম্ (অয়দ্) শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ। কুমারপাল-চরিতে মো' (বয়ম্); প্রাচ্য হিন্দী মৈ'; তিৰ্যাক্ রূপ মো', মো'। **ই**—বাড়ের প্রাদেশিক। এই। **গণী**—গণি, গণনা

১। 'দাশিং এংহিং এত্তহে এংহিং ইদানীম্। ডাঃ হোয়ন-লী-সম্পাদিত প্রাকৃত্তলক্ষণে সি, ডি, পরিশিষ্ট।

করিয়া। **জীবন উপাএ**—জীবন রক্ষার উপাএ। কোণ স্বার্থে কংশ.....কর জীবন উপাএ—নারদের উক্তি।

২। **হৈল**—মাগধী হবিদে' (হুতঃ)। **সচকীত**—ভয়-চঞ্চল, অস্ত। **পাঞ**—অমাত্য, সচিব। **চিহ্নির**—চিহ্নিল, চিহ্না করিল। **হীত**—হিত, মঙ্গল। **হেঁতে**—প্রাকৃত্ত হিংতো' পঞ্চমীর বহুবচনের চিহ্ন; ('হিংতো ভ্যসং', চণ্ড, ১৮)। **আৰ্ধ** প্রাকৃত্ত ও অর্দ্ধমাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও হিংতো' হয়; যথা—দেবাহিংতো' (দেবাং), তুমাহিংতো' (তুং)। অপভ্রংশে হোংতও', হোংতউ'। চান্দকবিব প্রসিদ্ধ গ্রন্থে,—

কৈতীক দুব অজমের ছুংত ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কৌশল্যা জননী পিতৃ অযোধ্যার পতি ।

দুই **হস্তো** কৈকরীত করিলে'। ভকতি ।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে,—

মো **হেঁতে** প্রধান কত তাঁর পরিকর ।

প্রাচীন বাঙ্গালাতে হস্তে' ও হনের' প্রয়োগ অবিরল। **গবর্ভ**—শিশু-সন্তান। **মানুষ**—লোক, অম্চর। **মারিবা**—শূদ্রপুরাণে,—

দেবতা দেহায় ন হিল **পুজিবা**ক দেহ ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

**মারিবা**ক লাগি যোক পাঠাইলেক বন ।

মারিবা পদের উত্তর নিমিত্তার্থে ক' প্রত্যয়। মৈথিলীতেও ঐরূপ; ওড়িয়াতে কু'। মারিতে, মারিবার নিমিত্ত। তাএ—হরিদাসকৃত কৈমিনিভারতের পুথি,—

নয় বান দিয়া দৈত্য বিকিল রাজাএ ।

বক্রবাহ এক সত বান মাঝে তাএ ।

তাহাকে বা তাহাদিগকে ।

৩। **তবে**—অপভ্রংশ প্রাকৃত্ত তেৎহিং' তুলনীয়। **আপণে**—কুমারপালচরিতে অপ'পণো' (বয়ম্); চৰ্যাপদে অপণে'। **কহিল**—মাগধী কহিদে' (কথিতঃ)। **তত্ব**—তথ্য। **থানে**—প্রাকৃত্ত থাণ' (স্থান); এ' বিভক্তিচিহ্ন। **দৈবকীএ**—এ' প্রত্যয় কর্তৃকারকের চিহ্ন। **ধরিব**—প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থানে উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অবিরল। **হুইত**—প্রাকৃত্ত হুট্ট' (হুট্ট) ।

কংসে—এ' প্রথমার চিহ্ন। তাক সবই—সে সমুদায়কেই, তাঁহাদের সকলকেই। মায়িব—প্রথম পুরুষের ক্রিয়া।

৪। আষ্টম—অষ্টম। হৈব—হইবেন। আষ্টম গবর্ত হৈব ইত্যাদি—দেব-দেব নারায়ণ [দেবকীর] অষ্টম গর্ভজাত সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। দিব—দিবেন। ভোম্বাক—পালি তুম্বাক' (২য়া ও ৪র্থীর বহুবচনে)। ভোম্বাকে, ভোম্বায়। ভবণে—প্রাকৃত তক্ষণ'; ওড়িয়া তক্ষণে'। উপদেশে—এ' প্রত্যয় তৃতীয়ার চিহ্ন। হম্বিব—হইবে।

১। একে একে—এক এক করিয়া। মাইল—মারিল, নষ্ট করিল। ছন্ন—প্রাকৃতপৈঙ্গল ছঅ' (বট্) ২।৪৩। সিদ্ধো ছ', ছহ'।

২। সেই—অর্ধমাগধী। সেই। তুম্বি—প্রাকৃত ছএ' (ছি)। নিয়োজিল—সমাবেশিত করিলেন।

৩। মায়িল—পূর্বে মাইল'। কংশাসুরে—এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। তাক—ক' বিভক্তিচিহ্ন। স্নঅরী—শৌরসেনী প্রাকৃত স্নমরিয়' (স্নম্বা)। কাঁপে—প্রাকৃত কম্পএ' (কম্পতে) প্রাকৃততপঙ্গল, ২।৫৯। বড়—অপভ্রংশ প্রাকৃত। অত্যন্ত। ডরে—ডর' প্রাকৃত। ভয়ে।

৪। সেই বলভদ্র ইত্যাদি—'বলাধিক্যাবলং বিহু'।

৫। মাএর—এব' বিভক্তিচিহ্ন। করিঅঁ—শৌরসেনী প্রাকৃত করিঅ'; চর্যাপদে করিঅ', করিঅঁ। রোহিণী—বসুদেবের অপরা পত্নী, বলরামের মাতা। ইনি পূর্বে কন্দ্র ছিলেন। গিঅঁ—শৌরসেনী প্রাকৃত গমিয়'।

দেবকী উদরে গেল .... রোহিণী গবর্ত গিঅঁ—যিনি শুক্ল কেশরূপে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং বলের আধিক্যবশতঃ যিনি (পশ্চাৎ) বলভদ্র নামে বিখ্যাত হন, তিনিই মাতার গর্ভপাত উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া রোহিণীর উদরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

[দেবকীর ছয় পুত্র হইল। কংস তাহাদের সকলকেই একে একে বধ করিল। সপ্তম গর্ভে অনন্তদেবের আবির্ভাব হইল।

১ গর্ভসম্বর্ধণাৎ তং বৈ শ্রীমহাঃ সম্বর্ধণং তুবি।

মুদ্রতি লোকরমণাধলং বলবদ্রজ্ঞানং ।—ভাগবত, ১০।২।১৩

তখন বিশ্বাত্মা ভগবান্ যোগমায়াকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিলকৃতম্ ।  
রোহিণী বসুদেবস্ত ভাৰ্য্যাস্তে নন্দগোকুলে ।  
অশ্রান্ত কংসসংঘিয়া বিবরেশু বসন্তি হি ।  
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্ ।  
তৎ সন্নিভ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ।  
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রভাং শুভে ।  
প্রাপ্যামি অং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ।

—ভাগবত, ১০।২।৭-৯ ।

হে দেবি, হে ভদ্রে ! তুমি গোপ ও গোসমূহে অলঙ্কৃত ব্রজে গমন কর। বসুদেবের ভাৰ্য্যা রোহিণী নন্দগোকুলে আছেন, বসুদেবের অশ্রান্ত ভাৰ্য্যা ও কংস-ভয়ে ভীত হইয়া অলঙ্কৃত স্থানে বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে যে গর্ভ রহিয়াছে, উহা আমার শেষাখ্য ধাম। তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর। হে কল্যাণি ! তাহার পর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মিব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।

যোগমায়া ভগবানের আদেশমত দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীতে স্থাপন করিলেন। লোকে জ্ঞানিল, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল। ভগবান্ ও বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। ইহার পর দেবকী বসুদেব কর্তৃক অর্পিত অচ্যুতাংশ মন দ্বারা ধারণ করিলেন। ইহাই বলভদ্রের 'মাএর গর্ভপাত ছল' এবং দেবকীর উদরে ভগবানের আবির্ভাব।]

৬। শব্দ—পাক্কজ। চক্র—সুদর্শন। গদা—কৌমোদকী। শারঙ্গ—মহিষ, শরভ ও রোহিত যুগের শৃঙ্গ-নির্মিত ধনু। শাঙ্গ' ধনু। বিষ্ণুর ধনু শৃঙ্গের, নির্দেশে ৩০। হাত ও তিন স্থানে বাকান। উহার নির্ঘাতা দেবদত্তী বিশ্বকর্মা।

যে কৃষ্ণ রহিল ইত্যাদি—যিনি দেবকীর উদরে কৃষ্ণবর্ণ কেশরূপে রহিলেন, তিনি শব্দ-চক্র-গদা-শাঙ্গধারী (বিষ্ণু); অথবা যিনি দেবকী-জঠরে রহিলেন, তিনি ঐকৃষ্ণ; শব্দচক্রাদি তাহার প্রেরণ।

ভগবানের ভূজচতুষ্টয় ও বিষ্ণু আস্থ সঙ্কে এক বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ,—

সম্বং রজন্তম ইতি অহঙ্কারচতুষ্টয়ঃ ।

পকভূতাস্বকং শব্দং করে রজসি সংস্থিতম্ ।

বালস্বরূপমত্যন্তঃ মনশ্চক্ৰং নিগতচে ।

আজ্ঞা ময়া ভবেচ্ছাঃ পদ্মং বিখ্যং করে হিতম্ ।

আজ্ঞা বিজ্ঞা গমা বেজ্ঞা সৰ্ব্বদা যে করে হিতা ।

—গোপালতাপনী, উত্তরভাগ ।

[ গোহামিশাস্ত্রের অভিপ্রায়,—যিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গধারী বাসুদেব । আর যিনি জন্মাদিরহিত হইয়াও নন্দরাজমহিষী যশোদার গর্ভ উপলক্ষ্য করিয়া বোণমাথার সহিত জাত হন, তিনিই দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কল্যাণ-গুণের আকর ভগবান্ স্বয়ং । বহুদেব পুত্র সহ নন্দব্রজে উপনীত হইলে, দেবকী-নন্দন নন্দ-নন্দনে বিলীন হন এবং বহুদেব যশোদার কঙ্কারূপিণী বোণমাথাকে লইয়া মধুরার ফিরিয়া আসেন । ]

৭। **তাহাক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন । **জাগী**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে জাগি', জাগী' (জ্ঞাঘা) । **আবেক্ষণ**—অবেক্ষণ, প্রতিজাগরণ । **তাহাক আষ্টম**.....কংশ মহাবীর—দেবকী যে গর্ভ ধারণ করিলেন, তাহা অষ্টম গর্ভ বোধে অথবা যিনি দেবকীর উদরে রহিলেন, তাঁহাকে অষ্টম গর্ভের সন্তান জানিয়া মহাবীর কংশ প্রতিজাগরণার্থ লোক স্থাপিত করিল অর্থাৎ রক্ষা পুত্রব নিয়োজিত করিল ।

৮। **ধরল**—ধারণ করিলেন । **আমুরূপ**—অমুরূপ । **অপুরুষ গবর্ভ** ইত্যাদি—দেবকী মহাপুরুষের আবির্ভাব-লক্ষণাঙ্কিত গর্ভের অমুরূপ গর্ভ ধারণ করিলেন ; অর্থাৎ গর্ভে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে যেরূপ লক্ষণ-সকল প্রকাশ পায়, দেবকী সেইরূপ লক্ষণযুক্ত গর্ভ ধরিলেন । **বাঢ়ি গেল**—বাড়িয়া গেল, বর্ধিত হইল ।

৯। **দৈবকীর গবর্ভ** ইত্যাদি—হরিবংশের মতে শ্রীভগবান্ অষ্টম মাসে প্রসূত হন ।

গর্ভকালে ষসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে দ্বিগৌ ।

দেবকী চ যশোদা চ সূব্রাহ্মতে সমং তদা ।

যামেব রজনীং কৃষ্ণো জজ্ঞে বৃষ্ণিকুলোদ্ভবঃ ।

তামেব রজনীং কজা যশোদাপি ব্যজায়ত ।

—বিশ্বপর্ক, ৪।১১-১২

১। **বিজয় নাম বেলাতে**—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ক,—

অভিজিহ্মা নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্করী ।

মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম বজ্র জাতো জনাধিনঃ ।

অব্যক্তঃ শব্দতঃ স্তম্ভো হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ । ৪।১৭

ভাত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির মহামিশায় রোহিণী-চন্দ্রযোগে বিজয় বেলা হয় ; বথা,—

ভাত্রকৃষ্ণাষ্টমী লোকে রোহিণ্যক্ষযুক্তা যদি ।

মহামিশায়াং মধ্যাহ্নে ত্রিপাদে শশিসঙ্গমে ।

বিজয়া সাষ্টমী জেয়া বোণজ্ঞানপ্রবেশিকা ।

বেলা শব্দ কালবাচী । **নিশি**—পঞ্চ ও ষষ্ঠাদিতে ।

**আজকার**—অজকার । **বরিশে**—প্রাকৃত-পৈঙ্গলে বরিশে' (বর্ধতি), ১।১৮৮ । **নিশি আজকার** ইত্যাদি—ঘনাকার রজনীতে (কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে) এবং বারিবর্ষণকালে, এরূপ অর্থও হয় । অজকার রাজ্যেতে বৃষ্টিপতন অবস্থাতেই প্রীতিপ্রদ । **হরী**—মূনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য । **ধরী**—শৌরসেনী প্রাকৃত ধরিশ', প্রাকৃত পৈঙ্গলে ধরি' (বৃষা) । ১।১৭, ১।১৯ ।

**ল**—আল' (প্রা' হল') শব্দের সংকিশ্ত' রূপ ; বাক্যালঙ্কারে । **জরম**—রাঢ়ের গ্রাম্য জরম' । কৃষ্ণাঙ্গাদি রামায়ণের পুথিতে,—

কোন মুষ্টি দেব তুমি জরম' কাহার ঘরে ।

হরিশাসকৃত জৈমিনি-ভারত,—

এই জরম' কৈল তাহা পার্থের কুমার । (পুথি)

মালিক মুহম্মদ জায়দীকৃত পহুয়াবতিতে,—

রহই তো করউ' জরম ভরি সেবা ।

সব পু'হি' কহু জোগী জাত জরম অউ নাও ।

**কাছাঞি**—প্রাকৃত কণ্ঠ' ; আঞি' বা আই' (আয়') প্রত্যয় আদরে তথা কৃত্যর্থে । মুহম্মদ জায়দীর পহুয়াবতিতে কান্হ' ।

✓ **বিজয় নাম বেলাতে** ... **জরম লভিল কাছাঞি**—বিজয়-বেলা অর্থাৎ ভাত্র মাসের রোহিণী নক্ষত্র-যুক্ত অষ্টমী তিথি, অজকার রাজি, তাহাতে মেঘগণ [ মন্দ মন্দ ] বারি বর্ষণ করিতেছে, এইরূপ [ সর্সগুণসম্পন্ন ] শুভ ক্ষণে ভগবান্ হরি শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গহস্তে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন । অথবা রোহিণীযুক্ত ভাত্রকৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে বিজয় নামক শুভ বেলায়—যে কালে জন্ম হইলে বা যাত্রাদি করিলে সর্ব্বত্র বিজয় সন্ধান হয়, ইত্যাদি ।

১ কাশীনিবাসী প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী স্বামী বাপুদেব শাস্ত্রীর পোত্র শ্রীযুক্ত বহুনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নির্ণয়মালা হইতে লোকটি উদ্ধার করিয়া বিরা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন ।

২। **জাগিল**—জানিলেন। **নিশ্চৈ**—কুমারপালচরিতে  
নিদ্ধা; চর্যাপদে নিব্ধা। নিজায়। **গোকুল**—মথুরার হই  
তিন কোশ দক্ষিণ-পূর্বের অবস্থিত। **ভৈল**—মাগধী ভবিন্দে  
(ভূত:)। হইল।

**কণ্যা**—প্রা' কণা'। কন্ডা। **সেই খনে**—তদুহুর্তে।  
**ভোলৈ**—প্রাকৃত বিরভল' বা ভিন্নভল' হইতে ভোল' হওয়া  
সম্ভব। বিহ্বলতাবশতঃ। **নিশ্চৈ** **ভোলৈ**—যুগের যোরে,  
নিজার আবেশে। **যশোদাঞ**—দৈবকীঞ' শব্দের টীকা  
দ্রষ্টব্য। **দেবের প্রসাদেঁ তবৈ** ..... **তাক না**  
**জাগিল**—বহুদেব তখন ভগবৎকৃপার অবগত হইলেন, গোকুলস্থ  
জনগণ নিজায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে এবং [যে সময়ে  
শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে জন্মগ্রহণ করিলেন] সেই সময়ে যশোদার  
এক কন্ডা প্রসূত হইল। পুত্র অথবা কন্ডা উৎপন্ন হইল,  
(শান্তিজনিত) নিজায় আবেশে যশোদা তাহার কিছুই জানিতে  
পারিলেন না।

৩। **চলিল**—চলিলেন। **করি**—শৌরসেনী প্রাকৃত  
করিঅ'; প্রাকৃত পৈঙ্গলে করি' (কৃষ্ণা) ১১৭, ১১৯।  
**কোলে**—প্রা' কোল' (কোড়); এ' বিভক্তিরূপ। **পহরী**  
—বিজাপতিতে। প্রহরী, রক্ষা। **বাটত**—'বট্টা পছাঃ'  
দেশীনামমালা; ত' সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। **থাহা**—প্রাকৃত  
থাহ'; চর্যাপদে থাহা', থাহী'। থাই বা থাই, নগ্নাদির  
তলদেশ, জলনিম্নস্থ ভূমি। **কাহ্ন দেখি বাটত** ইত্যাদি—  
যমুনা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পথে থাই দিল—অর্থাৎ তাহার গভীর  
ও ক্ষীণ জলরাশি কমাইয়া পদভঞ্জে গমনের উপযোগী করিয়া  
দিল। **নাম্দের**—গোপরাজ নাম্দের। বহুদেবের পিতা শূর-  
সেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ভ্রূষে বৈজ্ঞার গর্ভে ইহার জন্ম হয়।  
পূর্বের নন্দরাজ দ্রোণ প্রজ্ঞাপতি এবং যশোদা দ্রোণপত্নী ধরা নামে  
আখ্যাত ছিলেন। ইনি কোটিসংখ্যক গৌর অধিপতি।

নন্দঃ প্রোক্তঃ স গোপাটলৈর্বলক্ষণবাং পতিঃ।

উপনন্দচ্চ কথিতঃ পঞ্চলক্ষণবাং পতিঃ।

বৃষভাঙ্কঃ স উক্তো যো দশলক্ষণবাং পতিঃ।

গবাং কোটি গৃহে বসন্ত নন্দরাজঃ স এবহি।

কোট্যাঙ্ক চ গবাং বসন্ত বৃষভাঙ্কবরস্তু স।

—গর্গ', গোলো', ৫ম অ'।

**যর**—'গৃহে যরোহপতৌ', বরকচি—৪১৩২; প্রাকৃতপৈঙ্গলে,—  
যব লগ্গই অগ্গি জলই ধহ ধহ।—১১১০।  
যবে, গৃহে।

৪। **আগিল**—আনিলেন, আনয়ন করিলেন। **বালী**—  
বিজাপতিতে বালি', বারি'। বালিকা, শিশুকন্ডা। **যশোদার**  
**কোলে দিঅঁ** ইত্যাদি—এই শিশু-বিনিময় ব্যাপার যে আদৌ  
নন্দ-যশোদার অজ্ঞাতসারে হয় নাই, অধিকন্তু উহা পূর্ব হইতে  
স্থির ছিল, এবংইহ উল্লেখ পুয়াণাদিতে আছে। দেবীভাগবতে,—  
নন্দপত্ন্যা ময়া সাক্ষিঃ কৃতোহন্তি সময়ঃ পুরা।  
প্রেমঘীরস্বয়া পুত্রো মন্দিরে মম মানিনি।  
পালয়িষ্যামহং তত্র তবাস্ত্রিমনসঃ কিল।  
অপত্যং তে প্রদাত্তামি কংসস্ত প্রত্যয়্যার বৈ।  
কিং কর্তব্যং প্রভো চাত্ত বিধমে সমুপস্থিতে।

—৪র্থ স্কন্ধ, ২৩শ অ'।

এমন কি, কাজটা সিংহাসনচ্যুত রাজা উগ্রসেনের উপদেশ ও  
সহায়তাহেই যেন সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিল। **বাহুপুরাণে**,—

অম্লজাতঃ পিতা যেনং নন্দগোপগৃহং গতঃ।

উগ্রসেনমতে তিষ্ঠন্ যশোদারৈ তদা দর্শো।

যামেব রজনীং জন্তে কৃষ্ণো বৃক্ষিকূলপ্রভঃ।

তামেব রজনীং কন্ডা যশোদার্য্য বাজ্যায়ত।

তং জাতঃ রক্ষমাণস্ত বসুদেবো মহাবিশাঃ।

প্রাদাৎ পুত্রং যশোদারৈ কন্ডাস্ত জগৃতে স্বরম্।

দৈবৈনং নন্দগোপস্ত রক্ষ মাষিতি চাত্রবীং।

সুতস্তে সর্ককল্যাণে বাদবান্যং ভবিষ্যতি।

অয়ং স গর্ভো দেবক্যা অম্মংক্লেশান্ হনিষ্যতি।

উগ্রসেনাশ্রজায়াৎ কন্ডামানকদৃশুভিঃ।

নিবেদয়ামাস তদা কন্ত্বেতি শুভলক্ষণা।

স্বসায়াং তনয়ং কংসো জাতং নৈবাবধারণং।

অথ তামপি ছষ্টাষ্ট্রা বিসসজ্জ মুদারিতঃ।

হতা বৈ বা তদা কন্ডা জপত্যেব বুধামতিঃ।

কন্ডা সা ববুধে তত্র বৃক্ষিসম্মান পূজিতা।

—১৬তম অধ্যায়, ২০৬-২১৩ শ্লোক।

যান-বাহনেরও অভাব ঘটে নাই। গর্গ-সংহিতা, বলভদ্রখণ্ডে,—  
অথাষ্টমো দেবক্যাঃ পরিপূর্ণতমো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোহবততারা  
তদৈব তদাজয়া নিশীথে তং প্রেক্ষে নিধায় নন্দপত্ন্যাং জাতায়াং



যোগনিজায়া; সংস্পৃশ্যে জগতি সতি যমুনাস্তীৰ্ণা মহাবনমেত্যা  
যশোদাশয়নে স্তম্ভং নিধায় তাঃ স্তম্ভাদায়া পুনর্বহমেবো  
গৃহানাযযৌ ॥—৫১১২।

৫। শিলাপাটে—শিলাপট্টোগরি, প্রস্তরখণ্ডে।  
আছাড়িআঁ—উর্ধ্বে উত্তোলনপূর্বক সবেগে নিক্ষেপ করিয়া।  
বুলিলে—মহনামতীর গানে,—

তা দেখিয়া মৈনামতী বুলিল বচন।  
বলিলেক, বলিলেন। আকাসে—প্রা° আকাশ', আগাস';  
এ' বিভক্তিচিহ্ন। আকাশে, শৃঙ্গে। নামোদ্বায়ে—নন্দগৃহে।  
বালা—প্রাকৃতশৈলঙ্গল বালা' (বালকঃ) ২।১৪৭। গুণরাজ  
খানের ঐকৃষ্ণবিজয়ে,—

সেই মন্দির মাঝে ক্রীড়া করে নন্দবালা। পৃ ৪২।  
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অচেতন হইয়া পড়ে লক্ষ্মীন্দর বালা ॥ পৃ ১৮১।  
বালা' অপেক্ষা বালা' শব্দ অধিকতর মাধুর্য্যবাজক। বাড়ে—  
প্রাকৃত বড়চই', বড়চএ' (বর্ধতে)। তোজা—কর্মকারক।  
দ্বিজ ভবানীকৃত লক্ষণ-দিগ্বিজয়ে,—

কজা-রত্ন দিব তোজা প্রতিজ্ঞা যে মোর।  
তোমাকে, তোমার। বধিবারে—বধ করিবার নিমিত্ত।  
কৃত্যা—বিষ্ণুপুরাণে,  
ঋষ্যতাং ঋষ্যতাং হে হে সন্তো দৈত্যপুত্রোহিতাঃ।  
কৃত্যাং তস্ত বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ ॥ ১।১৮৯

আভিচারিক ব্যাপারবিশেষ। কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে  
—কৃষ্ণকে বধ করিতে উপায় স্থির করিল।

পৃ ৩

৬। পুতনাক—ক' বিভক্তিচিহ্ন। বকাস্বরের ভগ্নী  
পুতনা, কামচারিণী বালঘাতিনী রাক্ষসীবিশেষ। বলিকজা  
রত্নমালা ভগবানের বরে ষাপরাস্তে পুতনা নামে বিখ্যাত হয়।  
সংহরিল—সংহার করিলেন। তনপাল ছলে ইত্যাদি—  
পুতনা তীক্ষ্ণবিশ-পূরিত সত্ত্বঃ প্রাণনাশক স্তন ঐকৃষ্ণের মুখে  
প্রদান করে। কৃষ্ণ স্তনপান উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিহত  
করেন। পাছে—প্রাকৃত পছা'। পশ্চাৎ। যমল আভূন  
—বক্ষরাজ কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব। ইহারা ঐশ্বর্য্যসুর্ক  
ও যৌবন-মন্দের জীবন্ত মূর্তি। পরীক্ষাতাবশতঃ ভ্রাতৃত্ব ঘেবধি  
নারদকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্থায়রহোনি প্রাপ্ত হয় এবং বখাকালে

ঐকৃষ্ণের স্পর্শরূপ প্রসাদ লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করে।  
পাঠায়িল—পাঠায়িল' এই ক্রিয়ার কর্তা অবশ্য কংস; কিন্তু  
কংস যমলাভূনকে গোঁকুলে প্রেরণ করে, এরূপ কথা আমবা  
কোথাও পাই নাই। তাহাক—তাহাদিগকে, তাহাদের  
উভয়কে। ভাদীল—ভগ্ন করিলেন।

[ভক্তির প্রথম অবস্থার কাম বড়ই অনিষ্টকারী। তাই  
ভক্তবৎসল ভগবান্ কামের প্রত্যেক প্রতিমূর্তি, পুতনাকে বধ  
করিয়া নিজ জনের রক্ষাবিধান করিলেন। যমলাভূন-ভগ্নন  
প্রসঙ্গে ব্রজের মদ্যদ্বিজানিত মলদোষ নিবারিত হইল।]

৭। কেশি—অম্বরধাম কেশী কংসপ্রেরণার ব্রজে আসিয়া  
নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করে। ঐকৃষ্ণ অশ্বরূপী দৈত্যসমীপে  
উপস্থিত হইলে, দুরাচার তাহাকে প্রাস করিতে উদ্যত হয়।  
তখন ভগবান্ স্বীয় বিশাল বাহু উহার মুখবিরে প্রবেশিত করিয়া  
দেন। ছষ্ট রুদ্ধশ্বাস হইয়া প্রাণত্যাগ করে। আনন্তর—  
অনন্তর। তা সব—তাহাদের সকলকে। হেনমর্ডে—এই  
প্রকারে। বাঢ়িলা—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। দামোদর—  
একদা যশোদা বালক পুত্র ঐকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত অস্থির  
হইয়া পড়েন এবং নিত্যন্ত নিরুপায় ভাবিয়া গাভীবন্ধনের রজ্জ্ব  
(দাম) দ্বারা তনয়ের উদর উদ্ধৃথলের সহিত বন্ধন করেন। সেই  
হেতু ঐকৃষ্ণ লোকে দামোদর নামে প্রসিদ্ধ। বাসলীবারে—  
বাসলীদেবীর প্রসাদে।

৮। নীল—বান্দীকীর রামায়ণে লক্ষণের 'নীল-কুঙ্কিত-  
মুর্দ্ধজম্' ইত্যাকার বর্ণনা আছে। কুমারসম্ভবে পার্শ্বতী  
মহাদেবকে প্রণাম করিলেন, প্রণামকালে তাঁহার অবনত মস্তক  
হইতে 'নীলালক-মধ্যাশোভি' নবকর্ণিকার স্তম্ভে পতিত হইল  
(৩৬২)। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

সিংহবন্ধু স্বক কেশ নীল আকৃতি।

শির চক্রাকৃতি নীল আকৃতি কেশ।

উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ। তাত—প্রা° তত' (তত্র)। মাধবদেবকৃত  
আদিকাণ্ডে,—

পরম গৌরবে আনি সিংহাসন দিলা ॥

দশরথ বৃপতি বসিলা গৈয়া তাত।

পুছ—প্রাকৃত পুছ'; তুলসীদাসে পুছ'। পুছ। জুবেশ  
—জুবুশ। তিলকে—গাছনাসিক একার তৃতীয়ার চিহ্ন।

আতি—অতি, অতিশয়। দুই—দুই। লম্বু—খাট, হুবা।  
বোলে—বাক্যে। আবতার করি—অবতার গ্রহণ করিয়া,  
অগ্রপঞ্চ ধাম হইতে প্রপঞ্চধামে অবতীর্ণ হইয়া। কেলী—  
কেলি, ক্রীড়া।

২। সুরেখ—বিজাপতিতে,—

উইহ সুরেখলি আখি।

জগন্নাথদাসকৃত ওড়িয়া ভাগবতে,—

✓সুবর্ণ মুকুট সুরেক।

বাহার উত্তম মন্তক।—২১৩

হুম্ব রেখায়ুত, সরল; শোভন। অম্পুট—অগঠিত।

কামাণ—ফারসী কমান অর্থে ধনুক। বিজাপতিতে,—

ভৌহ কমান ধএল তনু আগু।

তীধ কটাধ মদনশর লাগু।

ক্রহি—কর্তৃকারকে ই' প্রত্যয় মাগধীর অমুকুপ। আধর—  
অধর। মেহু—কুতিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

চতুর্দোল সিংহাসন জেহু রবির কিরণ।

জগন্নাথদাসের ওড়িয়া ভাগবতে,—

বিজুলী নীল মেঘে যেহুে।

যেন। বমজ—জোড়া, যুগ্ম। পৌআর—বিজাপতিতে,—

✓অধর সুরঙ্গ জনি নিরস পবার।

দুধক পরসে পবার ধবল ডেল।

গোবিন্দদাসে,—

অধর পঙার দশন মণি যোতি।

পলা, প্রবাল। কল্পযুগ—কল্প' প্রাকৃত রূপ। কর্ণযুগল।

জাল—জাল শব্দ সংস্কৃতসম পৃথ্যায়ের অন্তর্গত। 'জালং পাশঃ'

(ডা' হোরনুলী-সম্পাদিত প্রাকৃতলক্ষণ, পৃ' ২)। কল্পযুগ

শোভে ইত্যাদি—দুই কর্ণ কুণ্ডলীকৃত বক্রণ-পাশের ভার শোভা  
পাইতেছে।

৩। জাহুত—ত' বিভক্তিচিহ্ন। জুলে—প্রাকৃত জুলই,  
লোলই' (লোলতে)। করুজকুবিন্দ—করাজুলিবন্দ।

বিদ্যাগতিতে পদাঙ্গুলি অর্থে পাল্লর' শব্দের প্রয়োগ আছে।

মাল—প্রাকৃত মল্ল' (মাল্য)। মরকতপাট—মণি-নির্মিত

ফলক। উজ্জল্য ও কাঠিত হেতু বকঃস্থল মরকত-পাটের সহিত

তুলিত হইরাছে। জংখ—প্রা' জংখা। জঙ্খা।

৪। পাণ্ডী—প্রাকৃত পন্ডি, পন্ড' (পঙ্কতি);

সিন্ধহেমচন্দ্রে পংতী' ৮১১২৫। মাধবকল্পলিঙ্গত অনন্যাকাণ্ডে,—

চম্পার পাকরি সম অঙ্গুলির পাণ্ডি।

সজল জলদরুচি—জলভারাক্রান্ত মেঘের ভার শ্রামশোভা।

জিনি—অপভ্রংশ প্রাকৃত। শিকল ১১১২৮। জিনিয়া, জম

করিয়া। কান্তী—কাতি; লাবণ্য। বস্তীল—প্রাকৃত রূপ।

বজ্রিশ। বস্তীল রাজলক্ষণ.....আতি মহাবীর—ইনি

ধাক্কাংশ রাজলক্ষণযুক্ত এবং কংসকে বধ করিতে হইবে বলিয়া

প্রভুত বলশালী। নাসা, তুল, নেত্র, হনু ও জাহ্ন, এই পঞ্চাবয়ব

দীর্ঘ; স্বক, কেশ, রোম, দন্ত ও অঙ্গুলিপর্ক, এই পাঁচ ক্ষুদ্র;

নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ, এই

সপ্ত-প্রদেশ রক্তবর্ণ; বকঃস্থল, স্বক, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ,

এই ছয় অঙ্গ উন্নত; শ্রীবা, জজ্বা ও মেহন, এই ত্রিতর হুহ;

কটি, ললাট ও বকঃস্থল, এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ এবং নাভি, শর ও

বৃদ্ধি গভীর। বাহাতে অনন্তসাধারণ উল্লিখিত বজ্রিশ প্রকার

লক্ষণ বর্তমান, তিনিই মহাপুরুষ-পদ-বাচ্য। সামুদ্রকে,—

{ পঞ্চদীর্ঘ: পঞ্চক্ষুদ্র: সপ্তরক্ত: বড়ন্নত:।

{ ত্রিহুহপুথুগভীরো বাক্কাংশলক্ষণো মহান।

৫। বাঁশী—বাঁশী একটি সাধারণ সংজ্ঞা। ভক্তিরসামৃত-

সিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগে,—

অর্দ্ধাঙ্গুলান্বয়ান্যং তারাদিবিবরাষ্টকম্।

ততঃ সার্দাঙ্গুলান্বয়ং মুখরক্তং তথ্যঙ্গুলম্।

শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সাত্ব বংশিকা।

নবরক্ত। মৃত্যু সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বৃদ্ধিঃ।—১১৩৫৬

পরম্পরের ব্যবধান ও প্রত্যেকের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল, এইরূপ

অষ্ট স্বরছিন্নসমমিত, স্বরছিন্ন হইতে সেড় অঙ্গুলি অন্তর অঙ্গুলি-

পরিমিত মুখরক্ত বিশিষ্ট এবং বধাক্রমে অঙ্গুলি-চতুষ্টয় ও অঙ্গুলিচয়

পরিমিত শিরোভাগ ও নিয়মেনযুক্ত তবির বন্ধকে বাঁশী বলে অর্থাৎ

(সার্ব) (সপ্তদশ অঙ্গুলি-পরিমিত এবং নবরক্তযুক্ত স্বরবিশেষের

নাম বাঁশী)। মিতি মিতি—মিত্য, প্রত্যহ। বাছা—

প্রাকৃত বহুজ' (বৎসক)। গুণরাজ খানকৃত ঐক্যবিবরে,—

মড়িলা ছাওয়াল সব বাছা চালাইয়া।

বয়নার তীরে বাছা লখে তৃণ খায়।

রাখে—প্রা' রকখই' (রক্ষতি)। বাছা রাখে—গো-বৎস-

চারণ করে।

১। **লক্ষ্মীক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। **বুলিল**—ভবানীদাস-কৃত মরনামভীর গানে,—

এত শুনি মৈনামভী বুলিল বচন।

বলিলেন। **আল**—চর্যাগদে 'আলো', 'হালো'; 'অল্লা অক্সা অক্সা ব অক্সাএ' (অল্লা অক্সা চ অক্সা। জননীত্যাৰ্হঃ। দেখী-নামমালা। অক্সত্র দেখা বাইবে, হল', 'হলে' হইতেও 'আল' হইয়াছে। **রাধা**—একদা শ্রীকৃষ্ণ গোলাকঙ্ক সুরম্য বৃন্দাবনের মণিময় পীঠে সমাসীন আছেন; এই অবস্থায় তাঁহার রমণেচ্ছা হইল। ইচ্ছায়র স্বরং দুই রূপে প্রকটিত হইলেন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়াকে অভিনব রূপ-বৌবন-সম্পন্ন ও কামাতুরা দেখিয়া রমণোৎসুক হইলেন। হরিশ্রিয়াও পাতিকে রতি অভিলাষী দর্শন করিয়া তৎপ্রতি ধাবমানা হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাধা' নামে কীৰ্ত্তন করেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণ-বর্কে নিরন্তর অবস্থান করেন এবং তাঁহার প্রাণ সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। **পৃথিবীভ**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **কর** **আবতার**—অবতার গ্রহণ কর, অবতীর্ণ হও। **থির**—প্রাকৃত। **হউ**—প্রাকৃত হোউ' (ভবতু)। অর্থেতৎপ্রকাশে,—

যে হউ পুছিয়ে ব্রহ্মেশ্বর নিরূপণ।

**আল রাধা**—কীৰ্ত্তনীয় পদের মধ্যে মধ্যে আখর' দিবার রীতি আছে। ইহা 'আগো মা', 'মা আমার' প্রভৃতির জায় সেইরূপ আখর।

**তেকারণে**—তজ্জঙ্গ। **পছমা উদরে** এবং **সাগরের**, **ঘরে**—ব্রহ্মবৈবর্তের উক্তি অনুসারে রাধা বুধভাষ বৈষ্ণব পত্নী কলাবতীর বায়ুগর্ভে উৎপন্না হন। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, কীৰ্ত্তিরা রাধার জননী। মতান্তরে বুধভাষ মহামায়ার আরাধনা করিয়া যমুনাছ কমল-বনে একটি মায়ামর ডিগ্ধ প্রাপ্ত হন এবং সেই ডিগ্ধেই রাধার উদ্ভব। অক্সত্র পূর্বতরাজ বিদ্যা ব্রহ্মার বরে রাধাকে কজারূপে লাভ করেন এবং ষাংকা-লীলায় ইনিই সত্ৰাঙ্কিতুম্বারী সত্যভামা। (আবার বুধভাষের মাতার নাম পদ্মাবতী। ললিতাদি অষ্ট সখীর অন্ততমা ইন্দুলেখার পিতা সাগর। খুব সম্ভব এখানে উক্তর-মথুরার রাজা সাগর লক্ষিত হইয়া থাকিবেন।)

২। **তীল**—প্রাকৃত তিহি' (প্রা' প্র', কু' চ', ক' ম'); পিজলে তীনি' (জি, জোনি); তির'; মরাঠী ও হিন্দী তীন'।

**দোহনী**—দোহনকারিণী। **তীনচুবনজন** ইত্যাদি—জিহুবন-জন-মোহকারিণী এবং রতিরস-সন্তোষ-প্রবৃত্তিদায়িনী। **কৌঅলী**—কোমলাঙ্গী। **শিরায় কুসুম কৌঅলী**—বিজ্ঞাপতিতে,—

সিরিসি কুসুম কোমল ও ধনি

শিরিষ কুসুম তনি

অতি অকুমার ধনি

শিরীষ ফুল অতিশয় অকুমার ও মনোহর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিরীষ পুষ্পসদৃশ। **কনক পুতলী**—বর্ণপ্রতিমা। প্রাকৃত পুতলী' (পুত্রিকা)।

৩। **তনু লীলা**—লীলা প্রকটনার্থে ধৃত দেহ। **যেহেন**—পরাগলী মহাভারতে; বিজ্ঞাপতিতে জেহেন'। প্রা° জইস(ণ)' (বাদুশ)। **দিনে দিনে বাঢ়ে** ইত্যাদি—চন্দ্র যেমন কলার কলার বাড়িয়া পূর্ণ হয়, রাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তেমনই করিয়া দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল অর্থাৎ রাধা গুরুপক্ষীয় শশিকলার জায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কুমারসম্ভবে,—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা

লক্কোদয়া চান্দ্রমণীব লেখা।

•পুণ্য লাভণ্যময়ান বিশেষান

জ্যোৎস্নাস্তরাণীব কলান্তরাণি ॥ ১১২৫

**দেবী**—কর্তৃকারক। দেবগণের প্রার্থনাতেই রাধা বৃন্দাবনে আবিভূতা হন। **নপুংসক**—পূর্বজন্মে আয়ান (আইহন) লক্ষ্মীকে পাইবার প্রত্যাশার কঠোর তপস্তা করেন। নারায়ণের বরে তাঁহার লক্ষ্মীলাভ হইলেও লক্ষ্মীর আদেশে তিনি নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হন। **আইহনের**—প্রাকৃত অহিমন্', অহিবন্; সংস্কৃত অভিমহ্য'; এর বিভক্তিচিহ্ন। ভক্তিরসায়ুতসিন্দু, দক্ষিণ-বিভাগে,—

কৃতুকাভিমহ্যাবেশিন হরিশাক্ষা গিরা প্রগল্ভয়া।

বিতাকৃত্তিরাকুলঃ কণাদজনি বিশ্বতমঃ স বস্তকঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে রাধাণ'। ইনি বৃন্দাবনবাসী জটনৈক গোপ এবং রশোদার ভাতা। **রাণী**—প্রাকৃত রণী', রনী' (রাজী); মরাঠী, গুজরাটী রাণী', হিন্দী, নেপালী রানী'। প্রিয়া, পত্নী। **দেবী কৈল কাহ্ন মনে** ইত্যাদি—দেবভার্য কৃষ্ণে মনোভাব অবগত হইয়া রাধাকে নপুংসক আয়ানের পত্নী করিলেন।

৪। **মাঅক**—প্রাকৃত মাঅা'; ক' বিভক্তিচিহ্ন। **কুড়ায়ি**

—বড় আঁরি', ক্রত উচ্চারণে বড়ারি'। প্রাচীন বাংলা ও এসমীয়া আই' এবং মরাঠী আঈ' শব্দ মাতৃবাচক। রাতের প্রদেগবিশেষে মাতামহী অর্থে আই মা' বা সন্ধ্যাপ্রদেগে আই' শব্দের প্রচলন আছে। মাতামহী বা তৎপুত্র্যায়ের জ্যৈষ্ঠলোক। তুল'— 'আন্ধে তোহর বড়ারি তোন্ধে মোর মাতী' (পৃ° ৬)। কেহ কেঁহ বড়াইকে বুঝা দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেহ— অপভ্রংশ প্রাকৃত। দাও। এহার—প্রাকৃত এআণ' (এতেবাস), কুমারপালচরিত, ৫১১৪ এবং সিদ্ধহেমচন্দ্র, ৮৩৮১ যুগ ও টীকা। ইহার, রাধার। পাশে—প্রাকৃত পস' (পার্শ্ব); এ' বিভক্তিরূপ।

১। বাঁট—প্রাকৃত বট' (বাটতি)। মাধব কন্দলিকৃত অধ্যায়াকাণ্ডে,—

অধি আসি আমাত কহিয়ে বাঁট করি।

আল এবং ল বড়ারি—এগুলি পদ-মধ্যবর্তী আধর'। চাহি—√চা (প্রা° √চাহ) ইচ্ছা করা। লৈল—লইলেন। বুঢ়ীঅ মাই—প্রাকৃত বুঢ়িঅ', বুঢ়া এবং মাই', মাতা। বুড়ো মা, পিতামহী বা মাতামহী। পিসৌ—প্রাকৃত পিউসিআ', পিউচ্ছা' (পিতৃবশা)। আইহনের মাঅ.....রাধার বড়ারি—আমাদের মাতা (আয়ান-কথিত বাক্য) মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া সত্বর পদ্মার নিকট যাইয়া তাহার পিসী এবং সম্পর্কে রাধার বড় আই বুঢ়াকে চাহিয়া লইলেন।

২। নিয়োজিলী—নিযুক্ত হইলেন বা নিযুক্ত করিলেন। হাট—সংস্কৃত ও প্রাকৃত হট', তামিল অট', হট', হটটি'। রাধিবারে—রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত। শেত—মরনামতীর গানে; স্ববদীপীয় কবি-ভাষায় খেত অর্থে শেত' শব্দের ব্যবহার আছে। ভাজিল—বিশেষণ-পদ। ভগ্ন, ভোবা। জাহি চুনরেখ ইত্যাদি—দেখিতে চুণের রেখার মত (শুভ্র)। চুন—প্রাকৃত চুন্ন', চুন্ন' (চুর্ণ)। বাটুল—প্রাকৃত বটুল' (বর্জুল)। বৃদ্ধয় গুলিকা। আখি—প্রাকৃত অকখি' (অক্ষি); সিন্ধী অখি'। কোটির বাটুল ইত্যাদি—দুই চক্ষু বৃদ্ধ-গহ্বরান্তর্গত গুলিকাবৎ।

পৃ° ৪

৩। কপোল খীনে—গাল ভোবড়ান। খীনে—প্রাকৃত খীণ' (কীণ)। মাছা পুট নাশা ইত্যাদি—বিশাল নাসাপুট ভগ্নপুট (অর্থাৎ অসৌষ্ঠব নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন), হনু উন্নত এবং গণ্ডদেশে বিনীর্ণ।

বিকট দন্ত—দন্তমূল (মাটো) ক্ষয়িত হওয়ার দস্ত বৃহৎ ও বীভৎসাকার ধারণ করিয়াছে। ওঠ—প্রাকৃত ওট্ট' (ওষ্ঠ)। উঠক—প্রাকৃত উট্ট' (উষ্ঠ); ক' বিভক্তিরূপ। ওঠ আধর উঠক জিগী—ওষ্ঠাধর উঠকে পরাজয় করে অর্থাৎ ঠোঁট দুইখানি অতিরিক্ত মাত্রায় স্থলিয়া পড়িয়াছে।

৪। কাঠী—প্রাকৃত কট্ট' (কাষ্ঠ); ক্ষুদ্রার্থে ই বা ঈ প্রত্যয়। মরাঠীতে যষ্টি অর্থে কাঠী' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কাঠী সম বাছ যুগলে—বাহুব্বর অস্থিচর্মসার। নাভি-মূলে দুই কুচ মূলে—স্তন দুইটি নাভিমূল পর্যন্ত লব্ধিত। কুটিল গমন—গতি পদের অস্থিবতাজ্ঞাপক। ঘন কাশে শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহজনক পুনঃ পুনঃ (থুক থুক) শব্দ করাও অতি-বৃদ্ধবয়সে পরিচায়ক।

বিভাগপতিকৃত দ্বিতীয় বিবরণ তুলনীয় :—

ভাস্কর কপোল অলক ভরি সাঙ্খ।

সঙ্খ লোচনে কাজর আঙ্খ।

ধবলা কেস কুন্ডম কক্ক বাস।

অধিক সিঙ্গারে অধিক উপহাস।

খোথর থৈয়া খন হুও ভেল।

গরুঅ নিতম্ব কঁঠা চল গেল। ইত্যাদি।

অভিমম্ব্যজনন্যাং ইত্যাদি শ্লোক,—

বড়াইর উক্তি,—

রাধে! আমি অভিমম্ব্যজননী কর্তৃক তোমার রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছি। অতরাং সর্বদ্যে আমার সতিত মধুরায় চল।

রাধার প্রত্যাশা,—

তুমি বৃদ্ধা এবং মধুর ব্যবহারে অনিশুণা, সৌভাগ্যক্রমে তুমি আমার রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছ; অতএব এস, মধুরায় যাই।

জন্মখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

## তাম্বুলখণ্ড

১। **দুর্ধে**—প্রা° দুর্ধ'; এ°, তৃতীয়ার চিহ্ন। অপভ্রংশ  
ভাষায় তৃতীয়ার একবচনে এং' প্রত্যয় হয়; এংটা', ক্রমদীপক—  
প্রা° অপ°, হু° ২৪। বাঙ্গালার তৃতীয়াস্ত এ° বা এ° প্রত্যয়  
এই এং'এরই রূপান্তর। **পসার**—প্রা°। পণ্য ব্রব্যের আধার,  
বিক্রয় ব্রব্যসম্ভার। **সজায়া**—সাজাইয়া, সজ্জিত করিয়া।  
**নেত বাস**—নেত' প্রাচীন সাহিত্যের একটি চিহ্নিত শব্দ;  
শূন্তপুরাণে,—

সুনায় কলসি নিল নেতের বসন।

কুস্তিবাসের আশ্রয়বিশেষ,—

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে বাঙ্গা মাছুড়ি।

তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছড়ি।

বিজয় শুণ্ডের পদ্মাপুরাণে,—

বাগিয়া বদন অক নেতের অকলে।

হরিতকিবাসে,—

পদ্মরাগৈঃ পট্টনৈঃ তৈর্গণ্ডিতং চর্চিতং শুভৈঃ। ১৫।১৯১।

সংস্কৃত নেত্র' অর্থে অংগুত; 'ভ্রাজ্জটাংগুকরোনেত্রং',—অমর।  
মহরুকণী রঙ্গের এক জাতীয় বেশমী কাপড়, কোঁমি বস্ত্রভেদ।  
**ওহাড়ী**—'ওহাড়ী পিহাণীএ'; দেকীনাংমালা। আবরণ,  
আচ্ছাদন।

**জাএ**—বার। **সর্বাঙ্গসুন্দরী**—রাধা। **মধুরা**—  
**মগরী**—কংসের রাজধানী, আগ্রা-প্রদেশস্থ স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাচীন  
পুরী।

২। **সমে**—'সহ সক্তি সমঃ অমা'—অভিধানস্মৃতিপিণ্ডিকা।  
মাঘদেববকৃত আদিকাণ্ডে,—

গীতা সমে রাখবর বিবাহ করঠ।

কবীজ পরমেশ্বরকৃত ভীষ্মপর্কে,—

ভীষ্ম সমে অর্জনের হৈল মহারণ।

বিভাপতিতে সঞে', সঞো', চৈতন্তভাগবতে সত্তে'। সহার্বে।  
**রস পল্লিহাসে**—রসালাপ করিতে করিতে। **আগু**—প্রা°  
পৈ°এ অপ°গে' (অগ্রে); সমুখ অর্থে সিদ্ধী অণ্ড, হিন্দী ও  
পঞ্জাবী আগু'। **গেলি**—গেলেন, গমন করিলেন। **করী**—

করিয়া। **যতনে**—আদর সম্মান। **না করী যতনে**—  
গ্রাহ্য না করিয়া।

৩। **বকুলতলাত**—বকুল বৃক্ষতলে। **গোআলী**—  
'গোঅলা দুর্ধবিকুইনী', দেকীনাংমালা। দুর্ধবিক্রমকর্জী, রাধা।  
**নেহালী**—√নেহাল বা নেহার (স° নি-√ভাল)।  
নিরীক্ষণ করিয়া। **বসিলী**—মনবোধকৃত হরিবংশে বৈসলি'।  
বসিলেন। **বসিলী মাখাত দিঅী হাথে**—মাখায় হাত  
দিয়া বসিয়া পড়িলেন। মাখায় হাত দেওয়া হতাশের লক্ষণ।  
**চলিলী**—হিন্দী ও মরাঠীর দ্বার প্রাচীন বাঙ্গালাতে লিঙ্গভেদে  
ক্রিয়াপদের রূপভেদ হইতে দেখা যায়। নিয়োজিলী', গেলি',  
বসিলী' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। চলিলেন। **আন**—প্রা° অধ',  
অন্ন' (অন্ত); চর্যাপদে অন', আণ'।

৪। **গুণিঅী**—গণিয়া, ভাবিয়া। **মার্কৈ**—শিকলে  
মজ্জ', মজ্জ', মকে'। **তরাসে**—বিপ্রকর্ষে; ত্রাস, ভয়।

১। **হারাঅী**—হারাইয়া। **বুলে**—আর্ধ প্রা° বোলএ';  
√বোল পরিক্রমে। শূন্তপুরাণে,—

পলাইতে নারে হংস বুলে স্তম্ভ ভরে।

বিচরণ করিতে লাগিলেন। **রাধিকা হারানী বড়ারি**  
ইত্যাদি—পৃথিব্যে রাধাকে হারাইয়া বড়ারি তাঁহার অধোগে  
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। **ভালমনে**—চৈতন্ত-  
ভাগবত, অষ্টা খণ্ড, ৮ম অধ্যায়। ভালমনে, উত্তমরূপে।  
**ভালমনে পথক** ইত্যাদি—একে বুদ্ধা, তাহাতে আবার রাধার  
জন্ত অত্যধিক উৎকণ্ঠা; দৃষ্টিবিজ্ঞমবশতঃ ভাল করিয়া পথ দেখিতে  
পাইতেছিলেন না। **নাতিনী**—জলিতমাধবে গুণ্ডিনী (নগ্নী)।  
দোহিত্রী। **মোহে**—মমত্ববুদ্ধিজনিত হুঃখে। **বিস্ময়িষে**—  
বি-√বৃশ্-অ। বিতর্ক করিতে লাগিলেন। **করোঁ**—অপ°  
করউ', প্রা° করমি' (করোমি)। কুস্তিবাসী উত্তরাকাণ্ড,  
মালাধর বহুর ঐকুকবিজয় প্রভৃতিতে; বিভাপতিতে করঠ'।  
**জাউ**—অপ° জাউ', প্রা° জামি' (বামি); প্রাচ্য হি° জ়ার'।

বিজ্ঞাপতিতে; পরাগলী মহাভারতে যাওঁ, যাওঁ। যাই, গমন করি। **দিশে**—দিকে।

**জাগএ**—প্রাকৃতপৈকল, ১১৮৮। জানেন। **যার**—প্রাকৃত জ (যদ্) শব্দ যটীর বহুবচনে জাণং, জাণং; এই জাণং হইতে যার' তথা যার' হইয়া থাকিবে। **সে**—অপ° প্রা° সো° (তৎ), প্রা° পৈ° ১১২, ১১৭০। তাহা। **দৈবে** **সে** **জাগএ**—ইত্যাদি—বাহার বৈরূপ বিধিনির্বন্ধ, তাহা দেবতারাই জানেন।

২। **মনেত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **গুণেত** (গুণত)—গণনা করেন বা করিতে লাগিলেন। **আধিক**—অধিক। **কথ্য**—গা° স°, সেতু° প্রভৃতিতে কথ° (কুত°)। **পাওঁ**—বিজ্ঞাপতিতে পাওঁ, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পাওঁ, প° ম° পাওঁ, পাওঁ, পাওঁ। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যাকাপ্রদেশে বর্তমানেও করোঁ, জাওঁ, পাওঁ প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রচলিত। **পাই**, **প্রাপ্ত** হই। **মোএ**—প্রা° মএ°, মই° (ময়া); অসমীয়া মই°, হিন্দী মৈ°। **আমি**। **একসরী**—বিজ্ঞাপতিতে,—সঙ্গক সখি আশু আইলি হে

হম একসরি নারী।

একেশ্বরী, একাকিনী। **হেলোঁ**—পরাগলী মহাভারতে। অসমীয়া হলোঁ, ওড়িয়া হোইলুঁ, হেলুঁ (বহুবচনে)। হইলাম। **এড়িয়া**—√ইড়° ত্যাগে। ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া। **জীবোঁ**—বাঁচিব। **কেমনমনে**—চৈতন্যভাগবত; আদি°, ৫ম ও ৮ম অ°। কি প্রকারে, কেমন করিয়া। **মনেত গুণেত বড়ায়ি**.....**আজি জীবোঁ কেমনমনে**—অত্যধিক ত্রাস হেতু বড়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কোথা গিয়া রাখার সন্ধান পাই? এই ঘোর বনে আমি একাকিনী (হইলাম); রাখা-বিরহিত হইয়া আজ কেমন করিয়া বাঁচিব?

৩। **কথো**—প্রা° কতো° (কিয়ৎ)। **কত**। **চরে**—প্রা° চরই° (চরতি)। **গাই**—প্রা° গান্ধি° (গো:)। **গাভী**। **তাক দেখি বড়ায়ি** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া বড়াইর মনে হর্ষোদয় হইল। **এহা**—এই। **রাখোঁজাল**—দেস্তা প্রা° রক্খরাল°। বাহুদেব আচার্য্যকৃত স্বর্গারোহণ পর্বে,—

অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোঁজাল।

কর্মকারক। গবাদি-পশুস্বকক। **পুহোঁ**—প্রা° √পুহ°

(√প্রহ°) প্রহ্মে। বিজ্ঞাপতিতে 'স্মৃতি পুহঞো তোহি'। জিজ্ঞাসা করি।

৪। **তথ্যিঞ**—তথায়। **লণ্ড**—কোল (অষ্টিক°)-মূলক। **পাচনী**, পশুতাড়ন-যন্ত্রি। **নাতিআ**—প্রা° নতিঅ° (নপ্ত°), গতিঅ°। **নাতি**, পোত্র বা দোহিত্র। **মেলিলী**—স্রীলিক। মিলিতা হইলেন।

পু° ৫

১। **আচম্বিত**—আ √চম্° গতি অর্থে। হি° অচম্বিত। হঠাৎ, অকস্মাৎ। **বুটী**—প্রা° বুড়টী°, বুড়টিঅ° (বুদ্ধিক°), কর্মকারক। বড়াইকে। **পুহতি**—অস্তিত্ব প্রত্যয়ের একবচনে প্রয়োগ। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রশ্ন করিতেছেন। **দেবরাজে**—কর্তৃকারক। শ্রীকৃষ্ণ।

২। **একলী**—প্রাকৃতপৈকলে ইকলি°, একলি° (২১২৩)। একাকিনী। **বুলসি**—প্রাকৃতের অহরূপ। বিচরণ করিতেছ, ভ্রমণ করিতেছ। **কেহে**—রাজেন্দ্র দাসের আদিপর্ব ও সঙ্গস্বকৃত বিরাটপর্বে। কেন, কি নিমিত্ত।

৩। **গোঠ**—প্রা° গোটঠ° (গোষ্ঠ°); এ° বিভক্তি-চিহ্ন। **আসি**—আসিতেছি। **আজি**—ম° ক° এ; কু° চ° এ অমহি° (অহম্) ৫১৩৭। শূন্যপুরাণে,—

উল্লুক তুন্ধার খুড়া আজি তুন্ধার পিতা।

**গো**—**লিলী**—প্রা° গোল্লিলিনী° (গোপালিনী)। **হ**—**হ**—অর্থে। **মোর**—সিদ্ধহেমচন্দ্রে মহার° (৮৪৪৩৪ টিকা)। এই মহার° হইতে মোহর°, মোহোর°, ধিব° হওয়া বিচিত্র নহে।

৪। **পাছে**—প্রা° পছহি° (পশ্চে)। **হারাইল**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া। **পুতা**—প্রা° পুত্ৰঅ° (পুত্রক°)। 'অবতু বো গিরিসুতা মাএ বলে পঢ় পুতা' ইত্যাদি বাক্য বোধ হয়, অনেকেই স্বপরিচিত। সম্ভেহ আস্থানে। **কহিঅ**—প্রা° কহিঅ° (কথিঅ°)। **তুজি**—অপ° তুমহইং°, তুমহই°, তুমহি°। শূন্যপুরাণে,—  
কুথা থাকি আইলেক তুজি কুথা তুন্ধার ঘর।  
তুমি।

৫। **বুল**—প্রা° √বোল° পরিক্রমে। ভ্রমণ কর। **নাতিনিখানী**—খানি° আদরে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে, পরাগলী মহাভারতে কন্যাখানি°। **তাক**—তাহাকে। **কহ**—

অপভ্রংশ প্রাকৃত; প্রা° পৈ° ২।১৬৬। **ভববাণী**—সঠিক কথা, যথার্থ ব্যাপার।

৬। **কেহেন**—মাগধী অপ° \* কইহণ° (কীদৃশ); মৈ° কেহন°। **রূপ**—তামিল উরুপু° (অকপ্রত্যক, আকার)। **আজ্জার**—কুমারপালচরিতে ‘অম্হার’ (অম্বলীয়) ৮।৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় যুদ্ধাদি শব্দের উত্তর দৈয়° প্রত্যয় স্থানে ডার° আদেশ হয়; ‘যুদ্ধাদেবীয়ন্ত ডারঃ’, সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৪৪৩৪। প্রাকৃতপৈকলে অজ্জাণ° (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃ° ৩৪৬)। **ধানভ**—ত° বিভক্তি-চিহ্ন। **কহিআর**—কহ, বল। **তুল°**—‘বিজ্ঞাপতি কবি গাবিআরে’ (বিজ্ঞাপতি কবি গাহে বা গাহিল)। **সরূপ**—সরূপ, সত্য, যথার্থ।

৭। **বিকে**—বিক্রয়ে, বিক্রয়ার্থ। **হারাইলো**—হারাইলাম। **ত্রৈলোক্যসুন্দরী**—ত্রিভুবনসুন্দরী (রাধাকে)।

৮। **চন্দ্রাবলী**—গ্রন্থের সর্বত্রই চন্দ্রাবলী শব্দে রাধা লক্ষিত হইয়াছেন। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তসমূহেও চন্দ্রাবলী শব্দে রাধাই বিবক্ষিত। রামচন্দ্র মল্লিকের পদে—

রাধে তুমি মোরে না বাসিও ভিন।  
রভসে বিরস বাণী না বলিও চন্দ্রাবলী  
আমি তোমার প্রেমের অধীন ॥  
দুঃখী শ্রামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে,—  
বড়াই বলে রাধা মোর পরাপুতলী।  
সঙ্গে সঙ্গা রাখিব রাখিকা চন্দ্রাবলী ॥ পৃ. ২৮

কবিশেখরের গোপালবিজয়ে,—  
চল যাই বড়াই বুঝাই চন্দ্রাবলী।  
আশ দিয়া দাস বলি রাখু বনমালী ॥

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—  
বলে চন্দ্রাবলী শুনহ খেয়ারী  
তোমার কিছু না করিব খণ্ডা। পৃ. ৭৫  
পদকল্পতরুর ১৩৯৮ সংখ্যক পদে,—  
তুমি কি না জান বনমালী।  
রাখালে কি ভজৈ চন্দ্রাবলী ॥

রাধাতন্ত্র, বাহুবেরবহস্ত্র, ৮ম পটলে,—  
অজ্ঞা চন্দ্রাবলী রাধা বৃকডাহুগৃহে হিতা ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণস্মরণং, ২২তম অধ্যায়ে—

বন্দে রাধাপদান্তোজং ব্রহ্মাদিস্থবন্দিতং।

যৎকীৰ্ত্তিকীৰ্ত্তনেনৈব পুন্যতি তুবনজয়ং ॥

নমো গোলোকবাসিস্তৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ।

শতশৃঙ্গনিবাসিস্তৈ চন্দ্রাবল্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৩-৬৪

**পাতলী**—প্রা° পতল° (পত্রসদৃশ); দ্বীপিন্দ্রে দৈপ্রভায়।

বিজ্ঞাপতিতে,—

একে গোরি পাতরি তাহে দুখকাতরি  
অরু দুখ বিরহক জালা।

তরী, কৃশাদী। **শুন**—বিজ্ঞাপতিতে। **শুন**।

২। **কহিবো**—বিজ্ঞাপতিতে,—

এ সখি এ সখি কি কহিবও তোহি।

কহিব, বলিব। **কাজ**—প্রা° কজ্জ°। **বোলো**—বোলো° হইবে বোধ হয়। **তাত**—তাহাতে, তদ্বিষয়ে। **কর**—প্রা° পৈ° ১।১৮১, ২।১৬০, ২।২১০। **সত**—সত্য। **সরূপ কহিবো** **তবে**……**তাত কর সত**—তোমায় বাহা (যে কাজ)-বলি, তদ্বিষয়ে সত্য কর; তাহা হইলে মথুরার পথ যথার্থ বলিয়া দিব।

১০। **বোলা**—প্রা° বোল্লা°। বাক্য, কথা। **বোলো**—৫° ভা°এ; জায়সীকৃত পদ্যাবতিতে বোলউ° বলি। **ভোক**—তোমাকে; তোমার। **যবে**—চর্যাপদে জবে°, জবে°। যদি। **বোলা এক বোলো** ইত্যাদি—তোমায় এক কথা বলি, যদি গ্রহণযোগ্য মনে কর; অথবা এক কথা বলি, যদি তোমার মনে লয়। **তবেসি**—তর্হি°। **করিবো**—মাধব কন্দলীকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

শোণিতে করিবো আজি নদী ভয়ঙ্কর ॥

ওড়িয়া করিব°। করিব।

১১। **দুইজ**—প্রা° দুইজ্জ°। কবিকল্পে দোয়জ°। দ্বিতীয়। **বোলভ**—ত° বটার্থে প্রযুক্ত; তুল°—

মোভ পরে আউর মুক্শ নাই। (অসমীয়া ভাকচরিত্র)

**আজ্জ**—চর্যাপদে। প্রা° অমহে° (প্রথমার বহুবচনে)। আমি। **করিব**—বাঞ্ছা ভবিষ্যতের চিহ্ন ব-কারের মূলে কেহ কেহ প্রাকৃত এক°, ইক° (স° তব্য) প্রত্যয়ের অতিথ অঙ্গীকার করেন। **আন**—অন্তথা, অন্তমত।

১২। **সঠ্যে সঠ্যে করিবো** ইত্যাদি—আমি সত্য

কহিতেছি, তোমার অহরোধ রক্ষা করিব। **তাক**—  
প্রাকৃত পৈঙ্গল, ২।১৪২। জগদানন্দের পদে,—

সো রস-গুণ-নিধি **তাক** জীবন বিধি  
কি সিধি সাধিলি বালা।

দ্বাপাধ্যায়ের পুথিতে,—

স্ববর্ণ রজত যদি পাএ দরশন।

বহু ভাবো হএ **তাক** বাড়ে ধনে জন ॥

**বধঙ**—বধ করি। **বাক্সণ**—কপূরমঞ্জরীতে বম্হণ'  
(ব্রাক্ষণ); কুমারপালচরিতে বম্হাণ'; সিদ্ধহেমচন্দ্রে বাম্হণ;  
শূচপুরাণে বাস্তন'। **যবেঁ আন করোঁ** ইত্যাদি—যদি  
তাহার অগ্রথা করি, তাহা হইলে ব্রহ্মঘাতী হই অর্থাৎ  
ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হই।

১৩। **বুলিব**—বলিব। **যবেঁ**—যখন।

১। **কেশপাশে**—সিঁথিতে, সীমন্তে। **সুরজ**—

হিন্দুলজাত উজ্জল বর্ণবিশিষ্ট। **সজল জলদে**—জলপূর্ণ  
মেঘের বর্ণ গাঢ় নীল; কাল মেঘে। **উইল**—[√উ  
উদয়ে।] বিজ্ঞাপতিতে উয়ল, উয়ল, উগল'। উদিত  
হইল। **সুর**—প্রা°। **নব সুর**—নবোদিত সূর্য, বালার্ক।  
**চান্দ**—প্রা° চন্দ' (চন্দ্র)। **লাখ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত; প্রা°  
লক্খ'। **তুই লাখ যোজনে**—বহু দূরে। **আমুপাশা**  
—অমুপমা। **পতুমিনী**—মৃচ্ছকটিকে পতুমিনী'। পদ্মিনী;  
চতুর্বিধ স্ত্রীর মধ্যে স্তলক্ষণা উত্তমা স্ত্রী; যথা—

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্রবক্ষা।

অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।

মুহূবচনহৃশীলা নৃত্যগীতাহররক্তা।

সকলতত্ত্বহবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥ (রতিমঞ্জরী)

২। **আলক**—স° অলক'। অলকা, ললাটভূষণ

বৃক্ষিত কেশগুচ্ছ। **পাঁতি**—প্রা° পংতি। \* পঙ্ক্তি।  
**কাঁতি**—প্রা°পৈ°এ কংতি' ২।১৩১। কান্তি, শোভা।  
**তমালকলিকাকুল**—নবোদিত তমালপল্লব। **আলস**  
**লোচন**—ঈধরিমীলিত নেত্র। **উজল**—প্রা° উজ্জল'।  
**পসি**—প্রবেশ করিয়া।

৩৭। **শম্ভত**—ত' বস্তীর অর্থে প্রযুক্ত; তুল°—

কহে শুক মুন বৃপতিত বিদ্যমান।

শম্ভের। **পসিলা**—প্রবেশ করিল। **আভিমান**—  
অভিমান। **পাকা**—প্রা° পক্ক'।

৪। **মাঝা**—'মধ্যমজয়ঃ তদ্ব্যমধ্যে মাঝা ইতি ধ্যাতো'।  
টাকাসরুয়। **খিলী**—বিজ্ঞাপতিতে,—

সিংহ জিনি মাঝা ধীনি তহু অতি কোমলিনি।

**কীণ**। **জিলী**—জিনিয়া, পরাভব করিয়া। **চলএ বিলখে**

—মন্তরগতিতে গমন করে। **নহলী**—প্রা° নবল (নবল),

স্ত্রীলিঙ্গে দৈ' প্রত্যয়। বিদ্যাপতিতে,—

কোন পুরুথ সঞে নয়লি লেহা।

(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

জায়সীকৃত পদুমাবতিতে,—

সবই নউলি পিঅ সংগ ন সোঞি।

কবিকল্পণে,—

কিবা যুবা নহলী যৌবন।

১। **সুন্নী**—শূচপুরাণে সুনি' (পৃ° ১০)। শুনিয়া।

**ধরিবাক**—মাধক দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সরযুক সিদ্ধ জল আনিবাক গৈলা।

বাহুবলে জিনিবাক পারে ত্রিজগত।

মৈথিলী করিবাক', ওড়িয়া করিবাকু প্রভৃতি পদ তুল°।

ধরিতে, ধরিবারে। **পারোঁ**—বিজ্ঞাপতিতে,—

দিনে দিনে হুথ সহএ ন পারঞো

পড়এ অধিক ভার।

মাধব কন্দলিকৃত স্তম্ভরাকাণ্ডে,—

আমিতে যাইবাক পারোঁ শতেক যোজন।

চৈতন্তভাগবতে,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।

—মধ্যখণ্ড, ৩য় অ°।

পারি। **পরাগী**—প্রাণ। **দারুণ**—দারুণ, ক্রুর।

**কুসুমশর**—কাম, কন্দর্প। **সুদৃঢ় সজ্ঞানে**—অব্যর্থ

শরযোজনা দ্বারা। **আতিশয়**—অতিশয়। **সন**—স্বয়ং।

**হানে**—√হন্ আঘাতে। বিদ্ধ করিতেছে, আঘাত

করিতেছে। রাঢ়ে কাটা অর্থে হানি। শব্দের প্রয়োগ কচিৎ

ওনা যায়।

**পরাণ** **আধিক**—প্রাণাধিক। **ভোজ্য**—



তোমাকে, তোমায়। রাধিকা—রাধিকাকে। মানার্থী—সম্মত করিয়া, বশীভূত করিয়া।

২। শীএ—প্রা° পিঅই' (পিবতি)। স্তম্বর—স্তম্বর, স্তম্ভের স্বর। পঞ্চম শব্দ—পঞ্চম স্বরে। গাএ—প্রা° গাঅই' (গায়তি)। গান করিতেছে। পিকগণে—পিকাদি শব্দ যাবনিক; 'পিকাদিশব্দা ন কচিদার্য্যাণাং প্রসিদ্ধাঃ। শ্লেচ্ছানাস্ত কোকিলাদিষু প্রসিদ্ধাঃ।' (শব্দর স্বামিকৃত মীমাংসাপ্রবর্তিকটীকা)। খীর—প্রা° খির'। স্থির। কুস্তমিত তরুগণ.....খীর নহে মনে—(একে) বসন্তকাল, বৃক্ষসমূহ পুষ্পিত, তাহাতে (আবার) ভ্রমরেরা মধুপানে রত এবং কোকিলকুল স্তম্ভের স্বরে গান করিতেছে; তাই আমার মন (একান্ত) অস্থির।

৩। মদনবিহার—কামপীড়াজনিত দৈহিক ও মানসিক ভাবান্তর। ধানক—নিমিত্তার্থ চতুর্থীর ক' প্রত্যয় দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত; 'গত্যর্থকর্ণণি দ্বিতীয়া-চতুর্থী চেষ্টায়ামনধনি', পাণিনি—২।৩।১২। মাধবকন্দলিকৃত অরণ্য-কাণ্ডে,—'ঋষির ধানক গেলো'। স্থানে। ভাগে—প্রা° ভগগ' (ভাগ্য); এ' বিভক্তি-চিহ্ন। ভোক্তা লাগে—তোমায় যুক্ত হয়। লাগে—প্রা° লগগই' (লগতি)। এ ধানক আইলা..... ভোক্তা লাগে—বড়াই, তুমি আমার সৌভাগ্যক্রমে এখানে আসিয়াছ; (এখন) কাজের তার তোমার উপর।

পৃ° ৬

৪। আক্ষে দেব ইত্যাদি—আমি সংসারের সার দেবতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা।

পূর—পূর্ণ কর।

১। চিন্তিবো—চিন্তা করিব। পরাণশকতী—প্রাণপণে। আস্তরে—চর্চাপদে,—

তোহার অন্তরে মোএ ঘলিল হাড়ের মালী ॥

নিমিত্ত, জন্ত। শকতী—শক্তি, বল। আরর—প্রাকৃত অরর'; অসমীয়া ও ওড়িয়া আরর'। অপর, আর। মানানিবো—সম্মত করিব। আশেব—অশেষ, বিবিধ। যুগতী—যুক্তি। তোমার আস্তরে আশেব যুগতী—তোমার জন্ত তাকে জোর করিব অর্থাৎ তাহার প্রতি

ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করিব, আর বিবিধ উপায়ে তাহাকে বশে আনিব।

বোলহ—হ' অল্পা মধ্যম পুরুষের বিভক্তি। বল। তখা—প্রা° তখ' (তত্র)। গেলে—যাইলে। সামিবো—সাধন করিব। হরিবে—সহর্ষে।

২। জাগিএ—জানি, অবগত আছি। প্রবন্ধ—উপায়, কৌশল। এতেরে—নিমিত্তার্থ কে' প্রত্যয়। এততে, এই হেতু। নেহাবন্ধ—স্নেহবন্ধন। তোমার তার হৈব নেহাবন্ধ—তোমার ও তার (রাধার) মধ্যে প্রীতি সংঘটন হইবে অর্থাৎ সে তোমার অনুরাগিণী হইবে। দিবাক—দিতে, দিবার নিমিত্ত।

৩। আযোড় যোড়ন—অঘটন ঘটনা। করিবাক—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

রামায়ণ করিবাক ভৈলা তান মতি।

করিতে। ভৈলী—স্ত্রীলিঙ্গে। আযোড় যোড়ন... সীতা সতী নারী—(১) আমি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি; সে রাধিকা কি সীতার সদৃশ সতী নারী হইল? (২) আমি অঘটন ঘটাইতে পারি; সে রাধিকা কি, [যে] সীতার ছায় সতী সাধবী, তাহাকেও বশে আনিতে পারি। হাথত—ত' বিভক্তি-চিহ্ন। কিছু—প্রাকৃত পৈঙ্গলে কিছু, কিছু, কুছ'; \*প্রা° কিংচিহ্ন' (কিঞ্চিৎ খলু)। ফুল—প্রা° ও স' ফুল'। পানে—প্রা° পণ' (পর্ণ); হি° ও ম° পান'। তাহুল। তাক—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। জাই—প্রা° জাই' (যাতি)।

৪। বোল—ক্রিয়াপদ। বল। কাহাই—বিজ্ঞাপতিতে কহাই'। সন্ধেশে—সন্দেশ আহিরা শব্দ (কণ্ঠমালা)। দৃষ্টবিকারজাত মিষ্টান্নভেদ; এখানে উপহার অর্থে প্রযুক্ত।

১। 'মণে—প্রা° মণে, ১।১৭৬। মনে, মনোমধ্যে। স্তম্ভে রাধিহ—মনে রাধিও। ভৈলো—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যি কারণে ভৈলো আমি সৃষ্টির তনয়।

ন রহিল বংশ মোর ভৈলো ধর্মহীন।

হইলাম। উদগমতী—প্রা° উদগমই'। উর্গমতি, উৎকণ্ঠিত্তি। রাধার কারণে...তার ধান গতী—

বড়াই।' আমি রাধাকে পাইতে উৎকর্ষ, তাহার অবস্থিতি ও গতিবিধির কথা আমায় সবিস্তারে বল।

**তামূল**—কোল (অষ্ট্রিক্)-মূলক। তামূল। যাহা—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যাকাণ্ডে,—

মোহোর বচন সার জানি তুমি  
উলটি লঙ্কাক যাহা।

যাও। **আছে**—অপভ্রংশ প্রাকৃত অচ্ছই' (অচ্ছতি); প্রা° পৈ°এ—

পরিফুল্লিঅ কেহু গআ বণ আছে।—২।১৪৪।

সে—অর্দ্ধমাগধী।

২। **চাম্পা**—প্রা° চম্পঅ'। চাপা, চম্পক। **নাগেশ্বর**—নাগেশ্বর ফুল, নাগকেশ্বর। **নেআলী** (নেআরী)—প্রা° গোমালিআ'। ১২শ শতকের রূপ নেআলী; শূ° পু°এ নিঅলি'। নবমল্লিকা বা বসন্তমল্লিকা। **মাছলী**—[স° মল্লী']; শূ° পু°এ মালী'। মল্লিকা। **ভরি**—পূর্ণ করিয়া। **ডালী**—বংশাদিনিষিত ক্ষুদ্র পাত্র-ভেদ। **পিঙ্কিলে**—পরিধান করিলে। **তবেঁসি**—তাহার পর-ই, তখনই। **কহিহ**—প্রাচীন সাহিত্যের অহঙ্কা-সূচক এই হ' প্রত্যয় আধুনিক সাহিত্যে ও'। বলিও। **আদিমূল**—শব্দরদেবকৃত অনাদি-পাতনে,—

জয় জগন্নাথ জগতর আদিমূল।

আগাগোড়া, আত্মজ।

৩। **যোড় হাথ করী**—বন্ধাঙ্গলি হইয়া। **বুলিহ**—বলিও। **আজ্জাকে**—আমায়। **পাঠায়িলে**—পাঠাইল। **বাসিভ**—স্বগন্ধীকৃত। **খাহ**—খাও। **আমু-কুল**—অম্বুল। **কাছাঞের বচনে** ইত্যাদি—কানাইর কথার অম্বুল উত্তর দাও।

৪। **সিসভে**—প্রা° সীস' (শিরস্); তে' বিভক্তি-চিহ্ন। সিংধাতে, শীর্ষে। **বাহত**—বাহতে। **বলয়া**—অপভ্রংশ প্রা° বলঅ'। বাহুব্ধণ। **পাঞত**—পদে। **চলিওঁ চলিওঁ**—প্রতি পদবিক্ষেপে। **রুণুবণু**—ধনাত্মক শব্দ। **বাজে**—প্রা° বজ্জই' (বাঙতে)। ধনিত হয়। **জুগী**—ভনিয়া। **মোহো গোলা**—মুগ্ধ হইলেন, হতচেতন হইলেন। **হর্ষ**, **বিল্লেষ**, **ভয়** এবং **বিবাদ** হেতু ক্ষুদ্রতাকে মোহ বলে। ভূমিতে পতন, শূন্যভ্রিয়তা, ভয় এবং নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি তাহার অহুভাব।

৫। **মরমের হীত**—একান্ত হিতৈষিনী, প্রাণের বন্ধু। **চীত**—চিহ্ন। **আজ্জার বচনে** ইত্যাদি—আমার কথায় অভিনিবেশ কর। **আমুমতী**—অমুমতি, সম্মতি প্রদান। **হরিষ বদনে**—হাসি মুখে, সহর্ষে।

১। **আল** এবং **ল বড়ায়ি**—পদমধ্যবর্তী আধব'।

**মনে ধরি**—মনোমধ্যে গ্রহণ করিয়া। **চলি ভৈল**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

সস্তার বস্তুক লৈয়া দ্রুত করি

চলি ভৈলা বিভীষণ।

ছুটিগানের অশ্বমেধপর্বে,—

আনন্দিত সুরুজন চলি ভৈল ততক্ষণ

বাল বৃদ্ধ চলিল সকল।

মৌলিক অর্থ চলিত হইল বা গত হইল; গমন করিল, যাত্রা করিল।

২। **আঅর**—প্রা° অরর (অপর)। **গাছিয়া**—গাথিয়া, গ্রথিত করিয়া। **নৈল**—দইল।

**সজাইল**—সাজাইল, সজ্জিত করিল। **আনেক**—অনেক, বহু। **মাথে**—মস্তকোপরি। **করপুন্ন**—তামিল করপ্পু'। করপুন্ন।

৩। **চারি**—প্রা° চত্তারি'; পিঙ্কলে চারি', ১।১৪৮। পু° ৭

**চাহী**—চাহিয়া, অন্বেষণ করিয়া। **নেহেঁ**—নেহে, সাদরে। **ঘন ঘন**—পুনঃ পুনঃ। **কৈল**—করিল।

৪। **আছহ**—আছ। **পুছিয়া**—চর্যাপদে পুচ্ছিয়া' (পৃষ্ট)। **কাহিগী**—প্রা° কহাগী', কহাণিআ'; ও° কাহাণি'; হি° কহানী'; আধুনিক বা' বর্ণবিশ্রাস কাহিনী'। **বসিলান্ত**—পর্যাপ্ত মহাভারতে বসিলন্ত'। বসিল।

১। **আজ্জা**—প্রা° অমহ' (মাম্), হু° চ°—এ৫৬। আমায়, আমাকে। **এড়ি**—ছাড়িয়া, ত্যাগ 'করিয়া। **কেনমতেঁ**—কি প্রকারে। **আজ্জা এড়ি** ইত্যাদি—আমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিলে?

২। **পুনে**—হু° চ°এ পুন্ন'; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। **পুণ্যে**, **পুণ্যবশে**। **আজি**—প্রা° অজ্জ'। অদ্য।

**পাইলৌ**—মাগধী . পাবিদহ্মি' ( প্রাপ্তোহস্মি ) ; প্রাচ্য  
হি° পইলৌ' । মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

নিশাকালে পাইলৌ গৈয়া সরযুর তীর ॥

চৈ° ভা° পাইলৌ', পাইলাঙ' ৬ পাইলাম ।

৩। **এতেক**—প্রা° এত্তিক' । শৃঙ্গপুরাণে,—  
এতেক বচন ছহি পাঞ্জে জে বলিল ।

এত ।

৪। **কহণ্ড**—বিজ্ঞাপতিতে,—

সব দুঃখ কহৌ তছু পাশে ।

( কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ )

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সীতার জন্মর কথা কহৌ আত পরে ।

সম্প্রতি প্রভু রাঘবর কথা কণ্ড ॥

কহি; বলি । **হওসি**—প্রা° হরসি', হোসি' ( ভবসি ) ।  
হইস, হও । **মোকে**—কে' দ্বিতীয়ার চিহ্ন । উহা প্রাকৃত  
নিমিত্তার্থ কেএ' প্রত্যয়ের রূপান্তর । **দিআর**—ভবানন্দের  
হরিবংশে,—

হাসিয়া হৃন্দরি রাধা দিয়ার মেলানি ।

দাও । কহিআর' শব্দ তুলনীয় । **আভয়**—অভয় ।

৫। **উত্তর**—ময়নামতীর গানে,—

ক্রোধ করি দ্বিজবর বলিল উত্তর ।

চৈতন্যভাগবতে,—

মুহূন্ কহেন তাঁর মনের উত্তর ।—( মধ্য°, ৭ম অ° )

কথা, অভিপ্রায় ।

৬। **বুলিওঁ**—বলিতে । **লাগিলী**—স্বীলিকে ।

**ভান্নাআ**—পূর্ণ করিয়া । **পাঠাআ**—পাঠাইয়া ।

**আনে**—অনুগ্রহ ।

৪। ° **নেহে**—তুমারপালচরিত, গউড়বহো প্রভৃতিতে

ণেহ'; লিঙ্কেহমচন্ডে নেহ' ( ৮২।৭৭, ৮২।১০২ সূক্তের  
টীকা ); এ' বিভক্তিচিহ্ন । নেহ, অনুরাগ । **যবে**  
রাধা না করিবে ইত্যাদি—রাধা, যদি তুমি প্রেম না কর,  
তাহা হইলে তোমার জীবন সংশয় হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণ-

প্রেমাহুরাগিনী না হইলে তোমার প্রাণে বাঁচা ভার হইবে ।  
**বুলিআ**—বলিয়া ।

১। **আওর**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে  
আউর' । আর । **আহোনিশি**—অহর্নিশ, দিবারাত্র ।  
**দহে**—প্রা° দহই' ( দহতি ) । **এড়িলৌ**—মাধব কন্দলিকৃত  
লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজি সে সীতাত আমি এরিলৌ প্রত্যাশা ।

তাগ করিলাম । **না জাণৌ**—বিজ্ঞাপতিতে—

ন জানঞো কমন জঞো কমল নাল সঞো

কমল মমোল কাম ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,

কিবা মোক বুজাস ন জানো কিবা মই ।

অঈতপ্রকাশে,—

মুঞি ছার নাহি জানৌ তার বিন্দুকণা ॥

জানি না । **ভইলৌ**—হইলাম । **ভইলৌ** তোর  
সরণে—তোমার শরণাপন্ন হইলাম, 'তোমার শরণ  
লইলাম ।

**না বোল না বোল**—কাতরোক্তি, বলিও না ।  
**নিরাস**—নিরাশবাক্য । **চিন্ত**—চিন্তা কর । **উপাএ**—  
প্রতীকারের পথ । **রাধার বচন**—রাধিকার অমূল  
প্রভুত্তর । **কাহাইর প্রাণ জাএ**—কৃষ্ণের প্রাণ বিয়োগ  
হয় অর্থাৎ আমি প্রাণে মরি ।

২। **হেলা**—প্রা° ও স° । অবহেলা, অবজ্ঞা ।

**হুসহ**—প্রা° হুঃসহ । **ভোকেসি**—শব্দদেবকৃত  
উত্তরাকাণ্ডে,—

তুমিসি ঈশ্বর সুরাসুরে করে সেব ।

অন্তত তুমিসে থাকি ন থাকয় কেব ॥

তুমি-সে, তুমি-ই । **ভেলা**—ভেলক, কাষ্ঠাদি-নির্মিত প্লব ।

**ভলিলা**—হইল । **যানি**—প্রা° পৈ°এ জাণি' ( জায়া ) ।

**করহ**—প্রা° পৈ°এ করহ' ( কুরুষ ) ১।১২৬ ।

৩। **বিথর**—প্রা° বিথর' । বিস্তর । **বঞেসে**—  
বয়ঃক্রম । **প্রকার**—কৌশল । **আশেষে বিশেষে**—  
অশেষ-বিশেষে, বিলক্ষণরূপে । **মিনতী**—প্রা° বিগ্গতি',  
বিয়তি' ( বিজ্ঞপ্তি ); ও° মিনতি'; ম° মিনতী' ।

মাধব<sup>১</sup> প্রার্থনা। **খণ্ডক**—খণ্ডিত হটক। **বিয়ভী**—  
বিজাপতিতে,—

বিমতি বুঝি অঞ্জে ন জাএব পাস।  
বিরুদ্ধমতি, অসম্মতি।

পৃ ৮

৪। **তামুলে**—এ<sup>১</sup> তৃতীয়ার চিহ্ন। **হাথেত**—ত<sup>১</sup>  
(তম্) তৃতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। **ধরিঅ**—প্রা<sup>১</sup> পৈ<sup>১</sup>এ  
ধরিঅ<sup>১</sup> (ধৃষা) ১১৫৮। **হাথেত** **ধরিঅ**—সনির্কম  
প্রার্থনা সহকারে। **আন**—আনয়ন কর। **বচনে**—এ<sup>১</sup>  
দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **পুরুক**—পূর্ণ হটক।

**কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন** ইত্যাদি শ্লোক—রসতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ  
কর্তৃক প্রদত্ত সবস্ত্র সোপকরণ তামূল বুদ্ধা রাধাকে পুনরায়  
অর্পণ করিল।

১। **কথা খানি খানি** ইত্যাদি—বড়াই রাধার  
পার্শ্বে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্ত  
অত্যন্ত উৎসাহ হইয়াছেন, এই কথা একটু একটু করিয়া  
কহিল। **বসিঅ**—প্রা<sup>১</sup> উপবিসিঅ<sup>১</sup> (উপবিশ্ব)।  
**রাধাক**—ক<sup>১</sup> দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **বিমুখ বদনে**—মুখ  
ফিরাইয়া, বিপরীতমুখী হইয়া।

২। **কহির**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যাকাণ্ডে,—

কহির গন্ধর্ব আসি ভৈলা বনদেশ।

কোথাকার। **তুল**—‘কোথার গোসাঞি আইলা মাধব-  
ভিতরে’, চৈ<sup>১</sup> ভা<sup>১</sup>। **পাটোল**—তেলেণ্ড ও তামিল পট্ট<sup>১</sup>  
(রেশম)। বিজাপতিতে,—

আধ পটোর আধ মুজ ডোরা।

নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

বিচিঞ্জ ব্যাঘ্রের ছড়া দক্ষিণ কটিতে বেড়া

বাম কটি হরদ পাটলা ॥ (পুথি)

রেশমী কাপড়। **কে**—প্রা<sup>১</sup>। **পাঠাইলে**—১ম পুরুষের  
ক্রিয়া। **মোর**—মোরে, আমাকে। **ল বড়ানি**—  
সম্ভাষণে।

৩। **কহো**—আয়সীকৃত পদ্মাবতিতে—কহউ<sup>১</sup>  
(কথ্যামি)। বিজাপতিতে,—

তোহে পুছ কহও বুঝাই।

মাধব কন্দলিকৃত স্তব্রাকাণ্ডে,—

প্রসিদ্ধ কাহিনী কহো বীরকেশরী ॥

লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গলে—

পাচালি-প্রবন্ধে কহো গৌরান্ধরিত ॥

কহি, বলি। **আবথা**—প্রা<sup>১</sup> অবথা<sup>১</sup>। অবস্থা, দুর্দশা।  
**জরে**—প্রা<sup>১</sup> জর<sup>১</sup>; এ<sup>১</sup> তৃতীয়ার চিহ্ন। **ভেহে**—অসমিয়া  
তেও<sup>১</sup>। বিজাপতিতে,—

হুতি রহল উহি কিছু ন অলাপি।

তিনি, সে। **জরিল**—জীর্ণ হইলেন। **বেথা**—বাথা।  
**বিরহজরে** **ভেহে** ইত্যাদি—তিনি বিরহ-জরে অজ্ঞব্রিত,  
তোমায় বাথা জানাইয়া পাঠাইলেন।

৪। **এ**—প্রা<sup>১</sup> পৈ<sup>১</sup>এ এ<sup>১</sup> (এতৎ) ২৮৮। **এই**।

**বোল**—প্রা<sup>১</sup>। **হাগএ**—হানয়তি। হালএ<sup>১</sup> পাঠও হইতে  
পারে। **এ বোল সুগিঅ** ইত্যাদি—এই কথা **তনিয়া**  
রসিকা রাধা সর্বদা করাঘাত করিতে লাগিলেন। **যত**—  
প্রা<sup>১</sup> পৈ<sup>১</sup>এ জত<sup>১</sup>। **পেলাইল**—প্রা<sup>১</sup> পেলা **কেপণে**।  
মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাাকাণ্ডে—

আপনার শরে তাক কাটিয়া **পেলাইল**।

[দূরে] নিক্ষেপ করিলেন। **পাএ**—প্রা<sup>১</sup> পাঅ<sup>১</sup>। একার  
তৃতীয়ার চিহ্ন।

৫। **বুইল**—বলিল। **কাম**—প্রা<sup>১</sup> কঅ<sup>১</sup>। কর্দ।

**করিএ**—প্রা<sup>১</sup> পৈ<sup>১</sup>এ করিঅই<sup>১</sup>, করিএ<sup>১</sup> (ক্রিয়তে), করা  
হয়। **দরশনে**—দর্শনার্থ। **জীএ**—প্রা<sup>১</sup> জিঅই<sup>১</sup>  
(জীবতি)। জীবিত আছেন। **নাশের নন্দন ভুবন-  
বন্দন** ইত্যাদি—জগৎপূজ্য নন্দনন্দন তোমার দর্শন  
আশাতে জীবন ধারণ করিতেছেন।

৬। **সামী**—প্রা<sup>১</sup>। স্বামী। **দেহা**—অপ<sup>১</sup> প্রা<sup>১</sup>।

দেহ। **গরু**—প্রা<sup>১</sup> গোরুব<sup>১</sup> (গোরুপ); অপ<sup>১</sup> প্রা<sup>১</sup>  
গোরুঅ<sup>১</sup>। **তা সমে**—তাহার সহিত। **কি**—প্রা<sup>১</sup>।  
**নেহা**—নেহে<sup>১</sup> শব্দের টীকা ভ্রষ্টব্য। **নাশের ঘরের গরু  
রাখোআল** ইত্যাদি—নন্দনগৃহে যে গো-বৎসাদিগ্ন রক্ষক,  
তাহার সহিত আবার আমার প্রীতি কি?

৭। **পাপ বিমোচনে**—পাপ হইতে মুক্ত করে,  
হুহুতির ক্ষয় হয়। **দেখিল**—দেখিলে। **মুকভী**—  
মুক্তি। **সনে**—সন্দে, সহিত। **বাড়াইলে**—বাড়াইলে,

বঞ্চিত করিলে। **বিষ্ণুপুরে**—বৈষ্ণুর্থে। **স্থিতি**—স্থিতি, বসতি।

৮। **জাউ**—জাউক। **দহেঁ**—প্রা' দ্রহ', দহ ( হ্রদ )। সাহুনাশিক একার সপ্তমীর চিহ্ন। নতাদির গর্তস্থ গভীর খাত। **পলু**—প্রবেশ করুক। **পতী**—প্রাকৃত্তে স্থ', ভিস্' এবং স্থপ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর ( বিকল্পে ) দীর্ঘ হয়; স্থভিস্‌স্থপ্‌স্থ দীর্ঘঃ', বরকচি—৫।১৮। **হিন্দীতেও পতি'** শব্দ ঙ্কারান্ত দেখা যায়। **নেহাএঁ**—এ তৃতীয়ার চিহ্ন। প্রীতিদ্বারা। **যাহার**—প্রাকৃত্ত জ' ( যদ্ ) শব্দ যদ্বীর বহুবচনে জাণঃ', জাণ' ; এই জাণ' হইতে ষার' এবং স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু যাহাণ, তথা যাহার হওয়া সম্ভব। পশ্চাৎ অহুনাশিকের চিহ্ন বিলীন হইয়া গিয়াছে। **ধিক জাউ নারীর** ... **বিষ্ণু-পুরে স্থিতি**—সে নারীর জীবনে ধিক্, তাহার পতি জলে প্রবেশ করুক, পরপুরুষের প্রীতিদ্বারা যে নারীর বৈষ্ণু-বাস হয়।

২। **নাগরশেখর**—রসিকচূড়ামণি ( শ্রীকৃষ্ণ )। **নাশের স্তম্ভর**—নন্দনন্দন। **উপেখিল**—উপেক্ষা করিল, অগ্রাহ্য করিল। **অতিমোষে**—মাধব কন্দলিকৃত অধোমুখাকাণ্ডে,—

কিসক তোমার ভৈল হেন বৃদ্ধি মোস।

মতি, বৃদ্ধি এবং মোষে (ন° √ মুষ্ ছেদনে), নাশে অর্থাৎ বৃদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু।

১। **কোমল**—সংস্কৃতসম শব্দ। **আজ্জার কোমল** **দেহে** ইত্যাদি—দৃতি, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল স্বকুমার অর্থাৎ আমি বালিকা, পরপুরুষের সহিত প্রণয় কিরূপ, তাহা অবগত নহি। **ছের**—[ শ্রামাচরণ সরকারের ব্যাকরণে হেরো' ]; প্রাচ্য হিন্দী এহর' (hither). পশ্চিমরাঢ়ে হের' শব্দ কথার একটা মাত্রা। কামতা-বিহারী ভাষায় কোন বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে ছার' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরা অঞ্চলে 'এখানে' অর্থে এয়ার' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এই-এখানে, এ-দিকে। **করিলেঁ**—নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

প্রণাম করিলেঁ আমি ধরিয়া চরণ।

মাধবদেবকৃত 'আদিকাণ্ডে,—

পুজের নিমিত্ত বজ্র করিলেঁ বিস্তর।

পরাগলী মহাভারতে করিলেঁ', করিলেঁ'। করিলাম। **সরূপেঁ** **ভোরে করিলেঁ**। ... **যৌবন মোএঁ বঞ্চিলেঁ**—তোমায় যথার্থ বলিলাম, ওগো, তোমার সম্মুখে শপথ করিলাম, [ এই সবে মাত্র ] প্রথম যৌবন উত্তীর্ণ হইলাম।

**নাএ**—প্রাচীন অসমীয়াতে,—

প্রাণবান্ধব মধবএ

দয়াশীল দৈবকীনন্দন নাএ।

তুমি দেব দীনবন্ধু কেবলে করুণাসিদ্ধ

করো তযু চরণে বন্দন নাএ ॥ ( কীর্তন ঘোষা )

রাম রাঘব রঘুপতিএ

তুমি দেব অগতির গতি নাএ।

কথার মাত্রা, সঙ্গোপনসূচক শব্দ। **আবালী**—বালিকা। অকুমারী', অধোর', অমদ' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। **নহেঁ**—নহি। **আবালী রাধা নহেঁ** ইত্যাদি—আমি রাধা বালিকা, স্বরত-কেলির যোগ্যা নহি।

২। **করুক**—করুক। **কেমা করুক কাহ্ন মণে**—

কানাই মনে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুক। **গিরকারণে**—নিষ্কর্ষণে। **যবেঁ না মরিবে** ইত্যাদি—যাবৎ রসনিষ্কর্ষণ ব্যাপারে রাধার মৃত্যু-ঘটনা না হয়—অর্থাৎ যত দিন রাধা রতিক্রীড়ার যোগ্যা না হয়।

৩। **বুঝোঁ**—অবৈতপ্রকাশে। বুঝি। **রঙ্গ ধামালী**

—কেলি-কৌতুক। প্রাচীন সাহিত্যে দাপাদাপি, মাতা-মতি অর্থে ঢামালী', ধামালী' শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। বিদ্যাপতিতে ধমারি'; জায়দীর পদ্যাবতিতে ধমারী'; মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে ধেমালি'; কুন্তিবাগী উত্তরাকাণ্ডে,—

আমা সনে রাবণ তোর কিলের ঢামালি।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

রাধা কাহ্নর ধামালী দেখিয়া সব সখী।

নয়নে বসন দিয়া ঘন হাস্তমুখী ॥

অধ্যাপক স্বর্গীয় স্বধাকর দ্বিবেদী মহাশয় পদ্যাবতীর উৎকৃষ্ট টীকায় ধমারী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—‘ধমার=ধর-মার; হোলীকে দিলেঁ যৈে অপনে মিঞেঁ কো পকড় কর, উন কে অঙ্গে। মে অবীর কো লগানে, উন সে ইসী ঠট্টা করনে ঔর গালী কী গীত গানে কো ধমার কহতে হৈ।’

শিশু অশান্ত ও অত্যন্ত ক্রীড়াশীল হইলে ডামাল',  
দামাল', ধামাল' বলা হয়। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে,—

চলন বলন ঠাট হইল দামাল।

সঙ্গে সহচর সব সহর ছাওয়ালা ॥

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে,—

আমার ছাওয়ালা বড়ই ধামাল

• এ দোষ খেমিবে আপনি ॥

[ 'রুমর' ( সঙ্গীত-শাস্ত্রের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা যাহাই হউক ),  
দামাল', ধামার' বা ধামাল' প্রভৃতি শব্দের সহিত দামিল'  
( তামিল ) জাতির দর সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও  
চিস্তনীয়। ] **সুরভী কেলী**—রতিকীড়া। **বাহুড়ী**  
—স' বি-আ-✓ঘুট প্রত্যাবর্তনে। জায়সীরা পদ্যাবলি ও  
তুলসী রামায়ণে বহুরি'; রুতিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

ঘর জায় লবণ বাহুড়ি দেই রণ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

তোরা বাপ গেল বাছা স্নান করিবারে।

বাহুড়িয়া পুনরপি না আটল ঘরে ॥

ফিরিয়া। **চল**—যাও, গমন কর। **নিবধ**—নিষেধ কর,  
নিবারণ কর।

পৃ° ৩

**জৈসাগে**—অসমীয়া বৈসানি'। যখন। **জাগবৌ**—  
জানিব। **ভেসাগে**—অস' তৈসানি'। তখন। **আগিবৌ**  
—আনয়ন করিব। **রাভী**—প্রা° রভী'। রাত্রি।  
**পোহাইবৌ**—✓পেহা ( স' প্র-✓ভা ) ভবিষ্যতে ইব'  
প্রত্যয়। যাঁপন করিব।

৪। **আজলী**—প্রা° উজ্জ ( ঋজ্ )-ল; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ'  
প্রত্যয়। [ Cf. A. ajhal adj. most ignorant;  
s.m. a block head. ] নেকী, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক।  
**বিকলী**—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। বিবশা। **পরকাজে**  
**তৌ বিকলী**—তুমি পরকাণ্ড-সাধনে তৎপর। **তৌসি**—  
তাই, সেই কারণেই। **বুঝসি**—চর্যাপদে; বিজ্ঞাপতিতে,—

ন বুঝসি অবু গোআরী

ভজি রহ দেব মুরারী

নহি গারী লো।

বঝিতেছে, বুঝিতেছিল। **ছাড়**—প্রাকৃতে ✓তাজ্ হানে

ছাড়' আদেশ হয়; 'তাজ্ছাড়' প্রা° স', ৭১০৪। বা°  
✓ছাড়। ছাড়ুক, ত্যাগ করুক।

**নিপীয়া রাধাবচন**মিত্যাদি শ্লোক—ত্ৰীরাধিকার  
বচনামৃত পান করিয়া বচনচতুর্থা বৃদ্ধা ক্রতপদে আসিয়া  
মধুসূদনকে নিবেদন করিল।

—

১। **লবলীদলকৌমল**—নোয়াড়ি তুণের পত্রসম  
অকুমার। **সহে**—প্রা° সহএ'। সহ্য হয়। **পতি**—প্রতি,  
পক্ষে। **যোগ**—মাগধী যোগ'গ' ( যোগ্য )। **তার**  
**পতি যোগ নহে** ইত্যাদি—আমার ( নবীন ) যৌবন  
তার ( শ্রীকৃষ্ণের ) যোগা নহে।

**আছিদরী**—স' ছিদর', ছিদর'; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়।  
নদীয়া, বগোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দৃষ্ট। অর্থে  
ছাদার' শব্দ প্রচলিত। কপটমতি, দুষ্ট। **বুলিবৌ**—  
বলিব।

২। **আগিলে**—আনয়ন করিলে। **পরাক**  
**লাগিআ**—পশ্চিমবাংলা পরকে লেগে'। পরের নিমিত্ত।  
**হারাইবে নাক কানে**—নাসিকা কণ ছেদন অপমানের  
চরম। **দিলে**—দিলেক, দিল। **আজারে**—আমায়।

৩। **আগিলে**—জানিলে। **পাঠাইবৌ**—অপ°  
\*পট্টাবিকট', প্রা° পট্টাবিষমসংমহি' ( প্রস্থাপিত-  
ব্যোমসি )। **পাঠাইব**। **আনাইবৌ**—আনাইব।  
**তোষিব**—তুষ্ট করিব। **সংপুষ্ণ**—কর্প, রমণীয়ত্বে সংপুষ্ণ'।  
পূর্ণ।

৪। **কাকুতী**—'ভিন্নকর্পদনদীর্ঘৈঃ কাকুতিভা-  
দীয়তে'—কাকুতি, কাতরোক্তি। **লজ**—লও, গ্রহণ কর।  
**গালী**—প্রা° গরিহ' ( গর্হ )। বিজ্ঞাপতিতে,—

কাদন মাখী হসি দএ গারী।

গালি। **বোধ্যা**—ব্যুৎ, প্রবোধিত কর। **তুল**  
'বাক্যে বোঝিলে শাস্ত করি' ( জগন্নাথদাসের ও 'ভা' )।  
**আবুধ**—স' অবুদ্ধ'। ডাকচরিত্রে,—

সিয়া পাতে খায় দুধ।

বলে ডাক সে বড় অবুধ ॥

চৈতন্যভাগবতে,—

মিশ্র বোলে তুমি ত অবুধ বিপ্রহতা।

অবোধ, অল্পবুদ্ধি। **বুলি**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—  
এই বুলি রামক করিল। প্রদক্ষিণ।  
বলিয়া।

১। **দেখিলেঁ**—মাধব কন্দলীকৃত অঘোধ্যাকাণ্ডে,—  
মরণকালত রাম নেদেখিলেঁ। তোক।

৮° ভা'এ দেখিলাঙ'। দেখিলাম। **সপনে**—সপ্নে।

**সিঁঝী**—বনমালী দাসের জয়দেবচরিতে,—

সেই ভাগ্যবন্ত ধন্য যে দেখিল সিঁঞ।

আশিয়া। **বেধিল**—বিদ্ধ করিল, পরাধাত করিল।

**বুইলোঁ**—বলিলাম। **না জীবোঁ**—শঙ্করদেবকৃত  
উত্তরাকাণ্ডে,—

ইবার নিজীবো মই জানকীর হেতু।

বাঁচিব না।

২। **বরএ**—প্রা° বরই', বরএ' ( করতি )। **বচন**  
**বরএ তার** ইত্যাদি—তাহার বচন অমৃতধারাকারে  
নিঃসৃত হয় অর্থাৎ তাহার বাক্যে অমৃত ক্ষরে। **তাক বড়**  
**লোভ আঙ্গার**—তাঁহা আমার অত্যন্ত স্পৃহণীয়।

৩। **দিজী**—তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন, ( ইহার সহিত  
√দা'র কোন সম্বন্ধ নাই )। **মাগবী দে'** ; উত্তরবঙ্গের  
প্রাদেশিক দি', ও' দেই'। **দেখ**—প্রা° দেখ' ( পশ্চ )।  
**জত**—প্রা° জেতিঅ' ( যাবৎ ) ; প্রা° পৈ', জত' ১১০।  
**এত**—প্রা° এতিঅ' ( ইয়ং, এতাবৎ )। **দুখ**—প্রা°  
দুখ'। **মরোঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—  
বাঁধে অবিহনে হেরা মরোঁ প্রাণ ছুটি।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

প্রেমখানি বিসরিলে খুরিয়া সে মরোঁ ॥

চৈতন্যভাগবতে,—

ব্লিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ ॥

( মধ্য°, ১৮শ অ° )

মরি, মরিতেছি।

৪। **বারেক**—বারৈক, একবার। **করাহ**—করাও।

**রাধানিহিডচিন্ত** ইত্যাদি শ্লোক—রাধাগতচিত্ত  
শ্রীকৃষ্ণের বচনে বৃদ্ধা শ্রীরাধার নিকট সম্বর গমন করিয়া  
সাদরে এই কথা বলিল।

১। **নিশিত**—রাত্রি। **জগন্নাথ**—শ্রীকৃষ্ণ। **বুকে**—  
স° বুকে' ; এ° বিভক্তিচিহ্ন। **তনে**—প্রা° থণ', থণ',  
( স্তন ) ; একার বিভক্তিচিহ্ন। **ময়নামতীর গানে**,—  
আবের কাঞ্জলি নহে ছই তন ঢাকি।

মাধবকন্দলীকৃত অঘোধ্যাকাণ্ডে,—

চক্রবাক্যুগল তোমার ছই তন ॥

**পরসি**—স্পর্শ করিয়া।

**নারেবড়**—প্রাচীন সাহিত্যে নরবড়', নাবড়', নৈবড়'।

উহার। নটবর শঙ্করই রূপান্তর মনে হয়। দুষ্ট, শঠ।

**কাহ্নাজী**—অনাদরে আ' প্রত্যয়। কৃষ্ণ। **মরে**—প্রা°  
মরই', মরএ' ( ম্রিয়তে )। **ভাল**—প্রা° ভাল' ( ভদ্র ) ;  
ও' ভাল'। বিদ্যাপতিতে,—

সজনি ভাল কএ পেখল ন ভেলি।

**জাণাইলোঁ**—জানাইলাম।

২। **তোজোত**—ত° অবধারণে। তুমি ত। **আবুধী**  
—মাধব কন্দলীকৃত অঘোধ্যাকাণ্ডে,—

হেন সে আবুধি তই মিছা কর এহ।

বুদ্ধিহীন। **পুরুষবধী**—পুরুষধাতিনী। **আচেতনে**—  
অচেতন, বিগতচৈতন্য। **সকুপেঁ জাএ** ইত্যাদি—তোমাং  
আলিঙ্গন পাটিলে কানাই বথার্থই ঠাচে।

পৃ. ১০

৩। **কিসক**—প্রা° কিস'। ক° নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত  
প্রাকৃত কএ° প্রত্যয়েরই রূপভেদ। রাঢ়ে কিস্কে' ; 'দ°  
কিসকু'। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

মোহোর রাজ্যত বৃষ্টি কিসক ন করে।

পরাগলী মহাভারতে,—

একেশ্বরে যুদ্ধ করি কিসক মরসি ॥—কর্ণপর্ব।

কেন, কি নিমিত্ত। **নিফল**—প্রা° গিপফল ( নিফল )।

**রজে**—সান্দ্রে, সকৌতুকে।

৪। **রাখহ**—হ° অহুজায়। **আপনার কর পাণ**  
ইত্যাদি—পাপরূপ ছন্তর সাগর হইতে আপনার উদ্ধার  
সাধন কর—অর্থাৎ কানাইর জীবন-নাশদ্রুপিত পাপ হইতে  
আপনাকে মুক্ত কর। **বচনেক**—বচনৈক। **বচনেক**  
**দেহ** ইত্যাদি—একটিমাত্র অমূল্য বাক্যে কানাইকে আশা  
দাও।

১। এত কালে—এই শেষ দশায়। বুলিবে—  
বলিবে। আদি আন্ত—আন্তান্ত। এখো—এক, একটিও।  
বোলসি—বিতাপতিতে,—

গুপ্ততহি বোলসি মোহি বড়ি লাজ ॥  
বলিতেছিলাম, বলিতেছিলাম। মারিবোঁ—মাধব কন্দলিকৃত  
অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মারিবোঁ ভরত আজি জীয়ন্তে ন যায়।  
মারিব। জাগাআঁ—জানাইয়া। গোআল—প্রা°  
গোআল, গোরাল (গোপাল)। আয়ান।

দারুণী—স° দারুণা। লাজ—লজ্জা। তোর বাপেত  
ইত্যাদি—বাকুড়ার প্রাদেশিক ‘তোর বাপে লাজ নাই !’

২। হেনক—স্বার্থে ক°। এই প্রকার। চণ্ডীদাসের  
পদে ‘হেনক আমার ভায়’। সামী দুর্জবার ইত্যাদি—  
আমার স্বামী দুর্জব এবং আমিও স্বাধীন নহি। জাগোঁ—  
জানি। আসিবোঁ—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—  
সত্বরে আসিবোঁ মই বনবাস তরি ॥

আসিব। সংহতী—সঙ্গ, সাথে।

৩। এঁবেঁসি—আর্ষ প্রা° এবহি°। এখন-ই।  
হেন বাগী—একপ কুৎসিত কথা। আবসি—কুমারপাল-  
চরিতে অবসে°। অবশ্য, নিশ্চয়।

৪। গুআ—ও° গুয়া°; অস° ও হি° গুয়া°। শব্দটি  
অধুনা শিষ্টসমাজ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে। গুবাক।  
খাহা—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যাকাণ্ডে,—

তিরীচোর পাপিষ্ঠ হারির আউঠা খাহা।

গলে শিলা বাকি ছুট মরিবাক যাহা ॥

গাও। চিহ্নিআঁ—চিনিয়া। থান—প্রা° থাণ°।

বড়ায়িক—বড়াইকে। চড়ে—প্রা° চবিড়°; একার  
বিভক্তিচিহ্ন। চপেটাঘাত।

১। কোপেঁ—ক্রোধের উত্তেজনায়। কভোঁ—  
প্রা° পৈ°এ কবহ° (কদাপি)। হাথেঁ—হস্তদ্বারা।  
ছুইল—প্রা° ছি° (স্পৃশ°)। স্পর্শ করিল। গালিহো—  
প্রা° গুরিহ° (গর্হ°); হো—ও। গালিও, তিরস্কার-বাক্যও।  
সাহুড়ী—প্রা° সাহ° (স্বজ্ঞ) এবং টা°র বিকারে ডী°।  
শাওড়ী। জাজী—স° আমহী°। খাইবোঁ—খাইব।

বিসে—প্রা° বিস°; এ° বিভক্তিচিহ্ন। বিস। জাইব—  
খাইব।

খাকিব—স° √হা স্থানে প্রাকৃত্তে থক° আদেশ  
হয়। না খাকিব তোর থানে ইত্যাদি—(কলিতার্থ°)  
কানাই, আমি তোমার ত্রিনীমায় থাকিব না, তোমার জন্ম  
আমি দেশত্যাগিনী হইব।

২। চিস্তিলোঁ—চিন্তা করিলাম। ভবেঁহো—  
তবে-ও, তাই। বুইলোঁ—বলিল। দেহড—দেহে।  
পীত—পিত্তনাড়ী থাকাতেই ঘৃণা, লজ্জা, দিকার প্রভৃতি  
বোধ হইয়া থাকে। ভোজার দেহড ইত্যাদি—কানাই,  
তোমার শরীরে কি ‘ঘেমাপিত্ত’র লেশমাত্র নাই ?

৩। কাজেঁ—কাষে°। গেলেঁ—মাগবী গমিদহমহি°  
(গতোহমি°); প্রাচ্য হি° গৈলোঁ। মাধব কন্দলিকৃত  
অরণ্যাকাণ্ডে,—

বলর গর্জত পূরকালে মই

গৈলোঁ দণ্ডকার বন ॥

গৈলাম, গমন করিলাম।

৪। গরল বচন—বিস্তৃত্ত বাক্য, কটু কথা।  
শুণিআঁ—শুনিয়া। করিব—১ম পুরুষের ক্রিয়া।

১। আপরাধ—অপরাধ, দোষ। মারিয়া—প্রা°  
মারিঅ° (মারয়িত্বা°)। আঘাত করিয়া। সাধীল—  
সাধিল, সাধন করিল। আপণ—প্রা° অপ°পণে°  
(আয়নঃ)। স্বকীয়।

যে না—প্রা° দে° (যঃ) এবং না° নিশ্চয়ে।

পৃ° ১১

২। হনুমন্তা—প্রা° হণুমন্ত°। হনুমান্। তেহেন  
—মাগবী অপ° \* তইহণ° (তাদৃশ°)। বিদ্যাপতিতে,—  
যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ।

দূতা—দূতী। তাঁগিল—ভগ্ন। তুল° ‘গেপিল বাণ যেন  
রাখিল নয়’ (প°ক°ত°)। পুনী—পুনঃ। ঘোড়াইতেঁ—  
জোড়া দিতে, সংযোজিত করিতে। শকতা—সমর্থ্য।  
শুঁচী—ছঁচ, হুচী। বাজিআ—স° বট° (বজ্জ°)। শণ  
অথবা পাট-নির্মিত দড়ি। বহাএ—চালায়, প্রবেশ  
করায়। খাএ—কুমারপালচরিতে খাই°, খাএ° (খাদতি°)।

৩। কীষে—প্রা° কিস°। চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কীষ°;



কীস্'। কেন, কি নিমিত্ত। **তুলী**—তুলিয়া। **খাইলোঁ**—মাগধী খাইদহম্হি' (খাদিতোঃম্হি); প্রাচ্য হি' খইলোঁ'। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রাক্ষসে সহিতে যজ্ঞ চয় করি

অনেক ঋষিক খাইলোঁ ॥

**বীষে**—বিষ। **খাইলে**—মাগধী খাইদে' (খাদিতঃ)।

প্রথম পুরুষের ক্রিয়া। **পরসাদ**—প্রসাদ, আদর। **পাএ**

—প্রা' পারই' (প্রাপ্নোতি)। **অসংঘট**—অঘটনীয়।

**সংঘট**—ঘটনা। **করাএ**—করায়।

৪। **মেলাইবোঁ**—মিলিত করিব।

**খার**—প্রা'। ক্ষীর। **যোগাইবোঁ**—সরবরাহ করিব।

**ঘরত**—ঘরে। **রাখিঅঁ**—রক্ষা করিয়া, আশ্রয় দিয়া।

**তোষে**—সন্তোষ বিধান। **খণ্ডাইবোঁ**—খণ্ডন করিব, কালন করিব।

—

১। **যতনে**—প্রযত্ন। **বুলিলোঁ**—মাধবদেবকৃত

আদিকাণ্ডে,—

আপুনি চলিবোঁ রামক নেদিবোঁ

বুলিলোঁ দূত বচন।

**বলিল**। **তাহাত**—তাহাতে। **মুগধী**—বিজ্ঞাপতিতে মুগধিনী'। মুগ্ধা, সরলস্বভাব। **না পাতিল কানে**—কান দিল না, মনোযোগ করিল না।

**আপমান**—অপমান। **কাহার**—প্রা' কিং (কিম)'

শব্দ বঞ্জীর বভবচনে কাণং, কাণ' ; এই কাণ' হইতে কার, তথা কাহার হওয়া সম্ভব।

২। **বীরদাপ**—প্রা' দপ্প'। বীরদর্প, আফালন-

বাক্য। **সোঁঅরিতে**—বিজ্ঞাপতিতে স্মরইত'। স্মরণ করিতে। **এখোছি**—এক-ও, একজনকেও। **মাঅ**—

প্রা' মাজ' (মাতা)। **বাপ**—'বপপো...পিতৃত্যক্তে'—

দেশীনামমালা। **এখোছি না রাখিলেক** ইত্যাদি—তোমার পিতা মাতা কাহাকেও বাকী রাখিল না অর্থাৎ তাহাদিগকেও যত পারিল, মন্দ বলিল। **গল্পজিলী**—

জ্বলিজে ঐ প্রত্যয়। গল্পিয়া উঠিল।

৩। **হাণে কুলে**—এহেন বংশে (?)। **পাটাবুকী**

—প্রা' পৈ'এ 'পথরবিথরহিঅলা' (প্রস্তরবিস্তৃত-রুদ্রঃ)

১১৬৬। পাটার স্থায় বিস্তৃত বৃক যে জীর, নির্ভীক।

'ডাকা-বুকা' শব্দ তুলনীয়। **তিরী**—গাথা ইন্দ্রি'; ও' তিরী', তিরী'; মৈ' তিরিঅ', ত্রিয়'। শ্রীলোক।

**পালটি**—প্রা' পলটি (পুনরাবৃত্ত্য)। বিজ্ঞাপতিতে 'হৃদয়ে বুঝাএল পলটি নিহারি', 'পলটি বৈশাওল কনক কটোরা',

ফিরিয়া। **দেখোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তোমার প্রসাদে দেখোঁ আমিও রামক ॥

অদ্বৈত-প্রকাশে,—

যাহা যাহা যাও তাঁহা দেখোঁ স্নেচ্ছাচার।

দেখি, দেখিতেছি।

৪। **মথুরাক**—কবি শঙ্করকৃত গুরুদক্ষিণাতে,—

গুরুদক্ষিণা দিয়া আমি মথুরাকে জাব। (পুণি)

ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। সংস্কৃত ভাষাতেও গতার্থ ধাতুর প্রাপ্ত্যর্থ কথ্যসংজ্ঞার ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ এই ক' প্রত্যয় সপ্তমীর অর্থে প্রযুক্ত মনে করেন। **দিঠেঁ**—দিবার নিমিত্ত। **পালাএ**—পলায়ন করে, অন্তহিত হয়।

—

১। **বসী**—বসিয়া, অবস্থিতি করিয়া। **দান ছলেঁ**

—শুদ্ধ (মাণ্ডল) সংগ্রহের ভাণ করিয়া। **রাখিবোঁ**—

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে—'রাখিবোঁ যজ্ঞ তোমার'।

আগলাইব, রক্ষা করিব। **লুড়িঅঁ**—লুটিয়া, লুণ্ঠন

করিয়া। **কাটী**—প্রা' কড'চিঅ' (কষিঅ)। মাধব

কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মহেশ্বর হাতের ত্রিশূল কাটি লৈবোঁ ॥

ছিনাইয়া, বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া। **লৈবোঁ**—লইব।

**সাতেসরী**—অসমীয়া রামায়ণে,—

গ্রীবাতে তোহোর দিব সাতেসরি হার।

ভবানন্দের হরিবংশে—

বাতাসেরে দিমু দান সাতছড়ি হার।

আলওয়াল-রচিত পদ্মাবতীতে,—

গিম মনোহার কষু কণ্ঠবর

শোভে সপ্তসরি হার।

কুচগিরি পরে বহে নিরন্তরে

যেন স্বরেশ্বরীধার ॥

পূর্ববঙ্গীতিকায়,—

বেচিয়া খাবাইয়ম তোমার সপ্তছরির হার ॥

(৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ' ১০)

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পাঁচনর', সাতনর'এর বহুল ব্যবহার ছিল; প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে খোজ করিলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। **হার**—তৎসম শব্দ।

**বাটেত**—পদটিতে দুইবার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে।  
পথে। **সজিঅঁ**—নির্মাণ করিয়া। **সাধিব**—প্রতিষ্ঠাপিত করিব। **বাটেত সজিঅঁ দান** ইত্যাদি—পথে মাণ্ডল গ্রহণের ব্যক্কা করিয়া, তাহাকে অপমানিত করিয়া, তোমার আমার সম্ভ্রম বজায় করিব।

২। **ধরিহ**—ধরিও, গ্রহণ করিও। **হঅঁ**—হইয়া।  
**সংহতী**—মাধব কন্দলিকৃত অষোধ্যাকাণ্ডে,—

তোমার সঙ্গতি হৈবৌ মোর এহি সার।  
সাথী। **চলি জাইহ**—চ'লে যেও, গমন করিও।  
**আক্ষাক**—আমাকে। **তোষিহ রাধার মনে**—রাধার মনস্তপ্তি করিও।

৩। **ছাড়াইবৌ**—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিব।  
**কাঞ্চুলী**—প্রা' কঞ্চুলিঅ'। কাচুলী, বক্ষাবরণভেদ।  
**চীর**—বিলীর্ণ, ছিন্ন। **দিবৌ**—দিব। **যাইবৌ**—যাইব।

৪। **পাছেত**—এখানেও দুই বার 'বিভক্তি-চিহ্ন' বসিয়াছে। পরে। **বাণে**—কোল (অষ্টক)-বাণ'; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। **হানিঅঁ**—প্রা' পৈ'এ হণিঅ' (হন্না) ২।১৫। আঘাত করিয়া। **রহিবৌ**—রহিব, অবস্থান করিব। **ধরি**—প্রা' পৈ' ১।২৭, ১।২৯। **করিহলি**—করিবে, করিও।

পৃ. ১২

**আধায় সাদরং চিন্তে** ইত্যাদি শ্লোক—দামোদরের বাসনা সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া কপট-কুশলা বৃদ্ধা মধুর বচনে রাধাকে বলিল।

১। **নিবারিল**—নিবারণ করিলাম, নিবৃত্ত করিলাম।  
**বিমতী**—কুমতি, কুবুদ্ধি। **ভেজিঅঁ**—ত্যাগ করিয়া।

**বিমর্শিবে**—বিমর্শ, বিতর্ক। **জাইউ**—স' গম্যতাম্। যাওয়া যাক। **গো**—দেশী প্রা'। সম্বোধনসূচক অবয়ব। **সব গোপী লজা রাধা** ইত্যাদি—ওগো রাধা, গোপী-দিগের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া, (ক্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে গমন করিয়াছেন এবং পথ বিষয়শূন্য বলিয়া) মনের উল্লাসে মথুরা যাওয়া ঘাউক।

৩। **বিকণিঅঁ**—যুদ্ধকটিকে বিকণিঅ', বিক্রণিঅ'।

বিক্রয় করিয়া। **ঘরক**—মথুরাক শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।  
**কাঁটে**—অসমীয়া রামায়ণে,—

বাণ্টে গুচি যাওঁ আমি আনো বনান্তর।  
ঝটিতি, শীঘ্র।

৪। **হেনমতে**—এইরূপে। **কোড়ী**—প্রা' কবড', কবড্ডিঅ' (কপদক); চম্পাপদে কবড়ী'। কড়ী, বিক্রয়লব্ধ অর্থ। **আনিঅঁ**—আনিয়া। **দেএ**—প্রা' দেই' (দদাতি)।

**কালকেপাসহঃ** শুচি ইত্যাদি শ্লোক—রাধা-বিরহে মনোজশরকাতর মাধব কালকেপে অসহমান হইয়া বৃদ্ধা-সমীপে গমন করত বলিলেন।

১। **আশোআশে**—আশাসে। **চোখে**—চক্ষে।  
**নিন্দ**—প্রা' পিন্দা', পেন্দা'। চম্পাপদে নিন্দ', নিদ'।  
নিদ্রা। **ভাওহ**—ভাড়াইতেছ, প্রতারণা করিতেছ। **বচন আক্ষারে** ইত্যাদি—আমার কথা দিয়া কেন ভাড়াইতেছ?  
**এঠৌ**—মাধব কন্দলিকৃত অষোধ্যাকাণ্ডে,—  
এঠৌ তই লগাই দেশক চলি যাহা ॥  
এখনও।

**মাহাদানী**—দানী' অর্থে যে শুদ্ধ বা মাণ্ডল আদায় করে। বিশিষ্ট (মাহা) শুদ্ধসংগ্রাহক। মহাদানী' শব্দও কালক্রমে মজুমদার', মুন্সী', মুছরী' প্রভৃতির আয় বংশগত পদবীতে পরিণত হইয়াছে।

২। **কালি**—প্রা' কল্ল' (কল্য); মৈ' কাল্হি'; ও' ও অস' কালি'। **বড়নি**—বিজ্ঞাপতিতে 'এ বড়ি সাহস তোর' (কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)। অতি। **বিহাগী**—প্রা' বিহাণ' (বিভান)। প্রভৃষ। **সোঁঅরিহ**—স্বরণ করিও, মনে রাখিও। **সুভ**—শয়ন কর। **চলিহ**—যাইও।

৩। **বাচএ**—প্রা' বডচই (বর্জতে)। **রহিঠে**—থাকিতে। **যতেক**—প্রা' ছেতক'।

৪। **খর শীতল**—তীব্র ও শিথিল। নরম-গরম', মিঠে-কড়া' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। **গঞ্জিহ**—ভৎসনা করিও, তিরস্কার করিও।

**কৃষ্ণ** বাচমাচম্য ইত্যাদি শ্লোক—কপট-পট বৃদ্ধা  
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমত্যা-জননীকে রাখার  
মথুরা গমনের কথা বলিল।

১। **সাঁঝ**—প্রা° সঞ°ঝা°, সংঝা°। সন্ধ্যা। **সমএ**  
—প্রা° সমঅ° শব্দের উত্তর সপ্তমীর এ প্রত্যয়। **মাএ**—  
মাতাকে। **নঠ**—আধ প্রা° গট্ঠ°। নষ্ট। **হএ**—  
হইতেছে। **জুআএ**—যোগ্য হয়।

**সহি**—প্রা° সহী° শব্দ। সগী°।

২। **করী**—চর্যাপদে করী°, করি°। **বিনী**—বিনা°।  
**বিকীএঁ**—বিক্রয় দ্বারা, বিক্রয়ে। **বিনী বিকীএঁ হএ**  
ইত্যাদি—দধি ছুঁষাদি বিক্রয় বিনা কি গোয়ালার ধন হয়?  
**চাহী**—প্রা° ✓ ইচ্ছ° (৭)। ইচ্ছা করি, কামনা করি।  
**নিভে**—লইতে। **চাহৌ**—বিজ্ঞাপতিতে,—

নাগরিপন কিছু কহবা চাহৌ

কহলছ বুঝএ সমানী°।

চৈ° ভা° চাহৌ°, চাঙ°। চাই, ইচ্ছা করি। **রাহী**  
—প্রাকৃতসর্বস্ব রাহা°, রাহী° (৫১০°); বিজ্ঞাপতিতে  
রাহি°, রাহী°। রাখা।

৩। **আপুণী**—স্বয়ং। **সংহতি**—সঙ্গে। **তাহারে**  
—তাহার। **তুল**° 'তোরে বোলে দ্বীতী তেজল নিজ গেহ',  
'জতনে আনল কাহু তোরে দোয়ে গেল' (বিজ্ঞাপতি)।  
**কেহো**—কেহ। **পারে**—প্রা° পারেই°, পারেই°। **বহু**  
—প্রা° বহু°। মানভূম অঞ্চলে বহু° শব্দ প্রচলিত। **বউ**,  
**বধু**। **ঝি**—প্রা° ধীজা°; পা° ধিতা°, ধী°। হুহিতা°।  
**লইআঁ**—চর্যাপদে। **রাধাহো**—রাধাকেও।

৪। **রাধিকাক প্রতি**—প্রতি° শব্দের যোগে যষ্ঠ  
বিভক্তি হয় এবং ক° যষ্ঠির চিহ্ন। রাধিকার প্রতি।  
**হেনমতে**° **আইহন** **মাএর** ইত্যাদি—এইরূপে বড়াই  
রাখার প্রতি আয়ানের মা'র (মথুরার হাটে যাইবার)  
অনুমতি আনিয়া দিল।

পৃ° ১৩

**বাসলীগভী**—বাসলীর সেবক বা বাসলীভক্ত।

১। **ঘোলে**°—ঘোল° অর্থে মথিত দধি বা তৃণ°;  
এ° তৃতীয়ার চিহ্ন। **সাজিআঁ**—সজ্জিত করিয়া। **লাস**  
**বেশ**—প্রা° লাস° (লাস্ত)। মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে—

**লাস বেশ** করি নর নারী সমুদীই।

রাম আসিবার শুনি আথে বেথে যাই°।

কুন্তিবাসে—

**নাশে বেশে** রামের কাছে থাকিহ তপোবন।

বিলাস-বেশ।

**বড়ায়ির**—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

এই লিখন দিস তোর বরাইর বরাবর।

২। **আধ**—প্রা° অদ্ধ°। অর্দ্ধ। **আনত কপাল**  
**তার** ইত্যাদি—তাহার অবনত ললাট অষ্টমীর চন্দ্রে  
পরাজিত করে। **মহুলের**—প্রা° মহুঅ° (মধুক°); হি°  
ও ও° মহুঅ°; এর° বিভক্তিচিহ্ন। **মহল**° স্বনামপ্রসিদ্ধ  
বহু বৃক্ষ, পুষ্প পীতবর্ণ ও বর্ন্তলাকার। **তুল**—প্রা°  
তুল°। তুল্য। **কপোলযুগল তার** ইত্যাদি—জয়দেবের  
গীতগোবিন্দে—

বন্ধ কছাতিবান্ধবোহয়মধর° স্নিগ্ধো মধুকচ্চবি-

গণ্ডে চণ্ডি চকান্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনং।

—১০ম সর্গ।

মৈমনসিংহ-গীতিকা,—

সুন্দর বদন যেমন মহয়ার ফুল°।

(১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ° ৬৮।)

৩। **পয়োভার**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে  
তনভার°।

৪। **খলকমল**—ফুলপদ। খল° প্রা° রূপ।

## দানখণ্ড

অত্রান্তরে তত্র ইত্যাদি—ইত্যবসরে যমুনা-তটের সমীপবর্তী পথে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার মধুর অধরোষ্ঠ পানে সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া বুদ্ধার সহিত কাথোপকথন করিলেন।

১। বিরোধে—অবরোধ করে। না—প্রা° দ° (নহ)। প্রশ্নে। যাসি—স° যাসি°; প্রা° জাসি°। চ্যাপদে,—

আইসি জাসি ভোষি কাহরি নাপে।

বিজ্ঞাপতিতে,—

পুত্ৰ চলি আসবি পুত্ৰ চলি জাসি।

ঘাইতেছ। যমুনার ঘাটে নিকটে ইত্যাদি—যমুনার ঘাটের নিকটে থাকিয়া কৃষ্ণ পথ রোধ করেন এবং বড়াইকে সদোদান করিয়া বলেন,—গোপবধূদের লইয়া কোথায় গাও?

ছাওয়াল—প্রাচীন সাহিত্যে শিশু অর্থে ছাওয়াল' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রদেশবিশেষে উহা এতদাপি প্রচলিত। প্রা° ছাব-(ল)°; অস° ছরাল°। বিরোধসি—অবরোধ করিতেছ। কিকে—মাধব কন্দলি-রূত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বিচনির বাবে মেরু টলিবন্ত কিক ॥

নির্মিতার্থে কে' প্রত্যয়। কেন, কি নির্মিত।

৩। করসি—কু° চ° ৩৫৬, ৮৪৭; বিদ্যাপতিতে,—  
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।

কাহে তুহঁ হৃদয়ে করসি অস্ততাপ।

করিতেছ। একেঁ একেঁ—প্রত্যেকে। আপোণ্ডব—[অ-প্/পিষ্-পেষণে]। রাতের পশ্চিম প্রান্তে হাপসান' এবং উত্তর-বঙ্গে আপচান' পদের প্রচলন আছে। কক্ষপ্রেম-তরঙ্গিণীতে,—

ততুল কারণে ধাত্ত গোপতে আপসে ॥

ধাত্ত আপসিতে শঙ্খবদ উঠিল।

( ১১শ স্ব°, ২ম অ° )

কণ্ডিত, চণীকৃত। হৈবোঁ—মাধব কন্দলিকৃত অঘোষা-কাণ্ডে,—

দুখর সহায় হৈনো যোগাষ্টবোঁ ফল।

হইব। মোএঁ আপোণ্ডব হৈবোঁ। ইত্যাদি—আমি চূর্ণ হইব, তুমিওঁ মাঝা যাইবে।

৪। ছাড়—প্রা° ছড়-মোচনে। ত্যাগ কর।

১। সিশের—সিখার, শীর্ষের। লাসে—দীপ্তি পায়। চিহ্নসি—চিনিতেছ, জানিতেছ। তোঞি°—অস° তই°। তুমি। সিশের সিন্দূর তোর লাসে ইত্যাদি—তোমার ললাটে সিন্দূর শোভা পাইতেছে, সমস্তকে কেশ স্নিগ্ধস্ত রত্নিহাছে (অর্থাৎ তুমি বালিকা নহ)। আমি গোপীগণের প্রিয়, আমার তুমি চিনি না!

পৃ° ১৪

পরমাণে—প্রমাণসিদ্ধ। ভানে (ভাণ)—জ্ঞান। দান আন্ধার পরমাণে ইত্যাদি—রাধা, আমার দান প্রমাণাত্মকমোদিত, মনে অন্ধ ধারণা করিও না অর্থাৎ আমার দানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইও না।

২। তোএ—চ্যাপদে তোএ° (তয়া)। তুমি। বাসী—যাইতেছ। ধাঅঁ ধাঅঁ—ধাইয়া, ধাবিত হইয়া। পালাসী—মুচ্ছকটিকে পলাঅশি°, পলাশি°। পলায়ন করিতেছ। য়ত দুখ লঅঁ ইত্যাদি—যত দুখাদি লইয়া ত্বরিতপদে মথরা পলাইতেছ। ছাড়ী—চ্যাপদে ছাড়ী°।

৩। যুটি এক—এক মুঠা, মুঠীপ্রমাণ। প্রা° যুটি। বাএ—প্রা° বাঅ° (বাত); এ° বিভক্তিচিহ্ন। হালে—চৈ° ভা°এ। কাপে, কম্পিত হয়। তা—প্রা° তুহা। টলে—টল্ বিস্বসীভাবে। বিচলিত হয়। ডাকর—দেশী প্রা°। কেহ কেহ দীর্ঘল' শব্দের বিকারজাত মনে করেন। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে 'দিগল ডাকর' গোপা°; মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'জানত ডাকর'; বিজ্ঞাপতিতে ডগর°। স্থূল।

**ভালিষ**—প্রা°। দাড়ি। **নান্দসুত**—নন্দসুত, শ্রীকৃষ্ণ।  
**কাহ্নাঞিকৈ**—কৈ° চতুর্থীবিহিত প্রা° কএ° প্রত্যয়েরই  
 রূপভেদ। **রুচে**—প্রা° রুচই°, রুচএ° (রোচতে)।  
 রুচিকর হয়, স্পৃহণীয় হয়।

৪। **সুনি**—বা° √ শুজ্ (স° শুজ্) পরিশোধে;  
 নারায়ণ দেবরুত পদ্মপুরাণে,—

কালি জত বিড়ম্বিত তোরে সেহি স্তবাইল মোরে  
 দিক জাউক আমার জীবনে। (পুথি)

শঙ্কর দেবরুত উত্তরাকাণ্ডে,—

তোমার গুণক আমি হুজিতে ন পারি ॥

পরিশোধ করিয়া। **মোর না কর**—আমায় করিও না।

**কৃষ্ণশ্র বচনং শ্রদ্ধা** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ  
 করিয়া আধিমতী কৃষ্ণাঙ্গী রাধা কৈপিতে কৈপিতে বুদ্ধাকে  
 এই কথা বলিলেন।

১। **এগার**—প্রা° এগারহ°। **নলিনী দল**  
**কৌঅলী**—তুল° 'লবলীদল কৌমল আক্ষার দেখে' (পৃ° ২)।  
**হারাএ**—হারায়, খোয়ায়।

**মাঙ্গে**—প্রা° মগ্গই° (মার্গয়তি); প্রাচ্য চি° মাইগ°।  
 মাগে, প্রার্থনা বা যাচঞা করে। **পরসিলে**—স্পর্শ  
 করিলে। **তেজিবৌ**—ত্যাগ করিব।

২। **পরিহাস করে দান ছলে**—মাণ্ডল গ্রহণের  
 নামে রহস্য করে। **ভাঁগিতে**—ভগ্ন করিতে, ছিন্ন  
 করিতে। **চাহে**—প্রা° চাহই° (বাঞ্ছতি)। চায়, ইচ্ছা  
 করে। **কাঞ্চলী ভাঁগিতে** ইত্যাদি—বলপূরক বক্ষাবরণ  
 উন্মোচন করিতে চায়।

৩। **বোলএ**—প্রা° √ বোল কথনে। বলে। **থনে**  
 —প্রা° থণে°।

৪। **সুণ**—প্রা° সুণ° (শৃণ)। **নিবধহ**—নিবারণ  
 কর। **তেজুক**—ত্যাগ করুক। **পতিআশে**—প্রত্যাশা।

**রাধায়া বচনং শ্রদ্ধা** ইত্যাদি—বুদ্ধার মুখে রাধিকার  
 উক্তি শ্রবণ করিয়া চতুর সত্যক শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই কথা  
 বলিলেন।

১। **সমুখে**—সমুখে। **বসসি**—থাক। অবস্থিতি  
 কর। **ঘর**—পশ্চিমরাঢ়ে নিবাস অর্থে প্রচলিত।

**কোমণ**—কমণ° শব্দেরই রূপভেদ (১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)।  
 কোন।

২। **থাকৌ**—মাধব কন্দলিকৃত অধোধ্যাকাণ্ডে,—  
 এভো বনে গৈয়া থাকৌ রামর লগতে।

অদ্বৈতপ্রকাশে,—

যাহা তাঁহা থাকৌ মুঞি তাঁহান কিঙ্কর ॥

থাকি, অবস্থিতি করি। **জাতী**—জাতি। **পুঁছ**—জিজ্ঞাসা  
 করিতেছ। **ষোল**—প্রা° সোলহ°।

৩। **ওলাহা**—কৃত্তিবাসী যোগাষ্ঠার বন্দনাতে,—  
 ওলাও পসরা শঙ্খ দেখিব কেমন। (পুথি)

মাধবাচাৰ্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কি দেখি গোরস আণ্ড ওলাহ সমুখে।

চুংগী শ্রামদাসরুত গোবিন্দমঙ্গলে,—

পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে ॥

ও° ওলা°। নামাও, অবতারিত কর। ওলাউটা° শব্দ  
 তুল°। মিলমিলে হাম প্রভৃতি পীড়ার অন্তে উদরাময়  
 হইলে তাহাকে ওলানি° দেওয়া বলে। **চুপড়ী**—ব° শাদি-  
 নিষ্মিত আধার-ভেদ। **বখু**—প্রা° বখু°; সিদ্ধী বখ°।

বস্ত। **জাহা**—অসমীয়া রামায়ণে,—

কৈক যাহা মার আমাসাক পরিহরি।

কোন দোষে প্রভু মোক পরিহরি যাই।

যাও, যাইতেছ। **বিচার**—হিসাব, বিবরণ।

৪। **চাহ**—আকাঙ্ক্ষা কর, দাবি কর।

৫। **জানসি**—বিদ্যাপতিতে,—

জানসি তব কাহে করসি পুছারি।

জানিস, জানিতেছ। **ষোল পণ**—কুড়ি গণ্ডায় এক পণ  
 এবং ষোল পণে এক কাহন। **পণ**—কোল (অগ্নিক)-  
 মূলক। **মাহাদান**—বিলক্ষণ দান, বিশেষ শুভ।

পৃ° ১৫

৬। **বিপরীত**—মুক্তিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত। **বিথর কালে**  
**বিথর শুণী** ইত্যাদি—মথুরার পথে দধি ছুঁকের কর সংগ্রহ  
 জ্ঞাত অনেক সময়ে মহাদানী নিযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অসঙ্গত  
 কথা বহু বার শুনিয়াছি।

৭। **বড়ী**—বিদ্যাপতি ও রূপরামের ধর্মমঙ্গলাদিতে  
 বড়ি°। বড়, অতি। **পাজী**—শুষ্ক-পাজী; Tariff।  
**আপণ**—আপনাকে। **মাণে**—মাণ° প্রা° রূপ; এ°

বিভক্তিচিহ্ন। মান, সম্মান। **আজলী** রাধা **ঠৌ**।  
আবালী ইত্যাদি—রাধা, তুমি ভারী খুসী, কিছুই যেন  
জান না। আপনাকে চিনে এই পাঞ্জির প্রমাণ দান দিলে  
যাও এবং আপনার মান বাঁচাও।

**পুরুবেঁ**—পূর্বে। **শুগীএঁ**—শোনা আছে। বা—  
উপমায়। **পুরুবেঁ শুগীএঁ** বা **রামরাজ্য** ইত্যাদি—  
পূর্বে শুনিয়াছি, কংসের দেশ রামরাজ্যে পরিণত হইল  
অর্থাৎ কংসশাসিত দেশে রামরাজ্যের স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত  
হইল।

**বসিল**—বাসিন্দা, নিবাসী। **কড়ী**—কোড়ী শব্দের  
টাকা দ্রষ্টব্য।

১৬। **আচরিজ**—ভবিস্যত্তকহাতে অচরিষ'  
(আশ্চর্য্য)। **শুণ**—শুন।

১। **হাটক**—মথুরাক' শব্দের টাকা দ্রষ্টব্য। হাটে।  
**দুর্জুন**—দুর্জুনপরিবৃত। **আন্তরের**—অন্তরের, মন্দের।  
**বোল দিয়া**। **তোএঁ** ইত্যাদি—আমার মূর্খবেরী তুমি,  
কথার ছলে (ভুলাইয়া) আমায় এখানে আনিলে।  
**গাছায়া**—শু' পু' ও 'চ' ভা'এ অবতারণ করিয়া অর্থে  
নাদিয়া' শব্দের প্রয়োগ আছে। নামাইয়া, অবতারিত  
করিয়া। **ভাগিঅঁ**—ভগ্ন করিয়া, ছিন্ন করিয়া। **বিগুতিল**  
—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রামের বৈরক আজি বিগুতিয়া মারোঁ ॥

গুন্দরাকাণ্ডে,—

হেন মতে সীতা তোক বিগুতিয়া খাইবো ॥

বিঘটিত করিল, বিমদ্বিত করিল।

**বিধাতাএ**—এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। **কভ**—প্রা'  
কোভঅ', কভো' (কিয়ং)। **ভুজিঠে**—উপভোগ করিতে।  
**কোছো**—কোনও।

২। **দিলোঁ**—শঙ্করদেবকৃত অনাদিপাতনে,—

বামন পুরাণ কিছু মিশ্র দিলোঁ তাত।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

ভুলিভালি বর করি দিলোঁ জানকৌক।

দিলাম। **সাতীহারে**—ষষ্ঠ রাত্রে কৃত্য জাতকর্ণকালে।  
সাময়গ লোকের বিশ্বাস, বিধাতা পুরুষ আত্ম হইয়া, ঐ  
সময় প্রস্তুত সন্তানের অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া দেন। **কইলোঁ**

—করিলাম। **খণ্ডব্রত**—অগ্নীহীন ব্রত। **জরমত**—ত'  
সপ্তমীর চিহ্ন। **ঠেঁ**—তন্নিমিত্ত। **পোএ**—প্রাকৃত-  
লক্ষ্মীতে পোঅ' (পোত) ; এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। তামিল  
পৈয়ন' ; তেলুগু পৈয়' ; ও' পুঅ'। পুত্র। পশ্চিমরাটে  
প্রচলিত পুঅ' (গাছের চারা) শব্দ তুল'।

৩। **খঅ**—প্রা'। কয়, নাশ। **জরম গেল করমের**  
ইত্যাদি—কাল কানাইর হাতে ধর্ম কর্ষ সমস্তই নাশ  
পাইল, জয়টা বুধায় গেল। **পেলাইবোঁ**—ফেলিয়া  
দিব। **মুছিবোঁ**—বা' /মুছ (মুজ্), মার্জনে। **মাথে**—  
মস্তকের। **মুকুট ভাগিঅঁ সব** ইত্যাদি—মুকুটাদি যত  
অলঙ্কার ভাগিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব এবং সিংখার সিন্দুর  
মুছিয়া ফেলিব। ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে মুকুট'  
শব্দটা কোল (অষ্ট্রিক)-মূলক। **রহাএ**—আটকায়,  
(বলপূরক) অবস্থিতি করায়। **নারোঁ**—পশ্চিমরাটে  
নারি' তথা লারি' শব্দ প্রচলিত। পারি না। **জগি**—  
অপ' প্রা'। [স' যম (যৎ-ন)।] বিজ্ঞাপতিতে,—

সহজে করবি মধুপান।

ভুলহ জনি পাঁচবাণ ॥

গোবিন্দদাসে,—

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই

হেরত পুন জনি কান।

কান্ধ হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই

প্রেম করই জনি মান ॥

জায়সীকৃত পদ্মাবতিতে,—

রাজ ছাড়ি জনি হোছ ভিখারী ॥

যেন না। **এহাক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। ইহা।

৪। **এডু**—ত্যাগ করুক। **দিআক**—দিউক।

**মেলানী**—বিজ্ঞাপতিতে,—

লাজ ডর নাহি তো পরানী

দে মেরানী রে ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

মেলানী মাগিয়া গৈলা আপোনার ধান ॥

বিদায়। অন্তঃসূচক, এই ধারণায় বিদায়'এর  
পরিবর্তে মিলনার্থ 'মেলানি' শব্দের প্রয়োগ বিহিত  
হইয়া থাকিবে। আমরা যাই' না বলিয়া আসি'  
বলি।

**উলটি**—বা° √উলট'র উত্তর ই' প্রত্যয়। শৌরসেনী ভাষাতে কু° প্রত্যয় স্থানে ইঅ' আদেশ হয় (প্রা° প্র°, ১২।২)। বালালা, মৈথিলী, প্রাচীন অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ই' বা ইঅ' প্রত্যয় প্রাকৃতেরই অল্পরূপ। হেমচন্দ্রকৃত দেলীনামমালায় 'অল্পটপলটমকপরিবত্তে' (অল্পটপলটং পার্শ্বপরিবর্তনম্), কিরিয়া। ছাড়এ—প্রা° হসএ', করএ', পচএ' প্রভৃতির স্থায় (বরকচি—৭।৫ এবং সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৩।১৪৫)। ছাড়িতে লাগিলেন, ত্যাগ করিতে লাগিলেন। **নিশাসে**—নিশাস।

**রাধায়া বচনং শ্রদ্ধা** ইত্যাদি—বুদ্ধার মুখে রাধিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, সত্যক ত্রীকৃষ্ণ ত্রীরাধার অঞ্চল মোচন-পূর্বক রাধিকাকে এই কথা কহিলেন।

পৃ° ১৬

১। **উলটি**—পূর্বে উলটি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **পিঠী**—প্রা° পিট্টি'। পৃষ্ঠ। **উলটি**। **দিলে পিঠী**—বিমুখ হইয়া বসিলে। **সুচক**—সুস্বাদু, উন্নত। **রুচক**—রোচক। **কুচের বাটুল**—কুচমণ্ডল। **তাতা**—প্রা° তত্ত, তাহাতে। **দিঠী**—প্রা° দিট্টি'। দৃষ্টি, চক্ষু। **জীওঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অধোদ্যাকাণ্ডে,—

ইসব অরহা দেখি কেনে জীওঁ প্রাণে।

বাঁচিয়া আছি, জীবিত রহিয়াছি। **দিঠী দিঠী চিত্ত** ইত্যাদি—চারি চক্ষুর মিলনে আমার হৃদয় তোমাতে মজিল, তোমার অশ্রুজলিত অপেক্ষায় বাঁচিয়া আছি। **তোহোয়**—প্রা° তৈ°এ তোহর' (তব, যুদ্ধাকম্) ২।১৪। **আমি**—প্রা° অমি'। অমৃত। **পীওঁ**—অপ° পিঅউ, প্রা° পিঅমি'; প্রাচ্য হি° পীয়েী'। পান করি।

**তেজ**—তাজ, ত্যাগ কর। **রাগে**—বিগোপতিতে—

সখিজন সৌপইতে ভেল উহে রাগ।

কোদ। **গএ**—স্বনামপ্রসিদ্ধ তীর্থ। গয়াতে। প্রবাদ, মরণান্তর প্রেতযোনি-প্রাপ্ত ব্যক্তির উদ্দেশে গয়াস্থ গদা-ধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদানাদি করিলে উহার উদ্ধার হয়। গয়াস্থরের অস্থিনির্মিত গদা ধারণ করায় বিষ্ণুর এক নাম স্নাদধর' হইয়াছে। **প্রোয়াগে**—তীর্থরাজ প্রয়াগে। আধুনিক এলাহাবাদ।

২। **কত না**—চণ্ডীমাসের প্রচলিত পদে,—

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া  
কত না যাতনা দিহ।

**আছে**—কহিয়ার', দিয়ার', দিয়ার' প্রভৃতি পদ তুল'। **না চাহ সমুখ দিঠী**—সমুখ-দৃষ্টিতে দেখিতেছ না। **নেহালসি**—দেখিতেছ। **শিরি**—প্রা° সিরী', সিরি'। মধ্যযুগের সাহিত্যে ও গ্রাম্য গাথাদিতে ত্রীশ্রুতীয়ক'এর উল্লেখ লক্ষণীয়। ত্রী, শোভা। **এ রূপ যৌবন কত** ইত্যাদি—হস্তাশ্রুতীয়কে (তোমার) এই রূপ-যৌবনের শোভা কত দেখিতেছ! **ভাব ও পরিতোষ**—ক্রিয়াপদ।

৩। **গুন**—গণনা কর। **কুলেহৌ**—কুলেও।

**পরিহর**—ত্যাগ কর। **পাছেত**—পাহ' শব্দে দুইবার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পরে, পশ্চাৎ। **পাছা**—প্রা° পছা' (পশ্চাৎ)। **চাহা**—মাধবকন্দলিকৃত হৃদরাকাণ্ডে,—  
শকা পরিহর মার ভাল মতে চাহা।

চাও, দেহ। **এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবে** ইত্যাদি—তোমার এই রূপ-যৌবন সঙ্গ বাইবে না, আমার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া তাকাও। তুল'—মরিতে যৌবন কিবা লৈয়া যাইবা সঙ্গ ॥' (ভবানন্দের হরিবংশ)।

৪। **পাজ**—প্রা° পঅ'। পদ। **রাতা**—প্রা° রত'। বিগোপতিতে,—

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।

রক্তবর্ণ। **ঈশর**—প্রা° ঈসর', ইসর'। ঈশ্বর।

১। **নিলজ**—প্রা° গিলজ্জ'। নির্লজ্জ। **ইছা**—সি° ইছা'। ইচ্ছায়। **পরান বড়ায়ি** ইত্যাদি—প্রাণের বড়ায়ি আমার, ইহার প্রতিবিধান কর অর্থাৎ ত্রীকৃষ্ণের হাত হইতে মুক্তির একটা উপায় উদ্ভাবন কর, আমার রক্ষা কর।

২। **গোত**—প্রা° গোত'। গোত্র। **তান গোত মুণ্ডিলেক** ইত্যাদি—আমার যৌবন তাহার গোষ্ঠীকে মুণ্ডিত করিল, অর্থাৎ তাহার গোষ্ঠীর সর্বনাশ সাধন করিল, [তাহা না হইলে] কেন কৃষ্ণ ওরূপ করিতেছে। **কিসকে**—প্রা° কিস' শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে কে' প্রত্যয়। ও° কিসক'; অস° কিসক'। পশ্চিমরাঢ়ে কিসুকে' শব্দ প্রচলিত। কেন, কি নিমিত্ত। **বাথানে**—

প্রা° বন্ধাণই ( ব্যাখ্যানয়তি )। জীউ—প্রা° জিঅউ' ( জীবতু )। জীবিত রহক। আনুপাম—অনুপম। বল বীর—বল-বীৰ্য্যবান্। মতীএ° গহন—বুদ্ধিতে গভীর অর্থাৎ গভীর-বুদ্ধি।

৩। উদগত—উদগত, উচ্চাটিত। বুঝল—প্রাচীন সাহিত্যে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থানে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। বুঝলাম। নাহি°ক—প্রা° নাহি° হইতে নাই—নাহি° [ কিন্তু প্রা° নাহি° হইতে নাহি° হওয়া সহজ ] এবং তাহার উত্তর স্বার্থে ক° প্রত্যয় মনে করাও যাইতে পারে। ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে ক° প্রত্যয় প্রাচীন অসমীয়া ও মৈথিলী প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়।

৪। খণ্ডউ—খণ্ডিত হউক, নিবারিত হউক। জঞ্জাল—ম° জংজাল, ( জগজ্জাল )। গোবিন্দদাসের পদে 'জীব ভেল জনজাল'। উপসর্গ, উপদ্রব। ঠেঠা—ক° ম° ৭ দেশীনাংমালায় টেটা°। নির্মিত, নির্লজ্জ।

১। লইলোঁ—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যাকাণ্ডে,—

মহাদেৱে সহিতে কৈলাস তুলি লৈলোঁ ॥

লইলাম। বাট দান হাট দান ইত্যাদি—রাজসরকার হইতে পথকর ও হাটকর আদায়ের বন্দোবস্ত লইলাম। আইলোঁ—মাগধী আবিদহ্মহি° ( আশ্রোহ্মহি ) ; প্রাচ্য হি° আইলোঁ। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সিকারণে পাচে এরি আইলোঁ যত ধন।

গন্ধাকাণ্ডে,—

কি মতে বুলিব আইলোঁ রণত পেলাই ॥

আসিলাম।

পৃ° ১৭

অবিধান—বিধানাহরূপ, বিহিত। দেহ ত—ত° বাক্যলঙ্কারে।

দিবেহেঁ—দিবে, দান করিবে। জ্বলহ—প্রা° জ্বগহ° ( শৃগুহ )। তন। বিষএ—অধিকারে। হইএ—হই।

২। লেখ—লেখায়, গণনায়। অভরল—অবিশাস। বুইল—বলিলাম। তোমার কারণে ইত্যাদি—তোমার[ই] জ্ঞান আমি কর সংগ্রহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৩। নেহত—ত° যত্ন অর্থে প্রযুক্ত। মাণিকচক্র রাজার গানে,—

সিনান করিয়া যাও মহলত লাগিয়া ॥

মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজিসে সীতাত আমি এরিলোঁ প্রত্যাশা।

মেহের, প্রেমের। শত পঞ্চাশ—শত, বুদ্ধি এবং পঞ্চাশ, ক্ষতি। উপেখা—উপেক্ষা করি, অগ্রাহ্য করি। নেহত লাগিআঁ ইত্যাদি—প্রেমের জ্ঞান আমি লাভ-লোকসান তুচ্ছ করি অর্থাৎ তোমার প্রেমের বিনিময়ে আমি ক্ষতি-বুদ্ধি গণনায় আনি না।

৪। খড়ী—প্রা° খড়িঅ°, গড়িআ° ( খটিকা )। পাড়ী—পাতিয়া। খড়ী পাড়ী°, অন্ধ-পাত করিয়া। বাকী—কেহ কেহ একটিকে আরবী মনে করেন, অপরে বক্রী°-শব্দজ বলেন। ভোতে—তোমাতে, তোমার নিকট। হএ নহে—হয় নয়, সত্য মিথ্যা।

১। পুরুব—প্রা° পুরুব°, পুরুব (পূর্ব)। কালত—কালে। ঋষিএ°—এ° কড়কারকের চিহ্ন। বস্তুলে—প্রথমার একবচনে। নিআঁ—ম°ক°এ গটজ° ( নীচা )। লইয়া। থুইল—বা° √থ স্থাপনে। জাণাইবোঁ—বিজ্ঞাপিত করিব। লইব—১ম পুরুষের ক্রিয়া। রাজে—প্রা° রজ্জ°। রাজ্য। সমাদ—সংবাদ।

২। ভজিআঁ—অহনয় বিনয় করিয়া। আসিব—১ম পুরুষের ক্রিয়া। সাজিআঁ—যুদ্ধসাজে সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া। বারেঁ বারেঁ মোএঁ ইত্যাদি—পুনঃ পুনঃ কানাইকে কাকূতি মিনতি করিয়া [ আমা হইতে নিবৃত্ত হইবার জ্ঞান ] বলিলাম, [ সে কিছুতেই তাহা শুনি না, এখন ] কংস শুনিয়া মা°রমুখো হইয়া আসিবে। শুগীএ—শুনে, শ্রবণ করে। কর্তে—করাত দ্বারা(?)।

১। বারহ—প্রা°। বার, দ্বাদশ। বরিষেকের—বর্ষের। পরমান—প্রমাণ।

২। আগোলসি—অবরোধ করিতেছ।

৩। বিতপলী—অস° বিতোপনী° ( বিতপলী )। ও



ফরিদপুরের প্রাদেশিক বিংশজ্ঞা'। মাধবদেবকৃত আদি-কাণ্ডে,—

সর্দাকন্দরী কহা আতি বিতোপনী ॥

মাধবকন্দলিকৃত কিকিঙ্কাকাণ্ডে,—

রূপে গুণে বিতোপনী সংসারত সারা ॥

হুন্দরাকাণ্ডে,—

তিনিয়ো ভুবনে আমি নৈয়ো দেখে

তোর ঠান বিতোপনী ॥

উত্তমা, গুণবতী। **পাট**—কোল ( অষ্টিক ) পট'। পটুবহু, বেশমী কাপড়। **আলকে তিলক**—অলকাভিলকা, কুকুমাদি দ্বারা রচিত তিলপুষ্পাকৃতি চিত্র-ভেদ। **শোভা**—শোভা পাইতেছে। **আতি বিতপনী রাধা** ইত্যাদি—রাধা, তুমি অত্যন্ত মনোহারিণী, তোমার পরিধানে পটুবহু, কপাল অলকা তিলকায় শোভা পাইতেছে।

৪। **বড়ার**—বড়র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির। **বহুআরী**—বিদগ্ধ মাধকে বহুড়িয়া' (বধূটিকা); বর্ণবিপর্যয়ে বহুঅড়ি' তথা বহুআরী'। কুন্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুআরী।

প্রাচীন সাহিত্যে 'বোহারী', 'বহারী', 'বোয়ারী' প্রভৃতি। **সভা**—সভাব। **কার**—প্রা' কিং' (কিম) শব্দের মঞ্জীর বহুবচনে কাণং, কাণ'; এই কাণ' হইতে কার' এবং স্বরের বল-বৃদ্ধি হেতু কাহাণ, তথা কাহার। **দেওঁ**—দিই। **কার কাঁচ আলিতে** ইত্যাদি—কার লেঠায় থাকি না।

৫। **বরষের**—বর্ষের। **মোহোর**—মোব' শব্দের টাকা দ্রষ্টব্য। **আলি**—আনিয়া। **নিধী**—বিধাতা।

৬। **পাঁতর**—প্রান্তর। **নিমাখিতী**—মাধব কন্দলিকৃত কিকিঙ্কাকাণ্ডে,—

হা বাপ কি করি করিলা নিমাখিত।

মহা শাস্তী মার মোর ভৈলা অনাখিত ॥

শব্দরদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

\* মরি যাওঁ মহি নিমাখিতী বনমাজ ॥

খ'র থকারে পরিণতি লিপিকরপ্রমাদ হইতে পারে। অসমীয়া 'নিমাখিতী' শব্দের মৌলিক অর্থ মাংসহীনা; দুঃখিনী। অথবা 'নিমাখিতী' অর্থে নি (নাই), মাখ (রক্ষক) দ্বারা, এমন দ্রাবলোকও হইতে পারে। সহায়হীনা। **রাখোআল কাহাজি** তোমার ইত্যাদি—কানাই, তুমি

বৎসপাল এবং তোমার বৃদ্ধি ক্ষুদ্র; আমায় প্রান্তরমধ্যে একাকিনী ও একান্ত অসহায় পাইয়া এইরূপ ক্রব্যবহার করিতেছ।

৭। **গোসাঞি**—অপ' প্রা' গোসানিউ' (গোস্বামিক)।

৮। **কাহাক**—কাহাকে। **বীরপণ**—বিজ্ঞাপতিতে চতুরপন'। বীরের অভিনয়, বীরত্ব। **টাকার**—অর্ধাটান স' টকর'। ময়নামতীর গানে,—

দুই তিন টাকর দিল গালের উপর।

শব্দরদেবকৃত ঘোষা-কীর্তনে,—

টাকরে ছিঙিলা কারো শির।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

তার কাছে চড়িঞা টাকর মারো মণ্ডে।

কাশীদাসী সৌন্দর্যকপর্ষে,—

এখন টাকরে চুর' হইল মন্তক।

জানিল কাটিল পাণ্ডবের পুত সব ॥—(পুথি) বন্ধমুষ্টি, তীক্ষ্ণ অস্ত্রভেদ। **ঘাঞ**—প্রা' ঘাঁজ' (ঘাত)। আঘাতে।

১০। **ভালে**—ভদ্রভাবে, উত্তমরূপে।

১। **কুতঘাটে**—দানকেলিকোমুদীতে — কুড়ঘট' (কুটঘট); [Prob. S. কুট Platts' H. E. Dictionary.] যে স্থানে অমদানী রপ্তানী দ্রব্যের শ্রেণীভেদ করিয়া, পরিমাণানুসারে মাণ্ডল গ্রহণ করা হয়। এখনকার Custom-House-এর অহরূপ। সচরাচর নৌপণ্যের কর-সংগ্রহস্থানকেই কুতঘাট বলে। **সব কুতঘাটে** ইত্যাদি—যত কুতঘাটের মাণ্ডল, আমার প্রাপ্য।

২। **স্বগুণ**—প্রা' সগুণ'। স্বর্গ। **রাখো**—ভবানন্দের হরিবংশে—

নয়ান ভরিয়া দেখো গলায়ে গাঁথিয়া রাখো

হেন মোর মনে সাধ করে ॥

রক্ষা করি। **মর্ত্য**—মর্ত্য। **তল**—হুন-অধ্বাষিত পশ্চিম-তাতার, তুর্কীস্তান ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ এক সময়ে প্লাতাল বা রসাতল নামে পরিচিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা।

সুধী—প্রা° হৃদ্বি' (শুদ্ধি)। বিতাপতিতে,—  
অবসর অবশ হমর হৃদ্বি লেব ॥

মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

হৃদ্বি আসি আমাত কহিয়ে ঝাণ্ট করি ॥

লঙ্কাকাণ্ডে,—

ই সব কাধ্যক প্রভু বোলা কিবা হৃদ্বি ॥

সন্ধি, সন্ধান। টেটনী—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

খাইতে নাহিক ভাত পরিতে বসন।

যেই দেখে সেই বলে দূরে যা টেটন ॥

পুরুষোত্তমকৃত দীপিকাচ্ছন্দে,—

টেটন রূপতি সব হৈবেক কুদাতা।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

অকস্মিতে তেজে যেন ভাধ্যাক তেটনে ॥

রঙ্গপুত্রের উপত্যাকা প্রদেশে চতুর অর্থে টেটোন' শব্দ প্রচলিত'। টেটন'এর স্ত্রীলিঙ্গে টেটনী। তুল° টেটা', টেটী। কুচোবতী, প্রগল্ভা। বুধী—বুদ্ধি, উপায়। স্বর্গগে রাখো মর্ত্যে ইত্যাদি—স্বর্গ মর্ত্য আমার শাসনাধীন, পাতালেরও সংবাদ রাখি; টেটী রাধা, তাহার কি উপায় করিবে?

পৃ° ১৮

৩। ধরী—ধরি, ধারণ করি। দেখিল—দেখিলাম।  
রূপসী—রূপসী।

৪। বুঝি—প্রা° পৈ°এ বুজ্ঝিআ', বুজ্ঝি' ১।১২৩।

১। এছে—বিশ্বয়-বিবাদাদিশৃচক অব্যয়। এছে সকল বএসে মোর ইত্যাদি—আশ্চর্য্য, সবে মাত্র আমার বয়স এগার বৎসর; তুমি আমার নিকট বার বৎসরের দান চাও কেমন করিয়া? ভাষ,—স° ভাস।  
শ্রী, শৃঙ্খলা। শূত্রপুরাণে,—

কামন্তি কামিষ্ঠা ভাই কাজর ভাস্‌স নাই।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

দেবের দেবতা তুমি কার্যে নাহি ভাস।

এতেরে বুঝিল তোর ইত্যাদি—ইহাতে তোমার কাজের ধারা বুঝিলাম, লোকে শুনিলে তোমায় উপহাস করিবে।

২। গীড়এ—গীড়ন করে। ছুঁখিল—বিতাপতিতে,—  
প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ।

ভুখল চকোর জনি পিবইতে আশ ॥

বৃহস্কিত, ক্ষুধিত। ভষল—ভ্রমর। তর্ভে—তবু, তথাপি। মুকুলে—তামিল মুগল'; এ' বিভক্তিচিহ্ন।

৩। কী—প্রা° ধীআ; পা° ধী'। হুহিতা। রূপ—রূপ। ভোজ্যতে—তোমার। কী—প্রা° পৈ° ২।১৩২। কি। দেখিল—ক্রিয়া-বিশেষণ। দৃষ্ট। বেল—প্রা° বিল' (বিষ)। গাছেয়—অপ° প্রা° গচ্ছ', গাছ'; অস° ও গ' গচ্ছ'; সিংহলী গচ্ছ' বা গস'। এয়' বিভক্তিচিহ্ন। আরতিল—আর্ত, ক্ষুধায় কাতর। ভথিঠে—ভক্ষণ করিতে। দেখিল পাকিল বেল ইত্যাদি—তুল°—

কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা বেল ॥

মৈ°গী°।

৪। শুণীলৌ—শুণিলাম। কানে—কু°চ°এ কন্ন' ৪।২৮, ৮।৭৪। সমান—সমান, সমম। ধরৌ—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

গ্রহ এর কমা কর হাতে তোর ধরৌ।

অধৈত-প্রকাশে,—

সীতা বলে কহ প্রভু ধরৌ প্রিচরণে ॥

ধরি।

১। দেখিএ—দেখিতেছি। রূপসে—অতিশয় হৃন্দর। তেঁএ—সেই জগৎ।

পিউক—দোহাকোষে পিবউ (পিবতু)। পান করুক।

২। ভএ—প্রা° ভঅ'; এ' বিভক্তি-চিহ্ন।

৪। তোর দেছে ইত্যাদি—তুমি মাধুর্ঘ্যাদি গুণের আধার। দানী—শুদ্ধ-সংগ্রাহক।

১। কুঁড়া—(স° কুড়াল), পুষ্প-মুকুল। পরসে—প্রা° পরস। স্পর্শ, লেশমাত্র। বিকসিলে—বিকসিত হইলে। মোছে—প্রা° পৈ°এ মোহএ' (মোহয়তি)। মোহিত করে, মুগ্ধ করে।

**মোক**—ক' বটীর অর্থে প্রযুক্ত। অসমীয়া রামায়ণে,—  
মোক সম বীর নাই ই তিন ভুবনে।

লঙ্কার বাক্সস আসে যুদ্ধক আমাক।

**ভেগেল**—হইয়া গেল। **কি না মোক** ইত্যাদি—  
এত কাল পরে আমার কি হইল, [ কপালে এই ছিল ],  
গোকুলে মহাদানী নিযুক্ত হইয়া গেল।

পৃ.° ১২

২। **গোআরী**—প্রা° গোঅর' (গোচর); হি°  
গোহারী', ও° গুহারি', অস° গোহারি'। কুন্তিবাসী  
উত্তরাঙ্কাণ্ডে,—

রাম হেন রাজা আছে ধর্ম অবতার।

গোহারি করিলে রাম করেন বিচার ॥

ত্রিষ্কবিজয়ে,—

কষ্ট হইয়া তুমি যদি করিবে গোহারি।

কংসের শক্তি আমার কি করিতে পারি ॥

কাশীদাসী সভাপর্কে,—

স্বামীর কারণে বাপে গোহারী করিল।

[ গোহার Vulg. guhar, s. m. Cry, call, out-  
cry : shout &c. S. ঘোষকার Platts' H. E. Dic-  
tionary. ] কাতর প্রার্থনা, অভিযোগ। **যাবৌ**—যাইব।

৩। **ধনের কাতর**—ধনাকাজী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট।  
বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, 'সাধু নহে ধনেতে কাতর'।  
**নিতি নিতি দধি বিকে** ইত্যাদি—রোজ [মথুরার হাটে]  
দই-দুধ বেচিতে যাই, মাণ্ডলের প্রসঙ্গ ত ঘুণাকরও শুনি  
নাই। এখন জানিলাম, রাজা ফতুর! তা দান, যখন  
চাহিবে, তখন দেওয়া যাবে।

৪। **পড়িহাসে**—পরিহাস করে, কৌতুক করে।

১। **যবেঁই**—যখনই। **বদল কমল ভোর** ইত্যাদি  
—যেই তোমার চাঁদপানা মুখখানি দেখিলাম, সেই হইতে  
তোমাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। **তুল**—

আজ জাইতে পথে দেখলি বে

রূপে রহল মন লাগি। (বিন্ধ্যাপতি)

**গিধিলী**—গুণিনি।

**কান**—প্রা° কণ্'। **কুককে**। **সংপুলী**—সম্পূর্ণ।

**সব কলা** ইত্যাদি—তুমি যোল কলায় পূর্ণা অর্থাৎ পূর্ণ  
যৌবনা।

২। **আধর বাঙ্কুলী** ইত্যাদি—তোমার স্তম্ভ  
অধরের ছাতি বাঙ্কুলী ফুলের ছায় এবং পাণ্ডুবর্ণ গওস্থলে  
কান্তি মধুকণ্ঠের সদৃশ। পূর্বে,—

কপোল যুগল তার মছলের ফুল।

ওঠ আধর তার বঙ্কুলীর তুল ॥

**জিগিষা**—জয় করিয়া। **পাঁতী**—সিদ্ধ হেমচন্দ্রে পংক্তি°  
চাঃ১২৫। পঙ্ক্তি। **কনয়া নিকষ**—কবিত কাকন। ক°  
চ°এ কণয়'। **কাঁতী**—পয়সলচ্ছীতে কংতী'। সৌন্দধ্য।

৩। **লোভে**—লোভ হেতু। **নাভী**—নাভি। **তীন  
রূপ বলী**—ত্রিবলী, উদরাদির মাংস-সকোচজনিত  
রেখাভ্রয়। **রাম কদলী**—কদলি' শব্দটা কোল (অষ্টিকা-  
গন্ধী)।

৪। **ভোলে**—প্রা° ভুল'। কুন্তিবাসী উত্তরাঙ্কাণ্ডে,—  
বরের রূপ দেখিঞা মেনকা পড়িঞা গেল ভোলে।  
ভ্রমে, মোহে।

১। **ফুটি**—প্রা° √ফুট বিদারণে। ফাটিয়া। **তুল**—  
'শোকে যায় প্রাণ ফুটি' (কীর্তন-ঘোষা)। **মেনে**—প্রা°  
√মেন্ন (মোচনে)। বিভক্ত হয়। **প্রাণ যেহু ফুটি**  
ইত্যাদি—প্রাণ ঘেন ফাটিয়া যাইতেছে, হৃদয় দুঃস্বাদ  
হইতেছে।

২। **পাথর**—প্রা° পথর'। **বাঙ্কী**—বাধিয়া। **পসী**  
—বা° √পশ্। প্রবেশ করিয়া।

৩। **গাজ**—গজা। **বারানসী**—বরণা ও নাশী  
(পুরাণাদিতে অসি বা অসী), এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী  
ভূভাগে অবস্থিত বলিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীর অপর নাম  
বারানসী। **সরুপৈসি**—সরুপতঃ। **তীর্থ**—প্রা° তিথ'।  
তীর্থ। **ভোজে গাজ বারানসী** ইত্যাদি—তুমি আমার  
গজা, তুমি আমার কাশী; সকল তীর্থ এবং তৎসেবন-  
জনিত পরম পদও তুমি (অর্থাৎ তুমিই আমার একমাত্র  
উপাস্ত ও প্রার্থনীয়। বলিতে কি, তোমাকেই জীত্বনের  
সারসর্বস্ব করিয়াছি)।

৪। **বালসি**—চর্চাপদে। বাস', বোধ কর। **না**

বাসিসি লাজ—‘লাজ বাসিস্ না’ বাকুড়া-বীরভূমির  
প্রাদেশিক। **মাউলানী**—প্রা° মাউলাগী’। মাতুলানী।

১। **পাভ**—স্থাপন কর।

২। **পইসে**—প্রা° পইসই’ (প্রবিশতি)। **চোর**  
—মৃ° ক°এ। **পাটাবুক**—নিভাঁক।

৩। **বুললি**—বলিলে।

৪। **হাঁকল-বিকল**—মাধব কন্দলিকৃত অধোধ্যা-  
কাণ্ডে,—

বেঢ়িয়া কান্দিল সরে হাকলে বিকলে ॥

দীর্ঘ বারে কান্দিলন্ত হাকলে বিকলে ॥

আকুল, ব্যাকুল, অধৈর্য। **জরুআ**—[জর-উআ] জরে  
গ্রস্ত বা জীর্ণ (বাক্তি)। **রুচক**—তীত্র। রোচক অর্থও  
হইতে পারে। **বিরহে পুড়িয়া কাহ্ন** ইত্যাদি—(কবির  
উক্তি) জরোগগ্রস্ত ব্যক্তি তীত্র অন্ন দেওয়া ধৈর্য লোলুপ  
হয়, বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ অশান্ত হইয়া  
পড়িয়াছেন। ‘বিরহ’ শব্দে পূর্বসম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

১। **মেদনি**—মেদিনী। **ঘোড়িলো**—জুতলাম,  
যোজিত করিলাম। **হাল**—হল’ শব্দ তৎসম। **কৈলো**  
—অবৈত-প্রকাশে,—

সেই লোভে মুঞি কৈলো হরিপদাশ্রয় ॥

করিলাম। **ব্রহ্মার দণ্ড**—ব্রহ্মাকরণত দণ্ড, কমণ্ডলুর দণ্ড।

**ঘোঁআলে**—‘জমালেতি খ্যাতে যুগঃ।’ টীকাসর্ব্ব্ব; এ’  
বিভক্তি-চিহ্ন। **গোআলী**—গো, পশু এবং আলী  
(গালি), শ্রেণী। **বাকিলো**—বাঁধিলাম। **মোথড়া**—  
জোআলের গুজি কাঠ, কীলক। [Prk. মুখভঅ; S.  
মুখতর; cf. মুস্ত; H. মোথরা or মুথরা, Platts’ H.  
E. Dictionary.] **গোবালী**—গ্রাম্য বালিকা, অবোধ  
বালিকা; গোমূর্খ, গোবেচারী’ শব্দ তুল°। **গোপী**। ধন-  
পালকৃত প্রাকৃত-লক্ষ্মীতে গোবালী’ (গোপাল)। **মেদনি**  
**ঘোড়িলো হালে** ইত্যাদি—হে মুখে, আমি পৃথিবীতে  
হল যোজিত করিলাম। **ব্রহ্মার দণ্ড** যুগধ্বংস ইল, সর্পরাজ  
বাহুক পশুবন্ধনরজ্জ্ব ইল এবং পর্ব্বত (মন্দর?) যুগ-  
শলাকার স্থানীয় হইল। উক্তিটি ব্রহ্মার অদ্ভুত কৃতিত্বের  
পরিচায়ক।

**কাহ্ন মাহাদাগী** ইত্যাদি—হে বালে, কানাই  
মহাদানিক্রমে তোমার অপেক্ষা করিতেছে।

২। **বংশ**—বাঁশী, বংশী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **বাজাওঁ**  
—বাজাই, বাদিত করি। **বৃন্দাবন ঘোর খানে** ইত্যাদি  
—বৃন্দাবন আমার লীলাক্ষেত্র। বাঁশীতে আমি গান করি।  
আমায় অপর কেহ ভাবিও না, আমি অস্বরধনকারী  
শ্রীকৃষ্ণ।

পৃ° ২০

৩। **গড়**—‘গঢ়ো দুর্গগে’ (গঢ়ো দুর্গম্)—দেখীনাম-  
মালা। গড়, দুর্গ। **মেটে**—সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—  
কামাখ্যার মেড় গিয়া পাইল ঈশানে।

দেখিল দেবীর মেড় যোজন প্রমাণ।

মণ্ডপ বা পীঠ। সাধারণতঃ প্রতিমাপঞ্জর। **সুমেরু**  
**আজ্ঞাক গঢ়ে** ইত্যাদি—সুমেরু পর্ব্বত আমার দুর্গ এবং  
উহার শৃঙ্গে আমার পীঠ অবস্থিত। **হেলো**—অন্যাসে।  
**কালী**—কালিয় নাগ।

৪। **গোকুলে গোজাভী**—বিমুক্ত গোকুলবাসিনী।

১। **ঠাই**—প্রা° পৈ°এ ঠাই’ ১১৩৩০ স্থানে।  
**বাড়িলাহোঁ**—বাড়িলাম, বন্ধিত হইলাম। **এক ঠাই**  
**বাড়িলাহোঁ** ইত্যাদি—নন্দের ঘরে একত্র লালিত পালিত  
হইলাম। দুর্ব্বৃত্ত কানাই এখন বলপ্রকাশ করিতেছে।  
‘তুল°—

একহি নগর বস মাধব হে

জহ্ন কর বটবারী ॥ (বিদ্যাপতিতে)

**দিঠিত**—প্রা° দিট্ঠি’; ত’ বিভক্তি-চিহ্ন। চোখে,  
দৃষ্টিতে। **বাঘত**—প্রা° বগ্ঘ’; ত’ যদ্বীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত।  
মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজিসে সীতাত আমি এরিলো প্রত্যাশা।

বাঘের। **দিঠিত পড়িলে** ইত্যাদি—চোখোচোখি হ’লে  
বাঘ হেন হিংস্র জন্তুর(ও) লঙ্কা হয়—সম্মুখস্থ শিকার  
আক্রমণে ইতস্তত করে। **তুল°**—‘বাঘউ সনমুখ গয়ে ন  
খাঈ’। **সোদর**—‘সোদরো সহজো(পাথ)’—‘অভি’ ধ্বনি°।  
আপন, সাক্ষাৎ। **তুল°**—‘কি করে সোদর পরে’।

**মাউলানীত**—ত’ পক্ষমীর অর্থে প্রযুক্ত। **তুল°**—‘বল  
বীর্ঘ্যে বৈর্ঘ্যে থিক দেবতাত করি’, ‘ঘোর তপ আচরি

ব্রহ্মত লৈব বর' (মাং দে°, আদি°)। সাধ—সংগ্রহ কর।

২। জীবাব—বাচিবাব, জীবন ধারণের। বাছিয়া—বা° √ বাচ্' নিরূচনে। জীবাব উপায় নাহি ইত্যাদি—ওহে মহাদানী, গুরু সংগ্রহ ব্যতীত তোমার জীবন ধারণের অল্প উপায় নাই বলিতেছ এবং (আর কাহাকেও না পাইয়া) সাক্ষাৎ মামীর নিকট কর গ্রহণ করিতে উত্তর হইয়াছ,—বলিহারি ব্যবস্থা!

পোএর—শিশুর। টলে—বিচলিত হয়। বেড়িলের—বেড়িত করিল। আলপ কালে—অল্প বয়সে। পোএর মুখে পরবত ইত্যাদি—বালকের ফুংকারে পাহাড় উড়িয়া যাইতেছে [দেখিতেছি,] অল্পবয়সে তোমায় গুরুতর বা গুরু জনের অভিশাপ বেষ্টিত করিল—অর্থাৎ বালকের এতটা বাক্চাতুরী আর সহ্য যায় না, এর পর তোমায় মর্ধ্যান্তিক শাপ দিব।

৩। দান ঘাট—যে স্থানে আমদানী রপ্তানী ব্যবসার পরিমাণ করিয়া মাণ্ডল গ্রহণ করা হয়। ভাঙ্গাওঁ—ভাঙ্গি, ভগ্ন করি। বারে বারে কাহ্ন ইত্যাদি—পুনঃ পুনঃ এষ্ট পথ দিয়া দধি বিক্রয় করিতে যাইতেছি। তোমার দান-ঘাটের উচিত ব্যবস্থা ত কখন উল্লঙ্ঘন করি নাই। দিবোর—দিব।

১। ঘোসসি—ঘোষণা করিতেছ, পরিচয় দিতেছ। মামা—দে° প্রা°। তোমার সম্বন্ধ ইত্যাদি—তোমার সহিত আমার অতি দূর সম্পর্ক, নাই বলিলেই হয়। অথবা তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ একটা কথার মধ্যেই নয়। নহসি—হইন্ না, নও। শালী—প্রা° সালিআ' (শালিকা)। রজে—কোতুক করিয়া।

২। তুণ্ডে—মুখে। পড়—পড়ক। মাউলানী মাউলানী বোলসি ইত্যাদি—বার বার মামী সম্বন্ধের উল্লেখ করিতেছ, [অধঃপাতে যাও] আমার যত কিছু মহাপাতক, তোমার হউক। তাঁগিব—ভয় করিবে।

৩। উপেক্ষসি—উপেক্ষা করিতেছ, অগ্রাহ্য করিতেছ। মুখ তুলী চাহা ইত্যাদি—মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাও অথবা আমায় রূপাকটাক কর, আমার দ্রুত দূর হউক। চাপ—পীড়ন কর। পালাউ—পলায়ন করুক।

৪। জাণাইলে—জানাইল, অবগত করিল। খাউ—প্রা°। খাউক। কন্ধ—প্রা° কংধ' (কন্ধ)। মন্তক। সম্বোধ—সম্বাষণ কর।

কৃষ্ণ বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ভরাতুরা রাধা জরতীকে কিছু এবং উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিলেন।

১। মাউলানীর যৌবনে ইত্যাদি—মামীর রূপ-যৌবনে কানাইর মন গেল অর্থাৎ আমাতে আসক্ত হইল। লজ্জা দৃষ্টি হরিল—চক্কেলজা সঙ্কচিত করিল; তুল°—'লাজের মাথা খাইল'।

কিনা—কেমন বা কোন্। (না° গ্রন্থে)। বিধি—বিধ বা বিধাতা। আগ—দে° প্রা°। ওগো। কিনা বিধি আগ ইত্যাদি—ওগো বড়াই, আমার কপালে কেমন বিধ (লেখাই) লিখিল! অথবা কোন্ বিধাতা আমার অদৃষ্ট-লিপি লিখিল?

২। শয়ানে—শয়নে, শয়ায়। ভাগিনা সদৃশ ইত্যাদি—(তাৎপর্য) শয়ায় ভাগিনা অতিশয় বাধে। কুঞ্জময়ানে—মদন-কুঞ্জে, রতি-বিলাসে। 'অলপে অলপে করহ নিধুবন' বাক্যে নি ধু ব ন শব্দ তুল°। ময়ান—প্রা° নঅণ°।

৩। বলুক—বলুক। মণ—প্রা°। মন। দানের আন্তরে কাহ্নাঞি ইত্যাদি—কানাই মাণ্ডলের দ্বারা যাহা বলিবার (স্বচ্ছন্দে) বলুক। আর দান লওয়া যদি অভিপ্রেত না হয়, তবে এ প্রবক্ত কেন?

পৃ° ২১

তিথবানী—থর বাক্য, মর্ধ্যান্তিক কথা।

তিথ—প্রা° তিক্ধ (তীক্ষ্ণ)। বিত্তিলে—উৎপীড়িত করিল।

৪। মোকে—আমার পক্ষে। লাগি—নিমিত্তার্থক অব্যয়। লাগিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রমঃ বিভক্তি-বাচক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্বে যষ্ঠাত পদের ব্যবহার হয়। বা° √ লাগ°; বিশেষ্য, লাগ°, নাগাল' বা লাগাল'।

১। **আক্ষেত**—ত' প্রথমার অর্থে প্রযুক্ত। রাজেন্দ্র  
দাকৃত আদিপর্কে,—

মুঞি যত কৈলুম পাপ বিশ্বামিত্র হেন বাপ  
যেনকাত ধরেছিল উদরে।

(শকুন্তলার উপাখ্যান)

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

মুর্খেতে রচিত গীত না জানে মাহাত্ম্য।

রামেশ্বর-রচিত শিবায়নে,—

হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান ॥

আক্ষেত' পদের এই ত' অবধারণেও হইতে পারে। **রাঅ**

—প্রা° রাজ' (রাজন)। **বারেঁ বারেঁ রাধা** ইত্যাদি—

রাধা, তুমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছ, 'আমি তোমার মামী'।  
আমার [পরম] শত্রু রাজা কংস, তুমি আমার সহিত  
সদ্ব্যবহার করিয়া, তোমায় বিনষ্ট করিবে। **বুলিএ**—বলা  
হয় বা বলে'। **সিঅানী**—বিজ্ঞাপতিতে,—

দুহ এক যোগ ইহকে কহ সন্ধানি।

চতুরা।

**ভিড়ি**—√বঢ্ বেষ্টনে>ভেড়্, >ভিড়্? জড়াইয়া,  
বেষ্টন করিয়া।

২। **ভইল**—চর্চাপদ প্রভৃতিতে। হইল। **পড়িহাসে**  
—গা° স'তে পড়িহাসই (প্রতিভাসতে)। কৃতিবাসী  
উত্তরাকাণ্ডে,—

যতেক বলিল তি'হ আমার গোচরে।

মনে পরিহাসে জদি করহ সাধরে ॥

প্রতিভাসিত হয়, উদিত হয়। **নাগর**—বিজ্ঞাপতি নাগর  
পদের নিয়লিখিতরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন,—

গামক বসলে বোলিঅ গমার।

নগরহ নাগর বোলিঅ সঁসার ॥

বিদগ্ধ। **জীউক**—বাঁচুক। **তাক দেখি উনমত**  
ইত্যাদি—ত' দেখিয়া পাগল হইলাম, আর কিছুতেই মন  
নাই। [একবারটি] বল, বিদগ্ধ কানাই তাহা স্পর্শ  
করিয়া প্রাণে বাঁচুক।

৩। **পাতসি**—পাতাইতেছ, স্থাপিত করিতেছ।  
**সে—প্রা° ও স° হি'র সমান। হারান্নি**—হারায় বা  
হারাই' মন ধার করি ইত্যাদি—মন হির করিয়া  
আমার কথা শুন, লজ্জাতেই সব কাজ মাটি হয়। **শাঁচে**

—ভরি° সংচই (সকিনোতি)। সঞ্চয় করিয়া রাখে।  
**পরিহরি**—প্রা° পৈ°এ পরিহরি', পরিহরিঅ' (পরিহৃত্য)।  
পরিত্যাগ করিয়া। **আপণা**—চর্চাপদে অপণা'।  
আপনাকে। **বকে**—বকনা করে, প্রত্যাহার করে।  
**আনেক সময় যৌবন** ইত্যাদি—অনেক সময় দেখা যায়,  
যে জ্ঞানলোক আপনায় শরীরমধ্যে যৌবন সঞ্চিত করিয়া  
রাখে (অর্থাৎ সমযোচিত সদ্যবহার না করে), সেই অতি  
অল্পবুদ্ধি ভোগ-স্থখ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আপনাকে  
প্রত্যাহার করে। **তুল°**,—

ধন আছইতে জ্ঞে নহি ভোগএ

তা মনে হো পচতাব।

জউবন জীবন বড় নিরাপন

গেলে পলটন আব ॥

বিজ্ঞা°, পৃ° ৩৮৭

৪। **সে**—অবধারণে; **তুল°** 'রক্ষিণি করহ রক্ষা তবে  
সে উদ্ধার' (চণ্ডিকাবিজয়)। **ভালী**—দ্রাবিড়ের ঙ্গ'  
প্রত্যয়। উত্তমা। **যাহার যৌবন নর** ইত্যাদি—যে  
স্বীয় যৌবন পুরুষে উপভোগ করে, সেই রসিকা রমণীই  
উত্তমা। ফুটন্ত মল্লিকা ফুল ভ্রমর-সমাগমে যেমন শোভা  
ধারণ করে, পুরুষসঙ্গতা নারী তেমনই এক প্রকার  
সৌন্দর্যের স্রষ্টি করে। **নিরাসে**—নিরাশ।

১। **মান**—মাগ্ন কর, গ্রাহ্য কর। **মোত**—ত'  
দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—  
যে আজি অর্জুনে দেখাইয়া দিব মোত ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

শীঘ্র বেগে গৈয়া স্তমিত্রাত জ্ঞান দিলা।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

শনি বয়ুপতি পাছে ব্রহ্মাত বদতি।

আমায়। **তোর বোল মোত**—তোমার আমায় শালী  
বলা শোভা পায় না অর্থাৎ যুক্ত হয় না।

**ভতোহৌ**—কবীন্দ্র পরমেশ্বরকৃত ভীষ্মপর্কে,—

তবেহো জিনিতে নারে পাণ্ডুর নন্দন ॥

তথাপি। **যদি গাজ উজান** ইত্যাদি—গঙ্গা যদি  
উর্দ্ধগামিনী হন, তথাপি তোমার কথা হইবে না,—  
কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।

২। **তাহাকে**—দ্বিতীয়ার্থে প্রযুক্ত এই কো' প্রত্যয় স্বন্দর বদন' (বিজ্ঞাপতি)। **লেখো**—লেখি, গণনা করি।

পূর্ণচন্দ্রমাকো জিনি বদনর কান্তি।

**আছিদর**—সং ছিদর', ছিদর'। ধূর্ত, শঠ। **জাহ**—প্রাণ'। যাও।

৩। **যাক**—যাহাকে। **উপভোগে**—ক্রিয়াপদ। **রস**—মনঃপ্রীতিবিশেষ। **পন্নার**—পরের। **রস নাহি** **পন্নার** ইত্যাদি—পর-পূর্ববে স্বত্ব নাই, যাহার উপভোগ দ্বারা কুলকে নষ্ট করে [মাত্র]।

৪। **পাপভ**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বল বীর্ঘে বৈধ্য ধিক দেবতাত করি ॥

ঘোর তপ আচরি ব্রহ্মাত লৈব বর।

কুন্তিবাসী আদিকাণ্ডে,—

রাজ্যতে বিদায় মাগে ভরত কুমার। (পুথি)

পাপ হইতে।

পৃ.° ২২

**সভীত্বং তব বিজ্ঞাতম্** ইত্যাদি—রাধিকে, তোমার সতীপনা জানা গিয়াছে, এখন আমার [প্রাণ্য] শুক গণনায় মনোনিবেশ কর।

২। **আহুঠ**—অঙ্ক-মাগধী অঙ্কুট্ট', প্রাণ' অঙ্কুট্ট' (অঙ্ক-চতুর্থ); **মৈ** 'অহুঠ' (বর্ণরত্নাকর), **হি** হৌঠা, **পঞ্জাবী উঠা**, **রাজস্থানী উঠা**, **ম** 'উঠা'। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে ॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

আউট হাত ঘরখানি তাহে দশ দ্বার।

মাধব কন্দলীকৃত স্বন্দরাকাণ্ডে,—

আউঠ হাথের কেশ এক গোটা বেণী।

৩। **এহাভ**—ইহাতে। **লক্ষক**—এক লক্ষ, লক্ষক।

৪। **চামর জিগির্ষা** ইত্যাদি—তুল' চামরক জিনিয়া প্রকাশৈ কেশচয়' (মা' ক', অরণ্য°)।

৫। **সিসের**—সিঁথার, শীর্ষের।

৬। **নির্জল শশি** ইত্যাদি—তুল' 'সরদ সসধর সরিস

স্বন্দর বদন' (বিজ্ঞাপতি)। **লেখো**—লেখি, গণনা করি।

৭। **নীল উতপল** **তোর নয়নে**—জয়দেবে,—

নীলনলিনাভমপি তস্মি তব লোচনং

ধারয়তি কোকনদরূপম্।

**পাঞ্চ**—চর্যাপদে ও বর্ণরত্নাকরে; দীপিকা-ছন্দে,—  
পাঞ্চ তব পাঞ্চ রস পাঞ্চ গুণ সার ধ  
পাচ।

৮। **তোহোর**—চর্যাপদ প্রভৃতিতে। **তোর** শব্দেব টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। **সাত**—প্রাণ' সত্ত'।

১০। **শোহে**—প্রাণ' পৈ°এ সোহে' (শোভন্তে)। **আঠ**—প্রাণ' অট্ট'। **অষ্ট**। **এহার দান** ইত্যাদি—ইহার দান আট লাখেরও বেশী।

১৪। **জিণে**—প্রাণ' জিনই' (জয়তি)। **জয় করে**। **বার**—প্রাণ' বারহ'। দ্বাদশ।

১৫। **তের**—প্রাণ' তেরহ'। ত্রয়োদশ। **ধনে**—মুদ্রা বা তৎস্থানীয় বস্তু।

১৬। **ত্রিবলি মাঝা**—ত্রিবলিযুক্ত মধ্যদেশ। **নাভির** উপরিস্থ রেখাত্রয়কে ত্রিবলী বলে। **চোন্দ**—প্রাণ' চউন্দহ', চোন্দহ'। চতুর্দশ।

১৭। **পাট**—প্রাণ' পট্ট। **পীঠ**। **চৌবাঠ**—প্রাণ' চউপট্ঠি'। চৌষষ্টি, চতুঃষষ্টি।

২১। **আনন্ত**—খুব সম্ভব, কবির প্রকৃত নাম অনন্ত' এবং ডাক-নাম চণ্ডীদাস'।

১। **ঘাট**—মাণ্ডল গ্রহণের স্থান। **আগোলসি**—বাণ' ✓ আগল'। স° অর্গল' (?)। আগ লাইতেছ, অবরোধ করিতেছ। **খড়ি পাড়**—অঙ্কপাত করিতেছ, হিসাব 'করিতেছ। **কপট নাট**—দানকেলি-কৌমুদীর টীকায় কোটিল্যানাট্যম্, চৈতন্য-ভাগবতাদিতে কুটিনাটী' চাতুর্ধ্য। **নাট**—প্রাণ' নট্ট' (নাট্য)। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে, 'সব নাটের গুরু কালা'। **রজ**। **টাটে**—দুঃখে, কষ্টে। **মিছা খড়ি পাড়** ইত্যাদি—কানাই, বৃথা চাতুর্ধ্য-জাল বিস্তার করিয়া দানের গণনা করিতেছ। 'কংস এ কথা শুনিলে সফটে পড়িবে।

বগড়—দেবী প্রা°; অসং জগর'। অশরাধ, ক্রটি।

পুখী—সহচর শব্দ। পুখী—প্রা° পোখী';  
পারসিক পোত্' ( চর্খ )। চিরিবোঁ—বিখণ্ডিত  
করিব।

২। রাখোয়াল কাছাঞি° ইত্যাদি—কানাই,  
ভূমি রাখাল, এরূপ বলা তোমাকেই শোভা পায়।  
(তাৎপর্য) এরূপ অশিষ্ট ও অসদ্ব্যবহার বলা তোমার  
ব্যবসায়ের উপযুক্ত বটে। রাখোয়াল—বিদ্যাপতিতে  
রখবার'। পাইএ—পাই।

চরিতে°—আচরণে। ভো—চর্যাপদে। ভূমি।  
নাসিলি—নাশ করিলে। এ সব চরিতে° ইত্যাদি—  
এই সকল আচরণে ভূমি ইহ-পরকাল নষ্ট করিলে। মুগধে°  
—মৃঢ়। কৈলে—করিলেক, করিল।

৩। মিছে—চর্যাপদে মিছে'। চক্র—কপট যুক্তি।  
বাখান—প্রা° বক্খাণ'। ব্যাপান। মিছে কেহে  
চক্র ইত্যাদি—কানাই, বুধা কেন কপট যুক্তি প্রদর্শন  
করিতেছে? কুখাঁছো—হি° কতছ। কোথও, কত্ৰাপি।  
ভণী—শ্রবণ করি। বসে—ধারণ্য বা নিরূপিত হয়। সি  
—বাক্যলঙ্কারে। সে।

৪। জাণী—প্রা° জাণিঅই' ( জায়তে )। চিহ্ন—  
চেন, জান।

পৃ° ২৩

১। খঞ্জন জিগির্ষা° ইত্যাদি—খঞ্জনের গতিক  
নিন্দা করে। প্রাচীন পদে,—

অঞ্জনযুত নয়নকঞ্জ

খঞ্জগতি হারি.....

খঞ্জনগতি গরব ভঞ্জ

অঞ্জনযুত নয়নকঞ্জ...

রাগ—( রক্ত ) বর্ণ।

ভোজ্যতে—ভোমাতো।

২। তথিত—ত' বর্গের অর্থে প্রযুক্ত। তাহার।  
তুল° 'নাভি-সরোবর তথির উপর তরুহাঙ্কর দাম'  
( কবিকঙ্কণ ); 'ত্রিনয়ন হল শিব তথির কারণে'  
( মাণিক্যের ৭ ম° )। হার শঙ্করী—মুক্তারচিত হার,  
অথবা হারঘটি। হার' শব্দ সংস্কৃত-সম।

৩। গোবিন্দ—কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের নামবাচক

গোবিন্দ' শব্দটি গোপেন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ ব্যতীত আর  
কিছুই নহে। চখুতে—প্রা° চক্খু'; কামতা-বিহারী  
ভাষায় চখু'; তে বিভক্তি-চিহ্ন। মাইসে—আসে না।  
যুচাআ—বা° √ঘৃচ্, দ্রবীকরণে; অসং √গৃচ্। সরাইয়া,  
অপসারিত করিয়া। কোল—প্রা°। আলিঙ্গন। লাঙ  
—লাঙক। হিলোল—হিলোল, তরঙ্গ।

৪। পাইএ—প্রা° পারিঅই' ( প্রাপ্যতে )। পাওয়া  
যায়। যোগ—যোগে, মিলনে। জাইএ—যাওয়া যায়।

১। মুদিত—মুদ্রিত, মোহরাক্ষিত। প্রথম যৌবন  
যৌর ইত্যাদি—আমার নব যৌবন এবং তাহা  
মোহরাক্ষিত ( অর্থাৎ বন্ধ ভাণ্ডারসদৃশ; তাহা হইতে ব্যয়  
হওয়া সোজা নয় )। তুল° 'মোহরে মদল অছ মদন উর্ডার'  
( বিদ্যাপতি )। নে—লও। বেরি এক—একবার,  
বারেক। নে—অপ° প্রা°। দাও। সুরতি—কামকেলি।  
ধারো—ধারি, ঋণী হই। লইতে°—লইবে।

২। ফুরে—প্রা° ফুরই' ( ফুরতি )। ফুরিত হয়,  
উদয় হয়। মরী—মরে। গোছারী—পূর্বে গোআরী'।  
কাতর প্রার্থনা, অভিযোগ।

৩। পথত—পথে।

১। বিকচ—বিকসিত। মুত্তী—'কন্তি সোভা  
জুতি ছবি' অভিধানমল্লদীপিকা। শৃঙ্গপুরাণে,—  
আদ্য সংখ জ্বলার জুতি।

মাধবাচাধ্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—  
কর্ণে হীরাক্ষর কড়ি অপরূপ জুতি।

বৃন্দাবনদাসের আনন্দ-লহরীতে,—  
অঞ্জন বসন জুতি কিছু খেত সাজে। ( পুথি )

কবিকঙ্কণে,—  
হেম জিনি দেহজুতি.....

জ্যোতিঃ, ছাতি। লোটাঁইল—ক্রিয়াবিশেষণ। লুটিত,  
অলুপিত। গজমুত্তী—গজকুন্তলাত মোতি। আট  
প্রকার মুক্তার মধ্যে গজমুত্তাই উৎকৃষ্ট। মুত্তি—প্রা°



মোস্তা, মোস্তী' ( প্রাকৃত-সর্ব্বণ )। মাণিক জিনিজী  
ভোর ইত্যাদি—বিজ্ঞাপতিতে,—

ফুললি মধুরি ফুল সিন্দুর লোটাএল

পাতি বইসলি গজ্জমোতি রে ॥

অধরক সীম দমন কর জ্যোতি ।

সিদ্ধরক সীম বেসাউলি মোতি ॥

২। তথি—তাহাতে; তত্র। সোআথ—  
বিজ্ঞাপতিতে,—

রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ ।

( কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ )

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে,—

সুখ হেতু বেয়াফুল না পায় সোয়াস্ত ॥

স্বস্তি, শাস্তি। কেহ কেহ 'স্বাস্থ্য' অর্থ করেন। তা  
দেখিআঁ সব ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া সর্ব্বক্ষণ অস্বস্তিতে  
আছি ।

৪। কনক নিকস সন্ম ইত্যাদি—তোমার দেহের  
লাবণ্য-জ্যোতি কবিত কাঞ্চনের জ্বায়। তুল—'কনয়া নিকষ  
ভোর দেহের কাঁতী' ( পৃ° ১২ )। ভোল গেল—মুগ্ধ  
হইল, মোহ প্রাপ্ত হইল। নান্দোবালা—নন্দহত,  
ক্রীকৃষ্ণ। সাধিএ—তৎসম √সাধ্ কৰ্ম্মবাচ্যে। সাধা হয়।

১। জাইএ—যাই, যাইতেছি। বাটোআড়—  
প্রা° বট্ট-বাড়ণ' ( বস্ত্রপাতন )। পথদস্য।

পৃ° ২৪

কথাহো—কথাও।

২। নহ—হইও না। বিকল—বিস্মল, বিবশ।  
থাক—বা° √থাক্ ( প্রা° থক্ )।

৪। তিল এক মোর ইত্যাদি—তিলেকের তরেও  
রতি-বিলাসের ভাব আমার মনে উদয় হয় না। অথবা  
রতি-ফেলিতে আমার একটু মাত্র মন নাই।

১। সহজে—স্বভাবতঃ। আড়—অন্তরাল।  
পশুআ—মূৰ্খ। আছ—বা° √আছ্ ( অস্ )। আছক,  
থাকুক। ভোলা—ভ্রান্ত, বিচলিত।

পথে বিরোধে—পথ অবরোধ করিতেছে। থক্—  
মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

ভৃগুপতি রামে পাচে শুনি ধনুভঙ্গ ।

পথ নিষেধিবা আসি করি মহা থক্ ॥

সবংশে নশিবে পুছ মোর ভৈলে থক্ ॥

অস° হেমকোষে থং'। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যাকাপ্রদেশে থং'  
থঙ' শব্দ প্রচলিত। কোপ, ক্রোধ।

২। উইল—পূর্বে উইল'। উদিত হইল। সুরুজ  
—সূর্য।

৩। আদভুত—অদ্ভুত। সুর—প্রা° সুর'। সূর্য।

পএর—প্রা° পঅ'; এর' বিভক্তি-চিহ্ন। করে চুরে—  
চূর্ণ করে অর্থাৎ এখনই চূর্ণ করিবে।

৪। সি—( সে ), অবধারণে। গিএ—পদ্যমাবতিতে  
গিঅ, গিয়া। গলায়, গ্রীবাতে।

১। লুনীর—প্রা° লোগী', লোগীঅ'; ম° লোগী';  
র' বিভক্তিচিহ্ন। চৈতন্তভাগবতে,—

লুনীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে ॥ ( মধ্য°, ৩য় অ° )

লুনীর পাঠও দৃষ্ট হয়। নুনীর, নবনীর। রোদে—রোদ্রে,  
সূর্য্যকিরণে। দাণ্ডায়িলে—দাঁড়াইলে। মিলাওঁ—  
মিলাইয়া যাই, গুলিয়া যাই। পালিবোঁ—পালন করিব।  
মোয়ে—বিজ্ঞাপতিতে মঞে', আমি। ডরাওঁ—মাধব  
কন্দলিকৃত কিক্কিআকাণ্ডে,—

তেবে কিয় আমি ইটো পক্ষীক ডড়াওঁ ॥

নরোত্তমকৃত সায়সত্যকারিকাতে,—

অতি গুপ্ত কথা এই কহিতে ডরাওঁ। ( পুথি )

ভয় পাই, ভীত হই।

হরি হরি—হায় হায়। নিদয়্য—প্রা° নিদয়'।  
নিদয়। আইলো—বিশারদকৃত বিরাটপর্কে,—

আইলো অঙ্গগণ তোমার কিঙ্কর।

আজ্ঞা কর বিপক্ষে করিয়ে সংহার ॥

আইলাম, আসিলাম।

২। পিকিবোঁ—পরিধান করিব। সিসভ—  
সংঘাতে, শীর্ষে।

পৃ.° ২৫

বাহের—প্রা° বাহ'; সি° বাহ; এর' বিভক্তি-চিহ্ন।

৩। ঘরভ—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। ঘর হইতে।

বাহির—'বহির্ভূতে বহিরঃ বাহিরঃ' প্রা° স°। নহেঁ।

—মাধব কন্দলিকৃত কিত্তিক্ষা কাণ্ডে,—

স্রীবৈরী পিতৃবৈরী সীমাবৈরী নহেঁ।

লঙ্কাকাণ্ডে,—

তুমি যেন শক্তি আমি নহেঁ হেন ঠান'।

নই, হই না। দুলালী—প্রা° দুর্ললিঅ' (দুর্ললিত)।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে,—

বাপের দুলালী ছিল তাহে তিলাঞ্জলি দিলি...

'চৈতন্যমঙ্গলে 'তাহে বাপের দুলাল নহ', কেতকারুত  
মনসার ভাসানে 'তুমি দুলাল বহিনী'। আদরের পাত্রী,  
আদরিণী।

৪। সাত পাঁচ সখি ইত্যাদি—(কবির উক্তি)।  
সখি (বড়াই গো), ভাল মন্দ উভয়বিধ শুনিয়া, বাসলী-  
উপাসক এবং, চণ্ডীদাস নামে পরিচিত অন্তঃ বড় রাধার  
ভাষায় এই গীত গান করিল। অথবা—সখি, রাধার  
কথিত ভাল-মন্দ বাক্য শুনিয়া বাসলী-উপাসক ইত্যাদি।

১। খণ্ড—ক্রিয়াপদ।

২। নীল কুটিল ইত্যাদি—তুল° 'নীল কুটিল ঘন  
মৃদু দীর্ঘ কেশ' (পৃ° ৩)। আদিত—আদিত্য, সূর্য।  
শিখে—সি° খায়, সীমস্তে। প্রভাত আদিত ইত্যাদি—  
চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে 'সি° খায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ'।

৩। জুহি কাম ধনু ইত্যাদি—জয়দেবে 'জপলবঃ  
ধনুঃপাক্ততরঙ্গিতানি বাণাঃ'। তোমার জপলবই কামের  
ধনু এবং (কুটিল) কটাক্ষই বাণস্বরূপ। গালিক যন্ত্র—  
নলাকার যন্ত্রবিশেষ।

১। সব গোপ ইত্যাদি—সমস্ত গোকুলবাসী যাহাকে  
সম্মত করে। দিহলি—দিও।

২। বুইসে—বলিল। সে বচন ইত্যাদি—সে  
কথা কানে শোনা যায় না। অর্থাৎ শুনিবার একান্ত  
অযোগ্য। খাজী—প্রা° খাইঅ' (খানিষা)। ভিন

লোক ইত্যাদি—জগৎ সংসারের অহিত করিতে কানাই  
মহাদানী সাজিয়াছে।

৩। বিকি আইএ—বেচিতে যাইতেছি। পার—  
'পারং (পরম্হি তীরম্হি)'—অভিধানপদীপিকা। দূরবর্তী  
তীর। বেভাঙ্গ—বিভাপতিতে; কুন্তিবাসে ব্যাভার',  
অবেভার'। ব্যবহার। বাণিজারে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-  
তরঙ্গিতে; বিভাপতিতে বনিজার'। বণিক্। হেন  
হএ বড়ার ইত্যাদি—বড়র এমনই স্বেচ্ছাচরণ বটে, মামীকে  
পণ্যবিক্রয়িত্রী পাকড়াও করিল।

৪। খাওঁ—অপ° খাউ', প্রা° খামি' অথবা খাঅমি'  
(খাদামি); প্রাচ্য হিং খাওঁ'। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্য-  
কাণ্ডে,—

মাছুষী সীতাক এতিক্ষণে মারি খাওঁ।

পাই। পাস—প্রা°। পার্শ্ব। কার পান চুল ইত্যাদি  
—(তাৎপর্ঘ্য) কাহার কাছে ক্ষুদ্র বিষয়েও ঋণী নই বা  
কাহারও নিকট কোন কিছুর জ্ঞান প্রাপ্তিও হই নাই।

পৃ.° ২৬

১। কুপিণের—

রামচরিতমানসে,—

মনহু কুপিন ধনরাসি গরাঁই ॥

বিদ্যাপতিতে,—

কুপিন পুরুষকে কেও নহি নিক কহ

জগ ভরি কর উপহাসে।

কুপণের। পোটলি—প্রা° পোটলি'; ক্ষুদ্রার্থে ই' প্রত্যয়।  
গাঁঠরী। বিলাহ—বিতরণ কর।

২। আছু—প্রা° অখ'। আমগাছ। আছু—  
'অলং এতেহি অখহি জহুহি পণসেহি চ'—স্বংস্কার-  
জাতক; 'জহু (খি) জাহবং জহু'—অভিধানপদীপিকা।  
জাম গাছ। ভাল—মাগধী ভালঅ'; প্রাকৃতলক্ষ্মীতে  
ভালা'; দেশী নামমালায় ভালী'; চর্যাপদে ভাল'।  
শাখা। বিশ্বকর্মে—দেবশিল্পী। আছু—আছুক, ঐছুক।

৩। হেনল—হেন-সে বা হেন-ই। আলপাউ—  
অল্লায়, অস্বায়ী। গড়িলে—গত হইলে। লাউ—প্রা°  
অলাউ', লাউ' (অলাব্)। বস্তুতঃ অলাব্ শব্দটা কোস  
(অঙ্কি)-মূলক। যৌবন গড়িলে ইত্যাদি—যৌবন  
চলিয়া গেলে তোমার দেহ খোলাসার হইবে। পালি—

প্রা° পাণিঅ' (পানীয়)। **পাণির ফোটা**—জলবিন্দুর  
 ছায় (ক্ষণস্থায়ী)। **খোঁটা**—[ স° কুট(ক); J. T.  
 Platts. ] কুতকর্মজ্ঞান নিন্দাবাদ, অপবশ।

**পরিভাষি**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

ত্রিশিরার বোলে খর মনে পরিভাই।

পরিচিন্তন করিয়া, বিচার করিয়া।

—

১। **মারিহে**—মারে বা মারিবে। **রাখিব**—  
 রক্ষা করিবে। **আবিচারে**—বিনা অল্পসন্ধান, বিনা  
 বিতর্কে।

২। **বল করে**—বল প্রকাশ করে। **আগে**—প্রা°  
 পৈ°এ অগ্গে'।

৩। **পো**—প্রা° পোঅ'। পুত্র।

**ভুজিবি**—ভুক্তিবে, ভোগ করিবে। **লিখিত**—  
 দণ্ডনীতি-বিহিত, নির্ধারিত। **মতিমোষে মোক কর**  
 ইত্যাদি—মতিচ্ছন্ন হেতু আমার প্রতি বল প্রয়োগ  
 করিতেছ, এ জ্ঞত বিহিত দণ্ড ভোগ করিবে।

৪। **পুরাণ**—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মহন্তর ও বংশা-  
 চরিত, এই পাঁচ লক্ষণযুক্ত মুনি-প্রণীত শাস্ত্রবিশেষ, যথা—  
 “সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মহন্তরশ্চৈব  
 পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্” **বেবধা**—ব্যবস্থা। **সাহ**—সাধ,  
 সংগ্রহ কর।

—

১। **পরশর**—ব্যাসদেবের পিতা এবং কলি যুগের  
 ধর্মশাস্ত্র-প্রবর্তক ঋষি। **বিশাল**—বিখ্যাত। **জাগী**—  
 জানে, অবগত আছে। **মীন**—খন্দ ও কানাড়ী।

**জাতত**—প্রা° অতত' (অতত)। কলিত, উদ্ভাবিত।  
 [ স° অতত অর্থে বিস্তৃত, বর্ধিত। ] **সমত**—সমত,  
 অল্পমত।

২। **রস্তা**—স্বর্গের নর্তকী। **রমন্তি**—রমণ করেন।

**শান্তন**—( শান্তনু ) চন্দ্রবংশীয় নরপতি, ভীমের পিতা।

৩। **বসে**—সঞ্চিত হয়।

৪। **সতীপণ**—সতীপনা, সতীর ভাব বা আচরণ।

—

১। **ভারাক**—বৃহস্পতির ভাষ্য। **ভারাক**।

**অতাপিহো**—প্রাচীন বাঙ্গালাতে অতাপিও, যতাপিও  
 প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আজও।

পৃ° ২৭

**পরচরে**—প্রচার করে, ঘোষণা করে। **আহল্যাক**—  
 অহল্যাকে। ইনি গৌতম ঋষির পত্নী। **স্বরবরে**—  
 ইন্দ্র। **সহস্রেক**—এক সহস্র।

**বোলন্তি**—শূত্রপুরাণে,—

নিরঞ্জন বোলন্তি ঋষিআরি তুষ্টি থাক ঘরে।

ছুটি খানের অশ্বমেধপর্বে—

মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলন্ত।

জগন্নাথদাসের ভাগবতে,—

কেহি বোলন্তি ভগবান।

নির্মল পরমার্থ জ্ঞান ॥ ১ম স্ব°, ২য় অ°।

বোলন্তি শুণ হৃদর্শন।

রথতু পাণ্ডব জীবন ॥ ১ম স্ব°, ৮ম অ°।

বলেন, বলিতেছেন।

২। **ভাই**—প্রা° ভাঅ', ভায়া'। **তিলোত্তমা**—

স্বর্গ-বেষ্ঠা। বিধাতা, স্বন্দ উপহৃদ নামক অম্বরঘরের  
 বিনাশ-হেতু সমুদ্রায় রত্নের তিল তিল লইয়া ইহাকে নির্মাণ  
 করেন বলিয়া ইহার নাম তিলোত্তমা। **ময়িলা**—ময়িল।  
**স্বস্ত নিস্তস্ত**—চামুণ্ডা-যুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে, শুভ  
 ও নিশ্চিন্ত দৈত্য-ভ্রাতৃত্ব দেবীর হস্তে বিনষ্ট হয়।

৩। **চৌ**—প্রা° চউ'। চারি। **তেহৌ**—সেও।

৪। **পরিভাউ**—ভাবিয়া দেখুক, বিচার করুক।

**তেজু**—ত্যাগ করুক।

—

১। **বেকত**—ব্যক্ত। **বিজুলি**—প্রা° বিজুলী'।  
**নীল জন্মদ সম** ইত্যাদি—[তোমার] কেশকলাপ  
 কৃষ্ণবর্ণ মেঘসদৃশ, তাহাতে চম্পক-মালা ব্যক্ত বিদ্যুজ্বলিত  
 ছায় শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণ বর্ণের পর্যায়,—‘নীল  
 কণ্ঠা সিঁতা কালো মেচকো সাম সামলা’ [অভিধান-  
 শ্লোকীপিকা]।

২। **শিশত**—সিঁধাতে, শীর্ষে। **কাম সিজুর**—  
 বংশীদাসের পদ্মপুরাণে,—‘কাম সিন্দুরের বিন্দু কপালে  
 হৃদয়’। **বিলাস-ভবন** অর্থে কামটুকী শব্দের প্রয়োগ

নক্ষত্রীয়।\* উদীপক সিন্দূরবিন্দু। উয়ি গেল—উদিত হইল।

৩। **ললাটে ভিলক** ইত্যাদি—বিজ্ঞাপতিতে ‘অলকে ভিলকে সমধর তুল’।

৫। **যেহেন খঞ্জন**—যেন খঞ্জন (Motacilla alba) পক্ষী। আকারগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৬। **কলা**—কান্তি।

৭। **কোক যুগলা**—চক্রবাকমিথুন।

৮। **কুহরা**—গহ্বর, কন্দর।

৯। **প্রয়াগ**—কোন দুই নদীর সঙ্গম না হইলে প্রয়াগ হয় না। সঙ্গমস্থলে নদীর গভীরতা প্রায়শঃ অধিক হয়। প্রয়াগ-সংখ্যা পাঁচ,—এলাহাবাদের বটপ্রয়াগ এবং হিমালয় প্রদেশস্থ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দ-প্রয়াগ। সর্বত্রই নদীখাত গভীর। **উপামা**—উপমা।

১০। **মহুদর গমনে** ইত্যাদি—দেহযষ্টি বা মাজা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে ধীরে ধীরে যাইতেছে।

১১। **অমরপুরত নাহি** ইত্যাদি—স্বর্গে এমন স্থান নাই। ‘বিধাতা জীবজগতে সোনার পুতলী নিৰ্মাণ করিলেন।

১২। **দেবাসুরে মহোদধি** ইত্যাদি—দেবতা ও অসুরে তোমার জন্ত সমুদ্র মন্থন করিল। **তোম্বারে**—নিমিত্তার্থে চতুর্থী।

১। **কাঁচ কনয়া**—কাঁচা সোনা। **ভোরে**—তোমার নিমিত্ত।

২। **সংঘাত**—সম্ভাত, সমষ্টি। **কুণ্ডলে আদিত্য** ইত্যাদি—কুণ্ডলে প্রতিকলিত সূর্য্য বহুসংখ্যক সূর্য্যের দ্বায় প্রতিভাত হইতেছে। **পরিমল**—কুসুমাদি বিলেপনের বিমর্দনজনিত (গাত্র)-গন্ধ; ‘বিমর্দোথে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে’—অমর। **রাখ**—রক্ষা। **বিষহরি**—বিষভরি, বিষে ভরা বা বিষপূর্ণ। **জাণল**—জানিলাম। **সুরজনে মোহে**—**পুরজনে** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) তোমার রূপ, চেষ্টা ও বেশভূষাদি দেবতার মোহ উৎপাদন করে, মানুষের রক্ষা কোথায়? বস্তুতই তোমার দৃষ্টি তীব্র বিষ উপরীণ করে।

৩। **সুররাজ গজকুন্ড** ইত্যাদি—স্তনদ্বয় বৃহৎ ও

খ্যেভাভ। **ভেলানী**—২৪ পরগণার প্রাদেশিক। ‘ভেলারগীতি ধ্যাতারাম্ স্বজীষদ্বয়ম্।’ টী° স°। তোলো’ জাতীয় ছোট হাড়ী। **লাবণ্য জল**—কান্তি জলের দ্বায় তরল, স্নিগ্ধ ও দীপ্তিবিশিষ্ট। ঢল ঢল রূপ। **অমূল**—অমূল্য। **বাজের**—বাজে, ধ্বনিত হয়।

পৃ° ২৮

৪। **আয়ী**—প্রা° অজ্জিআ’ (আর্থিকা); অস° আই’, ম° আয়ী’। অধ্যাপক Guneএর মতে মাতৃবাচক আয়ী শব্দ প্রাবিড়। চৈতন্যভাগবতে,—

প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।

আই শব্দ প্রভাবে তাহার হুংথ নাই ॥

বাসলী আয়ী’ বহুব্রীহি সমাস; তুল° কাণেলীমাতঃ’, গার্গীমাতঃ’, নদী-মাতৃক’ প্রভৃতি।

১। **বাখানী**—বাখান করে, প্রশংসা করে। **বিবুধি**—রুত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

বিবুদ্ধি লাগিল ইন্দ্রে না চিনে আপনা।

হুবুদ্ধি।

২। **যশোদাএঁ**—এঁ’ কর্তৃকারকের চিহ্ন। **মাজ**—প্রার্থনা কর। **আলাগন**—অসংলগ্ন। **হেন আলাগন** ইত্যাদি—এরূপ অসম্বন্ধ কথা কোথায় (কোন রাজ্যে) শুনা যায়?

৩। **রসত**—ত’ পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **এহা দেখি রসত** ইত্যাদি—ইহা বুঝিয়া কেলি-বিলাস হইতে মনকে তফাত কর অর্থাৎ তাহার আশা ছাড়। **সাজ**—সজ্জিত, পরিপূরিত। **রূপস শরীর মোর** ইত্যাদি—কেআ ফুল যেমন ধূলিপূর্ণ, আমার স্থন্দর দেহও তেমনই রসহীন, কোন কাজের নয়।

৪। **রহাঅসি**—আটকাইতেছ, [ বলপূর্ব্বক ] অবস্থান করাইতেছ। **কচাল**—বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে ভাল মত জ্ঞান তোরা কোচাল করিতে ॥ বৃথা বাক্কলহ; কচাকচী’ (চুলাচুলি) শব্দ তুল°। **যুচাহ কচাল** ইত্যাদি—কথা কাটাকাটিতে কান্ড দাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

১। **ইথে**—প্রা° এথ°, ইথ° (অত্র)।

বিজ্ঞাপতিতে—

ইথে যদি কেও করএ পরচারী ।

જાને—પ્રા° જાગે' ( જાનાતિ ) ।

২। **পরিভাব**—পরিচিস্তন কর, ভাবিয়া দেখ।

৩। থিতী—প্রা° থিতি'। স্থিতি।

৪। সেহে—সে-ও, সে আবার। ভুঞ্জ—ভোগ  
কর। আজ্ঞা সমে ইত্যাদি—আমার সহিত বিলাস  
কর।

১। **নটক**—নটের বা নটের আচরণ, ক্রটি। **মাথা**—প্রা° মথা°। **গোচরিন্দ্র**—গোচর করিয়া। **জেন**—প্রা°। **ধেমন**।

বড়ায়ি—বড়ই, অত্যন্ত। চোহালীনী—মানন্দ-  
ময়ী, আমোদপ্রিয়, কৌড়াস্বরূপ। হি' চুলী', চুলিয়া'  
শব্দ তল'।

২। লৈল—লইলে। সুবর্ণের—প্রা° সুবর্ণ, সুবর্ণ (সুবর্ণ); এর' বিভক্তিচিহ্ন। দেখিআঁ—অপেক্ষার্থে। ভকিতে—ভোগ করিতে। পাই—পায়। বাড়ি—ও° বাড়' শব্দ তুল°। খাই—প্রা° খায়। বাজিল—বাঁধা, বন্ধন। জাই—প্রা° যায়। দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞি° ইত্যাদি—কানাই, [আমার রূপ-যৌবন] দেখাই সার, ভোগে আসে না; লাভে হ'তে বাড়ি থাকে আর বাঁধা যাবে।

৩। বেআজ—ছল। বিদ্যাপতিতে,—

কহ কহ সুন্দরি না কর বেআজ।

যত বোললহ তত সকল বেআজে ॥

চিনহ—চেন, অবগত হও।

বিলেপন বিষম দ্বিষ বিষম রাগ রাগাণবলী ইত্যাদি—  
সপরিষ হইতে অধিক বিষম অমরাগ-অগ্নিতে আমার  
মন দগ্ধ, বিগ্ধ; আমি তোমার বশীভূত হইলাম। হে  
রাধিকো, সেই হেতু আমাকে দ্রুত অধর-সুখা দান কর।  
হে আমার দুঃখনাশাভিলাষিণি, আশ্রিত জনের সুখেই  
মহতের সুখ হইয়া থাকে।

શ્રી. ૨૩

১। খাআন্ন—খাও। টুটুক—✓ টুট (টুট)  
ভঙ্গে। ভাঙুক, নির্ধাপিত হউক। আন্নল—অন্নল।

৫। কাথো—কাহাকেও। উরাঁজ—ভয় করে।

৬। **ঝুনা**—প্রা' জ্জ্ব' (জীর্ণ); সি' ঝুনো'। পাকা, শুক। **আজ্ঞাকে বল কৈলোঁ** ইত্যাদি—বাসর যেমন পাকা ও শুকন নারিকেল হাতে পাইয়া কিছুই করিতে পারে না, আমার উপর বল প্রকাশ করিলে তুমি তেমনই কোন ফল পাইবে না। বড়ু ভণিতায়ুক্ত একটা পদে,—  
 মাকড়ের হাথে নারিকল।  
 খাইতে মাখ ভাঙ্গিতে নহি বল ॥

( প° ক° ত°, ১৩৯৮ )

মৈমনসিংহ-গীতিকায়,—

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।

১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ।

৭। **ভাঁগিবোঁ**—ভাঁগিব, ভগ্ন করিব। **ধরিবোঁ**—  
ধরিব। **শুধী**—শ্রীকর নন্দীকৃত অশ্বমেধপর্বে,—  
কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি ॥

চৈতন্যভাগবতে,—

কোটি ব্রহ্মপতি জিনি অষ্টোত্তর বুদ্ধি ।

ভাল মতে জানে সেই চৈতন্যের শক্তি ॥

তত্ত্ব, শুদ্ধি ।

৮। অবধ—গোবিন্দদাসে,—

গুরুজন অবধ মৃগধিমতি পরিজন.....

নির্বোধ ।

২। ভুজযুগে বাক্সী রাধা ইত্যাদি—গীতগোবিন্দ,  
১০ম সর্গে—

सत्यमेवासि यदि ह्यदति मयि कोपिनी

দেহি খর-নয়ন-শরঘাতম্ ।

ঘটয় ভুজবন্ধনঃ জনয় রদথগুনঃ

যেন বা ভবতি স্তুতজাতম ॥

১০। নাগরানী—রসিকতা। নেবারহ—নিবারণ  
কর।

মুখা রাখা বাধাং জরতি ইত্যাদি—জরতি, রাখা  
মুখা কর্শ কলহ করিতেছে। আমি ত ইহার বোধ-বাসন-  
রসিক, ইহার ক্রোধে আমার নূতন আর কি হইবে? এখন  
রসাবেশবশে রাখা ঘাহাতে আমাকে তাহার স্বধামাধার  
স্তনকনককুস্তের প্রণয়িরূপে গ্রহণ করে, তুমি সেইরূপ কর।

১। **শাপ**—সর্প। **নিচল**—প্রা° নিচল। নিচল।  
**হোই**—প্রা° রূপ। ভূয়া। **বহে**—লভে, লাভ করে।  
**আছ** **রাজপদ** ইত্যাদি—বড়াই, রাজপদের কথা দূরে  
 থাকুক, আমার জীবন-সংশয় উপস্থিত। হাতী, ঘোড়া বা  
 নাপের মাথায় খঞ্জন দেখিলে, দ্রষ্টার অীবুদ্ধি হয়।  
 (বৃহৎসংহিতা, ৪৫শ অ°)।

**জীউ**—অপ° জীউ°। জীবন। **মানু**—মানুষ,  
 অসীকার করুক।

২। **ছুতী**—দ্যুতি। **উচিত** **তাহাত** ইত্যাদি—  
 তাহাতে স্ববর্ণ-মেখলা শকাযমান ইহীয়া মরাল-ধ্বনির  
 স্তব্ধকরণ করিলে এখন মানায় ভাল। **রএ**—রব করে।

৩। **আড়ন**—ঢাল, ফলক। **রোমাবলী**—  
 দীলোকের নাভির উপরিস্থ সূক্ষ্ম রেণাকার রোমাবলী।  
**কিরিপানে**—রূপাণ। **হাণী**—হানিয়া, প্রহার করিয়া।  
**জলে**—জলই° (জলতি)। জলিতেছে।

**কৃষ্ণ** **বচনং** ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি  
 শুনিয়া, তাহাকে এই কথা বলিলেন।

পৃ° ৩০

১। **কাম্পএ**—প্রা° কাম্পই° (কম্পতি)। সঙ্কম্পিত  
 মহাভারতে,—

তাহা দেখি কাম্পএ যে বীর বৃকোদর।

**তোম্বাখো**—তোমায়।

২। **হেনসি**—হেন-ই, এই প্রকার-ই। **তাহাত**  
**উচিত** ইত্যাদি—তাহাতে এইরূপই ব্যবহার উপযুক্ত বটে।

৩। **তোম্বাত**—তোমার। **পতিআস**—প্রত্যাশা।

৪। **এন্তোহো**—এখনও। **ছুহেঁ**—ছুই জনে।  
**থাকি**—থাকে বা থাকিল।

**ইডুয়**। **রাধিকা** ইত্যাদি—এই বলিয়া রাধা  
 মৌনভাবে অবনতবদনে বৃদ্ধার সহিত অনেক ক্ষণ একান্তে  
 বসিয়া রহিলেন। পরে কামক্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা মৌনব্রতই  
 অসীকার করিয়াছেন দেখিয়া (মৌনভাব সম্ভতির লক্ষণ  
 জানিয়া) সান্তিল্যে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

১। **সরোঅরে**—সরোবরে। তরুঅর° শব্দ তুল°।

**সুআহো**—প্রা° সুঅ°। শুকও। **পাজরে**—পিজরে।  
**কুয়িলী**—প্রা° লক্ষণ ও প্রা° পৈ°এ কোইলো°, কোইলা°  
 (কোকিল:) ; যু° ক°এ কোইল° ; বিভাপতিভে,—

কোইলী পক্ষ্ম-রাগে রমন হুমরাঞো...

**নন্দন** **বনে**—মনোহর উপবনে। **সম্বাক**—মাধব  
 কন্দলিকৃত কিকিঙ্কাকাগণ্ডে,—

এ সম্বাক দেখি মই করিলৌহো সাকী।

সকলকে। **বোলাইলোঁ**—ডাকিলাম, আহ্বান করিলাম।  
**হংস** **রএ সরোঅরে** ইত্যাদি—সরোবরে হংস, পিজরে  
 শুক, উপবনে কোকিল, এক এক করিয়া প্রিয়জনদের  
 সকলকে ডাকিলাম, [সকলেই সাড়া দিল], তোমার(ই)  
 উত্তর পাইলাম না।

**বালি**—বালে। **উপেখিঅ**—উপেক্ষা করিয়া,  
 অগ্রাহ্য করিয়া। **এড়িউ**—ছাড়িতে, ত্যাগ করিতে।  
**কুরে**—প্রা° কুরই° (কুরতি)। না **কুরে মন**—মন  
 উঠে না।

২। **সোনার**—পা° সোন্স°; র° বিভক্তিচিহ্ন।  
**কটুআ**—কোটা। **পুরাঅ**—পূর্ণ করিয়া। **আমুল**—  
 অমূল্য।

৩। **পুনমী**—পূর্ণিমা। **চাঁদ**—প্রা° চন্°। **কাঞ্চ**—  
 মৈ° কাঁচ°; ও° কঞ্চ°। কাঁচ। **হলদি**—প্রা° হলদী°।  
 হরিদ্রা। **আকাইলেক**—গোবিন্দদাসে ‘আকুল চিকুরা’;  
 চৈতন্যমন্ডলে ‘আউলাইল মাথার কেশ’। উত্তর ও পশ্চিম-  
 রাঢ়ে আউলান° এবং ২৪ পরগণায় আকান° শব্দ প্রচলিত।  
 আকুলায়িত।

৪। **খাগিএক**—একটুপানি।

১। **আরে**—প্রা° অরে° (সম্ভাষণে ও রতিকলহে)।  
**ভৈরবপতনে**—জুরু-আশ্রমে; হিমালয়স্থ গঢ়রাল প্রদেশে  
 গঙ্গোত্রীর নিয়ে এবং ভাগীরথী ও জঙ্ঘবীর সঙ্গমস্থলে।  
 আধুনিক ভৈরববাটা। **গাঅ**—প্রা°। গাত্র। **গড়াহলি**  
 —গড়াগড়ি দিও, অবলুপ্তিত হইও। **তুল°**—‘করিহলি  
 উপহাসে’। (পৃ° ১১) **পৈস**—প্রবেশ কর। **কলসি**—প্রা°  
 কলস°; ক্ষুদ্রার্থে ই° বা ঙ° প্রত্যয়।

২। **বিচারিণী**—প্রা° বিচারিঅ° (বিচার্য)। পূর্ববঙ্গের কথা ভাষায় বিচারিয়া'। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

সমুদ্রের কূলে তবে নগর বিচারিয়া।

পাচ গৃহস্থের কণা আনিল মূল্য দিয়া ॥

মাধব কন্দলিকৃত কিত্তিকাকাণ্ডে,—

ত্রিভুবন বিচারিয়া আনি দিবৌ সীতা ॥

খুজিয়া, অন্বেষণ করিয়া। **আগম**—তন্ত্রাদি শাস্ত্র।

**জাইবৌ**—যাইব। **পৈসে**—শব্দরদেবকৃত উত্তরা-কাণ্ডে,—

পাতালত পশৌ বহুমতী মেলা ফাট ॥

প্রবেশ করি।

৩। **পাতসি**—পাড়িতেছ, প্রসঙ্গ করিতেছ। **টেন্টন**—মাধব কন্দলিকৃত অঘোধ্যাকাণ্ডে,—

এরি আইলি রামক টেন্টন যেন চোর ॥

টেন্টনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। ধূর্ত, শঠ।

**বিহাণ**—'বিহিগোসেহ বিহাণো' (বিহাণো বিধি: প্রভাতং চ)।—দেবীনাংমমালা। স° প্রতিকল্প বিভান'।

প্রাতে। **আইলাহৌ**—আসিলাম। **তিঅজ**—প্রা° \*তিইজ্জ' (তৃতীয়)। কৃত্তিবাসী উত্তরা-কাণ্ডে,—

তেয়জ অংশে বন্দি করি থুইব পাতাল ॥

**পহর**—প্রা°। প্রহর।

পৃ° ৩১

৪। **এআ**—কৃ° চ°এ এঅং' (এতং)। ইহা'। **বৈশ**—প্রা° উবইস' (উপবিশ)। উপবেশন কর।

**পালক**—ক° দ্বিতীয়র চিহ্ন। পার্শ্বে। **থুইবৌ**—স্থাপিত করিব।

৫। **বটে**—বা° √ বট (ও° অট)। হয়। **টুটে**—প্রা° টুটুই' (ক্রটিয়তি)। কমে, কম হয়। **ভাঙ মাথে** ইত্যাদি—মাথায় ভাঁড় প্রতি ষোল পণ দান, (ইহার) এক কড়াও কম হইবে না।

৬। **সবে**—সাকল্যে। **গোআর**—বিজ্ঞাপতিতে,—

হম অবুধ নারি তুহত গোয়ার ॥

সখি হে বুঝল কারু গোআরে।

অবিবেচক গোপ।

৭। **মথাজে**—ময়ন।

১০। **এড়িবৌ**—ত্যাগ করিব।

১। **আরেরে**—সভাষণে। **দহী**—প্রা° দহি' শব্দ। মৈথিলী প্রবাদ—'ঘর দহী, বহরো দহী'। দই, দধি। **পূবের**—প্রা° পুস' (পূর্ব)। এর' বিভক্তিচিহ্ন। **আধ**—প্রা° অথ'। অস্ত। **জাএল**—যাইল, গেল। **সহী**—প্রা°। সহি, সখী।

**রোজসি**—ক্ষত করিতেছ। রাঢ়ে বেঠন করা অণ্ণে ক'দা' শব্দ প্রচলিত।

২। **ছছন্দে**—স্বচ্ছন্দে। **বুলিলো**—ভ্রমণ করিলাম।

**কেহে**—কেমন করিয়া। **জাগিবৌ**—জানিব।

৩। **করী**—কর বা করিতেছ। **ধর্মের কাছাঞি** ইত্যাদি—ধর্মের ঠাকুর কৃষ্ণ, ধর্ম সংস্থাপনের জ্ঞাত দানী সাক্ষিয়াছ, তবে কেন ধর্ম ছাড়িয়া একপ আচরণ করিতেছ?

**চাহৌ**—দেখিতেছি, নিরীক্ষণ করিতেছি। **মাংসে**—প্রা° মাস', মংস' (মাংস); এ' বিভক্তিচিহ্ন। **চারি পাশ চাহৌ** ইত্যাদি—চারি দিকে দেখিতেছি, আমার অবস্থা, স্বীয় মাংসের কারণ জগতের সহিত বৈরভাবসম্পন্ন বস্তু হরিণের আয় হইয়াছে। মাংস যেমন হরিণের মৃত্যুর হেতু, রূপ যৌবন তেমনিই আমার সকল আপদের মূল। চর্যাপদে—  
আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

বনে থাকে কুরঙ্গিন না ধারে কাহার ঋণ

মাংস দিয়া জগতের বৈরী।

কবিকল্পে,—

জগত হইল বৈরী আপনার মাংসে ॥

৪। **সলি**—শলি, শল্য। **সব সলি লাগে** ইত্যাদি—আমার কাণের কুণ্ডল খোঁচার মত ঠেকিতেছে, পরণের কাপড়ও বাদ সাধিতেছে। **সরসলি** (শর-শলি) পাঠও হইতে পারে।

৫। **মগর খাড়ু**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ছোট ছোট বালকের মগর খাড়ু পায়।

মকর-মুখবিশিষ্ট মোটা বাকমল। খাড়ু—প্রা° থডুঅ'।

**ঘোড়া চুলে**—সংস্কৃত প্রতিকল্প গোষ্ঠচূড়া'। 'কাকপক্ষধ্বংঘোটাচূড় ইতি খ্যাতে। কজিয়কুমারাপামুনয়নকৃতে শিখাপকক ইত্যন্তে।' টীকা-সর্বস্ব। চূড়াকারে বিভক্ত

কেশ অথবা কঙ্কশেষ পর্যন্ত লম্বিত কেশগুচ্ছ। **চাঁচরী**—  
প্রা° চচরী (চচরী)। উৎসবাদি উপলক্ষে নৃত্যগীতভেদ।  
দোলপর্বে অহুত অগ্ন্যুৎসবকেও চাঁচর খেলা বলে।  
**খেলাও**—খেলাই, ক্রীড়া করি। **কুলে**—তামিল-  
মলয়লম কুল-অম্। **খেড়ী**—প্রা° খেট্টু°। খেলা-ধুলা।  
'কেডা' সিংহনাদে ছরাসদে চ কুটিলে—মেদিনী। গ্রাম্য  
গীতাদির আবৃত্তি এবং অভিনয় প্রভৃতিও হইতে পারে।  
২। **কণআ**—প্রা° কণঅ°, কণয়°। কনক। **বাঢ়াসি**  
**পাঅ**—পা বাড়াইতেছ, চলিতেছ।

পৃ° ৩২

৩। **আল জঞ্জাল**—সম্ভাবিত পাঠ আলঞ্জাল°।  
আলঞ্জাল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **খোঁপাত**—[ স° গুক্ষক° ;  
J. T. Platts. ] ১২শ শতকের রূপ খোঁপাক°। খুটিতে,  
কবরীতে। **লুলএ**—হুলিতেছে, লম্বিত রহিয়াছে।  
**দোলল**—অধুনা দুলাল-চাঁপা (Hedychium corona-  
rium) নামে প্রসিদ্ধ।

১। **পিজিলেঁ**—পরিধান করিলাম। **সাড়ী**—  
য° ক°এ সাড়িআ°। শাটিকা। **খোঁপাত**—বর্ণরত্নাকরে  
খোঁপা°। খোঁপার। **গুজরে**—গুজর করে। **ধাড়ী**  
—ক° ম°, ২১৬। স° ধাটী°; 'প্রপাতত্বভাবকন্দো  
ধাটীভাসাদনং চ সঃ'—হেম°।  
কৃতিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

দেবগণ উপর আজি সাজিবো ধাড়ি।

প্রভাতে গন্ধর্ব্ব উপরে কটকের ধাড়ি।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

কুহু কুহু বলিয়া কোকিলা গায় সারি।

চারি দিক্ চাপিয়া মদনে করে ধারী ॥

উপর পড়া, অকস্মাৎ আক্রমণ।

২। **নাকে**—দেশী প্রা° গক্°। **বাএ**—বাদিত  
করে।

৩। **নাকড়ি**—নাহুড় বা নোড় বন্ধ।

৪। **নটক**—'নটকো নটকো নটো'—অভিধান-  
প্রদীপিকা। গুট, শঠ।

১। **ছান্দো**—✓ছান্দ° বেটনে। বাধি। ছান্দো  
বান্দো° সহচর শব্দ; তুল°—বাঁধা-ছান্দ°।

**গোঠ**—গোবৃথ। **উদাও**—কামতা-বিহারী ভাষায়  
উদাও°; পশ্চিমরাঢ়ে উদমা°। স° উদাম°। উচ্ছৃঙ্খল,  
বন্ধনমুক্ত। **যার**—প্রা° পৈ°এ যারঅ° (যায়স)। **সব**  
**খন গোঠ** ইত্যাদি—কৃষ্ণ তোমার ভাবে বিভোর,  
গোকুর পাল বন্ধকহীন হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে সর্ব্বকণ যথেষ্ট  
বিচরণ করিতেছে। গোকুর যার বাড়ী প্রবেশ করে,  
সে-ই মার ধর° বলিয়া [ আয়ায় ] তাড়না করে। **বাড়ী**  
—প্রা° বাড়িআ°, বাটিয়া° (বাটিকা)। মৌলিক অর্থ—  
বাস্তবসংলগ্ন বেষ্টিত স্থান; বাগান, উদ্যান।

১। **পাধি**—প্রা° পক্ধি° (পক্ষী)। **যাওঁ**—  
যাই। **বিদার**—অবকাশ। **দেউ**—কু° চ°এ দেউ°  
(দদাতু)। **পসিআ**—প্রবেশ করিয়া। **লুকাওঁ**—  
শব্দরদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

ফাট দিয়া বহুমতী পাতালে লুকাওঁ ॥

লুকাই।

**মেদনী বিদার দেউ** ইত্যাদি—তুল° 'ধরণী পশিয়ে  
যদি পাউ পরকাশ ॥' (বিজ্ঞাপতি)।

**মরিবো**—মরিব। **আবাল**—বালক।

২। **দেয়ি**—কু° চ°এ দেই° (দদাতি)। **সমুদ**—  
পশ্চিমরাঢ়ে সমুদ° শব্দ এখনও প্রচলিত। সমুদ°। **ভিল**  
**লোক খাআ**—ত্রিসংসার তুচ্ছ করিয়া, যাবতীয় শিষ্টাচার  
অতিক্রম করিয়া।

৩। **এড়**—ছাড়, ত্যাগ কর।

পৃ° ৩৩

৪। **দুরজান**—দুর্জন।

২। **আগলী**—অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ। **শিশু মুখে**  
ইত্যাদি—তুমি শিশু হইয়া যুঁখে পর্ত্ত টলাও, [ তুল°  
'চাহত উড়ারন ফুঁকি পহার ॥' ] তোমায় বলিতেছি,  
ইত্যাদি। **বেলী**—বেলা।

৩। **কলি**—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। পূর্ব্ববন্ধের প্রাদেশিক  
কৈল°। নিশ্চতই। **বজর**—বজ্র। **পরমান**—পরিয়াম।



- ৪। **মোহারী**—বিজ্ঞাপতিতে,—  
গীঅরি পাড়রি মহঅরি পাবএ  
কাহরকার ধখুর।  
**ত্রীকৃষ্ণবিজয়ে**,—  
নানাবিধ বাজ বাজে ধুরি মোহারি ॥  
চৈতন্তভাগবতে,—  
মদক মহরী শখ দুন্দুভি কাহাল।  
জায়সীর পছমাভিতে,—  
কংসকার মহঅরি হুর সাজে।  
বিজয় শুভের পদ্মাপুরাণে মহরী, 'জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে  
মোহারি', কবিকঙ্কণে মহরি'। মোহারী, মহঅরি, 'মোহারি' প্রভৃতি শব্দ এক সংস্কৃত মধুকরী'রই রূপভেদ।  
বাংলাজাতীয় বাজ্যযন্ত্র; তুমড়ী (তুবড়ী) ইতি ভাষা।  
**রাখসি**—রক্ষণাবেক্ষণ করিস্ বা কর। **কভেক**—প্রা°  
কভক' (কিয়ং)। বীরগাথাতে 'গৌরীদল কিতক  
গিনে'। **সহিষ্ঠে**—সহ করিতে। **নারিবি**—পারিবে  
না। **চাপ**—পেষণ, নিলীড়ন।  
৫। **ছিলারি**—'জারহু ছিলাছিলা' (ছিলা  
তথা ছিলালো জারঃ। জারেজিত্যেকশেবাধবচনাং ছিলা  
ছিলালী জীতাপি।)—দেখানামমালা। যু° ক°এ  
ছিগালিআপুত্তঅ'; চধ্যাপদে ছিগালী' (ছিগনাসিকা  
নাগরিকা)। বৈরিগী, কুলটা। **আলহন**—অসহনীয়।  
৬। **খুরের**—প্রা° খুর' (কুর); এর বিভক্তিচিহ্ন।  
৭। **ছাড়ো**—ছাড়িতেছি। **সুগ রাহি স্তম্ভরি**  
ইত্যাদি—স্তম্বরী রাধে! শুন, জীলোক না হইলে তোমা  
য় মরিয়া ফেলিতাম, [যাহা হউক], তোমার নিকট প্রাপ্য  
পথকরটা ছাড়িতেছি না। **ভিষ্ঠো**—[প্রতিপক্ষরূপে]  
মিলিত হই। **আন কোন** ইত্যাদি—অপর কোন  
বীরের সহিত [প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে] মিলিব? অর্থাৎ আর  
কাহার সহিত লড়িব?  
৮। **নেহ**—লও। **আন পাগী**—প্রা° অন্ন' এবং  
পানিঅ'। অন্নজল।  
২। **বোল পরমান**—কথামত।  
—  
১। **মোর পাশ রাহি** ইত্যাদি—আমার স্বামী  
মহাবীর আদান [এখনও] আমাতে উপগত হন নাই।

- ২। **আরভী**—আন্তি, অভিলাষ। **হৈবের**—হইবে।  
**গভী**—গতি, পরিণাম।  
৩। **মুত্তীম**—বিজ্ঞাপতিতে মোতিম'। মোক্তিক।  
৪। **গোআলী**—বুদ্ধিহীনা গোপকুমারী। **এড়হ**—  
ত্যাগ কর। **বাগড়**—দেখি প্রা° বগড়া' (পরিক্ষেপ);  
স° বাগর'। বাধা, প্রতিবন্ধ।  
পৃ° ৩৪  
১। **খোজিলে**—'খোজ মার্গচিহ্নে'। **পাইল**—  
পাওয়া, প্রাপ্ত। **বিহড়ারি**—প্রা° বিহবারই'। বিযুক্ত  
করে, হাত-ছাড়া করে।  
২। **বিকসু**—বিকসিত হউক।  
৩। **আড়**—প্রা° অড, '। অর্ধ। **চাই মোরে**  
ইত্যাদি—আমায় চোখের কোণে চাও অর্থাৎ কিঞ্চিৎ  
করণ কর।  
৪। **জাই**—প্রা° জাইঅ' (যাওয়া)। যাইয়া।  
—  
১। **কে বোলে গদাধর** ইত্যাদি—তুল°  
কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ'।  
মঞে অহুমাণল নিছ পথান ॥ (বিদ্যাপতি)  
**বাটোআড়ী**—বিদ্যাপতিতে বটবারী'।  
মাধবাচার্যের ত্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—  
পরনারী পথে পায়্যা কর বাটআরি।  
বাটপাড়ী, (পথে) দহ্যাবৃত্তি। **সাছে**—সাধে, সংগ্রহ  
করে।  
৩। **এহাএ**—ইহা, অথবা ইহাতে। **রাখোআল**  
**কাহাঞি** ইত্যাদি—রাখাল কানাই, আপনাকে  
বাস্তব বলিয়া পরিচয় দিতেছে; না জানি, কংস ইহা  
শুনিলে মারা পড়; অথবা কংস শুনিলে ইহাতে মরিতে  
হয়।  
৫। **মাঙ**—উত্তর-বঙ্গে মাউগ'। প্রাচীন তামিল  
মগড়' অর্থে জীলোক।  
৬। **ডুসারী**—দু দিয়া।  
৭। **বিরভ**—বীরভ।  
১০। **মানিআ**—বীকার বা স্বীকার করিয়া।  
—  
১। **সডস্তর**—বজ্রা, স্বাধীন।

খেড়া—চৰ্চাপদে। খেড়ী' শব্দের ঢাকা উঠব্য। খেলা, ক্রীড়া। **খোজন্তি**—চাহিতেছেন, প্রার্থনা করিতেছেন।

২। **কাঙ্কন**—কঙ্কণ, হস্তাভরণ। **হোচাল**—  
হেচকাটান বা কাঁকা। **লঞ**—লয়।

৩। **বুলিঞ**—বলে। **কহন্তি**—প্রাচীন প্রয়োগ—  
কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট'; অগম্মাথ দাসের ভাগবতে,—

সুকল মুন শুদ্ধ মনে।

কহন্তি অমৃত বচনে ॥ ১১২

সুত কহন্তি শুদ্ধ চিতে ॥ ১১৩

কহিতেছেন।

৪। **সান দেই মাথে**—মন্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত  
করিয়া। সান শব্দের ঢাকা উঠব্য। **দেই**—প্রা° পৈ°এ।  
দয়া।

পৃ° ৩৫

১। **জরম**—মালিক মহম্মদকৃত পত্ন্যাবতিতে,—  
সোই চাঁদ অস নিরমর জরম ন হোই মলীন ॥

**বাত**—প্রা° বতা'। বাস্তা, কথা।

২। **বরিসঞ**—প্রা° পৈ°এ বরীসএ' (বর্ষতি)। বর্ষণ  
করে। **ধারী**—হু° চ°এ। (বৃষ্টি)ধারা।

৩। **পত্বিআ**—√ পত্ৰ' (পরি-√ধা) ধারণে,  
আচ্ছাদনে। পরিয়া, পরিধান করিয়া। **লাস**—বেশভূষা।

**বিধিঞ**—এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। **গঢ়িল**—√গঢ়'  
(√ঘট্) নিখাদে।

৪। **নিতেই**—নিতাই। **পালাহা**—পালাস, পলায়ন  
কর।

**মিসীর কৃষ্ণবচন** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ  
করিয়া আধিমতী শ্রীরাধা ব্রততীর স্তায় কাপিতে কাপিতে  
বুদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **ডাক**—√ডাক্ আহ্বানে। **কানড়ী খোঁপা**  
চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কানড় ছাঁদে

কবরী বাঁধে

নব মল্লিকার মালে ॥

কর্ণাটদেশীয় রীতিতে বিস্তৃত কেশ। **কানড়ী**—ক° ম°তে  
কলাড়ী' (কর্ণাটী)। **মুণ্ডাণির্বো**—মুড়াইব, মুণ্ডিত করিব।

**করন্তি**—শু° পু°এ করন্তি ধর্ম স্তান'; ছুটি খানের  
অশ্বমেধপর্বে,—

অসিপত্র ব্রত করন্তি অহুক্রমে ॥

বীরদর্প করন্তি জে অর্জুন মহাশয়ে।

করিতেছেন।

২। **বিরহের কোল**—নিবারণ বা প্রশমনার্থক  
যন্ত্র।

৩। **শঙ্খচূর**—চূর্ণবিচূর্ণ। **মুছিয়া** **পেলাইবো**  
ইত্যাদি—নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

হাথের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিব চূর।

মুছিয়া কেলিমু আমি সীর্থি'র সিন্দুর ॥

৪। **পৈসী**—প্রবেশ করিয়া। **হেন মন করে**  
ইত্যাদি—বড়াই, আমার ইচ্ছা করে, হ্রদে প্রবেশ করিয়া  
মরি। [তত্রাচ] পরপুরুষের সহিত রন্ধরস করিব না।

**আস**—প্রা° আসা'। আশা।

১। **ভাঙ্গাসি**—ভাঙ্গাইতেছি।

২। **বিতে**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক; ভিত'।  
বাপদেশে।

৬। **পুছিবো**—জিজ্ঞাসা করিব। **তোমাতো**—  
তোমা হইতে।

৭। **সঙ্গতী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—  
হরি হরি বিধি কত করিলে সঙ্গতি।

দশরথ নৃপতির হেন সে বিপতি ॥

যোগাযোগ, দুরবস্থা, হৃদ্পা।

৮। **বোলাঞ**—বলায়, কথিত হয়।

পৃ° ৩৬

১০। **কাঠ দাপে**—শুক বীরত্ব, বুঝা আফালন।  
**কাঠ**—প্রা° কট্ঠ'।

১২। **আশে**—আশয়, তাৎপর্য। **আতিহাসে**—  
অভিলাষ। পড়িহাসে—পরিহাস।

১৩। **পণ্ডিআ**—শু° ক° ও সরোজবল্লভের দোহাকোষে  
পণ্ডিঅ'। পণ্ডিত। **পুরুষে**—পুরুষ হইতে। **আত্তিআ**  
অণ্ড-ইআ (বিশিষ্টার্থে)। এঁড়ো; কার্যকুশল।

১৪। রাখিল—আটক রাখিল, অবরোধ করিল।

আই—আরী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১। লিশের—মাগধী লীশ'; এর' বিভক্তি-চিহ্ন।  
সি'থার, শীর্ষের।

জুসার—স্ববিধা, সুব্যবস্থা। মূল—মূলধন, পুঁজি।  
আকারে—প্রা' ফার' ( ফার ) ; বাঙ্গালায় শব্দের পূর্বে  
অ' বা আ' আগমেরও অভাব নাই। প্রচুর।

৩। কুচ উলট কটোরে—বিজ্ঞাপতিতে 'পলটি  
বৈশাণল কনক কটোরা'। উলট—অধোমুখ। কটোর—  
দেশী প্রা' কটোরগ'। বাটি। গরুঅ—প্রা'। স্থল।  
আজে—অজে। উচিত হএ আকারে—আমার ত্রায্য  
প্রাপ্য।

৪। পাসত—পার্শ্বে।

১। সাসু—প্রাকৃতলক্ষী প্রভৃতিতে ; সি' সহ। স্বক্।  
উ—পশ্চিমরাঢ়ে ওকারের স্থানে উকারের ব্যবহার অজ্ঞাপি  
প্রচলিত। আইহ—প্রা' রূপ। খাইব—খাইবে।

২। আপোষে—আপোঙষ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।  
পু.' ৩৭

৩। ভাত—প্রা' ভত্ত' ( ভক্ত )। অন্ন। কালিনী  
রাতি—রূপক্দের রাতি। রাতি—প্রা' রত্তি'। পোহাওঁ  
—প্রভাত করি, যাপন করি। লওঁ—লই। কাল হাওঁর।  
ভাত না খাওঁ ইত্যাদি—তুল'

তুয় রূপ সাম আখর নহি স্ননত

তুয় রূপ রিপু সম মানি।

তুয় জন সঞ্চে সন্তাস ন করই

কইসে মিলায়ব আনি ॥ ইত্যাদি

বিজ্ঞা', পৃ' ২৪৪

১। আখরোঁ—প্রা' অ'খর'; এ' বিভক্তি-চিহ্ন।  
কাল রতনে—ইন্দ্রনীলমণি।

মিন্জসি—নিম্জা করিতেছ।

২। শোহে—প্রা' শৈ'এ শোহএ' ( 'শোভতে' )।

৩। লাহন—লাহন, কলহ। শোভসি—শোভা  
পাইতেছ।

৪। চন্দ—প্রা'। চন্দ্র।

১। কাল কাহাঞি ইত্যাদি—কাল কানাই,  
আমায় তুচ্ছ করিও না। আকল—কু' চ'এ অকল';  
মৈ' আকর'। অক। বাট পাড়—পথে ডাকাইতি  
কর। মালসি—প্রার্থনা করিতেছ।

২। ভাংসি—ভগ্ন করিতেছ। হিঁওসি—ভিন্ন  
করিতেছ। লোড়সি—লুণ্ঠন করিতেছ। সাঙ—প্রা'  
সঙ' ( যঙ )।

৩। ছাড়াআঁ—ছড়াইয়া, বিক্ষিপ্ত করিয়া।  
ভতৌহৌ—তথাপি। তোর মোর ইত্যাদি—কানাই,  
[ কেমন, ইহাতে ] তোমার আমার ভারি প্রশংসা হ'বে! \*

১। শুণ্ড—ত' বাক্যালকারে।

৩। আজাক—ক' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। আমা  
হইতে।

৪। বাস—বোধ কর।

পৃ' ৩৮

৫। আইহন গোলাঞি—আয়ানের ঈশ্বর।

৮। বেজ—প্রা' বেজ্জ'। বৈজ্ঞ।

১। লৈলোঁ—লইলাম। সকট—পা' শকট'।  
দলিলোঁ—দলিত করিলাম। নিলোঁ—লইলাম।

যানে—জানে, অবগত আছে।

২। উনকাশ—পা' একুনপকাশ'; মৈ' উননচাস'।  
উনপকাশ। বাএ—প্রা' বাঅ'; একার কর্তৃকারকের  
চিহ্ন। গড়—গঢ়' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। উনকাশ বাএ  
ইত্যাদি—উনপকাশ বায়ু ( গোকুলে ) থানা দিল; ঘনঘটা  
করিল। ঝড়—সংততবরিসম্মি ঝড়ী' ( ঝড়ী নিরন্তর-  
ঝড়ি: )—দেখানামমালা। রাখিলোঁ—রক্ষা করিলাম।  
গিরিবর—গোবর্ধন।

৩। তান্নি—প্রা' ভাঅ', ভায়া। ভাই। হল-  
হলী—উল্ক্ষনি, উল্লাসধনি।

১। 'কালিনীমাএ—জারজার্জক কাণেলীমাতঃ'

শব্দেই বিকারে উৎপন্ন। ঘনরামের ধর্মমন্ডলে,—

মা বাপে ডাকিয়া বল ব্যাটা কেটে দে।

কালিনী মায়ের প্রাণে ইহা সহ্য কে ॥ (৪র্থ সর্গ)

পরে পাওয়া যাইবে,—

আজি জখনে যো বাঢ়ানিলো পাত্ৰ।

পাছে ডাক দিল কালিনীমাএ ॥

মনে করা যাইতে পারে, 'আগে হ'তে গিছে ভাল যদি ডাকে মায় ॥' খনার এই বাক্যটা বা ইহার অহরূপ কিছু কবির অবশ্যই জানা ছিল। আর এখানে রাখার মাতাই বা কোথা হইতে আসেন? রাখা যে তখন আই-ধনের ঘরে। দধি দুধের পসরা সাজাইয়া সখীদের সহিত রাখার মথুরা যাত্রাকালে হঠাৎ তথায় রাখার মাতার আগমন কষ্ট-কল্পনা। হুতরাং শব্দটার কালিনী মাত' অথবা ঐরূপ কোন অর্থ হয় না। **হাছি জিঠি**—খনার বচনে,—

হাচি জিঠি পড়ে যার।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

হাচি জিঠি বাধা বিস্তর পড়িল ॥

হাছি—স' হজি'। জিঠি—স' জোজি; 'মুসলীদয়ং জেঠি ইতি খ্যাত্যাম্।' টিকাসর্ব্বৰ। টিকটিকি। **বিরোধা**—বাধা। **কালিনীমাএ মোর নাম** ইত্যাদি—হা দিক! যত সব কালামুখো-কালামুখীরা মিলিয়া আমার রাখা নাম রাখিল, তাহাতে হাচি টিকটিকিও পড়িল না; অর্থাৎ কেহ টু' শব্দটি করিল না। **দুখমতী**—দুর্ভাগ্যবতী। **আঠকপালী**—খণ্ডকপালিনী। ছারকপালী,' পোড়া-কপালী' প্রভৃতি শব্দ তুল'। **আসিয়া পড়িয়া গেলো** ইত্যাদি—কানাইর মাতামাতির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

**চলিলো**—চলিলাম। **আখাস্তর**—স' অবস্থাস্তর'। প্রাচীন সাহিত্যে শব্দটির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, পশ্চিম-রাঢ়ে এখনও প্রচলিত। দুর্দশা।

২। **দধি বিকে জাইএ** ইত্যাদি—বার বৎসর অর্থাৎ বালিকা-বয়স হইতে দই বেচিতে যাইতেছি।

**কোণোহো**—কোনও। **কোণোহো দানীর** ইত্যাদি—কোন দিন কোন দানীর পো উচ্চবাচ্য করে নাই।

**বাণাইবো**—জানাইব। **করএ**—প্রা'। করে।

৩। **এক বেলি**—এক বার।

৪। **কাম্পিটে**—কাপিতে কাপিতে। **নিবারহ**—নিবারণ কর।

পৃ.° ৩৯

২। **পড়িলাহা**—পড়িলে, পতিত হইলে। **রূপস কাজ**—রূপ-যৌবনের স্বেয়া।

৩। **মামী**—প্রাকৃতলক্ষ্মীতে; 'মম্মী মল্লগী মামা য মামীএ'—দেবীনামমালা। **তাণ্ডিটে**—তাড়াইতে, প্রতারিত করিতে।

৪। **জে**—হেতু নির্দেশে।

৬। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—তুল'

মোহরে মৃদল অছ মদন উড়ার ॥ (বিজ্ঞাপতি)।

**সান্দাএ**—চর্যাপদে,—

কাম বাক্ চিয় জন্ত ন সমায়।

বিজ্ঞাপতিতে,—

সে ফল আবে তরুনত ভেল সজনি

আঁচর তর নই সমায় ॥

রুতিবাগী উত্তরাকাণ্ডে,—

হাথে অন্ন করিঞা সব বন্ধ সান্তায় রণে।

পশ্চিম-রাঢ়ে প্রবেশ করা অর্থে 'সামা' ধাতুর প্রয়োগ প্রচলিত। প্রবেশ করে। **চুরী**—প্রা' চোরিঅ'; হি' 'চোরী'। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—আমার নব যৌবন যেন মোহরাকিত ভাণ্ডার, তাহাতে চুরি চলে না। বিজ্ঞাপতিতে,—

মদন ভণ্ডার স্বরত রস আনী।

মোহরে মৃদল অছ অসময় জানী ॥

**আজ্ঞার যৌবন** ইত্যাদি—আমার যৌবন কাল-সর্পস্বরূপ, স্পর্শ করিলে বা দংশন করিলে মৃত্যু অনিবার্য।

৭। **আকোহো**—আমিও। **গারুড়ী**—সাপের ওঝা, সর্প-চিকিৎসক।

৮। **বিগুতে**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যাকাণ্ডে,—

রামের বৈরক আজি **বিগুতিয়া** মারো ॥

লঙ্কাাকাণ্ডে,—

জীর মাণে **বিগুতি** পাঠাইল।

পীড়ন করিতেছে, নিগৃহীত করিতেছে। **বেআজ**—

শ্রায় ; বাগ্বিতণা, কলহ। নেআঅ-আক্‌ড়ো' (কলহপ্রিয়)

শব্দ ভুল। বিবুধিএ—হরুজিবশে।

২। আভিরোষে—কাশীদাসী দ্রোণপর্কে,—

কার মুখ কেহ নাহি চাহে অভিরোষে।

রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে ॥

অভিমানজনিত ক্রোধ।

১০। তপত—তপ্ত, উন্নত। নালে—বিজয় গুপ্তের  
পদ্মাপুরাণে,—

বোটের নালে পড়ে ক্ষীর মহাশব্দ শুনি ॥

উগারিয়া কালবিষ এড়িলেক নালে ॥

ধারায়। জুড়ানিলে—শীতল হইলে। সোআদ—

স্বাদ। তাএ—তত্র, তাহাতে। তপত দুধ ইত্যাদি

—তপ্ত দুধ চো-চো করিয়া খায় না (অর্থাৎ খাওয়া রীতি  
নয়), [ বস্তুতঃ ] জুড়াইলে তাহাতে আবাদ পাওয়া যায়।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তপ্ত তপ্ত দুধ প্রভু খাওন না যায়।

জুড়াইয়া খাইলে প্রভু অধিক স্বাদ পায় ॥

১১। যাত খিখা বসে ইত্যাদি—রাধে, যার  
ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাঁর [ আবার ] কাঁচা-পাকা বিচারের  
অবসর কোথায় ? বসে' পদের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যা—  
প্রা° জা°। যাবৎ।

১২। দীটি দীটি চাহি—চোখো-চোপি হইয়া।  
বনভ—ত' সপ্তমীর চিহ্ন।

১। দেখা দেখি—দেখা সাক্ষাৎ। মিঠ—প্রা°  
মিটঠ'। মধুর।

আড় মল্লনে—অপাঙ্গদৃষ্টি অহুরাগের অগ্ন্যতম  
নিদর্শন।

২। আকল চকল ইত্যাদি—তোমার নয়নাঞ্চল  
খন্ডনের, শ্রায় চকল। আকল—প্রাপ্ত। বিজ্ঞাপতিতে,—  
নয়নক অঞ্চল চকল ভাণ।

( কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ )

আর্জুনের—অর্জুনের।

৩। মাল—অস্বীকার কর। পাছে কৈলী—  
পশ্চাৎ নিশ্চিতই। স্বীকেশে—স্বীকেশকে।

পৃ° ৪০

১। দহে পৈস্ন বড়ানি ইত্যাদি—বড়াই, দ্বী-  
লোকের জীবনে শিক্, তা'দের ডুবিয়া মরাই ভাল। দেখ'  
আমার এই রূপ-যৌবন [ কেমন ] বাদ সাধিতে বসিয়াছে।  
দহ—প্রা° দহ', দহ'। ব্রহ্ম। গা—সম্বোধনসূচক অব্যয়।  
গাএর—গাত্রে।

২। বাঢ়ানিলোঁ—বাড়াইলাম, অর্থে সঞ্চালিত  
করিলাম। পা—প্রা° পঅ'। পদ। দিবন্ত—দিব।  
আত্মঘাতী—আত্মহত্যা।

৩। রূপা—প্রা° রূপ্‌পা'। রোপ্য। ঘড়ী—প্রা°  
ঘড়' (ঘট); ক্ষুদ্রার্থে ঙ্গ' প্রত্যয়। ক্ষুদ্র ঘট, ভাঁড়।  
দিআত—ত' বাক্যালঙ্কারে। ওহাড়ী—'অবগুণ্ড ওচণ্ণ'  
—প্রা° স°, ৪১৬৪ ; ওহাড়ন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। আবরণ।  
ঘী—প্রা° ঘিঅ, যত।

৪। কাঁশে—কংসকে। দিহে—দেয়। বোলহ  
কাহাঞি ইত্যাদি—কানাইকে এখনও বল, সে আমার  
আশা ত্যাগ করুক।

১। উছারিলোঁ—উদ্ধার করিলাম। নীলাএ—  
অবলীলাক্রমে। সংহারিলো—সংহার করিলাম।

২। কত না—না' বাক্যালঙ্কারে। মান্না—চাতুরী।  
পরানে—শক্তি, সামর্থ্য। সপত পাতাল—অতল,  
সুতল, বিতল, তলাডল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল।  
তোজার পরানে ইত্যাদি—তোমার শক্তিতে পাতাল  
হইতে বেদ উদ্ধার, হাসির কথা।

৩। বধিলোঁ—বধ করিলাম। লঙ্কা—কোল'-মূলক  
শব্দ। অনেকে মনে করিতেন এবং এখনও করেন, লঙ্কা ও  
সিংহল দ্বীপ অভিন্ন। কেহ আসাম প্রদেশে, কেহ বা মধ্য-  
ভারতেও লঙ্কার সংস্থান নির্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।  
পণ্ডিত ভদ্র (V. H. Vader) নীচের প্রমাণের বলে  
বলিতে চান, আধুনিক মালদ্বীপই লঙ্কাস-অধ্যুষিত প্রাচীন  
লঙ্কা।

দ্বিবিজয়ে বাহির হইয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব দক্ষিণ-  
ভারত তথা তাম্রদ্বীপ ও রামক পর্বত অধিকার করেন  
এবং করের দাবী করিয়া লঙ্কেশ্বর বিভীষণের নিকট দূত  
পাঠান (মহা°, সভা°, ৩০শ অ°)। এই তাম্রদ্বীপই

গ্রীকদিগের Taprobane (Tāmrāparna) এবং সিংহলের নামান্তর।<sup>১</sup> যুধিষ্ঠিরের রাজত্বয় যজ্ঞে সিংহল, বর্কর, শ্বেচ্ছ ও লঙ্কার অধিপতি, আগন্তুক অভ্যাগতকে ভক্ষ্য ভোজ্য বিতরণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন (বন°, ৫১তম অ°)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৮তম অধ্যায়ে লঙ্কা ও সিংহল দুই পৃথক দেশ।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, জম্বুদ্বীপের আট উপদ্বীপের (minor islands) মধ্যে সিংহল ৭ম এবং লঙ্কা ৮ম সংখ্যক।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অধ্যায়, লঙ্কাদ্বীপ হইতে সিংহল পর্যায়ক্রমে অন্তরে অবস্থিত।

রাজশেখরকৃত বালরামায়ণ, ১০ অঙ্ক, দ্বীপদ্বয়ের পৃথক পৃথক বর্ণনা আছে।

বায়ুপুরাণ, ভুবনবিভাস, ৪৮তম অধ্যায়, জম্বুদ্বীপের চারি পাশে যে ছয়টি দ্বীপের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে মলয়দ্বীপ একটি। তত্রস্থ ত্রিকূট পর্বতের কোন এক স্বন্দর সাগরদেশে লঙ্কাপুরী অবস্থিত। ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধায়েব বিবরণানুসারে লঙ্কার অবস্থান বিষুবরেখার সম্মিলিত প্রদেশে এবং অবস্থীর প্রায় সমান্তরীয়মাস্তরে (longitude)।

শ্রীমুক্ত ভদ্র মহাশয় উপরিলিখিত মলয়দ্বীপস্থ (অধুনা মালদ্বীপ) লঙ্কাপুরীকে রক্ষোবাজ্য রাবণের রাজধানী অল্পমান করেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন, তাঁহার এই অল্পমান রামায়ণের বর্ণনার প্রতিকূল নহে।

নৈসর্গিক উৎপাতে লঙ্কা এখন সমুদ্রগর্ভে নিহিত। ভূতত্ত্ববিজ্ঞা তাহা অল্পমোদন করে। (I. H. Q., Vol. II, no. 2)

ছারখার—সহচর শব্দ; মহারাত্রী ছার' এবং শৌরসেনী খার'। ভঙ্গ্যসং, উৎসঙ্গ। সহাঞ—প্রা° সহাঞ'; এ° বিভক্তিচিহ্ন। সাহচর্য্যে। সাধিলো—সুপ্রতিষ্ঠিত করিলাম।

৪। জাই—সাও; যাওয়া। তোমার পরানে ইত্যাদি—তোমার ক্ষমতা, দেখায় যাও।

৫। সার্থো—মাধব দেবকৃত আদিকাগো,—

কহিয়োক মুনি কিবা সার্থো প্রয়োজন।

১। কিন্তু বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অধ্যায়, কুর্পবিভাগ একরূপে সিংহল, তাম্রপাণ্ড ও ভূবন তিনটি পৃথক দেশ বলিয়া বৃত্ত হইয়াছে।

শব্দরদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

শুনিয়েক প্রভু দেব সার্থো এক কাজ।

সাধন করি, সংগ্রহ করি।

৬। মুখত বজর বসে—কথায় ভারি টনক, বাক্যে বড় দড়।

৭। দাশের—বর্ণব্রহ্মাকরে দান্ত'। দাঁতের, দস্তের। তোলা—তুলিয়া। ধরিলে—মাধব দেবকৃত আদিকাগো,—

বারম্বার হরি স্মরি ধরিলোঁ ধিয়ান।

ধরিলাম। হিরণ্য—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের পিতা। ঠনি পূর্বজন্মে বিষ্ণু-পাষণ্ড ছিলেন এবং সনক সনন্দাদি কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বিদ্যারিলে—বিদ্যারণ করিলাম।

৮। নারে—পারে না। কুল—কুল, বংশ।

পৃ° ৪১

১। বোলে চালোঁ—কথায় ও কৌশলে। এড়াইতে—ছাড়াইতে, অতিক্রম করিতে।

৩। পাসরিলি—পাসব'। ভুলিলে, বিস্মৃত হইলে।

৪। তোত—তোমাতে, তোমার সহিত।

২। পরসঙ—স্পর্শ করিতেছি। ভূমি ছুইয়া ইত্যাদি—মাটি ছুইয়া কানে হাত দেওয়া, শপথকালীন অচুষ্ঠানভেদ। তোত—তোমাতে বা তোমার। গোআনে—জ্ঞান।

৩। পাপত—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। পাপ হইতে। বাহড়ী—পূর্বে বাহড়ীয়া'।

৪। নিয়ড়—প্রা° লক্ষ্যিতে; ক' মংতে গিঅড়িঅ' (নিকটক); প্রা° পৈংএ গিঅল' (নিকটে); চর্গাপদে গিঅড়' প্রভৃতি। প্রাচীন সাহিত্যের অল্পতম চিহ্নিত শব্দ। কৃতিবাসী অরণ্যাকাণ্ডে,—

দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড়।

বিদ্যাপতিতে,—

জহি খনে নিঅর গমন হোয় মোর।

১। **বউল**—প্রা°। বকুল (mimusops elengi)  
**দেখী**—দেখিতেছি। **লেখী**—গণনা করি। **জগজ্ঞান**  
 —জগদ্বাসীকে। **লক্ষ দান নহে**—লক্ষ মুদ্রা কর  
 পর্যাপ্ত নহে।

পৃ° ৪২

১। **বিদারহ**—বিদারণ করিতেছ।  
**অপরূব**—অপূর্ণ। **পঞ্চ সজ্জি**—পাঁচ অবস্থা।  
 বিবিধ দুর্গতি।

৩। **জগ**—জগৎ, জগদ্বাসী।

৪। **যবে**—যাবৎ। **তবে**—তাবৎ। **এহি মতে**  
 —এইরূপে। **আণাও**—জানাই। ‘কো’ অম্হাং  
 ঘরবিহবং ৭ আণাদি’ (‘মু° ক°, ৩য় অঙ্ক’), ‘দে উণ ৭  
 আণামি কুলবা এত্তিএণ কেরিসা বিঅ হোত্তি’ (‘উ° চ°,  
 ৩য় অঙ্ক’) বাক্যাস্তর্গত আণা দি, আণা মি পদ তুল°।  
 পরবর্তী দুইটি পদে ‘বল কৈলেন’ জাণায়িবো রাজাএ’ এবং  
 ‘কংশ জাণায়িআ তোক কাটায়িব আঙ্কে’ (‘পৃ° ৪২-৪৩’)।  
**রাএ**—প্রা° রাস’; একার বিভক্তিচিহ্ন। রাজাকে।

১। **কুলজা ঘাটে**—কুলের ঘাটে। পেয়া ঘাটে।  
**কর কুলজা ঘাটে** ইত্যাদি—যমুনার খেয়া-ঘাটে কর  
 গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, (ইটা) পথে কানাই করসংগ্রাহক,  
 কি বুদ্ধি করিবে, কোন্ কৌশলে আমার হাত এড়াইবে?

২। **মাঙ্গহ**—মাগ, প্রার্থনা কর।

৩। **পাঠাএ**—পাঠায়, প্রেরণ করে। **বান্ধা**—  
 বন্ধক।

৪। **সাজিএ**—সজ্জিত করি। **কড়া**—প্রা° কবড’।  
 কপর্দক, মুদ্রা। **তোজো রাখোআল** ইত্যাদি—তুল°  
 ‘নিধনীর ধন হ’লে দিনে দেখে তার’।

৫। **তোজাছো**—তোমায়ও।

৬। **বুঝিলো**—বুঝিলাম। **ভিত্তে**—দিকে, পার্শ্বে।

৭। **আছো**—বিজ্ঞাপতিতে,—

মদনবানে মুক্ছিলি অছোঞ°।

সহোঞা জীব অপনে ॥

মাধব কন্দলিকৃত অমোখ্যাকাণ্ডে,—

পুরুব কালত আছো খণ্ড তপ করি।

অধৈত-প্রকাশে,—

পুরী কহে মুঞি ছার আছো এই স্থানে ॥  
 আছি। **এতো** **যবে** **যোবন** ইত্যাদি—এখনও যদি  
 যোবন পূজি করিয়া রাখিবার ইচ্ছা কর অর্থাৎ আমার  
 কথায় সম্মত না হও, তাহা হইলে ইত্যাদি।

৮। **টেন্টন**—বর্ণরত্নাকরে টেন্টন (ণ°)। মাধব  
 কন্দলিকৃত অরণ্যাকাণ্ডে,—

কহির টেন্টন ছই ভেলাই তপসী।

টেন্টনী’ ও টেন্টন’ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। ধূর্ত, বঞ্চক।  
**আপমানকে**—আপমান’ শব্দের উত্তর এই কে’ প্রত্যয়  
 লক্ষণীয়। **মানসি**—মানিতেছ, গ্রাহ্য করিতেছ। **কংস**  
**রাঅ পাটে**—দৈত্যরাজ কংসের শাসন। **পাটে**—প্রা°  
 পট’; এ’ বিভক্তিচিহ্ন। সিংহাসন, শাসন।

৯। **মারিলো**—নষ্ট করিলাম, ধ্বংস করিলাম।  
**দেখাসসি**—দেখাইতেছিস, দেখাইতেছ। **পড়িঘাএ**—  
 প্রা° পড়িঘায়’ (প্রতিঘাত) শব্দজ। আগলায়, রক্ষা করে।

১০। **হঅ**—হও। **আকাশ পাভাল**—আবোণ  
 তাবোল, প্রলাপ। **বা**—নিষেধাদিবাচক অব্যয়।  
**পাতিআএ**—চর্যাপদে,—

আইস সংবোই কো পতিআই ॥

বিজ্ঞাপতিতে,—

কে পতিয়ায়ব সপন সুরুপ ॥

কে পতিআএত ফুলল অকাসে ॥

প্রত্যয় করে। **মোছো**—আমিও। **কৈলেন**—করিলে।

১। **ভোর মান ধরে**—তোমায় সন্ত্রম করে।

পৃ° ৪৩

**কাতে**—তে’ দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। সঙ্কল্পিত  
 বিরাট পর্কে,—

উত্তরাতে দিল নিয়া উত্তম বসন।

চৈতন্তভাগবতে,—

তবে মুঞি নাহি যাও কহিলু তোমাতে।

(আদি, ৫ম অ°)

যগ্গিবর সেনকৃত মনসামঙ্গলে,—

সোণকাতে জিআসা করিল সদাগর ॥

কাহাকে ১ **নিবেদিবোঁ**—নিবেদন করিব, জানাইব।  
এখাঁ—প্রা° এখা° (অত্র)।

**এখুনি**—ই° প্রত্যয় নিশ্চয়ে। এই ক্ষণেই। **নিমাখি**  
—অনাখা, সহায়হীন।

২। **লাগে**—জোড়া লাগে; যুক্ত হয়। **হেন বুঝোঁ**  
ইত্যাদি—এরূপ বিবেচনা করি, [যেন তোমার] মাথা  
কাটিলে জোড়া লাগে; অথবা তোমার মাথা কাটিলে  
[তবে] উপযুক্ত হয়। **জাণিলোঁ**—মাখব, দেবকৃত  
আদিকাণ্ডে,—

হৈবে মোর ধর্ম নষ্ট তৈখনি জানিলোঁ ॥

জানিলাম।

৩। **এত কাল আসি** ইত্যাদি—গোপকুমারী  
আমরা, এত কাল যাওয়া আসা করি, ইত্যাদি।  
**কঠোঁহো**—কখনও। **মর**—গোলায় যাও, অধঃপাতে  
যাও। **শলোঁ**—শল্য, শল্য-বেধনজনিত বেদনা।

৪। **ভাখোঁ**—হইয়া। **পুতে**—শৌরসেনী পুত্র°।

১। **দুপহর**—দ্বিপ্রহর। **বেলে**—বেলায়, সময়ে।

**বাই**—প্রা° বাইখা° (বাতিক)। বায়ুজনিত পীড়া,  
উন্মাদ।

২। **ভোখে**—প্রা° ভুখা° (বুজ্জা)। পশ্চিম-  
রাঢ় ও কামতাবিহারে ভুখ°, ভোক°, ভোখ°। কুন্তিবাসী  
উত্তরাকাণ্ডে,—

আর্জুনাদ করি পাণী কান্দে ভোক শোষে।

ক্ষুধায়। **শোষে**—তৃষ্ণায়। **দরিশনে**—দর্শনের নিমিত্ত।  
**চাহিখোঁ**—অন্বেষণ করিয়া। **ঘরক ঘন না জাএ**—ঘরে  
ঘন বসে না।

৩। **সপন**—স্বপ্ন। **নদীকের**—যজ্ঞীর উত্তর কের°  
তথা কর° প্রত্যয়, প্রা° সম্বন্ধবাচক কেরক° শব্দেরই  
রূপভেদ। **বিজাপতিতে**,—

সদা বসখি জুনাক তীর।

**পরজুবতীকের** হরখি চীর ॥

কে জান **পুরুবকের** পাপ।

কুন্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

দুই ভাইকের পবন হৈঞা গেল সখা।

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের সঙ্গে।

শূন্যপুরাণে,—

**রূপাকর** পাটএ বেসাতির বেসএ হাট।

নদীর। **বাণে**—তেলিগু বান° (বুষ্টি)। বজ্র।

**তরুয়র**—সরোজ বজ্রের দোহাকোষ ও বিজাপতিতে

তরুয়র°। তরুবর। **ভাখে**—ভক্ষণ করে। **আসার**—

অসার। **কিরীত**—কীর্তি। **সংসার আসার** ইত্যাদি

—তুল°—

ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যাওব

পর উপকার সে লাভ ॥

৪। **ভর**—পূর্ণ। **সুখান**—মৃ°ক°এ স্বকথা°। শুক।

**লাগিল**—শক্রতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

পৃ° ৪৪

৩। **পোড়েক**—পোড়ে, দগ্ধ হয় বা করে।

৪। **সাজিলোঁ**—সাজাইলাম, সজ্জিত করিলাম।  
**রে**—‘রে’ অরে সম্ভাষণ রতিকলহে°—সিন্ধুহেম°।

১। **বাজসি**—বাধিস, বন্ধন করিতেছ। **নাগরী**

**বেশ**—নাগরিকার ব্যবহার, ছলনা। **বাসিত ফুলে**

**রাধা** ইত্যাদি—রাধে, স্তম্ভ ফুল দিয়া কেশ রচনা

করিয়াছ, আমার [আর] ছলনা করিও না। **পড়িঘাউ**

—নিবারণ করুক। **কহি**—প্রা° কহিং° (কৃত্র)।

কোথায়। **নহে**—না হয়।

২। **দলিবোঁ**—দলিত করিব। **শোণিতপুর**—

শোণিতপুর কুমায়ন প্রদেশে কেদারগঙ্গা (যন্দাকিনী) তীরে  
অবস্থিত। **উষামঠ** হইতে ইহার ব্যবধান মাত্র ছয়-মাইল

এবং গুপ্ত কাশীর অতি নিকটে। **উষামঠ**, রুদ্র-প্রয়াগের

উত্তরে এবং হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ যাইবার পথের

উপর। **গুপ্ত কাশী** বাণরাজ কর্তৃক শোণিতপুরে প্রতিষ্ঠিত

বলিয়া কথিত হয়। **শোণিতপুর**, দিনাজপুরস্থ দমদমার দুর্গ

অথবা আসামের তেজপুর নহে।



বাণ—বলি রাজার দ্রোহ পুত্র। শোণিতপুর ইহার রাজধানী।

৩। শতেক কুড়ি—এক শত কুড়ি পরিমাণে; তুল' 'শত শত'। কুড়ি' শব্দ কোল (অষ্টক)-মূলক। নৈলেনী—লইলাম। ধাক্কা—[ তহ্রা < দহ্রা < ধহ্রা ] বিচ্যাপতিতে,—

মরু মনে লাগল ধন্দা।

সংশয়, সন্দেহ।

৪। ছাড়িল—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

পড়িলী—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙ' প্রত্যয়। ১ম পুরুষের ক্রিয়া।

বেচে—প্রা' বেচ'। বেঠেনে, অধিকারে। তুল' 'তার থগ্নরে পড়িলে আর রক্ষা নাই'।

৩। হিরাধর—হীরক-খচিত। কটী—মাধবাচার্য্যের ত্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কর্ণে হীরাধর কড়ি অপরূপ জুতি।

কর্ণাভরণভেদ (পুষ্পকলিকাকার কি?)। কাঞ্চলী টানএ ইত্যাদি—আমার বক্ষাবরণ আকর্ষণ করে। সহাএ—প্রা' সহাঅ'; একার বিভক্তিরূপে। সাথী।

৪। জাণী—জানাও, অবগত কর।

পৃ.° ৪৫

৬। কৈলী—করিলে।

৭। ভিন্নীকলা—স্ত্রীলোকের ছল, নাগরীপণ।

সম্বোধে—সাম্বায়ায়।

২। বহন্ত—বর্ণরত্নাকরে; প্রা' পৈ'এ বহন্ত' (বহন্তরং) ২।২৫।

১০। ঘোল দধি দুধ ইত্যাদি—তুল' 'দই দুধে জল সরিল'। মেলিলেক—√মেল্, নিকাশনে।

১। সাধলি—সাধিতেছিস, সংগ্রহ করিতেছ।

২। জঞ্জাল—পূর্বে জঞ্জাল'; আলঞ্জাল' শব্দ তুল'।

৩। যবে পথে মোরে ইত্যাদি—যদি পথে আমার প্রতি বল প্রকাশ কর, তাহা হইলে প্রতিফল হইবে তোমার মাথার; অর্থাৎ তোমার মাথা ঘাইবে। নঠ কুণী—দুষ্টবৃদ্ধি।

৪। ভলী আঙ পাছ—অগ্রপশ্চাৎ গণনা করিয়া। পাছ—প্রা' পছা'।

১। চাহলি—প্রা' পৈ'এ চাহলি' (বাহলি)। বিচ্যাপতিতে,—

বোলও চাহলি কিছু বোলইতে লজাসি ॥

বুঝিএ—বোধ করি। ভোজার—(ভোজারে), তোমায়।

২। ভোজাক—নিমিত্তার্থ-বোধক লাগি' শব্দের যোগে ষষ্টি। তোমার।

৩। করিব—প্রা' করিঅব'; অপ' করিব' (কর্তব্য)।

৪। নিধুবনে—'নব-নিধুবন-লীলা: কোতুকেনাতি-বীক্ষা' (মাধ); বিচ্যাপতিতে,—

ন ধর কেশ ন কর টিপন।

অলপে অলপে করহ নিধুবন ॥

রতি-সন্তোগে।

১। জিতে—√জী' (জীব')র পদ। 'কমললোচনরূত চণ্ডিকাবিজয়ে,—

বাহরিয়া যাও যদি জিতে থাকে আশ।

বাচিতে, বাচিবার নিমিত্ত। জিতে পরকার ইত্যাদি—জীবিকার সংস্থান নাই, মহাদানী বলাইতেছে; [ এমন অসম্ভব কথা ] লোকে বা ধর্মশাস্ত্রে [ কখন ] শুনি নাই।

পৃ.° ৪৬

৪। হোর—গোবিন্দদাসে,—

হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম কোর ॥

কবিশেষরূত দানখণ্ডে,—

হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে। (পুথি)

জগদানন্দের পদাবলীতে,—

হের না সখি হোর কি দেখি

কিএ অদভুত কভু না পেখি...

ঐ ওখানে, অদূরে। শব্দটি বীরভূম অঞ্চলে এখনও প্রচলিত। তুল' পূর্বা হি' ওহর'। ঘুচ—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

দূরে ঘোচ পদ্মা তুই হেথা হইতে যা।

দূরে ঘোচ বধু তুমি হেথা হৈতে চল।

মাধব কন্দালকৃত হৃদয়াকাণ্ডে,—

দূর গুচ পানী আন জঞ্জাল নপাত ।

সর, অপসারিত হও । পাশে—নিকট হইতে ।

সকতী—শক্তি । আইসে—প্রা° আইসই,  
(আরিশতি) ।

২। খুজিওঁ—চাহিতে, প্রার্থনা করিতে । দেখাবসী  
—দেখাইতেহিস্ । আঙ্গাত—আমার ।

৩। বাখান—বাদাযুবাদ ।

১। ভেল—প্রা° তেল' (তৈল) । বিচিওঁ—  
বেচিতে, বিক্রয় করিতে । সুনী ঘটে—শূণ্য কলসে ।

সুনী—প্রা° পৈ°এ সূন' । বারী—√বারি' বর্জনে ।

২। বিহা (বিয়া, বিভা)—প্রা° বিআহ' । মাধব  
দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যত্ন করি আনিয়া তোমাত বিহা দিলোঁ ॥

হৃদয়ের প্রাচীন গানে,—

তোমার সূর্য্যাই ভাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না ॥

বিহা' শব্দ বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ।

বিবাহ । ভুঁজ—ভুজ, ভোগ কর । পরাক—অপরকে ।

৩। পুছ—জিজ্ঞাসা কর ।

৪। মল্লিকা কলিকা পাশে ইত্যাদি—তুল°—

জাবে ন মালতি কর পরগাস ।

তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস ॥ (বিদ্যাপতিতে)

১। বেধিল—বিক, ব্যথিত । তোর রূপ দেখি  
ইত্যাদি—আমি গদাধর, তোমার রূপ দেখিয়া কামগীড়িত-  
চিত হইলাম । বস—প্রা° । বনীভূত ।

২। উন্নত যৌবন—ভরা যৌবন ।

৩। ভেজোঁ—ত্যাগ করি ।

পৃ° ৪৭

১। ভায়—প্রা° ভাঅ' । ভাব, রীতি । আপণা  
ছাওরাল ইত্যাদি—কানাই, (রতিন্দ্রোপগের পক্ষে) আমি  
আমাকে অত্যন্ত বালিকা মনে করি ।

নাঅ—প্রা° পৈ°এ পাব' (নৌঃ) । ভরা—শূচ-  
পুরাণে,—

নিরঞ্জন ধনভাণ্ডার নাএ দিল ভরা ।

কবিকল্পে,—

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা ।

বোঝা, ভার ।

২। কলিকাত—মূল্যে । অনুবন্ধ—বিদ্যাপতিতে,—

কে ন করএ নিঅ পতি অনুবন্ধ ॥

অভিলাষ । মালতী মল্লিকা কলিকাত ইত্যাদি  
তুল°—

মাধবি মুকুলিত মালতি ফুল ।

তাহে নহি ভুখল ভমর অনুকুল ॥ (বিদ্যাপতি)

৩। খাইএ—প্রা° খাইঅই' (খাওতে) । খাওয়া  
হয় । তপত দুধ ইত্যাদি—মূল ও টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৩২) ।

ভুখিল হয়িলে ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

বড়েও ভুখল নহি দুহ কওরে খাএ ।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

দুই হস্তে কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা ॥

[ 'বৃহস্কিতঃ কিং দিক্রেণ ভুঙক্তে'—বিদ্যাহৃদয়চরিতম্ । ]

আলওয়ারের পদ্মাবতীতে,—

ক্ষুধা হইলে দুই হস্তে কেবা খায় ।

২। মোর কানে ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) তোমার  
কথা, শুনিবার একান্ত অযোগ্য ।

৬। ভাণ্ডায়িলি—স্বীলিঙ্গে ই' প্রত্যয় । প্রভারিত,  
ভ্রান্ত ।

২। জিঅওঁ—জীবন্তে, জীবন থাকিতে ।

১। বোলেঁ প্রবোধিতে ইত্যাদি—ওগো বড়াই,  
কানাই ভারি চতুর, তাহাকে কুখায় চৈকান দায় ।

৪। যুগতী করিউ ইত্যাদি—ওগো বড়াই, তোমায়  
আমায় উভয়ে মিলিয়া একটা যুক্তি করা বাউক ।

পৃ° ৪৮

২। নিছন—বিদ্যাপতিতে—নেঞোছন' । প্রাচীন  
পদসাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নিছন' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় ।

বিবাহকালীন বরণ, স্ত্রী আচার প্রভৃতির একটা প্রধান অঙ্গ নিছন' বা নিছনি'। উহার মৌলিক অর্থ, অমঙ্গল নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা। স' প্রতিকল্প নির্মল'। চণ্ডী-দাসের প্রচলিত পদে,—

কাছরূপের নিছনি নিছিয়া দিছ কুলে।

বলরাম দাসের পদে,—

করুণা সাগর গৌর অবতার

নিছনি লইয়া মরি।

মরোঁ মরোঁ সই ও রূপ নিছনি লৈয়া।

শশিশেখরের পদে,—

ধনী ধনী ধনী রমণী রমণী

তোমার নিছনি খাই।

বালাই। থাকু—থাকুক।

৪। সেহো পথে—সে পথেও। তোর মোর ইত্যাদি—তোমায় আমায় মিলিয়া তাহার প্রতিকল দিব।

৭। এখাসি—এখানে-ই। বাদিআর সাপ—সাপুড়ের সাপ বিষদাঁত-ভাঙ্গা ও নিস্তেজ। বাদিআ—'ব্যালগ্রাহিষ্মং ভিক্ষার্থং সর্পদারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে।' টীকাসরস। সাপ—প্রা' সপ্প'।

৮। মোতে—আমার।

৯। দারুণ—দুঃশীল। ছুরিত—কলুষিত। যাইউ—যাওয়া যাক।

১১। লাগ—সঙ্গ, সামীপ্য।

১৩। যে বুধি এড়াইএ—যে উপায়ে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

১। উমত্ত—প্রা' উমত্ত' (উন্নত)। এড়াইবারে কৈল ইত্যাদি—বড়াই, অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত এত রকম করিলাম; কিন্তু খেচ্ছাশীল কানাইর তা'র একটাও মনের মত হইল না।

আজ্ঞা সমে সুরতি ইত্যাদি—আমার সহিত কানাইর রতিকেলি একান্ত অযুক্ত। মাণিক দ্বারা হীরক ভেদের কথা কে কোথায় বিশ্বাস করে? বিজ্ঞে—বিজ্ঞ করে, ভেদ করে।

২। হাখেত—পুথিতে হোতিত'। চারীত—চরিত্র, আচরণ।

৩। পুছে—প্রা' পুছই' (পুচ্ছতি); হি' পুছই' ও' পুছই'।

৪। হেন পড়িহাসে বড়ায়ি ইত্যাদি—কেমন করিয়া তোমার এমনটা মনে হয় বড়াই, আমার মত কিশোরীর পক্ষে বিদগ্ধ নন্দনন্দন যোগ্য পাত্র? প্রতি—পক্ষে। মাকড়ের যোগ্য ইত্যাদি—তুল'—বানরকণ্ঠে কি মোতিম মাল। (বিদ্যাপতি)

১। মতিমোহে—মনোভ্রান্তি হেতু; মতিমোহে শব্দ তুল'। বিছোহে—বিছোহো বিরহে' (বিছোহো বিরহঃ) দেশীনাংমালা; ভবিসয়ন্তকহাতে বিছোয়'। স' প্রতিকল্প বিকোভ'। বিদ্যাপতিতে,—

বিছোহ বিকল ভেল ছহক পরান।

নেহ বিছোহ জহু কাহক উপজয়

বিছোহ ধরয় জহু দেহ ॥

মালিক মহম্মদকৃত পদ্মাবতীতে,—

তউ লহি সোগ বিছোহ কর ভোজন পরান পেট।

[ তারং বিরহ শোক, যাবৎ উদয় পূর্ণ না হয়। ]

কাকুতি—কাকুতি, কাতর প্রার্থনা। অন্তরে—শ্রাম দাসকৃত মীনচেতনে,—

নাচিয়া গাহিয়া থাঅ কিসের অন্তর।

হেন বাক্য বল তুমি কিসের অন্তর।

নিমিত্ত।

কাপড়—মাগদী কপড়এ' (কপটকঃ); কোল কপট'। পিঞ্জে—পরিধান করে।

পৃ.° ৪২

২। জিআঅ—জীয়াও, জীবন দান কর।

৪। কিবা—কিষ্ণা।

১। সতন্তরে—খেচ্ছাচারের কথা। ছতরে—প্রা' ছতর' (ছতর)। বিপদে।

কাঢ়ায়িলি বাট—পথ ধরিলি। কাঢ়ায়িলি—বাহির করিলি। ছসহ—প্রা'। ছর্গম। আরণে—প্রা' অরণ্যে।

২। কোণ—কোন, কি। ছিড়িবেক—ছিড়িবে, ছিন্ন করিবে।

৩। **মিহে ছাটে**—মিথ্যা ছাঁদে অর্থাৎ ছলা কলায়  
[ ছাট—হিন্দী সাঁচা'। সদৃশ, ঢব, mould । ]

৪। **পুণি**—প্রা° পুণি', পুণী'। পুনঃ। **ছিতে**—  
মাড়িতে, থাকিতে। **যেহি**—যেই, বাহা বা যেরূপ।  
**সেহি**—সেই, তাহা বা সেইরূপ।

**মদীয়মানসোল্লাসি** ইত্যাদি—বেশ বলিয়াছ রাখে!

ভুলিয়া আমার মন উল্লসিত হইতেছে। এস, স্বরযাতনা  
হেতে উদ্ধার কর,—কি যে যাতনা, তাহা ব্যক্ত করিতে  
পারিতেছি না, সব কথা প্রকাশ করা যায় না।

১। **আগুছিআঁ**—[ <আগুসিয়া <আগু আসিয়া ];

সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করাকে পূর্ববঙ্গে 'আগোছা'  
বলে। সম্মুখবর্তী হইয়া। **অথবেথে**—বিজয় গুপ্তের  
পদ্মপুরাণ, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতিতে আছে বাথে'।  
অন্তে ব্যস্তে। **ঠেঠালি**—কুচোটাবতী, প্রগল্ভা। **তাক**  
**দেখি বড়ায়ি** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া অতি বড় মায়ী-  
মমতাহীন বড়াই অন্তে-ব্যস্তে ফিরিয়া গিয়া মূল পথে  
অপেক্ষা করিতে লাগিল।

২। **অঝর**—প্রাচীন সাহিত্যে 'অঝর', 'অঝরু',  
'অঝর'। অজস্র-ধার। **লোহ**—হি° লোহ', ও° লুহ';  
স° লোতস্। রুত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

ভাসিলা লোচন লোহে দেব রঘুমণি।

কবিচন্দ্রের অকুরাগমনে,—

মাএর কথা জিজ্ঞাসিতে চকে পড়ে লোহ ॥ ( পুণি )

কাশীদাসের আদিপর্বে,—

নয়নেতে লোহ ঝরে দুধ ঝরে স্তনে।

প্রাদেশিক লো'। চক্ষের জল, অশ্রু'।

৩। **সাধী**—প্রা° সন্ধি, সন্ধী'। সাক্ষী। **স্বরত**  
**সংভোগে**—রতিকীড়ায়।

৪। **রসমনে**—রস অন্তরে, হর্ষচিত্তে।

১। **ছিড়ি**—ছিঁড়িয়া, ছিন্ন করিয়া।

২। **ঘর মথুরা নগরী**—ঘর অথবা মথুরাপুরী।

পৃ° ৫০

৫। **আন্ত**—অন্ত।

৮। **আজ্ঞাতে**—তে, দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত।

২। **দিনা কথো**—অল্প কএক দিন।

**অথ রাধা বনে** ইত্যাদি—সলজ্জা, আতীর-কোতুকা  
ও একাকিনী রাধা বনমধ্যে হরিকে সম্মুখে দেখিয়া অনেক  
ক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিলেন।

২। **হুআরে**—প্রা° হুআর, 'হুয়ার'। ঘারে।

**ভয়ং কংসাভিমমুভ্য** ইত্যাদি—রসসন্দোহসাধিকে  
রাধিকে, আমার কথা শুন। কংস বা অভিমমুভ্য ভয়  
করিও না।

**নিবৌ**—লইব।

২। **আগত**—অগ্রে।

৩। **দুতা পাঠায়িআঁ** ইত্যাদি—দূতী 'পাঠাইয়া'  
তোমায় গোঁকুলে লইয়া যাউব। **নিবত**—লইব; নিশ্চিত  
অর্থে 'ত' প্রত্যয়। **অলঞ্জালে**—চম্পাপদে,—

জো মণ গোএর আলাজাল।

[ মন ইন্দ্রিয়ন্ত গোচরো যঃ সংকল্পবিকল্পজালঃ । ]

মানব কন্দলিকৃত কিক্ষিক্ষাকাণ্ডে,—

স্বপনর কথা যত কহিলাহ প্রাণজায়া

জানিবা সকল আলজাল।

শ্রবণাকাণ্ডে,—

কোন বস্ত ছার খুজিলোহী পশুচাল।

ইহাক নিদিয়া পাতিলাহা আলজাল ॥

উৎপাত, উপদ্রব। 'অলং' এবং 'জাল' শব্দের যোগে  
অল জা ল। **বাটত যাইতে** মো' ইত্যাদি—পথে যাইতে  
আমি উৎপাত করিব অথবা তোমাকে 'বল করিব।

৩। **গুণসি**—বিজ্ঞাপতিতে,—

পরমুখে ন স্থনসি

নিম্ন মনে ন গুণসি

ন বুঝসি ছইলর বানী।

গণনা করিস্। **পাঁচ সাত**—ঊর্ধ্ব-পঞ্চাং, নানাপ্রকার'।

১। **আহা**—আশা। **অরতী বাধিত**—রতি-

পীড়িত বা আসক্তির বশীভূত। **অরমক ভরেন**—  
চিরকালের জন্ত।

**পরিভাষ্য**—ভাবিয়া দেখ, পথ্যালোচনা করিয়া দেখ ।

২। **উচিত কমলে ভোগ**—ইত্যাদি—(তাৎপর্য) ভ্রমর [ প্রস্তুতি ] কমলের মধুপানে স্তব্ধ হয় যথার্থ এবং যুক্ত; কিন্তু আমার যৌবন এখনও ফুটিয়া উঠে নাই, মধুর একান্ত অভাব । বিছাপতিতে,—

জবে ন মালতি কর পরগাস ।

তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস ॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অখণ্ড-কলিকা প্রভু নাহি গন্ধ বাস ।

বিকশিত কমলে প্রভু ভ্রমরে করে আশ ॥

**ইঞ্চলা**—ইচলা মাছ । **বার পাড়িবে**—ব্রত পাতিত করিবে । **বেআপিরে**—ব্যাপ্ত করিবে । **ইঞ্চলা খাজী কাহ্ন** ইত্যাদি—কানাই, নামমাত্র মাছ খাইয়া ব্রত ভঙ্গ করিবে এবং আপনাকে ঘোর পাপে লিপ্ত করিবে ।

পৃ.° ৫১

৩। **প্রজল**—প্রজলিত । **নিবাএ**—নির্ধাপিত হয় বা করে । **একবার রতীএ** ইত্যাদি—তুল°—

কাম ভোগ অভিলাস না যায় খণ্ডন ।

স্বত দিলে আয় যেন বাড়ি হতানন ॥

৪। **পড়িতায়**—উপরে পরিভাষ্য' । **আগ পাছ**—অগ্র-পশ্চাৎ । **কর**—প্রা° পৈ°এ কর' (করোতি) ।

**তক্রবিক্রয়নবুজয়** ইত্যাদি—তক্র বিক্রয় করিতে করিতে তোমার বুদ্ধি স্থল হইয়া গিয়াছে,—ভুগি আমার পরিচয়ে বক্তিতা! রাধিকে, আমি কংসরূপ দাবায়ির প্রশমনকারী গোপ-সন্তান ।

১। **জাণ্ড**—পহুয়াবতিতে জানউ' । জানি ।

২। **সহিব**—সহিবে, সহ করিবে ।

৩। **হরোঁ**—হরণ করি । **আপণ অজের** ইত্যাদি—একদা শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা হইলে স্বয়ং দুই রূপে প্রকটিত হন । দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করেন । **লখিমী**—লক্ষ্মী ।

৪। **আহিলোঁ**—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে । **বিছাপতিতে অহলোঁ**, **অহলুঁ** । আহিলাম, ছিলাম ।

৫। **ছার**—প্রা° তুচ্ছ । **বাশা**—প্রতিকূল আচরণ-কারিণী । **আজাত**—ত' পক্ষমীর অর্থে প্রযুক্ত । **দেহ**—ব্যক্তি ।

৭। **অবসই**—প্রা° অবস' (অবশ) ; ই' নিশ্চয়ে । **হরিএ**—লুপ্তন করিয়া । **ভুজ**—প্রা° ভুজই' (ভুজ্জ্বে) ।

৮। **দুইহার**—(দুইহার, দোহার) দুই জনের । **আরতী**—আতি, মনোবাখা ।

৯। **হাণিল**—গ্রহাণ করিল ।

**অখ রাধা বলে** ইত্যাদি—অনন্তর রাধা ঈদৃশচরিত্র হরিকে বনে দেখিয়া বৃদ্ধার প্রতি রোষবশতঃ দীর্ঘকাল চিত্তা করিলেন ।

১। **ছারে খারে**—চুলায়, অধঃপাতে । **অনল বুলাওঁ**—তুল° 'গায়ে আগুন মেটিয়ে দিই' । **বুলাওঁ**—ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাই । **মাঝ পাস্তরে** ইত্যাদি—মধ্য প্রাস্তরের পথ ধরিয়া । **পাস্তর**—প্রাস্তর । **কাচারিএঁ**—বাহির করিয়া ।

পৃ.° ৫২

**জায়িবাক**—যাইতে, যাইবার নিমিত্ত । **নাশে**—দেয় না ।

২। **অনুবন্ধ**—বিছাপতিতে,—

পরক বিলাসিনি তুয় অনুবন্ধ ।

আনলি কত ন বচন কএ ধন্ধ ॥

নির্দ্বন্দ্ব, উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা । **খেড়**—কু° চ°, দেশীনাংমমালা প্রভৃতিতে পড়' ; শূ° পু°এ খেড' । শুষ্ক তৃণাদি । **আগুনী**—প্রা° অগণী' (সিক্কেহ', ৮২।১০২) । অগ্নি । **দহি**—প্রা° দধি ।

৩। **ভর পাস্তরে**—মধ্য প্রাস্তরে, মাঝ পথে ।

**হিঅা**—প্রা° হিঅ', হিঅঅ' । হৃদয় । **হিহোলোঁ**—বীরভূমির প্রাদেশিক । হেঁচকা টানে, আকস্মিক আকর্ষণে । **লল**—সবদ পুষ্প । **ভিড়িঅাঁ**—বেষ্টন করিয়া । **লোটন**—চণ্ডীদাসের পদে,—

লোটন বান্ধন হুণ্ডল করিয়া

তাহা বা পরেছ রাখে ।

কুহুম স্বয়ম মুকুতা-মাল

লোটন ঘোটন বাঁধিয়া ॥

বিশ্বত কেশপাশ, বেণী। **লজ মালভীঞ** ইত্যাদি—  
দ্বারা কেশরচনাদি বিষয়ে অতিরিক্ত মনোযোগী, তাহার  
প্রারম্ভ: দুর্বিনীত ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়, ইহাই প্রকারান্তরে  
বলা হইল।

১। **ঘুনে**—ঘুণে। ঘুণ এক প্রকার কাষ্ঠকীট।

২। **গৌর-প্রা°**। গৌর।

৩। **শোভ**—শোভা। **কনক কুন্ত** . আকারে  
ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পীন পয়োধর অপকুব স্বন্দর

উপর মোতিম হার।

জন কনকাচল উপর বিমল জল

দুই বহু সুরসরি ধার ॥

**আণ্ড নাহিঁ সরে**—অগ্রসর হয় না।

৪। **দেহার দেব**—দেবের দেব মহাদেব। [ দেহা<  
দেহা<দেবঅ<দেবক ]; অথবা দেহের। অধিষ্ঠাতা জীব।  
**কলারিলে**—চর্যাপদে কলিআঁ ( আকল্যা )। অহুগত  
হইলাম, বশীভূত হইলাম।

**লজ্জিভেঁ**—লজ্জন করিবে।

২। **জুগি**—বিজ্ঞাপতিতে,—

অহে সখি অহে সখি লৈ জুগি জাহে।

( ড° গ্রীয়ারসনদ্বারা পাঠ )। যেন না।

৪। **কাষ্পো**—কম্পিত হই। **বালী**—স° ও প্রা°  
পালি। বাইল, সবুজ পত্র।

পৃ.° ৫৩

**রাখিকানুমতিমাপ্য** ইত্যাদি—রাধিকার অল্পমতি  
পাইয়া মহাপরাক্রমশালী মদন-শর-বিক্রম মাধব অধুত  
প্রণালীতে শত্রুর প্রতি এইরূপ স্বন্দরভাবে বিক্রম প্রকাশ  
করিতে লাগিলেন।

১। **মরদিল**—মর্দিত করিলেন।

২। **বদমে বদমে** ইত্যাদি—বিজ্ঞাপতিতে—

নয়ানে নয়ান দুইবার বদানে বয়ান।

**দশনবসনে**—দশদুহদ অর্থাৎ ওষ্ঠাধরে। **বিসরী**—বিস্তৃত  
হইয়া। **মতি ভোমে** রাখিকার ইত্যাদি—কানাই

মনের বিহ্বলতাবশতঃ রাখার নিষেধবাক্য বিশ্বস্ত হইয়া  
দন্ত দ্বারা তাঁহার ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিলেন।

৩। **উত্তরল**—[ উৎ-তরল ]। চণ্ডীদাসের পদে,—  
সখীগণ কহে ধনি নহ উত্তরোল ॥

রুত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

মুনি বলে রাম নাহি হও উত্তরোল।

কাশীদাসী মহাভারতে,—

করিব উপায় আমি নহ উত্তরোল।

অতিশয় চঞ্চল, বিহ্বল। **বন্ধে**—বন্ধন। **রতী অমুবন্ধে**  
—রতি-উপক্রমে।

৪। **মনভোষ**—মনের তৃপ্তি। **শাসে**—বাস।

**তরাসে**—বাস।

১। **নিল**—লইলে। **গুণিআ**—জামদাসকৃত মীন-  
চেতনে,—

গলে তিন গুণ দিল কপালেতে কোটা।

কণ্ঠাভরণভেদ, সৃংহার। **গলার**—প্রা° গলঅ'; র'  
বিভক্তি-চিহ্ন, **খাঁখার**—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

কেন হেন কৈলি পাপ কুলের খাঁকার।

যুদ্ধে ভঙ্গ অপযশ ঘৃষিব সংসার ॥

পরাগলী মহাভারতে,—

আমার ললাটতল বিধির লিখন কল

কুরুবংশে রহিল পাংখার। ( পীপর্ক )

\*কবিকঙ্কণে,—

পাণ লৈতে তোমার সনে না কৈল বিচার।

রুক্মশালাতে ছুঁড়ি আনিবে খাঁখার ॥

রাচের পশ্চিম-প্রান্তে নিল্লা, অপবাদ প্রভৃতি অর্থে খাঁ খাঁ র  
শব্দ প্রযুক্ত হয়। অখ্যাতি, কলঙ্ক। [ কলঙ্ক-আকার—  
খাঁকার, G. C. Haughton's B. S. Dictionary ]

২। **বাহুতী**—হস্তাভরণ-ভেদ।

**পাশলী**—বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে,—

পায় খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাশলি।

ঘনবামের ধর্মমঙ্গলে,—

কটিতে কিঙ্কিণী পরে পদাঙ্গে পাশলি।

পদাঙ্গুলির ভূষণভেদ। **সনেহে**—প্রা° সগেহ° ( লিঙ্কেহ°,  
৮২।১০২ )। স্নেহে, প্রণয়ে।

১। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল। **বিপরীত**—  
বিপর্যস্ত, ব্যতিক্রান্ত। **একোছি**—একটা-ও। **চরীত**—  
চরিত্র, আচরণ।

২। **মিলে**—মাগধী লহিহে' (লকঃ)। **আসুখিনী**  
—অসুখী। 'নির্দয়িনী', 'রাক্ষসিনী', 'শিশ্যচিনী' প্রভৃতি  
শব্দ তুল'।

৩। **আয়াসিনী**—শ্রান্ত।

পৃ.° ৫৪

১। **পরতেত্থ**—প্রত্যক্ষ। **বিহানে**—প্রাচীন  
সাহিত্যে 'বিহনে', 'বিহন' প্রভৃতি। ব্যতীত, বিরহিত  
হইয়া। **আপারে**—অপার।

**ভৈল পাজর শেষ**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,  
'পাজর হইল শেষ'। পাজর ভাঙ্গিয়া গেল অর্থাৎ অত্যন্ত  
সম্পূর্ণ হইলাম।

২। **জীউত**—বন্ধের। **নিবারিলোঁ**—নিবারণ  
করিলাম। **একসরী হুঁয়াঁ দূঢ়** ইত্যাদি—একাকিনী  
হেতু দূঢ়ভাবে কাণড় কষিয়া, কানাইর বন্ধের উপর চড়িয়া,  
তাঁহাকে নিবারণ করিলাম।

৩। **বিরূপ**—কুংসিত (কথা)।

১। **তেজিলোঁ**—ত্যাগ করিলাম।

২। **রাখিএ**—প্রা° রক্ষিঅই' (রক্ষ্যতে)।

দানখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

**আপণা রাখিএ** ইত্যাদি—আপনাকে আপনি রক্ষা  
করিতে হয়।

৩। **চুখওঁ**—চুখন করি। **দুয়জ**—প্রা° দুইজ',  
দোজ্জ'। চণ্ডীদাসের পদে,—

দেখিল কাহু দোয়জ পহরে ॥

দ্বিতীয়। **জীলোঁ**—মাধব কন্দলীকৃত লঙ্কাকাণ্ডে।  
বাঁচিলাম।

১। **ভিজিঅঁ**—√ভিজ্ (স° অভি-√অন্জ)  
শ্রক্ষেণে। **আমে**—প্রা° ঘম; একার বিভক্তিচিহ্ন। পারসিক  
গরেম' শব্দ তুল'। **হংস যেহু সরোবর** ইত্যাদি—  
(রাধার উক্তি) হাঁস যেমন পুকুরের জল তল-উপর করে,  
কানাইও তেমনি রাধাকে (নাস্তানাবুদ) করিল।  
**বিঙতিল**—আলোড়ন করিল।

**রহাইল**—আটকাইল।

২। **সুঝাইল**—নারায়ণ দেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—  
কালি যত বিড়ম্বিত্ত তোর সেহি সুঝাইল মোবে  
মিক্ জাউক আমার জীবনে। ('পুথি)  
পরিশোধ লইল।

৩। **মোড়িঅঁ**—চর্যাপদে 'মোড়িউ', 'মোড়িঅ'  
(মর্দয়িত্ব)। দলিত করিয়া। **শুন পাস্তরে**—  
চর্যাপদে—সুনা পাস্তর'। শুন প্রাস্তরে।

## নৌকাখণ্ড

পৃ.° ৫৫

**রাধিকাদিকবিশুদ্ধমানসা** ইত্যাদি—অতি বিস্তৃত-  
চিত্তা, যুগনয়না রাধিকা, কামী কৃষ্ণের হস্ত হইতে [আমার]  
বুদ্ধিবলে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া, আমার সহিত গৃহে  
আসিয়াছে।

সেই [সুপরিচিতা] অভিমহ্যজননী, বৃদ্ধার এই উক্তি

ক্লান্ত করিয়া, দধি-তক্র-স্বতাদি বিক্রয়ের জন্ত রাধাকে  
মথুরা যাইতে নিবেদন করিয়া দিল।

বৃদ্ধা ও রাধা সেই নিবেদন-বাক্য শুনিয়া মথুরা যাওয়া  
বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দীর্ঘকাল স্বগৃহে বাস করিলেন।

**রাধারভিন্নলজ্জত** ইত্যাদি—রাধার রত্নবস্ত্রে স্তম্ভচিহ্ন

ত্রিভুজ কোনও রূপে একটি সামান্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া  
বৃদ্ধার সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিলেন।

৫। বিচি নিৰ্জী—লইয়া বিক্রয় করি।

৭। লাগিল—ঘরিল। উপসন্ন—কৃষ্ণাশ্রমে-

তরঙ্গিণীতে,—

উপসন্ন হৈল শিশু সেই যজ্ঞস্থানে।

( ১০ম স্ক°, ২৩শ অ° )

চৈতন্যভাগবতে,—

আথেব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।

( মধ্য°, ১৩শ অ° )

উপস্থিত। বরিষা সমএ—প্রা° পৈ°এ বরিসা সমআ'  
( বর্ষাসময়: )।

২। বাক্ষিতে—নির্মাণ করিতে। করিউ—করি।

১০। চাহিতে—অন্বেষণ করিতে।

১। দাণ্ডা—নৌকার মধ্যদণ্ড বা পৃষ্ঠদণ্ড। পাভনে  
—স্থাপন।

২। পাট—কাষ্ঠাদির পট বা তক্তা। চিরী—  
চিরিয়া। যোষ মাপে—পরিমাণ। গুড়া যোড়ী—  
হৃদয়ের প্রাচীন গানে,—

ত্রিভুজগাছের নৌকাখানি মধ্যে যোড়-গুড়া।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শত্ৰুতালি।

চন্দন কাঠে তার গুড়া আর ডালি।

কবিকঙ্কণে,—

গড়ে ডিল। মধুকর মাঝখানে ছইঘর

পাশে গুড়া বসিতে গাবর।

নৌকার এক ডালি হইতে অপর ডালি পর্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠ-  
খণ্ডকে গুড়া' বলে। কোথাও কোথাও জোড়া ( যুগ্ম )  
গুড়া দিবার রীতি আছে। ভৌলকাপে—তুলাদণ্ডের  
পরিমাণে। চারি পাট করি ইত্যাদি—চারি খণ্ড তক্তা  
চিরিয়া, নৌকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থির করিলেন, এবং পরিমাণ  
করিয়া তাহাতে জোড়া জোড়া গুড়া-কাঠ সংযোজিত  
করিলেন।

৩। খলাপাড়ী—সম্ভবতঃ ঘরা' ( ছিন্ন ) হইতে ঘলা

এবং পাড়ী ; ছিন্ন রোধের নিমিত্ত কাষ্ঠাদির পাতলা পাটি।  
জ্বরগুটি—শিথিল জোড়মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত শণ-পাট  
ইত্যাদির প্রস্তুত পলিতাসূচ পদার্থ। নাএ—নৌকা।

৪। গঢ়াঘিল—নির্মিত করিল। জাভ—যাহাতে।

৬। ডুবাইআ—√ডুব' ( প্রা° বুড ) নিমজ্জন ;  
বৌদ্ধ মাগধীতে √মস্জ স্থানে ডুক' আদেশ হয়।

৭। নেহালিআ—প্রা° লম্বীতে নিহালিয়' ( নিভা-  
লিত ) এবং ভবিষ্যতকহাতে নিহালই' ( নিভালয়তি ) ;  
কুন্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

লব কুশ বলি নাম খুইল হৃন্দর।

মুনি সব নেহালিআ দেখে কলেবর ॥

পরাগলী বিরাটপর্কে—

সসৈন্য সহিত সবে দেখন্ত নেহালি।

নিরীক্ষণ করিয়া।

মধুরাং মধুরাং ইত্যাদি—মধুরা বাধিকাকে মধুরা  
লইয়া যাইবার নিমিত্ত কপটপট বৃদ্ধা কক্ষের বচনে সত্তর  
তাঁহাকে এই কথা বলিল।

২। আক্ষে—প্রা° অম্হে' ( অম্বাকম্ ), কু° চ°  
৫৪১। আমাদের। উতপতী—টকী প্রভৃতি ভাষায়  
'উৎপতি', 'উতপতি'। উৎপত্তি। উপেখহ—উপেক্ষা  
করিতেছ।

পৃ° ৫৬

৪। সাজিউ—সাজান যা'ক, সজ্জিত করা যাউক।

১। খাঁটে—চর্যাপদে,—

বাটত ভঅ খাঁটে বি বলআ।

মাধব কন্দলিকৃত কিঙ্কর্যাকাণ্ডে,—

খাঁটে চোর মচল যতেক দুরাচার।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

জলে মড়া ফেলাইয়া তোরে নিবে খাঁটে।

কাশীদাসী আশ্রমিক পর্কে,—

হুট চোর খণ্ডে দণ্ডে বৈরীর মর্দন ॥

( ইণ্ডিয়ান-প্রেস সংস্করণ )



কবিকল্পে,—

চোর খণ্ড হইতে তুমি নাহি কর ভয় ।

চোর খণ্ড লম্পট পাইল কিবা লাগ ।

খণ্ড, ধূর্ত, ষাট। তুল° ‘অসদ্বৈ খণ্ড’ (খণ্ডই অসত্য) —  
দেশীনামমালা। লাগ পাইল ইত্যাদি—ছেচড়ের মত  
কানাই সঙ্গ লইল। খণ্ড—প্রা° খণ্ড [স্কন্ধ, সমুহ] ;  
কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ষণ্ড°। শাকসঙ্গী। দধি দুধ  
খাজা ইত্যাদি—তুল°—

নন্দরাজ ঘরে নবনী খাইয়া

হৈয়াছে উদাম ষাড়া।

(প° ক° ত°, ১৩৮১ পদ)

২। দুরাখর—(দুরাকর), কুৎসিত কথা। আকুল  
—বিস্রস্ত।

৩। যেহেন চরিত ইত্যাদি—কানাটর যেরূপ  
চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে পরিত্রাণের আশা ছিল না,  
তোমার আশীর্বাদে আর একবার প্রাণে বাঁচিলাম।

৪। যাইবাক—যাইতে, যাইবার নিমিত্ত।

১। কুবুধি—কুবুধি, দুঃখুধি।

৪। ভরিল—ভরা, পূর্ণ।

৬। নাগ—নাগাইল, সঙ্গ।

৮। নিষধিল—নিষেধ করিল।

২। বুলিলে—বলিলে।

১১। ভিখারী—প্রা° পৈ° ২। ১২০।

পৃ° ৫৭

১। স্কন্ধি—সৌগন্ধিক, ধ্বংসোৎপন্ন।

বাহুড়া—বিজ্ঞাপতিতে,—

বিমুখি স্বতলি ধনি স্বমুখি ন হোএ।

ভাগল দল বহুলাবএ কোএ ॥

কিরায়, প্রতিনিবৃত্ত করে।

২। চিআইতে—চেতনা সম্পাদন করিতে ;  
আগরিত করিতে। আজী—অজ্ঞ। জা—যাও।  
সুইছে—শয়ন করিয়া। বেআজ—বিলম্ব।

১-২। সোণার চূপড়ী...এতেক বেআজ—  
রাখে! সখীরা তোমার, সোনার চূপড়ীতে রূপার ভাঁড়ে  
হুঁদি ও কেআ ফুলের মত করে শাদা দইএর পসরা

সাজিয়ে এবং উহা নেতের কাপড়ে ঢেকে এনে জানালে।  
সুন্দরি, গোপকুমারীরা দই বেচিতে চলিয়াছে; তাদের  
কে [এখন] আটকায়? রাত্রি শেষ হইয়াছে, কোকিল  
ডাকিতেছে, তখাচ আজ আর তোমার ঘুম ভাঙিতেছে  
না! এখনও শুয়ে কেন? উঠ, মথুরায় বেচা-কেনা  
করিতে যাও।

৩। মিলচুকা—মিলিয়া চুকিয়াছে; মিলিত  
হইয়াছে। সোবন—প্রা° স্ববন, স্ববন; পা° সোবন°  
মৈ° সোন° শব্দ তুল°। স্ববর্ণ-নিম্নিত। পছী—চৈতন্য-  
ভাগবতে,—

সব খাই পছি তবে করে পলায়নে ॥

(আদি, ৪র্থ অ°)।

পরিধান করিয়া। যুতদধি দুধে ইত্যাদি—রূপসী রাধা  
দই দুধে পসরা সাজাইয়া, সোনার বাউটী পরিয়া [সখীদের  
সহিত] মিলিয়াছেন।

১। লড়ী—প্রা° লট্টি, লট্টি°। লাঠি, যষ্টি।  
যাএ—যায়। যাত—যাহাতে। লাস—বিলাস;  
অথবা হস্তাদির সঞ্চালন, নৃত্য-ভঙ্গি।

২। কোলাহল—সংস্কৃতসম শব্দ। বোল শত  
গোপী ইত্যাদি—বোল শ গোপী উচ্চঃস্বরে মঙ্গলগীত  
গান করিতে করিতে মনের আনন্দে যাইতে লাগিলেন।  
লড়িলী—কুত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে—

রথে চট্টাঞ পাত্র মিছে লড়িলা তুরিত ॥

চলিলেন। আণ্ডআলী—অগ্রবর্তিনী। বড়ায়ির মুখ  
চাহি ইত্যাদি—বড়াইকে অগ্রবর্তিনী করিয়া এবং তাহারই  
ভরসায় ব্রজবালারা মথুরায় চলিলেন।

৩। সজাওঁ—সকলে। পারকর—পারকারী।  
ঘাটোআল—ঘটপাল, পাটনী।

ঘাটিআল—পূর্বে ঘাটোআল, পাটনী।

২। দেখিএ—প্রা° দেখিঅই° (\* দৃকতে)। দেখা  
যায়, দৃষ্ট হয়।

৩। কেহমলে—কেমন করিয়া। ছোট—প্রা°  
‘ছট’।

৪। 'চাপান্নির্জী'—লাগাইয়া।

১। বোলেন্ত—রুতিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

এতক শুনিঞা হর বোলেন্ত বচন।

পরগলী মুখল পর্কে,—

অশ্বখামা সযোধিয়া বোলেন্ত নারায়ণ।

চাপান্নি—লাগাইয়া। চড়সির্জী—চণ্ডীদাসের পদে,—

ক্ষীণ যার গায় চড়সিয়া নারী

সবারে করিব পার।

আসিয়া উঠ। বীরভূম অঞ্চলে অত্মাপি দেখসিঞা',  
করসিঞা', বাওসিঞা' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত।

২। ভরায়িলী—নামধাতু; ক্রিয়ার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে  
ই' প্রত্যয়। ভয় পাইল।

পৃ. ৫৮

৩। গুটী—তেলিগু-রূপ ওকটি'।

৬। গোআলিনী—রাধা।

৭। তীন ভরা—তিন জনের ভার।

২। নামভ—নোকায়।

যমুনানীরপূরন্ত ইত্যাদি—রাখে, যমুনায় জলপ্রবাহ  
নোকায় ভর করিয়াছে : ভয়ে চঞ্চল হইও না, আমার কথা  
শুন।

কাগ্জারী—পরে কাগ্জার'। প্রা° কর্ণহার'।  
'কর্ণধারনয়ং কর্ণহার ইতি প্যাতে'; টা° স°। মাঝি,  
কর্ণধার।

৩। পাতিলোঁ—পাতিলাম। না—স° নোঁ;  
হি° ম° নার'। নোকা। প্রবোধির্জী—খুদী করিয়া,  
শাস্ত করিয়া।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য  
—অবশ্যে ভয়বিহ্বলা রাধা বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং  
তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

২। পড়িলাহোঁ—পড়িলাম, পতিত হইলাম।

অনাথী—অনাথা, সহায়হীন। প্রাচীন বাক্যলায়  
অনাথিনী, 'নিমাথী' প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৩। পুরব জরয়ে ইত্যাদি—পূর্ব জয়ে। কর্ণফলের  
সূচনা করিলাম। লভিল—লাভ : করিলাম। পাড়ে  
বাটে—রাহাজানি করে, পথে দহ্যবৃত্তি করে।

১। কাঁচার—শূণ্যপরাণে,—

আপুনি নিরঞ্জন ধরেছ কাণ্ডার।

বিত্যাপতিতে,—

বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি

আস ধরএ কড়হার ॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তুলাইরে দড় করি ধরিও কাণ্ডার।

কাণ্ডার ধরিও দড় তরঙ্গ হইল বড়

পাতা হালে নাহি ছোয় পানী।

কর্ণ, নোকার হাইল।

পৃ. ৫২

৩। ফাক্কে—[স° পাশ-বন্ধ', J. T. Platts'  
H. E. Dictionary] ফাঁদ, বন্ধন সাধন।

১। নাঅবাহির্জী ইত্যাদি—এই বিস্তীর্ণ যমুনা-জলে  
'আমি নাবিক। নাঅবাহির্জী—চর্যাপদে নৌবাহী';  
মাধব কন্দলিকৃত অঘোধ্যাকাণ্ডে নাওবাহি'। মাঝি, মাল্লা।  
হি° বাহিয়া' অর্থে বান্দব। পাল—পালন কর।

২। ঘাঠিআল—পাটনী। নাগরাল—রসিকতা,  
কৌতুক। সকালে—সকাল [তুল° হি° সবেবা =  
সবেলা], পূর্বাঙ্কে; শীঘ্র।

৪। বিদগধ—বিদগ্ধ, বিশেষভাবে দগ্ধ। স্নে (এ)  
—কথা বা স্তরের মাত্রা।

৫। বাত—বায়ু। সাধি—ম° ক°এ সৃষ্টি'।  
সাকী।

৬। ইছসি—ইচ্ছা করিতেছ।

৭। কোড়ী—মূল্য। নীলোঁ—লইলে।

৮। সঙ্গার—সকলের। বন্ধক—রাধা, প্রতিভা।

১। **তুলে**—তুলানো। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—আমার নব-যৌবন স্বামী পরিমাণ করিয়া গেলেন; কানাই, মোহরাক্তিত ভাঙারে চুরি চলে না। (তাৎপর্য) আমার কাঁচা যৌবন আমার স্বামী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সমস্তে উহার বক্ষা-ব্যবস্থা করিয়াছেন; উহাতে লুকোচুরির অবসর নাই। **তুল**—

প্রথম যৌবন                      মুদিত ভাঙার  
তাতে না সাধাএ চুরী। (পৃ. ৩২)

**ভোজ্য প্রতি যোগ**—তোমার পক্ষে যোগ্য।

৩। **আরিডে**—শূভপুরাণে,—

গঠন বিস্তার                      মণিক ভাঙার  
পুষ্করগীর আড়ির উপর।

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

বড় দীঘির আড়া যেন হাথ পায় সারি।

নদীর উচু আড়রিতে, উচ্চ উপকূলে। **বিকণিবৌ**—বিক্রয় করিব। **মান্ন**—পূর্বে মাখ। মাতা।

পৃ. ৬০

১। **বিসরিলে**—বিস্মৃত হইলে।

২। **মেলা**—সমাগম ও তজ্জনিত আচরণ।

৩। **রতির উপসন্ন**—স্বরত-সন্তোষের নিমিত্ত উপস্থিত। **কিসেরে**—কেন। **বঞ্চ**—বঞ্চনা কর, ব্যর্থ কর।

১। **কি মোর ঝগড়** ইত্যাদি—যমুনার ঘাটে আমার কি অপরাধ পাইলে? অথবা কেন যমুনার ঘাটে আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছ? **মতি খাওয়া** ইত্যাদি—মতিচ্ছন্ন হেতু আমায় বিক্রপ করিতেছিল।

২। **গেলির**—ক্রিয়াপদের উত্তর র' প্রত্যয় অজ্ঞাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; কন্ততঃ উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। **গেল**।

১। **হরিষ**—প্রা° হরিশ'।

**কাঁটার**—পূর্বে কাঁটার'।

২। **চাপাইল**—মাধবাচার্য্যকৃত শ্রীকৃষ্ণজন্মে,—  
মথুরার ঘাটে নৌকা চাপাইল গোপাল।

হরিষে নাগর গুরু চাপাইল না।

লাগাইল। **নিহুড়ি**—প্রা° বিহোড়িঅ' (স° নি √পাত্)। বিজ্ঞাপতিতে,—

সাজনি নিহরি ফুকু আগি।

হেট হইয়া, অবনত হইয়া। বাঁকুড়ার প্রাদেশিক নিহডো'।

**চাহৌ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

চাহৌ কোনে রাখে আক বেচি সবে মারৌ ॥

দেখি, দেখিতেছি। **মোকটে**—চণ্ডীদাসের পদে,—

যেমন কেশরী                      নিতম্ব মাঝারি  
ঘটের মুটকে পাই।

চৈতন্যভাগবতে,—

ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে ॥

(মধ্য°, ১৩শ অ°)

মুটক', মুটকী' অর্থে কলসীর কাণা বা গলা। মোক ট শব্দ মুটক'এরই রূপভেদ। **নিহুড়ি** **চাহৌ** ইত্যাদি—হেট হইয়া দেখি, নৌকার কাণা পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে; [নৌকাখানি ডাঙ্গা ও ফুটা।]

**সাধ**—প্রা° সদ্ধা' (শ্রদ্ধা)। ইচ্ছা।

৩। **থোহ**—স্থাপিত কর, রাখ। **ডহরার**—

নৌকার খোলের। **ডহর'** শব্দ তুল°। **পাণিকুটি**—জলটুকু; অল্পপরিমিত তরল পদার্থ বুঝাইতে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় ফুটি' শব্দ প্রযুক্ত হয়। **সিঞ্চ**—

সেচন কর। **পসার পাখ** ইত্যাদি—তুল°,—

আগা চাপি থোও পসার গুড়া চাপি বৈস।

ফুটি ফুটি ফালাও পানি লজ্জা কেনে বাস ॥

**বাহি**—বাহিত করিয়া। **উভ**—উভয়, দুই।

**কেরোআল**—প্রা° করবালু' (করপাল); মৈ° করআল' (বর্ণরত্নাকর); 'অবিরতঃ' কেরুয়াল ইতি ভরতঃ'।

চর্যাপদে,—

কাঅ গাবড়ি খাটি মণ কেছুআল।

শূভপুরাণে,—

সুনার সে নৌকা রূপার কেরআল।

চণ্ডীদাসের পদে,—

কেরআল বাহি যায় আন পথে

কহে বিনোদিনী রাই ॥

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

ভনহ গোপিনী মোর ছোট না।

পসরা ওলাইয়া কেরুয়াল বা ॥

বৈঠা, নৌকার হাতা বা দাঁড়। নহিবেক—হইবে না।

চাপায়িবোঁ—লাগাইব।

৪। গাছায়িলেটে—নামাইতে। ঠায়িখানি—

একটুখানি স্থান। চেউ—অস' চৌ'। তরঙ্গ। সিকিবেক—সেচন করিবে।

৫। কোণহৌ—কোনও। হসি—প্রা° হোসি', হবসি'। হইস্।

পৃ° ৬১

১। লৈলে—লইলে।

২। আছিল—√আছ' (প্রা° √অচ্ছ, স° অস্)

ল বা ইল (জ)।

৩। হালএ—প্রা° √হল বিচলনে তথা কম্পনে।

৪। নৈলে—উপরে লৈলে। লইলে।

—

১। যুগমদ—কজুরিকা হইতে প্রস্তুত অম্বুলেপন-ভেদ। মাঝার—'মজ্জ্বাম্মি মজ্জ্বআরং' (মজ্জ্বআরং মধ্যম) দেলীনামমালা। তহিত—ক° ম°তে তহিং; প্রা° পৈ°এ তহি'; ত° বিতক্তি-চিহ্ন। তত্র, তাহাতে। যুগমদ কুচযুগ ইত্যাদি—যুগমদ-রসে বিলেপিত তোমার কুচযুগল গগন-মণ্ডলসদৃশ। উহাতে মুক্তাহার তারকানিকরের এবং নখর শশাঙ্কের শোভা ধারণ করিয়াছে। উহা দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইলাম। জয়দেবে—

ঘটয়তি স্বঘনে কুচযুগগনে

যুগমদকচিরিষিতে।

'মণিসরমমলং তারকপটলং

নখপদশশিভূষিতে ॥

(গীত°, ১ম সর্গ)

নখ রেখ—নখাঘাত-চিহ্ন।

১। সজ্জন—প্রা° সজ্জন', সজ্জন'। সজ্জন।

২। সংঘট—সম্বট, বিবাদ। ভিরীত—ত° বঞ্জীর অর্থে প্রযুক্ত। জ্রীলোকের। মূনিষট—মূনি-শাঠ্য, জানী বা মৌনীর ভাগ, (শাস্ত্রাদির উল্লেখ করিয়া) প্রত্যারণ্য প্রভৃতি। প্রাকৃত্তে সর্বত্র শ' ও ষ' স্থানে স' এবং মাগধী ভাষায় ষ' ও স' স্থানে শ' হয়। মূনিষট' শব্দের এই ষ'কার সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ। বৌদ্ধ-চর্যাপদে শ' ও স' স্থানে যকারের প্রয়োগ বিরল নহে।

৩। ময়মত্ত—মদমত্ত। হাখী—প্রা° হখী'। হতী। সাখী—বিজ্ঞাপতিতে,—

রস নহি হোএল কএল যে সাতি।

বুঝি কবহ সাতি যে হোয় উটীত ॥

প্রাচীন পদে,—

গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি ॥

শান্তি, দণ্ড। দোষ পাইলে ইত্যাদি—দোষ দেখিলে নাক-কাণ কাটিয়া শাসন করে।

পৃ° ৬২

১। যাবত পবনে ইত্যাদি—যাবৎ বায়ু যমুনা-জলে তরঙ্গ উৎপাদন না করে।

৩। উঝুড়িবে—উৎপাটিত হইবে, উঠিয়া যাইবে। [প্রা° বর্তমান ১ম পুরুষের ক্রিয়া উক্কাড্‌টই' (উৎকর্ষতি); °হি' উথড়না'।]

৪। চড়িলী—চড়িল।

৭। কাঝর—প্রা° কাঝর' (কাঝর)। বহু ছিত্রযুক্ত, জীর্ণ।

৮। চড়িলোঁ—চড়িলাম। নাছায়িলোঁ—নামাইলাম।

৯। বুঝকে—কৃত্তিবাসী উত্তরাাকাণ্ডে,—

উঠিত বদনে রক্ত বিমুখি বিমুখি ॥

ঝলকে ঝলকে। উথলে—প্রা° উথলই' (ক্ষুভ্যতি); হি' উথলনা'। 'ফুলিয়া উঠিতেছে, ক্ষীত হইতেছে ৬ ঝার—ভুক্ত কর।

১০। সজ্জন—গুণরাজ ধানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

বুঝিয়া সজ্জের থাক না করিহ আন।

তোমা বধিবানে সব দেবের পয়ান ॥

সতর্ক, সাবধান।

- ১১। **বাত**—বাত্যা, ঝড়।  
 ১২। **বাহা বাহা**—বাহ বাহ, শীঘ্র বাহিত কর।  
**কুকরে**—প্রা° পুকরেই° (পৃষ্কিয়তে) ; হি° পুকারণ।  
 চীৎকার করিতে লাগিলেন।  
 ১৩। **চাহী**—চাহিয়া, দেখিয়া।  
 ১৫। **দিশ বিদিশ**—দিশিদিষ্ক। **ভিন্নীবধ** ইত্যাদি—কানাই, তোমায় স্ত্রীহত্যার পাপভাগী করিব।  
 ১৬। **দশনেত ভুণ করি**—দাঁতে কুটা করিয়া।  
 পরিহার ভিক্ষার ভাষা।  
 ১৭। **আছি**—প্রা° অখি° (অস্মি, অঃ)।  
 ১৮। **তারিবেঁ**—উদ্ধার করিব।  
 ১৯। **ধারেন্ বরেন্**—অজস্র ধারায় গলিত হয়।  
**করণী**—বিজ্ঞাপতিতে,—  
 গোহুলে উছলল করুণাক রোল।  
 বিলাপ, কাতর ক্রন্দন।

**অথ রাধে পুরে** ইত্যাদি—রাধে, ঘাটে পয়ঃপ্রবাহ উদ্ভূত হওয়ায় যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাণ পরিত্রাণের [ একমাত্র ] উপায়স্বরূপ আমার আদেশ পালন কর।

১। **খেআইলোঁ**—পাড়ি দিলাম। **মান**—মানত কর বা মানস কর। **বাতকোঁঅরক**—বায়ুপুত্র হনুমানকে। প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, নৌকা ডুবান হনুমানের একটা প্রধান কাজ।

**মহায়িল**—মথিত করিল, বিক্লু করিল। **নিষমিটেঁ**—নিবেধ করিতে। **চড়িলা**—চড়িলে।

২। **ছুইছোঁ**—ছুই দিকের কোন দিকেই। **চলে**—প্রা° চলই° (চলতি)। **বাহিতেঁ**—বাহিত করিতে। **হরিলোঁ**—অপহৃত হইলাম, হারাইলাম।

৩। **অবল**—বলহীন।

পৃ° ৬৩

১। **মনগমনে**—মন্দ গমনে, মন্ডর গতিতে। পূর্ববর্তী পদে ‘নাহি চলে নাএ’ এবং পরবর্তী পদে ‘বীট বাহ নাএ’। প্রতিকূল অর্থে ‘ঘোরতর মেঘ হৈল বহে মন্দ

বা’ (মাবধাচাঘ্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল)। **কাণ্ডার**—‘মৈ° কণ্ডহার’ (বর্ণরত্নাকর)। চর্যাপদে,—

চিঅ কণ্ডহার স্বণত মাদে।

চলিল কাহ্ন মহাত্মহ সাদে ॥

শূন্যপুরাণে,—

রজতের লোকা হৈল স্বর্ণ কেরুআল।

আপুনিত ধর্মরাজ হৈল কাণ্ডার ॥

পদুমাবতিতে,—

জা কই হোই অইস কনহার।

কর্ণধার, কাণ্ডারী।

২। **সাত ঘটি**—প্রায় ১৫ দণ্ড। **ঘটি**—মুহূর্ত্ত।

**খজায়িবে**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

দাষ্টর বচন শুনি কুজীয়ে থকাইল।

যেন ক্ষুদ্র মৃগী দেখি কেশরী থকাইল ॥

ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন (তিরস্কার) করিবে। ‘খেঁকান’, ‘পিচন’ প্রভৃতি শব্দ তুল°।

৩। **গোসাঈ**—ভগবান্। **সোঁঅরি**—প্রা° ‘মরিস’। স্মরণ করিয়া। **চমকী**—চমকাইয়া, কাঁপিয়া (ভয়ে)। **উঠী**—প্রা° পৈ° এ উঠী° (উথায়)।

৪। **রহি চাহে বাটে**—পথ চাহিয়া আছে, পথে অপেক্ষা করিতেছে। **নাএ**—এ° বর্গীর অর্থে প্রযুক্ত।

১। **ছুঅজ**—দ্বিগুণ। **তুলহ**—প্রা°। **তুল’ড**। **পেলাহ**—ফেলিয়া দাও। **পাতল**—প্রা° পত্তল°। লঘু।

**সোঁত**—প্রা° সোন্ত°। শ্রোত।

২। **বাকিল**—বাধা, আবদ্ধ। **খসআঁ**—দেখী°/খস° ঝলনে। খুলিয়া। **পেলা**—ফেল। **সংশয় বেলাতে** ইত্যাদি—আপংকাল, তবে অলঙ্কারের প্রতি এতটা আসক্তি কেন?

৩। **বেটিল**—বেষ্টিত। **দীঘল**—[ দীর্ঘ > দীঘর > দীঘর ] ; বিজ্ঞাপতিতে দীঘর°। দীর্ঘ।

৪। **পাঞ্চ পাটের** ইত্যাদি—পাঁচ পাটের ছোট নৌকা তোমার দেহভারে আক্রান্ত। **গাভর**—গাত্র।

**কুকণ্ড বাচমাচম্য** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া,

ভয়াতুরা রাধা অঙ্গের বসন-ভূষণ যমুনা-নীরে পরিত্যাগ করিলেন।

মনভ—ত' বিভক্তিচিহ্ন। উন্নয়নে—বিসর্গ-লোপ প্রাকৃতের অচরুপ (সিক্‌হে° ৮।১।১৫৬, প্রা° স° ৪।৬)।

১। ছেছে লছে—উৎসাহ-স্বচক শব্দ। হিঅ হিঅ—মাধবাচাৰ্যের ত্রীকক্ষমঙ্গলে,—

কাহ্ন স্বথে সারি গায় স্বর জুড়ি  
হি°মই হি°মই বল্যে ॥

শ্রম লাঘবের জন্ত উচ্চারিত শব্দ-ভেদ। বাহে—প্রা° বাহই° (বাহয়তি), বাহেই°। বাহিত করে।

২। ছুটি—শোরসেনী √ছুট° (স° ক্ষিপ্°)। বেগে বাহির হইয়া।

৩। রাধাএ°—এ° কর্তৃকারকের চিহ্ন। বাহি—বাহিত করিয়া। গা—গাত্র, শরীর।

৪। দুতরভ—ত' বিভক্তিচিহ্ন।

৫। টলবলাএ—টলমল করিতেছে, দুলিতেছে।

৬। টালিলেক—টলাইয়া দিল, বিচলিত করিল।

৭। ছাড়ায়িল—ছড়াইয়া গেল, বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। পায়ি—পাইয়া। ভর পায়ি রাধা ইত্যাদি—তুল°—

প্রণয়কোপভূতোহপি পরাশ্রুখাঃ সপদি বারিধরারবভীরবঃ।  
প্রণয়িণঃ পরিরক্ত মুখাঙ্গনা ববলিরে বলিরেচিতমধ্যমা ॥

শিশুপাল°, ৬।৩৮

৮। জুনী—পূর্বে জণি°, জণি° এবং পরে যথাক্রমে জণী°, জণি°, জণি°, জণি° ও জণি°। যেন না। জাণে—জানিবে অর্থে। ভাষে—লিপিত পদ। ভাসিতে লাগিলেন।

পৃ° ৬৪

৩। ভূঞা°—জায়সীকৃত পদ্যাবতিতে ভূই°। ভূমি।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—ভদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি জলমধ্যগতা রাধিকাকে রসাবেশবশতঃ বহুক্ষণ এইরূপে ধরিয়া রাখিলেন।

১। কইল—করিল।

নানী—পারি না। সকল বঞ্জে—সমস্ত জীবনে।

২। পাঞ্চভাভ—সাত পাঁচ, অগ্র-পশ্চাৎ।

৩,

অধুনা যমুনামধ্যে ইত্যাদি—যমুনামধ্যে ত্রীকক্ষকর্তৃক রুতদূষণ রাধিকাকে দর্শন করিয়া বৃদ্ধা [রাধাকে] এই কথা বলিল।

১। আউলাইল চিকুরে—কেশপাশ হইতে ধসিয়া পড়িল। আউলাইল—প্রাচীন পদে,—

রাই তন্তু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দভরে  
শিরিণ কুন্তম কমলিনী ॥  
(প° ক° ত°, ২৭৪)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

মূর্ছা গেল শাচী আউলা[ই]ল কেশ।

আকুলাইত হইল, বিশ্রান্ত হইল; তুল° আকাইলেক কেশ° (পৃ° ৩০), 'আকুল কইলে কুন্তল ভার'। পৃ° ৫৬।

উল্লালে—উদ্ √লল্-অচ্°। মাধব দেবরুত আদিকাণ্ডে,—

রক্ত ঢঙ্ বোলে প্রজার আন্দোলে  
সাগর যেন উল্লাল ॥

মাধব কন্দলিকৃত স্থলরাকাণ্ডে,—

হুমন্ত বীর শরীর বেগত  
সাগর জল উল্লাল।

কোভ।

পৃ° ৬৫

১। খেআইলে—পাড়ি দিলে।

২। গাতরভরা—গা-ভরা। বাহিলেক—প্রবাহিত হইল। বাঅ—প্রা°। বাত, বায়ু।

৩। মরিচৌ°—মরিতাম। সান্তরিসাঁ°—সাঁত-রাইয়া, সন্তরণ দিয়া। সুঝিচৌ°—পরিশোধ করিতে।  
জুল—পৈশাচী প্রা°।

২। সার—হির।

- ৩। **বিচিৰ্জা**—বিক্রয় করিয়া।  
 ৪। **কতহো খনে**—কিয়ৎক্ষণে। **চাহিলাস্ত**—  
 খোজ করিলেন।  
 ৫। **গুপতে**—গুপ্তভাবে, লুকায়িত।  
 ৬। **সন্ধারে**—সকলকে। **খণ্ডী**—খণ্ডন করিয়া,  
 ক্ষমা করিয়া। **হেলা না ছাড়িহ** ইত্যাদি—সমস্ত দোষ-  
 গুণ খণ্ডন করিয়া আমার প্রতি [ এই ] অশ্রদ্ধার ভাবটুকু  
 ত্যাগ করিও না। অথবা—যাবতীয় অত্যাচার ও অপরাধ  
 ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিও না।  
 হেলা—বর্ণব্যত্যয়ে লেহা = নেহা = স্নেহ। 'গুণে'—অপরাধ।

নোকাখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

মানতুম প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রটি, অপরাধ ইত্যাদি 'অর্থে' গুণ্য  
 শব্দ প্রচলিত।

৭। **কিছুই**—অল্প কিছু। **না**—অন্তরোধে।

**বুদ্ধয়া সহিতা রাধা** ইত্যাদি—বুদ্ধার সহিত গৃহে  
 যাইয়া রাধা অভিমত্ব্যর নিকট যমুনা-পারে গমনের শব্দ  
 ( বহ ) অযোগ্যতা নিবেদন করিলেন।

অতঃপর অভিমত্ব্যকর্তৃক মোহবশতঃ মধুরাগমনে  
 নিবিদ্ধা রাধা গৃহে বসিয়া বর্ষাকালে তক্রাদি বিক্রয় করিতে  
 লাগিলেন।

## ভারখণ্ড

পৃ. ৬৬

**অথ রাধারসাবেশ** ইত্যাদি—অতঃপর রাধা-  
 রসাবেশে বশীকৃত-চিত্ত হরি পুনরায় রাধাকে লাভ করিবার  
 লোভে বুদ্ধার সহিত বহু ক্ষণ কথোপকথন করিলেন।

২। **দুগুণ**—প্রা° স°, প্রা° পৈ° প্রভৃতিতে।

**আগী**—আনিয়া।

৫। **তড় পথে**—হাঁটা-পথে, স্থল-পথে। প্রা°  
 তড়'। তট।

৮। **আণে**—চৈতন্যভাগবতে,—

ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনোঁ গিয়া ॥

( আদি, ৬ষ্ঠ অ° )।

আনি, আনয়ন করি।

৯। **ভার**—বাক, ভার-যষ্টি। **মজুরিয়া**—কারসী  
 মজদুর'। মজুর, যাহারা জন পাটিয়া খায়।

**জরতীবাচমাচম্য** ইত্যাদি—বুদ্ধার বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া মাধব সত্ত্বর ভার-দণ্ডাদি সামগ্রী নির্মাণ করিতে  
 আরম্ভ করিলেন।

১। **চামড়**—প্রা° \*চমড়' ( চর্মট ) ; ম° চামট'।  
 চর্মবৎ, যাহা সহজে ভগ্ন হয় না। **বাছি**—√বাছ' পৃথক-  
 করণে। মনোনীত করিয়া। **ছুঁচ**—সূচীর দ্বায় স্পর্শ।  
**বাঁছক**—'বিহঙ্গমাশ্রয়ং বাছকেতি খ্যাতে।' টা° স°  
 'ব্যাভাক্স (ত্রিখীঃ) কাজো' অভি' প°; 'ভারযষ্টিবিহঙ্গিকা'  
 হেম'। বাঙ্গী, বাক। **সজাঞ**—নির্মাণ করিতে  
 লাগিলেন।

**সজ**—নির্মাণ, প্রস্তুত। **করিলাস্ত**—শৃঙ্গপুরাণে,—

পিতাক খুঁড়াক আছ করিলেস্ত নমস্কার।

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তাক বিহা করিলস্ত প্রথম যৌবনে ॥

করিলেন। **রাধার কারণে** ইত্যাদি—[ অতঃপর ]  
 কামমোহিত কানাই রাধার নিমিত্ত ভার-যষ্টিাদি নির্মাণে  
 মনোনিবেশ করিলেন; অথবা—রাধার জন্ম 'পাগল রুক্ষ'  
 ভারদণ্ডাদি নির্মাণে মনোযোগী হইলেন।

২। **সুচীছে**—চিকণ করিয়া, মসৃণ করিয়া। সুন্দর  
 ছাঁচেও হইতে পারে। **টাঁছিল**—বা° √টাছ' ( প্রা  
 চছ ) তক্ষণে। পরিষ্কার করিল। **মুঠি**—মুঠ, মুঠিহে

ধরিবার স্থান। **গুঠী**—গাঁট্টা, গুটিকা, গুলি। **কাঁওএঁ**—  
প্রা° কামঅ° ( কামক ) ; এ° বিভক্তিচিহ্ন। কামা দিয়া।

৩। **নালিচা**—এক জাতীয় পাটের গাছ।

**পাট**—গাছ-পাট হইতে প্রাপ্ত অংশ। **সুসর**—গোছ।

৪। **শিকিআ**—প্রা° শিক্কিআ° ( শিকা, শিক্কা )। **তলত**—ত° সপ্তমীর চিহ্ন। **দুগুটি**—  
দুইটি। **বেঙুআ**—মুর্শাদাবাদ অঞ্চলে বেড়ো, বেড়ু।  
বি°ড়ে, হাড়ী-কলসী স্থাপনের নিমিত্ত তৃণাদি-নির্মিত  
গোলাকার আসনভেদ। **যোড়িয়া**—যত রাইয়া, যোজিত  
করিয়া।

• **অথাভিমমুজ্ঞননীং** ইত্যাদি—অতঃপর নিশা  
অবসানে বৃদ্ধা পদ্মনাভের হিতাশায় অভিমমুজ্ঞননীকে  
প্রচ্ছন্নভাবে এই কথা বলিল।

পৃ° ৬৭

১। **ধিক বাণী**—তিরস্কার-বাক্য। **কৌঅরী**—  
কুমারী।

২। **বিধি না লিখিত** ইত্যাদি—বিধাতা তা°র  
অদৃষ্টে অন্ন লিখেন নাই। **তোক্ষাতে**—তে° দ্বিতীয়ার  
অর্থে প্রযুক্ত ; যথা,—

কহিল তোক্ষাতে আশ্রি ব্রতফলবিধি।—( মৃগলুক )

৩। **বহুক**—ক° দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

**অভিমমুজ্ঞননীদত্তং** ইত্যাদি—অনন্তর অভিমমুজ্ঞন-  
জননী কর্তৃক ভূমির উপর প্রদত্ত দধি-দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া  
ভয়াতুরা রাধা বৃদ্ধাকে বলিলেন।

১। **সেমনে**—সেই মত।

• **ডরাগিলী**—ভীতা।

৪। **বহু**—বহন করুক।

১। **মজুরী**—বেতন, পারিশ্রমিক।

৫। **ততিখনে**—প্রাচীন সাহিত্যে তহিখনে°,  
তেতিক্ষণে° প্রভৃতি। তৎক্ষণে।

১। • **রাধা এ**—হে রাধা, রাধে।

পৃ° ৬৮

২। **জাইউ**—যাওয়া যাউক।

৩। **সোই**—প্রা° সোই°। সেই। **পিআসত**—  
প্রা° পিআসা° ; ত° বিভক্তিচিহ্ন। পিপাসায়।

৪। **জিগিলো**—জয় করিলাম।

১। **আউ**—প্রা° আউ° ( আয়ু° ) আয়ু। **দেসী**—  
বিজ্ঞাপতিতে,—

অধরাও বচনে উত্তরো ন দেসি।

দিতেছি। **বিহনে**—বিনা, বাতীত। **যেহ**—যেমন,  
যেদ্রুপ। **তিতা**—প্রা° তিত° , তিত্তঅ° ( তিত্ত, তিত্তক )।

**তেহ**—বিজ্ঞাপতিতে,—

যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥

তেমন, সেইরূপ।

২। **অলপ**—ক্ষুদ্র, ইতর। **চাহা**—ইচ্ছা কর।  
**ছান্দ**—ছদ্ম, ছল।

১। **কপিল**—কামধেনু।

২। **লংঘিব**—উল্লঙ্ঘন করিবে, অতিক্রম করিবে।  
**ছুঠ**—প্রা° ছুট°। ছুট। **সূজৈ**—শূত্র। [ ভাষা-  
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে উহা ক্ষুদ্র শব্দজাত। ]।

৩। **শরণ জনের**—শরণাগত ব্যক্তির।

৪। **কুঠ**—প্রা° কুট°। কুট। **বহাঅ**—বহাইও,  
বহন করাইও।

পৃ° ৬৯

১। **সহিআ**—স্বীকার করিয়া। **আগিলো**—  
মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যি কালত বিহা করি তোমাক আনিলো।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

তাহার ঘরণী হরি আনিলো ঘরক ॥

আনিলাম। **ভারী**—ভারবাহী।

২। **বড়ানি**—বড়াই, গোরব। **আপনার বড়ানি**  
ইত্যাদি—স্বয়ং স্বীয় গোরবের উল্লেখ করিতে নাই। **কহী**  
—কহিতে। **বিকলী**—বিক্রয় করি।



৩। **কথাহোত**—ত' বাক্যালকারে।

—

১। **পালি**—পাইলি। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক খালি, পালি' প্রভৃতি।

**হেনস**—হেন-ই, এইরূপ।

৪। **উপজে**—প্রা° উপজ্জই' (উৎপত্তিতে)।

—

১। **গ্রহরেক**—গ্রহরৈক, গ্রহর থানেক। **কত খনে**—কখন। **আখল**—প্রা°। অন্ন।

**বহিভে**—বহিবে, বহন করিবে।

২। **সমার**—বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

কর্পূর তাবুল পান দিও সমার বিত্তমান...

সকলের। **জাকে**—যাহাকে। **যোগাও**—যোগাই, সববরাহ করি।

৩। **ফুরাওঁ**—চুকাইয়া, বেতনাদি নির্ধারণ করিয়া।

পৃ° ৭০

৫। **বহৌ**—বহি, বহন করি বা করিতেছি।

৭। **পুরীল**—পূর্ণিত।

৮। **বহিবৌ**—বহন করিব। **বিলি দানে** ইত্যাদি—বিনা বেতনে কে তোমার ভার বহিবে?

১০। **ভৈলে**—হইলে।

১৩। **সজী**—সজ্জিত বা সজ্জা।

—

১। **ডেরছ**—প্রা° স°এ ডেরছ', প্রা° লক্ষ্মীতে তিরিছ'। তেড়চা, তিরিক্। **সীকা**—প্রা° সিক্কা'। শিক্য। **বিকা**—বিক্রয়ের নিমিত্ত।

**কাঙ্কে**—শ°কু°তে কঙ্ক'। **গন**—পৈশাচী প্রা°। গণ।

**খলখলি**—হাসির শব্দ।

২। **উলসিলী**—উলসিতা হইল।

৩। **খাঅ**—প্রা°। আখাত।

৪। **মিল**—মিলিল, দিলিত হইল।

—

**বচসো ভরণাঙ্কে** ইত্যাদি—বৃদ্ধ, তোমার কথার ভাবে এরূপ (ভবিষ্যৎ) সম্ভাবনা কিরূপে অল্পমিত হইতে পারে? তিনি মধ্যাদি নষ্ট করিলেন, এক্ষণে কি করি?

১। **পেলাইব**—ফেলিবে। **বহমুল**—বহুমূল্য।

২। **বিথর করী**—অনেক ক'রে, বহি আয়াসে।

**সজাইলোঁ**—সাজাইলাম। **সজ**—সজ্জা বা সজ্জিত।

**হউ**—হয়।

৩। **তাহাত**—ত' বস্তীর অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **সাজিতে**—সজ্জিত করিতে। **ভেএঁ**—তাহা দ্বারা।

পৃ° ৭১

**রাধিকাবচসা** ইত্যাদি—রাধিকার কথায় ভার বহনের নিমিত্ত বৃদ্ধা কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অল্পকল্প হইয়া রুট মধুসূদন বলিলেন।

১। **আক্ষার বচনে** ইত্যাদি—আমার কথায় চন্দ্রাবলী রাধাকে বল'। **বহিব**—বহন করিবে।

**পাতী**—পাতিয়া, বিস্তার করিয়া।

**এড়িল**—ভ্যাগ করিলাম।

২। **ততেরে**—তাবৎ পরিমাণ। **সুখাল**—খার-শোধ।

৩। **আগিলেহেঁ**—হেঁ' বাক্যালকারে। **হাংখ দিতেঁ** ইত্যাদি—হাত দিতে কালি লাগে অর্থাৎ সংস্পর্শে আসিলে কলরু রটে। **লিহেঁ**—লিপ্ত হয়। **কলিআ**—কালি, কলরু। **যাক বোল** ইত্যাদি—যা'কে কথায় আটয়া উঠিতে পারি না।

৪। **এবৌহো**—এখনও।

—

**নিশম্য রাধিকাবাক্যম্** ইত্যাদি—বৃদ্ধা কর্তৃক কথিত রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রসসাধিকা রাধিকাকে বলিলেন।

৬। **পুরুব কালের** ইত্যাদি—পূর্বের [অহু]পাতে [দ্রব্যাদির] মূল্য নিরূপণ করিও না; অর্থাৎ দিন-কাল কুৎসিত পড়িয়াছে। **কুইহ**—রোপিত করিও, নিরূপিত করিও। **ভিরীশুলে**—ত্রিশুলে।

৮। **বেহারিব**—বাহকরূপে নিযুক্ত করিব।

—

১। **ভুহু**—ভোগ করুক।

২। **এখানো**—এখানেও। **ফুটিল**—অদৈত গোষ্ঠা-  
মীর কড়চাতে,—

ফুটিল পুষ্পের গন্ধ অল্প স্থানে যায়।

প্রকৃতি। **খাট**—প্রা° খট্‌ (খট্‌); তামিলমলয়লম্  
কট্টল। **পাড়**—পাত, বিভক্ত কর।

পৃ° ৭২

**লড়হ**—সর, চলিয়া যাও।

২। **মানিবোঁ**—স্বীকার করিব।

৩। **মরিষহ**—মৃষ, সহনে। শঙ্করদেবকৃত ঘোষা-  
কীর্তনে,—

বারেক আর মরিষো দোষ।

ক্ষমা করিতেছ, ছাড়িয়া দিতেছ। **দাগ আধিকার**  
ইত্যাদি—(কলিতার্থ) আদৌ তোমার দান (কর)  
গ্রহণের অধিকার নাই, দান ছাড় করিবে কেমন করিয়া?  
পূর্ববর্তী পদে ‘তেজিবোঁ দাগ তোমার’।

৪। **বীণন**—বামন।

**রাধাবচনমাচম্য** ইত্যাদি—রাধার বাক্যবর্ণে কপট  
বিরসতা প্রদর্শনপূর্বক হরি দুর্জয় ভার গ্রহণ করিয়া এই  
কথা বলিলেন।

১। **নিঠুর**—প্রা° নিট্‌ঠর, নিট্‌ঠর। নিঠুর।  
**চাহ**—দেখুক। **লইউ**—লই। **জায়**—যাও, চল।

৩। **বুলু**—বলুক।

৪। **জিভেই**—ইদিত মাত্রে।

**নিগীয় কৃষ্ণবচনং** ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে ত্রীকৃষ্ণের  
কথা শুনিয়া, পরিহাস-রসে অলস-মন হইয়া, রাধা হরিকে  
বলিলেন।

১। **ওহার**—প্রা° অম্ (অদম্) শব্দের প্রথমার  
একবচনে তিন লিঙ্গেই অহ; উহার উত্তর যষ্ঠান্ত আর’  
(ভার) প্রত্যয় করিয়া অহার’ পদ হয়। এই অ হা র  
হইতে উহার, ওহার’ প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

পৃ° ৭৩

২। **কাথে**—প্রা° ককথ; এ-কার বিভক্তিচিহ্ন।

৪। **আজারি গহনে**—আমার পথে। **গহন**—

মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক গাহন; গহন, গবন, গন’ প্রভৃতি  
শব্দের মূল গমন’ হইতে পারে। নিম্নে কএকটি উদাহরণ  
সঙ্কলিত হইল। চর্যাপদে,—

অবগাগবণে কাহু বিমন ভইলা ॥

কুন্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

হয়মান বলে রাম কমললোচন।

তোমার কুপায় আমার এক দণ্ডের গন ॥

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে,—

রাজপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।

অনাহত নহি আমি বলে দেহ গন ॥

প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থ গরন’ শব্দের প্রয়োগ অবিরল।  
মৈথিল ভাষায় গওনা’ বা গরনা’ অর্থে দ্বিরাগমন।

[গোহন S. M. (rustic). The inclined path  
along which the bullocks move in drawing  
water from a well. J. T. Platts’ H. E.  
Dictionary.]

—

১। **বড়ায়ি সাখিএঁ**—বড়াই প্রমাণে বা বড়াইর  
সমক্ষে।

৪। **আরতী না করী**—আর্তি করে না বা করিতে  
নাই। **গোপত কাজত ছয় আখি বারী**—গুপ্ত  
কাজে ছয় আখি (বারণ করা হয় বা) বারিত হয়। বারী  
—প্রা° বারিঅই’ (বাধ্যতে)।

৫। **চকোর**—পার্কৃত্য পক্ষিবিশেষ। প্রবাদ, ইহার  
চক্রে স্বধাপানে পরিতৃপ্ত হয়।

৬। **আছিলাহা**—ছিল।

৮। **মানো**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোমার উপাসে মুঞি মানোঁ উপবাস।

(মধ্য, ১০ম অ’)

ভবানন্দের হরিবংশে,—

যুগ পরিবর্ত মানোঁ জিওতে মরণ ॥

মানি, স্বীকার করি।

—

১। **বিধাতাএঁ**—এ’ কর্তৃকারকের চিহ্ন। **জাঅ**—  
প্রা° জাব’। যাবৎ। **বহী**—বহন করি।

২। **লাজক দিঅী ডিলাজলী**—লাজার মাথা

থেয়ে। তিলাঞ্জলি—মুতের উদ্দেশে সতিল জলাঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা হইতে বিদায়ের ভাব পরম্পরায় ত্যাগ অর্থ আসিয়াছে। **সুদৃঢ় থাকিএ** ইত্যাদি—ইহা [ যেন ] তোমার মনে দৃঢ়ভাবে নিবন্ধ থাকে। থাকিএ—থাকে। **এহো**—ইহাও।

৩। **পাণে**—প্রতি।

৪। **নাছারিআ**—নামাইয়া, অবতারিত করিয়া।

১। **এড়িলেছে**—হে' বাক্যালঙ্কারে। ত্যাগ করিলে। **ছাড়াএ**—ছড়াইয়া পড়ে, বিক্ষিপ্ত হয়।

২। **বৈশে**—প্রা° বইসই' (উপবিশতি)।

৪। **দধি ভার লআঁ**—কিছু হাসে—কানাই তখন দধিভারের অল্প রাধার অত্যধিক উৎকর্ষা দেখিয়া, অথবা পুনঃ পুন তাঁহার প্রতি দৃষ্টি অমুরাগের নিদর্শন ভাবিয়া, ঈশং হাস্তযুক্ত কটাক্ষ করিতে লাগিলেন।

পৃ° ৭৪

**কালকেপাসহ** ইত্যাদি—বিলম্ব-কাতর সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ সলজ্জ নয়নে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাধাকে এই কথা বলিলেন।

২। **নহিব**—হইবে না। **বহ**—বহন কর।

**লাজেসি**—লজ্জাতেই। **হারায়িএ**—হারায়, নষ্ট হয় বা করে।

ভারবণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

৩। **বহএ**—প্রা° বহই। বহন করে।

৪। **সমতী**—সম্মত, একমত।

১। **বোলে নাহি ভাষ**—ভুল° 'বোলত ভুলঃ পাতি' ॥ (বিভা°)।

৩। **ঘাঅ**—প্রা°। ক্ষত।

৬। **রুখ**—প্রা° রুখ°। রুক্ষ°। **আসিত্তে**—মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিতে। **পুরিবোঁ**—পূ° করিব।

৭। **ধারৈ**—ধারায়।

**রাধিকাবাচমাচম্য** ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিকতর প্রমোদবশতঃ মস্থরগতি চতুর হরি ভাগ লইয়া রাধার অঙ্গগমন করিলেন।

১। **সুখিএ**—শুনিয়া।

**নয়ন নেবারী**—চক্ষের অন্তরালে। নেবারী—নিবারণ করিয়া, এড়াইয়া।

২। **মনমথৈ**—কামে।

৪। **জুন**—প্রা° জুন°; হিং শূন°; ম° জুন°; শু° শুন°। শূন্য।

## ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড

পৃ° ৭৫

২। **ঠান্নিত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। স্থানে।

৩। **রৌদ পাড়িআ**—সূর্যের উত্তাপ প্রশমিত হইলে। পাড়িআ' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৪। **তরল নয়নে**—চকিত দৃষ্টিতে। **কোপিল**—

কোপযুক্ত, কুপিত। **রহিলছে**—মৈথিলী। 'রহিয়াছে'; অবস্থিত।

**অথ রাধারসালাভপন্নিনয়ন** ইত্যাদি—অতঃপর রাধিকার রমণ্যভে বঞ্চিত হইয়া ব্যথিতমনা হরি

একটু বেশ তেজের সহিত খর খর ছ'কথা শুনাইয়া  
দিলেন।

১। **ভাণ্ডসি**—ভাড়াইতেছ, প্রতারণিত করিতেছ।  
**পেলাঅসি**—কেলিয়া দিতেছ, ঠেলেতেছ।

২। **সংহারী**—সংহার করি। **বিবুধি লাগিল**—  
দুঃখিত হইল, কুবুদ্ধি জুটিল। **বহিল**—উত্তম পুরুষের  
ক্রিয়া।

৩। **আজ্ঞে**—বহুবচনের পদ।

৪। **কৈলি**—নিশ্চিতই।

২। **কহিব**—বলিবে।

৩। **সম্ভেদ**—বিজ্ঞাপতিতে,—

এছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

হেনয় সম্ভেদ কহি ইন্দ্রদের

স্বর্গক চলি গৈলন্ত।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

বিভীষণে কহিলেক সকল সম্ভেদ।

সংযোগ, মিলন; (এখানে) অবস্থা। **যেহেন সম্ভেদ**  
**হএ** ইত্যাদি—অবস্থার অন্তরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

পৃ.° ৭৬

**করী**—করা হয় বা করিতে হয়।

৪। **এখনে আরতী** ইত্যাদি—আদ্বিতে এখন কোন

ফল হইবে না।

**অধুনা ন বিধাতব্যং** ইত্যাদি—রাখে, যদি তুমি  
এক্ষণে আমার মনোহিত না করিবে, তবে অবিলম্বে বহুবিধ  
দান দাও।

১। **হাটে দান দেহ** ইত্যাদি—ঠেটা দানে কেন দই  
দুখ বেচিবে? এই পথকর ব্যতীত হাটদান দাও! বহী  
—স° বহিঃ। বই, ব্যতীত।

৩। **বাজে**—হি° ব্যাজ' (বুদ্ধি)। দান, শুদ্ধ।

। **পরচুর**—প্রচুর। **ভাবন**—বেশবিশ্বাস;

নাগরীপনা।

৬। **ভিন্ন দাণ দিবোঁ** ইত্যাদি—পথকর দিব, এ

ছাড়া আবার এই দই দুধের উপর পৃথক দান দিব,—কি  
আর কি! ভিন্ন—ভিন্ন।

৭। **লিখন পাটা** ইত্যাদি—গুরুপঞ্জীর আদেশে  
পাটা লিখিত। পাটা—প্রা° পটঅ'। কাঠ বা ধাতুফলকে  
লিখিত নিয়োগ-পত্র।

১০। **ঘুসসি**—ঘোষণা করিতেছ। **নারিক**—  
দ্বীলোককে।

১১। **শতেক**—শতৈক, এক শত।

১২। **লার্ভে মুলে** ইত্যাদি—তোমার দান দিতে  
লাভে মুলে অর্থে কুলায় না। নীটে—[না এবং √আই  
বন্ধনে]। আটে না, পথাগু হয় না।

১৩। **তোক নাহি হরোঁ**—তোমায় বল করিতেছি  
না অর্থাৎ তোমার উপর বল প্রয়োগ করিব না। হরোঁ'  
একে বঞ্চনার ভাবও আসে। **দাণ লওঁ** ইত্যাদি—পাথ  
করিতেছি, যদি দান গ্রহণ করি।

১৪। **পরহার**—পরহার কর, পরিত্যাগ কর।

২। **মাণিলোঁ**—মানিলাম, স্বীকার করিলাম।

**ভালমণে**—ভাল মতে, উত্তমরূপে।

৩। **টালিঅাঁ**—টলাইয়া, বিচলিত করিয়া। **বাসে**  
—বোধ করে।

৪। **তাহাকেহোঁ**—তাহাও।

১। **সিহাল**—প্রা° সেআল'। শৈবাল।

পৃ.° ৭৭

**গাল দণ্ড**—নলাকার দণ্ড। **অখণ্ড**—অখণ্ডিত, নিটোল।

**গণ্ডযুগ শোভে** ইত্যাদি—পূর্বে 'গণ্ড মধুক সমানে'।

**সরোঅরময়ী**—সরসীরূপা।

২। **অপুরুষ কুচ** ইত্যাদি—বিজ্ঞাপতিতে,—

কুচ জুগ চারু চকেবা।

৩। **ফুটিত**—প্রস্ফুটিত। **আরপিল**—অপিত।

**শোভের**—শোভা পাইতেছে।

৪। **নাল**—রক্তাদির কাণ্ড।

**কৃষ্ণ বচনং** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া

সবসময়ানসা বাধা বৃদ্ধাকেই আদরে নিজাভিমত জ্ঞাপন করিলেন।

১। পরিহার—অনাদর, উপেক্ষা।

৩। পরবলে—প্রবল, প্রখর। তোলবলে—

গুণরাজ খানরুত ত্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

ধাইতে যশোদা হইল ঘামে তোলবোলে ॥

কৃতিবাসী অরণ্যকাণ্ডে,—

হেথা সে রবির তাপে জনককুমারী।

ঘামে তোলবোল অঙ্গ সহরিতে নারি ॥

(৩৭ সংখ্যক পরিষদের পুথি)।

কাশীদাসী দ্রোণপর্বে,—

রক্তে তন্তু তোলবোল বিকল শরীর।

উবুরি-চুবুরি, আঙ্গুত, স্নাত।

৪। আইস্ন—আস্ক।

১। ছাতী—প্রা° ছত'। ছত্র।

২। চিন্তিহ—চিন্তা করিও।

১। পারিবোঁ—পারিব।

পৃ.° ৭৮

৩। ভাণ্ডিবারে—ভাঁড়াইতে, প্রতারণা করিতে।

৪। ভোজ্যে কি না ইত্যাদি—ত্রিভুবনের সংবাদ তুমি না জান' কি? অর্থাৎ সমস্ত সংবাদই অবগত আছ।

৬। মাজী—প্রার্থনা কর।

৭। মাজী—প্রার্থনা করি।

চতুর্থঙ্কের টীকা সম্পূর্ণ।

## বৃন্দাবনখণ্ড

২। সিক্ত—সিক্তি করি। এখাঁ আগ সন্ধে

ইত্যাদি—জয়দেবে,—

অহমিহ নিবসামি বাহি রাধামহুন্নয় মঞ্চচেনন চানয়েথাঃ।

(গীত°, ৫ম সর্গ)

৩। বিটপ—(এখানে) সখী।

১। এবেঁ মলয় পবন ইত্যাদি—পদটি জয়দেবরুত

‘বহতি মলয়-সমীরে মদনম্পনিধায়’ পদের আদর্শে রচিত।

জাগাএ—জাগাইতেছে। বিকসএ—প্রা° বিকসই'।

বিকসিত হইতেছে। ফুটি—বিদীর্ণ করিয়া।

২। স্নতে—শয়ন করে। সোঁঅরে—প্রা° স্মরই'।

স্মরণ করে।

পৃ.° ৭২

৫। তুলিবাক—মৃত্যুপুরাণে,—

পুষ্প তুলিবাক পশ্চিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি ॥

তুলিবার।

৬। চলিহলি—যাইও, গমন করিও।

৭। প্রবোধিত্তে—স্তোক দিতে। নারিবোঁ—পারিব না।

১১। তা সমাক—তাহাদিগকে বা তাহাদের সকলকে। ভরছিঅঁ—ভৎসনা করিয়া।

১২। তাক—আমানের মাতাকে। ভরছিলেঁ—ভৎসনা করিলে। বিকণে—বিক্রয় করে।

১৪। এন্নি—এই।

অথাভিমমুজ্ঞাননৌ ইত্যাদি—অনন্তর বৃদ্ধার বাক্য-মুসারে গোপীগণ অভিমহ্যজ্ঞাননৌকে বাক্যরূপ ঝাণ দ্বারা ব্যথিত করিতে লাগিলেন।

১। সতন্তরী—স্বাধীন।

২। কহে—প্রা° কই (কথয়তি)। বিকাঁএ—বিক্রীত হয়।

৬। **গোআলভ**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

**আন্ধারা**—পরবর্তী পদে,—

বিকল দেখিছা তখা রাখোআলগণে।

পুছিল তোন্ধারা কেহে তরাসিল যণে ॥ পৃ.° ২১

আন্ধারা মরিব শুণিলে কাঁশে।

তোন্ধার হসিবে সকল নাশে ॥ পৃ.° ১০৪

সমগ্র গ্রন্থমধ্যে বহুবচনে রা' প্রত্যয়ের মাত্র তিনটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্বে,—

তবে কথ মুনি কথা তাহাতে কহিল।

আন্ধারা নিকটে থাকি সে কথা শুনিল ॥

(শকুন্তলার উপাখ্যান)

যদ্যন্ত আন্ধার' পদের উত্তর গৌরবার্ধে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আন্ধা রা হইয়া থাকিবে। **হৈলাহেঁ**—হইলাম।

৪। **তা সন্ধার**—তাহাদের বা তাহাদের সকলের।

**অবসরমণিগম্য** ইত্যাদি—এই অবসরে বৃদ্ধা ব্যগ্র-ভাবে সত্বর রাখার নিকট আসিয়া হরির চরিত্রবিশেষ উল্লেখ করিতে করিতে তাঁহাকে মর্ষবেদনায় বিদ্ধ করিল।

১। **তোর রতি আশোআশেঁ** ইত্যাদি—পদটি জয়দেবের 'রতি-সুখ-সারে গভমভিসারে মদনমনোহরবোশম্' এই স্থপরিচিত পদের উৎকৃষ্ট অঙ্কুরণ। **আশোআশেঁ**—আশ্বাসে। **তোন্ধার শঙ্কেত** ইত্যাদি—ভুল°—

তুয়া নিজ নাম শ্রাম করি সঙ্কেত  
বাজায় মুরলী মৃদুভাবে।

**বাজাঞ**—বাদিত করিতেছেন।

**কালিনীর**—কালিন্দীর, যমুনার।

২। **তোর তত্তুগত রেণু** ইত্যাদি—ভুল°—

তুয়া তহ পরশি ধুলিয়েণু উড়ত  
তারে পুন পুনহি প্রশংসে ॥ (গিরিধর দাস)

**তাহাকে**—তাহাকে[ও]। **পাত**—প্রা° পত'। পত্র।

পৃ.° ৮০

৫। **মালী**—অভিমানী।

**আয়ুগত**—অযুক্ত।

**অথাতিমদ্যজননী** ইত্যাদি—অতঃপর অভিমদ্য-জননী [রাধাকে] মথুরাগমনের অহুমতি দিলেন এবং রসালগমনা রাধা গমন করিলেন।

৩। **ফুটিলছে**—প্রক্ষুটিত হইয়াছে। **পিঁজি**—পরিধান করিয়া। **করিউ গমনে**—যাওয়া যাউক।

১। **সুবুধী**—সুচতুর।

২। **কাহাকো**—কাহাকে[ও]। **হাটুআ**—হাটে যাহারা বেচা-কেনা করিতে যায়।

**আণ্ড বাঢ়ারিআ**—আগ বাড়াইয়া, অত্যাশি পশ্চিম-রাতে প্রচলিত। অগ্রসর হইয়া, প্রত্যাদ্গমন করিয়া।

**অথ বৃন্দাবনাদেভ্য** ইত্যাদি—অতঃপর বৃন্দাবন হইতে সত্বর আসিয়া মধুসূদন সখীগণপরিবৃত্তা রাধাকে এই মনোহর কথা বলিলেন।

১। **বিলাস কৈল আপণে**—মুগ্ধিমান হইয়া আবিভূত হইল।

**গুলাল**—*Diospyros Ramiflora* জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ। ত্রিপুরাঞ্জে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। **লবঙ্গ**—লবঙ্গলতা, *Luvunga Scandens*। প্রাপ্তিস্থান—ত্রিপুরা। **শেবতী**—(সেঁঅতী, সিঁউতী)—স' দেবতী'। গোলাপ শ্রেণীর যেত পুষ্পবৃক্ষ-ভেদ। **সুধী**—সেঁউতী-জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ। **পাল্লি**—স' পাটলী'। পাকল। **তুলালী**—চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঢুলীচাপা, *Magnolia Petrocarpa*।

পৃ.° ৮১

**রজানী**—প্রা° রজনি, রজ্জী, রয়ণী'। রজনী।

২। **আম্বই**—অশন। **আলাতিআ**—আবাড়িয়া।

**গন্ধ টগর**—তগরাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। **বনমাল্লী**—বনমল্লিকা। **কেশর**—পুরাগ। **ভিণিশ**—তিনিশ। **বহুল**—প্রা° বউল'। বকুল। **সেআলী**—প্রা° সেহালিআ' (শেফালিকা)। **সিঅলি**—বেচ বা বৈচিত্রজাতীয়

বৃক্ষবিশেষ; *l'alcourtia Romontchi*। **কুহুম**—কুহুম। **ওড়**—জবা। **রেবতী**—কোল-ভাষায় রেবতা', ঐরাবত। **রাজনাগর**—রাজন, (বৃক্ষ) এবং বিহারী অগর', *Dillenia Pentagyna*। **প্রাপ্তিস্থান**—বিহার, ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **ধাতুকী**—ধাইফুল। **আমুলিঅ**—অমুলিয়া। **প্রাপ্তিস্থান**—ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম। **কিংশুক**—পলাশ। **চুর্মা**—তিলকবৃক্ষ। **থকী**—লতাভেদ, থাঞ্চ নামে পরিচিত।

৩। **কুজা**—কুজক। **কুটুজ**—(কুটজ), কুঁড়চী। **কেম্বু**—গাব (মাকড়)। **মধুর**—মখন' হইবে কি? **সিদ্ধুবার**—নিসিন্দা। **রবি**—রক্ত আকন্দ। **ছাতিঅন**—প্রা° ছতিবন'। ছাতিম। **ভাষ্টি**—ভাঁট, ঘেঁটু গাছ। **দুধিআকন**—শ্বেত আকন্দ। **কসাল**—অম্বজল রক্তবর্ণ। **উগর**—তগর। **মধুকর**—ভদ্ররাজ। **বাড়িআল**—১২শ শতকের রূপ বালিআড়'; বেলেড়া। **সৈনাছল**—হি° শম্বাহলী', *Xanthium Strumarium*। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে জন্মে। ফুল পীতবর্ণ। কেহ কেহ সোণালু বলেন। **ঘাটাপারলী**—ঘটাপারুল। **পিপলী**—পিপল, অশ্বখবৃক্ষ। **কাপাসি আসন**—আসন বৃক্ষের প্রকারভেদ।

৪। **ছোলজ**—টাবা। **নারজ**—নাগবসতি রঞ্জিত করে অলিঙ্গা কমলা লেবুর নাগরদ বা সংক্ষেপে নারদ নাম হইয়া থাকিবে। নাগজ্ঞাতির বাস মধ্যভারতের নাগপুর এবং আসামের নাগা পর্বতে। **লেম্বু**—স° নিম্ব'; ও° নেম্ব'। কাগজি, পাতি প্রভৃতি। **আষড়া**—প্রা° অষাড়অ' (আয়াতক); টি° স° অষাড়'। **চেরু**—? **বেরু**—প্রা° বের'; সি° বের'। বদর। **অকেরু**—বোধ হয় সফরি' (পেয়ারা), লিপিকার-প্রমাদে স° স্থানে অ' হইয়া গিয়াছে। **থেকর**—থৈকল। **সাতকড়া**—কমলা জাতীয়। **আঁওলা**—প্রা° আমলঅ' (আমলক)। **কমলা**—স° কমলক'। **পাণিআল**—পানিআল নামেই প্রসিদ্ধ, *Flacourtia Cataphracta*। **লবলী**—নোয়াড়ী গাছ বা শিল আমলা। **বোহারী**—বহবার। কোথাও কোথাও লাসোরা বলে, *Cordia Myxa*। **ভোহাকু**—১২শ শতকের রূপ ডহআ'। ডেও। **কুড়ুম**—*Polyalthia Cirasoides*। বিহার, ছোটনাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে

জন্মে। **চালনি**—হি° চিলোনী'। **পুমাগ**। **টাভা**—টাবা, *Citrus Medica*।

৫। **কঠোআল**—১২শ শতকের রূপ কণ্ঠআল'। **কাঠাল**। **মহ কুত**—মধুর-বসপূর্ণ। **মহ—প্রা°**। **মধু**। **কুত**—কুত, চর্মা-নির্মিত আধার-ভেদ। **অগথ**—অগস্তা, বকফুল। **কপিথ**—কপিথ। **সুন্দরী**—সুন্দরী। **বর**—বট-বৃক্ষও হইতে পারে। **আগর**—প্রা° অগর'। **অগর**। **সুগন্ধেসরী**—গন্ধেশ্বরী।

৬। **কাসিমল**—কাসমদ'। **ভালা**—প্রা° ভল্লঅ'; 'ভল্লাতকে ভালা ইতি রায়ভরতো'। **ভিলোল**—ভল্লী, লোধবৃক্ষ। **চাঙ্গলী**—অর্কাটান স° চম্বলি' (চম্পকেলি)। **শু° পু°এ চামলী**, **চ° প°এ চামেলি**। **সুকেল লোচন**—সুকোলী, ক্ষীর কাকোলী এবং লোচনী, মহাশ্রাবণিক। হইতে পারে। **ভোজপাত**—পা° 'ভুজপত'। ভুজবৃক্ষ। **চাম্পাতী**—বুঝা গেল না। **চাকলি**—চাকুলে। **আতভড়ি**—আতমোড়ি। **জিআপুত**—১২শ শতকের রূপ পূতাজিআ'। **পুতরী**। **পাকড়ী নাকড়ী**—অশ্বখাদিবর্গের তরুভেদ। **বীরভূম অঞ্চলে** পাকড় ও নাকড় নামে প্রসিদ্ধ; পাকড় লাল, নাকড় শাদা। **বন সোণাকড়ী**—বন্য অতসী। **সাহড়**—সেওড়া। **আঁকোড়**—টি° স° অকোড়'। অকোট। **কুহয়**—কোহ, অর্জুন-জাতীয়। **বহড়া**—'বিভীতকচতুষ্কং বহেড়ীতি খ্যাতায়াম্' টি° স°। **প্রা°** বহেড়অ'। **কাঠ লাড়িকা**—কাঠ মালিকা (মল্লিকা) হইতে পারে। **কড়য়ি**—কড়ুই, শ্বেত শিরীষ, *Albizzia Procera*। **আড়য়ি**—পীচজাতীয় তরু। **সাজে, রাজে**—শোভা পায়। **গর্জন**—গর্জন বৃক্ষ। **হরিড়া**—হরীতকী।

৭। **আকোরল**—স° অকোড়', অকোট। **আথ—**রোট। **জিঙ্গার**—জিঙ্গী, জিগের গাছ। **জাফ**—জাফা। **সুদর্শন**—*Crinum Latifolium* জাতীয় গুল্মবিশেষ। **মহাসুন্দা**—হেলা জাতীয়? **বাজবারণ**—বজ্রফল, চরকমণি। **বিষ করঞ্জ**—কট' করঞ্জ। **ছাত্রিগণে**—ছাতিম। **লতা আষ**—লতাম্র। **কুশি-আর**—প্রাদেশিক কুশইর', কুশাইর', কুশর'। ইকুভেদ'। **ধরমুজা**—ফা° ধরমুজ। *Cucumis Melo*। **কাকড়ী**—প্রা° ককড়িঅ। **কাড়ু**। **বাজী**—ফুটি।

পেঁহটা—বর্ধমান অঞ্চলে জয়ে। সাউর—সারাল, তিল। সোআশে—শসা। পিআ—পান করিয়া।

৮। শুজে—শুজ বেড়াও হইতে পারে। কোকিল—‘পিকাদিশকা ন কচিদার্যাণাং প্রসিদ্ধাঃ। শ্লোচ্ছানান্ত কোকিলাদিব্ প্রসিদ্ধাঃ।’ স্বপ্নে—শুনিয়া।

পৃ.° ৮২

৩। সযন—পুনঃ পুনঃ। হাঙ্গী—পরে হাঙ্গী’। ‘জৃগ্ণস্বয়ং হাঙ্গীতি খ্যাতায়াম্।’ টী° স°। শব্দরদেবকৃত ঘোষাকীৰ্ত্তনে,—

তুলিলাহা হামি যশোদার পিয়া স্তন।

হাই, জৃগ্ণ। সযন ছাড়িল ইত্যাদি—স্বন্দর দন্তপাতি দেখাইবার নিমিত্ত রাখা হাই তোলার ছলে পুনঃ পুনঃ ‘মুখ মেলিলেন’।

অশরীররসাবেশ ইত্যাদি—রসালস মাধব রাধিকাকে অনঙ্গ-রসাবেশে আবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহাকে আদরে ডাকিয়া, এই কথা বলিলেন।

১। রোল—প্রা° লক্ষী, হু° চ° প্রভৃতিতে। শব্দ, কোলাহল। আছুক মাছুব ইত্যাদি—মাছের ত কথাই নাই, দেবতারাও (সেই স্বললিত ভ্রমরগুঞ্জন শুনিলে) মোহিত হইয়া পড়েন।

রাধা ভোর মোর ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) রাধে, তুমি ও আমি এই বৃন্দাবনে মিলিত। আজ বাস্তবিকই তোমার রূপ-ঘোবন সার্থক।

২। পঙ্ক—পর’, পরিধান কর। খাঅ—খাহ=খাঅ=খাও।

৩। দেখাওঁ—দেখাই। তখাঁক—মথুরাক’ শব্দের টকা দ্রষ্টব্য।

২। সজ্জাতেন্নি—সবেতেই, সকলেই। লোভে—লোলুপ হয়।

পৃ.° ৮৩

বিলসিবৌ—বিলাস করিব, উপভোগ করিব।

৩। করায়িবৌ—করাইব।

৩। তেহমভে—সেই ভাবে বা রূপে। নিল—

লইলাম। জনী—পূর্বে জনি’, জুণি’। পূর্ববঙ্গের প্রদেশ-ভেদে নিষেধার্থে জাণি’ শব্দ প্রচলিত। যেন না।

১। যাহ—জাহ—জাঅ—জাও (—যাও)। যেনমণে—যথাভিলাষ।

২। জীঅ—জীবিত থাক। আক্সারে—বহু বচনের পদ। আভএ—প্রা° অভঅ’; এ’ দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

৩। খণেক—কণেক। সিধী—সিদ্ধি, সাফল্য।

৫। এক তরুণীকে দেখায়িল ইত্যাদি—তুল°

মৃদুচরণতলা মৃদুঃস্থিতস্বাদসহতরা

কুচকুস্তোভরস্ত।

উপরি নিরবলম্বনঃ প্রিয়স্ত

শ্রুপতদখোক্ততরোচ্চিচীষয়ন্তা ॥

শিশুপাল° ৭১৮৮

৬-৭। আয়র গোপী বুয়িল ইত্যাদি—তুল°

উপরিজ্ঞতরুজানি যাচমানাঃ কুশলতয়া

পরিরন্তলোলুপোহন্তঃ।

প্রথিতপুথুপমোদয়াং গৃহাণ স্বয়মিতি’

মুদ্রবধুমুদাস দোভ্যাম্ ॥

শিশুপাল°, ৭১৮৯

৮। কাঁটাল—‘গোলীচো ঝাটলো ঘণ্টা-পাটলিগোন্ধ-মুদ্রকৌ।’ অমর°। [কাঁটাল H. H. Wilson’s S. E. Dictionary] ঘণ্টা পারুল। কাপিলেক—ঢাকিল, আবৃত করিল।

১০। ভয়মনী—ভয়মনা। ভয় মানিয়া’ এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

পৃ.° ৮৪

১১। পুরিঅঁ কোলে কৈল—গাঢ় আলিঙ্গন দিল।

১২। হেল মনে—এই প্রকারে; ভাল মনে’ শব্দ তুল°।

৩। নারিল—পারিলাম না। পাত পাতিঅঁ ইত্যাদি—আশা দিয়া কেন বঞ্চিত করিতেছে? আসত



—প্রা° আসা°; ত° সপ্তমীর চিহ্ন। **সহন**—সহ্য করা।  
**তোআএ**—তোমাঘ বা তোমার।

১। **রমএ**—প্রা°। রমণ করে।

২। **পুরী**—পূর্ণ করিয়া।

৩। **সন্নে জাণিল** ইত্যাদি—সকলে কানাইর মনে আপনাকে রাখা হইতে অধিক বলিয়া জাণিল অর্থাৎ সকল গোপী রাধাপেক্ষা আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়তমা ভাবিল। রাধাতে—তে° পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **সংহরী**—সন্কোচ করিয়া, সম্বরণ করিয়া।  
**গেহে**—গৃহ।

**নিম্নস্তু্যঃ স্তুপ্রশংসন্ত্যঃ** ইত্যাদি—গোপবধুগণ পরস্পর নিম্না করিতে করিতে এবং দামোদরপ্রিয়ার প্রশংসা করিতে করিতে কৃষ্ণ বিষয়ে অতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১। **আহা**—প্রা° ও স° অহহ°। খেদে।

পৃ° ৮৫

**সুতীথে**—সুতীর্থে। **কতী**—প্রা° কথ°। শূ° পু°এ কথি°; বিজ্ঞা° কতি°। কোথা।

**গাঅী**—গান করিয়া। **বাঅী**—মাদবদেব কৃত আদিকাণ্ডে,—

তুলি ছত্র দণ্ড বায়া বাস্তভণ্ড

করিব লোকে উৎসব ॥

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

কুচনী পাগল কর সিঙ্গা ডব্বর বায়া।

বাদন করিয়া। **করতালী**—খটতালী বা ঘটতালী, ঘন যন্ত্রের অন্ততম; Cymbal।

২। **কুশক্ষেত্রে**—গঙ্গাবতীরতীরে (?)। **পুক্ষর**

—ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠিত পুক্ষর নামক পুণ্যতীর্থ, আজমীরের নিকট অধুনা পোকর নামে খ্যাত। **সিনান**—অর্দ্ধমাগধী। প্রা° স°এ সিগাণ°; শূ° পু° প্রভৃতিতে সিনান°। শব্দটি রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে অদ্যাপি প্রচলিত। স্বান। **অষ্ট মহাসিধী**—অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িত্ব, এই অষ্টবিধ সিদ্ধি। **নিষী**

—দৈব-সম্পদ; পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্ত, কুর্খ, উল্ক, নীল, মুকুন্দ ও শব্দ, এই আট প্রকার নিধি।

৩। **কেদার**—হিমালয়ের অন্তর্গত মন্দাকিনীতটে প্রতিষ্ঠিত মহাদেব। **বদরী**—বদরিকাশ্রম বা ব্যাসতীর্থ, কুমায়েন প্রদেশের অন্তর্গত অলকানন্দা নদীতটে। **বটেবরে**—কান্দীরস্থিত লিঙ্গতীর্থে। **গঙ্গা সঙ্গত সাগরে**—সাগর-সঙ্গমে। যা—যাহাকে।

৪। **রোবিলি**—কষ্ট।

১। **রাক**—রক্ত, দরিদ্র। **ভেন**—পূর্বে তেহ°, তেহেন°। তেমন। **মিলিঅী**—প্রা° মিলিঅ°। কি **রঙ্গসি** ইত্যাদি—আমার কি মুখোজ্জল করিতেছ°? অথবা আমার কি মুখোজ্জল(ই) না করিতেছ°? **রঙ্গসি**—রঞ্জিত করিতেছি।

**ভুজো**—ভোগ করি।

২। **আইলাহা**—আছিল্লাহ° শব্দ তুল°। আসিলে।

**ভজিলো**—ভজিলাম, সেবা করিলাম।

৩। **নাছিল**—না আছিল, ছিল না।

১। **যদি কিছু বোল** ইত্যাদি—জয়দেবকৃত ‘বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী’ এই প্রসিদ্ধ পদের অমুবৃত্তি।

পৃ° ৮৬

**মাণে**—অভিমানে।

২। **হান**—আঘাত কর, প্রহার কর। **যতনে**—নির্লক্ষ সহ।

৩। **মলিন নলিন**—নীলোৎপল শ্রাম। **রঞ্জিলে**—রঞ্জিত করিলে, বিদ্ধ করিলে। **তোআর নয়ন** ইত্যাদি—জয়দেবে,—

নীলনলিনাভমপি তদ্বি তব লোচনং

ধারয়তি কোকনদরূপম্।

কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি

কৃষ্ণমিদমেতদধরূপম্ ॥

(গীত°, ১০ম সর্গ)

**করউ**—প্রাকৃতে বিধি প্রভৃতি অর্থে প্রথম পুরুষ এক

বচনে উ' প্রত্যয় হয় ; 'উ হু মু বিধাদিধেবচনে' প্রা° প্র°, ৭।১৮। করক ।

৪। **মদন গরল খণ্ডন**—কাম-বিষের খণ্ডনকারী ।  
**মাথার মণ্ডন**—শিরোভূষণ । কীরীট, কুণ্ডল, হার, চতুর্ভী (পদক), বলয়, অঙ্গুরীয়ক, কেশ্বর এবং নুপুর প্রভৃতিকে মণ্ডন বলে ।

**অবধীৰ্য্য কাকুমিতি** ইত্যাদি—রাধিকা রোষবশে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কাকুমিতি মাত্র মনে করিয়া, কোন উত্তর করিলেন না । অনন্তর [ কাতর প্রার্থনাহেতু ] সলজ্জ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধপরবশ হইয়া বিহিত ব্যবস্থা করিলেন ।

১। **লক্ষকের**—বর্গীর উত্তর এই কের' প্রত্যয়, প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক কেরক' শব্দেরই রূপভেদ । **ফুল ধাড়ী**—বিভাগপতিভে,—

গুরুজন কহি হরজন সঞে বারি ।

কোতুকে ফুল করসি ফুল ধারি ।

সহচরি সঞে বই। কয়ল ফুল ধারি ।

কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি ॥

হি' ফুলধাড়ী' । ধারাকারে পুষ্প-বর্ষণ । **লক্ষকের বৃন্দাবন** ইত্যাদি—লক্ষ টাকার বৃন্দাবন আমার পুষ্পোচ্ছান ; নিবারণ সম্বন্ধে রাধা কেন বৃষ্টিধারাচ্ছলে [অনর্থক এত] ফুল নষ্ট করিল, বড়-মা ?

২। **গেণ্ডু**—প্রা° গেণ্ডু', গেন্ডু' । পশ্চিমবঙ্গে গেণ্ড' । প্রাচীন সাহিত্যে কন্দুক ক্রীড়ার উল্লেখ অবিরল ।  
**তোলে**—প্রা° তোড়ই' ( ত্রোটয়তি ) ।

৪। **আহুড়ী**—শু° পু°এ আহুড়ি' । আকর্ষণী ।  
**পাখুড়ী**—অপ° ভাষায় পঞ্চুড়িআ' ; প্রাচ্য হি° পংখড়ী' ।  
'পংখুড়ী পত্রম্'—দে° না° মা° । চর্চাপদে পাখুড়ী' ; অস° অরণ্যকাণ্ডে পাকরি' ; তুলসী রামায়ণে পাখরী° ।

৬। **চিহ্নে**—প্রা° চিনহই' ( পরিচয়তি ) ।

৮। **দেস্ত**—দিউক । **রাখিবৌ**—রক্ষা করিব ।

**দোড়ী**—দেবী দাড়ী' ( হৃদয়কনকং ) । দড়ি ।

১। পরিবৎ-সংক্রমে ফুল বারি' ; কাব্যবিশারদে ফুল বারি' ; অক্ষর বাহুয় প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ফুল খেরি' । ফুল বারি' পাঠে আশ্বিনের সঙ্গত মনে হয় ।

১০। **আহুধর**—মাধব কন্দলীকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—  
বুলিল যে আগে অহুধর ।

অহুচিত বাক্য, দুর্ভাষ্য ।

**নিশম্য কৃষ্ণবচনং** ইত্যাদি—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া মানমম্বা রাধাকে এই কথা বলিল ।

পৃ° ৮৭

**কুচরীভ**—কুজ ।

২। **মরসিব**—ছাড়িবে, ক্ষমা দিবে ।

৩। **উপকার**—হিতবাক্য ।

৪। **দড়ী**—দোড়ী' শব্দের টাকা দ্রষ্টব্য ।

**বোল**—বকুল অথবা মুকুল ।

৩। **সেয়তী**—সেঁউতী, খেত গোলাপ । **পাঠে পাঠে**—পাতি পাতি করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ।

**অগ্নিবসরে রাধাং** ইত্যাদি—ইত্যবসরে পুষ্পবাণের বাণসম্বৃত জরে আতুর মাধব সম্বর রাধাকে মিঠে-কড়া হুকথা শুনাইয়া দিলেন ।

১। **নিখ্যায়িলে**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া ।

**পেলায়িলে**—ফেলিলে ।

**যাহার যোজন বাসে**—যে ফুলের গন্ধ এক যোজন পর্য্যন্ত যায় ।

২। **সেঅখী**—সেঁউতী, সেমন্তী । **আল সব ফুল** ইত্যাদি—রাধে, আইস, সমস্ত ফুলে শয্যা রচনা করিয়া, তোমায় আমায় কেলি-বিলাস করি ।

৩। **চোর বাদে**—চোর অপবাদে ।

৪। **শুন**—হৃ° ক°এ শুন দেউল' ; শু° শুন' । শৃঙ্গ ।

পৃ° ৮৮

২। **জাগিতো**—জানিতাম । **নাসিতো**—না আসিতাম, আসিতাম না । **যাইতো**—যাইতাম ।  
**বিকশিতো**—বিক্রয় করিতে ।

১। **বাতি**—জাতী পুষ্প ।

**কুরিল**—ফুরিত হইল, উষিত হইল ।

২। **দলী**—ও° দলন°; হি° দোন°; স° দৈমনক°।  
সোমরাজ্যাদি বর্গের অন্তর্গত। *Artimisia Indica*।  
**মরুআ**—শু° পু°এ মরুআ°। গন্ধতুলসী। *Ocimum*  
*Pilosum*। **ছুলাল**—তুলসাদি° বর্গের ক্ষুদ্র বৃক্ষভেদ।  
পশ্চিম-বাড়ের কোথাও কোথাও ছুলাল-ভাপুরী বলে।  
*Ocimum Basilicum*। **ভাললি**—ভাদিতেছি।

৪। **পাঠাওঁ**—মাধব কন্দলিকৃত স্কন্দরাকাণ্ডে,—  
পাঞ্চ মহারথীক পাঠাওঁ একেবারে।

পাঠাই। **যবেঁ ডিল্লী বধে** ইত্যাদি—যদি স্ত্রীবধের  
ভয় না থাকিত, তাহা হইলে আত্ম তোমায় মারিয়া যমের  
বাড়ী পাঠাইতাম। **মোঞি**—অণ° মই°।

১। **দোবে**—অপবাদ, দুর্নাম।

২। **সোআথে**—চৈতন্যভাগবতে,—  
মনে মনে গর্জে চিন্তে না পায় সোয়াথ ॥  
(মধ্য°, ১২শ অ°)

কবিশেখরকৃত গোপালবিজয়ে,—

জোথা জায়ে তোথাই সোয়াথ নাঞ পাএ ॥ (পুথি)

সোয়াস্তিতে, স্বস্তিতে।

৩। **ঝিআরী**—প্রা° ধীআ-[ডী (টী)]; সি°  
বিস্ফী°। **না দেখিল** ইত্যাদি—দেখিলে না, শুনিলে  
না, একটা [যা-তা] বলিতেছে। **তোজাতে**—তোমা  
হইতে।

**বৃন্দাবনীরপ্রসব** ইত্যাদি—রাধে, সম্মুখে তোমায়  
বৃন্দাবনের কুহ্মে পরিশোভিত দেখিতেছি। অগ্নি কুহ্ম-  
বংশসমূহে বামে! তোমার আমোদবিধায়ী দেহ আমার  
দান কর।

পৃ° ৮৯

২। **গণ্ডমুগ মহর্লে**—পূর্বে ‘কপোলমুগল তার  
মহলের ফুল’।

৩। **বগছলে**—বকফুল; *Agati grandi-Flora*।  
বাকসনার মুহূল কানের সহিত তুলিত হইতে পারে।

৪। **খন্তুরী**—কন্তুরী। জবাদি বর্গের অন্তর্গত;

ইহার ফুল পীতবর্ণ। চণ্ডীদাসের পদে রাধার পীত বসনের  
কথা পাওয়া যায়; যথা,—

সোণার বরণ তাহে আরোপিত  
পীতের বসন ভাল।

৫। **তবক**—অভি° প°য় ‘খবক’; ক° যংতে ‘খবক’।  
স্তবক।

৬। **আতয়ীগণে**—কি, বুঝা গেল না।

১। **তোজারে কে** ইত্যাদি—তোমায় কথাতো  
কে জাতিয়া উঠিবে?

২। **নিজ পতি না** ইত্যাদি—আপন পতিকে  
উপেক্ষা করিলাম, তোমার মুখ তাকাইয়া রহিলাম, শাস্ত্রী  
ননদের গালি সহ্য করিলাম। **চাহিলোঁ**—চাহিলাম।  
**উপেখিলোঁ**—উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলাম। **উপেখিআ**° শব্দের  
টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। **তাক নাহিঁ** ইত্যাদি—তাহার প্রকারভেদ  
নাই। **যরগ**—জয়। **বড় মানে** ইত্যাদি—তিল  
পরিমাণ অর্থাৎ অতি সামান্য উপকার বড় করিয়া মানে।

**তথোঁ কি** ইত্যাদি—তথাপি কি মালতীকে ভুলে?  
পাসরে—প্রা° পসসরই° (প্রস্মরতি)। বিস্মৃত হয়।

২। **এ তোর নব...আজার পরাণে**—রাধে,  
তোমার এই নব যৌবনের স্বয়ম্বা অহরহ আমার মনে  
জাগিতেছে। তাহাতে আমার তোমার সহিত রমণেচ্ছা  
প্রবল হইয়া আমার হৃদয়কে অতিমাত্রায় কর্ণ করিতেছে।  
জাগ—জাগে। খেতি করে—কর্ণ কর, পীড়িত করে।

৩। **বুরে**—প্রা° বুরই° (ক্ষরতি)। কাঁদে, অশ্রু  
বর্ষণ করে।

পৃ° ৯০

৪। **বৈশোঁ**—বসি, উপবেশন করি।

**ককশ প্রেমবচসা** ইত্যাদি—অমরাগবতী শ্রীমতী  
রাধিকা কুহ্ম-বাণে বিদ্ধ হইয়া অতি সজ্বর শ্রীকৃষ্ণের পুণ্ড্রম-  
বাকো বশীভূত হইলেন।

১। **সভাব**—প্রা°। সভাব। **এয়া**—হরের যাত্রা।

**আল** 'হের...করিহ **আনে**—ওহে প্রাণের কানাই,  
তোমার চরণে আমার এই নিবেদন, অপরকে আমার  
সহিত সমান করিও না (অথবা আমার সহিত অন্তরূপ  
আচরণ করিও না)।

২। **গাছিল**—গ্রথিত করিল। **ভোর বোল**  
ইত্যাদি—তোমারু কথার অত্যাচরণ করিব না।

৩। **বিধি কৈল** **ভোর** ইত্যাদি—বিধাতা প্রেমের  
বান্ধনে তোমায় আমার এক-প্রাণ, এক-দেহ করিয়া নির্মাণ  
করিল। প্রাচীন কবির গানে,—

তোমাতে আমাতে একই কায়া

আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া

বৃন্দাবনপণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া  
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥

১। **সিন্ধায়িল**—স্নান করিল।

**রসে ছুরিআঁ** মণে—সন্তোগেচ্ছাক্রমিত ভাবে  
বিভ্রান্ত হইয়া। **ছুরিআঁ**—স' √হড্' বা √হড্'  
আলোড়নে। মথিত হইয়া, বিঘৃণিত হইয়া। **তুল°**  
ঘোর সংসারে প্রাণী পড়ি  
আত্মা নিস্তার পথ জড়ী ॥

(জগন্নাথ দাসের ভাগবত)

৩। **পোআলেন**—পূর্বে পোআর'। পলা, প্রবাল।

## কালিয়দমন খণ্ড

পৃ° ২১

১। **দিলান্ত**—শূণ্যপুরাণে,—

মুখর অমৃত পরভু দিলেস্ত তপন ॥

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বসিবাৎ ইন্দ্রক দিলন্ত সিংহাসন।

দিলেন।

৫। **মাছ**—প্রা° মচ্ছ'। মৎস্ত।

১১। **জড়ী**—জড়াইয়া।

১২। **জালে**—জালায়।

১৪। **তোআরা**—তোমরা। 'আস্কারা' শব্দের টীকা  
দ্রষ্টব্য। **তরাগিল**—আসিত, ভীত।

বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছি, অমনি কালামুখীরা পাছ  
ডাকিল। পূর্বের কালিনী মাএ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

**বাহুড়**—কিরিয়া আইস।

২। **সামল**—প্রা°। শ্রামল। **কোমল**—'কোমলং  
স্কৃতমারং'—প্রা° লক্ষণ। **ছুক্**—আছুক, থাকুক।

৩। **সজাভ**—ত' পক্ষমীর অর্থে প্রযুক্ত।

**সম্মতী**—সম্মতি।

৪। **যাচোঁ**—যাচি, প্রার্থনা করি। **ভকতীদাসিক**  
—অস্বরূপ পরিচারিকাকে।

পৃ° ২২

**বিনায়িআঁ**—জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে,—

বিনিএা বিনিএা কান্দে লোক শত শত ॥  
দীর্ঘ স্বর করিয়া।

৩। **রাপায়িল**—স্বহাযুক্ত হইল। 'অস° রাপ' (রাগ)  
অর্থে স্পৃহা, অস্বরাগ। **দেখিওঁ** **রাপায়িল** ইত্যাদি—

**গোপালকুলত** ইত্যাদি—রাধা রাখালদের মুখে  
কালিয়হুদে ডুবিয়াছেন শুনিয়া বেদে নিরন্তর বিলাপ  
করিতে লাগিলেন।

১। **আজি** **জখনে** **মোঁ** ইত্যাদি—আজ যাই

জিহুবন-স্বন্দর নাগরশ্রেষ্ঠ কানাইকে দেখিবার নিমিত্ত  
গোপীদের প্রাণ অতিশয় উৎসুক হইল।

১। আইল—মাগধী আরিদে' (আশু:)।

মোহন—বহুবচন। আদিবসে—অদিবস বা কক্ষণ  
হেতু।

২-৩। আশা—বহুবচনের পদ।

৪। গুণিলাভ—গণনা করিলেন। করায়িত্ত—  
করাই।

১। হসিলাহা—হইলে।

২। জলে—এ' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

৩-৪। শ্রীরাম রূপে ইত্যাদি—শ্রীরামের পরই এই  
বুদ্ধ এবং কঁকির উল্লেখ অতীত যুগের অবতারের। দশ  
অবতার—

মৎস্য: কুর্খো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ।

রামো রামশ্চ রুক্ষশ্চ বুদ্ধ: ককী চ তে দশ ॥ ২

( বরাহ, ৪র্থ অ° )

কিন্তু মহাভারতে ১ম অবতার হংস; এবং বুদ্ধের  
নাম নাই।

হংস: কুর্খশ্চ মৎস্যশ্চ প্রাহুর্ভাবাদ্বিজোত্তম।

বরাহো নারসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ।

রামো দাশরথীশ্চৈব সাত্তত: কঙ্কিরেব চ ॥ ১০০

( শাস্তি, ৩৩২ অ° )

১। বাহ ফাল—বাহ প্রসারণ। ফাল—প্রা°।  
ফাল।

চণ্ড বাতে—প্রচণ্ড বাতায়।

পৃ° ২৩

৩। নাচনে—প্রা° গচ্চণ' ( নর্দন )।

৪। ভূতী—ভূতি।

১। ছেন নাহি' করী—এরূপ করে না বা করিতে  
নাই।

৩। নিরমিল—নির্মাণ করিলে।

৬। মুড়—মুট।

১। সাকাল—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে  
সোন্কাল'; বাঁকুড়া অঞ্চলে সন্কাল' ( প্রাত: )। সন্ধ্যা  
সকালে' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১। যত—সাকল্যে।

কালীয় সাপের ইত্যাদি—কালীয় সাপের কবল  
হইতে দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা পাইলেন! জিলা—বাঁচিল,  
রক্ষা পাইল।

২। শুষ্ঠ—শূন্য।

পৃ° ২৪

৩। নেহেঁ তবোঁ...লাজ ভএ—স্নেহাকুলিত-চিত্তে  
রাধিকা তখন লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করিয়া সর্বসমক্ষে নিমিষ-  
হীন বক্র-দৃষ্টিতে ও সজল-নয়নে স্তম্ভিত কাল কানাইর মুখ  
দেখিলেন। বক্র—প্রা° বংক'। বক্র।

৪। আপণ আপণে—পরস্পরকে।

১। নেহ নয়নে—সপ্রেম দৃষ্টিতে।

৩। ধরিবেহেঁ—রক্ষা করিবে।

কালিয়দমন খণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ

## যমুনাখণ্ড

রাধিকালান্তলোভেন ইত্যাদি—রাধিকালান্তের  
লোভে তিনি যমুনাতট আশ্রয় করিলেন এবং রাধাও  
সখীদিগকে স্মরণ করিয়া জল আনয়নার্থ গমন করিলেন।

১। পাণিকে—ডাকচরিত্রে,—

কাখে কলসী পানীকে যায়।

জলের নিমিত্ত। কলসী—প্রা° লক্ষ্মীতে। গজগড়ি—  
গজগতি। ছান্দে—ছন্দে, সাদৃশ্যে। পাইল—মাগধী  
পারিদে (প্রাপ্ত)। ভেটিল—√ভেট্ (অভি-√অট্)  
মিলনে। দেখিল।

২। কেহো না ভরিল নীরে ইত্যাদি—জানদাসের  
পদে,—

বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তত্ত

পানি না পুরল কুন্তে।

নীরে—শব্দটা তামিল; এ' বিভক্তিচিহ্ন। কাহ্নো  
—কাহারও।

পৃ° ২৫

৩। পুতলী—প্রা° পুতলিয়া (পুত্রিকা); 'পাঞ্চালি-  
কাষয়ং পুতলিকেতি খ্যাতায়াম্' টী° স°। এখো পাঅ  
কেহো ইত্যাদি—ঘনশ্যাম দাসের পদে,—

কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর।

চলইতে চরণ অচল সম ভেল ॥

১। ভোলসি—তুলিতেছি।

৩। নাশ্যাজ—নামাও, অবতারিত কর।

৪। দোষর—হি° পদ্যাবতিতে দোষর'। বিভীয়।

৬। খুদ—প্রা° খুদ'। কুদ্র। বড়সি—বড়িশ,  
মৎস্তবেধনী-ভেদ। কুহী—বোহিত মৎস্ত। ভাঙ্গুল

দিয়া ইত্যাদি—পান দিয়ে আমার বলিতেছি কি?

ছোট বড়শিতে ঝইমাছ ধরিতে চাহিতেছি? অর্থাৎ

তোমার তুচ্ছ প্রলোভনে আমি ভুলি না।

২। সুদ—হু° চ°এ। শুদ।

১০। নাচুনী—প্রা° গুচুণী (নর্তনী)। নর্তকী।

১৩। ঘসি—ঘষি° শব্দ করীষবাচক। ঘাটে°—

√ঘাট্ (স° ঘট্), আলোড়নে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঘসি  
ঘাটা° ভাষায় প্রচলিত ছিল। আলোড়িত করি।  
আউটে°—আবর্তিত করি। তোর বাঁশী ইত্যাদি—  
তোর বাঁশী দিয়ে ভাতে কাঠি দিই না, হাতে ক'রে দুধও  
আওটাই না।

১৪। নাথা—স° নক্তক'। নেতা, ভাণ্ডারি মার্জ্জনার্থ  
ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

১৬। আছকিতে°—√আছক্ (স° অভি-√উক  
সেচনে); উচ্চারণ-বৈষম্যে আছক, এবং ইত্বে° প্রত্যয়  
করিয়া আ ছ কি তে। ছিটাইতে, অভ্যক্ষণের নিমিত্ত।  
বাহিরে° ভিতরে° ইত্যাদি—কানাই, তোমার বর্ণ কাল,  
অস্তরও সেইরূপ মলিন; উজ্জল মুকুট-পোয়া জল তোমার  
সর্কাক্ষে সেচন করিতে ভাল, উহাতে মলা কাটিবে।  
ধোপারা ময়লা কাটিইবার জন্য কাপড়ে নীল-গোলা জল  
ছিটায়।

১৮। মাহাকাল—মাকাল ফল লালবর্ণ হেতু চিত্তা-  
কর্ষক, কিন্তু বিধাত্ত।

পৃ° ২৬

২। সরুঅ—স্বন্দ্র।

৪। বাতল—ল' যুক্তার্থে। বায়ুপ্রসৃত। হয়লো°  
—হইলাম।

১। হাঙ্গী—মাধব কন্দলিকৃত লক্ষ্যাকাণ্ডে,—

বর হামি তুলি বীর নাদয় আক্ষাল।

হাই, জ্বনন। হাঙ্গী° শব্দের টাকা দ্রষ্টব্য। মোড়িএ—  
মোড়া দিই।

বিচলিল—বিচলিত হইল।

২। ঢাকিলো°—ঢাকিলাম, আবৃত করিলাম।

৩। যমুন। নদী ইত্যাদি—যমুনাত্তে জল তোলা  
অপরাধ নয় এবং জলোত্তোলনকালে আমার প্রতি তোমার

‘কেহে বীরে বীরে বুলিলে মধু রস বাণী’ এই নিরর্থক বাক্যের  
যে ভীত প্রতিবাদ করিলাম, ইহাতেও কোন দোষ হয় না।

৪। **আপদ পাঞ** ইত্যাদি—যাহাকে বিপদ আশ্রয়  
করে, সে আপনাকে চিনিতে পারে না। **নাগরুপণা**—  
রসিকতা।

—

**নিগীষ পুরুষাং বাচং** ইত্যাদি—রাধিকার পুরুষবাক্য  
শুনিয়া মধুসূদন ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধাকে এই মধুর বাক্য  
বলিলেন।

২। **গুণিলোঁ**—গণনা করিলাম। **বিলস বুলিল**  
—কঠোর (বিরস) বাক্য বলিল।

৩। **আছ আন কাম** ইত্যাদি—আর কিছুতেই  
আমার মন নাই; তার মুখের একটি মধুর বাক্য এখন  
আমার পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী। দুর্লভ—প্রা’ দুর্লভ’  
(দুর্লভ)।

৪। **ঝুলএ**—কাঁদে, অশ্রু বর্ষণ করে।

—

**কৃষ্ণ বচনং শ্রবণ** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া  
বচনপণ্ডিতা বৃদ্ধা পুষ্কর ভয়-বৃত্তান্ত রাধাকে শ্রবণ করাইয়া  
বলিল।

পৃ.° ২৭

১। **হেন না জাগিল** ইত্যাদি—যে বাধার কথা  
বলিতেছে, [তখন] তাহা জানিতাম না। অথবা—  
[পরে যে] এরূপ বিরুদ্ধ বাক্য বলিবে, তাহা জানি নাই।

২। **কাহো**—কাহাকেও। **মাউসী**—সিদ্ধ হে°,  
কু° চ° প্রভৃতিতে মাউসিআ’। মাসী, মাতৃষা।

৩। **নাহিঁ বারে** ইত্যাদি—সে সমাজের ভয় রাখে  
না; তার চক্ষুলজ্জা আদৌ নাই। বারে—বর্জন করে।

**যেহু তেহু**—যেন-তেন প্রকারে। **আজল**—নেকা,  
যে আপনাকে মাধু বলিয়া পরিচিত করিতে বৃথা প্রয়াস  
পায়। ‘আজলী’ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

—

**রাধাবচনমাচম্য** ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে রাধার বাক্য  
শ্রবণ করিয়া, সতৃষ্ণ ও কাতর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই কথা  
বলিলেন।

১। **ধাক্কা**—বিচ্যাপতিতে,—

নিরুজ্জ মন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ।

(কাব্যবিষায়দ)

বিস্ময়কর ব্যাপার; রহস্য।

৪। **আধিকার জাণায়িলোঁ** ইত্যাদি—আমার  
প্রভুত্ব [মাত্র] তোমায় জানাইলাম, অন্তরে তোমার প্রতি  
[আদৌ] আমার বিরুদ্ধ ভাব নাই। **কান পাত**  
ইত্যাদি—আমার বক্তব্য বলিলাম, [এখন] তুমি তাহাতে  
অভিনিবেশ কর।

পৃ.° ২৮

৪। **এনা**—এই। **ফুট**—ফোটা, বিন্দু।

৭। **অবোল**—অকথা, কুৎসিত বাক্য।

—

১। **কাছের**—স° ও প্রা° কছ’; এর’ বিভক্তিচিহ্ন।  
কাঁথের, কক্ষের।

২। **রোষে মন** ইত্যাদি—রাগ করে’ কেন  
আমায় উদ্ভিগ্ন করিতেছিস্। তরাসী—উদ্ভিগ্ন করিতেছিস্।  
না **কাটুসি রাঞ**—কথা কহিতেছিস্ না।

পৃ.° ২৯

১। **ভাল মন্দ কত** ইত্যাদি—পথে ভাল-মন্দ  
কত লোক চলে, তাহাদের চোক-কান এড়িয়ে কথা বলিতে  
হয়। বারিআ—নিবারণ করিয়া, বর্জন করিয়া।

**বারহ**—নিবারণ কর, সংযত কর।

২। **তত**—প্রাকৃত পৈ°এ; প্রা° তেতিঅ (তাবৎ)।

৩। **করিহে**—করে।

৪। **বোলাবুলি**—উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে।

—

**রাধিকাবাচমাচম্য** ইত্যাদি—রাধিকার কথা শুনিয়া  
স্বাতন্ত্র্য শ্রীকৃষ্ণ সত্বর গিয়া জরতীকে এইরূপ সঙ্কল্প বাক্য  
বলিলেন।

১। **তভোঁ না** ইত্যাদি—তথ্যচ তাহার মনে স্থান  
পাইলাম না। থাকিলোঁ—থাকিলাম।

৪। **সোধিলোঁ**—শোধিত করিলাম।

—

নিপীন্ন বচনং ইত্যাদি—মধুসূদনের সাধু বাক্য শ্রবণ

করিয়া বৃদ্ধা' অত্যন্ত রোষণরাগণা রাখিকাকে এই কথা বলিল।

১। ভর যুবতী—পূর্ণ যুবতী, সমর্থ। পশ্চিমবাহুে ভোর-জুআন' শব্দ প্রচলিত।

পৃ.° ১০০

২। এহা বুঝী ইত্যাদি—ইহা বুঝিয়া বহু আয়াসে কানাইকে তোমাতে রাজি করিলাম। মানীয়েলো—সম্মত করিলাম। বিমল—অন্ধমন, অমত।

৩। যেহো—যে কোন। কাজক—ক' যন্ত্রীর অর্থে প্রযুক্ত। চাহেস্ত—চায়, ইচ্ছা করে। রোষু—রুষ্ট ইউক।

৪। যমুনাক মাইউ—[জলার্থ] যমুনার উদ্দেশে যাওয়া যাক।

জরতীবচসা ইত্যাদি—বৃদ্ধার কথায় যমুনা অভিযুখে চলিত রাখিকে চতুর রুক্ম আশ্বাস দিয়া বলিলেন।

১। গিরীশ সমএ—গ্রীষ্মকাল; এ-কার কর্তৃ-কারকের চিহ্ন।

২। স্তথাএ—স্তথ দান করে বা স্তথদায়ক হয়।

৩। এহো—এই।

৬। গান্ধী—নামি, অবতরণ করি।

৮। নহিহ—হইও না। জলত গান্ধিল ইত্যাদি—কানাই, জলে নামিলাম, সখীরা দেখিতেছে, বিরহ-ব্যথা জানাইতে উন্নত হইও না।

২-১২। আভুমতি দিঅী ইত্যাদি—কবির উক্তি।

১। চমকিলী—চমৎকৃত।

খন চালিঅী বসনে—নিবিড়ভাবে বস্ত্র সঞ্চরণ করিয়া। চণ্ডীদাসের পদে,—

বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল

সেই যে চড়ব কাঁধে।

২। ভাবে সে ইত্যাদি—তখন ভাবাবেশে সেই গোপী নিশ্চল হইয়া রহিল।

পৃ.° ১০১

৩। রসে—রতিভাবে। ডুবে—প্রাচীন পুথিতে 'ডুপে'। প্রাদেশিক ভাষায় 'ডুপে' পাওয়া গিয়াছে; যথা—'রাঙা হরুজ ডুপে তখন কালাপানির তলে।' (পূর্ববঙ্গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ° ১১৬)।

৪। উঠা বুইল ইত্যাদি—[শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে] চন্দ্রাবলী রাধা গোপীদের লইয়া যমুনা হইতে উঠিয়া বড়াইর চরণে ধরিয়া, আমরা বৃথা জলকেলিতে রত রহিয়াছি, এই কথা বলিলেন।

১। আদেখ—অদৃশ্য।

২। মাইলেন্ত—মারিল।

৩। লক্ষিএ—লক্ষ্য করিতেছি, দেখিতেছি।

৪। জায়ন্ত—প্রা' জীঅন্ত'। বংশীদাসের পদ্যা-পুরণে,—

মড়া সনে জিঞত যায় না ধরায় বুক ॥

আবসই—প্রা' অবস' (অবশ্য); ই' নিশ্চয়ে।

১। শরীরত—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

২। কেহো তার না ইত্যাদি—কেহ যেন শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর কথা প্রকাশ না করে।

৩। একইতি—মাদব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—  
একুটীর পুত্র মই বনবাসে যাইকৈ।  
কৈক যাইবে রাম একুটীর পৌ।

অসমীয়া হেমকোষে একুতী'। একপুত্রবতী।

৪। চাহিব—খুঁজিব, অন্বেষণ করিব।

সখী সখীবৃত্তা ইত্যাদি—সখীগণ-পরিবৃত্তা 'রাধিকা' বৃদ্ধার বচনে সংঘতা হইয়া, মানসিক অস্থৈর্যচনা বহন-পূর্বক গৃহে গমন করিলেন।

পৃ.° ১০২

৩। তাষাচুড়া রাএ ইত্যাদি—তাষাচুড়ের রব প্রভাত ঘোষণা করিল। তাষাচুড়া—পছমাভিতে তম-চর'। কুর্কট।



৪। মনে মনমথ ইত্যাদি—মনমথ শব্দ-পীড়িত বিদগ্ধ। লইয়া বৃক্ষশিখরে অধিকৃত হরিকে দেখিয়া রাধা মলজ্জভাৱে কানাই মনে মনে যুক্তি করিল। সর—প্রা। শব্দ। বলিলেন।

পৃ. ১০৩

অধিরজনবিরাগং ইত্যাদি—রত্ননৌ প্রভাতে রাম-রত্নাবিনিমিত্তে জয়নবিশিষ্টা, প্রবল কন্দর্প-বাণে জর্জরীভূতা ও সখীগণ কতক স্তম্ভমানা রাধিকা মাপবের অদেষণে যমুনার তীরভিমুখে জত গমন করিলেন।

১। গাঙ্খিলান্ত—নামিলেন, অবতরণ করিলেন।  
আয়ি মোর লাজ—ও মা, কি লজ্জা! বিবসিনী—বিবস্বা। মুগধিনী, অনাখিনী প্রভৃতি শব্দ তুল'।

২। হাসি হাসে ইত্যাদি—আনন্দভরে কানাই উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। গুরুত্ব মনে—হৃৎ-ভারাক্রান্ত চিত্তে।

৩। বড় গল করী—বড় গলা করিয়া।

৭। উঠিবোঁহে—উথিত হইবে। জলের ভিতর—দ্বলমপা হইতে। তড়াৎ—ত' বিচক্টিচিহ্ন। ডাঙ্গায়, স্থলে।

অগ রাধা হরিং ইত্যাদি—বলপুরুষ পরিধান বস

রাধায়া বাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত মনোচিন্তিত শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেই উপহাস করিয়া বুদ্ধাকে বলিলেন।

১। লাজট—নয়।

নাহিঁ মাণে ইত্যাদি—রাধা গুরুজনাদের ঠেকায় না, এমন স্বীকে[ও] আশ্রয় জীবিত রাগে? জিআএ—জীবিত রাগে।

২। করিহে ও নিবারিহে—বিধিলিঙে।

৩। তাহাকেত নাহিঁ পরকারে—তাহাকে আঁটিয়া উঠিবার জো নাই।

যমুনাথগুর টীকা সম্পূর্ণ।

## হারিখণ্ড

১। তথিত—ত' যথার অর্থে প্রযুক্ত। তাহার। তুল—'নানা বরর পাখী আছি তথির উপর' (শু' পু')।

পৃ. ১০৭

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—রাধার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতশয্য ভগবদ্বলা যশোদা রুগ্নভাবে নিষ্কন্ডে কেশবকে বলিলেন।

১। বসৌ—বাস করি।

তোজাত লাগিঅঁ ইত্যাদি—তোমার জন্য সকলের কথা কত সহিব? সহিবোঁ—সহ্য করিব।

২। নিষাধিএ—নিষেধ করি।

৩। মাঅ বাপন্ত—ত' পক্ষমীয়া অর্থে প্রযুক্ত।

নেবারত—ত' অমরোদ-বাক্যের মুহূর্ত্তা সম্পাদন অর্থে। নিবারণ কর।

নিশম্য জননীবাচম্য ইত্যাদি—জননীর [তিরস্কার]-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কাদিতে কাদিতে বিগত-সম্পদ রাগপ্রমুখ গোপীগণের দোষ নিবেদন করিলেন।

১। বুঝাওঁ—বুঝাই। জিলাহৌ—বাচিলাম। মরিভাহৌ—মরিতাম। দৈতি—হুঁ চ'এ দেহু (দদতি)। দেয়।

যুবতীএ—এ' কত্কারকের চিহ্ন।

৪। **রাধিবাক**—মৈথিলী ও প্রাচীন অসমীয়াৰ  
শব্দৰূপ। \*বক্ষণাবেক্ষণেৰ নিমিত্ত। **বুলোঁ**—ভ্রমণ  
কৰি।

**হিফিলেক**—ছুঁড়িয়া ফেলিল বা বিতাড়িত কৰিল।  
**বলদ**—( দেশী ) প্রা° বলদ' ( বলীবদ )। **সিংহটাল**—  
সিংহ-বিক্রমে, প্রবল বেগে। **কাঁটা**—প্রা° কংটিয়'  
( কটিক )।

১। **তরাসিলী**—ভ্রাতা।

পৃ.° ১০৫

২। **নিব্বাৰিত্তেঁ**—নিব্বাৰণ কৰিতে, সামলাইতে।

৪। **জিলী**—বাচিল।

হাঁহখণ্ডেৰ টাক। সম্পূৰ্ণ।

## বাণখণ্ড

**রাধাকুচৰিতং** ইত্যাদি—কৃষ্ণ, রাধাৰ কচৰিয়  
( যশোদা সমীপে অভিযোগ ) স্বপ্নে কুপিত হইয়া তাহাৰ  
উপযুক্ত ফল দিব্যৰ ইচ্ছায় বুদ্ধাকে বলিলেন।\*

অবলুপ্তিত। **বিভপন**—বিতৰ্পণ শব্দৰ। মাধব দেবকৃত  
আদিকাণ্ডে,—

১। **রাধিকাত**—ত' পঞ্চমৌৰ অৰ্থে প্রযুক্ত।

পিতৃকায়া কৰিয়া ভৱত বিতোপন।

২। **হাণিবৌ**—আঘাত কৰিব, প্রহার কৰিব।

বামক আনিবে প্রতি প্রবেশিব বন ॥

**নিবেদিলৌ**—নিবেদন কৰিলাম।

মগধভক্ত হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচক্ৰেণ গীতে,—

মেলঃ কোঠাখৰ মান অতি বিম্পণ।

( বঙ্গ-সাহিত্য পৰিচয় )

১। **পাতে আশেষ জঞ্জাল**—ভাৰি গুণ্ণগোল  
বাধায়, অশেষ উপদ্রব কৰে। **পাঁচ বাণে**—মদনের  
সম্মোহনাদি পাঁচ বাণ; 'সম্মোহনোন্মোহনো চ শোষণতাপন-  
শোধ।' তন্ত্ৰনশ্চেতি কামস্ব পঞ্চ বাণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥'

আলম্ব্যালের পদ্মাবতীতে,—

মাজ্জারে দরিল বিতপন ~~উল্লব~~ ॥

জন্মৰ, মনোহৰ। **পত্নীল**—পরিধান কৰিল।

২। **বোলাইল**—বলাইল, ঘোষণা কৰিল।

৩। **দড়ী**—প্রা° দটা।

৪। **বিকাস**—বিকাসশীল।

৩। **গুন**—ধন্যকৰে ছিল। **উছাটিল**—উচাটন,

উন্মাদন।

২। **সাজহ**—সজ্জা কৰ।

**এসি**—এতি-এই।

৪। **যাচু**—যাচুক, সাধুক, প্রার্থনা কৰুক।

৩। **বিচিঞা**—বেচা যায়, বিক্রয় কৰা যায়।

পৃ.° ১০৬

পৃ. ১০৭

**কুক্ষোহমুমতিমাসা** ইত্যাদি—বুদ্ধাৰ অহমতি  
পাইয়া ভূমিতাদ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবাণেৰ শৰ দ্বাৰা বাপিকাকে  
মাৰিতে ইচ্ছা কৰিলেন।

৩। **উয়ে**—উদিত হয় বা হইতেছে।

২। **হিরাঞ**—ঞ° তৃতীয়াৰ ছিহু। **লুণিত**—

১। **আনুমান**—অহমত, নিকীৰণাহুৰূপ।

২। বেথা—হি° বিণা°। বাথা।

মমাপি মতমেকান্তং ইত্যাদি—বুদ্ধে, তুমি যাচা বলিলে, আমারও ইচ্ছা তাহাই। এক্ষণে আমার এই কথা রাখার নিকট বল।

৩। পালিলোঁ—পালন করিলাম। বহিলোঁ—বহন করিলাম।

৪। তভোঁ না ইত্যাদি—তখাচ তাহার মনে আমার স্থান হইল না। রহিলোঁ—রহিলাম, থাকিলাম।

পৃ° ১০৮

দামোদরস্ত বচসা ইত্যাদি—তৎপরে দামোদরের বাক্যে বুদ্ধা সত্ত্বর রাখার নিকটে যাষ্টয়া নিভূতে তাঁহাকে বলিল।

১। তাক আন করি ইত্যাদি—তাহা অঙ্গীকার না করিয়া মাথায় বজ্র প্রহার করিল। পাড়িলেঁ—পাতিত করিল। বাজ—প্রা° বজ্জ°। বজ্র।

করিল—মাগধী কলিদে° ( কৃতঃ )।

১-২। তাত লাগি...নান্নাজনে—ক্লেশের কথা।

৩। লখিলোঁ—মাধব কন্দলিকৃত কিস্কিন্দাকাণ্ডে,—  
কায়ত লখিলোঁ তট পাপিষ্ঠ বানর।  
লক্ষ্য করিলাম।

৪। তবোঁ সে—তবে-ই।

১। খোঁপা পন্থেথ ইত্যাদি—আমার খোপা প্রত্যক্ষ দেবের দেব মহাদেব, অলকাগুচ্ছ নীলগঙ্গা।

২। নাসা বিনতানন্দন ইত্যাদি—বিনতানন্দন গুরুড় নাসিকার, রাজা পাণ্ডু গুণদেশের, বরুণ-পাশ কর্ণধরের এবং গন্ধর্বরাজ পুন্দ্রদন্ত বিদ্যোত্মের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। মুখিঠির—(১) পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ; (২) পীতবর। স্ত্রাবা—(১) বানররাজ; (২) স্তম্বর গ্রীবা।

৩। বলি—(১) দৈর্ভাপতি বলি; (২) দ্রিবলী।

পুথু—(১) বেষ-পুত্র পুথু; (২) বিশাল। নপুরু—  
নপ পুরু (?)

৪। আস্থ—আশ্রক, আগমন করুক।

জরভীমুখতঃ পীড়া ইত্যাদি—বুদ্ধার মুখে রাখার গর্গবাক্য শুনিয়া সবাণ ধরুক আকর্ষণপূর্বক হরি যাষ্টয়া তাঁহাকে বলিলেন।

১। রাশা নিতী ইত্যাদি—পদটি ক্রম ও রাশিগণ উক্তি-প্রত্যুক্তি। বিকণসি—বিক্রয় করিস।

২। হওঁ—অপ° হবিঅউং°; প্রা° হবিঅম্হি° (ভতো-হস্মি)। শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—  
হওঁ য়েবে আমি পতিব্রতা নিরঙ্কশ।

মাধবাচাখ্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

জয়ে জয়ে হওো তার দাসীর নন্দন ॥

মাধব কন্দলিকৃত স্তম্বরাকাণ্ডে,—

রাক্ষস নোহোও আই হোওঁ রামদূত।

ইট। তো—চযাপদে। তোমার। রাখউ—প্রা° রকথউ° ( রক্ষতু )। রক্ষা করুক।

কাহ্লাঞি° হওঁ মো ইত্যাদি—কানাই, আমি জ্ঞাতিতে গোআল বটে, আমার গোআল বুদ্ধি তোমার [ চঞ্চল ] মতিকে [ অবশ্যস্বাবী পরিণাম হইতে ] রক্ষা করুক।

৩। রাধা মাখাত ইত্যাদি—অল্পবুদ্ধি বলায় রাধা কষ্টা হইলেন। সাঙ্ঘনা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলি তেছেন,—তোমার মাখার ফল অতি স্নন্দর, লাগ টাকাত ও মিলে না। লাখেক—লক্ষেক।

৪। তাত না ইত্যাদি—তাতে আমার মন ভিড়ে না, প্রোক-বাক্যে আমি ভুলি না।

পৃ° ১০৯

৮। নিবারোঁ—নিবারণ করি বা করিতেছি।

৯। সাধিবোঁ—সাধন করিব, প্রতিষ্ঠিত করিব।

১০। আজি বোলসি ইত্যাদি—আজ্ঞ (আপনাকে) ক্ষুদ্র বীর বলিতেছি।

১১। হরিলোঁ—হরণ করিলাম। শরীরে—  
শরীরের অর্থে প্রযুক্ত।

১২। তিরীবিধিআ—স্বীহত্যাকারী।

১৩। মারস্তাক—মারস্তা শব্দে মারিতে উদ্ভাস বোধোত্তত; ক° বিভক্তিচিহ্ন। পীতরে—প্রা° পীতরা°, পিতরা° ( পিতরঃ )। পিতৃগণ।

১৪। 'পাপিআ—পাপিষ্ঠ।

২। দশ চারি বরিষের—চৌদ্দ বৎসরের।  
অযোগ—অযোগ্য। কাটারত ভর করা—মাধব  
কন্দলিকৃত অযোগ্যাকাণ্ডে,—

হুহি আজি কাটারত করিবোহো ভর ॥  
কাটারির উপর পড়িয়া বা শয়ন করিয়া। তুল° 'শালে  
ভর করা'। কাটার—কটার' শব্দেরই রূপভেদ।

৩। না দৈ—দিস্ না, দিও না।

৪। টান—বেগ।

৫। গরজ্জালী—গর্জন শব্দের উত্তর 'আল' প্রত্যয়  
পরিয়া গরজাল' এবং জ্বলিলে গর জ্বালী হইতে পারে।  
কলহপ্রিয়া। লোক ধরম—লোকব্যবহার ও ধর্ম।

১। গুআ পান—পূর্বে আমন্ত্রণাদিতে গুআপান'  
(পান স্থপারি) প্রেরণের প্রথা ছিল।

২। শরণ সাঙ্গাহ—শরণ লও। সায়াহ—প্রবেশ  
কর; তুল°—তুরঙ্গ মহিষ যে সাঙ্গাহ এক স্থানে' ( 'ক' ক°  
চ' )।

৩। আশমান—অসম্মান।

পৃ.° ১১০

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া  
বাধা বুঝার নিকটে গেলেন এবং নিজের পরিব্রাজ্যের নিমিত্ত  
এই কথা বলিলেন।

১। জুড়িহে—বিদিলিঙে।

২। লাখেকের মুদভী ইত্যাদি—হস্তে ধারণের  
নিমিত্ত লক্ষ টাকা মূল্যের আদ্রতি তোমায় উপহার দিব।  
মুদভী—প্রা° পৈ°এ মুদরি', মুদরি'; বিছা°, গোবি°  
প্রভৃতিতে মুদরী', মুদরি'; তুলসী রা°এ মুদরী'। অঙ্গুরীয়ক,  
মুদ্রিকা।

৪। লজিবর্বো—উন্নতন করিব, অতিক্রম করিব।

বিপরীতমতিবুদ্ধা ইত্যাদি—বিপরীতমতি বুদ্ধা  
ধরির নিকটে অগুরুপ নিবেদন করিল। সে কথা শুনিয়া  
হরি পুনঃ পুনঃ রাধাকে বলিতে লাগিলেন।

পসরিলহে—প্রহার করিতেছি বা করিলে।

পূর্ববঙ্গের 'পোসা(ই)ল' (পোহাইল) শব্দ তুল'।

২। তোক—ক' নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত। তোমার  
প্রতি। যোড়ো—যোজিত করি।

৩। মারে—প্রা° মারই' ( মারয়তি )।

৪। ডাহিণ—প্রা° দাহিণ'। দক্ষিণ। হালিঅা  
—হেলিয়া, পাশে নত হইয়া।

অথ কৃষ্ণকরা কৃষ্ণ ইত্যাদি—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বত  
দত্ত হইতে নির্গত বাণে বিদ্ধহৃদয়া রাধা বুঝাকে বলিলেন।

১। সজাইবোঁ—সজ্জিত করিব।

২। আগাঅ—আনাও। নিচোলে—উত্তরবায়  
বঙ্গ। ভেড়ি—বেষ্টন করিয়া।

পৃ.° ১১১

১। নহিল—না হইল, হইল না।

ছো—স্পর্শ করিস্।

২। মৈলী—মরিল। দিনে পুনমীর ইত্যাদি—  
তুল°—

সরদ চান্দ সোহাঞোনা।

উগিতহি অগ গেলা ॥ ( বিজ্ঞাপতি )

৩। করম আঙ্গার—আমিষ্ক-করমকে, আমাদ  
দুভাগ্যবশে।

পৃ.° ১১২

৪। ছাড়িলোঁ—ছাড়িলাম, ত্যাগ করিলাম।

দিঠোঁ—দিতাম। স্ব—সে।

১। হরিভালী চন্দ্র ইত্যাদি—ভাদ্র মাসের  
চতুর্থাতে চন্দ্র গুরুপত্নীকে দৃষ্ট করেন, তদবধি ঐ দিন  
চন্দ্র পাপদৃষ্ট। লৌকিক ধারণা, ভাদ্র-শুক্রা চতুর্থীর চান্দ  
দেখিলে, পূর্ণ কলসীতে হাত পুরিলে এবং মাটির উপর  
জলের আঁক পাড়িলে বুধা কলঙ্কের আশঙ্কা হয়। ভরিলোঁ

—ভরলাম, প্রবিশ্ট করাইলাম। **পুরিল**—পূর্ণ।  
**লিখিলে**—লিখিলাম।

**মূলত**—আসলে। **আফার**—প্রতুল; বিনক্ষণ।  
**আছক লাভ** ইত্যাদি—লাভ করা থাকুক আমার,  
আসলে প্রতুল। তুল্য,—

লাভ লাভ গেলাজ মূলত ভেল হানি ॥

বিজ্ঞা°, পৃ° ১১২

৩। **বুয়িলী**—বলিলি। **মাইলো**—মারিলাম।

৪। **যে বচন বোলো** ইত্যাদি—আমি যে কথা  
বলিতেছি, তাহার অগুণা নাই।

২। **শুনে**—প্রা° শ্রুণু (শ্রুণোতি)।

৩। **জিঅ**—বাচিয়া, জীবিত হইয়া।

পৃ° ১১৩

৭। **মরবিঅ**—ক্ষমা করিয়া। **জিঅ**—জীয়াৎ,  
জীবিত কর।

**হতাং কুস্তমবাণেন** ইত্যাদি—সম্মুখে রসসাদিকা  
রাধিকাকে কুস্তমবাণে হত দেগিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরর্থক বিলাপ  
করিতে লাগিলেন।

১। **মরবিল**—ক্ষমা করিলাম। **জিঅ**—বাচ,  
জীবিত হও।

**মাহানিন্দ**—সহানিদ্রা। **চিআইঅ**—সচেতন  
হইয়া, প্রাণ পাওয়া। **সমভী**—চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমতল।  
বিজ্ঞাপকিতে,—

বিরহ বিপকি ন দয় সমতি

রত্নবদন চাহি।

সম্মতি, উত্তর।

২। **বিচ**—বিক্রয় কর।

৩। **হেলিলে**—অবহেলা করিলে।

৪। **আজ্জার জীবন** ইত্যাদি—তুমি বাঁচিলে  
আমার জীবন রক্ষা হয়।

১। **শিশে**—সিঁথায়।

**মৈলিসি**—মরিলি

২। **খঞ্চিল**—খচিত। **নিবৌক বিলাসে**—  
আশ্রসাৎ করিয়া লষ্টব।

৩। **হাণে**—হানি, গ্রহাণ করি। **জাঅ**—জাহ  
জাঅ—জাও (যাও)।

১। **এবার মুখের** ইত্যাদি—এবার আমার মুখে  
কালি মুছিয়া দাও অর্থাৎ কলঙ্ক মোচন কর।

২। **পেলো**—ফেলি, নিক্ষেপ করি।

৩। **এবেঁ মোরে** ইত্যাদি—এখন আমার প্রতি  
তুলিয়া চাও; প্রসন্ন হও। **সময় বাত**—সময়োচিত কথা  
বা প্রসঙ্গ।

পৃ° ১১৪

১। **যুসিএ**—প্রা° ঘোশিঅট (ঘুগতে)। ঘোষিত হও।

৩। **তেআগিবৌ**—ত্যাগ করিব।

৪। **আনল শরণ**—পূর্বকালে পাপ মোচনা  
য়গ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তাহাতে প্রবেশ করিবার ঠাঁই  
ছিল। **যদি না** ইত্যাদি—যদি উত্তর না দাঁও।

১। **নিহড়িল**—প্রা° √রিহড় (বি-√ঘট)  
বিসৃত, বিচ্ছিন্ন। **আষ্ট ধাতু**—শরীরস্থ রস-রক্তাদি ষষ্  
ধাতু।

**কৃষ্ণ পরশিল করে** ইত্যাদি—দীতায় ক্রমসংস্পর্শে  
রামচন্দ্রের প্রভুজীবিত হওয়া ও অপরাধি মোহপ্রাপ্তি।  
কথা অরবীয়া।

আলিঙ্গনময়তময়েরিব প্রলৈপ-

রত্নবা বহিরপি শরীরধাতুন।

সংস্পর্শে পুনরপি জীবয়মকস্মা-

দানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহম্ ॥ ৩২

(উ° চ°, ৩য় অঙ্ক)

**ঝড়ে**—√ঝাড়, মার্জনে। রোগাদি প্রশমন জন্য  
'ক্রয়বিশেষকে ঝাডন' বলে; তাহারই অনুষ্ঠান করিতে  
লাগিলেন।

২। **বিগিঞ**—বিজনী = বিজনী = ব্যজ্ঞী  
**বিচি**—বাজন করিয়া।

১। জিআইল—বাঁচাইল, জীবন দান করিল।  
তেজসি—ভাগ করিতে হুঁস।  
রেহা—প্রা°। রেখা।

পৃ° ১১৫

৪। কুজনে—সৌন্দর্য, শৃঙ্গারজনিত মুখশব্দ।  
তারপল—বিজ্ঞাপতিতে,—  
এমন হুঁ মন তলপই পুন পুন  
উপজল অধিক বিকারে ॥

দারুণ মান খেহ নাহি মানত  
পলকে পলকে তলপায় ॥  
পশ্চিম-রাটে  $\sqrt{তড়পা}$  প্রচলিত। অস্থির করিল,  
আকুল করিল।  
৫। বুক লএ চীর—এক দ্বিধা ভিন্ন হয়।  
৬। পড়এ—প্রতিফলিত হয়।  
বসে—বশে, প্রভাবে।  
৭। চিত্র—বিচিত্র, মানা। বর্ণবিশিষ্ট, সন্দর।  
সুতিলী—শয়ন করিল।

বাণখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

## বংশীখণ্ড

অনঙ্গসঙ্গের রাধা ইত্যাদি—অনঙ্গ-যুদ্ধে ভঙ্গ পাঠিয়া  
কুরঙ্গনয়না, অসঙ্গলতা রাধা বুদ্ধার সতিত রঙ্গে গমন  
করিলেন।

পৃ° ১১৬

১। লড়িউ—[ আইস ] যাওয়া যা'ক।  
২। পাতিল নাটে—নাট্য-কলার অভিনয় আরম্ভ  
করিয়া দিল।  
৪। বাত্তগণ—পূর্বে কুমসগণ, তরুগণ, ছুগগণ ;  
পরে প্রমামগণ। তুল° হারগণ ( ১৮° চ° ), হাণ্ডীগণ  
( ১৮° ভা° ), মেঘ তারাগণ ( শ° প° ) ; মনিগন, গিরিগন,  
গুনগন, মঙ্গলগন ( রা° চ° মা° )। পতিদিনে—  
প্রত্যহ। বাএ—চণ্ডীদাসের পদে,—  
কেহ বেগু বায়...  
মাধব কন্দলিকৃত স্মরণাকাণ্ডে,—

বানর কটক সেনা নাচে বারে গীত গাঁয়ে  
কিল কিল করি খানে খানে ॥

বাদিত করে।

৫। ভুলিলী—ভুলিল।

৬। বিজ্ঞ—পশ্চিমরাটে বিদ ( প্রা°  $\sqrt{বিংধ}$  বেধনে )।  
ছিন্নী সান্ধী—স° ণষ'। শামী, ধাতুনির্মিত বলয়।  
হিয়ার বাজিল কাম—জড়াও'এর কাজ করিল।

৭।

শ্রীশোভার

৭। ও'কার—ওকার।

নিপীয়া বংশনিদগ ইত্যাদি—কুমসভয়াতুরা। রাধা  
বংশনিদগ ভূমিয়া, কে বাজাইতেছে, হাঁহা জানিবার জ্ঞান  
বুদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

নই—প্রা°। নদী। আশ্চিন্হিলো—গাঢ়সংস্কৃত  
করিলাম, অব্যবহৃত করিলাম। গাউলাইল' শব্দের টীকা  
দ্রষ্টব্য।

দাসী হইল ইত্যাদি—হাতার দাসী হইয়া হাতার  
চরণে আপনাকে সঁপিয়া দিব অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিব।  
নিশির্বো—নিছিব, উৎসর্গ করিব, নিজন' শব্দের টীকা  
দ্রষ্টব্য।

২। আবার—চণ্ডীদাসের পদে,—

অঙ্গ পলকিত মরম সতিত  
অবধে নয়ন রাবে।

রুত্তিবাসী উত্তরাাকাণ্ডে,—

সামীর চরণ ধরিঞা আবার নয়ানে কান্দে ॥  
অজস্র-ধারে।

৪। **কুম্ভারের**—প্রা° কুম্ভার' ( প্রা° প্র', প্রা° লক্ষী, সিদ্ধ হে' প্রভৃতিতে ); এর' বধীর চিহ্ন। কুম্ভকারের।  
**পণী**—'পবনঃ কুম্ভকারস্ত পাকস্থানে'—যেদিনী। পোআন, ঘটাদি মৃৎপাত্র দ্বন্দ্ব করিবার বৃহৎ চুল্লী। **বন পোড়ে** ইত্যাদি—বন পোড়ে, সকলে দেখে; কিন্তু আমার মন কুম্ভারের পোআনের মত ভিতরে ভিতরে পোড়ে, কেহ দেখিতে পায় না, জানিতেও পারে না। **মোর মন পোড়ে** ইত্যাদি—ভবানন্দের হরিবংশে,—

অন্তরে জলে আঙনি      যেন কুম্ভারের পনি  
 বাহিরে থাকে পকের লেপন।

উত্তররামচরিতে,—

অনিভিন্নো গভীরদ্বান্দন্তগুচ্চঘনবাথঃ।

পুটপাকপ্রতীকশো রামস্ত করুণো রসঃ ॥ ৩১

**আস্তর স্তম্ভাএ** ইত্যাদি—কানাইর অস্থরাগে আমার চিত্ত স্থগাভব করে।

**নিশম্য কৃষ্ণবচনং** ইত্যাদি—কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া মদন-জরকাতরা রাখা যমুনাতীরে আসিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন।

১। **পারিলোঁ**—পার হইলাম, উত্তীর্ণ হইলাম।

**টাচর**—কৃষ্ণিত।

২। **কাএ**—কুহাকে। **লাজে মো** ইত্যাদি—তুল°—

চোররমনি জনি মনে মনে রোয়ই  
 স্নেহের বদন ছপাই। ( বিজ্ঞাপতি )

কান্দো—কান্দি, ক্রন্দন করি। **তাহা**—মাগধী বর্ষাস্ত তাহ' শব্দ তুলনীয়। **সু'অরিঅী**—স্বরণ করিয়া। **বিসরিল**—বিস্মৃত হইল।

৩। **কুহলে**—'বিজ্ঞা°তে কুহরই'; চণ্ডী°এ কুহরে'। কুহরনি করে। **তাএ**—তাপিত করে। **কাহ্ন বিগি** ইত্যাদি—বিজ্ঞাপতিতে,—

সজল নয়ন করি      পিয়াপথ হেরি হেরি  
 তিল একু হয়ে জুগ চারি।

চণ্ডীদাসের পদে,—

যা বিনে না জীয়ে      জাঁখির পলক  
 তিলে কত যুগ মানি।  
 ( পদ্যমৃতসমুদ্রের পুষ্টি )

কুল—সমগ্র, সম্পূর্ণ। **তাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—  
 কহেন রসিক রায়      মোর মনে হেন ভায়  
 বিদ্বল মদন শর বাণ ॥

জান হয়, প্রতিভাত হয়।

পৃ° ১১৭

৪। **পুরত**—ত' অস্থরোধ-বাক্যের যুক্ততা সম্পাদনে। পূর্ণ কর।

২। **ঘড়িআল**—বর্ণরত্নাকরে 'ঘলিয়ার'। কবি-কল্পে,—

শুশুক কুম্ভীর লিখে ঘড়াল হাঁদর।

কুম্ভীর-ভেদ। **শকতিএ**—শক্তি দ্বারা। **হয়লা**—হইলাম বা হইলে। **চজাবলী রাণী**—সম্বোধনে।

৩। **এড়ারি**—অব্যাহতি পাই, রক্ষা পাই।

১। **জলএ**—প্রা° জলই'। প্রজলিত হয়।

১। **সংপুটে**—যুক্ত করে।

২। **গড়া**—গঠিত, নির্মিত। **সোঁঅরিওঁ পাঞ্জর** শেষ—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কাহ্নর আদর      পীরিতি ভাবিতে  
 পাঞ্জর হইল শেষ।

৩। **কাহ্নাএঁ বিহাণে** ইত্যাদি—তুল°,—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।

শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী ॥ ( বিজ্ঞা° )

**অন্তগ**—দোষ, অপরাধ।

পৃ° ১১৮

১। **জুগত**—যুক্ত। **তুচারিগী**—বিচারিগী।

২। **কাহ্নত**—ত' বিভক্তি-চিহ্ন। **বেআপিত**—ব্যাপ্ত।

৩। **ঝিউ**—চুহিতা, কড়া।

৪। **নাসিবোঁ**—না আসিব, আসিব না।

১। **নাখিবোঁ**—গ্রহণ করিব। **পালকি**—প্রা° পলকিআ' ( পর্যটিকা, পল্যটিকা )। **গঢ়ারিবোঁ**—

গঠিত করাইব। **মচ্যারিবোঁ**—মণ্ডিত করাইব। **ধুলী**  
—প্রা°। বিজ্ঞাপতিতে,—

মুরলি ধ্বনি স্থনি মন মোহল

বিকেকহ ভেল সন্দেহা ॥

ধ্বনি। **জালী**—মৃ° ক°এ পঞ্চালিঅ° (প্রজালা)।  
প্রজলিত করিয়া। **খণ্ডিবোঁ**—খণ্ডিত করিব।

২। **বিছাইবোঁ**—বিস্তৃত করিব। **জুড়াইবোঁ**—  
নীতল করিব।

**এখনে তবোঁ পাখি** ইত্যাদি—তুল°—

পাখী হঞা উড়িয়া যাও সাগরের পার।

(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়)

পৃ° ১১৯

**বংশীনিবাদতরলা** ইত্যাদি—বংশীনিবাদ শ্রবণে  
বিগলিতহৃদয়া চঞ্চল কটাক্ষবতী রাধা বৃদ্ধাকে মনোজ্ঞ বাকা  
বলিলেন।

১। **চান্দ**—ময়ূরচন্দ্রিকা। **বোলাএ**—বাদন করে।

৩। **থাকে**—প্রা° থককই° (তিষ্ঠতি)।

৪। **পাতএ আশেষ বুদী**—বিবিধ কৌশল বিস্তার  
করে।

৬। **বিস্তৃত**—ত° বিভক্তিচিহ্ন; পূর্বে বিদ্ধ°। **সর**  
—প্রা°। সর।

**এতাং শ্রদ্ধা** ইত্যাদি—এই বংশীকথা শুনিয়া রূপ-

সরোবরের হংসী রাধা বৃদ্ধাকে মধুর বাক্য বলিলেন।

১। **সার**—স্বর। **গীসারে**—নিঃসরণ করে।

**জুখ বাঁশীর** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, নিদারুণ বাঁশীর  
শব্দে ঘরের মধ্যে ঘোল মথিতে মন্বনদণ্ড অচল হইয়া  
পড়িতেছে। মথানি—স° মন্থান°।

পৃ° ১২০

**রাধয়া প্রেরিতা** ইত্যাদি—আধিকাতরায় রাধা কর্তৃক  
হরির অধিবর্ণে প্রেরিতা বৃদ্ধা তাঁহাকে (রাধাকে) এই  
কথা বলিল।

**গেতুআ**—প্রা° গেতুঅ°, গেতুঅ°। কন্দুক। **খেলাএ**  
—প্রা° খেলই° (ক্রীড়তি)।

২।° **বোলাইতে**—বাদন করিতে। **নিশ্চল**—  
যা'র নড়চড় নাই, প্রকৃত।

৩। **হারা**—যাহা বা যে হারাইয়া গিয়াছে। **বুড়া**—  
প্রা° বুড়অ°। বৃদ্ধ।°

৪। **খেয়া**—প্রা° খয়া। কমা।

—

১। **কাল বন্দাবনে**—ঘন জামল বন্দাবনে। **নাঁদে**  
—দেয় না।

২। **আগর**—প্রা° অগর°। ভবানীদাসকৃত ময়না-  
মতীর গানে,—

আগর চন্দন কাঠে কুণ্ড সাজাইল।

বিজ্ঞাপতিতে,—

পরিমল অগর চন্দনে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

সবল পদ্মকাষ্ঠ নেও চন্দন আগর।

চণ্ডীদাসের পদে,—

যত গোপনারী চন্দন অগোর

লেপিছে দৌহার গায়।

অগর°।

৩। **বোহারী**—বধু।

১। **আগুকুল**—অনুকূল আচরণ।

৫। **নানা কুল আরোপিল**—বিবিধ পুণ্যরূক  
রোপিত।

১। **রাঙ্কিলোঁ**—রন্ধন করিলাম। **বেশোআর**—  
‘দ্রব্যাদি বেশবারস্ত্র নাগবরীমলানি হি। ততুলাংস  
লবঙ্গানি মরিচানি সমাসতঃ ॥’—ভাবপ্রকাশ। কবি-  
কল্পণে,—

বার্ত্তাকু কুমড়া কচা তাহে দিয়া কলা মোচা

বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।

ঘনরামের ধর্ম্মমণ্ডলে,—

নিরস করিয়া দিল সরস বেসার।

বিবিধ বকাল ঝাল হরসাল তার ॥

বেশবার, ঝাল-বাটনা। **সাক**—প্রা°। শাক।



কানাসোজী—কাণাসই, [বন্ধন]-পাকের কাণায় কাণায়,  
ছাপে ছাপে।

রাক্ষনের জুতী ইত্যাদি—বুড়াই, বংশীধ্বনি শুনিয়া  
রক্ষনের রীতি ভুলিয়া গেলাম। জুতী—প্রা° জুতী।  
যুক্তি।

২। আড়বাঁশী—যে বাঁশী আড়ভাবে ধরিয়া  
বাজাইতে হয়; [Cf. l'. algoza]। পরলা—পটোল।  
ভাজিলে—পাক করিলাম। কাঁচা—পৈশাচী কাচো'  
(বিশ্বাদ)।

৩। সেইত—ত' নিশ্চয়ার্থে। চিপিলে—নিশী-  
ড়িত করিয়া।

খোপিলে—প্রক্ষিপ করিলাম। চড়াইলো—  
চাপাইলাম। চাউল—'চাউলা তুলাঃ' দে° না° মা°।

পৃ° ১২১

৪। বাঁশে—বংশী।

১। শুনো—অদ্বৈতপ্রকাশে—

হরে রক্ষ নাম নাহি শুনো° একবার ॥

শুনি, শুনিতেছি। আউলাজী—অব্যবস্থা করিয়া।

নিধায় কলসে ইত্যাদি—রক্ষাধেষণতৎপরা বাধিকা  
কলস কক্ষে বৃদ্ধা সহ যমুনাতীরে গমন করিলেন।

'যমুনাক-কু'-ক্ষণীর চিহ্ন। জণি—অপ° প্রা°।  
বিজ্ঞাপিত,ত,—

চিকুর গলয় জলধারা।

মেহ বরিস জনি মোতিম হারা ॥

গোবিন্দদাসের পদে,

পরিমলে লবণ

ভ্রমর জনি ধাওত

এছন আকুল কান।

(অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী)

যেন।

২। হইলো—হইলাম।

৩। চাহিত—ত' দৃঢ়তা বিজ্ঞাপনে।

৪। পায়িবাক—পাইবার নিমিত্ত।

২। উপসন—ভবানন্দের হরিবংশে,—

হৃন্দরী রাধার দুঃখ হৈল উপসন ॥

শ্রামদাসের মীনচেতনে,—

তুমি আমি জ্ঞাতিগণ হৈলাম আশি উপসন

দোষ নাহি শুন মহাশয় ॥

উপস্থিত। রোষিব—রুষ্ট হইবে।

৩। পরিখে—পরীক্ষা করে।

৪। জাগে—প্রা° জগুগই' (জাগতি)।

পৃ° ১২২

১। উত্তরলী—[ উৎ-তরল-দে; ] অতিশয় চঞ্চলা,  
বিস্মলা। হয়লী—ক্রিয়াপদের উত্তর স্থলিঙ্গে দ'  
প্রত্যয়।

২। নাছে—প্রা° রছা'। 'রথ্যাক্রয়ং গ্রামমাগে'।  
লাচ্ছ ইতি :যাবৎ। কেচিদ্ দুর্গনগরদ্বারে। 'টী° স°।  
রাঢ়ে 'নাচ', 'নাছ' বা 'লাছ'। এ' বিভক্তিচিহ্ন।  
শূদ্রপুরাণে,—

চন্দ্রনে চচ্চিত বটে জম রাজার নাছ।

দ্রয়ানন্দের চৈতন্যমঞ্জলে,—

নাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক ছড়াছড়ি।

কবিকঙ্কণে,—

পেয়াদা সভার নাছে প্রজারা পলায় পাছে

ছুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।

(ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ)

[ত্রিযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত  
চৈতন্যভাগবতে নাছ' শব্দের সদর দরজা অর্থই দ্রুত হইয়াছে।  
সম্ভবতঃ মহাত্মা কেবরী (Dr. W. Carey) এবং হোটন  
(Sir Graves C. Haughton) সাহেবের সময় হইতে  
বাংলা কোষগ্রন্থগুলিতে শব্দটির পশ্চাৎবার, এই বিরূত  
অর্থ স্থান পাইয়া আসিতেছে।]

৩। শুণএ—গণনা করে। সে ত—ত' কিন্তু অর্থে

প্রবৃত্ত।

৪। চৌঠ—প্রা° চট্টট'। চতুর্থ।

অথ রাধাং ইত্যাদি—অতঃপর মদনজরসীমায়  
রাধাকে সম্মুখে দেখিয়া চতুরা বৃদ্ধা যমুনায় যাইবার কথা  
বলিল।

৩। 'চোরায়িত্তে'—চুরি করিতে। করিউ যতনে  
—করিউ' কর্ণবাচ্যের অহুজ্জা।

৫। বাঁশীত—নিমিত্তার্থবোধক লাগিআ' শব্দের  
'যোগে যষ্টী।

৬। চোরায়িব—চুরি করিব।

৭। নিম্মাউলী—বংশীদাসে নিম্মাউলী,' বিজয়গুপ্তে  
নিম্মাউলী'। 'নিম্মাকারক। [ স্বৰ্গেদ, ৭ম মণ্ডল, ৫৫তম  
শ্লোক ঘুমপাড়ানি মন্ত্ৰ। ] নিম্মাইব—ঘুম পাড়াইব।

৮। সন্মোখিব কয়ল উত্তরে—কি বলিয়া বুঝাইব।  
সন্মোখিব—প্রবোধিত করিব, প্রতারণিত করিব।

৯। ভীতর—প্রা° রূপ।

১০। গহ্বা রাধায়ুতা ইত্যাদি—বৃদ্ধা রাধার সহিত যমুনা-  
তীরে যাইয়া বাঁশী অপহরণ করিবার আশায় মন্ত্ৰের দ্বারা  
মাধবকে নিম্মালু করিল।

১১। শয়ে—স্বর।

নিজাছো—নিজাও। স্তবিল—কৃতিবাসের আশ-  
বিবরণে,—

রাত্রিকাল হইল ওঝা স্তবিল তথায় ॥

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

স্তবিল। সকল লোক যমুনাকুল পাইয়া ॥

নয়ন করিল। সিঅরে—প্রা° 'সিহর' ( শিখর )।  
মন্তক।

নিবন্ধন—নিবন্ধ, ব্যবস্থা।

২। চোরায়িত্তা—চুরি করিয়া।

পৃ° ১২৩

৩। যথী—যত্ন, যেখানে।

৪। কাটিলান্ত দীর্ঘ রাএ—ভাক ছাড়িয়া কাটিয়া  
উঠিলেন। কাটিলান্ত—টানিয়া বাহির করিলেন। ছয়ি  
—হইয়া। বিলপিলা—বিলপ করিলেন।

১। আলোচিআ কাজে—কাজের প্রয়োজনীয়তা  
বুঝিয়া।

হাকান্দ করুণা ইত্যাদি—ভূমিতে লোটাওয়া  
অস্ত্রাকার রবে বিলাপ করিতেছি। হাকান্দ—প্রা° পৈ°এ  
হাকন্দ ( হাকন্দ )। কৃতিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

হাকান্দনে কান্দে রেণুকা বৃক নাহি যাকে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অ[ ১ ] কান্দনে কান্দেন, মনসা

প্রভু মোরে না যাও ছাড়িয়া।

২। নীল—লইল। ঝাড়া—ঝালর। পাট থোপ

—পুচ্ছাদির অহুসরণে নিম্নিত বেশমের ক্ষত হুজ্জুচ্ছ।

৩। কান্দন্তি—কান্দিতে লাগিলেন।

৪। মুছিলান্ত—মুছিলেন, মাজিত করিলেন।

কহিলান্ত—অসমীয়া লঙ্কাকাণ্ডে,—

মাধব কন্দলি কহিলন্ত অল্প করি ॥

কহিলেন।

১। হয়—হও। আযাত্রাঞ°—অযাত্রায়, কৃষ্ণণে।

শিয়রত—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

শিয়র না দিব আর কানাইর হাতে।

মন্তকস্থিত।

আতোষে—অতোষ, দুঃখ।

২। তেঁ°—কৃ° চ°এ তে° ( তে° )। তাহার।

চোরাইল—চুরি করিল।

৪। হাসিলী—ক্রিয়াপদের উত্তর দ্বীলিঙ্গে ঈ° প্রত্যয়।

১। জার—প্রা° সম্বন্ধবাচক জাগ° শব্দ হইতে জার°

এবং জাহাণ° তথা জাহার হওয়া অসম্ভব নহে। অপভ্রংশ  
ভাষায় যুদ্ধাদি শব্দের উত্তর ঈয়° প্রত্যয়ের স্থানে 'জার°'  
'আদেশের বিধান আছে ( সিদ্ধ হে°, ৮।৪।৪৩৪ )।

মেণ—কৃ° ম°তে মণং ( মণাৎ-৩৫; কৃ° চ°এ মণয়ং',  
মণা°, মণিঅং। চণ্ডীদাসের পদে,—

তা দেখে মো যেন নয়ন চকোর

পিতে চাহে সুধাকরে ॥

কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে

সে সব মিছাই যেন ॥

প্রাচীন বাঙ্গালাতে কিন্তু, তবু প্রভৃতি অর্থে এবং কথার  
মাত্রারূপে যেনে° শব্দের প্রয়োগ অবিলম্ব। প্রাচ্য হ্রি° মন্ত্ৰ°  
( জৈসে ) শব্দ তুল°। দাণে—প্রা° দাণ; একার বিভক্তি-  
চিহ্ন। দান।

পৃ° ১২৪

৪। বুজিছে—বলিবে অর্থে; বুজিএ° শব্দ তুল°।

২। **ধিকারিক**—ধিকার-বাক্য।

৩। **পইসও**—প্রবেশ করি।

**এড়াও**—এড়াই, অতিক্রম করি।

**রাধিকাবাচমাচম্য** ইত্যাদি—বুদ্ধার মুখে রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতর কৃষ্ণ বেণু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বলিলেন।

১। **সন্ননে**—শয়নে।

**বিরহবিনোদ**—বিরহ-বাথা অপনোদনকর।

২। **খিঞ্চিল**—খচিত বা খচিত করিলাম।

**কৃষ্ণ বচনং** ইত্যাদি—অতঃপর বুদ্ধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অদুঃখিত ভাবে (অর্থাৎ সমবেদনায় প্রকাশ না করিয়া) রাধা পুনরায় গদাধরকে বলিলেন।

১। **দোষ**—দোষ দিতেছ।

পৃ.° ১২৫

২। **স্মৃতির্জ্ঞা**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—  
কেহত স্বামীর কোলে আছিল স্মৃতিয়ে।

চৈতন্তভাগবতে,—

স্মৃতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগরের মাঝে।

শয়ন করিয়া। **নিদোহে**—লইলে।

৪। **পুছি**—জিজ্ঞাসা করিতেছি। **কোণ ভিত্তে**—  
কোন দিক দিয়া ক্রমশঃ করিয়া।

৬। **নিহে**—প্রাচ্য হি' নিন্হে'। লইলে।

৭। **আমান**—অমায়, অভয়ত।

২। **নেও**—লই।

১০। **নটকী**—ধট্টা, কুচেষ্টাবতী। **হিনারী**—  
পূর্বে 'হেনারি'। **সত্যে ভাষ** ইত্যাদি—তোমাতে  
সত্যের আভাস মাত্র নাই। **মিলী**—লইলে।

১। **উছাট**—উছোট, (উৎ, উপরি এবং চোট  
আঘাত)। যাত্রাকালে চরণাগ্রে আঘাত পাওয়া অন্তত  
লক্ষণ। **মানিলো**—মানিলাম, গ্রাহ করিলাম। **বাঞ্ছ**  
—বাঞ্ছের। **শিআল**—মাগধী প্রা°। শৃগাল।

**আখায়িল ঘাঅত** ইত্যাদি—কানাই ধৌত কতে

বিষের জালা উৎপাদন করিল। **আখায়িল**—বাকুড়া-  
বীরভূম অঞ্চলে প্রক্ষালন করা অর্থে আখালা, তথা পাখালা  
শব্দ প্রচলিত। **ধৌত**। **ঘাঅত**—প্রা° ঘাঅ' (ঘাত);  
ত' বিভক্তিচিহ্ন। **জালিল**—প্রজ্জলিত করিল।

২। **সন্তুণী**—ব্যাধ; নিমিত্তজ, শাকুন শাস্ত্রে  
অভিজ্ঞ। **খাপর**—প্রা° খপ্পর'। খর্পর, নরকপাল।  
**ভিক্ষ**—প্রা° ভিক্ষা'। ভিক্ষা। **কুরুআ**—'কৃতেশ্চরণঃ'  
স্নেহপাত্রে শৃঙ্খুআ ইতি খ্যাতে কৃতঃ।' টা° স°; 'মজ্জ-  
পরীবেসনভণ্ডে করিআ।' দে° না° মা°। হি° করুআ'  
(করক)। মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক কড়ুআ' (তৈলাধার)।  
ভাণ্ডেড। **তেলী**—শোরসেনী তেল্লিও' (তৈলিক:)।  
মাগধী অপ° তেল্লীই'। তৈলকার। **সুখান ডালত**  
**বসি** ইত্যাদি—তুল°—

শুকনা ডালেতে বস্তা কাগায় করে রাও ॥

মৈ° গী°, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃং ১৭৩।

৩। **দেশান্তর লইবোঁ**—ভিন্ন দেশে যাইব।  
**কাহুত**—নিমিত্তার্থ লাগিআ' শব্দের যোগে বস্তু।

৪। **বোলও**—বলি, বলিতেছি। **করণে**—  
সকাতরে।

১। **যোড়সি**—জড়িতেছিস, আরম্ভ করিতেছ।

পৃ.° ১২৬

৩। **অবিচারে**—নিষ্কিচারে, বিনা বিতর্কে।

১। **পৈসে**—প্রবেশ করায়। **গিহ্বীক**—গৃহীকে,  
গৃহস্থকে।

২। **মিছ**—প্রা° মিছ' (মিথ্য)। মিথ্যা।

৩। **হরিবোঁ**—অপহরণ করিব। **ভোআক্রি**—  
ক্রি' (—ই) অনন্তবাচক অব্যয়।

**শিআন**—প্রা° সয়াণ'। সজ্জন, চতুর। **যান**—  
জান', অবগত হও। **পরক**—অপরের বা অপরকে।  
**বিনাসী**—বিনাশকারিণী।

১। **চোরাকী**—চুরি করিয়া।

২। **মিছাঞি**—ঞি' (—ই) বিশেষবাচক অব্যয়।  
**দোষসি**—দোষ দিতেছি।

১। **চতুখীর**—চতুখীর। **নিশাপতী**—ভাত্রগুরু।  
চতুখীর চক্র সাধারণে নষ্টচক্র বলিয়া স্থপরিচিত। **পুষ্ণ**—  
প্রা° পুষ্ণ'। পূর্ণ।

**চুরণী**—ও° চোরণী'। অপহরণকারিণী।

২। **খণ্ডবিচনী**—ভগ্ন ব্যঙ্গনী। **খণ্ডবিচনী**  
কিবা ইত্যাদি—ভাগা কুলার বাতাস কিবা [যেচ্ছায়]  
শরীরে লাগাইলাম।

পৃ° ১২৭

**রাধে বুদ্ধাং** ইত্যাদি—রাধে, অতি শুদ্ধা বুদ্ধাকে  
ছলকারিণী নিশ্চয় করিয়া তুমি যে বঞ্চনা করিতেছ, তাহা  
আমার জানা আছে।

৪। **বিচারিঅ**। **চাহ**—খুঁজিয়া দেখ।

৫। **চোরাইলো**—চুরি করিলে।

**নিগ্নীয় রাধাবচনং** ইত্যাদি—রাধিকার অস্বীকার-  
মুচক পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীর উদ্দেশে বচ  
বিলাপ করিলেন।

১। **নাল বাজিল** ইত্যাদি—তাহার বহির্ভাগ  
বলয়বদ্ধ বা বলয়বদ্ধ করিলাম। **তুল**—স্রবণের সাদৃশী  
হিরার বাজিল কাম' (পৃ° ১১৫)। **নাল**—(নল), বলয়।  
**শিঅরে**—একার পঞ্চমী অর্থে প্রযুক্ত। শিখরদেশ হইতে,  
মাথা হইতে।

২। **গাঙ**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।

(আদি°, ১২শ অ°)

হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙো॥

(মধ্য°, ১০ম অ°)

গাই, গান করি। **সরে**—প্রা° সর' ; একার বিভক্তিচিহ্ন  
সরে। **সিঅরে**—প্রা° সিহর' (শিখর) ; একার পঞ্চমী  
অর্থ প্রযুক্ত।

৩। **বনমালা**—পত্রপুষ্পময়ী পদ পর্যন্ত লখিত।  
বৈজয়ন্তী, রত্নমালা এবং বনমালা ভেদে মালা ত্রিবিধ।

পৃ° ১২৮

২। **চুরিণী**—চোরধমণী ; **তুল**° ঘরিণী' (প্রা° পৈ°)।  
**হয়লাহৌ**—মাধব কন্দলিকৃত অঘোধ্যাকাণ্ডে,—

কাল ফল শূন্য দেখি হইলোহৌ হতাশ ॥

হইলাম।

৩। **সাধিলেহেঁ**—সাধন করিলে।

১। **চোয়ামিলি**—চুরি কপিলি। **বেড়ামিএ**—  
ফিরিতেছি। **পুন**—কু° চ'এ পুষ্ণ', পুষ্ণ'। **পুণ্য**। **পাহ**  
—পাও, প্রাপ্ত হও।

২। **ঘাটিএ**—√ঘাট (স° ঘট) আলোড়নে।  
আলোড়ন করি।

৩। **উচিত্তে গরুঅ মনে** ইত্যাদি—হে আমান-  
সেবিকা, তোমার উচিত্ত, হর্ষচিত্তে ও মিতমুখে আমায়  
তাহা (বাসীটি) দাও। পূর্বে 'হাসি হাসে খলখলি গরুঅ  
মনে' (পৃ° ১০২)। মুচকে হাসী—মুচকি হাসি  
অপ্রাচীন নহে। ডাক-চরিত্রে,—

আড় চক্ষে চাহে মুচকি হাসে ॥ (পুথি, ১০২০)

কুন্তিবাসী অঘোধ্যাকাণ্ডে,—

সীতা জে দেখিঅ মুচকি হাসিঅ।

ইঙ্গিতে বঝালা তারে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

লজ্জার সহিত দ্বিজ না দিল উত্তর।

শুনিয়া মুচকি হাসি রতে দ্বিজবর ॥

ঈশং হান্ত, চাপা হাসি।

৪। **খোজসি**—খুঁজিতেছ, অন্বেষণ করিতেছ।

**কাটো**—কাটি, ছেদন করি।

**নিরাশসবনেনাং** ইত্যাদি—আমি রাধা হইতে  
যজ্ঞ প্রত্যাখ্যান হইয়া বিকলীকৃত হইয়াছি ; সম্প্রতি বৃদ্ধে,  
তুমি বংশীলাভের উপায় বল।

**তঙী**—তুঙি° শব্দজ। ৩৪ পরগণায় তঙাই'। কথা  
কাটাকাটি, বিতর্ক।

পৃ° ১২৯

**প্রমুক্তকাকুবচনং** ইত্যাদি—সর্বসমক্ষে কৃষ্ণকে  
কাতর-বাক্য বলিতে দেখিয়া বুদ্ধা রাধিকাকে এই কথা  
বলিল।

২। **তুবল**—প্রা° পৈ°এ তুবল। দুর্কল।

৩। **আবগাহী**—অব-√গাহ্ মজ্জনে। বিজ্ঞাপতিতে,—

অপনেহ মনে গুনি বুঝ অবগাহি।

এত দিন অছলাহ আন ভানে হমে  
আবে বুঝ অবগাহি।

মাধব কন্দলিকৃত হৃন্দরাকাণ্ডে,—

রাজায়ে বুলিয়া যত শাস্ত্র অবগাহি।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া; বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া।

**বুঝাবচনমাকর্গ্য** ইত্যাদি—বুঝার বাক্য শুনিয়া অনঙ্গ-শরে কাতর রাধা অন্তরাগ ও চাতুরীর সহিত কৃষ্ণকে কহিলেন।

১। **নারিএ**—পারি না বা পারিতেছি না।

**রাধিকাবাচমাচম্য** ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শ্রবণে প্রমোদগম্বীর হরি বংশী লাভে ত্রাবেশবশতঃ বুদ্ধাকে বলিলেন।

পৃ° ১৩০

২। **আতোষে**—অতুষ্ট।

৪। **আবসে**—কু° চ°এ অবসে'। অবশ্য।

**কৃষ্ণস্ত বচনং** ইত্যাদি—বুঝার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কাতর রাধিকা কৃষ্ণকে মধুর বাক্য বলিলেন।

৫। **মৈলো**—মরিলাম।

৭। **তোক**—প্রতি' শব্দের যোগে যষ্টী।

১১। **ময়সিল**—কমা করিলাম; মরিষহ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **কালানি**—কালিন্দী।

বংশীখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

## রাধাবিরহ খণ্ড

- পৃ° ১৩১

**ইথং কৃষ্ণগতপ্রাণা** ইত্যাদি—এইরূপে কৃষ্ণগত-প্রাণা রাধিকা কোনও রূপে গৃহকর্ম করিয়া কিছুকাল নিজ গৃহে অতিবাহিত করিলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চ-শরাতুরা হরিণী-হারিনয়না রাধা বুদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **নাইল**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

আমার খানক আইল সবে দেবগণ।

শনি কিয় নাইল বুলি করি কোপমন॥

দূত পঠাই দিলা দেবী আমার পাশক।

না আইল, আসিল না।

২। **পড়এ**—উপস্থিত হয়, উদ্ভিত হয়। **পাঅবৌ**—পাইব, প্রাপ্ত হইব।

৩। **আইল**—মাগদী আরিদে' (আপ্তঃ); চৈত—প্রা° চইল'। চৈত্র।

৪। **সুতিলো**—শয়ন করিলাম।

৫। **লাসী**—হি° লাহী'। বহুমূল্য বস্ত্র-ভেদ। **সে কাছাঞি** ইত্যাদি—সে কানাই উধাও হইয়া গেল অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হইল।

৭। **ছয়িলো**—স্পর্শ করিলাম।

১০। **মলয়**—তামিল মলৈ'। দক্ষিণ দিক্স্থ পর্বত-বিশেষ; উহার অপর নাম চন্দনাদ্রি। বসন্তের প্রারম্ভে চন্দনাদি বৃক্ষের অগন্ধ বহন করে বলিয়া দক্ষিণ-বায়ুকে

মলয়পবন' বলে। **শিয়ল**—ক° ম°তে সীঅল'; গো° ব°এ সীয়ল'; প্রা° পৈ°এ সিয়ল'। শীতল।

১১। **আপণা মগর** ইত্যাদি—আপনাকে মকরের

পেটে দিয়া কৃত কর্ণের প্রায়শ্চিত্ত করিব। মগর—মকর, গন্ধার বাহন, পৌরাণিক জলজন্তুবিশেষ। ভোজ—প্রা° ভোজ্য। ভোজ্য।

১২। ভাগ—প্রা° ভগ্ণ°। ভাগ্য, পুণ্য।

১। কহিআরোঁ—কহি, কহিতেছি।

৩। নেহালিলোঁ—দেখিলাম। ইসত বদন করী—মাধবাচার্যের ত্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—  
রক্ত নয়নে চাহি ঈষত বদনে।

উন্নত ললিত নাশা স্বন্দর শ্রবণে ॥

ঈষৎ মুখভঙ্গি করিয়া, মুচকি হেসে। [তুল° কিস্তি নয়ণে° (মধুসূদনের নৈষধচরিত); ললিত মুখ° (শঙ্কর দেবের উ° কা°)]।

৪। চউঠ—প্রা° চউঠ°। চতুর্থ।

১-৪। দেখিলোঁ প্রথম নিশী ইত্যাদি—পদটি পদাবলীর মধ্যে পরিবর্তিত আকারে পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।।

পৃ° ১৩৩

আগিআর—আন°, আনয়ন কর।

২। মলয়া বাঅ—শরীর ও মনের আনন্দপ্রদ সৌরভময় বসন্ত-বায়ু। কেহু করে গাএ—গা° কেমন করিতেছে। আনাওঁ—আনাই বা আনয়ন করাও।

৩। এ মোর বাহুর ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহে রাধা অতিশয় শীর্ণা হইয়াছেন, তাই বাহু হইতে বলয় পুনঃ পুনঃ খুলিয়া পড়িতেছে। বিছাপতিতে,—

কঙ্কণ বলয়া গলিত ছুঁ হাত।

বলএ—প্রা° বলঅ°; একার কর্তৃকারকের চিহ্ন। অনমীষ—অনিমিষ, পলকহীন। বাট চাহিআঁ—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। পথ চাহিয়া, অপেক্ষা করিয়া।

৪। এবেঁ মোর ইত্যাদি—এখন আমার ভরা যৌবন। আমরিসে—প্রা° অমরিস°। অমর, ক্রৌঞ্চ।

১। ঘুসঘুসারী—ঘুস (স° ঘুস্) ঘর্ষণে। দিকি° দিকি, মুহু জ্বলনে।

৪। উতাপঠ—উৎ পঠ বিদারণে। থির, ব্যথিত।

১। এ ধন যৌবন ইত্যাদি—তুল°—

শম্ভ কর চুর বসন কর দূর

তোড়হ গজমতি হার রে।

পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিখারে  
যমুনাসলিলে সব ডার রে ॥

সীথায় সিন্দুর পোছি কর দূর

পিয়া বিচু সবহি নৈরাস রে। (বিছাপতি)

২। যবেঁ কাহু ইত্যাদি—কপাল-দোষে যদি কানাই না মিলে। মিলিহে—মিলে বা মিলিবে।

৩। কাহু সমে ইত্যাদি—কানাইর সহিত কেলি-বিলাস করিতে পাইলাম না। ত্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি-সাধনায় সিঙ্কিলাভের সুযোগ পাইলাম না।

৪। মাথে শম্ভু সম ইত্যাদি—কানাই আমার এই-রূপ বিলাস-বেশ দেখিয়া কেন দূরদেশে গমন করিলেন। শিসতে—শিখাতে। গেলাসু—শূণ্যপুরাণে,—  
এত বোলি তপস্জ্ঞাএ গেলেসু ভগবান।

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

পূরীমধ্যে চারি নারী গেলেসু চলিয়া।

গমন করিলেন। বিদুর—বিছাপতিতে,—  
চরণ কোমল পথ বিদুর ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

নিবেক রামক বিদুরক নিশাচর।

সুদূরে, দূরদেশে।

পৃ° ১৩৩

১। নেহাড—নিমিত্তার্থ লাগিআঁ° শব্দের যোগে যষ্টী; 'নেহত' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীতির।

৩। সুধিএ°—সুকৃতি, সন্ধিতে। পাইবোঁ—  
মাধব দেবের আদিকাণ্ডে,—

ইহান সমান বর পাইবোঁ কেনে করি ॥

মনে গুণে কেন মতেঁ পাইবোঁ জ্ঞানকীক।

আগোঁ—জানি, অবগত হই; আগাওঁ° শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কমল সুধিএ° যাইবোঁ ইত্যাদি—হুবদনী রাধে, তুমিই বল, কোন্ পথে যাব, কোথায় তাঁর ধরা পাব।

হে মুখে, [ আগে ] তাহা অবগত হই, তাহা হইলে বিবিধ  
কৌশল করিয়া মুরারিকে আনিয়া দিতেছি।

৪। তোকে পাইবে হরী—তোমায় ত্রীকৃষ্ণ  
মিলিবে।

৪। সোঅ—শোও, শয়ন কর।

৫। কি স্ততিব ইত্যাদি—তুল—

চান কিরণ মোহি সহলো নই যায়।

চানন শীতল মোহি ন শোহায় ॥ ( বিজাপতি )

স্ততিব—শয়ন করিব।

৬। সিভল—পা° শীতল°। শীতল। বলাঅ—  
বলাও, ভ্রমণ করাও।

২। খাউ—খাউক।

১০। ধার—ধারা, জলশ্রোত।

\* ১। শত পল ইত্যাদি—বড়াই, এক শত পল সোনা  
লইয়া এষ্ট ব্যাপারে যোগ দাও। পল—চারি তোলা  
পরিমাণ। মেল—মিলিত হও।

২। চাহিহ—খৃষ্টিও, অন্বেষণ করিও।

৩। করে করতাল ইত্যাদি—কখন করতালধ্বনি  
করে, কখন ব°শী বাদন করে।

৫। পাছু—প্রা° পচ্ছা°, ( পশ্চাৎ ) ; অপ° পচ্ছহ° ;  
প্রাচ্য হি° পাছু°। পশ্চাতে। লাখাএ—ঝুলাইয়া দেয়।

পৃ° ১৩৪

১। নিন্দতোলে—যুগ্মের ঘোর উপলক্ষে।

১২। সুরঙ্গে—আনন্দ-বিলাসের সহিত।

১৩। তবেস—তবে সে।

১৪। তথ্যাহোঁ—সেখানেও। অশঙ্কেত—সঙ্কেত।  
‘অসন্যন’, ‘আধান’ প্রভৃতি শব্দ তুল°। নিম্বনে—  
কেলিবিলাস।

১৫। ভাগীরথীকূলে—ব্রজমণ্ডলস্থ মানসগঙ্গাতীরে।

১৬। সাগরের ঘরে—পূর্বে একবার পাওয়া  
গিয়াছে ( পৃ° ৩ )। এখানে আবার সাগর গো আ লে  
বলা হইতেছে। পুছিহ—জিজ্ঞাসা করিও।

১। মোঞেঁত—ত° অবধারণে। চাহত—ত°  
অভূরোধ-বাক্যের যুক্তা সম্পাদনে।

১। চুকে—সমাপ্তিবাচক ক্রিয়া।

মধুরার নামে ইত্যাদি—পদাবলীতে—

মধুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।

সাধ করে বড়াই গো কাছ দেগিবারে ॥

সাদ—প্রা° সদ্ধা° ( শ্রদ্ধা )। সাধ, অভিলাষ।

২। বউল—প্রা° বউল°। বকুল। ধার—প্রাতৃ,  
ঝালর। পক্ষিঅ—পরিধান করিয়া।

পৃ° ১৩৫

৩। যেহু মনে—যেদ্রুপে, যেমন করিয়া।

১। সে দিগেঁ ইত্যাদি—বসন্ত কি সে দিকে  
সংবাদ রাখে না ? অথবা সে অঞ্চল কি বসন্তের অধিকারের  
বাহিরে ? উয়ে—নাম-ধাতু ; প্রা° উণ্° বা উম্° শব্দ  
হইতে বোধ হয়। পোড়ে, দগ্ধ হয়। তুল°—‘তুধের ভাঁড়  
নিতে উছা°তে হয়। এবেঁ মোর মণের ইত্যাদি—তুল°  
‘তপই অর্থাৎ উর অধিকাষ্ট°’

২। মুকুলিল আশ সাহারে ইত্যাদি—বিজা  
পতিতে,—

সাহর মজর ভমর গুজর

কোকিল পক্ষম গাব।

দগিন পবন বিরহ বেদন

নিষ্ঠুর কন্ত ন আব ॥

সাহারে—প্রা° প্র°, গো° ব° প্রভৃতিতে সহআর° ( সহকার ) ;  
একার কর্তৃকারকের চিহ্ন। স্বগন্ধ আশ্রয়।

৪। তা দেখিতে ইত্যাদি—তাহা দেখিতে আমার  
প্রাণ বাহির হইবে। জাএব—√জা-এব ( এব )।  
যাইব।

৫। নয়িলেঁ—লইলাম।

৩। ষোলহ—প্রা° সোলহ° ( ষোড়শ )।

অশরীরশরৈঃ ইত্যাদি—অনঙ্গ-শরে কুশিতাঙ্গ-যষ্টি,

প্রবল মনোবেদনাযুক্তা, নিরানন্দা অভিমহ্য-পত্নী (রাধা) দীর্ঘকাল হরির চরিত্রসমূহ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন।

[গত-সাত-ততিঃ—নিরানন্দপ্রবাহ বা আনন্দপ্রবাহ-হীনা। সা=সুখ=আনন্দ। ততিঃ=প্রবাহ=সমূহ। জনী=পত্নী।]

পৃ.° ১৩৬

দহ বুলী ইত্যাদি—তুল°—

সাগর অছন থাহ ভেল পানি ॥ (বিজ্ঞা°)

দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখে দইরা শুকায়।

(পূর্ববঙ্গীতিকা, ৩খ°, ২স°)

২। বিকাসিলে°—বিকসিত করিলাম, প্রকাশ করিলাম।

৩। প্রতি বোল ননন্দ বাছে—কথায় কথায় ননন্দ দোষ ধরে। বাছে—/বাছ্ বিশেষণে। সব গোপী-গণে ইত্যাদি—পদাবলীতে—

লোকমুখে শুনি ইহা বলে লোক

কাছ সনে রাখা আছে ॥

আছে—আসক্ত হয়।

—

১। আসুখ না কর—দুঃখ করিও না। দেহগতি—কায়িক চেষ্টা বা দৈহিক অবস্থা। মোতে লাগে দুখ—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। আমার দুঃখ হয়।

জদয়ে ভরস কর—মনকে বুঝাও। ভরস—স° ভদ্র-আশা (?), হি° ভরোস°। প্রবোধ।

২। পুছিউ—জিজ্ঞাসা করা যাউক।

—

১। কনয়া—প্রা° প্রা°, প্রা° লক্ষ্মী, কু° চ° প্রভৃতিতে কণয়°। কনকনিমিত্ত বা সুবর্ণোজ্জ্বল। কোটা—গোলাকার তিলক। উয়ে—উদিত বা প্রকাশিত হইতেছে। গোটা—একটা, সম্পূর্ণ।

২। বঅনে—প্রা° বঅণ°; একার প্রথমার চিহ্ন। বদন। কয়ে—কু° চ°এ কয়°; একার সপ্তমীর চিহ্ন। কর্ণে।

৩। ঘাঘর—প্রা° ঘগঘর (?), টা° স°এ ঘাঘরী (কির্কিণী)। প্রাচীন সাহিত্যে ঘাঘর° শব্দ অবিরল। যুজ্জুর, ক্ষুজ্জর ঘটিকা।

মগর—জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে,—

টাড় মগর হার চরণে মগরা।

পদাভরণভেদ; মগর ধাতু° শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে—তুল° 'সে কাহাঞি গেলা আকাশে' (পৃ.° ১৩১)।

৪। তর্খাত—তথায়।

পৃ. ১৩৭

৩। তো—প্রা° নিশ্চয়ার্থে।

৪। পরভয়—প্রত্যয়। তলাক—ক° দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

—

১। বিহাইআ°—বিস্তৃত করিয়া, পাতিয়া।

হেন নেহ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে এরূপ প্রীতি যে, শ্রীরাধা বড়াইর নিদেশমত সম্বন্ধে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্যে—উল্লেখ-মত।

২। কর—হিন্দির অম্বরূপ। করিয়া। বাটা—শ° পৃ°, ময়নামতীর পুষ্টি প্রভৃতিতে।

৩। চালএ—বিচলিত করে। মানে—বোধ করে।

৪। রাহী—শত্ৰুপুরাণে,—

লক্ষ্মী চারি জগের রাই°

ময়নামতীর গানে,—

রাজা বলে শুন মা জননী° লক্ষ্মী রাই°

বিদ্যাপতিতে,—

হরি হসি মিলিলি রাধিকা রাণী ॥

রাণী। ভা° গ্রীষ্মাবসন রাহী° শব্দের অর্থ করিয়াছেন —a beautiful woman।

কদম্বগু তলে ইত্যাদি—সেই কদম্বমূলে বহু ক্ষণ থাকিয়া মদন-শর-কাঁতরা রাধা বড় বিলাপ করিলেন।

১। রাতিহো—রাত্রেও। দুখ—দুঃখদায়ক। চথুত—চক্ষে। পেটে—'পোট্ উঅরে' (পোট্ উদরম্)—দে° না° মা°। হি°, গু° প্রভৃতিতে পেট°। একার সপ্তমীর চিহ্ন।

২। পৈসু—প্রবেশ করুক। উথাআ° পাখাআ°—উদ্বোধিত ও প্রবেধিত করিয়া। তুল°—ভূতিয়ে পাতিয়ে°।

২। রসত—নিমিত্তার্থে লাগিআ° শব্দের যোগে যষ্টি। সুখ সম্ভোগের।



পৃ.° ১৩৮

৩। **দুঃখমতী**—গুণমতি, কুলমতি' প্রভৃতি শব্দ  
তুল°। **দহদহ**—ধকধকে, দহনশীল। **ঘসির**—ঘষি'  
শব্দ করায়বাচক। ঘুঁটের। **জাঁলে**—প্রজলিত করে।  
**ফুকে**—প্রা° ফুৎকার'; একার তৃতীয়ার চিহ্ন।  
বিদ্যাপতিতে,—

কনিমনি দীপ ভরমে দেই ফুক।

ফুৎকার দ্বারা। **শাল**—শল্য।

৪। **কি মোর ঘোবন** ইত্যাদি—আমার [রূপ]-  
ঘোবনে ফল কি? ধন লইয়া কি করিব? ঘর-বাড়ী  
কিসের জন্ত? অন্ন-জলে [আর] রুচি নাই। আমার  
জীবনের আশা কেন বড়াই? **ভাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—  
হেন বেলে মোর নিদ্র দূরে গেল  
হিয়ায়ে হইল দুখ।  
সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়ে  
অদ্বৈতে নাহিক স্বপ্ন॥

বিদ্যাপতিতে,—

নিশবদে হুতল নিদ্র নাহি ভায়।

চণ্ডীকাব্যে,—

যে ঘার মনে ভায় সে নারী ভজে তায়

মুকুন্দ এই বল গান॥

ভাল লাগে, রুচে।

১। **আকারী**—প্রা° অংকার'। বিদ্যাপতির পদে,—

জামিনি আধ অংকার।

দামিনী আএ তুলাএল হে

এক রাতি অংকারী।

অঙ্ককার। **ঝুরোঁ**—অশ্রু বর্ষণ করি বা করিতেছি।

**নারিব**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। পারিব না।

৩। **বুঝে**—প্রা° বুজ্ঝাই' (বুধ্যতে)। **বিশেষ**—  
বৈচিত্র্য।

১। **সেজা**—প্রা° সেজ্জা'। সেজ' বা শেজ' প্রাচীন  
সাহিত্যের চিহ্নিত শব্দ এবং রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে অস্ফাপি  
প্রচলিত। শয্যা।

২। **গহীন**—দূরবগাহ। **এ মোর কুচকুস্ত** ইত্যাদি

—তুল°,—

কুচকুস্ত কলসে জমুনা ভেলি পার॥ (বিড়া°)

৩। **এহিত**—ত° নিশ্চয়ার্থে। **পুড়িআঁ**—দহ  
করিয়া।

পৃ.° ১৩৯

**রাধামাধবমহিম** ইত্যাদি—বনে বনে রাধামাধবের  
অন্থেষণে পুরিশ্রান্তা, মদনজ্বরে কাতরা রাধা বৃদ্ধাকে  
বলিলেন।

১। **পরিভাবিল**—পরিচিন্তন করিলাম, ভাবিয়া  
দেখিলাম।

**সংপ্রভষ্টোহত** ইত্যাদি—অত্ন (স্বপ্ন) প্রভষ্ট  
গোবিন্দ আমার সহিত রমমান হইয়াছেন; স্বতন্ত্র বৃদ্ধ!  
তুমি তাঁহার নিকট প্রণাম নিবেদন করিতে যাইবার উপায়  
বল।

১। **এ**—কথা বা হরের মাত্রা। **আলিছিল**—  
আসিয়াছিল। বীরভূম অঞ্চলের ইতর প্রয়োগ আলছিল',  
হলছিল', গেলছে', হলছে' ইত্যাদি; কিন্তু করেছে',  
করিছিল', মেরেছে', মেরিছিল', খেঞ্জেছে', খেঞ্জিছিল'  
প্রভৃতি।

২। **শোভক**—শোভনশীল।

৩। **সুভী**—বিদ্যাপতিতে,—

হুতি রহল তাঁহি কিছু ন অলাপি॥

হুতি রহল হম করি এক চীত।

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

দেখন্ত কৈকেয়ী শুতি আছে ক্রোধধরে।

শুইয়া, শয়ন করিয়া। **জাগিলোঁ**—জাগিলাম, জাগ্রত  
হইলাম।

৪। **স্বরভীঞ**—স্বরত কেলি দ্বারা।

১। **বাইআঁ**—বাদন করিয়া।

পৃ.° ১৪০

১। **আছিলাহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—  
বৃক্ষর আরত শুনি আছিলোহো তাক॥  
ছিলাম।

৬। **বহায়েলোঁ**—বহন করাইলাম।

১। **নারিলোঁ**—পারিলাম না।

**চাহিতে না ফুরে**—দেখিতে ইচ্ছা করে না।

২। **লাজাই**—লজ্জা বোধ করি।

১। **হিরণ্য বিদারী**—হিরণ্যকশিপূর বিদারণকারী।

**গোকুল তরী**—গোকূলাবতার।

২। **ভৈল পাঞ্জর শেষ**—চণ্ডীদাসের পদে ‘পাঞ্জর হইল শেষ’, ‘খসিল পাঞ্জরের বন্ধ’।

৪। **দুতা দিঅঁ** ইত্যাদি—কপূর-তাঘুলাদি প্রেরণ, কামাচার আমন্ত্রণের সঙ্কেত-ভেদ। পূর্ববর্তী পদে ‘গুঅ পান দিঅঁ’ ইত্যাদি (পৃ.° ১০২)।

পৃ.° ১৪১

**উনমত কালে**—যে বয়সে হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। অর্থাৎ শৈশবে।

৫। **খণ্ডুহ বিদূরে**—দূরে ত্যাগ কর অর্থাৎ ক্ষমা কর।

৩। **পাঠাইলোঁ**—মাগবী পট্টাবিদগম্হি (প্রস্থ-পিতোহস্তি), প্রাচা হি পঠৈলোঁ। **তবে নাম** ইত্যাদি—তখন শিশু এবং সতী বলিয়া স্বীয় নাম চিহ্নিত করাইলে অথবা কখন পুরুষ-সঙ্গতা হও নাই বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিলে। পাড়ায়িলে—অঙ্কিত করাইলে, চিহ্নিত করাইলে। আবালি—বালিকা বা বাল্যাবধি।

২। **কাহু মোর কুঁহু** ইত্যাদি—কানাই আমার দূর সম্পর্কিত (অর্থাৎ তুমি এবং আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নহি); স্বভাব্য আমার মন নিকট জ্ঞাতিকে অহরহ নহে। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়; দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

৩। **পরগন**—গ্রাম। **পূন্ন**—প্রিয়।

১। **কন্সিলে**—করণান্তর, করিলে পর। **পাইঞোঁ**—পাইঞোঁ বা পাইএ হইবে বোধ হয়। প্রাপ্ত হইলাম।

**আহ নিশি যোগ খেআই** ইত্যাদি—আমি সর্বক্ষণ যোগ ধ্যানে রত রহিয়াছি। মন ও বায়ুকে লয়-স্থানে রক্ষা করিতেছি। পরমশিবের সহিত বিলাসান্তে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখন আমাকর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান অধিকৃত।

[মনের স্থিতি আজ্ঞাচক্রে। সহস্রদল কমলের অধোভাগে বায়ুর লয়স্থান। ‘গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশমদ্বারমিতি যাবৎ’।]

**আনুলসর**—অধুবর্তন কর, অপহৃত হও।

পৃ.° ১৪২

২। **দশমী**—সংখ্যা অর্থে প্রযুক্ত। **ইড়া পিঙ্গলা** **সুসমনা** ইত্যাদি—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে আজ্ঞাচক্রে উর্দ্ধে মন ও পবনকে লীন করিয়াছি। নবদ্বার (চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায় ও উপস্থ) এবং দশম দ্বারে কপাট দিলাম। এখন আমি যোগমার্গে আক্লট।

উপরে স্পষ্টতঃ ষট্চক্রভেদের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। তন্মাদি শাখে ষট্চক্র ও তাহার ভেদক্রমের নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। মেকদণ্ডের বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে। এবং পৃষ্ঠাংশের অভ্যন্তরস্থ রুদ্ধে সুষুম্না নাড়ী মস্তকে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই বজ্রাখ্যা সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে পর পর চিত্রিণী ও ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। শরীরের স্থানধিশেষে সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত আধারাদি করিয়া সাতটি পদ্ম কল্পিত হয়। সুষুম্না নাড়ীর অগ্রভাগে পায়ুদেশের কিছু উর্দ্ধে আধারপদ্ম। ইহার চারিটি দল, প্রত্যেক দলে এক একটি বর্ণ; মধ্যে ধরাচক্র নামে একটি চতুষ্কোণ চক্র; মধ্যস্থলে ধরাবীজ ও কর্ণিকামধ্যে একটি ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। এই পদ্মে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু বর্তমান এবং স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ও ব্রহ্মদ্বারে মুখ রাখিয়া সর্পাকার কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন! লিঙ্গমূলে ছয় দলবিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, ছয় দলে ছয়টি বর্ণ; মধ্যভাগে গোলাকৃতি বরুণমণ্ডল, মণ্ডলের মধ্যে অর্ধচন্দ্র ও তাহাতে বরুণবীজ আছে। এই পদ্মে বরুণশক্তি বিরাজিত। নাভিমূলে দশাক্ষরযুক্ত দশ দলে প্রকাশিত মণিপুর পদ্ম। মধ্যস্থলে ত্রিকোণ বৈশ্বানর মণ্ডল; ত্রিকোণের তিন পার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিনটি ভূপুর এবং মধ্যে বহুবীজ। এই পদ্মে লাকিনী শক্তি আছেন।

ক্রময়ে দ্বাদশ দলসম্বন্ধিত অনাহত চক্র, দ্বাদশ দলী দ্বাদশ বর্ণ, মধ্যে ঘটকোণ বায়ুগুণ ও তাহাতে বায়ুবীজ। অনাহত পদ্মে (বাণলিঙ্গ) শিব ও কাকিনী শক্তির বাস। কণ্ঠস্থিত বিগুহ্ব নামক পদ্মের যৌড়শ দলে যোড়শ বর্ণ; কর্ণিকাতে রত্নাকার চন্দ্রমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং নভো-বীজের স্থান। উক্ত পদ্মে সর্দাশিব ও শাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিত। ক্র-মধ্যে বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট আঞ্জাপদ্ম, কর্ণিকামধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রে (শবরূপ) শিব ও হাকিনী শক্তির স্থান নিরূপিত। তদুপরি প্রণবাকৃতি পরমাত্মা ও তাহার উপরি ভাগে চন্দ্রবিন্দু; সর্কোপরি (অধোমুখ) সহস্রদল পদ্ম। উহার পঞ্চাশং দলে পঞ্চাশং বর্ণ, কর্ণিকাতে চন্দ্রমণ্ডল ও ত্রিকোণ যন্ত্র। সহস্রদল পদ্মে শঙ্খিনী শক্তির সহিত পরমশিব অবস্থান করেন।

যম নিয়মাদি অভ্যাসরত সাধক গুরুর উপদেশ অল্পসারে তেজ ও বায়ুর সাহায্যে কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থাপিত করিবে। পরে হৃদয়ার বীজ উচ্চারণপূর্বক তাহার চেতনা সম্পাদন করিয়া চিত্রিলীর মধ্যগত পদ্ম দিয়া মূল্যধার অবধি আঞ্জা পণ্যস্ত ছয় পদ্মকে এবং মূল্যধার, অনাহত ও আঞ্জা, এই তিন পদ্মস্থ তিন শিবকে ভেদ বিহিত হইয়াছে। অনন্তর কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল কমলে অবস্থিত পরমশিবের সহিত মিলাইয়া দিবে; এবং গলিত পরমায়ুত পানে পরিতৃপ্ত কুণ্ডলিনীকে আধার কমলে ফিরাইয়া আনিবে।

৩। **ছেদিলেঁ**—ছেদন করিলাম। **ভোলো**—ভুলি, বিভ্রান্ত বা মোহিত হই।

**চিরাদমধুর** ইত্যাদি—বহু ক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্রম্যা বাধা সাক্ষর বাক্য বলিলেন।

৩। **আভাগী**—মনভাগিনী।

৪। **বুঝিতে নারিল** ইত্যাদি—দ্বীলোক হইলে দ্বীলোকের বাধা অবজ্ঞাই বুঝিতে; আর পুরুষ, কেমন করিয়া ঈশ্বরের মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়, সে জানে, তাহার পক্ষে এতটা নির্ঘম হওয়া অসম্ভব। **জীঞেঁ** **মোঁ** ইত্যাদি—কেবল তোমার মিলন আশায় বাঁচিয়া আছি।

১। **কাটিলেঁ**—কাটিলাম।

**নেবারিল**—নিবারণ করিলাম। **তোয়ে**—তোমা হইতে।

২। **আজ্ঞা লঞেঁ** ইত্যাদি—আমার দ্বারা পরদার অযুক্ত।

পৃ.° ১৪৩

১। **জবে**—যখন। **তোহাঁক**—তোমাঘ।

৩। **আনুগতী**—অনুগত। **ভকতী**—অনুরাগিণী।

**বিমোচিলেঁ**—বিমোচন করিলাম, মুক্ত হইলাম।

**আজ্ঞাত**—আমার উদ্দেশ্যে বা নিমিত্ত।

৩। **কুমর**—প্রা° কুমর। তুলসীদাসে কুমর।  
কুমার। **সংপিল**—সমর্পণ করিল।

পৃ.° ১৪৪

২। **তোজ্ঞে**—প্রা° তুমহে (য্যান)। তোমায়।

৪। **নরকের ফল**—নরক ভোগ।

৫। **আরী**—অরি, শত্রু। **বালেন্দু**—প্রতিপদের চাঁদ, চূর্ণত বস্ত্র।

১। **দুত্তর**—প্রা° দুত্তর। বিজ্ঞাপতি,—

আতর দুত্তর নরি.....

দুত্তর বজ্রনি দূর অভিসার।

দুত্তর। **লাজে পিঠ দিঅঁ**—লজ্জায় জ্বলাঞ্জলি দিয়া।

২। **তেআগিল**—তাগ করিলাম। **উত্তর**—সম্মতি।

৩। **রতীঞেঁ**—রতি-হেতু।

১। **সকল সংপুল্ল** ইত্যাদি—আমার যৌবন যাবতীয় সৌন্দর্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। **সাজে**—সজ্জায়।

**সিতা** **রামে** ইত্যাদি—হে চক্রপাণি, রাম বিনা দোষে সীতা দেবীকে তাগ করিয়া অশেষ যাতনা দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ততোধিক বেদনা পাইয়াছিলেন।

২। **চিন্তো**—চিন্তা করি, ভাবনা করি।

পৃ.° ১৪৫

**তবেঁ ভিন্নিবধ** ইত্যাদি—বিজ্ঞাপতিতে,—

তিরিবধ পাতক লাগয় তোয় ॥

তিরীবধ—স্বীহত্যাগ্নিত পাতক ।

৩। তোর মোর—তোমার আমার ।

—

পরহরিলে—পরিত্যাগ করিলাম ।

২। জুড়িএ—জোড়া হয় । পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে

ইত্যাদি—তুল’—

ছিন্নস্নেহবসা ভবন্তি পুরুষাঃ দুঃখাত্তবত্যাঃ পুনঃ ॥

—অমরশতক

৪। তোতে—তে’ পক্ষমীর অর্থে প্রযুক্ত ।

—

১। নন্না—প্রা° নরন্না ( নবক ) ; প্রা° পৈ°এ বন্না

[ কেহ লন্না ] ২। ১৪৪ । নবান ।

নহৌগ নহৌগ—ওগো, নই গো নই ।

৪। হরো—প্রতারণিত করি ।

—

মায়া মোহ—স্নেহ মমতা ; এখানে ছলাকলা অর্থে প্রযুক্ত । পোহি—পুত্র ; পো°এ শব্দের টাকা-দ্রষ্টব্য ।

২। কহিলেন্ত—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—  
অণ্ডকোষ নাহি মোর কথা কহিলন্ত ।

কহিলেন ।

পৃ° ১৪৬

৩। কাএ—প্রা° কাথ ( কায়া ) ; এ’ বিভক্তিচিহ্ন ।

—

১। মৈলাক—চম্পাচম্পাবিনশ্চে,—

জীবন্তে মঅলৈ নাহি বিশেষো ॥

জীবন্তে মইলৈ নাহি বিশেষ ॥

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

মইল শরীরে যেন পাইল পরাগি ॥

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

মৈল করি বুড়া বেটী রহিল পড়িয়া ।

মৃতকে ।

২। উপজিব—উপজাত হইবে, উৎপন্ন হইবে ।

কৃষিবেহে—রোষাধিত হইবে, কুপিত হইবে ।

৩। পসিলৌ—মাধব কন্দলিকৃত কিক্কিদ্দাকাণ্ডে,—  
এবে তম্পারে প্রভু পসিলৌ শরণ ।

প্রবেশ করিলাম । শরণ পসিলৌ—শরণ গ্রহণ করিলাম ।  
তুল’ ‘শরণ সাধাহ’ ( পৃ° ১০২ ) । সহিবাক—সহিবার  
নিমিত্ত, সহ্য করিতে ।

৪। ভেরছ নয়নে—নয়নকোণে, ইঙ্গিতে ।

—

২। দুখদিঅী ইত্যাদি—হে দুঃখদানকারী, সত্য  
বলিতেছি, মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতেছি ইত্যাদি ।  
জালাএ—প্রা° জালা’, এ’ বিভক্তিচিহ্ন । জালায় ।

—

১। গেলাহা—গেলে, গমন করিলে ।

পৃ° ১৪৭

২। টালিঅী—চেলিয়া, অপসারিত করিয়া ।

—

কৃষ্ণস্ত বাচমাচম্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ  
করিয়া, রাধা বৃদ্ধার সমীপে গমন করিলেন এবং নিজ প্রাণ  
রক্ষার উপায়স্বরূপ বলিলেন ।

১। আঙ্কিঅারী—প্রা° অঙ্কঅার’ । বিজ্ঞাপতিতে,—  
যামিনী ঘন আঁখিয়ার ।  
নিসি আঙ্কিয়ারি ডরাসী ।

অঙ্কঅার’ । জাহার—জার’ শব্দের টাকা-দ্রষ্টব্য । যাহার’ ।  
খোজো—‘খোজ্জ মার্গচিহ্নে’ দে’ না’ মা’ । খোজ  
করি, অন্বেষণ করি ।

২। স্ময়িলো—শয়ন করিলাম । আনল সরণ—  
অগ্নি প্রবেশপূর্বক প্রাণ বিসর্জন ।

৩। ভরে—নির্ভর, অবলম্বন । পড়ে—প্রা° পড়ই’  
( পততি ) । যে ডালে করো ইত্যাদি—তুল’,—  
যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গি যায় ।  
( মৈ° গী° ১২ ) ।

বিসরামে—বিশ্রাম ।

—

১। বুড়—প্রা° বুড়’ ( বৃদ্ধ ) । বয়সত—বয়সে ।

২। যাঞো—যাই । জাণ—জাণো’ বা জাণো’  
হইবে বোধ হয় ।

৩। এক মান—সমান, সমতুল্য । বাশলী ও

সিরে—পৃথির সর্বত্রই যথাক্রমে বাসলী' ও শিরে' পাঠ আছে।

১। **মতিভোলে**—মনোভ্রান্তি' হেতু, মনের বিকলতা-বশতঃ।

২। **দগধকপালী**—পোড়াকপালী' বস্ত্রের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত।

পৃ.° ১৪৮

৩। **তোলো**—চৈতন্যভাগবতে,—  
তোলো চক্র তোমা লাগি সে হয় বিফল ॥  
(মধ্য°, ১০ম অ°)

উত্তোলন করি। **চিহ্নিলো**—চিনিলাম। **এ রূপ যৌবন** ইত্যাদি—আমার এই রূপ যৌবন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আবদ্ধ রাখিব। পূর্বে 'নহে রূপ যৌবন দিখা যাহা পাক্ষা' (পৃ° ৪৪)।

৪। **কোকিল কৈল** ইত্যাদি—কোকিল ধ্বজা ধরিল। পালি গানে—[প্রা° পালি' (পঙক্তি)]। দোহারের গেষ পদাংশ অর্থাৎ ধ্বজা। চৈতন্যচরিতাম্বে,—  
আর পঞ্চ জন দিল তাঁর পালি গান ॥  
(মধ্য° ১৩শ পরি°)

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকার্যে,—

ছুই পালোর কঙ্কে দিয়া ছুই পাও।  
(বঙ্গবাসী সংস্করণ)

**শরণ ভৈলো**—শরণাপন্ন হইলাম।

১। **পাছু**—পরিণাম।

৩। **বজ্রজন করায়ী** ইত্যাদি—প্রিয়তমকে বিমুগ্ধ বা বিভ্রান্ত করাইয়া কেমন করিয়া কৌশলে পরিতুষ্ট করিবে? ছন্দে বন্দে—কলে কৌশলে।

**জরতীবচনং** ইত্যাদি—বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনাতুরা রাধিকা মাধব-প্রাপ্তির আশায় সখীগণের নিকট বলিলেন।

৫। **কি মোর জীবন** ইত্যাদি—তুল° "কি মোর যৌবন" ইত্যাদি (পৃ° ১৩৮)। **জমিবে**—ভ্রমণ করিব।

৬। **আছেন্ত**—মাধব দেবরূত আদিকাণ্ডে,—  
ছুই ভাধ্যা সমে স্থখে আছেন্ত নৃপতি।  
আছেন্ত স্মিত্রা নামে দুহিতা তাহান।  
আছেন্ত নৃপতিগণ পাতিয়া সমাজ।

আছেন।

পৃ.° ১৪২

২। **মুকুছা পাইল**—বাক্যাংশ লক্ষণীয়; অধিকাংশ স্থলেই মুকুছা গেলী' (পৃ° ১১১, ১২২, ১৩২)।

১২। **নিদ্রুখ**—দুঃখলেশহীন, আনন্দময়।

১। **তনের উপর হারে** ইত্যাদি—পদটি জয়দেব-রূপে 'সুনবিনিহিতমপি হারমুদারং' (গীত°, ৪র্থ সর্গ) গীতের স্বস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। **মানএ**—অভুভব করে, বোধ করে। **সরস চন্দন পঙ্কে** ইত্যাদি—রাধা (তোমার বিরহে) গাজস্থিত সরস চন্দন-প্রলেপকে বিষ সম বোধ করিয়া সভয়ে দেপিতেছেন। বিষম—জয়দেবে বিষমিব'। বিষম।

**তোর বিরহ দহনে** ইত্যাদি—তোমার বিরহে, সমুপ্তা রাধা (কেবল) তোমার মিলন আশায় বাচিয়া আছেন। তুল°—'জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া' (গীত° ৬ষ্ঠ সর্গ)। **দগধিলী**—বিদম্বা, সমুপ্তা।

২। **নালহীন কৈল** ইত্যাদি—তুল° 'মানহঁ কমল-মূলু পরিহরেউ'।

৩। **ভরাসিত মনে**—ভীত চিত্তে।

১। **নিন্দএ চান্দ চন্দন** ইত্যাদি—জয়দেবের 'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমছবিন্দতি খেদমধীরম্' (গীত°, ৪র্থ সর্গ) পদের অঙ্কুরণ। সর্বতোভাবে আদর্শের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া রীতিসিদ্ধ ভাষায় এমন কথায় কথায় অঙ্কুরণ চণ্ডীদাসেরই অঙ্কুরণ। **নিন্দএ—প্রা° নিন্দই** (নিন্দতি)। নিন্দা করিতেছে। **করে মনসিজ শর** ইত্যাদি—শ্রীমতী রাধিকা তীক্ষ্ণাগ্র মনসিজশরজ্বালার উপর আপনাকে শায়িত করিয়া, তোমায় পাইবার নিমিত্ত যেন কঠোর ব্রতের অঙ্কুরণ করিতেছেন। অর্থাৎ তোমায় পাইবেন, এই আশায় রাধা তোমার বিরহজনিত দারুণ মর্ষব্যথা সহ্য করিতেছেন।

ਪ੍ਰ. ੧੬੦

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

২। মৃণী—প্রা° নোনীষ' ; ম° লোনী'। নবনীত।

৭। বৈষ্ণব—উপবেশন করুক।

করা উন্নয়নভেদ ।

৫। **মল্লতোর**—‘মল্লতোড়ল’ শব্দেরই রূপভেদ।  
চণ্ডীদাসের পদে,—

চরণ কমলে মল্লতোড়ল  
সুন্দর যাবকুণ্ঠেপা।

কৃতিবাসী অধোখ্যাকাণ্ডে,—

জানকী পরেন তাড় তোড়ল নৃপুর।

গোবিন্দদাসের পদে,—

পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।

মণি-মঞ্জির তোড়ল মল্ল পাতা ॥

পদাভরণ-ভেদ, বর্তমানে তোড়’ নামে পরিচিত।

পৃ.° ১৫১

৬। **গন্ধ রাংগে**—স্ববাসিত মুখরঞ্জন।

৭। **অভাবে**—বেশে। **লাস বেস**—প্রা° লাস’,  
লাস্ এবং বেস’, বেশ। বিলাস-বেশ। অসমীয়া  
হেমকোষে ‘নাচিবর নিমন্ত্রে করা শরীরর শোভা; এতেকে  
ধুন-পেচ, গার শোভা’। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে শব্দটি  
‘কচিং নাস বেশ’ বা ‘হাস বেশ’ আকারে পাওয়া যায়।  
সম্ভবতঃ উহা লক্ষ্য করিয়াই পদ্যমৃত-সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা  
ঠাকুর মহাশয়ের টীকায় ‘হাসঃ অলঙ্কারবিভাগঃ বেশঃ  
চন্দনসিন্দুরাদিনা’ এই অর্থ দ্রুত হইয়াছে। **রতিভাবে**—  
রতি উদ্দেশ্যে, কেলি-বিলাসের অভিপ্রায়ে।

**রাধিকাং মনসিজজরাতুরাং** ইত্যাদি—রথোদ্ধতা,  
ছন্দঃ, একাদশ অক্ষরে চরণ।

কামজরাতুরা এবং মগুনবশতঃ দ্বিগুণ সৌন্দর্যালিনী  
রাধিকাকে অবলোকন করিয়া কামাতুর হরি ক্রমশঃ এইরূপ  
বর্ণ (রতিক্রিয়া) আরম্ভ করিলেন।

১। **রাধাহো**—রাধাও।

২। **দসনের**—কৃ° চ°, গো° ব° প্রভৃতিতে দসণ’  
(দশন’); এর’ বগীর চিহ্ন। দন্তের। **দশনে**—দন্ত।  
**ইজিতকারে**—আকার-ইজিতে, হাবভাবে। **হারিল**—  
বশতা স্বীকার করিল।

৩। **পীল**—পান করিল। **উচিত হিন্নোল পড়িল**,  
—অরূপ আনন্দের ঢেউ পড়িয়া গেল। **পড়িল** শব্দের  
প্রয়োগ লক্ষণীয়। **নিধুবনে**—কেলিবিলাসে অথবা  
বিলাসকুঞ্জে।

৪। **আনুবন্ধে**—অবিচ্ছেদে। **বেল**—ধেঁকপ, বাদুশ।  
**রল প্রবন্ধে**—রতিবিলাস। **মুকুল**—মুহুরিত।

১। **ভোজ্যাত্তে**—তোমাতে বা তোমার প্রতি।

**সুতি**—শয়ন করিয়া।

৩। **মেলিল**—ব্যাপ্ত হইল বা করিল।

১। **বিনএ**—ভাল মাহুষের মত, ভদ্রভাবে।

পৃ.° ১৫২

৪। **চিআয়িলী**—জাগরিতা হইল।

১। **উরে**—উরদেশে। **ঘুমে**—কেহ কেহ মনে  
করেন, ঘুম শব্দ অর্ধাচীন; বস্তুতঃ তাহা নহে।  
বিজ্ঞাপতিতে,—

ঘুমক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।

মান ভয়ে মাধব উঠয় তরাস ॥

কৃতিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

অচেতন হৈলা বীর জ্ঞান নাহি ঘুমে ॥

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

লথাই বিপুলা হইলা ঘুমে অচেতন।

প্রাচীন সাহিত্যে ঘুমই’ (চর্যাপদে), ঘুমাওন’, ঘুমল’,  
ঘুমায়ত’, ঘুমাইআ’ প্রভৃতি পদের ব্যবহার বিরল নহে।

২। **পড়োঁ**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোর পড়োঁ পড়োঁ তোর মরণ দেখিয়া ॥

(মধ্য°, ১০ম অ°)

পড়ি, পতিত হই। এহোবার—এইবার, এবারও।

২। **মেলাইলো**—মিলিত করিলাম। **ভোলী**—  
বিফলা, বিবশা। **শিয়রত**—সন্নিহিত।

৩। **রঞ্জে**—তৃপ্ত করে, প্রীত করে।

**একাকিনী পরিজন্ম** ইত্যাদি—রাখে, একাকিনী  
বনজমণের গুরু পরিভ্রমে ক্রান্ত হইয়াছি; কিন্তু তথাপি  
মধুসূদনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

বৃক্ষে, তোমার বাক্য আমি জগৎ শ্রুত দেখিয়া, কাকুল-  
চিত্ত হইয়াছি; তুমি আমার কথা শুন।

পৃ.° ১৫৩

বক্ষিমা—বক্ষিব, যাপন করিব। কা—কাহাকে।

২। ভুজয়ে—উপভোগ করে।

৩। কামিলো—কামিলাম, ক্রন্দন করিলাম।

১। পুনমতী—পূণাবতী। ভুজয়ে—উপভোগ করে।

কাকু—দৈন্তোক্তি।

৩। খাগিকেহা—কণকের নিমিত্তও।

১। আরতী—আরতি, আদেশ।

পৃ.° ১৫৪

১। উরে—কাশীদাসের আদিপক্ষে,—

নিজ্রা ভায় মুনিকজ্ঞার উরে শির দিয়া।

উরুদেশে। শুভিলো—শয়ন করিলাম।

২। পুড়িলো—পুড়িলাম, দগ্ধ হইলাম।

৩। অসেস—প্রা° অসেস'। অশেষ। শেষ—শেষ।

৪। বিপরিত—নিদারুণ। দিশে—দিবস।

১। স্নানাহী লোক—অন্ত লোকে। ভা—কু° চ°, গো° ব°, প্রা° পৈ° প্রভৃতিতে তা', তাব'। তাবং।

নির্নায় কতিচিৎ ইত্যাদি—রাধা ক্লম্বত্বায় কিছু কাল অতি কষ্টে যাপন করিয়া অধিবান' ক্লম্বের উদ্দেশে বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

পৃ.° ১৫৫

১। ওহাড়িঅী—ঢাকিয়া, আচ্ছাদন করিয়া। কত না রাখিব ইত্যাদি—তুল°,—

কতকাল রাখিবে যৌবন আঞ্চলে বাঞ্ছিয়া।

(গোপীচাঁদের পাচালী)

সে ফল আবে তরুণত ভেল সজ্জনি

আচর তব, নই সমায়।

বিজ্ঞা°, পৃ. ৪১০

বোলাইঅী—বলিয়া কহিয়া, জানাইয়া।

বিহড়াইল—মাধব কন্দলিকৃত অধোধ্যাকাণ্ড,—

কিবা রাম দশা তোক অনিষ্ট করিল।

সিকারণে তান তই রাজ্য বিহরাইল।

বিঘটিত করিল, বিচ্ছিন্ন করিল; বিহড়ায়' শব্দের টাক দ্রষ্টব্য।

২। বিহাইল—বিষাক্ত। কাণ্ডের—বাণের।

৩। বজরে—বজ্রে। গটিল—গঠিত, নিম্নিত কুটিঅী—ফাটিয়া, বিদীর্ণ হইয়া।

৪। জেঠ—প্রা° জেঠ'। জৈঠ।

চতুরে চতুরো ইত্যাদি—চতুরে রাধে, মেঘ-মেঘুর মাসচতুর্দশ [কোন রূপে] যাপন কর, কেন না, এ বিষয়ে আমার কোনও শক্তি নাই।

১। আসাচ মাসে নব মেঘ ইত্যাদি—তুল°,—

মাস আখাচ উন্নত নব মেঘ।

পিয়া বিশলেখে রহঞা নিরুথেৎ।

বিজ্ঞা°, পৃ.° ৪৩৬

পাখী জাতী নহো ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশ উড়ি যাও

সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে।

৩। ভাদর মাসে ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।

সভ দিস কৃষ্ণক দাহুল মোর।

মন্ত দাহুরি ডাকে ডাহকি

কাটি যাওত ছাতিয়া।

৪ = নিবড়ে—প্রা° নিবড়েই' (নির্বর্তয়তি)। [Prk.

নিবড়েই or নিবড়েই; S. নির্বটয়তি Platts' H. E. Dictionary.]

কৃত্তিবাসের আশ্ববিবরণে,—

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।

উত্তরাকাণ্ড,—

যজ্ঞ নাঞি নিবড়ে যজ্ঞ করি নিরন্তর।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে,—

ন মাস প্রবেশে গন্তু নিবড়ে অষ্টম।

শেষ হয়। মেঘ বহিঅী গেলে—বর্ষা বিগত হইলে।

কাশী—কাশ কুম্ভ।



মা খেদং ভজ ইত্যাদি—রাঁধে, খেদ করিও না, মন স্থির কর; অচিরে আসিয়া কৃষ্ণ তোমায় স্পর্শ করিবেন।

১। হাথে চান্দ মালী—হাতে চাঁদ দিবে বলিয়া। মালী—অঙ্গীকার করিয়া। আইহনক গীঠ ইত্যাদি—লজ্জার মাথা খেয়ে আয়ানকে উপেক্ষা করিলাম।

৩। বালিআর—যে বালি [চৈতন্যচরিতামৃতে রাঘব পণ্ডিতের বালি প্রসিদ্ধ। মালদহ অঞ্চলে বাইল' অর্থে চন্দ্রাদি-নির্মিত থলিয়া; ময়মনসিংহে বেজাদি-রচিত পেটিকা (বাঁপি)।] বহন করিয়া ফিরে, সে বা লি আ; র' বিভক্তিচিহ্ন। কৃষ্ণকীর। শ্রীকৃষ্ণ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারবিশেষের সহিত তুলিত হইয়াছেন। [কেহ কেহ বালিআর জুল' এইরূপ পাঠ করিতে চাহেন; তাহাতে অর্থ হৃদয় হয় বটে, কিন্তু পুথিতে বালিআর ভাল' স্থম্পষ্ট।]

পৃ.° ১৫৬

জানে বাথ ন জানে ইত্যাদি—রাধিকে, হরির উদ্দেশ জানি আর নাই জানি, তাহাতে কি? আমি এখন গমনে নিতান্ত অশক্ত।

২। নিকুপেঁ—অস' নিচুক'। নিচুপে, নিঃশব্দে। পালী—প্রতিপালন করিয়া।

৩। আলিসের—আলিস্তের।

৪। ঠাঁঠী—বেহায়া, প্রগল্ভা।

৫। চুছো—চুখন করি।

৬। হাঁঠীবাক—চলিবার নিমিত্ত, চলিতে।

৮। বঙ্কান্নিবী—বঙ্কার করিবে, তিরস্কার করিবে।

২। হের শির কর ইত্যাদি—মাথায় হাত দিয়া এই তোমার আগে শপথ করিতেছি ইত্যাদি।

মথুরানগরীং গছা ইত্যাদি—মথুরা নগরে যাউয়া বৃদ্ধা মধুসূদনকে বলিল,—‘বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণাগত’। ইহা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধাকে রুষ্ট বাক্য বলিলেন।

১। নঠী—দুষ্টা, প্রগল্ভা। ঠাঁইক—হানে।

রাধাত—লাগিআ শব্দের যোগে বস্তু।

২। হাথত—ত' করণ কারকের চিহ্ন; পূর্বে ‘হাথেত’ (পৃ.° ৮)। বুটল—বলিলে।

পৃ.° ১৫৭

২। মোর বোলেন্ তোমো ইত্যাদি—এখন তুমি আমার বিনয়-বাক্যে রাধার নিকট আসিবে' না বটে; কিন্তু কানাই, নিশ্চিতই তোমায় তাহার বিয়োগজনিত অশেষ দুঃখ'ভোগ করিতে হইবে। ভাত না খাইলি ইত্যাদি—তখন তাহার জন্ত অন্ন ত্যাগ করিলে, এখন শর্করায় আদর কেন? অর্থাৎ তখন তাহার জন্ত পাগল হইলে, আর এখন এ বিপরীত ভাবের কারণ কি? শাকর—প্রা° স্ককরা' (শর্করা)। উপলগুণ, কঙ্কর বা বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকা; কর্পরাশ। আদরাহ—আদর করিতেছ, আগ্রহ দেখাইতেছ।

৩। যুড়ীবাক—যোড়া দিবার নিমিত্ত, যোড়া দিতে। ভাগিল সোনার ঘট ইত্যাদি—ভুল°,—

স্বজনক প্রেম হেম সমভুল।

দহইতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল ॥

(বিজ্ঞা° পৃ.° ৬১)

মাটির—প্রা° মটটি; র' বিভক্তিচিহ্ন।

৭। আসি জাই করী—আসা যাওয়া করি।

২। কাটিল—কুন্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—  
কাটিল কদলী যেন পড়ে ভালে মূলে ॥

কাটা, কত্তিত। ভেজিবাক—ত্যাগ করিবার নিমিত্ত, ত্যাগ করিতে।

৩। বিনাস—প্রা° বিণাস'। ধ্বংস।

